

বা

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ

ট——পিসার তোরণ

প্রকাশক
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
মাঘ ১৩৪৮
ফেব্রুয়ারী ১৯৪২

প্রিণ্টার
শ্রীসুধাংশু রঞ্জন সেন
ট্রুথ প্রেস
৩, নন্দন রোড, কলিকাতা।

জ্ঞানভারতী

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পাদিত

দি
ন্যাশন্যাল লিটারেচার
কোং

জ্ঞাপনী

বহু বাধা বিঘ্ন ও দারুণ সঙ্কটের মধ্যে জ্ঞানভারতীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল।

গ্রাহকবর্গের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্পূর্ণ দ্বিতীয় খণ্ডকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথম ভাগ প্রকাশ করা হইল।

আশা করি সময় ও অবস্থা বুঝিয়া গ্রাহকবর্গ আমাদের এই ব্যবস্থা অনুমোদন করিবেন এবং এই খণ্ড প্রকাশের বিলম্বজনিত ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

যে-কাগজে এই ভাগ ও পূর্ব্ববর্ত্তী খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে সেই বিশেষ শ্রেণীর কাগজ বাজারে একান্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যদি একান্তই সেই সাইজের কাগজ না পাওয়া যায় তাহা হইলে পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি বিভিন্ন আকারের কাগজে মুদ্রিত করিতে বাধ্য হইব। ছাপা বাঁধাই বা কাগজের উৎকর্ষের কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না—এ আশ্বাস নিশ্চিতভাবে দিতে পারি।

সঙ্কেতাবলী

Chopra :	Lt. Colonel R. N. Chopra Indigenous drugs of India, 1933
যোগেশ ঃ	যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি বাংলা শব্দকোষ, ১৩২০।
জী-কোষ ঃ	শশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার জীবনীকোষ।
ভারতীয় ব্যাধি ঃ	পশুপতি ভট্টাচার্য ভারতীয় ব্যাধি ও আধুনিক চিকিৎসা।
ব সা প প ঃ	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।
ব সা সে ঃ	শিবরতন মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য সেবক।
S. B. E. :	Max Muller Sacred Book of the East.
Watt :	Watt Commercial Products of India.
Smith :	Vincent Smith History of India.
বনৌষধি ঃ	বনৌষধি দর্পণ।

জ্ঞান ভারতী

ট

টকস্বাদ

কতকগুলি উদ্ভিজ্জের পাতা, (যেমন আমরুল, তেঁতুল) ও ফল (যথা তেঁতুল, কামরাঙা, চালতা, লেবু প্রভৃতি) স্বভাব-অম্ল। অনেক আম কাঁচা ও পাকা অবস্থায় টক্ থাকে; আবার কতক জাতের আম কাঁচা মিঠা হয়; অধিকাংশ কাঁচা, টক আম পাকিলে মিষ্ট হয়। কলমা লেবু এই ধরণের ফল। তবে সাধারণ লেবু পাকিলেও মিষ্ট হয় না। দুধের মধ্যে সামান্য টকজাতীয় পদার্থ দিলে সমস্ত দুধ টক হয়। মিষ্ট পদার্থ গাঁজাইলে বা Ferment করিলে টক হয়। অনেক এসিডের স্বাদ টক।

টকি (Talkie) বায়োস্কোপ, সিনেমা

যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে সঙ্গে কথা গান ও শব্দাদি প্রকাশ করা হয় তাহাকে 'টকি' বলে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ছবির ফোটো ও শব্দের রেকর্ড পাশাপাশি যুগপৎ উঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইলেক্‌ট্রিসিটির প্রয়োগে বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে শব্দের রেকর্ড হইতে শব্দ বাহির হয় এবং তাহা আমপ্লিফায়ার (Amplifier) যন্ত্র দ্বারা উচ্চগ্রামে মুখরিত হয়। ১৯২৮ হইতে 'টকি'র চল হইয়াছে এবং গত ১০—১২ বৎসরের মধ্যে অসামান্য উন্নতি করিয়াছে। সিনেমা শব্দে সবিস্তারে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

টক্সিন (Toxin)

বিষাক্ত জীবাণুর বিষকে টক্সিন বলে। ইহা ২ প্রকার। যে-বিষ জীবাণুর শরীর হইতে বাহিরে নির্গত হয়, তাহার নাম এক্সোটক্সিন (Exotoxin) এবং যে-বিষ শরীরের ভিতরে থাকে, জীবাণু মৃত বা পিষ্ট না হইলে নির্গত হয় না, তাহার নাম এন্‌ডোটক্সিন (Endotoxin)। কোনো জাতীয় জীবাণুর এক প্রকার বিষ থাকে, কাহারও দুইপ্রকারই থাকে। এই বিষ অনুসারে রোগও দুই প্রকার হয়, যেমন টক্সিক (toxic) ও সেপ্‌টিক (septic)। ডিপ্‌থিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) টক্সিক ব্যাধি, অর্থাৎ ইহাদের রোগ-জীবাণু মানুষের শরীরের কোনো স্থান-বিশেষে কেন্দ্রস্থ হইয়া থাকে; দ্বিতীয় প্রকার বা সেপ্‌টিক ব্যাধির জীবাণু শরীরের সর্বত্র রক্তের মধ্যে স্বয়ং সঞ্চারিত হইয়া বেড়ায় এবং নিজের বিষ নিজের মধ্যে রাখে। নিউমোনিয়া, মেনিন্‌জাইটিস্ প্রভৃতি সেপ্‌টিক ব্যাধি।

টগর (Tabernaemontana coronaria)

সংস্কৃত তগর। Indian Valerian। পুষ্প-উদ্যানে এই গাছ দেখা যায়। গাছ ক্ষীরী, মানুষের সমান উঁচু হয়; পাতা মৎসাকার, মসৃণ। ফুল শাদা, রাত্রে মৃদু সুগন্ধ পাওয়া যায়। এই গাছ ভারতে বিদেশ হইতে আসিয়াছে; তবে এই জাতের কয়েক প্রকার গাছ হিমালয়ের পাদমূলে বন্যভাবে জন্মে। ইউরোপে এই গাছ বহুকাল হইতে সুপরিচিত। ইহার শিকড়ের ছাই হইতে ৮—১০% ম্যাংগানিস পাওয়া যায়। ফ্রান্স ও ও বেলজিয়ামের টগর-মূল ব্যবসায়ে বেশি চলে। বেলজিয়ামে বৈজ্ঞানিকভাবে ইহার চাষ হয়। মূর্ছা, নার্ভীয় ব্যাধি, মৃগীরোগে ইহার শিকড় হইতে প্রস্তুত ঔষধ ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে এই

গাছ সুপরিচিত। (দ্রঃ Chopra 255—6; বৈদ্যকশব্দ সিন্ধু)। ফিরঙ্গী টগর শাদা ও লাল জাতের; গাছ হাত দেড় উঁচু হয়; দেখিতে ঝাপড়াপানা, বারো মাস ফুল হয়; ফুলে ২টা শুঁটী হয়। (দ্রঃ যোগেশ)

টড্ (Todd, Col. James ১৭৮২—১৮৩০)
রাজপুতানার রেসিডেণ্ট; রাজস্থানের বিখ্যাত ইতিহাস সঙ্কলনের জন্য খ্যাত। রাজপুতানায় বাসকালে ইনি তাঁহার গ্রন্থের অধিকাংশ উপাদান চারণ ও ভাটদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। গ্রন্থখানি রাজপুত জাতির প্রতি শ্রদ্ধার সহিত লিখিত। বর্তমানের গবেষণায় অনেক নূতন তথ্য বাহির হওয়ায় ইহার ঐতিহাসিক মূল্য হ্রাস পাইয়াছে (দ্রষ্টব্য গৌরীশঙ্কর ওঝা লিখিত রাজস্থানের ইতিহাস, হিন্দী)। বাঙলায় টডের রাজস্থানের ইতিহাস গদ্য ও পদ্যে অনুবাদ আছে। বিপিন বিহারী নন্দী 'সপ্তকাণ্ড রাজস্থান' বাংলা পদ্যে (১৯১২) এবং যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গদ্যে অনুবাদ (১৯০৬) করেন।

টড্হাণ্টার (Todhunter, Issac ১৮২০—৮৪)
ইংরেজ গাণিতিক। কেমব্রিজের অধ্যাপক। কেমব্রিজের সিনিয়ার র‍্যাংলার পাশ। রয়েল সোসাইটির সদস্য। বহু গাণিতিক গ্রন্থ ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতা।

টন্ (Ton)
ইংরেজি ওজন। ২০ হন্দরে ১ টন। (১ হন্দর = ১মণ ১৬ সের) ১ টন = ২৭ মণ ৯ সের। মেট্রিকটন্ = ২২০৪ পা ১০০০ কিলো-গ্রাম। গ্রোসটন্ = ২২৪০ পা = ১০১৬·০৬ কিঃগ্রা। এই শেষোক্ত মাপ বৃটেনে বেশি চলে।

টন্সিল (Tonsil)
মুখের মধ্যে গলনালীর দুই পার্শে আলজিবের কাছে দুটি গণ্ড বা gland আছে। বাহির হইতে যে সমস্ত অবাঞ্ছনীয় জীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চায়, টনসিল গণ্ড তাহা আটকাইয়া নষ্ট করিয়া দেয়। টন্সিলাইটিস্ নামে ব্যাধিতে ঐ গণ্ড ফুলিয়া উঠে; ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত চেঁচানো প্রভৃতির ফলে টন্সিল আওরায়। গলার মধ্যে লাল দাগ দেখা যায়; গিলিতে কষ্ট হয়। কখনো উহাতে ঘা বা ক্ষত হয়। এলোপ্যাথী চিকিৎসকরা টনসিল কাটাইবার উপদেশ দেন।

টনি (Tawney, Charles ১৮৩৭—১৯২২)
বিশিষ্ট অধ্যাপক; কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ। তিনবার অস্থায়ীভাবে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর। 'উত্তররামচরিত', 'কথাসরিৎসাগর' প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদক। দেশে গিয়া ইন্ডিয়া অপিস লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক হন।

টনেজ (Tonnage)
জাহাজের আকার বুঝাইবার জন্য এই শব্দ ব্যবহৃত হয়। গ্রোস্ টনেজ বলিতে জাহাজের অভ্যন্তরের ঘনফল বা cubical interior space বুঝায়; নিট্ টনেজ বলিতে বুঝায় জাহাজের মধ্যে কতখানি স্থানে মালপত্র বোঝাই হইতে পারে।

টপ্পা
এক প্রকার সংগীত। হিন্দী খেয়ালের অনুকরণে রচিত ললিত পদবহুল প্রণয় সঙ্গীত; বিশেষ সুর, লয়ে ও ঢঙে গাওয়া হয়। বাঙলা টপ্পার প্রবর্তক নিধুবাবু (দ্রঃ রামনিধি গুপ্ত); তিনি সরি মিঞার টপ্পার অনুকরণে বাংলা টপ্পা রচনা করেন। ৫০ রকম রঙীন গানের মধ্যে টপ্পা অন্যতম। খেয়াল ও টপ্পা রঙীন গানের প্রকার ভেদ মাত্র। ইহা বৈঠকী গান।

টম্টম্ গাড়ী (Tandem)
এক-ঘোড়ায় টানা দুই-চাকার উঁচু গাড়ী, বিলাত হইতে আমদানী; এককালে কলিকাতায় ও অন্যান্য শহরে খুব চলতি ছিল।

টম্সন্, জেমস (Thomson, James ১৭০০—৪৮)
স্কট্ কবি। The Seasons (১৭২৮—৩০); Liberty (১৭৩৪), Agamemnon (১৭৩৮), The Masque of Alfred (১৭৪০); The Castle of Indolence (১৭৪৮) প্রভৃতি কাব্য রচয়িতা। Rule Britannia rule the waves নামা কবিতাটি Alfred নামে কাব্যের মধ্যে আছে।

টম্সন, জোসেফ জন (Thomson, Sir Joseph John জঃ ১৮৫৬) বৃটিশ বিজ্ঞানী; কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের লেকচারার ১৮৮৩; কাভেন্ডিশ প্রোফেসার ১৮৮৪—১৯১৮। ১৯০৬এ নোবেল প্রাইজ পান। ইলেকট্রিসিটি, চুম্বকবিজ্ঞান, গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বহু গবেষণা করিয়াছেন; বহু গ্রন্থের লেখক। বিরল হাওয়ার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিয়া সর্বপ্রথম পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূল বিদ্যুৎকণা ইলেকট্রনের অস্তিত্ব ও ওজন নির্ধারণ করেন। প্রত্যেক পদার্থের পরমাণুতে যে এই সূক্ষ্মতম বিদ্যুতকণা ইলেকট্রন আছে তাহাও তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন। ইঁহার ভ্রাতা স্যর জন্ আর্থার টম্সন্ (১৮৬১—১৯৩০) বিশিষ্ট জীবতত্ত্ববিদ্ ছিলেন।

টম্সন, ফ্রান্সিস (Thompson, Francis ১৮৭০—১৯০৭) ইংরেজ লেখক ও কবি। চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিগ্রী লইতে অক্ষম হইয়া ইনি লন্ডনে যান ও সাহিত্য চর্চায় মন দেন। ১৮৯৩এ তাঁহার প্রথম কাব্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। Sister Songs (১৮৯৫), New Poems (১৮৯৭) প্রভৃতি।

টম্প্‌সন (Thompson, Sir Augustus Rivers ১৮৫০এ ভারতীয় সিবিল সার্বিসে নিযুক্ত হন। বহু সরকারী পদে নিযুক্ত থাকিবার পর বাংলার ৮ম ছোটলাট হন (১৮৮২-৮৭)। এই সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন বিল পাশ হয়। ইলবার্ট বিল আন্দোলন, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ববিষয়ক আইন (১৮৮৫) পাশ হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ৫০ বৎসরে জুবিলি উৎসব, হুগলী-নৈহাটির রেলওয়ে ব্রীজ নির্মাণ। দ্বিতীয় কংগ্রেস কলিকাতায় হয় (১৮৮৫)। ইঁহারই চেষ্টায় মেডিক্যাল কলেজে মহিলা-ছাত্রীর প্রবেশাধিকার হয়। জিবরালটারে ইঁহার মৃত্যু হয়।

টরপেডো (Torpedo)

সিগার আকৃতি মারাত্মক বোমা। টরপেডো জাহাজ বা ডুবোজাহাজ (Submarine) হইতে ছোড়া হয়। বোমাগুলি জলের তলা দিয়া গিয়া বিপক্ষ দলের জাহাজের তলদেশে লাগে। ১৮৭০ হোয়াইটহেড্ কর্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। টরপেডো শেল্‌ বা গোলের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ইন্‌জিন থাকে; উহা নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে কম্‌প্রেসড্‌ বা সংহত বায়ুর সাহায্যে ঐ ইন্‌জিন চলে এবং প্রোপেলার চালাইয়া উহা অগ্রসর হইয়া যায়। অপর একটি যন্ত্রের সাহায্যে উহা জলের তলায় ৬।৭ ফুট নীচে থাকে। ৭ হইতে ১০ হাজার গজ যাইতে পারে (৩।৪ মাইল)। একটি বড় টরপেডোর দাম প্রায় ৮,০০০ পাউণ্ড।

টরপেডো বোট্‌ (Torpedo Boat)

টরপেডো (দ্রঃ) বহনকারী যুদ্ধ জাহাজ। ইহারা যুদ্ধ জাহাজের প্রতি টরপেডো ছোড়ে। এখন ডেস্‌ট্রয়ার জাহাজ টরপেডো-বোটের কর্মতৎপরতা অচল করিয়া তুলিয়াছে।

টরিচেলিয়ন ভ্যাকুয়ম (Torricellian Vacuum) টরিচেলি (Torricelli, Evangelista ১৬০৮-- ৪৭) ইতালীয়ান বৈজ্ঞানিক; গ্যালিলিওর সহকারী কর্মীরূপে কায করিতেন ও ব্যারোমিটার আবিষ্কার করিয়া অমর হইয়াছেন। এছাড়া অনুবীক্ষণ ও দুরবীন যন্ত্রের অনেক উন্নতি তিনি করেন। ১৯০৮এ ইতালিতে টরিচেলির ত্রিশত বার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। ব্যারোমিটরের নলের উপরিভাগে যে শূন্যস্থান থাকে তাহাতে পারার বাষ্প ছাড়া অন্য কোনো পদার্থ নাই। এই শূন্যস্থানকেই টরিচেলিয়ন ভ্যাকুয়ম বলে। বায়ুমণ্ডলের চাপেই যে পারদস্তম্ভ সাধারণ অবস্থায় ২৯ হইতে ৩০ ইঞ্চি পরিমাণ উর্দ্ধে উত্থিত হয় তিনিই তাহা প্রথম প্রমাণ করেন।

টর্চ (Torch)

সুপরিচিত বৈদ্যুতিক আলো। আলোর জন্য যে সেল বা ব্যাটারি ব্যবহৃত হয় তাহাতে একটি দস্তার পাত্রে নিশাদল ও Zinc chloride নামে এক রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এই মিশ্রিত পদার্থের মধ্যে অঙ্গার দণ্ড ম্যানগানিজ-ডাওক্সাইড্‌, কাঠের গুঁড়া ও প্লাস্টার অব্‌ প্যারিস প্রভৃতি থাকে। দস্তা ও অঙ্গারখণ্ডের সংযোগ হইলে বৈদ্যুতিক প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই বৈদ্যুতিক প্রবাহ একটি বাল্‌বের ভিতর রক্ষিত সরু তারের ভিতর দিয়া পরিচালিত হইলে ঐ তারকে এত অধিক উত্তপ্ত করে যে ঐ তার হইতে আলো পাওয়া যায়।

টল্‌স্‌টয় (Tolstoy, Count Leo Nikolaivitch 1828—1919) রুশের লেখক ও দার্শনিক। কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৫ ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সিবাস্টপোলের অবরোধকালে সৈনিকরূপে কাজ করেন। যুদ্ধের বীভৎসতা দেখিয়া অহিংসাবাদী হন। ১৮৬২ Sophia Behrsকে বিবাহ করেন। সমস্ত জীবনই গ্রন্থ রচনা করেন; কাব্য, নাটক, ধর্ম, উপন্যাস প্রবন্ধ। জীবনের শেষ কয় বৎসর কৃষকদের মধ্যে দারিদ্রপূর্ণ জীবন যাপন করেন। চিন্তাজগতে তাঁহার প্রভাব সবদেশেই ছিল। প্রধান গ্রন্থ: War and Peace 1866, Anna Karenina 1877, My Confession 1880, Resurrection; Twenty Three Tales, The Kossacks, What is Art ইত্যাদি। ইংরেজিতে তাঁহার গ্রন্থ ২১ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (১৯২৮ হইতে); মস্কো হইতে রুশীয় সংস্করণ ৯৯ খণ্ডে বাহির হইতেছে।

টলেমি (Ptolemy of Egypt)

আলেকজেন্দারের সেনাপতি সোটার প্‌টলেমি প্রভুর মৃত্যুর পর ৩২৩ খৃঃ পূঃ অব্দে মিশরের ক্ষত্রপ হন; ৩০৫এ রাজা উপাধি গ্রহণ করেন। আলেকজেন্দ্রিয়া তাঁহার রাজধানী ছিল। তথাকার মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী প্রাচীন জগতে বিখ্যাত ছিল। এই বংশে ১৫ জন রাজা প্‌টলেমি নাম ধারণ করেন (৩০৫খৃঃ পূঃ ৪০ খৃঃ অঃ)। শেষ বংশধর রানী ক্লিওপেট্রার সময় মিশর রোমানদের অধীন হয়। (দ্রঃ ক্লিওপেট্রা)

টলেমি (Ptolemy, Claudius) ১৩০ (?)—১৬০ খৃঃ অঃ) মিশরদেশীয় গ্রীক জ্যোতিষী ও ভৌগোলিক। আলেক-জেন্দ্রিয়াতে ১২৭-১৫১ খৃঃ অঃ বাস করেন। ১৩ খণ্ডে জ্যোতিষ ও ভূগোল সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার মতে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া সূর্য নক্ষত্রাদি চলে এবং এই মত ১৫ শতক পর্যন্ত ইউরোপে চলিয়াছিল; কোপার্নিকাস টলমি মতের ভ্রান্ততা প্রথম প্রদর্শন করেন। টলেমির Mathematical Syntaxis গ্রন্থ আরবীভাষায় 'অলমজেস্ত' নামে ইউরোপে মধ্যযুগে অধিক খ্যাত ছিল। তাঁহার ভূগোলে তৎকালীন সভ্য জগৎ, ভারত, পূর্বদ্বীপালি সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায়। ইংরেজিতে

McCrindle ভারতীয় অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। Col. Gerini এবিষয়ে বিস্তৃত গবেষণা করিয়াছেন।

টাইটান (Titans)

গ্রীক পুরাণমতে দৈত্যবংশের নাম। ইহারা উরেনাস (বরুণ) ও গে-র (Grk. Ge. earth) সন্তান। ইহারা ১২ জন; ছয়টি পুত্র, ছয়টি কন্যা। গ্রীকদের মধ্যে ইহাদের সম্বন্ধে বহু আখ্যান প্রচলিত ছিল। জিউস মহাদেবের সহিত যুদ্ধে ইহারা পরাভূত হয় এবং তারতারাসের নিচে এক গুহায় আবদ্ধ হয়। অসীম বলের জন্য ইহারা খ্যাত ছিল। ইহারা বোধ হয় কোন পরাভূত জাতির দেবতা।

টাইটানিক (Titanic)

White Star Line এর যাত্রীবাহী জাহাজ। ১৯১২, ১৪ই এপ্রিল এই জাহাজ বহু যাত্রী সমেত ইংল্যানড হইতে আমেরিকায় যাইবার পথে নিউফাউণ্ডল্যান্ডের নিকট ভাসমান হিমশিলায় (Iceberg) লাগিয়া ডুবিয়া যায়। জাহাজে ২২০১ জন যাত্রী ছিল, তাহার মধ্যে ৭১১ জন ব্যতীত সকলেই ডুবিয়া মারা যায়। ৪৫,০০০ টনী এই জাহাজ সে-সময়ের বৃহত্তম অর্ণবযান ছিল। জাহাজে পর্যাপ্ত লাইফ-বোট না থাকায় আরোহীদের প্রাণনাশ হয়। এই ঘটনার পর যাত্রীজাহাজে যাত্রীর অনুপাতে জীবনতরী রাখিবার ব্যবস্থা হয়। হিমশিলাটি জলের উপর ১৬৪ ফুট ভাসিয়া ছিল ও ইহার দৈর্ঘ ছিল প্রায় ৬০০০ ফুট।

টাইটেল (Title), উপাধি

বাংলায় 'উপাধি' অর্থে জাতি বা বংশগত উপাধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী-উপাধি ও গভর্নমেণ্ট প্রদত্ত খেতাব উপাধি সবই বুঝায়। রাজকর্মচারীদের সম্মানসূচক উপাধি, কর্মী ও জ্ঞানীদের উপাধিকে title বলে। ইহার মধ্যে কতকগুলি বংশগত আছে, যেমন রাজা, মহারাজা; এগুলি ব্যক্তিগতও হইতে পারে। নাইটদের 'স্যর' উপাধি ব্যক্তিগত; লর্ড উপাধি বংশগত। এইরূপ বহু উপাধি বৃটিশ সাম্রাজ্যে আছে। ভারতবর্ষে রায় বাহাদুর, রায় সাহেব, খাঁ বাহাদুর, খাঁ সাহেব প্রভৃতি বহু শ্রেণীর উপাধি বা টাইটেল আছে। নববর্ষে ও সম্রাটের জন্মদিনে এইসব টাইটেলের তালিকা বাহির হয়; ইহা অনার্স লিস্ট নামে খ্যাত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে কোন ব্যক্তিকে টাইটেল দেয় না।

টাইটেল স্যুট (Title Suit)

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারকে টাইটেল বলে। এই স্বত্বাধিকারের মধ্যে আইনের বহু কূট প্রশ্ন থাকে। সেইসব প্রশ্ন তুলিয়া দেওয়ানী কোর্টে যেসব মামলা হয় তাহাকে টাইটেল স্যুট বলে।

টাইমস্ (The Times)

লনডনের বিখ্যাত দৈনিক। ১৭৮৫তে উহা স্থাপিত হয়। ১৭৮৮ হইতে দৈনিক হয়। প্রায় প্রত্যেক দেশ হইতে 'টাইমস' নামে কাগজ বাহির হয়। যেমন New York Times, The Times of India, ফরাসী Temps.

টাইপ (Type)

ছাপাখানায় যে হরফ ব্যবহৃত হয় পূর্বে তাহা ছিল কাঠের; এখন সীসা ও অ্যান্টিমনি (Antimony) মিশাইয়া তৈয়ারী হয়। টাইপ বা হরফের অনেক নাম বাঙলায় ব্যবহৃত হয় যেমন পাইকা, স্মল পাইকা, লঙপ্রাইমার, বর্জাইস, ইত্যাদি; এগুলি আকারের নাম। আজকাল 'পয়েণ্ট' বলা হয়—ব্রেভিয়ারকে ৮ পয়েণ্ট ও গ্রেট প্রাইমারকে ১৮ পঃ বলে। উচ্চ সংখ্যা বলিলে বুঝিতে হইবে হরফ বড়। ১৭৭৮ এ উইল্‌কিন্‌স সাহেব হুগলীর পঞ্চানন কর্মকারকে দিয়া সর্বপ্রথম বাঙলা হরফ তৈরী করান। টাইপ তৈরী করিবার বিশেষ কারখানা বা ফাউণ্ডারী আছে। টাইপ তৈয়ারী ও ছাঁচে গড়ার জন্য বহুবিধ যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নিম্নে কোন্ হরফের কি নাম ও কি আকার তাহা দেওয়া হইল:—

ডবল গ্রেট

ডবল গ্রেট কম্প্রেস্

টু-লাইন পাইকা এইরূপ।

গ্রেট এনটিক

গ্রেট টাইপ এইরূপ হয়।

গ্রেট কম্প্রেস এইরূপ হয়।

ইংলিশ টাইপ এইরূপ হয়।

পাইকা এন্‌টিক এইরূপ হয়।

পাইকা টাইপ এইরূপ হয়।

স্মল পাইকা এন্‌টিক নং ১ এইরূপ হয়

স্মল পাইকা এন্‌টিক নং ২ এইরূপ হয়।

স্মল পাইকা টাইপ এইরূপ হয়।

বর্জাইস টাইপ এইরূপ হয়।

টাইপ রাইটার (Type-writing machine) কলম ছাড়া ও মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর নাড়ানাড়ি না করিয়া এই কলের সাহায্যে দ্রুত লেখা যায়। ১৮৭৪ অনেক পরীক্ষার পর কার্যকারী মেসিন আমেরিকার রেমিংটন কোম্পানী বাহির করে। Sholes নামে এক ব্যক্তির পরিকল্পনায় ইহা কাজচলা হয়। এখন ইহা অপিসের নিত্য ব্যবহার্য আসবাব। বহু লোক টাইপ করিয়া জীবিকা অর্জন করিতেছে। রেমিংটন কোং অন্য ভাষার কলও তৈয়ারী করিয়াছে। বাঙলা টাং হইয়াছে।

টাইফয়েড (Typhoid)
অন্ত্র বা enteric fever টাইফয়েড নামে পরিচিত। টাং বীজাণু অন্ত্রের মধ্যে জন্মে ; এই রোগ-বীজাণু দুগ্ধ, জল, খাদ্য ও অপরিচ্ছন্ন পারিপার্শ্বিক হইতে মানবদেহে আসে। প্যারা-টাং-র বীজাণু পৃথক, টাইফয়েডের মৃদু অবস্থাকে প্যাং টাং বলে না। পাশ্চাত্যদেশে এই ব্যাধি প্রায় দেখা যায় না ; ভারতের প্রায় প্রত্যেক বড় শহরেই এই ব্যাধি বাড়িতেছে। বঙ্গদেশে ১৯৩১এ ১২,৬০৮ ও ঐ সময়ে ইংল্যাণ্ডে ২৫১ জন ঐ রোগে মরে। এই ব্যাধি দেহে বিস্তার লাভ করিতে ৮—১৪ দিন লাগে। রোগ-বীজাণু অন্ত্র ভেদ করিয়া ক্ষত করে ও তাহাতে রক্তস্রাবাদি হয়। এই ব্যাধির প্রধান লক্ষণ উগ্র জ্বর, মাথার যন্ত্রণা, সংজ্ঞালোপ, উদরের পীড়া। গত শতাব্দীতে এই শ্রেণীর রোগকে রেমিটেন্ট ফিবার বলা হইত ; আয়ুর্বেদমতে সন্নিপাত বা জ্বরাতিসার বলে। ঔষধাদির দ্বারা এ রোগের নিরাময় হয় না এলোপ্যাথিদের এই মত। শুশ্রূষাই প্রধান চিকিৎসা।

টাইফাস (Typhus)
টাইফয়েডের সহিত এই ব্যাধির কোন সম্বন্ধই নাই। ইহা সংক্রামক ব্যাধি ; জ্বর, আক্ষেপ ও গায়ে একপ্রকার লালচে দাগ ইহার বাহ্যিক লক্ষণ। টাইফাসের জীবাণু সম্বন্ধে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এখনো শেষ কথা বলিতে পারেন নাই ; তবে সাধারণত মনে হয় যে ডাম্বেলৃ-আকৃতি একজাতীয় প্রত্যেজুন (Rickettsia protoazcki) ইহার বাহক। উকুনের কামড়ে এই রোগ সঞ্চারিত হয় বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। এই ব্যাধি শীতের দেশে যুদ্ধের সময় যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে, দরিদ্র গৃহত্যাগী আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে মড়কাকারে দেখা দেয়। অপরিচ্ছন্নতা, অতিজনতা এই রোগ প্রচারের সহায়। শতকরা ৬০ জন রোগী বাঁচে। ইউরোপে এককালে এই ব্যাধির প্রকোপ খুবই ছিল ; বর্তমানে প্রায় নাই ; তবে গত মহাযুদ্ধের সময় দেখা দিয়াছিল।

টাইফুন (Typhoon), ঘুর্ণি ঝড়।
অগস্ট হইতে নভেম্বর পর্যন্ত চীন সাগরে ঘুর্ণিবায়ু জাতীয় ঝটিকাকে তাই-ফুন (চীনা শব্দ) বলে। এই ঝড়ের সময় পূর্বে অনেক জাহাজ ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। ঢেউ-এ উপকূলের ক্ষতি করে।

টাইলার, ওয়াট (Tyler, Wat)
ইংল্যাণ্ডের রাজা ২য় রিচার্ডের সময় (১৩৭৭—৯৯) কেন্ট জিলার লোকদের মধ্যে যে বিদ্রোহ হয় তাহার নেতা ; রাজার এক গোমস্তা ওয়াটের কন্যাকে অপমান করায় ওয়াট তাহাকে মারিয়া ফেলে ; ইহারই ফলে বিদ্রোহ জাগে। বিদ্রোহের মূল কারণ রাজা এক সময়ে লোকদের উপর একটি মাথট-কর (Poll tax) ধরেন ; অবস্থার তারতম্য অনুসারে ৪ শিলিং হইতে এক পাউণ্ড পর্যন্ত মাথট-কর ধরা হইত। ওয়াটের নেতৃত্বে প্রায় দশ হাজার কৃষক লন্ডন অভিমুখে যাত্রা করে, পথিমধ্যে তাহারা বহু স্থান ধ্বংস ও দগ্ধ এবং কেন্টারবেরির আর্চবিশপকে হত্যা করে। অবশেষে স্মিথফীলড্ নামক স্থানে রাজার সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হয়। লন্ডনের মেয়র সার উইলিয়ম ওয়ালওয়ার্থ কর্তৃক ওয়াট নিহত হয় (১৩৮১)। রাজা বিদ্রোহী কৃষকদের অভিযোগের প্রতিকার করিবেন প্রতিশ্রুতি দিলে তাহারা স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া যায়। কিন্তু অভিজাতদের প্রতিবন্ধকতায় তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই।

টাইলার, জন (Tyler, John ১৭৯০—১৮৬২)
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০ম প্রেসিডেন্ট ১৮৪১—৪৫।

টাউন হল (Town Hall)
শহরের বিশিষ্ট অট্টালিকা, যেখানে সাধারণের সম্পর্কীয় সভা-সমিতির অধিবেশন হয়। কলিকাতায় গভর্নমেন্ট হাউস বা লাট প্রাসাদের পশ্চিমে অবস্থিত ; ইহা ১৮১৩ অব্দে ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয় ; এই টাকা বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে লটারী করিয়া তোলা হয়। ইহা গ্রীক স্থাপত্য (Doric) আদর্শে নির্মিত। অভ্যন্তরে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির তৈলচিত্র আছে।

টাওয়ার অব্ লন্ডন (Tower of London)
লন্ডনের নিকটস্থ প্রাসাদ দুর্গ ও কারাগার। ১০৭০ (?) অব্দে ১ম উইলিয়াম কর্তৃক আরব্ধ ও ২য় উইলিয়াম দ্বারা সমাপ্ত হয়। ১৫—১৮ শতক পর্যন্ত ইহা বন্দীশালা রূপে ব্যবহৃত হয় ; ৬ষ্ঠ হেনরি (১৪৭১) ৫ম এডওয়ার্ড (১৪৮৩) এইখানে নিহত হন। ১ম চার্লস (১৬৩৮) ও ২য় চার্লস ইহার অনেক সংস্কার করেন। ১৮৪১ এখানকার অস্ত্রশালা পুড়িয়া যায় ও ১৮৫০এ নূতন বাড়ী নির্মিত হয়।

টাওয়ার অব্ সাইলেন্স (Tower of Silence) বোম্বাইস্থ পারসিকদের সমাধি-ক্ষেত্র। পারসিকরা

তাহাদের মৃতদেহকে দাহ বা কবরিত করে না ; তাহারা একটি বেষ্টিত স্থানের মধ্যে মৃতদেহ রক্ষা করিয়া আসে ; চিল শকুনি প্রভৃতি মৃতের দেহ ভক্ষণ করে।

টাক পড়ে কেন ?

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চুল শাদা ও পাতলা হইতে আরম্ভ করে ; ৪০এর পর সাধারণত টাক পড়িতে থাকে। মাথার চামড়ার অসুস্থতা কেশপতনের অন্যতম কারণ। অনেক সময়ে খুশকি স্থায়ী হইলে শেষকালে টাক দেখা দেয়। বয়সের পূর্বেও কোন কোন লোকের চুল পড়ে ; কাহারও মাথার তালুতে সুরু হয়, কাহারও কপালের দিক হইতে কমিতে আরম্ভ করে। টাইফয়েড বা মারাত্মক হামজ্বরের পর মাথার চুল কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া যাইতে দেখা যায়। সাধারণত শরীর সুস্থ থাকিলে টাক অসময়ে পড়ে না ; তবে বংশানুক্রমিক টাক পড়া কখনো সারে না। টাকের বহু ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এদেশে কুঁচের তৈল ব্যবহৃত হয়।

টাকশাল (Mint)

যে সরকারী বাড়ীতে রাজাদেশে ও রাজকর্মচারীর তত্ত্বাবধানে টাকা, পয়সা ও 'নোট' ছাপা হয় তাহাকে টাকশাল বলে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের লন্ডন, অটোয়া, প্রিটোরিয়া ও কলিকাতায় টাকশাল আছে। সাম্রাজ্যের অনেক স্থানে লন্ডন হইতে ছাপা মুদ্রা প্রেরিত হয়। লন্ডনের টাকশালে খাঁটি স্বর্ণ আনিলে কর্তৃপক্ষ উহা বিনা খরচায় মুদ্রিত করিয়া দিতে বাধ্য ; কিন্তু সোনায় খাদ থাকিলে মুদ্রা ছাপিতে বাধ্য নহেন। পূর্বে ভারতের টাকশালে রূপা দিলে রূপার টাকা ছাপাইয়া দিত ; এখন তাহা হয় না। মিন্টের প্রধান কর্মকর্তাকে অ্যাসে-মাস্টার Assay-master বলে। ইংল্যান্ডে ১৮১০ হইতে লন্ডনের রয়েল মিন্টে মুদ্রা তৈরী হয়। ভারতে ১৮৯৩ পর্যন্ত রূপা সোনা টাকশালে লইয়া আসিলেই টাকা মোহর ছাপাইয়া দেওয়া হইত। বোম্বাইতে রয়েল মিন্টের শাখা ছিল। ১৮৭০—৯২ পর্যন্ত তথায় কাজ চলে ; তারপর বন্ধ হইয়া যায় ; ১৯১৮এ এক বৎসর মাত্র চলিয়া পুনরায় বন্ধ হয়। কলিকাতার মিন্টে রূপা নিকেল তামা ব্রোঞ্জের মুদ্রা ছাপানো হয়। নিম্নে কয়েক বৎসরের তালিকা প্রদত্ত হইল। মাঝে এক এক বৎসরের সংখ্যা দিই নাই।

	রূপো	নিকেল	তামা	ব্রোঞ্জ
১৯২৫-২৬	৬৫,৩৩,৫১২	৪৫,১৩,০৮৪	২,৫০০	৬,৫২,৯৭০
১৯২৭-২৮	১০,১৫,৯২৬	২৬,৯৩,৫৫০		৩,৫১,৭১৮
১৯২৯-৩০	২,১৮,৩৩,৯৪৪	৪৬,৬৩,৫০০		১১,৩৮,৬০০
১৯৩১-৩২	৪৯,০০,০০০			১,৮৯,৭০০
১৯৩৩-৩৪	২০,২৮,২৬৩	১৮,০৮,০০০	১,৫২০	১০,২৭,৭০০
১৯৩৫-৩৬	১৯,৮৯,৪৫৬	৬১,৫৮,৫৮৪		১৬,৮০,৩০০
১৯৩৬-৩৭	৪৯,৮২,৬৫২	২৮,৫৯,২৩৪		১৬,৭৫,১০৪

(দ্রঃ Hindusthan Year Book)

টাকা (Rupee)

১ টাকা=২ আধুলি=৪ সিকি=৮ দুআনি=১৬ আনি=৩২ ডবল-পয়সা=৬৪ পয়সা=১২৮ আধলা=১৯২ পাই। ১৩ টাকা ৬ আনা=১ পাউণ্ড—ইংরেজি স্বর্ণ। সিক্কাটাকা পূর্বে প্রচলিত ছিল ; ১৫ সিক্কা টাকা=১৬ টাকা।…সিংহলে টাকা প্রচলিত আছে, সেখানে ১ টাকা=১০০ সেন্ট।…আমাদের দেশের প্রচলিত টাকার ওজন ১ তোলা=১৮০ গ্রেণ। ইহার মধ্যে ১১ ভাগ খাঁটি রূপা আছে।

টাকা, মুদ্রা (Rupee, money)

সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ বা তামার চাকতির উপর রাজার বা রাষ্ট্রের নাম প্রভৃতি মুদ্রিত বা ছাপ দেওয়া হয় বলিয়া টাকাকে মুদ্রা বলে। যেখানে টাকা মুদ্রিত হয়, তাহাকে টাকশাল বলে। মানুষের আদি যুগে বেচাকেনা জিনিষপত্রের অদল-বদলে বা বিনিময়ে চলিত। সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে এক এক দেশে এক এক প্রকার বিনিময়-প্রতীক সর্ববাদীসম্মত হইয়া টাকা রূপে চলিতে থাকে ; আমাদের দেশে কড়ি ইংরেজ আগমন পর্যন্ত গ্রাম-অঞ্চলে টাকা বা পয়সার কাজ করিত।…বর্তমানে অধিক মূল্যের টাকা রৌপ্য ও স্বর্ণের দ্বারা এবং কম দামের গুলি তামা বা ব্রোঞ্জের দ্বারা তৈয়ারী হয়।…এশিয়ার মধ্যে লিডিয়া দেশে খৃঃ পূঃ ৭ম শতকে প্রথম মুদ্রা প্রচলিত হয়। প্রাচীন ও মধ্য-যুগে সর্বত্রই টাকার অভাব ছিল। কারণ তখন খনিজ ধাতু দুর্লভ ছিল। আমেরিকা আবিষ্কার হইলে ১৬ শতক হইতে ইউরোপে রৌপ্যের আমদানী আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলে মুদ্রা সুলভ হয়। ১৮ শতকে ইংল্যান্ডে ভারত হইতে প্রচুর স্বর্ণ যায় ; কিন্তু ১৯ শতকে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হইলে স্বর্ণমুদ্রার কাটতি বাড়ে। মানুষ মাটির মধ্য হইতে একটা ধাতুকে উঠাইয়া তাহার উপর মিথ্যা দাম দিয়া বিনিময়ের চিহ্ন বা প্রতীক করিয়াছে। খাঁটি রূপার টাকার বদলে অন্য মিশ্র-ধাতু ও মিশ্রিত রূপার টাকা চলৎ-সিকা রূপে চলে ; তেমনি কাগজের নোট, ব্যাঙ্কের চেক, কোম্পানীর হুণ্ডি বা বিল্ অব্ এক্সচেঞ্জও টাকার মত চলে। তবে তার পিছনে সর্বদা সোনার টাকা কোথাও না কোথাও গচ্ছিত থাকে।

টাকু (Spindles)

সুতাকাটার যন্ত্র। ১৯৩৫এ পৃথিবীতে আন্দাজ ১৫৫,০৬০,০০০ টাকু ছিল।

গ্রেট বৃটেনে	৪৩,৭৫৯,০০০	ভারতবর্ষ	৯,৬১৩,০০০
মার্কিন রাজ্যে	৩০,৮২৬,০০০	জাপান	৯,৫৩০,০০০
ফ্রান্স	১০,১৫৭,০০০	ইতালি	৫,৪৭৩,০০০
জারমেনি	১০,১০৯,০০০	চীন	৪,৬৮১,০০০
সোভিএট	৯,৮০০,০০০		…

টাগ্ অব্ ওআর (Tug of war) খেলা

একটি শক্ত দড়ির দুই পাশে সাধারণত ৮জন করিয়া লোক দাঁড়াইয়া উহা টানিতে থাকে; যাহারা টানিয়া অপর দলকে সরাইয়া লইয়া যাইতে পারে তাহারা জয়ী হয়।

টাঙস্টান (Tungsten)

এক প্রকার খনিজ; লৌহ ও মাঙ্গানিসের মিশ্রিত প্রস্তরচূরের সঙ্গে থাকে। ৩৩০০°c ডিগ্রী তাপে উহা গলে। ইহার সূক্ষ্ম সুতা ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌বের (Bulb) মধ্যে ফিলামেণ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। ২০০০°c ডিগ্রী তাপে এগুলি প্রস্তুত করা যায়। ইস্পাতের সহিত মিশ্রিত করিয়া কঠিনতম ইস্পাত হয়। কাটিবার যন্ত্র, লেদ্ (lathe) প্রভৃতি এই স্টীলে প্রস্তুত হয়। পরমাণবিক সংখ্যা ৭৪, পঃ ওজন ১৮৪; আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৮·৭।

টাটা, স্যর জামসেদজী (১৮২৯—১৯০৪)

বিখ্যাত পারসিক ধনিক ও ব্যবসায়ী। বরোদা রাজ্যের নওসারি নগরে জন্ম। অল্প বয়সেই ইনি ব্যবসায়ে মন দেন ও তদুপলক্ষ্যে চীন দেশে যান। ১৮৬১ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘরোয়াযুদ্ধ আরম্ভ হইলে তথাকার তুলা বিলাতের কলের জন্য দুষ্প্রাপ্য হয়; জামসেদজী সেই সময়ে ভারত হইতে বিলাতে তুলা পাঠাইয়া প্রভূত ধনশালী হন। ইংল্যান্ডে গিয়া তথাকার কাপড়ের কলের ব্যবস্থা দেখিয়া আসেন ও নাগপুরে ১৮৭৭এ এম্‌প্রেস্ মিল স্থাপন করেন; ১৮৮৭তে স্বদেশী মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পরিকল্পনায় সাক্‌চিতে বিখ্যাত লৌহ-ইস্পাতের কারখানা হয়; অবশ্য তাঁহার মৃত্যুর পর ১৯০৭এ ইহার কাজ আরম্ভ হয়। তাঁহারই নামানুসারে ঐ শহরের নাম হইয়াছে জামসেদপুর এবং রেল স্টেশনের নাম হইয়াছে টাটানগর।…ইনি নানা সদ্‌কর্মে অর্থ দান করিয়াছিলেন; বিদেশে ব্যবসায় শিক্ষার জন্য দুইটি বৃত্তি আছে। বঙ্গলুরে (মহীশূর) বিজ্ঞান-মন্দিরের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করেন।…এই বংশের স্যর ডোরাব টাটা, স্যর রতন টাটাও দাতা ছিলেন।

টাটা কোম্পানী

জামসেদজী টাটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাধারণ নাম। এই কোম্পানীর মূলধন ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড। ইহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ হইতেছে জমসেদপুরের টাটা আইরন ও স্টীল কোম্পানী (TISCO); তথায় বৎসরে ৮,০০০,০০০ টন্ লোহা গালাই হয় (Pigiron) এবং ৬০০,০০০ টন্ ইস্পাতের সামগ্রী প্রস্তুত হয়। এই কারখানায় পিগ্ লোহা, রেল, প্লেট, চাদর, কড়ি, বরগা, শিক, কৃষির যন্ত্রপাতি তৈয়ারী হয়; এছাড়া সাল-ফেট অব্ অ্যামনিয়া, সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি উপসামগ্রী প্রস্তুত হয়। টাটা কোম্পানীর ৪টি হাইড্রো-ইলেক-ট্রিক (জলশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিবার) কারখানা আছে। The Hydro-Electric Power Supply Co. Ltd., The Andhra Valley Power Supply Co. Ltd., The Tata Power Co. Ltd., The Kundley Power Co. Ltd., এইসবের মূলধন প্রায় ১৫,০০০,০০০ পাউণ্ড। এই চারিটি কারখানার ৩২১,০০০ অশ্ব-শক্তি উৎপন্নর ব্যবস্থা আছে, প্রয়োজন হইলে বাড়াইতে পারা যাইবে। বোম্বাই শহরে ও রেলে এবং ট্রামে টাটা কোম্পানী হইতে বিদ্যুৎ শক্তি সরবরাহ হয়।…এই কোম্পানী কাপড়ের কল, নারিকেল তেলের কারখানা, কস্‌টিক সোডার কারখানা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের চারিটি কাপড়ের কলে ৩,০০,০০০ টাকু ও ৭,৫০০০ তাঁত আছে। মোট মূলধন ৭,৫০০,০০০ পাঃ। টাটা কোম্পানীর এআর সার্ভিস আছে। নানাস্থানে নানা ব্যবসায়ে ইহারা নিযুক্ত আছে।

টাডেমা (Alma-Tadema, Sir Lawrence

১৮৩৬ - ১৯১২) ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী; ১৮৭০এ লন্ডনে আসিয়া বাস করেন। ১৮৭৯ রয়েল অ্যাকাডেমির সদস্য হন। ১৮৯৯এ নাইট (স্যর) উপাধি প্রাপ্ত হন।

টান ও যোগান (Demand and Supply) দ্রঃ চাহিদা ও যোগান।

টানেল্ (Tunnel)

সুড়ঙ্গ সাধারণত পর্বত ভেদ করিয়া কাটা হয়; কিন্তু নদীর তল দিয়াও টানেল কাটিয়া পথ করা হয়। এ ছাড়া বড় বড় শহরের নীচে টিউব্ রেল (দ্রঃ) বা ইলেকট্রিক ট্রেন চলাচলের জন্য সুড়ঙ্গ পথ নির্মিত হইয়াছে। ইংল্যান্ডের টেম্‌স নদীর তল দিয়া ১৮২৫এ প্রথম সুড়ঙ্গ তৈয়ারী হয়। সেভার্ন (Severn) নদীর তলদেশের সুড়ঙ্গ ৪½ মাঃ দীর্ঘ; ইহা ১৮৭৩—৮৬ সালের মধ্যে নির্মিত হয়। লিভারপুল ও বার্কেনহেডের মধ্যে মার্সি (Mersey) নদীর তল দিয়া ১½ মাঃ সুড়ঙ্গ ১৮৮০—৮৬ অব্দে তৈয়ারী হয়। আল্‌পসের মধ্যস্থিত Simplon টানেল ১৮৯৮—১৯০৬ নির্মিত হয়। ইহা ১২½ মাঃ দীর্ঘ।…ভারতবর্ষে আসাম-বেঙ্গল রেলপথে লামডিং অঞ্চলে টানেল ভেদ করিয়া ট্রেন যায়।…বিশিষ্ট ইন্‌জিনীয়ারদের বহু গবেষণার ফলে টানেল কাটা হয়।

টানেল, দীর্ঘ (Longest Tunnels)

		মাঃ	গজ
তান্না, জাপান …	…	১৩	৮৮০
সিমপ্লন (আল্পস্)	…	১২	৫৭০
আপেনাইনস্, ইতালি	…	১১	৮৮০

লোৎশ্‌বের্গ, আল্পস	...	৯	৪৪০
সেণ্ট গোথার্ড ,,	...	৯	৪৪০
মণ্ট সেনিস ,,	...	৮	৮৭০
কাসকেড, মার্কিন	...	৭	১৩৯৩
মোফাট ,, ...	...	৬	১৭৬
আর্লবুর্গ, অস্ট্রিয়া	...	৭	৪০৪
ওতিরা, নিউজীল্যান্ড	...	৫	৫৮৭
রিকেন, সুইস্‌দেশ	...	৫	৫৭৮
কনট, কানাডা ...	...	৫	...
হোহে টাউরেন, অস্ট্রিয়া...	...	৫	৫৪৬
সাঁৎ-মেরি-অজ-মাইনস, আলসেস		৪	৮৮০
রোভে, ফ্রান্স ...	...	৪	৮৮০
সেভার্ন, ইংল্যান্ড	...	৪	৬৪২
টোটলি ,, ...	...	৩	৯৫০
স্ট্যানড্‌এজ্‌ ,, ...	...	৩	৪৬
মার্বসি ,, ...	...	২	২২৮
মরলি ,,	...	১	১,৬১০

টাভার্নিয়ার (Tavernier, Jean-Baptiste ১৬০৫—৮৯) ফরাসী ব্যবসায়ী ও পরিব্রাজক। জন্মস্থান প্যারিস। বাণিজ্য করিতে ছয়বার প্রাচ্য ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়ায় ভ্রমণ করেন (১৬৩৬, ৩৮—৩৯, ৪১, ৫১, ৫৭, ৬২)। ১৬৬৯এ দেশে ফেরেন ও তৎকালীন ফরাসী রাজা ১৪শ লুইএর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৬৮৯এ মস্কোতে মৃত্যু হয়। ইঁহার ভ্রমণ কাহিনী ১৬৭৬এ ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। ইনি হীরা জহরতের বণিক ছিলেন; তাঁহার কাহিনীতে দেশের ইতিহাস অপেক্ষা তৎকালীন সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা ভাল করিয়া জানা যায়।

টায়ার (Tyre, Rubber)

শক্ত রবারের (Solid tyre) বা বাতাস-পোরা টায়ার সাইকেল ও মোটরের চাকায় লাগানো হয়। বাতাস-পোরা বা Pneumaticএর চল আজকাল বেশী। বিলাতে, আমেরিকায়, জাপানে প্রধানত উহা তৈয়ারী হয়। গরুটানা চাকার উপযোগী টায়ার বর্তমানে তৈয়ারী হইতেছে। ভারতেও ডান্‌লোপ কোং টায়ার প্রস্তুত করিতেছে। টায়ারের ভিতরে রবারের টিউব থাকে—সেইটাই বাতাস পাম্প করিলে ফুলিয়া ওঠে। ডান্‌লোপ, গুডইয়ার প্রভৃতি কোং জগত-বিখ্যাত।...১৮৪৫এ রবার্ট টম্পসন নামে ইংরেজ সর্বপ্রথম হাওয়া-ভরা টায়ারের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তাহার পর বাইসাইকেলের চল বৃদ্ধির সঙ্গে টায়ারের উন্নতি হয়।... টায়ারের ভিতরে বিশেষভাবে বোনা এক প্রকার কাপড় (cord fabric) থাকে, তার উপর রবার ভলকানাইজ করিয়া দেওয়া হয়।

টায়েলিন (Ptyalin)

মুখনিঃসৃত লালারসে দুই প্রকার এন্‌জাইম্‌ আছে—Ptyalin ও mucin। টায়েলিন শালীজাতীয় carbo-hydrate খাদ্য জীর্ণ করিতে সহায়তা করে।

টারকুইন (Tarquin)

প্রাচীন রোমের রাজা। রোমের প্রবাদমূলক প্রাচীন ইতিহাসমতে ইনি পঞ্চম রাজা; ইঁহার সময়ে রোমের অনেক উন্নতি হয়। এই বংশের শেষ রাজা টারকুইন সুপারবাসকে লোকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিয়া রিপাবলিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত করে।

টারকি, টার্কি (Turkey) **পাখী**

উত্তর আমেরিকার বন্য পাখী। এখন গৃহপালিত; ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় এই পাখীর জাতের খুব উন্নতি হইয়াছে; ওজনে ১৭ সের পর্যন্ত হয়। দেখিতে গোলগাল, পাখা কালো-তামাটে। মাথার কাছে লাল টুপি। আহারের জন্য লোকে পোষে।

টারনার (Turner, Joseph Mallord William ১৭৭৫—১৮৫১) ইংরেজ চিত্রকর। ইনি নাপিতের পুত্র ছিলেন ও ১৭৮৯এ রয়েল অ্যাকাডেমিতে প্রবেশ করেন। ইঁহার চিত্রাবলীর বিষয় ইংল্যান্ডের দৃশ্য। ইনি ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমণ করেন। তাঁহার অঙ্কিত বহু তৈলচিত্র ও সহস্রাধিক রেখা চিত্র (Sketches) ন্যাশনাল গ্যালারিতে আছে। রয়েল অ্যাকাডেমিতে ২০,০০০ পাউণ্ড দান করেন। (দ্রষ্টব্য C. F. Bell, The Exhibited works of Turner; Rawlinson, The Engraved work of T; Walter Bayes, Turner 1931.)

টারপেন্‌টাইন (Turpentine) **তারপিন তৈল।**

পাইন ও অন্যান্য দেওদার জাতীয় গাছের গা কাটিলে যে ধুনা পাওয়া যায় তাহা চোলাই করিয়া টাঃ বাহির হয়। কঠিন যাহা পড়িয়া থাকে তাহা বেহালার 'রজন'। তারপিন তেল ব্যথা মালিসের ঔষধ। বার্নিস, পেন্ট তৈয়ারী কাজে ব্যবহৃত হয়।

টারফ্‌ ক্লাব (Turf Club)

ঘোড়দৌড়ের জুয়াড়ীদের আড্ডাঘর বা ক্লাব। অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ইহার সদস্য। কলিকাতাতেও আছে।

টারবাইন (Turbine), **তুরবীন**

জলস্রোত বা স্টীম স্বল্পপরিসর নলের মধ্যে বেগে চালিত হইলে

কয়েকখানি পাখাওয়ালা একটা চাকাকে সহজেই ঘুরাইতে পারে। এই ঘূর্ণায়মান চাকার সাহায্যে প্রচুর শক্তি সৃষ্টি করিয়া নানা-প্রকার কল চালানো হয়; অথবা তাড়িত সৃষ্ট হয়। বহু প্রকারের টাঃ ইনজিন এ পর্যন্ত তৈয়ারী হইয়াছে। জল-প্রপাতের জল হইতে টারবাইনযোগে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। কোনো কোনো জাহাজে স্টীম-টারবাইন ব্যবহৃত হইতেছে।... স্টীম টারবাইন ১৮৮৪ অব্দে C. A. Parsons F. R. S সবপ্রথম কাজচালানো ভাবে তৈয়ারী করেন। কিন্তু অতি প্রাচীন যুগে আলেকজেন্দ্রিয়ার Hero খ্রঃ পূঃ ১২০ অব্দে ইহার প্রথম পরীক্ষা করেন। ১৬২৯এ ব্রাংকা (Branca) স্টীমের সাহায্যে নৌকার Paddle-wheel চালাইবার চেষ্টা করেন। ইহার পর ১৭৮৪তে Kemplin ও Watt, ১৮৩০এ Ericsson, ১৮৩৬এ Perkins ইহার উন্নতি করেন। ১৮৮৪ পার্সন্‌স কম্‌পাউণ্ড স্টীম টারবাইন স্কটল্যান্ডে প্রস্তুত করেন। ১৮৮৮ স্টকহলমের Dr. G. de Lawal ডাইনামো চালাইবার জন্য টাঃ নির্মাণ করেন। ১৯০০এ 'ভাইপার'নামে টরপেডো-বোট ডেস্‌ট্রয়ার টারবাইন দিয়া চলে; ইহার গতি হয় ঘণ্টায় ৩৫·৫৮ নট্‌ (প্রায় ৪২ মাঃ)। ১৯০৪ Victorian নামে যাত্রীবাহী জাহাজ (১৫,০০০ টনী) স্টীম টারবাইনে প্রথম চলে।

টারান্‌ডাস (Tarandus, the reindeer)

নক্ষত্রপুঞ্জ; ধ্রুবতারা ও কাশ্যপীয় তারাপুঞ্জের মধ্যে ১০টি ক্ষুদ্র তারার নক্ষত্রমণ্ডল।

টালি (Tile)

চৌকা পাতলা ইট; পাকা ছাদে বরগার উপর পাতা হয়; মেঝেও বিছানো হয়। বার্ন কোম্পানী ছাদের জন্য এক প্রকার ফাঁপা টালি করেন। ঢালু ছাদের জন্য অন্য প্রকারের টালি ব্যবহৃত হয়; উহা দেশি 'খোলা'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতেছে। ছাদের টালির ব্যবহার জাপানে, গ্রীস ও রোমে চলিত ছিল। ইউরোপে ১২ শতকে মেঝে টালি ব্যবহার করিতে দেখা যায়। অসীরিয়া, পারস্য, সিন্ধুর মোহেঞ্জোদাড়োতে রঙীন টালি ছিল; পারস্যের টালি নানা প্রকার কারুকার্য করা। প্রাচীন ভারতে সিন্ধু প্রদেশের রঙীন টালি মনোরম ও বিখ্যাত। মুসলমান যুগে মার্বেল ও অন্য পাথরের টালি তৈরী হইত। নানা রঙের টুকরা পাথর দিয়া সাজানো কাজকে মোজাইক বলে।...ফেরো-কন্‌ক্রীটের ছাদের রেওয়াজ হওয়ায় টালির প্রয়োজন ও চাহিদা কমিয়াছে।

টাসো (Tasso, Bernardo ১৫৪৪—১৫৯৫)

ইতালীয়ান কবি। জন্মস্থান ভেনিস। মৃত্যুর পর ইহার কাব্য প্রকাশিত হয়।

টিউটন (Teuton)

পাশ্চাত্য আর্যদের বহু উপজাতির সাধারণ নাম। উত্তর-জারমেনীতে 'টিউটন' নামে ক্ষুদ্র এক উপজাতি ছিল। ইহারা 'জারমেন' নামেও খ্যাত।

টিউডর বংশ (Tudor Dynasty)

ইংল্যান্ডের রাজবংশ (১৪৮৫—১৬০৩)। ৭ম হেনরী (১৪৮৫—১৫০৯), ৮ম হেনরী (১৫০৯—৪৭), ৬ষ্ঠ এডোয়ার্ড (১৫৪৭—৫৩), মেরি (১৫৫৩—৫৮) ও এলিজাবেথ (১৫৫৮—১৬০৩) এই বংশের। ৭ম হেনরীর পিতামহ ওয়েন টিউডর (Owen Tudor) নামে ওএলস্‌বাসী সম্ভ্রান্ত লোক হইতে বংশের নাম।

টিউব ওয়েল (Tube Well) দ্রঃ নলকূপ।

টিউব রেলওয়ে (Tube Railway)

বড় বড় শহরের রাস্তায় যান বাহনের ভিড় বেশি। সেইজন্য ইউরোমেরিকার কোন কোন নগরে দ্রুত গমনাগমনের জন্য ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ করিয়া রেল বা ট্রাম চালানো হয়। এই বিষয়ে লনডন অগ্রণী (১৮৯০)। তথাকার সুড়ঙ্গ ৬০ হইতে ৭০ ফুট নীচে দিয়া গিয়াছে। সুড়ঙ্গগুলি কাটিয়া তাহা লোহার পাট বা চাক দিয়া আটকাইয়া সিমেন্ট দিয়া জমাইয়া কঠিন করা হয়। ইহা নির্মাণ করিতে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। লনডনের নীচে প্রায় ১৭০ মাইল টিউব রেলপথ আছে। লনডনের প্রধান টিউব পথ হইতেছে Edgware, Highgate ও Morden; the Piccadilly, the Bakerloo, the Central London, The Post office tube। পোস্টাফিস টিউবের রেলপথ সরু এবং উহা দিয়া অটোমেটিক ডাক বা মেল ভ্যান যায়।...নিউইয়র্ক, প্যারিস, বার্লিন, মাদ্রিদ, বুয়েনস আয়ার, টোকিও, গ্লাসগো প্রভৃতি নগরীতে সুড়ঙ্গ রেল-পথ আছে।

টিউবারকুলোসিস্‌ (Tuberculosis), ক্ষয়রোগ

টিউবারকল নামে এক প্রকার মারাত্মক জীবাণু মানবদেহের যন্ত্র ও অস্থি আক্রমণ করিলে যে ব্যাধি হয় তাহাকে টিউবার কুলোসিস বা ক্ষয়রোগ বলে; ফুসফুস আক্রমণ করিলে ক্ষয় কাশ বা consumption বলে। এই ব্যাধি বহু প্রাচীন এবং এদেশে যক্ষ্মা, রাজযক্ষ্মা, ক্ষয় রোগ নামে পরিচিত। এই ব্যাধি গো-দুগ্ধ হইতে আসে; গরু এই ব্যাধিতে খুব আক্রান্ত হয় এবং আক্রান্ত গরুর দুগ্ধ পানের ফলে ঘাড়ের গণ্ডে (gland) স্ফীতি হয় এবং অন্য নানারূপ উপসর্গ দেখা দেয়। ক্ষয় কাশ বা ফুসফুসের টিউবারকল জীবাণু বাতাস হইতেও আসে; আক্রান্ত রোগীর সান্নিধ্য, রোগীর কাপড়-চোপড়, বাসন-

পত্র প্রভৃতি হইতে উহা সংক্রামিত হইতে পারে। যুবক যুবতীরা এই রোগাক্রান্ত বেশি হয়। রক্তশূন্যতা, নিস্তেজ ভাব, জ্বরভাব, স্বল্পজ্বর, কাশি, কাশির সঙ্গে রক্তপড়া প্রভৃতি পর পর দেখা দেয়। টিঃ অন্ত্রের মধ্যেও হয়; অস্থিকেও ইহা আক্রমণ করে। টিঃ বংশানুগতিক ব্যাধি নহে। তবে ব্যাধি আক্রান্ত পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে ইহার প্রবণতা দেখা যায়। সকল দেশে এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। বাঙলাদেশে এই ব্যাধি খুব বাড়িতেছে। যাদবপুরে রোগীদের জন্য হাঁসপাতাল আছে। (দ্রঃ যক্ষ্মা)

টিউমার (Tumor) দ্রঃ ঘাব

টিকটিকি, যষ্ঠী (House gecko)

গৃহবাসী একপ্রকার সরীসৃপ; টিকটিক শব্দ করে বলিয়া এই নাম। পায়ের নখ তীক্ষ্ণ। পায়ের নিচে পরদা আছে; উহা উচা-নীচা করিয়া বায়ুশূন্য খোপ সৃষ্টি করে ও তদবস্থায় উহা দেওয়ালে আটকাইয়া যায়। সেইজন্য ছাদের উপর ও সোজা দেয়ালে ইহারা চলিতে সক্ষম। পোকামাকড় এমনকি ছোট বিছা পর্যন্ত খায়; গন্ধ-পোকা বা পিঁপড়া খায় না। গ্রীষ্মকালে টেবিলের কাছে আসিয়া জল খাইতে দেখিয়াছি। ইহাদের ডিম শাদা। ইহাদের লেজ কাটিয়া পড়িয়া গেলে পুনরায় হয়। হিন্দুদের পঞ্জিকায় 'যষ্ঠী পতন' লইয়া অনেক ভবিষ্যদ্ বাণী আছে; টিকটিকি শব্দ করিলে শুভাশুভ যাত্রা-অযাত্রা, অঙ্গ বিশেষে পড়িলে মঙ্গল-অমঙ্গল প্রভৃতি কল্পনা করা হয়। ইংরেজি ডিটেকটিভ (গোয়েন্দা পুলিশ) শব্দ বাঙলায় টিকটিকি হইয়াছে।

টিকরা পাখী (Reed warbler)

শাখাশ্রয়ী বর্গের কীটভুক ক্ষুদ্রাকার পক্ষী। উপরে বাদামিয়া খয়রা, পক্ষপুচ্ছ খয়রা। শীতকালে বাঙলাদেশে আসে। ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশেও এ পাখী আছে।

টিকা (Vaccination)

মুসুরিকা বা বসন্তের প্রতিশেধক হিসাবে গো-বসন্তের বীজ (Vaccine) মানুষের বাহুতে ছুরি দিয়া আঁচড়াইয়া প্রবেশ করানো হয়। জেনার (দ্রঃ) নামে এক ইংরেজ ১৭৯৬এ প্রথম ইহা আবিষ্কার ও প্রচলন করেন। এখন বীজ-প্রণয়নে অনেক কঠিন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়; সাধারণত পাস্তুর ইন্‌সটিটিউটে উহা তৈরী হয়। প্রায় সকল দেশেই প্রাথমিক টিকা দিতে প্রত্যেকেই আইনত বাধ্য। ইহার বিরোধীদলও সর্বদেশে আছে; তাঁহারা টিকায় বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা বলেন যে বাহিরের বিষের দ্বারা মানুষের শরীরের ভাল হয় না। বিবেকের দোহাই দিলে ইংল্যান্ডে টিকা দেওয়া হয় না। বসন্ত ছাড়া টাইফয়েড, কলেরা প্রভৃতি রোগেও টিকা দেওয়া হইতেছে; ইহাকে ইন্‌অকিউলেশন (দ্রঃ সিরাম, ভ্যাক্‌সিন)।

টিকি, চুটকি, শিখা

ভারতে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও বোষ্টমের পক্ষে মাথায় শিখাধারণ আবশ্যক। উত্তর ভারতে হিন্দুমাত্রেই মাথায় শিখা রাখিতে পারে। বর্তমানে সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি উহা রাখিতেছে। দঃ ভারতে ব্রাহ্মণরা মাথার চারিদিক কামাইয়া মাঝখানে বড় গোছা চুল রাখে। আমাদের মধ্যে চূড়াকরণের সময় প্রত্যেক বালককেই মাথায় শিখা রাখিতে হইত; বোধহয় ইহা দ্বিজত্ব ও আর্যত্বর চিহ্ন ছিল। শিখা কাটিয়া ফেলাকে লোকে পাপ মনে করে; পূর্বে চীনারা দীর্ঘ শিখা রাখিত। তিব্বতীরা দীর্ঘ শিখা রাখে।

টিকিন (Teeking)

ইংরেজিতে বিছানা বা তোষকের উপরকার আচ্ছাদন বুঝায়। বাঙলায় যে ডোরাকাটা মোটা কাপড় তোষকের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাকে টিঃ বলে। (খেরুয়া দ্রঃ)

টিকেন্দ্রজিৎ (১৮৫৮—৯১)

মনিপুররাজ কীর্তিচন্দ্রের পুত্র ও তথাকার সেনাপতি। ১৮৭৮ নাগাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৮৪ কীর্তিচন্দ্রের মৃত্যু হইলে সুরচন্দ্র রাজা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ হন। কিন্তু ১৮৯০এ রাষ্ট্রবিপ্লব হয়। সুরচন্দ্রকে বিতাড়িত ও কুলচন্দ্রকে লোকে রাজা ও টিকেন্দ্রকে যুবরাজ করে। ইহারা উভয়ে লোকপ্রিয় ছিলেন। এই পরিবর্তন ইংরেজ রাজের মনোমত না হওয়ায় তাহারা আসামের চীফ কমিশনর কুইণ্টন সসৈন্যে মণিপুর যান। টিকেন্দ্র বন্দী করিবার চেষ্টার ফলে খণ্ড যুদ্ধ হয় এবং উত্তেজিত মনিপুরী সৈন্যদল কুইণ্টনাদিকে হত্যা করে। এই অপরাধে টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়।

টিটাস্ (Titus, Flavius Sabinus Vespasianus ৪০—৮১ খৃঃ অ)

রোমান সম্রাট; সম্রাট ভেসপাসিয়ানের পুত্র; ইনি যৌবনেই বৃটেন ও জারমেনীর মিলিটারি-ট্রিবিউন-রূপে খ্যাতি অর্জন করেন; ইহুদী বিদ্রোহ দমনে সহায় ছিলেন (৬৭); জেরুসালেম অবরোধ ও অধিকার করেন (৬৯-৭০); পিতাকে ইনি সর্বদা শাসনকার্যে সহায়তা করিতেন। (৭১) ও কয়েক বৎসর পর স্বয়ং সম্রাট হন (৭৯ খৃঃ অঃ)। ইহার সময়ে স্থাপিত বিখ্যাত কলোসিয়াম এই সময়ে শেষ হয়।

টিট্টিভ পাখী (তিতই দ্রঃ) The lapwing, Sarcogrammus indicus)

প্রায় এক ফুট দীর্ঘ পাখী। মাঠের জলের ধারে জোড়ায় দেখা যায়; 'টিট্টিভ' শব্দ করে

বলিয়া টিঃ নাম। ঠোঁট বেশি লম্বা নয়; পাখা দীঘ; পা লম্বা; মাথা কালো, লেজ শাদা। চক্ষুর সম্মুখে লাল চর্ম থলী ও চক্ষুর পশ্চাত হইতে একটা শাদা ডোরা পিঠ পযন্ত বিস্তৃত থাকে। (দ্রঃ যোগেশ ৪২৪)

টিন (বঙ্গ) Tin

সাধারণত যাহাকে 'টিন্' বলা হয় আসলে তাহা খুব পাতলা লোহার চাদরের উপর টিন্ ধাতুর প্রলেপ। টিন্-পাথর (cassiterite) আগুনে গলাইয়া এই ধাতু পাওয়া যায়; মালয় স্টেটসমূহ, ডাচ পূর্ব-দ্বীপালি, চীন, সিয়াম, (আইভুম) বলিভিয়ায় ইহার খনি আছে। সাধারণ ৬২,০০০ বর্গ ইঞ্চি পাতলা লোহার চাদরের উপর 'টিন' মাখাইতে ২ পাঃ খাঁটি টিন লাগে। তামার সহিত নানা অনুপাতে টিন্ মিশ্রিত করিয়া পিতল ও ব্রোঞ্জআদি ধাতু তৈয়ারী হয়। ১৯৩৪এ পৃথিবীতে ১১২০,০০০ মেট্রিক টন্ টিন-পাথর তোলা হয়। মালয় স্টেট ৩৮,০০০ টন্; ডাচ দ্বীপালি ২০,০০০; সিয়াম ১০,০০০: বলিভিয়া ২৩,২০০ টন; আফ্রিকার নাইজেরিয়া ৫,৪০০ ও বেলজিয়াম কংগো ৪,৫০০; ভারত সাম্রাজ্যে ৩,৪০০ মেট্রিক টন হয়।

টিনটোরেত্তো (Tintoretto, Jacopo Robusti ১৫১২—৯৪) ইতালীয় চিত্রশিল্পী; জন্মস্থান ভেনিস। ইনি প্রথম জীবনে টিশিয়ানের শিষ্য ছিলেন, পরে নিজেই কাজ করেন। ভেনিসের ডজ (Doge) বা ডিউকের প্রাসাদে ৮৪ ফুট × ৩৪ ফুট একটি ফ্রেস্কো চিত্র অঙ্কন করেন।

টিন্‌ডেল (Tyndale, William ১৪৯০-১৫৩৬) ইংরেজ ধর্মতত্ত্ববিদ; ইংরেজি বাইবেলের অন্যতম অনুবাদক। ইংল্যান্ডে এই গ্রন্থ মুদ্রণের অসুবিধা বুঝিয়া, ইনি জারমেনীতে যান ও তথায় কোলন হইতে ১৫২৫এ উহা প্রকাশ করেন। প্রাচীন বাইবেলের অনুবাদ শেষ করিতে পারেন নাই। নাস্তিকতার অপবাদে ইঁহাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়; তখন ৮ম হেনরী ইংল্যান্ডের রাজা।

টিন্‌ড্যাল (Tyandall, John ১৮২০—৯৩) ইংরেজ বৈজ্ঞানিক; জন্ম আয়ারল্যান্ডে। ইনি জারমেনীর মারবুর্গে অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৮-৫০ ইংল্যান্ডের রয়েল ইন্‌স্টিটিউটের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ফারাডের (Faradey) সহকর্মী ও বিজ্ঞান বিষয়ক বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচয়িতা। হাক্সলির সহিত আল্পস পর্বতে গবেষণায় যান ও The Glaciers of the Alps (1860) নামে গ্রন্থ লেখেন।

টিয়া পাখী (Paraquet)

গায়ের পালক সবুজ; ঠোঁট লাল ও বাঁকা; জিভ খুব ছোট। চোখ শাদা; পুরুষ টিয়ার কণ্ঠী থাকে; স্ত্রীর থাকে না। বাচ্চা টিয়া পুষিলে মানুষের মত কথা বলিতে শেখে। মদনা, কাজলা প্রভৃতি নানা জাতের টিয়া আছে। ইহাদিগকে শিখাইলে সাকাসে নানাপ্রকার খেলা দেখাইতে পারে। বাড়ীর ফাটলে, গাছের কোঠরে বাসা করে; গাছের ফুল ফল ইহার প্রধান খাদ্য; পোকা মাকড় খায় না; টিয়ার উপদ্রবে ভুট্টা জোয়ার ক্ষেত নষ্ট হয়।

টিয়ারি, টরি, টেরি গাছ (Caesalpinia digyna) অন্য নাম আলকচি; চট্টগ্রামে বলে 'জেরি'। কৃষ্ণচূড়াদি বর্গের বন্য কণ্টকময় ঝোপুড়া গাছ। দেখিতে নাটা গাছের মতো। শুটি মসৃণ, চেপ্টা; ২।৩ বীজ থাকে। শুটিতে প্রচুর (৫৩%) কষায় রস (tanin) আছে। তদ্‌সত্ত্বেও ইহার কোন সদ্‌ব্যবহার হয় না (Watt 198)। আসাম, চাটিগা, ব্রহ্মদেশ, বোম্বাই অঞ্চলে এই গাছ জন্মে। ইহা দেশীয় মতে ক্ষয় ও গণ্ডমালা রোগের অন্যতম ঔষধ।

টিস্যু (Tissue) তন্তু

শরীর গঠনের উপাদানমাত্রের সাধারণ নাম টিস্যু। প্রধান কয়েক প্রকার টিস্যুর নাম :—(১) সংযোজক তন্তু (Connective tissue) হইতে অস্থি ও উপাস্থি নির্মিত হয়; এই পর্যায়ে আরও এক প্রকার আঁশ বা সূত্রবৎ তন্তু (fibrous tissue) আছে যাহার দ্বারা নানারূপ বন্ধনী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। (২) আচ্ছাদক তন্তু (Epithelial T) হইতে চামড়া নির্মিত এবং অন্ত্রসমূহের গহ্বর-গাত্র এবং শিরাসমূহের ভিতর-গাত্র আবৃত থাকে। চর্ম ইহার এক প্রকার বাহিরের রূপ। (৩) পেশীতন্তু (Muscular T); শক্ত ও কোমল সূত্রবৎ স্থিতিস্থাপক (elastic) পেশীতন্তুগুলিতে সংযোজক তন্তু গুচ্ছাকারে সংযুক্ত করে। (৪) নাড় টিস্যু (Nerve T) মস্তিষ্ক, মজ্জা প্রভৃতির উপাদান। (৫) তরল টিস্যু (Circulating T) রক্ত লসীকার উপাদান।

টুইল (Twill)

কাপড়ের এক প্রকার বুনানী। টানা সুতার কোনাকুনি পোড়েনের সুতা পড়ে; সাধারণ বুনানীতে টানা ও পোড়েন সোজাসুজি হয়।

[illegible]ন (Toucan constellation)

দ্রঃ চক্ষুভূৎ নক্ষত্রপুঞ্জ।

টুনটুনি পাখী (Indian tailor-bird)

শাখাশ্রয়ী পক্ষী; চড়াই হইতে ছোট; পিঠের রঙ খয়েরি, মাথা ধূসর, পেটের তলার পালক শাদাটে। চঞ্চু ও মস্তক দীঘ।

ঠোঁট দিয়া পাতা সেলাই করিয়া ঠোঙা বানাইয়া বাসা বানায়। ডিম ৩।৪টি করিয়া পাড়ে; শাদার উপর লালের ছিটা ফোটা।

টুরগেনেভ (Turgenev, Ivan S. ১৮১৮—৮৩) রুশদেশীয় লেখক। ধনীর পুত্র; ১৮৫২এ রুশের কৃষকদের সম্বন্ধে ইঁহার গল্প প্রকাশিত হয় A Sportsman Sketches; এই গ্রন্থখানি রুশের সার্ফ বা দাসদের স্বাধীনতার জন্য অনেকখানি দায়ী। ১৮৫২এ রুশ সরকারের কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়া ইঁহাকে কারাভোগ করিতে হয়। ১৮৫৫ ইনি রুশিয়া ত্যাগ করেন, আর দেশে ফেরেন নাই; অধিকাংশ সময় জারমেনী ও ফ্রান্সেই কাটে। প্যারিসে মৃত্যু হয়। তাঁহার উপন্যাস: -Rudin 1856; A House of Gentlefolk 1859; On the Eve 1860; Fathers and children 1862; Smoke 1867; Virgin Soil 1876.

টুর্নামেণ্ট (Tournament)
বাংলায় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মাত্রকেই আজকাল টুর্নামেণ্ট বলিতে দেখা যায়, যেমন টেনিস টুঃ, টুর খেলা ইত্যাদি। কিন্তু ইউরোপে মধ্যযুগে ইহার অর্থ ছিল অন্য প্রকারের। ইউরোপের মধ্যযুগে নাইটরা ঘোড়ায় চড়িয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেন; বিশিষ্ট মহিলা বিজেতাকে পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিতেন। ফ্রান্সে এই শ্রেণীর ক্রীড়া ১০ম শতকে প্রবর্তিত ও তথা হইতে নর্মান বিজয়ের সঙ্গে উহা ইংল্যান্ডে ১১শে নীত হয়। ক্রীড়ার বহু বিস্তৃত নিয়মাবলী ছিল; শড়কী, বর্শা, তরবারীর ধার ভোঁতা করিয়া খেলা হইত। প্রত্যেক নাইটের সঙ্গে একজন এস্‌কোয়ার (Esquire) থাকিত; যোদ্ধা পড়িয়া গেলে এস্‌কোয়ার ছাড়া আর কেহ তাহাকে ধরিতে পারিত না। মাঝে মাঝে টুর্নামেণ্টে অপঘাত মৃত্যুও হইত।

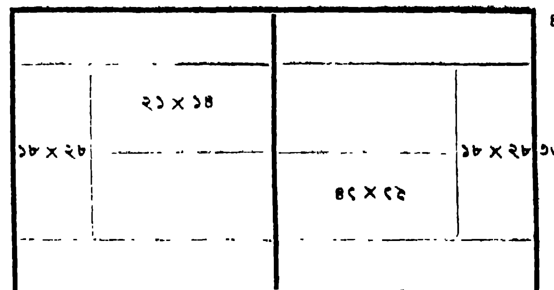
টেক্‌নিকাল শিক্ষা ও স্কুল (Technical Education) সাধারণ স্কুল কলেজে বিদ্যার্থীর মানসিক উৎকর্ষের জন্য তদনুকূল গ্রন্থাদি পঠিত হয়। টেঃ শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিল্প শিক্ষা, অর্থাৎ যে শিক্ষার দ্বারা ছাত্র কোন হাত-হাতিয়ারের কাজ করিতে পারে।...জারমেনী টেঃ শিক্ষায় সবাগ্রে অগ্রণী হয়; ১৮৬৬এ ডার্মস্টাট নগরীতে পলিটেক্‌নিক স্কুল প্রথম খোলা হয়; তারপর অন্যান্য শহরে হয়; ১৮৮৪এ বার্লিনের অন্তঃপাতী শার্লোটেনবুর্গে বিখ্যাত কলেজ স্থাপিত হয়। ইংল্যান্ড এবিষয়ে খুব পিছাইয়া ছিল; ১৮৮৯ ও ১৮৯১এর আইন দ্বারা উহা সবত্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হয়। এখন সকল দেশেই টেঃ শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে।...ভারতে ইহা অতি সামান্য।

টেংগ্‌রা, টেঙ্গরা মাছ (Macrones vittatus)
বাংলাদেশের নদী ও জলাশয়ের মাছ; ৯।১০ আঙুল লম্বা হয়। রং লালচে, কখনো কালো; গায়ে ৫টা লম্বা ডোরা থাকে। দুই পাশে এবং পিঠে কাঁটা আছে, রাগিলে পিঠের ঐ পাখনা খাড়া হইয়া ওঠে ও কোঁকো শব্দ করে। কাবাসিয়া টেঙরা শাদাটে হয়। ইহা এক হাত পযন্ত দীর্ঘ হয়। ইহাকে M. Cavasius বলে। দ্রঃ যোগেশ; JASB 1987, Vol- III p. 91.

টেন্‌ডার (Tender)
কনট্রাকটার বা ঠিকাদারকে দিয়া কোন জিনিস সরবরাহ বা কোন কাজ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি বা কোন প্রতিষ্ঠান বা শাসন বিভাগ টেন্‌ডার আহ্বান করেন অর্থাৎ উক্ত ব্যবসায়ী বা ঠিকাদারদের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় কাজ সম্বন্ধে 'দর' চাহেন; অর্থাৎ ফরমাইস মত কাজ করিবার জন্য কতটাকা কনট্রাকটাররা চাহেন তাহার একটা মোটামুটি খসড়া হিসাব দাখিল করিতে বলেন। সাধারণত এই হিসাব দাখিল করিবার জন্য একটা নামে-মাত্র ফী জমা দিতে হয়। টেন্‌ডার সবথেকে কম হইলে উক্ত টেন্‌ডারদাতাকেই যে ঠিকাদারী দিতে হইবে এমন বাধ্যবাধকতা নাই। কিন্তু টেন্‌ডার গৃহীত হইলে সর্তপত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা ঠিকাদার পালন করিতে আইনত বাধ্য থাকেন।

টেন্‌মাউথ (Teignmouth, John Shore, Lord 1751—1834) দ্রঃ শোর্, স্যর জন্।

টেনিস (Tennis)
র‍্যাকেট ও বল লইয়া খেলা। একটি প্রাঙ্গনের মাঝে হাত দুই উঁচু জাল দুই খোটায় টানিয়া বাঁধা থাকে। দুই কোর্টে ১ বা ২ জন করিয়া খেলোয়াড় থাকেন। র‍্যাকেট বা ব্যাট দিয়া বলটিকে এপার হইতে ওপারে দিতে হয়। ১৬ শতক হইতে ইউরোপের নানাস্থানে ইহা রাজকীয় ক্রীড়া ছিল। এখন পৃথিবীর সর্বত্র চলিতেছে; দেশে দেশে খেলার প্রতিযোগিতা চলে। কোর্ট বা খেলার প্রাঙ্গন বাঁধানো হয়, কখনো ঘাসের হয়। লম্বা ৭৮'×চওড়া ৩৬'; মাঝে জাল (৩' ৬" উঁচু)। দুই পাশে ৪' করিয়া কশি টানা। জালের দুই পাশে চারটা ঘর ২১'×১৪' করিয়া। দুই মুড়ায় ২টি ঘর ১৮'×২৭'।



টেনিসন (Tennyson, Alfred ১৮০৯—৯২)
ইংরেজ কবি। ১৮৩৪এ প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মৃত্যুর পর ১৮৫০এ রাজকবি (Poet Laureate) হন। তাঁহার Enoch Arden ও Princess বাংলায় অনূদিত হইয়াছে। দুর্গাদাস লাহিড়ী কৃত এনক আর্দেন (১৯১১) ও নারেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কৃত 'মনীষা' প্রিন্সেসের তর্জমা (১৯০৯)। In Memorium ১৮৫০, Maud ১৮৫৫, Idylls of the King ১৮৫৯—৭২ রচিত হয়। ইনি কয়েকখানি নাটক লেখেন। ১৮৮৪তে ইনি ব্যারন হন। ইঁহার পুত্র হ্যালাম টেনিসন (১৮৫২—১৯২৮) অস্ট্রেলিয়ার গভঃ জেঃ (১৯০২ -০৪) হন ; ইনি পিতার জীবনী লেখেন। তাঁহার পুত্র লিওনাল হ্যালাম টেনিসন (জঃ ১৮৮৯) বিখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটিয়ার।

টেপওয়ার্ম (Tapeworm)
ফিতার মত এক প্রকার দীর্ঘ কৃমি অন্ত্রের মধ্যে বাস করে ; ইহাদের শোষণ যন্ত্র আমাশয়ে লাগাইয়া জীবদেহ হইতে রস গ্রহণ করে। মানুষের পেটে প্রায় ৮ রকম ও অন্যান্য জীবে বহু প্রকার কৃমি আছে। ইহারা মুখের শোষণ-যন্ত্র একস্থানে আবদ্ধ বাখিয়া লেজের দিকে বাড়ে। ইহারা উভয় লিঙ্গী অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ শক্তি একই দেহে থাকে। গরু শূয়র প্রভৃতি জন্তুর মাংসের মধ্যে ডিম্বাণুরূপ অবস্থায় থাকে। ঐসব মাংস অর্ধপক্ব বা অপক্ব অবস্থায় খাইলে মানুষের অন্ত্রে ঐ সকল কৃমি জন্মে।

টেপারি গাছ (Cape gooseberry : Physalis peruviana) টোমাটো বা বিলাতী বেগুন জাতীয় বর্ষায় শাক। ফল ছোট, বেগুনের মত বহু বীজযুক্ত ; স্বাদ অম্লমধুর। গাছ আমেরিকার পেরু দেশ হইতে আসিয়াছে। ভারতে নানাস্থানে চাষ হয় ও জন্মে। (দ্রঃ যোগেশ)

টেপির (Tapir)
মধ্য, দক্ষিণ আমেরিকা ও মালয় উপদ্বীপের এক প্রকার চতুষ্পদ সক্ষুর জন্তু ; শাকভোজী, রাত্রিচর, জলপ্রিয়। ইহাদের পা ছোট ; গায় কালো চামড়া ; মুখ সরু শূয়রের মুখের মত দেখিতে। মালয় টেপিয়ের পিঠে শাদা দাগ থাকে।

টেবিল-টেনিস (Table tennis) দ্রঃ পিংপং।

টেম্পারেচার (Temperature)
জীবজন্তুকে ঠাণ্ডা-রক্তের (cold-blooded) ও গরম-রক্তের প্রাণী (warm-blooded) এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ঠাণ্ডা প্রাণীর মধ্যে সরীসৃপ, মৎস্য ও উভচর প্রাণী পড়ে ; পাখী ও স্তন্যপায়ীরা পড়ে গরম প্রাণীর মধ্যে। ঠাণ্ডা রক্তের জীবদের দেহের তাপ পারিপার্শ্বিকের তাপের সহিত খুব ওঠা-নামা করে ; গরম রক্তের জীবদের সেরূপ হয় না। সাধারণত পাখীর তাপ ১০৫°—১০৭° পর্যন্ত হয় ; আর মানুষের স্বাভাবিক তাপ ৯৮°.৪ ডিগ্রী। তাপ সকালে ও সন্ধ্যায় তফাৎ হয় ; সকালে ১ ডিগ্রী কম ও সন্ধ্যায় প্রায় ১ ডিগ্রী বেশি হয়। বগলের তলায় ৫ মিনিট থার্মোমিটার রাখিলে তাপ জানা যায় ; তবে মুখের মধ্যে জিবের তলায় দিলে যথার্থ তাপ পাওয়া যায় ; অবশ্য দেহতাপ হইতে মুখের তাপ এক ডিগ্রী বেশি ; রোগীর তাপ লিখিবার সময় এক ডিগ্রী কমাইয়া লেখা দরকার।… তাপ উঠিয়া ১১০° হইলে ও কমিয়া ৯০° তাপ হইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত ; তবে অত বেশি তাপ ওঠেও না, অত কম নামে না ; ১০৬° তাপই যথেষ্ট বিপদজনক এবং ৯৫° হইলে রোগী হিমাঙ্গ হয়। তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে ১০৬° তাপ উঠিতেও দেখা যায়।

টেম্পারেন্স সোসাইটি (Temperance Society) মাদক ও অন্যান্য নেশা প্রসারের বিরোধী সভা। মার্কিন দেশে ১৮২৬ ও ইংল্যাণ্ডে বৃটিশ ও ফরেন টেং সোসাইটি ১৮৩১এ স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ব্রাহ্মসমাজ এদেশে সর্বপ্রথম মাদকতানিবারণের জন্য সমিতি স্থাপন করেন।

টেমস্ টানেল (Thames tunnel)
লন্ডন মহানগরী টেমস নদীর উভয় তীরে অবস্থিত ; পারাপারের জন্য সেতু ছাড়াও কয়েকটি সুড়ঙ্গ পথ নদীগর্ভের তলদেশ দিয়া আছে। রেলগাড়ী, ইলেট্রিক ট্রাম, তিনটি সুড়ঙ্গ দিয়া যায়। Rotherhithe and Wapping টানেল আরম্ভ হয় ১৮২৫এ ; নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৮৪৩ ; ১৮৬৬তে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। Tower Subway ১৮৬৯-৭০এ নির্মিত হয় ; Millwall and Charlton ১৯০২এ খোলা হয় ; Rotherhithe and Stepney ১৯০৮এ খোলা হয়। লিফট এবং এসচালেটার (eschaletor) নামে চলমান পথের সাহায্যে লোকে সুড়ঙ্গের নীচে নামে ও তথাকার স্টেশনে গাড়ীতে ওঠে। এককালে টেমস টানেল পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যর অন্যতম ছিল। এখন পৃথিবীর বড় শহরে টিউব হইয়াছে এবং বৃহত্তর টানেল নদীগর্ভ দিয়া নির্মিত হইয়াছে। (দ্রঃ টানেল, টিউব)

টেরা (Squint, Strabisums)
নানা কারণে চোখের দৃষ্টির মধ্যে অসমঞ্জস ভাব হইলে তাহাকে টেরা বলে। জন্ম হইতে কোন কোন শিশুর চোখের পেশীসমূহের মধ্যে সমতার অভাব দেখা যায় ; আঘাতের দ্বারা, ব্যাধির দ্বারা বা কোনো পেশী বা নার্ভ আহত হইলে চোখের মণিকে যথাস্থানে রাখা যায় না। শর্ট-সাইট

(দ্র) হইতে প্রথম প্রকারের টেরা ও লঙ-সাইট হইতে দ্বিতীয় প্রকারের টেরা হয়। উপযুক্ত চশমা দিলে টেরা অনেকখানি কম দেখায়।

টেরাকোটা (Terra cotta)

পোড়ামাটির মূর্তি দিয়া আমাদের দেশের বহু মন্দিরের বহির্ভাগ সজ্জিত দেখা যায়। ভাল মাটি ছানিয়া ছাঁচে ফেলিয়া মূর্তি বা নক্সা তৈয়ারী করা হয় ও তদনন্তর কঠিন তাপে উহা পোড়ানো হয়। আজকাল এই শিল্প প্রায় লোপ পাইয়া আসিয়াছে। প্রাচীন ক্রীট, মিশর, আসীরিয়া, গ্রীস, রোম, মধ্যযুগের ইউরোপীয় চার্চ প্রভৃতিতে এই কলা অনুসৃত হইত। আধুনিক যুগে লন্ডনের ন্যাচারল হিস্ট্রি মিউজিয়ম গৃহের বহিরাংশ টেরা-কোটাদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছে; এই শ্রেণীর মূর্তি সহজে নষ্ট হয় না। বাংলাদেশে পাহাড়পুর, এবং দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দিরের টেরাকোটা বিখ্যাত।

টেরিটোরিয়াল (Territorial Army)

ইংল্যান্ডের সৈন্যবাহিনী। ১৮৫৯এ ফরাসী আক্রমণের আতঙ্কের সময় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয়। ১৯০৮ এই স্বেচ্ছা-বাহিনীকে বৃটিশ রিজার্ভ সৈন্যদলের সহিত যুক্ত করা হয়। ইহাদের কখনো দেশের বাহির করা হইবে না নিয়ম ছিল; কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় টেরিটোরিয়াল সৈন্যদল প্রায় সকল যুদ্ধক্ষেত্রেই যুদ্ধ করিয়াছিল। ১৯২০এ এই বাহিনী পুনর্গঠিত হয় এবং যাহারা প্রয়োজন হইলে সমুদ্র পারে যাইতে রাজি হয়, তাহাদিগকে এই বাহিনীতে ভর্তি করা হয়।

টেরিয়ার (Terrier)

এক জাতীয় কুকুর। পূর্বে যে কুকুর খরগোস তাড়া করিয়া উহার গর্ত পর্যন্ত যাইত, তাহাকে টেরিয়ার বলিত। এখন বহু জাতের কুকুরকে টে° বলে। যথা বুলটেরিয়ার, ফক্স টেরিয়ার ইত্যাদি। ইহারা সাধারণত দেখিতে বড়। ইহারা তাড়া করে, কিন্তু সহজে শিকারকে মারে না।

টেল, উইলিয়াম (William Tell)

সুইস দেশের পৌরাণিক বীর। জনপ্রবাদ যে টেল ১৩০৭ খৃস্ট অব্দে অস্ট্রিয়ার হাত হইতে নিজ দেশ উদ্ধার করেন। কিভাবে অস্ট্রিয়ার টুপিকে সেলাম না করায় জন্য তাঁহাকে নিজ পুত্রের মাথায় আপেল রাখিয়া তীর ছুঁড়িতে হয়, কিভাবে তিনি অস্ট্রিয়ান সেনাপতিকে হত্যা করেন ইত্যাদি উপাখ্যান খুবই লোকপ্রিয়। জারমেন নাট্যকার শিলার (Schiller) এইসব ঘটনা লইয়া নাটক রচনা করিয়া টেলকে আরও অমর করিয়াছেন। সুইসদেশ বা Helvetia-র স্ট্যাম্পে টেলের ছবি থাকে। ঐতিহাসিকগণ এই সমস্তকে উপাখ্যান মাত্র বলেন।

টেলিগ্রাফ (Telegraph)

একপ্রকার ইলেক্‌ট্রিক যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ-প্রবাহ তারের মধ্য দিয়া এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বাহিত হয় এবং সাঙ্কেতিক শব্দের দ্বারা বর্ণমালা বুঝাইয়া দেয়।...১৭৫৩এ Scots Magazineএ চার্লস মরিসন সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের কথা বর্ণনা করেন। ১৭৭৪এ জেনেভাতে এই ধরণের একটি যন্ত্র নির্মাণের প্রথম চেষ্টা হয়। ১৮২০এ Oersted আবিষ্কার করেন যে একটি উত্তর-সন্ধানী ঝুলানো চুম্বক বিদ্যুৎ-প্রবাহের দ্বারা মুখ ফিরায়। এই বিষয়টি ভালভাবে গবেষণা করিতে গিয়া কুক ও হুইটস্টোন টেলিগ্রাফ আবিষ্কার করেন। ১৮৩৬এ তাঁহারা ইহার পেটেন্ট লন। ইহার উন্নতি ও সঙ্কেতাদি Morse করেন (১৮৩৬)। ১৮৩৮-৯ ইংল্যান্ডের রেলওয়ে লাইনের পাশে সর্বপ্রথম টেঃ লাইন নির্মিত হয়। ১৮৪০ R. S. Newall জলের তলার কেব্‌ল (Cable) প্রস্তুত করেন। ১৮৪৬এ ইংল্যান্ডে ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ কো° গঠিত হয়। ১৮৫০ ডোভার হইতে ক্যালে সমুদ্রতল দিয়া কেব্‌ল বসানো হয়। ১৮৫৮ অতলান্তিকের তল দিয়া কেব্‌ল পাতিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮৬৭তে আমেরিকার সহিত কেব্‌ল স্থাপন কৃতকার্য হয়। ইহার পর টেঃর বহু উন্নতি হইয়াছে।...অনেক কলে টেঃর অক্ষরগুলি আপনা হইতে একটি ফিতের উপর লেখা হইয়া যায়।...ভারতে ১৮৫৮এ টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়। ডাক ও তার বিভাগ একজন Director-Generalএর তত্ত্বাবধানে; ইনি বড়লাটের Industry বিভাগের সচিবের অধীন। ১৯৩৭এ ভারতে ১,০৭,৩০০ মাইল টেলিগ্রাফ পথ ছিল; ইহাতে ৫,৩৩,৬০০ মাইল ব্রোনজ, তামা প্রভৃতির তার ছিল। ভারত গভর্নমেন্ট ১৯৩৭ পর্যন্ত টেলিগ্রাফ বাবদ ১২,০২,৬২,০৫৩ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ঐ বৎসর প্রায় টেলিগ্রাফে ১·৭৫ কোটি খবর গিয়াছিল। ভারত ও বর্মার মধ্যে বেতার টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন আছে; মাদ্রাস ও রেঙ্গুনের মধ্যে বেতার টেলিফোন আছে; এবং আসাম ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়া বেতার টেলিগ্রাফের দুটি শাখা আছে। ভারতের বাহিরের সহিত অন্যান্য যোগাযোগ বোম্বাই ও মাদ্রাস হইতে কেব্‌ল দিয়া চলে। করাচী হইতে কেব্‌ল ইরানে গিয়াছে; পেশোয়ার-কোয়েটা হইয়া আফগানিস্তানে, বর্মা-ভামো (Bhamo) দিয়া চীনে, দার্জিলিং-গ্যানৎসে দিয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত তার গিয়াছে।

টেলিফোন (Telephone)

এক প্রকার বৈদ্যুতিক যন্ত্র যাহার সাহায্যে দূরের সহিত কথাবার্তা চালানো যায়; যন্ত্রের এক সীমানার কথাগুলি বা

শব্দের কম্পন-শক্তি বিদ্যুতশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, এবং অপর প্রান্তে বিদ্যুৎ শক্তি শব্দ-শক্তিতে পরিণত হইয়া কথা শোনা যায়। ইহা দুই প্রকারের, স-তার ও বে-তার। ইংল্যান্ডে ১৯১২ হইতে জেনারেল পোস্ট অপিস টেলিফোনের ব্যবস্থাকর্তা। সেদেশে ২০ লক্ষ টেলিফোন গ্রহীতা আছে। মার্কিন রাজ্যে প্রতি ১০০ জন লোকে ১৬.৫% ও বৃটেনে ৪.২% জনের টেলিফোন আছে। মার্কিন দেশে ২ কোটি টেঃ আছে। ২,৭২০ কোটি কল ১৯৩০এ হয়। সাধারণত শহরের মধ্যে এবং দূরের শহরের সহিত (Trunk call) কথাবার্তার জন্য স-তার টেলিফোন চলে।...১৮৭৬এ আমেরিকার গ্রেহাম বেল্ সর্ব প্রথম কথা চলাচলের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। পরে এডিসন ও হিউজেস (Hughes) ইহার অনেক উন্নতি সাধন করেন।...শহরের একটি স্থানে একসচেঞ্জ অপিস থাকে; নানা স্থান হইতে তার (wire) এখানে আসিয়া মিলিত হয়। টেলিফোনের রিসিভার উঠাইলেই একসচেঞ্জ অপিসের অপারেটরের সম্মুখে একটি বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে; অপারেটর তখনই বাতির নিচে একটি প্লাগের মধ্যে তার লাগাইয়া জিজ্ঞাসা করে কত নম্বরকে আহ্বানকারী চায়। যে ডাকে, সে তখন নম্বর বলিয়া দেয়; অপারেটর তখন আহুতের নম্বর দেখিয়া ডাক দেয়; সে যদি উত্তর পায় তবে একটি তার উভয় নম্বরের মধ্যে জুড়িয়া দিলে আহ্বানকারী ও আহুত কথা বলাবলি করিতে পারে, অপারেটর শুনিতে পায় না। কোন কোনো একসচেঞ্জ অপিসে অটোমেটিক কাজ হইতেছে, অর্থাৎ লোকের প্রয়োজন হয় না।.. ভারতবর্ষের বড় বড় নগরে ও শহরে টেঃ ব্যবস্থা আছে এবং এখন ট্রাঙ্ক্ লাইন কল পাওয়া যায়; অর্থাৎ এক শহর হইতে অন্য শহরে কথা বলা যায়। এমনকি বেতার টেলিফোন সাহায্যে বিদেশের সহিত কথাবার্তা চালানো যায়। গ্রেট বৃটেনের সহিত তিন মিনিট কথা বলিতে ৬০৲ লাগে।.. টেলিফোনের দ্বারা ব্যবসায়ী ও সাংবাদিক-গণ বিশেষ সুবিধা পাইয়াছেন; দূরের বাজারের দরদস্তর স্টক একসচেঞ্জের সংবাদাদি টেঃ মারফত প্রতি মুহূর্তে পাওয়া যায়।... মার্কিন দেশে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কোং কয়েকটি নগর হইতে টেলি-ফোটো পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

কলিকাতায় ১৮৮২তে টেলিফোন কোম্পানী স্থাপিত হয়। তখন মাত্র ৫০ জন গ্রাহক ছিল।

টেলিভিশন (Television)

কোনো ঘটনা যখন হইতেছে তাহার চিত্র বৈদ্যুতিক শক্তিবলে দূরে পাঠানোকে টেলিভিশন বলে; ইহা টেলিফোটগ্রাফি হইতে স্বতন্ত্র। সমস্ত দৃশ্যকে কতকগুলি আলোকবিন্দুতে বিভক্ত করিয়া ফোটো-ইলেক্‌ট্রিক সেলের মধ্যবর্তিতায় সেগুলিকে বিদ্যুতপ্রবাহে পরিবর্তিত ও বহুগুণিত করিয়া দূরে পাঠানো হয়; সেখানে বিদ্যুতপ্রবাহ আলোক-বিন্দুতে পরিণত করিলে ছবি দেখা যায়। লন্ডন-অস্ট্রেলিয়া এরোপ্লেন প্রতিযোগিতার সময়ে যখন প্লেনগুলি অস্ট্রেলিয়ায় নামিতেছিল তখনই টেলিভিশনের দ্বারা লনড্‌নে উহা দেখানো হইতেছিল। ১৮৮৪এ বৈজ্ঞানিকরা ইহার তত্ত্ব জানেন বটে, কিন্তু ১৯২৫ এর পূর্বে ইহা সফল করিতে পারেন নাই। ১৯২৮এ অধ্যাপক বেয়ার্ড (Baird) আটলান্টিক মহাসাগর পার করিয়া প্রথম রঙীন ছবি পাঠান।

টেলিস্কোপ (Telescope) দূরবীন

দূরের বস্তু বৃহত্তর দেখিবার যন্ত্র। একটি নলের মধ্যে দুইখানি লেন্স (lens) বসাইয়া অতি সাধারণ টেঃ তৈয়ারী করা যায়; নলের একপ্রান্তে যে কনভেক্স্ লেন্স বা পেট-মোটা কাচ থাকে তাহাতে দূর বস্তুর ছবি উল্টাইয়া পড়ে; অপর লেন্স ছোট আতস কাঁচের মত; উহা প্রথম লেনসের উপর পতিত ছায়াকে বড় করিয়া চোখের কাছে ধরে ইহাকে বলে reflecting টেলিস্কোপ; অপর একপ্রকার দূরবীন আছে; ইহাতে কনকেভ (concave) বা পেট-পাতলা আয়না নলের শেষদিকে থাকে; নলের অপর মুখ থাকে খোলা। পাশ হইতে লেনসের ভিতর দিয়া দৃশ্যবস্তুর ছায়াকে বৃহত্তর দেখা যায়। ছোট বাইনোকুলারে দুইটি নল থাকে এবং ইহা refracting টেঃ। ১৬০৮ এ ডাচ্ জাতীয় লিপারশে (Lippershey) প্রথম দূরবীনের পরিকল্পনা করিলেও গ্যালিলিও ১৬০৯এ তাঁহার বিখ্যাত টেঃ বানাইয়া আকাশ পর্যবেক্ষণ সুরু করেন। ইহা refracting টেঃ। নিউটন reflecting টেঃ নির্মাতা।...চোখে যাহা দেখি তাহার ১০০০ গুণ বড় করিবার ক্ষমতা ভাল টেলিস্কোপের আছে। ইহার প্রধান ব্যবহার আকাশে নক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণে। চন্দ্র ২,৫০,০০০ মাঃ দূরে অবস্থিত, টেঃ-র সাহায্যে ২৫০ মাঃ দূরে অবস্থিত বস্তুর মতন দেখায়।...এরোপ্লেন হইতে শত্রুর অবস্থানাদি দেখিবার জন্য ছোট টেঃ ব্যবহৃত হইতেছে। টেঃর সাহায্যে ফটো তোলা হয়। পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম refracting টেঃ মার্কিন দেশের উইস্‌কনসিন স্টেটের Yerkes Observatoryর টেলিস্কোপ। ইহার বড় লেন্স্ খানির ব্যাস ৪০ ইঞ্চি, উহার ওজন ৭৬০ পাউণ্ড। নল ৬২ ফুট দীর্ঘ, সমস্তের ওজন ৬ টন। ৯০ ফুট প্রস্থ একটি গম্বুজ ঘরে ইহা থাকে। নড়াচড়া সব বৈদ্যুতিক শক্তি বলে হয়। বৃহত্তম Reflecting টেঃ ছিল লড রসের (Rosse) আয়ার-ল্যান্ডের প্রাসাদে। ইহার আয়না ৬ ফুট ব্যাস। এখন কালি-ফোর্নিয়ার (U.S.A) মাউন্ট উইলসনের সৌর মান-মন্দিরের (Mount Wilson Solar Observatory) ৮ ফুট ৪ ইঞ্চি, আয়নাযুক্ত দূরবীনটি বৃহত্তম। এ ছাড়া কানাডা, দঃ আফ্রিকার মানমন্দিরে বড় বড় টেঃ আছে। ভারতে উল্লেখযোগ্য টেঃ কোথায়ও নাই, অথচ আকাশ পর্যবেক্ষণের বিশেষ সুবিধা এখানে আছে।

টেলিস্কোপ, বড় বড়

রিফ্রেক্টার টেলিস্কোপ (Refracting T.)

মানমন্দির	স্থান	লেন্সের ব্যাস	দৈর্ঘ
ইয়ার্কিস	উইলিয়ামস্ বে উইসকনসিন, মার্কিন রাষ্ট্র	৪০"	৬৩'৫"
লিক	মাউণ্ট হ্যামিলটন, কালিফোর্নিয়া, মার্কিন রাষ্ট্র	৩৬"	৫৭'৮"
মিউদন	ফ্রান্স	৩২·৫"	৫৩'
অ্যাস্ট্রোফিজিকাল অবজারভেটরী	পটসডাম্, জারমেনী	৩১·৫"	৩৯'৪"
ইম্পিরিয়াল	পুলকোভা, পোল্যান্ড	৩৭"	৪৬'১"
নিসে	ফ্রান্স	২৯·৯"	৫২'৬"
আলেগেনি	পিটসবার্গ, মার্কিন	২৯·৯"	৪৬'৩"
রয়েল	গ্রীনউইচ, ইংল্যান্ড	২৮·৮"	৪৬'৩"
লামণ্ট-হুসি	ব্লুমফনটিএন, দঃ আফ্রিকা	২৭"	৪০'
ভিয়েনা	অস্ট্রিয়া	২৮·৮"	৩৪'৪"
রিফ্লেক্টিং	টেলিস্কোপ (Reflecting)	আরশির ব্যাস	
পাসাদানা	কালিফোর্নিয়া, মার্কিন রাষ্ট্র	২০০"	
মাউণ্ট উইলসন	পাসাদানা, মার্কিন রাষ্ট্র	১০১"	
মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়	মার্কিন রাষ্ট্র	৮৫"	
ম্যাকডোনাল্ড	মাউণ্ট লক, টেক্সাস	৮০"	
ডেভিড ডানলোপ	টোরোণ্টো, কানাডা	৭৪"	
বির কাসল	আয়ার	৭২"	
ভিক্টোরিয়া	বৃটিশ কলম্বিয়া	৭২"	
পারকিন্স	ডেলওয়ারে, মার্কিন রাষ্ট্র	৬৯"	
হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়	কেম্ব্রিজ, মাসাচুসেটস, মার্কিন	৬১"	
ন্যাশনাল	কর্দোবা, আর্জেণ্টাইন	৬০"	
মাজেলস্ পোর্ট	আফ্রিকা	৬০"	
বার্লিন-বাগেলস্বের্গ	জারমেনী	৪৮·৫"	
লাউয়েল	ফ্লাগস্টাফ আরিজোনা, মার্কিণ	৪২"	

*এইগুলি নির্মিত হইতেছে। (দ্রঃ Hindusthan Year Book 1940 p. 46-47)

টেলিসকোপিয়াম (Telescopium, the telescope constellation)

(দ্রঃ দূরবীন নক্ষত্র মণ্ডল)।

টেস্ট্‌টিউব (Test-tube), পরীক্ষা নল

রসায়ন বীক্ষণাগারে পদার্থাদি পরীক্ষা করিবার জন্য কাঁচের একদিকে বন্ধ নলাকৃতি যে পাত্র ব্যবহৃত হয়, তাহাকে টেস্ট টিউব বলে। ইহা আগুনের আঁচে সহজে ভাঙ্গে না।

টেস্ট্ পেপার (Test Paper)

বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার পূর্বে স্কুল ও কলেজে ছাত্রদের বিদ্যা 'পরখ' করিবার জন্য কর্তৃপক্ষ যে পরীক্ষা করেন, তাহাকে Test বলে। Test Examination লেখা ভুল। নানাস্থানে পরীক্ষার প্রশ্নগুলি একত্র ছাপাইয়া Test Paper বই প্রকাশ করা হয়; কিন্তু ইংরেজিতে যথার্থ Test Paper শব্দ রাসায়নিক বিজ্ঞানাগারে ব্যবহৃত হয়। লিটমাস্ কাগজ অ্যাসিড ও আলকালি (অম্ল ও ক্ষার) পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা হয়; নীল লিটমাস কাগজে অ্যাসিড দিলে লাল হয় এবং লাল লিটমাস কাগজে ক্ষারজাতীয় জিনিষ দিলে উহা নীল হয়। নানারকম অ্যাসিড ও ক্ষার পরীক্ষার জন্য নানা রাসায়নিক মিশ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হয়। ইহাই ইংরাজিতে যথার্থ Test Paper.

টেস্ট্ ম্যাচ (Test match)

ক্রিকেট খেলা। প্রতি ২ বা ৩ বৎসর অন্তর ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ৫টি করিয়া ক্রিকেট খেলা হয়; ইহাকে টেস্ট ম্যাচ বলে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকারও টেস্ট ম্যাচ হইতেছে। টেস্ট ম্যাচে জিতিলে কোন উপঢৌকন নাই—তবে যে জিতে সে 'ashes' লইয়া গিয়াছে বলা হয়। ১৯২৮-২৯এর খেলায় ইংল্যান্ড 'ashes' আনে; ১৯৩০এ অস্ট্রেলিয়া ফিরাইয়া লইয়া যায়। ১৯৩৭এ অস্ট্রেলিয়া পুনরায় ashes পায়।

টেস্টামেণ্ট (Testament) দ্রঃ বাইবেল।

টোটা, কার্টরিজ, কার্তুজ (Cartridge)

ছটরা বা বারুদ বা বুলেট ভরিবার ধাতু বা পেষ্ট বোর্ডের নির্মিত খোল। কার্তুজের তলায় ধাতু নির্মিত ক্যাপ (cap) থাকে। বন্দুকের ট্রিগারের ধাক্কায় ক্যাপের নিচের বারুদে আগুন লাগে ও উহা তপ্ত হইয়া টোটার মধ্যস্থিত বারুদ ছটরা বা বুলেটকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেয়। টোটার মধ্যে কেবল শব্দের জন্য বারুদ মাত্র থাকিলে উহাকে Blank বা ফাঁকা আওয়াজের টোটা বলে। সীসার ছটরা সমেত কার্তুজকে বলে shot। ১ হইতে ১০ নম্বর কাঃ হয়। পয়লা নম্বরের গুলিতে বড় বড় ছটরা থাকে ও পরে ছটরা ছোট ও সংখ্যায় বেশি হয়। বুলেট বেশির ভাগ রাইফেলে ব্যবহার হয়।

টোটা কুইনা

বিভিন্ন প্রকারের সিন্কোনা আছে। C. Tedgerianaতে কুইনেন ভাগ বেশি। এই গাছ পার্বত্য অঞ্চলে জন্মে। অন্য C. Succirubra এবং C. robusta সর্বত্র জন্মে। এগুলির ত্বকে কুইনেনের ভাগ কম। সিন্কোনাফেব্রিফিউজের স্থানে এই কুইনেন ব্যবহার চলিতেছে।

টোডর মল্ল

আকবরের রাজস্ব সচিব ও সেনাপতি। পঞ্জাবের কায়স্থকুলে জন্ম। ১৫৭৪এ গুজরাট জয়ের পর আকবর তাঁহাকে রাজস্ব ব্যবস্থার ভার দেন; ছয় মাসের মধ্যে তিনি কার্য্য শেষ করেন। ১৫৭৬ বঙ্গ জয়ে নিযুক্ত হন ও ১৫৮০ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবেদার হন। ১৫৮০ উড়িষ্যায় বালেশ্বরের প্রথম জমি বন্দবস্ত করেন; ১৫৮২ বাঙলার জমি ব্যবস্থা হয়। ১৫৮৬ মানসিংহের সহিত কাবুলের বিদ্রোহ দমনে প্রেরিত হন। টোডর মল্লর ভূমি বন্দবস্ত বলিতে গেলে বৃটিশ রাজত্ব পর্যন্ত চলিয়াছিল।

টোডা (The Todas)

মাদ্রাস প্রদেশে নীলগিরি পর্বতের পাদদেশের আদিম বাসিন্দা

টৌড়ি (The Indian Tori)

Rape-সরিষায় এক প্রকার জাতকে টৌড়ি বলে। এই নাম বিহার ও বাঙলার উত্তরে চল আছে; ছোটনাগপুর ও পশ্চিম বঙ্গে লুতনী, পূর্ব বঙ্গের দিকে মধি বলে। ইহার পাতা দণ্ডকে জড়াইয়া থাকে। রাই সরিষা হইতে টোড়ির বীজ বড়; খোসা খসখসে। সরিষার গাছ হইতে টোড়ি ছোট জাতের গাছ। দুই জাতের মধ্যে এক জাত লম্বাটে। উভয় জাতই রাই বা সরিষার আগে পাকে। বীজ হইতে তৈল নিষ্কাশিত হয়।

টোয়েন, মার্ক (Twain, Mark)

Samuel Langhorne Clemens নামক আমেরিকান্ রস-লেখকের ছদ্ম নাম। (জঃ ১৮৩০—মৃঃ ১৯১০)। ইঁহার Tom Sawyer নামে বই ছেলেদের বিশেষ প্রিয়।

টোরি (Tory)

গ্রেট বৃটেনের একটি রাজনৈতিক দল; ১৬৭৮ অব্দে সর্বপ্রথম এই শব্দ পার্লামেণ্টের দল অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৬—১৭ শতকে আয়ারল্যান্ডের একদল বেআইন outlawকে 'টোরি' বলিত। ২য় চার্লসের রাজত্বকালে রাজার পক্ষপাতী দলকে কে একজন অবজ্ঞাভরে Tory বলিয়া আখ্যাত করে; সেই হইতে হুইগের (Whig) ন্যায় টোরি শব্দ চলিত হইয়া যায়। পীল ও ডিস্‌রেলির সময়ে টোরিদের নাম হয় কনসারভেটিভ বা রক্ষণশীল দল। (দ্রঃ হুইগ)

টোল, চতুষ্পাটি

হিন্দীতে টোল শব্দের অর্থ সংস্কৃত পড়াইবার স্থান। বাঙলায় ঐ অর্থে প্রয়োগ হয়; অন্য প্রদেশে চতুষ্পাটি বা পাঠশালা বলে। চতুষ্পাটি শব্দর অর্থ যেখানে চার বেদ পড়ান হয়। বাঙলায় ইহার অর্থ দাঁড়াইয়াছে যেখানে ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন ও স্মৃতি পড়ান হয়। কারণ বাঙলাদেশে কখনো বেদাধ্যয়ন বিস্তার লাভ করে নাই। বর্তমানে বাঙলার টোলের দশা অতিশয় শোচনীয়। পণ্ডিতগণ সমাজের কোনো সহায়তা পান না; তাঁহাদের জ্ঞানের আদর রাষ্ট্র বা সমাজ করে না। সামান্য বৃত্তি দিয়া গভর্নমেণ্ট দরিদ্র পণ্ডিতদের পোষণ করেন। বাংলায় মাত্র ৭৬১টি টোলে ১১,৭২৮টি ছাত্র আছে।

টোল (Toll) বা তোলা

হাটে জিনিসপত্র বিক্রয়ের সময় জমিদারের প্রাপ্য খাজনাকে তোলা বলে। কোন কোন স্থানে সেতু ও নদীর খেয়া প্রভৃতিতে তোলা আদায় হয়। পূর্বে প্রত্যেক দেশের মধ্যে বহু স্থানে এই প্রকার বাধা থাকায় আন্তর-বাণিজ্যের খুব ক্ষতি হইত। এখনও গুজরাট অঞ্চলে উহা অকট্রয় নামে চলিত আছে। টোল তুলিয়া হাওড়া ব্রীজের খরচ উঠিয়া গিয়াছিল; এখনো বালি ব্রীজের উপর টোল দিতে হয়। নূতন হাওড়া ব্রীজের জন্য রেলের টিকিটের উপর টোল বসিয়াছে।

ট্যাক্সি (Taxi)

যে যান বা মোটরগাড়ী পয়সা লইয়া ভাড়া খাটে তাহাকে ট্যাক্সি বলে। মোটর ট্যাক্সি চালাইবার জন্য কলিকাতায় চালককে পুলিশের নিকট হইতে, অন্যত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হয়; ট্যাক্সির জন্য গভর্নমেণ্ট ৭৫৲ টাকা ট্যাক্স আদায় করে।…আরোহী গাড়ীতে চড়িয়া কতদূর গিয়াছে, তাহা মাপিবার যন্ত্রকে ট্যাক্সি-মিটার বলে।

ট্যাংক্ (Tanks)

বিগত মহাসমরের সময় ট্রেন্‌চ-যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বিত হয়; কামানের শেলের আঘাতে বাড়ী ঘর ভাঙিয়া যায় এবং মাটি গর্ত হইয়া যায়; ফলে বৃটিশসৈন্যদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। ১৯১৫এ বৃটিশ সৈন্য বিভাগ কঠিন ইস্পাতের বর্মাবৃত চলমান দুর্গ বা যান নির্মাণ করে। ইহার তলদেশে চাকাগুলি এমনভাবে সংলগ্ন করা হয়, যাহাতে উঁচুনিচু জমির উপর দিয়া যাওয়া সুসাধ্য হয়; এই ধরণের চাকাকে বলে Caterpillar বা শুঁয়ো পোকা। গাড়ীর মধ্যে মেশিন-গান ও ছোট কামান থাকে। গত মহাযুদ্ধের পর ট্যাংকের বহু উন্নতি হইয়াছে এবং এখন প্রায় সকল দেশের সমরবিভাগেই ইহা অত্যাবশ্যকীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানে জলস্থলচারী ট্যাংক্ নির্মিত হইয়াছে; ইহার খাড়াই ৬ ফুট, লম্বা ১৩ ফুট; চাওড়া প্রায় ৭ ফুট, ওজন ২½ টন; দুইজন লোক মাত্র ইহার আরোহী ও সৈনিক। জলের মধ্যে আধডোবা হইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে পারে। বর্তমান যুদ্ধে অতিকায় ট্যাংক ব্যবহৃত হইতেছে; কতকগুলি ৭৫ টনী পর্যন্ত আছে।

ট্যারিফ বোর্ড (Tariff Board)

বিদেশ হইতে আমদানী মালের উপর কিভাবে ও কি হারে শুল্ক ধার্য করা হইবে, তাহা নির্ধারণ করিবার জন্য স্থায়ী বোর্ড বা সরকারী সভাকে ট্যাঃ বোড বলে। ট্যারিফ শব্দটি স্পেনের শহর 'তারিফা' Tarifa হইতে হইয়াছে; 'তারিফা' জিবরালটার প্রণালীর নিকট; এখানে বিদেশী মালের উপর শুল্ক আদায় করা হইত বলিয়া শুল্ক আদায় প্রথাকেই 'ট্যারিফ' আখ্যা দেওয়া হয়।

ট্রট্‌স্কি (Trotsky Leo D. ১৮৭৭)

রুশ দেশীয় কমিউনিস্ট নেতা। ওডেসা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ বিপ্লবী বলিয়া ধৃত ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। তথা হইতে পলায়ন করিয়া ইংল্যানডে বাস করেন; সেখানে লেনিনের সহিত পরিচয় ঘটে। ১৯০৫এ রুশে ফিরিয়া আসেন ও পুনরায় ধৃত হন; কিন্তু পুনরায় পলায়ন করেন। মহাযুদ্ধের সময় রুশে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে (১৯১৭) ইনি বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ব্যাপারের কর্তা হন। কিন্তু পরে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মতভেদ হয় ও ১৯২৭এ রুশ হইতে বিতাড়িত হন। তুর্কী, ফ্রান্স, নরওয়ে সমস্ত স্থান হইতে তিনি বিতাড়িত হইয়াছেন। তিনি দেশবিশেষে কমিউনিজমে বিশ্বাস করেন না; তিনি বলেন উহা সকল দেশে সমস্ত লোকের কাছে প্রচার করিতে হইবে এবং সমস্ত গভর্নমেণ্ট যতক্ষণ এই মত না লইবে, ততক্ষণ বিশ্বশান্তি হইবে না। রুশ বিপ্লবের কাহিনী সবিস্তারে ৩ খণ্ডে লিখিয়াছেন। (দ্রঃ সুশোভন চন্দ্র সরকার, মহা যুদ্ধের পর ইউরোপ, পৃঃ ১৫৭)

ট্রয় ওজন (Troy Weight)

স্বর্ণ ও অন্যান্য মহামূল্য ধাতু ও রত্নাদির ওজন। ২৪ গ্রেন = ১ পেনিওয়েট (dwt)। ২০ পেনিওয়েট = ১ আউন্স (oz)। ১২ আঃ = ১ পাউণ্ড (lbs)। ২৫ পাঃ = ১ কোয়ার্টার (qr)। ১০০ পাঃ = ১ হন্দর (cwt)

ট্রাইপস (The Tripos)

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স (Honours) পরীক্ষা। মধ্যযুগে একটি তিন-পায়া (tripos) টুলে বসিয়া ছাত্রকে অগ্রজ বিদ্যার্থীদের সঙ্গে দার্শনিক বিষয় আলোচনা করিতে হইত বলিয়া ঐ পরীক্ষার নাম Tripos হইল। কেমব্রিজে সাধারণত তিন বৎসরে B. A. ডিগ্রী পাওয়া যায়; কিন্তু ট্রাইপস্ পাইতে হইলে ৪ বৎসর লাগে।

ট্রাইসেপ্‌ (Tricep)

ত্রিমুণ্ড (দ্রঃ) নামে পেশির নাম।

ট্রাকটর (Tractor) মোটর

মোটর-ইন্‌জিন্ চালিত কলের লাঙলকে সাধারণত ট্রাকটার বলা হয়। এইসব ইন্‌জিনের চাকা চাওড়া লোহার হয়, যাহাতে মাটির মধ্যে গাড়ী বসিয়া না যায়।

ট্রাজেডি (Tragedy)

যে নাটকের অন্তে দুঃখ বা মৃত্যু আদি আছে তাহাকে গ্রীকরা ট্রাজেডি বলিত। সংস্কৃতে ইহার কোনো নাম নাই। 'বিয়োগান্ত নাটক' শব্দটি আধুনিক সৃষ্টি। গ্রীসে দিওনাসাস্ দেবতার উদ্দেশ্যে ছাগ বলির উপর করুণ গান হইত, তাহা হইতে কথাটির উৎপত্তি। বাংলায় ট্রাজেডি কথাটা চলিয়া গিয়াছে।

ট্রান্সপোর্টেশন (Transportation)

দ্রঃ দ্বীপান্তর।

ট্রান্স-সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (Trans-Siberian Railway) ইউরোপীয় রুশ সাইবেরিয়ার পূর্ব প্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগর তীরে ভ্লাডিভোস্টক পর্যন্ত প্রায় ৬০০০ মাঃ দীর্ঘ রেলপথ। রুশিয়ার লেনিনগ্রাড, তথা মস্কো হইতে ইহা বাহির হইয়াছে; ফ্রান্স হইতে মস্কো যাওয়া যায়; সুতরাং ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত এই রেলপথ ধরিয়া যাওয়া যায়। ইহা ১৮৯৮—১৯০১এর মধ্যে নির্মিত হয়। বর্তমানে ডবল লাইন।

ট্রাপিজিয়ম (Trapezium) জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

যে চতুর্ভুজের মাত্র দুইটি বিপরীত বাহু সমান্তরাল।

ট্রাম (Tram car)

শহরের মধ্যে দ্রুত চলাফেরার জন্য ১৯ শতকের মাঝামাঝি হইতে ট্রাম চলিতেছে। প্রথম দিকে লোহার রেলের উপর একখানি লম্বা গাড়ী ঘোড়ায় টানিত। স্টীম ট্রাম কোনো কোনো স্থানে প্রচলিত হয়। বিংশ শতাব্দী হইতে তড়িত শক্তিযোগে ট্রামগাড়ী চালিত হইতে আরম্ভ হয়। এই তড়িত শক্তি কেন্দ্রীয় স্টেশনে উৎপন্ন হয়; তথা হইতে উপরের তার দিয়া বা কখনো মাটির ভিতর দিয়া যায়। লন্ডনে ইলেকট্রিক ট্রাম মাটির নীচেও আছে; ইহাকে টিউব রেল বলে। নটিংহাম শহরে ট্রামের রেল লাইন নাই, চাকায় রবারের টায়ার লাগানো; ইহাকে ট্রলি-বাস বলে। ট্রামগাড়ী দোতলাও হয়। কলিকাতার ট্রামের পরিচালক ইংরেজ কোম্পানী।

ট্রাম কোম্পানী (Calcutta Tramways Company) কলিকাতায় ১৮৭৯এ ট্রামওয়ে কোম্পানী নামে এক ইংরেজ কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত চুক্তিবদ্ধ

হইয়া ঘোড়ার ট্রাম খোলে। ১৯০২ হইতে উহা ইলেকট্রিকে চলিতেছে। ১৯৩৫এ ১০ কোটির উপর যাত্রী যাওয়া আসা করে।

ট্রাস (Truss)

হার্নিয়া বা অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে ব্যবহৃত যন্ত্র; ইহা কোমর ঘেরিয়া অন্ত্রকে অণ্ডকোষে নামিতে বা বাঁচিকে উপরে উঠিতে বাধা দিবার জন্য চাপিয়া রাখে।

ট্রাস্‌টি (Trustee)

বিশ্বাস (Trust) করিয়া কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি বা অর্থাদি এক বা কয়েক জন ব্যক্তির উপর পরিচালনের ভার দিয়া যাইতে পারেন। ভারপ্রাপ্তদিগকে ট্রাস্টি বলে। উইল-কারীর লিখিত ইচ্ছানুযায়ী ট্রাস্টিরা সম্পত্তির ব্যবস্থা ও অর্থের ব্যয় করিতে আইনত বাধ্য; ইহাদের কাজ অবৈতনিক, তবে প্রয়োজন বোধে সলিসিটর বা উকিলের উপর কাজ সমর্পন করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। প্রাচীন কালের ব্রহ্মত্র, দেবত্র, পীরত্র প্রভৃতিও এক শ্রেণীর ট্রাস্ট সম্পত্তি।

ট্রিনিটি (Trinity) ত্রিত্ববাদ

খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ অর্থে ঈশ্বর, পবিত্রাত্মা ও পুত্র বা খৃস্ট বুঝায়। ট্রিনিটি কলেজ কেমব্রিজে; ১৫৪৬ অব্দে ৮ম হেনরী স্থাপন করেন। অক্সফোর্ডেও ঐ নামে একটি কলেজ আছে। ট্রিনিটি হাউস গ্রেট বৃটেনে নৌচলাচল প্রভৃতি তদারকাদি করিবার জন্য কয়েকটি বন্দরে সমিতি ছিল; এখন লনডনস্থ ট্রিঃ হাঃ ছাড়া অন্যগুলি নৌচলাচলের কাজ দেখে না। লনডনের হাউসটি ১৫১২এ স্যর টি স্পার্ট (Sport) কর্তৃক স্থাপিত হয়। লাইটহাউস, বয়া প্রভৃতির ভার ইহাদের উপর ন্যস্ত।

ট্রিপ্‌সিন (Trypsin)

অগ্ন্যাশয় (Pancreas) হইতে যে পাচক রস নির্গত হয়, তাহার মধ্যে ট্রিপ্‌সিন এনজাইম্ আছে; ইহা খাদ্যের মধ্যে প্রোটীনকে জীর্ণ করে।

ট্রেজারি (Treasury)

মহকুমা বা সদর শহরের ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারীতে একটি অপিসে সদর খাজনা লওয়া হয়। গভর্নমেন্টের প্রাপ্য ও দেয় টাকার দেওয়া-লওয়া সেই অপিসে হয়। এখানে একজন পোদ্দার থাকেন, তিনি টাকা ওজন বা গুনিয়া দেন বা লন। এখানে পোষ্টাপিস, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রভৃতির টাকা গচ্ছিত থাকে। অষ্ট প্রহর পাহারা মজুত থাকে। একজন ডেঃ মাঃ ইহার ভারপ্রাপ্ত থাকেন।

ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union)

শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ সভাকে ট্রেড ইউনিয়ন বলে। উহা মালিকদের দ্বারা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। ১৯ শতকে ধনিক পরিচালিত কারখানার শ্রমিকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আরম্ভ করে। ১৮২৪এর পূর্বে মজুরদের পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা বে-আইনী ছিল। ১৯শতকের মধ্যভাগে কমিউনিস্ট সমাজের প্রবর্তক কার্ল মার্কস প্রভৃতির আন্দোলনের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে আত্ম-কর্তৃত্বের চেষ্টা দেখা দেয় এবং তাহারই ফলে ১৮৬৮ অব্দে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। প্রথম দিকে বিভিন্ন ব্যবসায়ের কর্মীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে সভা করিত; যেমন কলের তাঁতি, খনির শ্রমিকদের পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল। ক্রমে ইহাদের মধ্যে ঐক্য, কার্যপদ্ধতিতে সমতা প্রভৃতি আসিয়াছে। ট্রেঃ ইঃর প্রত্যেক সদস্যকে বেতন লওয়ার সময় কিছু টাকা মেম্বরশিপ বাবদ রাখিতে হয়। স্ট্রাইক প্রভৃতির সময় ঐসব অর্থ প্রয়োজনে লাগে; ট্রেঃ ইঃর নেতা ও কর্মচারীরা ইহা হইতে বেতন পায়। গ্রেট বৃটেনে ১৯২৯এ ১১১৪টি ইউনিয়নে ৪৮,১৬,০০০ সভ্য ছিল। বাৎসরিক আয় ৯৮ লক্ষ পাঃ। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন ধনিক-চালিত কারখানা ব্যাপ্তির সঙ্গে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ভারতবর্ষে মহাসমরের পর হইতে ট্রেড ইউনিয়ন ছড়াইয়া পড়িয়াছে। ১৯২৭-২৮এ সেখানে ২৯টি রেজিস্টার্ড ট্রেঃ ইঃ ছিল, ১৯৩৩-৩৪এ সেখানে ১৯১টি হয়। সদস্য সংখ্যা ২ লক্ষের উপর; আয় ৫·০১ লক্ষ টাকা। ১৯১ টি ইউনিয়নের মধ্যে ১২৮টি বোম্বাইতে। বাঙলাদেশে চটকল, ডক লস্কর প্রভৃতির ট্রেড ইউনিয়ন আছে।

ট্রেড্‌ মার্ক (Trade Mark)

বাজারে বিক্রয়ের জন্য নিজের প্রস্তুত বা আবিষ্কৃত মালপত্রের গায়ে বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করাকে ট্রেড্ মার্ক বলে। ঐ চিহ্ন বা নাম, অপর কেহ ব্যবহার করিলে দণ্ডনীয় হয়। তবে তাহার পূর্বে পেটেন্ট অপিসে (দ্রঃ) উহা যথোপযুক্ত ফী দিয়া রেজিস্টারী করিয়া আনিতে হয়।

ট্রেন্‌চ্‌ (Trench)

বিগত মহাযুদ্ধের সময় উভয় পক্ষ বেলজিয়াম হইতে প্রায় সুইস দেশের সীমানা পর্যন্ত মাটিতে গভীর খাদ কাটিয়া তাহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করে। ট্রেঞ্চে চারি বৎসর যুদ্ধ চলে। পূর্বে এভাবে ট্রেঞ্চের ব্যবহার কখনো হয় নাই।

ট্রেনিং কলেজ ও স্কুল (Training College)

সাধারণত শিক্ষকদের বা শিক্ষাব্রত গ্রহণেচ্ছু গ্রাজুয়েটদিগকে শিক্ষা-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য কলেজকে ট্রেনিং কঃ বলে। গ্রাজুয়েট ছাড়া কাহাকে ভর্তি করা হয় না। কলিকাতা ও

ঢাকায় ট্রেং কলেজ আছে; এগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ও উত্তীর্ণদিগকে B. T. (Bachelor of Teaching) উপাধি দেওয়া হয়। গ্রেট্ বৃটেনে লীডস্ লন্ডন প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ট্রেং কঃ আছে। আমেরিকার কলম্বিয়াস্থ Teachers' College বিখ্যাত…ইউরোপের মধ্যে শিক্ষা কলেজ সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় জারমেনীতে; ইংল্যানডে ১৮২৭এ প্রথম কলেজ স্থাপিত হয়। তবে ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে মাত্র তথায় এই কলেজগুলি ও পাঠ্যবিষয়সমূহ সুনিয়ন্ত্রিত হয়।…পাঠশালার পণ্ডিতদের শিক্ষার জন্য গুরু ট্রেনিং স্কুল ও মুসলমান মকতবের শিক্ষকদেরও শিক্ষার জন্য মুসলিম ট্রেনিং স্কুল আছে। (দ্রঃ নর্মাল স্কুল)…পুলিশদের শিক্ষার জন্য পুলিশ ট্রেণিং কলেজ (রংপুর, সারদা) আছে।

ট্রেস্‌পাস্ (Trespass)

বে-আইনীভাবে আটক বা বিনানুমতিতে প্রবেশ প্রভৃতি অপরাধ আইনের নিকট দণ্ডার্হ। সাধারণত কাহারও বাড়ীর মধ্যে বা উঠানে ক্ষতি বা অপমান করিবার উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিলে প্রবেশকারীকে ট্রেসপাসের চার্জে ফেলা যায়। রেল কোং তার-ঘেরা জায়গার মধ্যে ঢুকিলেও টেঃ হয়। কাহারও মালপত্র বিনা এক্তিয়ারে আটক বা কাহারও স্বাধীনভাবে বিচরণাদিতে বাধাদান এই অপরাধের কোঠায় পড়ে।

ট্র্যাঙ্গুলম (Triangulum) নক্ষত্রমণ্ডল।

ত্রিভুজ নক্ষত্র। অ্যানড্রোমিডা ও পেগাসাসের কাছে ও মেষ রাশির উত্তরে অবস্থিত ১৬টি তারার মণ্ডল।

ঠগী

উত্তর ভারতে ডাকাতের সঙ্ঘবদ্ধ দল। মুগল যুগের অবসানে ইহারা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠে; ইহারা সাধারণত পথিকদের প্রথমে বিশ্বাস উৎপাদন ও পরে প্রাণ বিনাশ করিয়া (গলায় রুমাল ফাঁশি দিয়া) অর্থাদি হরণ করিত। মুসলমান হিন্দু সকলেই এইদলে যোগদান করিত; সাঙ্কেতিক ভাষায় পরস্পরকে চিনিত। গঃ জঃ বেনটিংকের সময় ক্যাপ্তেন স্লীমান (১৮৩৩) প্রায় দেড় হাজার ঠগী ধরিয়া তাহাদের উৎখাত করেন।

ঠাকুরদাস চক্রবর্তী

কবি, সঙ্গীত-রচয়িতা ও বৈষ্ণব পদকর্তা। ইঁহার নিজের দল ছিল না, ভোলা ময়রা, এনটুনী ফিরিঙ্গি, রামসুন্দর কর্মকার প্রভৃতির কবি দলের গান রচনা করিয়া দিতেন। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে মারা যান। ইনি ১৯ শতকের প্রথম দিকে ছিলেন।

ঠাকুরদাস দত্ত (১৮০১(?)—৭৬)

হাওড়া ব্যাটরা-বাসী পাঁচালী ও যাত্রাপালা রচয়িতা। বিদ্যাসুন্দর, লক্ষ্মণ-বর্জন, হরিশ্চন্দ্র, নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন, শ্রীমন্তের শ্মশান, রাবণ-বধ, অক্রুর আগমন, দুর্গামঙ্গল, লবকুশের পালা ইত্যাদি। পাঁচালীও অনেক রচনা করেন। (বঙ্গীয় সাহিত্য লেখক পৃঃ ২৫৫—৫৭)

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (খৃঃ ১৩১০)

খুলনা-সারগা গ্রামবাসী। মালঞ্চ সাহিত্য মঙ্গল, সাতনরী, উদ্ভটকাব্য, বিজন রাজ্য প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা। সাময়িক পত্রিকার লেখক। ১৮৭৬ দ্বারভাঙ্গা কোর্ট অব্ স্টেটে চাকুরী; পরে 'বঙ্গনারী' ও 'বঙ্গনিবাসী' সম্পাদক, শেষকালে জমিদারীর ম্যানেজার।

ঠাকুর বংশ

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর পীরালী (দ্রঃ) ব্রাহ্মণ বংশীয় জমিদার। জগন্নাথ কুশারী ইঁহাদের আদি পুরুষ, পীরালি বংশে বিবাহ করিয়া ইনি পীরালি হন ও খুলনায় আসিয়া বাস করেন। জগন্নাথের প্রপৌত্র রামানন্দর পুত্র মহেশ্বর কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা জোড়াসাঁকো এবং কয়লাঘাটার ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ। তস্য ভ্রাতা শুকদেব হইতে চোরবাগানের ঠাকুর গোষ্ঠির উদ্ভব। মহেশ্বর ও পঞ্চানন জব্ চার্নক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার গ্রামে কৈবর্ত ও পোদ প্রভৃতি জাতির মধ্যে আসিয়া বাস করেন; তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া সকলে 'ঠাকুর' বলিয়া ডাকিত। সেই হইতে ঠাকুর পদবী হয়। পঞ্চাননের পুত্র জয়রাম কোম্পানীর আমিন হন। তাঁহার পুত্র নীলমণি ও দর্পনারায়ণ। দর্পনারায়ণ হইতে পাথুরিয়াঘাটার ও নীলমণি হইতে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ। নীলমণির প্রপৌত্র হইতেছেন দ্বারকানাথ ঠাকুর—রবীন্দ্রনাথের পিতামহ।

ড

ডএস্ প্ল্যান (Dawes Plan)

মহাসমরের (১৯১৪—১৮) পর জারমেনির অর্থনৈতিক অবস্থা এমন মন্দ হয় যে তাহার পক্ষে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বার্ষিক টাকা দেওয়া অসম্ভব হইল। তখন চার্লস গেটস্ ডএস (Charles Gates Dawes) নামে একজন বিচক্ষণ মার্কিনকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে গেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়ম ও আমেরিকা হইতে সভ্য প্রতিনিধি ছিলেন। এই কমিটি সুপারিশ করেন যে জারমেনি ২৫০ কোটি স্বর্ণ-মার্ক পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্র-শক্তিকে দিবে, ভার্সাই সন্ধির অন্যসব আর্থিক চাহিদা স্থগিত হইল। এই প্লান অনুযায়ী জারমেনি ১৯২৪ ২৫এ ১০০ কোটি মার্ক ও পরপর বৎসরে ১১২, ১৫০, ১৭০, ২৫০ কোটি মার্ক দেয়। ১৯৩০ পর্যন্ত ডএসের প্লান মাপিক কাজ চলে, তারপর ইয়ং প্লান চলতি হয়। (দ্রঃ ইয়ং প্লান)। C. G. Dawes জঃ ১৮৬৫ ; উকিল ১৮৮৬ ; নেব্রাস্কাস্টেটের লিনকলন শহরে উকিল ১৮৮৭-৯৪ ; ইহার পর বহু দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজ করেন। গত যুদ্ধের সময় ইনি ফ্রান্সে মার্কিন সৈন্যদের সহিত ছিলেন। ১৯২৩এ ক্ষতিপূরণ কমিটির দ্বারা নিযুক্ত কমিটির সভাপতি হন।

ডক্ (Dock)

বন্দরের মধ্যে যে ঘেরা অংশে জাহাজ আসিয়া দাঁড়ায় তাহাকে সাধারণত ডক্ বলা হয়। বন্দরের যে নদীতে জোয়ার-ভাটা আছে সেখানে দরজা বা লক্ (Lock) এর প্রয়োজন হয়। ডক দুইরকমের, জলা ও শুকনা (Wet, Dry)। জলা (Wet) ডকে জাহাজ দাঁড়াইয়া মালপত্র তোলে ও নামায়। কাজেই পোর্টের রেললাইন ও মালরাখার গুদাম প্রভৃতি থাকে। এই ডকেই জাহাজে কয়লা ভরা হয়। Dry বা শুকা ডকে জাহাজ মেরামতির জন্য আসে; ইহা একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, তার একদিকে দরজা। জাহাজ ভিতরে আসিলে দরজা বন্ধ করিয়া সমস্ত জল নিঃশেষে পাম্প করিয়া বাহির করা হয়। তখন জাহাজের আপাদ মস্তক দেখা যায়। যতবড় জাহাজ হইবে ততবড় ডক প্রয়োজন। লন্ডনের কিং জর্জ (King George ১৯৩০) ডক পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। কলিকাতায় খিদিরপুরে ডক আছে, মালপত্র ওঠানামা সমস্ত এখানে হয়; কয়েকটি শুকা ডক সেখানে আছে। ডক্গুলি পোর্ট ট্রাস্টের (দ্রঃ) অন্তর্গত।.. অতিকায় জাহাজ মেরামতি প্রভৃতির জন্য এক প্রকার ভাসমান ডক্ নির্মিত হইয়াছে ; ইংল্যান্ডের সাদাম্‌টনের Floating Dock নির্মাণে ইনজিনীয়ারিং বিদ্যার পরাকাষ্ঠা দেখানো হইয়াছে। সমস্ত ডকটা একটা পন্টুন বা চৌকা নৌকার মতন। জাহাজ উহার ডকে ঢুকিলে পন্টুনের জল পাম্পের সাহায্যে বাহির করিয়া দেওয়া হয়, এবং সমস্ত ডকটা তখন ভাসিয়া ওঠে। বহু দূর হইতে জাহাজের সবখানি জলের উপর দেখা যায়। এই পন্টুনের আয়তন প্রায় ১০ বিঘা।

ডক্টর (Doctor) দ্রঃ ডাক্তার।

ডগলাস (Douglas, Sir James ১২৮৬—১৩৩০) স্কটল্যান্ডের ডগলাস পরিবারের অন্যতম বিখ্যাত ব্যক্তি। ইনি রবার্ট ব্রুসের স্বাধীনতা সমরের প্রধানতম সহায় ছিলেন ও বানোকবার্নের যুদ্ধে লড়াই করেন। রবার্ট ব্রুসের হৃদপিণ্ড জেরুসালেমের তীর্থে লইয়া যাইবার সময়ে পথে স্পেনে নিহত হন।

ডগের (Daguerre, Louis Jacques Maude ১৭৮৯—১৮৫১) ফোটোগ্রাফের অগ্রদূত, ডগেরোটাইপের আবিষ্কর্তা। জন্মস্থান ফ্রান্স। ইনি আর্টিস্টরূপে প্রথম জীবনে খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু ইঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল সূর্যালোকের সাহায্যে রাসায়নিক সংযোগে স্থায়ী চিত্র বা দৃশ্য তোলা। এই কাযে তিনি J. N. Niepceএর সহায়তা লাভ করেন ; নীপ্সেও এই উদ্দেশ্যে বহুকাল গবেষণায় রত ছিলেন ; নীপ্সে ১৮৩৩ মারা যান ও ডগের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করিলেন তাহা ডগেরোটাইপ নামে খ্যাত হয়। এই আবিষ্কারের জন্য তিনি ও নীপ্সের পরিবারের লোক ফরাসী গভর্নমেন্ট হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করেন।

ডজ্ (Doge)

ভেনিসের ডিউক (Lat. Dux); ৭০০ খৃস্টাব্দ হইতে এই উপাধি চলিত হয়। শেষ ডজ ১৭৯৭ পর্যন্ত ছিলেন।

'ডন্ কুইকসোট্' (Don Quixote)

স্পেন দেশীয় লেখক Cervantes (১৫৪৭—১৬১৬) লিখিত গ্রন্থ। বাঙলায় ছোট ছেলেদের জন্য 'ডনকুত্তি' বা ডন কুইক্সোট

নামে পরিচিত। পৃথিবীর সাহিত্যে এ গ্রন্থের স্থান অমর। ইহা মধ্যযুগীয় নাইট বা যোদ্ধাদের ব্যঙ্গচিত্র।

ডন্ জুয়ান্ (Don Juan)

স্পেনের লোক। আখ্যায়িকায় ডন্ জুয়ান একজন লম্পট; সে আত্মসুখের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়াছে। যুদ্ধে, সঙ্গীতে এবং নারীর হৃদয় জয়ে এই বীরের সমান পটুতা ছিল। ইহাকে আশ্রয় করিয়া স্পেনীশ ভাষায় নাটক রচিত হয় (১৬৩০)। ইউরোপের প্রায় সকল দেশে কবি ও সঙ্গীতকারগণ এই আখ্যান অবলম্বনে বহু ও বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করিয়াছে। সঙ্গীত স্রষ্টা মোজার্ট, ফরাসী ঔপন্যাসিক মেরিমী, বালজাক, ইংরেজ নাট্যকার শাডওয়েল, ফরাসী নাট্যকার মলিয়ার প্রভৃতি ডন জুয়ান সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে Zorrilla রচিত Don Juan Tenorio স্পেনে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ডন জুয়ান আমাদের কাছে পরিচিত লর্ড বাইরনের কাব্যের মধ্য দিয়া (১৮২৪)। ইংরেজি কাব্যখানি ১৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত; ইহাতে অসংযত জীবনের বিচিত্র কাহিনী অসাধারণ কাব্য-সৌন্দর্যের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

ডফিন্ (Dauphin)

১৪ শতক হইতে ফ্রান্সের রাজবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডফিন বলা হয় ও ১৮৩০এ এই পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়। ১৩৪৯ অব্দে ভালয়ের (Valois) চার্লস ডফিনে (Dauphin) নামক স্থান (ফ্রান্সের দঃ পূঃ কোণে) ক্রয় করেন ও তিনি ৫ম চার্লস নাম লইয়া ফ্রান্সের রাজা হন (১৩৬৪); নিজ পুত্রকে 'ডফিন' করেন।

ডবল ভাতা (Double Bhata)

ইঃ ইঃ কোঃ যুদ্ধের সময়ে সৈন্যগণকে ভাতা বা খাবার খরচ বলিয়া একটা টাকা মাহিনার উপর অতিরিক্ত দিতেন। শান্তির সময়েও তাহারা এই অতিরিক্ত ভাতা পাইত। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে লর্ড ক্লাইভ ইহা বন্ধ করিয়া দেন (১৭৫৭)।

ডয়েল (Doyle, Arthur Conan ১৮৫৯-১৯৩০)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক। জন্ম এডিনবরা। কিছুকাল ডাক্তারী করিয়া সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। তাহার ডিটেকটিভ গল্প শার্লক হোমসের কাহিনী নামে খ্যাত। সকল ভাষায় এই গল্পগুলি সুপরিচিত। ১৮৮৭তে সর্বপ্রথম A Study in Scarlet গ্রন্থে শার্লক হোমস প্রথম আবির্ভূত হন। The White Company ১৮৯০; The Exploits of Brigadier Gerard ১৮৯৬ প্রভৃতি বিখ্যাত। বুয়র যুদ্ধে ডাক্তার হইয়া কাজ করেন ও ইহার একখানি ইতিহাস লেখেন। শেষজীবনে পরলোকতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেন (১৯২৬)।

ডলফিন্ (The Dolphin, Delphinus)

শ্রবিষ্ঠা নক্ষত্রমণ্ডল। সিগ্‌ননাস্ মণ্ডলের 'ডেনেব' ও অ্যাকুইলা মণ্ডলের 'শ্রবণা'র ভিতর যে ছায়াপথ আছে তাহার মধ্যে ১৮টি ক্ষুদ্র তারার পুঞ্জ।

'ডলস্ হাউস' (The Doll's House)

নরওয়ের নাট্যকার ইবসেন (১৮২৮—১৯০৬) রচিত নাটক। বর্তমান যুগে নারী আন্দোলনের জন্য এই গ্রন্থখানির দায়িত্ব সমধিক (১৮৭৯)। বাংলায় অনুবাদ আছে।

ডলার (Dollar)

কানাডা, মার্কিন দেশ, নিউফাউণ্ডল্যান্ডের চলিত টাকা। ১০০ সেন্ট = ১ ডলার। কাগজের নোটই বেশি চলে তবে রূপার টাকাও আছে। ইহার মূল্য ৪ শিঃ ১½ পেঃ অর্থাৎ ২৸১০। মেক্সিকান ডলার মালয়, চীন প্রভৃতি দেশে চলে, তাহার মূল্য ২ শিঃ ½ পেঃ অর্থাৎ ১ চীনা ডলার = ১।৴০ আনা। পূর্বে ডলার স্পেনে প্রচলিত ছিল; ১৭৯২এ মার্কিন দেশে চলিত হয়।

ডস্টয়েভস্কি (Dostoyevski, Fedor Mikhailovitch ১৮২১—৮১) রুশিয়ার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক; জন্মস্থান মস্কো; ইহার পিতা সৈন্যবিভাগের চিকিৎসক ছিলেন এবং পুত্রকে সেন্ট পিটার্সবুর্গের ইনজিনীয়ারিং বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইয়া দেন। কিন্তু ডঃ র সাহিত্যানুরাগ অতি প্রবল ছিল; ১৮৪৬এ তাঁহার প্রথম বই Poor Folk বাহির হয়। ইহার পর রাজনৈতিক বিপ্লবীদের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়ায় বিচারে প্রাণদণ্ড হয়; কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁহার নির্বাসন হয় (১৮৪৯)। সাইবেরিয়াতে ৪ বৎসর কয়েদী ও রাজনৈতিক বিপ্লবীদের মধ্যে কাটে। সেই অভিজ্ঞতা হইতে তিনি Memories of a House of the Dead (১৮৬১—৬২) নামে গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পর কিছুকাল ইউরোপের নানাদেশ ঘুরিয়া আসেন। ১৮৬৭ তাঁহার অমর গ্রন্থ Crime and Punishment প্রকাশিত হয়। দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁহাকে আজীবন সংগ্রাম করিতে হয় এবং মাঝে একবার অভাবের তাড়নায় আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছাও হয়। ইহার রচনায় খাঁটি রুশিয়ানের অন্তরের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। ইহার অন্যান্য গ্রন্থ Downtrodden and Oppressed, The Idiot, The Possessed, Brothers Karamazoff প্রভৃতি।

ডাইআক (Dyak)

বোর্নিও দ্বীপের আদিম বাসিন্দা; ইহারা গাছের উপর ঘর বানাইয়া বাস করে এবং নরহন্তা বলিয়া ইহাদের প্রসিদ্ধি ছিল। ইহারা মালয়দের হইতে দীর্ঘ; কেশ লম্বা ও খাড়া, মাথার পিছনে

ঝুটি বাঁধা থাকে। কালো দাঁত সৌন্দর্যের চিহ্ন। ইহারা অত্যন্ত পান চিবাইয়া চিবাইয়া মুখকে বিকৃত করিয়া ফেলে। ২০—৩০ পরিবারের একটি গ্রাম প্রকাণ্ড এক চালার মধ্যে বাস করে। বাড়ীগুলি মাটি হইতে ৬—১২ ফুট উঁচুতে কাঠের খোঁটার উপর তৈয়ারী।

ডাইআনা (Diana)

প্রাচীন ইতালীয়ানদের দেবী ; রোমানরা গ্রীক আর্তেমিসের সহিত অভিন্ন করিয়া দেখে। রোমে ইঁহাকে আলোকের দেবী সুতরাং চন্দ্রমা বলা হয়। ক্রমে গ্রীক আর্তেমিস দেবীর সকল গুণ ইঁহাতে আরোপ করা হয়। ইঁহার বরে নারীরা সুখী এবং সন্তানবতী হইত। আর্তেমিস সম্বন্ধে বহু গ্রীক পৌরাণিক আখ্যান আছে। নানা নামে গ্রীকদের দেশে পূজিত হইতেন।

ডাইওক্লিশিয়ান (Diocletian ২৪৫—৩১৩ খৃ অ)

রোমান সম্রাট। ডালমেশিয়া দেশে সামান্য লোকের ঘরে জন্ম হয় ; সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করিয়া অচিরেই শৌর্যের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। ২৮৪ অব্দে সম্রাট নুমেরিয়ানাসের মৃত্যু হইলে তিনি সম্রাট ঘোষিত হন। ২৯৬এ বৃটেনকে পুনরায় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন ; মিশর ও পারস্য-সীমান্তের বিদ্রোহ সমূহ কঠোর হস্তে দমন করেন ; এইসব বিদ্রোহের মধ্যে বহু খৃস্টান যুবক যোগদান করায় ইনি খৃস্টানদের উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিলেন। ইনি ৩০৫ অব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন ও ৩১৩এ ইঁহার মৃত্যু হয়।

ডাইওজেনিস্ (Diogenis খৃ পূ ৪১২ ?—৩২৩)

গ্রীক দার্শনিক। কৃষ্ণ সাগর তীরে ইউস্যাইন দেশে জন্ম হয় ; শোনা যায় যৌবনকালে অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে ইঁহার জীবন অতিবাহিত হয়। আন্টিসথেনিস নামে এক সদগুরুর সংস্পর্শে আসিলে তাঁহার জীবন পরিবর্তিত হয়। অতি ক্ষুদ্র মাটির কুঁড়ে বানাইয়া তাহার মধ্যে ইনি বাস করিতে থাকেন। লোকে ঠাট্টা করিয়া এই ঘরখানিকে বলিত টব্ (Tub) ; একবার ঈজিনা দ্বীপে যাইবার সময়ে জলদস্যুরা ইঁহাকে ধরে ও দাসরূপে ক্রীট দ্বীপে বিক্রয় করে। পরে কোরিন্থের এক ধনী ইঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্তি দেন ; তিনি কোরিন্থে পূর্বের ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে আলেকজেন্দার কোরিন্থে আসেন ও এই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। আঃ ইঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "If I were not Alexander, I should wish to be Diogenes." আলেকজেন্দার তাঁহার জন্য কি করিতে পারেন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন, "You can stand out of the sunshine," 'আমাকে ছায়া করো না।' প্রায় ৯০ বৎসর বয়সে কোরিন্থে মৃত্যু হয়।

ডাইওনিসাস (Dionysus খৃ পূ ৪৩০—৩৬৭)

সিসিলি সাইরাকিউসের টাইরেন্ট রাজা। কার্থেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া কৃতকার্য হইলে লোকে ইঁহাকে সৈন্যাধ্যক্ষ করিয়া দেয় (৪০৫)। ইঁহার অল্পকাল পরেই ইনি দেশের সর্বেসর্বা হন এবং সিসিলি ও ইতালীর গ্রীক রাষ্ট্র-নগরীগুলিকে নিজ আয়ত্বাধীনে আনয়ন করেন। নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য নিষ্ঠুরতা করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না ; তথাচ ইনি সাহিত্য ও সুকুমার কলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং ইঁহার সময়ে সাইরাকিউস ভূমধ্যসাগরের অন্যতম বিশিষ্ট নগরী হয়। ইঁহার পুত্র ডাইওনিসাস খৃ পূ ৩৪৩ অব্দে অত্যাচারের জন্য বিতাড়িত হন।

ডাইওমিডিস্ (Diomedes)

গ্রীক পুরাণে ইনি আর্গোসের রাজা ও ট্রোজান অভিযানের অন্যতম বীর। ট্রয় লুটের সময় ইনি ছদ্মবেশে ওডেসিউসের সহিত নগরীতে প্রবেশ করেন নগরীর পুণ্য প্রতীক লইয়া আসেন।

ডাইনামো (Dynamo)

বাহিরের একটি যান্ত্রিক শক্তির বলে যে যন্ত্রের মধ্য হইতে বৈদ্যুৎ শক্তি সৃষ্টি হয় তাহাকে ডাঃ বলে। ডাইনামোর মূল তত্ত্ব হইতেছে চুম্বক শক্তি। বাষ্প চালিত বা পেট্রোলিয়াম-চালিত অথবা জলশক্তি চালিত ইন্‌জিন্ ডাইনামো ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। নায়গ্রা জলপ্রপাতে এর একটি ডাইনামোতে ৫০০০ অশ্বশক্তি সৃষ্ট হয় ; নিউ ইয়র্কে ১২,০০০ অশ্বশক্তির একটি ডাইনামো আছে। বহু রকমের ডাঃ আছে।

ডাইনী

গ্রাম্য লোকের বিশ্বাস যে কোনো কোনো স্ত্রীলোক বিশেষভাবে কদাকার বৃদ্ধাদের 'কুদৃষ্টি'তে পড়িলে শিশুরা শীর্ণ হইতে থাকে। এইজন্য মায়েরা শিশুদের কপালে কাজলের টিপ, গায়ে থুক থুক্ ইত্যাদি করিয়া দেয়। ইউরোপেও বহুকাল এইসব বিশ্বাস প্রবল ছিল। ১৫ শতক হইতে তথায় ডাইনীদের ডুবাইয়া অথবা ফাঁশি দিয়া অথবা পোড়াইয়া মারা হইত ; বহুকাল এই বর্বরতা চলিয়াছিল।

ডাইনোসোরাস (Dinosaurus)

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে বহু জাতের অতিকায় স্থল-সরীসৃপ বাস করিত। ইহাদের মাথার ঘিলু ছিল অতি সামান্য, দেহ অনুপাতে মস্তক ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। পৃথিবীর নানাস্থানে এই অতিকায় জন্তুদের কঙ্কাল ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে ; উঃ আমেরিকার কনেকটিকাট স্টেটের একটি নদী উপত্যকায়

ইহাদের প্রায় শতপ্রকারের পদচিহ্ন প্রস্তরীভূত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ডাইনোসোরাস সরীসৃপদের চারিটি উপবিভাগ ছিল।

ডাইভোর্স (Divorce) ডিভোর্স্

খৃস্টানদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রথাকে ডাইভোর্স ও মুসলমানদের মধ্যে উক্ত প্রথাকে 'তালাক দেওয়া' বলে। ১৮৫৭র পূর্বে পার্লামেন্টের একটি পাশ ছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব হইত না; সুতরাং ধনীদের পক্ষেই আইন আদালতের সুযোগ লওয়া সম্ভব ছিল।…আইনের অনেক পরিবর্তন হইয়া ১৯২৫এ স্থির হয় যে স্বামী বা স্ত্রী উভয়েই উভয়ের নামে অবিশ্বাস ও ব্যভিচারের অভিযোগ আনিয়া ডাইভোর্স চার্জ আনিতে পারে। এ বিষয়ে নানাদেশে নানারকম নিয়ম প্রচলিত। মুসলমানদের মধ্যে 'তালাক' প্রথা আছে; হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে 'বনিবনাও' না হইলে ছাড়িয়া দেওয়ার রেওয়াজ আছে। সকলেই পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। তবে ভারতের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিপত্নীক বা যে স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়াছে সে বিধবা বা পরিত্যক্ত স্ত্রীকে 'সাঙ্গা' করিতে পারে। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে 'বিবাহচ্ছেদ' আইন সঙ্গত করিবার আন্দোলন চলিতেছে; হিন্দু বিবাহ অচ্ছেদ্য, ক্যাথলিক বিবাহও তদ্রূপ।

ডাউএজার (Dowager)

ইংরেজিতে যে বিধবার স্ত্রীধন আছে তাহাকে ডাঃ বুঝাইত। প্রথমে উহা Prince Arthurএর বিধবা Catherine of Aragon (দ্রঃ) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়; এখন রাজা বা কোন সম্ভ্রান্তের জননীকে বুঝায়।

ডাউটি (Doughty, Charles Montague ১৮৪৩—১৯২৬) ইংরেজ লেখক ও পরিব্রাজক। ১৮৭৬এ ইনি দামাসক হইতে আরাবিয়ার মধ্য দিয়া নিরুদ্দেশে যাত্রা করেন। এই ভ্রমণকাহিনী তিনি সুন্দর ভাষায় তাঁহার Arabia Deserta গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন (১৮৮৮)। পরে কবিতা গ্রন্থ লেখেন।

ডাউডেন (Dowden, Edward ১৮৪৩—১৯১৩)

বৃটিশ কবি ও সাহিত্য-সমালোচক। ইঁহার জন্মস্থান আয়ারল্যান্ডের কর্ক নগরী। ১৮৪:এ কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক; ১৮৬৭ ডাবলিন, ১৮৮৯ অক্সফোর্ডে, ১৮৯৩—৯৬ কেমব্রিজে অধ্যাপক। শেক্সপীয়ার, শেলী ও ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সুপরিচিত। Shakespeare, his mind and Art; Life of Shelley।

ডাউন্ ও আপ্ (Down and up)

ট্রেনের যেগুলি আরম্ভ-স্টেশন হইতে ছাড়ে তাহাকে বলে আপ্ ট্রেন এবং যেগুলি আসে তাহাকে বলে ডাউন ট্রেন। হাওড়া হইতে যে-ট্রেন ছাড়ে তাহা আপ্-ট্রেন।

ডাউনিং স্ট্রীট (Downing Street)

লনডন্ মহানগরীর একটি রাস্তার নাম, ২য় চার্লসের সমকালীন ট্রেজারী সেক্রেটারী স্যর জর্জ ডাউনিং (১৬২৩—৮৪)এর নামানুসারে অভিহিত। এই রাস্তার উপর বৈদেশিক দপ্তরখানা (Foreign Office), ঔপনিবেশিক দপ্তরখানা (Colonial Office), প্রধান মন্ত্রী, চানসেলার অব্ দি এক্সচেকরের গৃহ (১০ নং ১১ নং) অবস্থিত। 'ডাউনিং স্ট্রীট' বলিলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের মতামত বুঝায়।

ডাওসন, জন (Dowson, John ১৮২০-৮১)

বৃটিশ ঐতিহাসিক। হেলিবেরিতে শিক্ষক ও পরে লনডন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানীর অধ্যাপক। Sir Henry Miers Elliotএর সঙ্কলিত History of India as told by its own Historians নামে মুসলমান যুগের বিখ্যাত গ্রন্থ ইনি সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করেন (১৮৭৭)। এই গ্রন্থ অতীব মূল্যবান ও অধুনা দুষ্প্রাপ্য। অন্য গ্রন্থ, A Classical Dict. of Hindu Mythology and Religion.

ডাক পুরুষ

আমাদের খনার বচনের ন্যায় ডাকের বচন বা ছড়া প্রচলিত আছে। প্রবাদ এই ব্যক্তি অষ্টম শতকের লোক; ইঁহার নিবাস ছিল আসামের কামরূপ জিলার বরপেটার অন্তর্গত লোহভেগরা গ্রাম। (দ্রঃ জীবনী-কোষ ৭৩৮০)

ডাকটিকিট (দ্রঃ ফিলাটেলি)

ডাক বিভাগ (Postal Department)

গভর্নমেন্টের যে বিভাগ চিঠিপত্রাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে লইয়া যায়, তাহাকে ডাক বিভাগ বলে। প্রাচীনকালে কোন কোন সুসভ্য দেশে রাজারা ডাক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন; রাস্তার বিশেষ বিশেষ চটিতে লোক অথবা ঘোড়া থাকিত; ডাক হরকরারা ডাক লইয়া দ্রুত চলিয়া এক চটিতে উপস্থিত হইত ও তথা হইতে অন্য ব্যক্তি ডাক লইয়া রওনা হইত। এই ধরণের ডাকের ব্যবস্থা শেরশাহ এদেশে প্রবর্তন করেন। বর্তমানে আমাদের দেশের যে ডাকপ্রথা দেখিতেছি, তাহা ইংরেজ গভর্নমেন্টের দ্বারা লর্ড ডালহৌসির (১৮৪৮-৫৬) সময় প্রবর্তিত হয়। ভারতে ডাক ও তার বিভাগের জন্য একজন ডিরেক্টর-জেনারেল আছেন; ইনি ভারত গভর্নমেন্টের অধীন।…ডাক বিভাগের

কাজের সুবিধার জন্য ভারত সাম্রাজ্যকে নয়টি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গ ও আসাম একটি সার্কেলের অন্তর্গত। সিন্ধু ও বেলুচিস্থান ছাড়া অপর আটটি সার্কেলে ডাক ও তার বিভাগের কর্তা হইতেছেন পোস্ট-মাস্টার জেনারেল। ইঁহারা নিজ নিজ সার্কেলের জন্য ডিরেক্টর-জেনারেলের নিকট দায়ী। প্রত্যেক সার্কেল কয়েকটি ডিভিশনে বিভক্ত; প্রত্যেক ডিভিশনের ভার থাকে সুপারেনটেন্ডেন্টের উপর। সাধারণত জেলার সদরে ডাকঘরের হেড অপিস থাকে; জেলার ব্রাঞ্চ পোস্টাপিস বা শাখা ডাকঘরগুলি ইহার অধীন। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজের পোস্টমাস্টার খোদ ডিরেক্টর-জেনারেলের অধীন। ভারতে ২৩,৭০০ ডাকঘর; ১,৬৮,০০০ মাইল মেল লাইন। ১,০৪,২০৫ জন কর্মচারী আছে। ৬'৭৮ কোটি স্ট্যাম্প বিক্রীত হইয়াছে। ৩'৮৮ কোটি মণিঅর্ডার বিলি হয়। অনেক ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক আছে। ৩১ লক্ষ ডিপজিটারের ৫৮'৩০ কোটি টাকা গচ্ছিত আছে। ৮৯,৫০০ পোস্টাল ইনশিওরেন্স (জীবন বীমা) আছে।

ডাক বিভাগ (বিলাতে)

ইংল্যানডে ১৬৮৩এ একটি প্রাইভেট কোম্পানী চিঠিপত্র লইয়া যাইবার জন্য গঠিত হয়। ১৭৯০এ ৩য় উইলিয়মের সময় গভর্নমেণ্ট উহা নিজের একচেটিয়া কাজ করিয়া লন। ১৭৭৪এ রেল কোচ বা ঘোড়ার গাড়ীর ডাক ব্যবস্থা হয়; ১৮৩৮এ রেল-গাড়ীতে সব প্রথম ডাক চলাচল শুরু হয়। ১৮৩৭এ রোলানড হিল্ (Rowland Hill ১৭৯৫-১৮৭৯) পেনি পোস্ট বা এক পেনিতে সবত্র ডাক যাইবে—এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন উত্থাপন করেন ও ১৮৪০ হইতে উহা কার্যকরী হয়। ইতিপূর্বে চিঠি পৌছাইয়া দিলে দাম দিবার নিয়ম ছিল; ১৮৪১ হইতে ডাক টিকিট কিনিয়া পত্রের উপর লাগাইবার ব্যবস্থা হয়। মণি অর্ডার ১৭৯২এ প্রবর্তিত হইলেও এই সময় হইতে তাহার চল বাড়ে: ১৮৫৫ হইতে বুকপোস্ট লওয়া হয়; ১৮৬৫ হইতে টেলিগ্রাম পোস্টাপিসের সহিত যুক্ত হইল। ১৮৭০এ পোস্টকার্ড, ১৮৮০তে সেভিংস ব্যাংক, ১৮৮২এ পার্শেল পোস্ট হয়। ১৮৯৯ ডাকঘরে টেলিফোন হয়। সাম্রাজ্যর সর্বত্র ক্রমে (১৮৯৯-১৯০৬) পেনি পোস্ট চলিত হইল।

ডাক মাশুল (Postage)

রোলানড হিল্ প্রবর্তিত পেনি পোস্টেজের ন্যায় পয়সা কার্ড এদেশে চলিত হইবার পূর্বে চিঠির মাশুল দূরত্বের উপর নির্ভর করিত। বর্তমানে ভারত সাম্রাজ্যর মধ্যে সমস্ত মাশুল এক ধরণের। যুদ্ধের পূর্বে পোস্টকার্ড এক পয়সা, এবং খাম দুই পয়সা ছিল; পরে তিন পয়সা পোঃ কার্ড, ৫ পয়সা খামের দাম ধরা হয়। বহু বৎসর এই দাম এদেশে চলে; বর্তমানে খাম ৪ পয়সা, কিন্তু পোস্টকার্ডের দাম কমে নাই। বিলাত বা কলোনী প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে চিঠি আসিতে খুব কম ব্যয় হয়। পূর্বে ভিপি রেজিস্টারী করিতে হইত না, এখন হয়; সুতরাং এখানে প্রতি ভিপিতে তিন আনা বেশি দিতে হয়। বর্মা পৃথক হওয়ায় এখন প্রায় বিদেশের ন্যায় ডাক মাশুল লাগে, খাম দশ পয়সা, পোস্ট কার্ড ছয় পয়সা। ডাক মাশুল অত্যন্ত বাড়িয়াছে।

ডাকাতি

বৃটিশ ভারতে ১৯৩০এ ৯৭৭৯টি ডাকাতির রিপোর্ট হয়; ইহার মধ্যে ৬০৯৭টি সত্য প্রমাণ হয়। ৫৭৩৬টির বিচার হয়।

ডাক্তার (Doctor) উপাধি

সাধারণত যিনি এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করেন তিনিই ডাক্তার বাবু। কিন্তু আসলে Doctorএর অর্থ পণ্ডিত; সেইজন্য ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন, ভাষা, গণিত, দর্শন, চিকিৎসা, ইন্‌জিনীয়ারিং প্রভৃতি সকল বিষয়েই 'ডক্টর' উপাধি দেওয়া হয়। ইংল্যানড প্রভৃতি দেশে বি.এ. বা এম.এ. পাশ না করিয়া কেহ Doctor উপাধির জন্য প্রবন্ধ বা thesis দিতে পারে না। লন্ডনে ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর উপাধি দেওয়া হয়। জারমেনীতে Ph. D. বা Doctor of Philosophy একমাত্র উপাধি। সেখানে এ ছাড়া উপাধি নাই। ইতালির Bolognaতে ১২শতকে সর্বপ্রথম আইনজ্ঞকে Doctor উপাধি দেওয়া হয়। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের Doctor হইবার জন্য thesis লিখিয়া ২০০ টাকা fee দিতে হয়।

ডাক্তারী

চিকিৎসকের পেশাকে বলে। চিকিৎসক হইতে হইলে মেডিক্যাল স্কুলে চারি বৎসর পড়িবার পর গভর্নমেণ্টের একটি বোর্ড দ্বারা পরীক্ষিত হইয়া ডিপ্লোমা পাওয়া যায়। আই. এস-সি পাশ করিয়া মেডিকাল কলেজে ছয় বছর পড়িয়া M.B. উপাধি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ হইতে পাওয়া যায়। আজকাল হোমিওপ্যাথী ভাল করিয়া পড়াইবার মত কলেজ এদেশে হইতেছে। (মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ দ্র.)

ডাচ্ ঈস্ট ইন্‌ডিয়া কোম্পানী (দ্রঃ ঈস্ট্ ইন্‌ডিয়া কোম্পানী)

ডানকুনি শাক, দণ্ডোৎপল, শঙ্খপুষ্পা (Canscora decussata)

বর্ষায়ু ঋজু শাক গাছ; নাল চতুষ্কোণ, পত্র অভিমুখী; পুষ্প শ্বেত, যুক্তচতুর্দল। কেশর চারিটি; ফল

দ্বিকোষ; বীজ ক্ষুদ্র, বহু কোণযুক্ত। শীতকালে ফল পাকে। জলের ধারে ক্ষেতে এই গাছ জন্মে। এই গাছকে বিরেচক, পরিবর্ধক, বলকারক বলা হয় (যোগেশ ৩৯০; Chopra 471; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু ১০১৯।

ডানকোনা (দানকোনী)
মৃগেলের মত লম্বা কিন্তু ছোট জাতের মাছ।

ডানলোপ (Dunlop, John Boyd ১৮৪০-১৯২১)
সাইকেল মোটরের টায়ার আবিষ্কর্তা। ইংরেজ পশুচিকিৎসক ছিলেন। পরে রবারের নিউমেটিক টিউব ও টায়ার আবিষ্কার করেন (১৮৮৮)। Cucros নামে একজন ইংরেজ ইহার স্বত্ব ক্রয় করিয়া (১৮৯০) ব্যবসায় শুরু করেন। ১৯০০৭ ডানলোপ রবার কোং নামে ইহা রেজিষ্টারী হয়। পূর্বে Byme Bros. India Rubber Co (1896) নাম ছিল। বর্তমানে এই কোম্পানীর মূলধন ২০,০০০,০০০ পাঃ বা ২৭ কোটি টাকার উপর; ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জারমেনী, জাপান ও ভারতবর্ষে ইহাদের বহু কারখানা আছে; আমেরিকার নিউইয়র্কের ডানলোপ টায়ার এনড রাবার কর্পোরেশন এখন Dunlop (America) Ltd. নামে ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ডানস্টান (Saint Dunstan ৯২৫ ? ৯৮৮)
ইংরেজ সাধু; রাজা এডরেডের প্রধান পরামর্শদাতা; এডউই দ্বারা নির্বাসিত ও পুনরায় এডগার দ্বারা আহূত হন। ইনি ৯৬১ অব্দে কেণ্টারবেরীর আর্চবিশপ হন।

ডাফ (Duff, Alexander ১৮০৬-৭৮)
স্কটল্যান্ড দেশীয় পাদরী। ১৮২৯এ কলিকাতায় মিশনারী হইয়া আসেন। ১৮৩০, ১৩ই জুলাই রামমোহন প্রভৃতির সাহায্যে একটি ইংরেজি স্কুল খোলেন। পরে Free Church Institution নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতে ১৮৩৪ পর্যন্ত থাকিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন ও পুনরায় ১৮৪০ এদেশে আসেন। Calcutta Review পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ১৮৪৫-৫৯। খৃস্টান ধর্মে যে সব যুবককে দীক্ষিত করেন তাঁহাদের অন্যতম হইয়েছেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার প্রচারের ফলে হিন্দুসমাজে আন্দোলন সুরু হয় ও ব্রাহ্মসমাজ শক্তিশালী হয়। ইনি ১৮৬৩ অব্দে দেশে ফিরিয়া যান ও তাহার পর আর এদেশে আসেন নাই। ইঁহার নামে 'ডাফ কলেজ' ছিল, এখনো কলিকাতায় ডাফ হস্টেল আছে।

ডাফরিন (Lord Dufferin ১৮২৬-১৯০২)
বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিক; ইঁহার জন্মস্থান ইতালী-ফ্লোরেন্স। ইঁহার আসল নাম Frederick Temple Hamilton Temple Blackwood। ইঁহার মাতা একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন; তিনি বাগ্মী শেরিডানের পৌত্রী। ব্ল্যাকউড ১৮৬০এ সীরিয়া দেশে বৃটিশ কমিশনর নিযুক্ত হন, তথায় বিশেষ রাজনৈতিক বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেন। ১৮৬১-৬৪ আনডার সেক্রেটারী। ১৮৭২-৭৮ কানাডার গভর্নর-জেনারেল। ১৮৭৯ রুশের রাজদূত। ১৮৮৪-৮৮ ভারতের বড়লাট। এই সময়ে তাঁহার উল্লেখযোগ্য কায উত্তর বর্মা জয়। বর্মা রাজা থিবকে ধরিয়া আনিয়া রত্নগিরিতে বন্দী করেন। দেশে ফিরিবার পর মারকুইস অব ডাফরিন ও আভা উপাধি পান। ১৮৮৮-৯১ রোমে, ১৮৯১-৯৬ প্যারিসে বৃটিশ রাজদূত। ১৮৯৭এ একটি কোম্পানীর চেয়ারম্যান হইয়া ইনি শেষ জীবনে কষ্ট পান। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুয়র যুদ্ধে নিহত হন।

ডাফরিন হাসপাতাল (Lady Dufferin Hospital) বড়লাট ডাফরিনের পত্নী আবিএট ডাফরিন, ভারতমহিলাদের সুচিকিৎসার জন্য একটি তহবিল খোলেন (Countess of Dufferin Fund ১৮৮৬)। সেই ভাণ্ডারের অর্থ হইতে নারীদের চিকিৎসা শিক্ষা, সেবা ও শিক্ষিত ধাত্রীর ব্যবস্থা হয়। এই সমিতির অধীন ১৫৭টি নানা শ্রেণীর হাসপাতাল, ওয়ার্ড ইত্যাদি আছে। কলিকাতায় লেডী ডাফরিন হাসপাতাল আছে।

ডামন ও ফিনটিয়াস্ (Damon and Phintias)
সিসিলি দ্বীপের সাইরাকিউসের দুইজন সম্ভ্রান্ত; ইহারা বিখ্যাত দার্শনিক পিথাগোরসের শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের বন্ধুত্ব ইতিহাসে অমর হইয়াছে। সাইরাকিউসের টাইরেন্ট রাজা দিওনিসিয়াসের (Dionysius) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অভিযোগে পিথিয়াস (Pythias) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন; ডামন কারাগারে গিয়া বন্ধুকে কয়েকদিনের জন্য ছুটি দিবার প্রার্থনা জানান ও নিজে তাঁহার বদলে কারাগারে থাকেন। পিথিয়াস্ ছুটি পাইয়া আত্মীয়-স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পুনরায় কারাগারে উপস্থিত হন; উভয়ের সত্যনিষ্ঠা ও বন্ধু প্রেম দেখিয়া রাজা উভয়কেই ছাড়িয়া দিলেন।

ডামর, সফেদ ডামর, সন্দরস, (Malaber tallow Indian Copal) পশ্চিম ঘাটের পাহাড়ী গাছ (Vateria India); ইহা হইতে উৎকৃষ্ট ধুনার মতো নির্যাস পাওয়া যায়। তার্পিন তেলের সহিত মিশাইয়া বার্নিস হয়। বীজ হইতে ঘৃতের ন্যায় তৈল পাওয়া যায় এবং ইহা ঘৃতে ভেজালের জন্য ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Watt 1105—6)

ডাম্ব্‌বেল্ (Dumb-bell)
শরীর চর্চার জন্য কাঠের বা লোহার নির্মিত দুটি ক্ষুদ্র দণ্ড। ইহার উভয় পার্শ্ব সামান্য স্ফীত। ইহাকে জোরে মুঠির দ্বারা চাপিয়া ব্যায়াম করিলে মাংস পেশীর উন্নতি হয়। ইউজিন স্যানডো ইহার মধ্যে স্প্রিং দিয়া গ্রিপ্ বা স্প্রিং ডাম্ববেল প্রবর্তন করেন। সাধারণ লোহার ডাণ্ডার ওজন হয় ১ হইতে ৫ পাউণ্ড।

ডায়বিটিজ (Diabetes) বহুমূত্ররোগ
এই ব্যাধিতে সাধারণত মূত্র অত্যধিক হয়; ব্যাধি দুই প্রকার, D. mellitus রকমে প্রস্রাবে শর্করা ভাগ অত্যন্ত বেশি; D. insipidus রকমে কোনো প্রকার অস্বাভাবিক উপাদান পাওয়া যায় না, বরং শর্করা তলদেশে পড়িয়া থাকে। Pancreasএর একটি গ্ল্যান্ড হইতে ইনসুলিন নামে রসের নির্গমন কম হইলে শর্করাবহুল বহুমূত্র রোগ হয়। এই ইনসুলিন কম পড়িলে বাহির হইতে ইনজেকশন দিয়া তাহা পূরণ করিতে হয়। কিন্তু এই ব্যাধির প্রধান ঔষধ খাদ্য নিয়ন্ত্রণ। যকৃতের বিকার হইতে অনেক সময় রোগের উদ্ভব হয়। নারিকেল, বাদাম, আটার রুটি, ফেনশূন্য ভাত উত্তম পথ্য; কালো জাম বিশেষ উপকারী। চিনি ব্যবহার সম্বন্ধে ডাক্তারেরা কড়াকড়ি করিয়া থাকেন রাত্রে বহুবার মূত্র হইলে, মূত্র পরীক্ষার প্রয়োজন। অতিরিক্ত পরিশ্রম, ব্যায়ামের অভাব, খাদ্যে অসংযম প্রভৃতি কারণে ব্যাধি হয় বলিয়া অনুমান।

ডায়ার্কি (Dyarchy)
মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৮) অনুযায়ী ১৯১৯এর ভারত শাসন আইন অনুসারে বৃটিশ-পার্লামেণ্ট ভারতের প্রাদেশিক শাসনে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাকে বলা হয় দ্বৈরাজ্য। প্রদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি কতিপয় বিষয় আইন সভার (Leg. Council) নিকট দায়ী মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত (Transferred) হয়; পুলিশ, জেল, রাজস্বর আয় ব্যয়, বিচার, ইউরোপীয়দের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় গভর্নর ও বড়লাটের নিকট দায়ী কার্যনির্বাহক সভার (Executive Council) হস্তে সংরক্ষিত (Reserved) ছিল। প্রাদেশিক শাসন এইভাবে দ্বিধা বিভক্ত হওয়ার জন্য এই প্রকার শাসনকে দ্বৈত শাসন বলা হয়। উহা ১৯২১এর ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৩৭এর ৩০এ মার্চ, এই ১৬ বৎসর চলিয়াছিল।

ডার্‌ন্‌লি (Darnley, Henry Stewart, Lord)
(১৫৪৫—৬৭) স্কটদের রানী মেরীর দ্বিতীয় স্বামী; ২০ বৎসর বয়সে ইনি মেরীকে বিবাহ করেন (১৫৬৫)। ইহার গুপ্ত প্ররোচনায় রানীর সেক্রেটারী রিজিওকে (Rezzio) হত্যা করা হয়। অবশেষে রানীর নূতন প্রেমিক বথ্‌ওয়েল (Bothwell)-এর ষড়যন্ত্রের ফলে ডার্ন্‌লি যে বাড়ীতে অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন সেই বাড়ি বারুদ দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ডার্ন্‌লির ঔরসে মেরীর গর্ভে ষষ্ঠ জেম্‌সের জন্ম হয়; ইনি এলিজাবেথের পর ১ম জেম্‌স রূপে ইংল্যান্ডের রাজা হন।

ডারউইন, চার্লস (Darwin, Charles Robert ১৮০৯—৮২) ইংরেজ প্রাণিতত্ত্ববিদ। ১৮৩১—৩৬ Beagle নামে জাহাজে করিয়া অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগর সার্ভে অভিযানে যান। ডারউইন এই জাহাজে প্রাণিতত্ত্ববিদ নিযুক্ত ছিলেন। এই অভিযান কালে জীব-জগতের নমুনা সংগ্রহের ফলেই তিনি ভবিষ্যতে জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে পারেন। ১৮৩৯ বিবাহ করেন। ইহার পর ২০ বৎসর জীবতত্ত্বের গবেষণায় কাটে; ১৮৫৯এ Origin of Species গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞান জগতে এই গ্রন্থ যুগান্তর আনে। ১৮৭১এ Descent of Man বাহির হয়। ১৮৮২ মৃত্যু। (অভিব্যক্তি বাদ দ্রঃ)। ইহার পিতা ইরাস্‌মাস ডারউইন (Erasmus D. ১৭৩১—১৮০২) ডাক্তার ছিলেন। চার্লসের পুত্র ফ্রান্সিস ডা: (১৮৪৮—১৯২৫) বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ছিলেন ও পিতার বিখ্যাত জীবনী রচয়িতা।

ডারবি রেস্ (Derby Race)
পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত ঘোড়দৌড়। ১৭৮০ আর্ল অব্ ডার্বি ইহা প্রবর্তন করেন। লনডন হইতে ১৫ মাইল দ. পশ্চিমে Epsom নামক স্থানে (Surrey জেলা) মে বা জুন মাসের একটি বুধবারে দৌড় হয়; দৌড়ের মাঠ ১½ মা.। মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫—১৮ কয় বছর ছাড়া বরাবর হইয়া আসিতেছে। হাজা বাজি ফেলিয়া খেলা হয়। ১৯৩০এ শ্রীযুক্ত আগা খাঁর Blenheim ঘোড়া জিতিয়াছিল। ১৯৩৩ লর্ড ডার্বির হাইপেরিঅন; ১৯৩৪ রাজপিপলের মহারাজার উইনডসর লাড্; ১৯৩৫ আগা খার বাহরাম; ১৯৩৬ আগা খাঁর মামুদ; ১৯৩৭ মিসেস জি, বি, মিলারের মিড্-ডে সান্; ১৯৩৮ পিটার বীটি (Beatty)র Bois Roussel; ১৯৩৯—লর্ড রোজবেরীর ব্লু পিটার।

ডালটন, জন (Dalton, John ১৭৬৬—১৮৪৪)
ইংরেজ বিজ্ঞানী। ১৭৯৪এ তিনি বর্ণ-অন্ধতা (Colour blindness) সম্বন্ধে প্রথম নিবন্ধন প্রকাশ করেন। তৎপরে New System of Chemical Philosophy নামে গবেষণা-পূর্ণ গ্রন্থ লেখেন (১৮০৮)। এই গ্রন্থে তিনি পরমাণু সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মত ব্যক্ত করেন; তাঁহার মতানুসারে—১। পদার্থ (matter) মাত্রেই অসংলগ্ন (discontinuous); ইহারা পৃথক, অবিনাশী ও অবিভাজ্য কণার সমষ্টি; ইহাই মূলভূত (elements) সমূহের পরমাণু। ২ মূলভূতের পরমাণু

সমূহের প্রত্যেকটিই এক প্রকারের; বিশেষভাবে তাহাদের ঘনমূলত্ব (mass) সমান। ৩। সরল অনুপাতে পরমাণু সমূহের মিলনে যৌগিক পদার্থ হয়।...বর্তমানে পরমাণু সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। গ্যাসের ধর্ম সম্বন্ধে ডালটনের গবেষণা আছে।

ডালহৌসী (Lord Dalhousie ১৮১২—৬০)

ইঁহার নাম James Andrew Brown Ramsay, ডালহৌসির ১০ম আর্ল। লর্ড হার্ডিংএর পর ভারতের গঃ জেঃ (১৮৪৮—৫৬)। তাঁহার শাসন কালের প্রধান ঘটনাবলী: (১) পররাষ্ট্র জয়। (২) Doctrine of Lapse অর্থাৎ পুত্রাদি বংশধর না থাকিলে রাজা দত্তকপুত্র পাইবে না এই নীতি প্রবর্তন। (৩) আভ্যন্তরীণ সংস্কার। ইঁহার সময়ে ২য় শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮—৪৯) ও পঞ্জাব জয় হয়। ২য় বর্মা যুদ্ধ (১৮৫২) ও অধিকার। Doc. of Lapse নীতি অনুসারে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর ও পেশোয়ার রাজ্য অর্থাৎ মারাঠাদের রাজ্য ও সম্বলপুর বাজেয়াপ্ত। 'প্রজার হিতের' অজুহাতে অযোধ্যা অধিকার, বৃটিশ প্রজার উপর অত্যাচার অপরাধে সিকিমের অংশ, টাকা পাওনার জন্য নিজামের নিকট হইতে বেরার দখল করেন। ইঁহার সময়ে পূর্ত বিভাগ (P. W. D.) টেলিগ্রাফ, রেল, সস্তা ডাকটিকিট প্রবর্তিত হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাসে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব হয়। ১৮৫৩ ইঃ ইঃ কোংর পুনরায় সনন্দ প্রাপ্তি। বাংলা পৃথক ছোটলাটের অধীন (১৮৫৪)। (ঔলিদে দ্রঃ)। তাঁহার সময়ে সুয়েজখাল কাটা হয়। ব্রাহ্মসমাজ ও বিধবা বিবাহ আন্দোলন সমকালীন ঘটনা।

ডালিম (দাড়িম্ব) (Pomegranate, Punica granatum) সুপরিচিত ফলের গাছ; পারসী 'আনার'; ডালিমফুলের রং গভীর লাল। গাছে ঘন পাতা হয় না। বাংলার শুকনো জায়গায় এ গাছ হয়। ফলের রস অম্লমধুর। পঞ্জাব অঞ্চলে বেদানা জাতীয় গাছ প্রচুর জন্মে। এ দেশে প্রতি বৎসর পঞ্জাব ও আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশ হইতে আসে। ফলের খোসা প্রভৃতি ঔষধে লাগে। বীজ বা কলম করিয়া গাছ গজানো যায়। ফুল রঞ্জন কাজেও ব্যবহৃত হয়; ফলের খোসায় কষাদীন আছে।

ডালিয়া ফুল (Dahlia)

বিলাতী ফুল; অনেক জাতের আছে। সুইডিশ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ Dr. Dahlএর নামানুসারে। 'ডবল' ফুলের গাছের শিকড় থেকে নূতন চারা বাহির হয়; খুব সারালো তেজী জমিতে পুঁতিতে হয়। 'ছোট' জাতের গাছ বীজ পুঁতিয়া হয়।

ডাঁশ মাছি (Flea)

ইহা পক্ষহীন পতঙ্গ, পিছনের পা বড় বলিয়া লাফাইয়া বহুদূর যাইতে পারে; গরু ও পাখীর গায়ে বসিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া খায়। ইন্দুরের গায়ের ডাঁশ প্লেগের বীজাণু বহন করে। এ ছাড়াও অন্য রকমের ডাঁশ আছে।

ডাহুক, ডাকপাখী (Water hen)

বলেচর বগের মুরগীর মতো বড় পাখী। পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ের পাশে থাকে। ইহার বুক, গলা মাথা শাদা; শরীরের অন্য অংশ ছাই রং। জলের ধারেই বাসা বাঁধে; ভাল উড়িতে পারে না। বৈশাখ আষাঢ়ের মধ্যে ডিম পাড়ে ও বাচ্চা হয়। এই সময়ে নিরন্তর ডাকে।

ডিউই ডেসিমাল প্রণালী (Dewey Decimal System) লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহ দশমিক পদ্ধতি শ্রেণীত করিবার উদ্ভাবকের নাম মেলভিল ডিউই। তাঁহার নাম অনুসারে এ পদ্ধতিকে ডিঃ ডেঃ প্রণালী বলে। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। দশমিক বর্গীকরণে সমস্ত জ্ঞানরাজ্যকে মোট ১০টি ভাগে ভাগ করা হয়; তদনন্তর প্রত্যেক ভাগকে ১০টি বিভাগে শ্রেণীত করা হয়; এই ভাবে প্রত্যেকটি বিভাগ ১০টি উপবিভাগে বর্গীত হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে একটি মূল বিষয়কে বহু উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়। (দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, দশমিক বর্গীকরণ, ১৯৩০। Decimal Classification for Indian Libraries, 1927) পুস্তকগুলি শ্রেণীত করিয়া প্রত্যেক বইএ ঐ শ্রেণী চিহ্ন লিখিতে হয়; তৎপরে প্রত্যেক গ্রন্থে গ্রন্থকারের নামের সাঙ্কেতিক সংখ্যা দিতে হয়। গ্রন্থকারদের নামে সাঙ্কেতিক সংখ্যার জন্য Cutter-Sanborn-এর অভিধান আছে। বাংলায় প্রমীল কুমার বসু ইহা অনুসরণ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (দ্রঃ লাইব্রেরী)

ডিউওডেনাম (Duodenum) গ্রহণী। (অন্ত্র দ্রঃ)। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে ইঞ্চি ১০।১২কে ডিঃ বলে। পাকস্থলী হইতে খাদ্য দ্রব্য দক্ষিণ প্রান্তের প্রণালিকা (Pylorus) নামে দ্বার দিয়া বাহির হইয়া পাকযন্ত্রের তৃতীয় অংশ বা 'গ্রহণীতে' প্রবেশ করে। প্রণালিকা হইতে ইঞ্চি চার দূরে একটি সরু নল দিয়া যকৃৎ হইতে পিত্তরস ও আর একটু দূরে অগ্ন্যাশয় হইতে অন্যান্য রস নির্গত হইয়া ডিউওডেনামস্থিত খাদ্যকে জারিত করে। বহুকাল অজীর্ণ রোগের ফলে ইহার ঝিল্লীতে ক্ষত হয়; ইহাকে ডিউওডেনাল আলসার বলে, চলতি কথায় অম্লশূল বলে।

ডিউক (Duke)

রোমান সাম্রাজ্যে সমর অধ্যক্ষগণকে Dux (leader) বলিত ; মধ্য ইউরোপে ও ফ্রান্সে এই পদবী বহুকাল চলিত ছিল। ফ্রান্স ও জারমেনীতে ডিউকগণ রাজার ন্যায় স্বাধীন ছিল। রাজশক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পাইলেও ঐসব দেশে ডিউকদের মান রাজকুমারদের নিচেই কায়েমী হইয়া থাকিয়া যায়। ইংল্যান্ডে ৩য় এডওয়ার্ড তাঁহার ৭ম বর্ষীয় বালক ব্লাক প্রিন্সকে ১৩৩৭এ কর্নওয়ালের ডিউক করেন। ইতিপূর্বে ব্লাক প্রিন্স 'প্রিন্স অব ওএলস্' ছিলেন ; সেই হইতে প্রিন্স অব ওএল্‌সরা ডিউক অব্ কর্নওয়াল পদবী পাইয়া থাকে।...ডিউকের স্ত্রীকে ডাচেস্ বলে। স্কটল্যান্ডে ১৩৯৮এ রাজা ৩য় রবার্ট তাঁহার দুই পুত্রকে ডিউক উপাধি দেন।

ডিউসন, (Deusson, Paul)

জারমেনদেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও দার্শনিক। জন্ম ১৮৪৫ জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (১৮৭০)। ভারতীয় ভাষা ও দর্শন বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২—৯৩ ভারত ভ্রমণে আসেন। উপনিষদ, বেদান্ত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচয়িতা।

ডিএট (Diet

মধ্য ইউরোপে মধ্য-যুগে আইন প্রণয়ন ও চার্চ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের জন্য যে সভা আহূত হইত তাহাকে ডিএট বলিত।

ডিওয়ার (Dewar, Sir James ১৮৪২-১৯২৩)

বৃটিশ বিজ্ঞানী। ইনি স্যর এবেলের সহিত করডাইট্ (Cordite) নামে মারাত্মক বিস্ফোরক আবিষ্কার করেন। বর্ণালী সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন। তাঁহার বিশেষ কাজ হইয়াছে স্বল্প তাপের ফল সম্বন্ধে গবেষণা ; ইহার ফলে তিনি থার্মোস্ ফ্লাস্ক (Thermos flask) আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন। ইনি অক্সিজেন ও বায়ুকে তরল করিয়া সকলের সমক্ষে দেখান। তরল গ্যাস রাখিবার পাত্র প্রস্তুত করেন ও তরল হাইড্রোজেন রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঠাণ্ডা কাঠকয়লার গ্যাস শোষণ করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি যে গবেষণা করেন তাহারই ফলে মহাযুদ্ধের সময়ে বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়।

ডি ওয়েট (De Wet, Christian Rudolph

১৮৫৪—১৯২২) বুয়র সৈনিক। ইনি বুয়র সমরের সময়ে গরিলা যুদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইংরেজদের বিশেষ ক্ষতি করেন। যুদ্ধান্তে শান্তি হইয়া গেলে (১৯০১) ইনি ইংল্যান্ড, ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন। ১৯০৭—১৪ পর্যন্ত অরেন্‌জ্ ফ্রী স্টেটের কৃষি-সচিব ছিলেন। মহাযুদ্ধের সময়ে ইনি বুয়রদের স্বাধীন করিবার জন্য বিদ্রোহী হন ; কিন্তু বন্দী হন। বিচারে অর্থদণ্ড ও এক বৎসর মাত্র জেল হয়।

ডিকুইন্সি (DeQuincy, Thomas ১৭৮৫—

১৮৫৯) ইংরেজ লেখক ; ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রভৃতির বন্ধু। রচনা কৌশলে অসামান্য শক্তি ছিল, কিন্তু আফিমের নেশা তাঁহার সর্বনাশ করে। Confessions of an Opium-eater 1821 ; Murder as one of the Fine Arts 1827 প্রভৃতির লেখক। ইনি জারমেন ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ইংল্যান্ডে জারমেন দার্শনিকদের মতবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন।

ডিকেন্স (Dickens, Charles ১৮১২—৭০)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক। বাল্যে দারিদ্র্যবশত কারখানায় চাকরীতে কাজ করিতে হয় ; স্কুলের লেখাপড়া সামান্য শিখেন। কিছুকাল সলিসিটরের অফিসে সর্টহ্যাণ্ড কাজ করেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৮৩৩ হইতে গল্প লেখা সুরু করেন। ১৮৩৬এ Pickwick Paper বাহির হয়। তাঁহার গল্প-সাহিত্যের অনেক চরিত্র ইংরেজ সমাজে ও কথাবার্তায় দৈনন্দিন ব্যবহৃত হয়। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাস সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৪২এ ইনি আমেরিকায় যান ও সেখানে আন্তর্জাতিক কপিরাইট ও দাসপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন।

ডিক্‌টাফোন (Dictaphone)

বড় বড় অফিসে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। স্টেনোগ্রাফারের অনুপস্থিতিকালে ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে ; স্টেনোগ্রাফারকে যাহা বক্তব্য তাহা এই ফনোগ্রাফের মত যন্ত্রের সম্মুখে বলিয়া গেলে একখানি মোমের চুঙির গায়ে তাহার রেখা পড়িয়া যায়। ডিক্টেশন শেষ হইলে উহা অন্য মেশিনে ফেলিয়া পুনরায় শোনা যায় ; টাইপিস্ট শুনিয়া উহা লিখিয়া লয়।

ডিক্টেটর (Dictator)

রোমান রিপাবলিক শাসনযুগে দেশের বিশেষ বিপদের মুখে একজন নায়কের হস্তে সকল সামরিক ক্ষমতা অর্পণ করা হইত ; এই ক্ষমতা ৬ মাসের জন্য মাত্র দেওয়া হইতে পারিত। রিপাবলিকের শেষযুগে সীজারকে প্রথমে এক বৎসরের জন্য, পরে ১০ বৎসরের জন্য ও অবশেষে আমরণ ডিক্টেটর করা হয়। বহু শতাব্দী ধরিয়া এই একনায়কত্ব বহু নামে ইতিহাসে চলিয়া আসিয়াছিল ; কিন্তু গণতন্ত্র প্রসারের ফলে এবং পার্লামেন্টারি শাসনপদ্ধতির ব্যাপক প্রসারহেতু লোকের মনে হইয়াছিল যে পৃথিবীতে একনায়কত্বের যুগের অবসান হইয়াছে। কিন্তু ২০ শতকে মহাযুদ্ধের অন্তে যেমন একদিকে বহু প্রাচীন রাজবংশ লোপ পাইল, তেমনি ডিমোক্রেসিকে আশ্রয় করিয়া একনায়কত্ব প্রথা দেখা দিল।

রুসিয়ার লেনিন ও তৎপরে স্টালিন, ইতালীতে মুসোলিনি, জারমেনীতে হিটলার, স্পেনে প্রথমে প্রাইমো দ রিভেরা ও পরে জেনারেল ফ্রাংকো, তুরস্কে কামাল আতাতুক, যুগো-স্লাভিয়ায় আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি বর্তমান যুগের প্রধান ডিক্টেটর। সর্বত্রই পার্লামেন্টারি শাসন অচল হইয়া আসিতেছে। নূতন এই শ্রেণীর শাসনতন্ত্রকে Totalitarian States বলে; যেসব দেশ ডিমোক্রেসির পক্ষপাতী তাহাদের বলে Equalitarian States.

ডিক্রীজারী (Decree)

দেওয়ানী মামলায় দুই পক্ষ থাকে। যে লোক মুন্সেফের বা জজের আদালতে মামলা রুজু করে সে বাদী (Plaintiff) এবং যাহার বিরুদ্ধে মামলা হয় সে প্রতিবাদী (defendant)। অর্থ বা জমিজমা সংক্রান্ত মামলার বিচারে বাদী জিতিলে অর্থাৎ 'ডিক্রী' পাইলে পর বাদীকে ডিক্রীজারী করিতে হয়, অর্থাৎ হাকিমের রায় বা ডিক্রী অনুযায়ী আদালতের পরোয়ানা লইয়া কাজ করিতে হয়। ভূমি দখল করিয়া, বাঁশ গাড়িয়া জমি দখল করিয়া, মাহিনা ক্রোক করিয়া ডিক্রীর টাকা আদায় করিতে হয়। প্রতিবাদী তাহার বিরুদ্ধতা করিলে, আদালতের অপমান করা হয় এবং তাহা দণ্ডার্হ।

ডিগ্‌বী (Digby, Sir William ১৮৪৯—১৯০৪)

ইংরেজ সাংবাদিক ও অর্থনীতির লেখক। সিংহলের দৈনিক Ceylon Observerএর সহকারী-সম্পাদকরূপে প্রথমে আসেন; পরে 'মাদ্রাজ টাইমস'-এর সম্পাদক হন। ইনি আয়ারল্যাণ্ডের হোম রুলের পৃষ্ঠপোষক ও ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রসারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডে Indian Political Agency স্থাপন করেন ও উহার মারফৎ ভারত সম্বন্ধে সংবাদ ঐ দেশে প্রচার করেন। ইঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ Prosperous British India। এই গ্রন্থে ভারতীয় শিল্পের অধোগতি ও ভারতবাসীর ক্রমবর্ধিষ্ণু দারিদ্র্যের ইতিহাস বহু সরকারী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করেন। অন্যান্য গ্রন্থ India for the Indians and for England; Forty Years of Citizen Life in Ceylon.

ডিগ্রী (Degree), উপাধি

বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুএট হইলে তবে ডিগ্রী পাওয়া যায়। I. A., I. Sc., P. R. S. ডিগ্রী নহে। B. A.—Bachelor of Arts; B. Sc.—Bachelor of Science; M. A. Master of Arts; M. Sc. Master of Science; M. B. Bachelor of medicine; B. L. Bachelor of Law; Ph. D. Doctor of Philospphy; D. Sc. Doctor of Science; D. L. Doctor of Law., LL. B. Bachelor of Laws। লোকের নামে শেষে J. P. M. R. A. S., L. R. C. P. প্রভৃতি থাকে—সেগুলি ডিগ্রী নহে।

ডিগ্রী (Degree)

(১) থার্মোমিটারে তাপের মান। জলের বরফ হওয়ার অবস্থাকে ০ ধরিয়া ও ফুটন্ত অবস্থাকে ১০০ ধরিয়া ঐ একশতটি ভাগকে চিহ্নিত করা হয়; উহাকে ডিঃ বলে। ইহাকে সেন্টিগেড বলে। (২) ফারেনহাইট প্রবর্তিত ডিগ্রী অন্যরূপ; সেখানে ৩২° হইতেছে বরফ ও ফুটন্ত অবস্থা হইতেছে ২১২°, সুতরাং ফাঃএর ডিগ্রী ও সেন্টিগেডের ডিগ্রী মান একরূপ নয়। (৩) অক্ষাংশকে ডিঃ বলে। পৃথিবীর অক্ষকে ৩৬০ ভাগে (৪ সমকোণের সমান) ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশকে ডিগ্রী বলা হয়। (৪) জ্যামিতিক সংজ্ঞা। প্রত্যেকটি সমকোণকে ৯০° ডিগ্রী বা অংশে ভাগ করা হয়। ১ ডিগ্রীকে ৬০ ভাগে বা মিনিটে ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক মিনিট ৬০ সেকেণ্ডে বিভক্ত। প্রত্যেকটি অক্ষরেখা এই ভাবে বিভক্ত হয়। পৃথিবীর অক্ষরেখাগুলি ১১ বিভক্ত। নিরক্ষর বৃত্তে ১° পরিমাণ ঘুরিতে ৪ মিনিট লাগে

ডিঙি নৌকা

বাঙলা দেশের বিশেষ এক ধরণের নৌকা। পূর্বকালে এই নৌকা সমুদ্রপথে যাইত।

ডিজিটালিস (Digitalis, Purpurea)

হৃদরোগের উত্তম ঔষধ। ডিজিটালিস ক্ষুপের পাতার টিন্‌চার হইতে নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। এই ক্ষুপ ভারতের আদিম উদ্ভিদ নহে; ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এসিয়ার আদিম ক্ষুপ। ভারতে কাশ্মীর ও দার্জিলিঙের নিকট মংপো নামক স্থানে ডিজিটালিস ক্ষুপের চাষ হইতেছে। ইহার পাতা চৈত্র বৈশাখ মাসে সংগৃহীত হয় ও অন্ধকার ঘরে রাখা হয়। পূর্বে ডিজিটালিস প্রধানত আসিত ইংল্যাণ্ড, জারমেনী ও অস্ট্রিয়া হইতে। মহাযুদ্ধের সময় জারমেনীর ডিঃ আসা বন্ধ হয়। সেই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়া, অরিগন্ স্টেটে ইহার ব্যাপক চাষ সুরু হয়। (Chopra 129—185)

ডিজেল (Diesel, Rudolf, ১৮৫৫—১৯১৩)

জারমেন যন্ত্রনির্মাতা। তাঁহার নির্মিত অপরিস্রুত পেট্রোলিয়াম চালিত ইন্‌জিন 'ডিজেল ইন্‌জিন' নামে খ্যাত। অন্যান্য গ্যাস ইন্‌জিন হইতে ইহার ভিতরের গঠনাদি পৃথক ধরণের;

প্রথমত অন্য গ্যাস্ ইন্‌জিনের মত ইহার মধ্যে কোন 'এক্সপ্লোশন' হয় না, অর্থাৎ বাহিরের ইলেকট্রিক স্ফুলিঙ্গের দ্বারা পেট্রোল-কণাকে বাষ্পে পরিণত করা হয় না। ইহাতে পিস্টন নামিবার সময়ে প্রচুর বায়ু টানিয়া লয় ও স্ট্রোকের শেষে একটি কপাট বায়ুর পথটি বন্ধ করিয়া দেয়। পিস্টনের ফিরিবার সময় বায়ু সংহত (compressed) হয়; প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫০০ পাউণ্ড চাপ পড়ায় ভিতরের বায়ু তপ্ত হইয়া ১০০০° ডিগ্রী (F) হয়; এই অবস্থায় একটি পাম্পের সাহায্যে পেট্রোলিয়াম কণা চুংগির (cylinder) মধ্যে আসা মাত্র উহা বাষ্প হইয়া যায়, এবং বাষ্পের চাপে পিস্টন নামিয়া যায়। ইহা হইতেছে ডিজেল ইন্‌জিনের বৈশিষ্ট্য।

ডিডো (Dido)

অপর নাম এলিসা; ফিনিশিয়া দেশের টায়ারের রাজা বেলাসের কন্যা ও সিচাইউসের পত্নী। ইনি আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ (কার্থাডা=ফিনিক ভাষায় নবপুরী) নগর স্থাপন করেন। লাতিন কবি ভার্জিল 'ঈনীদ' নামে মহাকাব্যে বলিয়াছেন যে ডিডো ঈনিয়াসের প্রেমে পড়েন, কিন্তু ঈনিয়াস তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া ইতালী চলিয়া যান। ডিডো সেই দুঃখে আত্মহত্যা করেন।

ডিনামাইট্ (Dynamite)

মারাত্মক বিস্ফোরক। ১৮৬৩এ সুইডেনের আলফ্রেড্ নোবেল (দ্রঃ) দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। ইহার দ্বারা পাথর ভাঙিয়া ফেলা যায়। জার্মেন বিজ্ঞানী এড্রোয়ার্ড লীবার্ট (Libert) ইহার অনেক উন্নতি করেন (১৮৯৮)। ইহাতে ৭৫% নাইট্রিক এসিড ও গ্লিসারিন এবং ২৫% এক প্রকার মৃত্তিকা আছে। বর্তমানে উহার বদলে গান্ কটন্ (দ্রঃ) ব্যবহৃত হয়। সাধারণ বারুদ হইতে ডিনামাইটের তেজ ১১ গুণ বেশি।

ডিনামিকস (Dynamics) দ্রঃ গতিবিদ্যা।

ডিপ্‌থিরিয়া (Diptheria) ঝিল্লীক প্রদাহ

সংক্রামক যন্ত্রণাদায়ক মারাত্মক গলার রোগ। একজাতীয় জীবাণু হইতে এই রোগের উৎপত্তি। পীড়ায় গলার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে এক প্রকার পর্দা পড়িতে থাকে ও তাহাতে শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। অথবা অবশাঙ্গ (বা প্যারালিসিস্) হইয়া হৃদ্‌পিণ্ডের কায বন্ধ হইয়া যায়। গলার বেদনা, জ্বর, ঢোঁক গিলিতে কষ্ট, দমের কষ্ট প্রভৃতি ব্যাধির লক্ষণ। রোগ সন্দেহে ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন ও যতশীঘ্র ডিপ্‌থিরিয়ার ইন্‌জেকশন্ দেওয়া যাইবে ততই বাঁচিবার আশা বেশি।

ডিপ্রেসড্ ক্লাস (Depressed class)

হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ কর্তৃক জলঅচলনীয় বা নিযাতিত জাতিসমূহের সাধারণ সংজ্ঞা। এই শব্দটি ১৯১৯এ ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের সময় হইতে সরকারীভাবে ব্যবহৃত হইতেছে; ১৯৩৫এর অ্যাক্টে তাহারা শিডিউলড্ কাস্ট (scheduled caste) ও মহাত্মা গান্ধীজির দ্বারা 'হরিজন' নামে অভিহিত। (দ্রঃ শিডিউলড্ কাস্ট)

ডিফামেশন (Defamation) দ্রঃ মানহানি।

ডিফো (Defoe, Daniel ১৬৫৯—১৭৩১)

ইংরেজ লেখক; ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'রবিন্‌সন ক্রুসো' (১৭১৯) সর্বজনবিদিত। ইনি ফো (Foe) নামে সামান্য মাংস-বিক্রেতার পুত্র। দানিএল ৬০ বৎসর বয়সে রবিন্‌সন ক্রুসো রচনা করেন। আলেকজেণ্ডার সেলকার্ক (A. Selkirk ১৬৭৬-১৭২১) নামে একজন স্কচ মুচির ছেলে জুয়ান ফার্নানদেজ দ্বীপে নির্জন বাস করে; তাহার কাহিনী ইঁহাকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করে। পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষায় রবিন্‌সন ক্রুসোর তর্জমা হইয়াছে। বাংলায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ বিখ্যাত। ডিফো শেষ জীবনে আরও কতকগুলি বই লেখেন; সেগুলি প্রায়ই সর্বহারা সমাজ-বিদ্রোহীদের চরিত্র অবলম্বনে রচিত।

'ডিভাইনা কমেডিয়া' (Divina Comedia)

দান্তে রচিত ইতালিয়ান ভাষার মহাকাব্য; ইহার গল্পাংশ এইরূপ: ১৩০০ খৃষ্টাব্দে ঈস্টার দিনে কবি ভার্জিল স্বর্গ হইতে আসিয়া দান্তেকে স্বর্গ মর্ত্য রসাতল দেখাইতে চাহিলেন। ভার্জিল দান্তেকে লইয়া প্রথমে নরকে (Inferno) তৎপরে যমলোকে (Purgatory) ও সবশেষে স্বর্গে (Paradise) যান। এই ভ্রমণকালে দান্তের সহিত বহু রাজা, পোপ, জমিদার, যোদ্ধা প্রভৃতির নানাস্থানে দেখা হয়। নরকের মধ্যে কোন্ লোক কিভাবে আছে, তাহার বীভৎস বর্ণনা আছে। সবশেষে তাঁহার প্রেমাস্পদ বিয়াত্রিচে আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে ঈশ্বরের নিকট লইয়া গেলেন। ডিঃ কঃ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য। ইংরেজিতে অনেকগুলি অনুবাদ আছে। বাংলায় মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাদ বধ কাব্যে' একস্থানে রামচন্দ্রের নরক দর্শন বর্ণনায় দান্তেকে অনুসরণ করিয়াছেন।

ডি ভ্যালেরা (De valera, Eamon)

আইরিশ গণতন্ত্রবাদী। জন্ম ১৮৮২; তাঁহার পিতা স্পেনীয় ও মাতা আইরিশ। আয়ারল্যান্ডেই শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। সিন্ ফিন (দ্রঃ) আইরিশ বিদ্রোহীদের বিশিষ্ট কর্মী; গেইলিক্ লীগ-এর প্রেসিডেন্ট। আইরিশ রিপাবলিক ঘোষিত হইলে ইনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন; কিন্তু ইংরেজের সন্ধিসর্ত মানিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হন; এক বৎসর কয়েদ হয়। খালাস হইয়া রিপাব্‌লিকান দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন

১৯৩২এ তাঁহার দলের জয় হয় ও তিনি প্রেসিডেন্ট ঘোষিত হন। ইনি ইংরেজের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছাড়িবার পক্ষপাতী ; রাজার প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেন। তাঁহার প্রতিপক্ষ কসগ্রীভ্। ডি ভ্যালেরা গেঙলিক লীগের প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাইডকে আয়ারের প্রেসিডেন্ট (১৯৩৮) হইতে সহায়তা করিয়াছেন।

ডিবেঞ্চার (Debenture)

গভর্নমেণ্ট ছাড়া, মিউনিসিপালটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-রত কোম্পানী প্রভৃতি জনসাধারণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা যে ঋণপত্র বা অঙ্গীকার-পত্র দেন, তাহাকে বলে ডিবেঞ্চার। কোম্পানি যখন ডিবেঞ্চার বাহির করেন, তখন কোম্পানীর সম্পত্তি বন্ধক থাকে ডিবেঞ্চাররূপে ঋণদাতাদিগের নিকট।

ডিভিডেণ্ড (Dividend)

যৌথ কারবার বা কোম্পানী চালিত ব্যবসা হইতে যে লাভ হয়, তাহা আইনানুসারে যথাযথ তহবিলে যথাযথ অংশ বণ্টন করিয়া যাহা থাকে তাহা অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই লভ্যাংশকে ডিঃ বলে।

ডিম (মুরগী, হাঁস ইত্যাদির)

গর্ভের মধ্যে ডিম্বকোষ (ovary) আছে ; এই কোষে আঙুর গুচ্ছের ন্যায় ছোট বড় অসংখ্য ডিম্বদানা থাকে। বাচ্চা অবস্থায় এই ডিম্বদানা কোষ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিম্নে একটি নলের (oviduct) মধ্যে আসে ; ডিম পাড়িবার সময় নলটি বড় এবং উপর মুখটি প্রশস্ত হয়। নলটির মধ্যে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি ডিম্বদানা শ্লেষ্মার ন্যায় এক প্রকার ঘন পদার্থ দ্বারা আবৃত হয় এবং ক্রমে দেহ নিঃসৃত এক প্রকার তরল পদার্থ দ্বারা আবৃত হইয়া নিম্নদিকে পড়িতে থাকে। গর্ভাধারে আসিবার আগে চুন জাতীয় পদার্থের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া ডিমের আকারে বাহির হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত কাজটি হয়।

ডিম কয়দিনে ফোটে

পায়রা…১৮ দিন, মুরগী…২১ দিন, গিনি-মুরগী ২৬ দিন, হাঁস ২৮ দিন, ময়ূরী ২৮ দিন, রাজহাঁস ৩০ দিন, পেরু (টারকী) ৩২ দিন, উটপক্ষী ৪২ দিন।

ডি মর্গান (De Morgan, William ১৮৩৯—১৯১৭)

বৃটিশ ঔপন্যাসিক। ইনি রয়েল অ্যাকাডেমিতে শিল্প শিক্ষা করেন ; পরে কুম্ভকার শিল্প ও কাঁচ শিল্পে কাজ করেন। ৬৬ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রথম উপন্যাস Joseph Vance প্রকাশিত হয় (১৯০৫)। Alice for Short ১৯০৭ ; When Ghost meets Ghost ১৯১৩। ইঁহার রচনার মধ্যে প্রচুর হাস্যরস আছে।

ডিমাই (Demy), ডেমি

'ডেমি' বলিতে বিশেষ একপ্রকার পুরু শক্ত কাগজ বুঝায়, যাহা আদালতের আর্জি, দরখাস্ত প্রভৃতির জন্য ব্যবহৃত হয়।…যে ডিমাই ছাপার জন্য ব্যবহার করা হয়, তাহার মাপ ২২$\frac{1}{2}$ × ১৭$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি ; লিখিবার বা ড্রয়িং করিবার ডিমাই ২০ × ১৫$\frac{1}{2}$ ইঃ ; বইএর মাপ—ডিমাই-ফোলিও (Demy folio) ১৭$\frac{1}{2}$ × ১১$\frac{1}{4}$; ডিমাই-কোয়ার্টো (Demy-quarto) ১১$\frac{1}{4}$ × ৮$\frac{3}{4}$ ই ; ডিমাই অক্টেভো (Demy-octavo) ৮$\frac{3}{4}$ × ৫$\frac{5}{8}$; ডিমাই ষোল পেজি (D. 16 Oo.) ৫$\frac{5}{8}$ × ৪$\frac{3}{8}$।

ডিমান্‌ড ড্রাফ্‌ট (Demand Draft)

ব্যাংকের গচ্ছিত টাকা অবিলম্বে কাহাকে দিবার প্রয়োজন হইলে D. D. লিখিয়া দিতে হয়। সাধারণ চেক ইস্যু করিবার সময় অনেক সময়ে লিখিয়া দেওয়া হয় যে ঐ চেকখানি ৫ বা ৭ বা ১৫ দিন পরে ব্যাংকে যেন হাজির করা হয় ; ইহার অর্থ ব্যাংকে সেই সময়ে চাহিত হিসাবে টাকা নাই, কয়েকদিন পরে টাকা ভরতি হইবে। কিন্তু ডিঃ ড্রাফটের নিয়ম চাহিবামাত্র টাকা দিতে হয়।

ডিমারেজ (Demurrage)

রেলে বা স্টীমারে মাল পাঠাইয়া যে রসিদ পাওয়া যায়, তাহাতে ঐ মাল কতদিনে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছাইবে তাহা লেখা থাকে ; যদি ঐ সময়ের মধ্যে যথাস্থান হইতে ঐ মাল খালাশ করা না হয়, তবে ঐসকল জিনিসপত্র মালগুদামের স্থান জুড়িয়া আছে বলিয়া একটি জরিমানা রেল বা স্টীমার কোম্পানী মালের মালিকের নিকট হইতে আদায় করে। আবার যথাসময়ে যথাস্থানে মাল না পৌঁছাইলে কোম্পানীকেও ডিমারেজ দিতে হয়।

ডিমের ব্যবসা

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ডিম বেশি দিন থাকে না, পচিয়া যায়। সেইজন্য তাড়াতাড়ি অল্প দামেও বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয়। ইংল্যান্ড বহু কোটি ডিম আমদানী করে। এশিয়ার মধ্যে চীন হইতে প্রচুর ডিম রপ্তানী হয়, তাহার কারণ চীনারা ডিম 'তাজা' রাখিবার পদ্ধতি জানে ; তা ছাড়া ডিম-চূর্ণ তাহারা বিদেশে পাঠায়। বাঙলাদেশের শহরে ডিমের চাহিদা বাড়িতেছে। বৈজ্ঞানিকভাবে মুরগী ও হাঁসের চাষ করিলে লাভ হয়।

ডিমোক্রিটাস্ (Democritus 460 B.C.) গ্রীক্ দার্শনিক ; থ্রেস জন্মস্থান। ইনি পরমাণবিক মতবাদ প্রচার করেন ; আশাবাদী (optimist) ছিলেন বলিয়া লোকে ইঁহাকে হাস্যময় দার্শনিক বলিত।

ডিমোক্রেসি (Democracy) দ্রঃ গণতন্ত্র।

ডিমোস্থেনিস্ (Demosthenes) ? ৩৮৩—৩২২ খৃ পূ) গ্রীক বক্তা ও রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ। আথেন্সের বাসিন্দা। বাল্যে ইনি তোত্‌লা ছিলেন ; তথাচ অধ্যবসায়বলে এই দোষ হইতে মুক্ত হন। ইনি আথেন্সকে উহার পূর্ব গৌরবে ফিরাইয়া আনিবার কল্পনা করিতেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে মকিদানরাজ ফিলিপ সমগ্র গ্রীসকে এক অখণ্ড গ্রীকরাজ্যে সম্বন্ধ করিবার চেষ্টা আরম্ভ করেন। ফিলিপের বিরুদ্ধে ডিমোস্থেনিস বক্তৃতা করেন ; বক্তৃতাগুলি (Phillipics) গ্রীক গদ্য-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নমুনা। আলেকজেণ্ডারকেও ইনি বাধা দেন। সরকারী অর্থাদি তছরুপের জন্য কয়েদ হয় ও কিছুকাল নির্বাসনে যাইতে হয়। দেশে ফিরিয়া মকিদানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাভূত হন ; আথেন্সের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ হইলে আত্মহত্যা করেন।

ডিম্বক

ডিম্বক ও হংস দুই ভাই ; তাহারা মহাদেবকে তপস্যা করিয়া অবধ্য হয়। তাহাদের পিতা ব্রহ্মদত্ত এক যজ্ঞ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে করদ রাজরূপে ব্যবহার করিয়া হংস ও ডিম্বককে কর আদায়ের জন্য পাঠান। শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া হংস যমুনায় ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করে। ডিম্বকও ভ্রাতাকে ডুবিতে দেখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। উভয়েই জরাসন্ধের সেনাপতি ছিলেন।

ডিম্বকোষ (Ovaries)

স্ত্রী-জীবের (female) জঘনাস্থির মধ্যে উভয় দিকে এক ইঞ্চি লম্বা ডিম্বাকার দুইটি কোষ আছে। এই কোষদ্বয় হইতে Fallopian tube নামে দুইটি সরু নল জরায়ুর সঙ্গে যুক্ত। এই নলের ভিতর দিয়া ডিম্বাণুসমূহ (ovum) গর্ভাশয়ে যায়। ঋতুকালে (প্রায় চারি সপ্তাহ অন্তর) ডিম্বাণু গর্ভমুক্ত হয়।

ডিম্বাণু (Ovum)

স্ত্রী-জীবের বীজকোষে (ovary) যে বীজ থাকে তাহাকে ডিম্বাণু বলে। এই ডিম্বাণু ভেদ করিয়া পুরুষ-শুক্র প্রবেশ করিলে গর্ভ হয়। ইহা ক্ষুদ্র সরিষার মতন ; শুক্রাণু ক্ষুদ্রতর।

ডিয়াজ, বার্থোলমিও (Diaz, Bartholomeo 1455-1500) পোর্তুগীজ নাবিক। ইনি আফ্রিকার উপকূল দিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রম করিয়া কিয়দ্দূর নৌপথে আগমন করেন ; ইনি প্রায় ১২৬০ মাঃ অজ্ঞাত উপকূল আবিষ্কার করেন। পরে ভাস্কো ডি গামার সহিত একবার ভারতে আসেন।

ডিয়াজ, পোরফিরিও (Diaz, Josi de la cruz Porfirio ১৮৩০—১৯১৫। মেক্সিকোর প্রেসিডেণ্ট। ইঁহার মাতা সঙ্কর বর্ণ, রেড্ ইন্‌ডিয়ান। পোরফিরিও ১৮৭৭—৮০, ১৮৮৪—১৯১১ পর্যন্ত প্রেসিডেণ্ট ছিলেন ; ইঁহার সময়ে দেশে শান্তি ছিল ও বহু বিষয়ে মেক্সিকো উন্নতি লাভ করে। ১৯১১এ মাদেরো (Madero) বিদ্রোহের ফলে ইঁহার শাসনের অবসান ঘটে। প্যারিসে মৃত্যু হয়।

ডিরেক্‌টর (Director)

কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালককে ডিঃ বলে ; যেমন কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকে বোর্ড অব্ ডিরেকটর্স বলে। ডিরেকটরগণ কোম্পানীর সকলপ্রকার আদায় ও দায়ের (Assets and liabilities) জন্য অংশীদারদের কাছে দায়ী। সাধারণত ব্যবসায়ী কোম্পানীর ডিরেকটরগণকে সভায় যোগদানের জন্য ফী বা দক্ষিণা দেওয়া হয়। ফিল্মের ছবি তোলার পরিচালককে ডিরেকটর বলে। গভর্নমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্তাকে ডিঃ বলে (Director of Public Instruction)।

ডিরেকটরী (Directory)

যে গ্রন্থে সমসাময়িক সংবাদাদি সাধারণত আভিধানিকভাবে সজ্জিত ও বর্ণিত থাকে তাহাকে ডিঃ বলে। ভারতে Thacker's Directory বিখ্যাত। লণ্ডন ডিরেকটরী অতিবিরাট গ্রন্থ। কতকগুলি বিখ্যাত ডিরেকটরী গ্রন্থ :— Perry's Mercantile Guide, Kelly's Customs Tariffs, Stubbs's Manufacturers, Macdonald's English Directory and Gazetteer.

ডিরেকটরী (Directory. Fr. Directoire) ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের শেষদিকে (১৭৯৫—৯৯) পাঁচ জনের (Barras, Carnot, Lepeaux, Latourneeur, Rewbell) কমিটিকে ডিরেকটরী বলিত। এই পাঁচজন সদস্য উর্দ্ধতন আইন সভার ৫০ জনের দ্বারা নির্বাচিত হয় ; ঐ উর্দ্ধতন সভা ৫০০ জনের গঠিত নিম্নতম সভার দ্বারা নির্বাচিত হইয়াছিল। এই সময়ে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সেনাপতিরূপে ইতালি, অস্ট্রিয়া, মিশর প্রভৃতি অভিযানে যান। ১৭৯৭এ Sieyes পঞ্চায়েৎকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন : নেপোলিয়ন

ইহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং ৯ নভেম্বর ১৭৯৯ উহা লোপ করিয়া দেন। (দ্রঃ কঙ্কাল)

ডিরোজিও (Derozio, Henry Louis Vivian ১৮০৯—৩১) বাঙলাদেশের ফিরিঙ্গি কবি ও মনীষী। ১৮০৯ কলিকাতা ইণ্টালিতে জন্ম হয়। পিতা ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে ইংরেজি কবিতা রচনা করেন। হিন্দুকলেজে ৪র্থ শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী ছাত্ররা নাস্তিক হইয়া যাইতেছে এই অজুহাতে তিন বৎসর পরে কাজ হইতে অব্যাহতি লইতে হয়। সমসাময়িক পত্রিকাদিতে ইনি লিখিতেন ও East Indian নামে কাগজ বাহির করেন। ১৮৩১এ মৃত্যু হয়। ছাত্রমহলে তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল।

ডিলিরিয়াম (Delirium)
সান্নিপাতিক ব্যাধিতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বাক্যকে 'ডিলিরিয়াম' বলা হয়। Low D. সাধারণত ক্লান্তিজনিত জ্ঞানলোপের সময় হয়। অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে অসম্বন্ধ প্রলাপকে Trembling D. বলে। জ্বরের প্রলাপকে Raving D. বলে।

ডিস্‌কাউন্ট (Discount)
ব্যবসায়ে লেনদেনের কারবারে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই কোন টাকা মহাজনকে দিয়া দিলে তিনি কিছু 'ব্যাজ' বা ছুট দিয়া দেন।...সাধারণত বাজারে কিনাকিনি করিলে খরিদ্দার যে 'ব্যাজ' পায় তাহাকে ডিস্‌কাউন্ট বলে।

'ডিসটিল ওয়াটার' (Distilled water)
পরিস্রুত জল। দ্রঃ ডিসটিলেশন।

ডিস্‌টিলেশন (Distilation) বা চোলাই।
কোনো মিশ্রিত পদার্থ হইতে উহার উদ্বায়ী অংশকে নিষ্কাসিত করিবার পদ্ধতি। নানাবিধ তৈল, আলকাতরা, লবণ এইভাবে চোলাই করিয়া পাওয়া যায়। সাধারণ ভাঁটির (still) মধ্যে জিনিস রাখিয়া তাহাকে উত্তপ্ত করিলে উদ্বায়ী অংশ বাষ্পাকারে চোঙ বা নল দিয়া চলিতে থাকে; এই নল স্ক্রুর প্যাঁচের মতো গোল হইয়া একটি পাত্রে পড়িয়াছে। এই পাকানো নলের উপরে ঠাণ্ডা জল সিঞ্চিত হইতে থাকিলে নলের ভিতরের বাষ্প দ্রবীভূত হইয়া আধারে জমা হয়। এইভাবে মদ (Wine) চোলাই করিলে ব্র্যাণ্ডি হয়; গুড় বা আখের রস চোলাই করিলে রাম্ (Rum) হয়; যব, গম, রাই, ওট, চাল প্রভৃতি শ্বেতসারবহুল শস্য চোলাইয়া হুইস্‌কি (Whisky) পাওয়া যায়। মাৎগুড়, বীট, এমনকি করাতের গুঁড়া, আলু হইতে অলকোহল চোলাই হয়। 'স্পিরিট' বা মিথিলেটেড্ স্পিঃ এদেশে মাৎগুড় হইতে চোলাই হয়। মদ চোলাই করিবার জন্য এদেশে চোলাই কারখানা আছে এবং সেগুলি নিলামে গভর্নমেণ্ট বিক্রয় করেন। বড়োদায় ব্রান্ডি, হুইসকি চোলাই হইতেছে। চোলাই করা জল অতি বিশুদ্ধ বলিয়া ঔষধাদি প্রস্তুতের সময় ব্যবহৃত হয়।

ডিস্‌ট্রিক্ট্ বোর্ড (District Board)
দ্রঃ জেলা বোর্ড।

ডিস্‌ট্রিক্ট্ বোর্ড, লোকাল বোর্ড (১৯৩৩—৩৪) (District Board & Local Board)

প্রদেশ	সংখ্যা	আয়	ব্যয়	জনপ্রতি কর
মাদ্রাজ (৪৯৯ ইঃ কমিটি সমেত)	৬৮২	৫,৫৩,৬০,৭৭৪৲	৫,৫৪,০৯,১৮৮৲	১৫ পাই
যুক্তপ্রদেশ	৪৮	১,৯৭,৩৮,১২১৲	১,৯৩,৫৯,১৫৯৲	।৵০
পঞ্জাব	২৯	১,৯৭,৪৫,৪৯৮৲	১,৯৭,০৯,৩৫৭৲	৸৶০
বাংলাদেশ	১১০	১,৬৬,৫১,১১৮৲	১,৫৭;৭৪,৫১১৲	।/১
বিহার-উড়িষ্যা	৬১	১,৩৯,৯৮,৮৪৫৲	১,৩১,২২,০৪৯৲	।/৯
বোম্বাই	২৪৭	৩,২২,০৮,৭০৮৲	২,১৯,৯১,৩৬৭৲	১/৩
মধ্যপ্রদেশ	১০৮	৭১,৭৯,৫২৪৲	৭০,১০,৪৬৪৲	।৵৫
আসাম	১৯	৩২,১৬,৫৭৯৲	৩২,২৯,১৩৪৲	।৵৬
উঃ-সীমান্ত প্রদেশ	৫	১৪,৫২৮৫০৲	১৫,৭১,৭০৬৲	॥৵৪
দিল্লী	১	২,২৪,৬৪১৲	২,৫৩,৪৪৩৲	১৯০
কুর্গ	১	১,৬৭,৬৩৫৲	১,৬৯,৬২১৲	১৫৭
আজমীর	১	১,০৬,১৫৬৲	১,১৪,১২৪৲	৶০
মোট ...	১৩১৭	১৫,৯২,৯০,৬৪৮৲	১৫,৬৮,১৪.৬১৯৲	গড় ।৶১ পাই

(দ্রঃ Hindusthan Year Book 1938. P 178)

ডিস্‌নে, ওয়াল্ট (দ্রঃ মিকি মাউস্)

ডিসপেন্‌সারী (Dispensary)
যেখানে ঔষধ মিশাইয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীর জন্য দেওয়া হয় তাহাকে ডিঃ বলে। সাধারণ দাতব্য ঔষধালয়কে (Charitable D.) লোকে ডিঃ বলে। বাংলাদেশে হাসপাতাল ও ডিস্‌পেনসারীর সংখ্যা ১২৯৮ (১৯৩৫ সাল)

ডিস্‌পেপ্‌শিয়া (Dyspepsia; দ্রঃ অজীর্ণ রোগ।

ডিস্‌রেলি (Disraeli, Issac, ১৭৬৬ - ১৮৪৮)
ইংল্যানডের বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতিক লর্ড বেকনসফীল্ডের (দ) পিতা। ইনি সাহিত্যিক ছিলেন ও বহু গ্রন্থের লেখক।

ডিসেক্‌শন (Disection)
শবচ্ছেদ। মৃত মনুষ্যদেহ কাটিয়া কুটিয়া পর্যবেক্ষণ করাকে ডিসেকশন করা বলে। গ্রীকরা ইহা আরম্ভ করে; ভারতে সুশ্রুত শবচ্ছেদ করিতেন। ১৮৩২এ ইংল্যানডে আইন হয় যে বেওয়ারিশ শব ডিসেক্‌শনের জন্য হাসপাতালে থাকিবে। মোম বা পারাফিন সিন্দুরের সহিত মিশাইয়া শবের দেহে ইন্‌জেকশন করিয়া দিলে উহা সহজে পচিয়া নষ্ট হয় না; তদন্তর প্রয়োজন মত মেডিকাল স্কুল বা কলেজের ছাত্রদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। কলিকাতার মুসলমানদের মৃতদেহ কখনো বেওয়ারিশ হইতে পারে না; উহা সবদাই মুসলীম অন্‌জুমানের হস্তে সমর্পণ করিতে হয়।...মানবেতর প্রাণীদের দেহচ্ছেদকে বলে vivisection।

ডিসেম্বর মাস (December)
জুলিয়াস সীজারের পূর্বে মার্চ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ হইত। দশম মাসকে তখন ডিসেম্বর (December) মাস বলিত। বর্তমানে ১২শ মাস। উহা ১৫ই অগ্রহায়ণ হইতে ১৫ পৌষ পর্যন্ত।

ডিসেম্বীর (Decemviri)
রোমের 'দশজন' শাসক। রিপাবলিক যুগে ইহাদের উপর রোমের আইন প্রণয়নের ভার অর্পিত হয়। ইহারা যে আইন প্রস্তুত করেন, তাহা বারোখানি তামার চাদরের উপর খোদিত হয়। (Laws of the Twelve Tables)

ডীন (Dean)
খৃস্টীয় চার্চের নানা শ্রেণীর পদস্থ ব্যক্তির উপাধি। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যে ডিকেনাস (Lat. decanus from Grk. deka =দশ) নামে রাজকর্মচারী ছিল। মধ্যযুগের মঠে দশজন সন্ন্যাসীর পরিদর্শককে 'ডিকেনাস' বলিত। বর্তমান কাথিড্রালের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে ডীন্ বলে। লন্‌ডনের বিশপ হইতেছেন Dean of the Province of Canterbury। অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজে 'ডীন্' থাকেন। ইহারা বিদ্যার্থীদের সাধারণ নিয়ম নিষ্ঠা প্রভৃতি পরিদর্শন করেন।... ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের (Faculty) জন্য 'ডীন্' মনোনীত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস বিভাগের প্রথম 'ডীন্' ছিলেন রেভারেন্ড আলেকজেণ্ডার ডাফ্ (১৮৫৭-৮)।

ডুগঙ (Dugong)
তৃণভুক সামুদ্র প্রাণী। পূর্ব দ্বীপালি ও অস্ট্রেলিয়ার সাগরে এবং লোহিত সাগরে পাওয়া যায়; ইহাকে সামুদ্র-গাভী (Sea cow) বলে। দীর্ঘ ৮ হইতে ১২ ফুট।

ডুপ্লে (Dupleix, Joseph Francois ১৬৯৭—১৭৬৩)। ফরাসী ভারতের গভর্নর (১৭৪২)। ১৭১৫এ ইনি ভারতে আসেন ও ১৭২০ পন্দিচেরির কাউন্সিলের সদস্য হন। ১৭৪২এ ফরাসী ভারতের গভর্নর নিযুক্ত হইবার পর ইনি ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন; ১৭৪৪এ ইংরেজ-ফরাসীতে যুদ্ধ বাধিলে ইনি দেশীয় রাজাদের সহায়তা গ্রহণ করেন (কার্নাটিক যুদ্ধ দ্রঃ)। এক সময়ে যুদ্ধে প্রায় কৃতকার্য হন; কিন্তু ক্লাইভের দ্বারা তাঁহার আশা নির্মূল হয়। ১৭৫৪এ দেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টার জন্য কোন কৃতজ্ঞতা ফরাসীদের দ্বারা প্রদর্শিত হয় নাই।

ডুবারী (Diver)
অগভীর সমুদ্রতল হইতে মুক্তা তুলিবার জন্য প্রাচীন কাল হইতে ভারত মহাসাগরে ডুবারিরা জলে নামিয়া আসিতেছে। ডুবারিরা দুই তিন মিনিট কাল নীচে থাকিয়া মুক্তা শামুক প্রবাল সংগ্রহ করিতে পারে। পুরীতে গুলিয়া নামে একদল লোক আছে; জলে পয়সা ফেলিয়া দিলে তাহারা তুলিয়া আনে। বর্তমান যুগে ডুবারীদের জন্য নানাপ্রকার পোষাক ও আস্‌বাব আবিষ্কৃত হইয়াছে; উপর হইতে নল দিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা আছে। এ সত্ত্বেও ২০০ ফিটের নীচে নামা কষ্টকর; কারণ জলের চাপ নিচে ভীষণ। অধুনা জারমেনীতে একপ্রকার পোষাক হইয়াছে, উহা পরিয়া ৫০০ এমন কি ৭৫০ ফিট পর্যন্ত নামিতে পারা যাইতেছে।

প্রবালাদি সংগ্রহ ছাড়া জাহাজ ডুবি হইলে তাহা ভাঙিবার জন্য (Salvaging) ডুবারি পাঠাইতে হয়।

ডুবারী পাখী (The Dabchick)

হাঁসজাতীয় প্রায় ১২ আঙুল দীর্ঘ, প্রায় লেজহীন, জলের পাখী। ইহারা ভালো উড়িতে পারে না ; ডুবিয়া বহুদূর চলিয়া যাইতে পারে। মাথা কালো, পেট শাদা, বুক খয়রা। ঠোঁট সোজা, আগা ধারালো। বারো মাস জলের ধারে বাস করে। (যোগেশ)

ডুমা (Duma)

রুশীয় ন্যাশনাল পার্লামেন্ট Gosudarstvennaya Duma। সম্রাট ২য় নিকোলাস্ ১৯০৫, ৬ই অগস্ট এই পার্লামেন্ট স্থাপন করেন ; ৪৪২ জন সদস্য পরোক্ষভাবে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইত। ধনী, সম্পত্তিশালী, প্রাচীনপন্থীরা যাহাতে সদস্য হইয়া আসিতে পারে, তাহার জন্য খুবই জটিল নির্বাচন পদ্ধতি অনুসৃত হইত। ১৯১৭-র বিপ্লবের পর সোভিএট প্রথা প্রবর্তিত হইলে ডুমা ভাঙিয়া যায়।

ডুমাস (Dumas, Alexandre ১৮০৩-৭০)

ফরাসী ঔপন্যাসিক। ইঁহার পিতা এক জমিদারের জারজপুত্র এবং মাতামহী ছিলেন নিগ্রো রমণী, নাম ডুমাস। তিনি ১০০০ অধিক গ্রন্থ রচনা করেন ; অবশ্য সকলগুলি নিজের নয়, অন্যের সহায়তায় বা অন্যের লেখায় তাহার নাম ধার দেওয়া রচনা বও আছে। ইনি বহু নাটক রচনা করেন, কিন্তু কোনটিই স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস Three Musketeers, Count of Monte Cristo। ইঁহার পুত্র (A. Dumas ১৮২৪-৯৫) বিখ্যাত নাট্যকার ছিলেন।

ডুমুর (Fig : Ficus glomerata) উড়ুম্বর

দুই জাতীয় গাছ—(১) ছোট ডুমুর (২) যজ্ঞ বা বড় ডুমুর। গাছের গায়েই ফল হয়। ডুমুরের ফুল ফলের মধ্যে হয় বলিয়া অদৃশ্য, যেমন বট অশ্বত্থের ফুল। যজ্ঞ ডুমুরের গাছ ছোট ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড় ও ইহার কাণ্ড শাদাটে। যঃ ডুঃর পাতা সঙ্কীর্ণ, ছোট ডুঃর পাতা চওড়া। যঃ ডুঃ পাতা কর্কশ নহে। ফল পাকিলে মিষ্ট, অনেকে সরবৎ খায় ; ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। এই গাছ ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। এশিয়া মাইনরের ডুমুর ফল বিখ্যাত ; উহা সুখাদ্য পুষ্টিকর এবং সেইজন্য সর্বত্র চালান হয়। (Chopra 578 ; Watt 588)

ডুয়েট (Duet)

যে সঙ্গীতে দুই জন গায়ক পর পর বিভিন্ন কলি গান করে, তাহাকে ডুয়েট বলে।

ডুয়েল (Duel) দ্বন্দ্বযুদ্ধ

ইউরোপে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বিবাদ মীমাংসা করিবার জন্য, বা কোন অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত, তাহাকে ডুয়েল বলে। প্রাচীন কালে বহু জাতির মধ্যে উহা প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে নাইটদের মধ্যে প্রায়ই দ্বন্দ্বযুদ্ধ হইত। ইংল্যান্ডে ১৮১৮এ আইন দ্বারা উহা রদ করা হয়। তৎপূর্বে ১ম জেমস্ উহা উঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। সাধারণত এক পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ডুয়েলে আহ্বান করিত ; প্রতিদ্বন্দ্বীকেই কি অস্ত্র ব্যবহৃত হইবে, কোন স্থানে কিভাবে লড়াই হইবে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইত। সাধারণত পিস্তল ব্যবহৃত হইত, তবে তরবারির চলও ছিল। কয়েকটি বিখ্যাত ডুয়েল—১৬১২ লর্ড মোহান্ ও ডিউক অব্ হ্যামিলটন—উভয়ে নিহত হন। ১৭৬৫ জানুয়ারী লর্ড বাইরন্ মিঃ চাওয়ার্থকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হত্যা করেন। ১৭৮১ রেভারেণ্ড আলেন লয়েড ডুলানিকে হত্যা করেন। ১৭৯৮ কনিষ্ঠ পিট ও জর্জ টিএরনী (Tierney)র দ্বন্দ্ব হয়। ১৮০০ লর্ড কাসলরীগ জর্জক্যানিংকে আহত করেন। ১৮২৮ ডিঃ অব্ ওয়েলিংটন ও আর্ল অব্ উইনচেলসিয়ার দ্বন্দ্ব। ১৮৪০এ শেষ ডুয়েল হয়। ফ্রান্সে ও জারমেনীতে বর্তমানে যুগেও হইত। ভারতবর্ষে ওয়ারেন হেস্টিংস ও ফ্রান্সিসের মধ্যে ডুয়েল হয়। ফ্রান্সিস আহত হইয়া দেশে ফিরিয়া যান।

ডুরাণ্ট (Durant, Will)

আমেরিকান লেখক। জন্ম ১৮৮৫। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ইঁহার রচিত The Story of Philosophy ('২৬), ও Mansions of Philosophy ('২৯) বিখ্যাত গ্রন্থ। ইনি ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য আসেন ; কিন্তু ভারতের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হন ও Case for India নামে গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থ বহুকাল ভারতে প্রবেশাধিকার পায় নাই। ইনি কয়েক খণ্ডে পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করিতেছেন।

ডুরাণ্টা

মেহেদি গাছের মত বেড়ার কাঁটা গাছ। ইহার ফুল বেগুনা। ইহার দুর্ভেদ্য বেড়া গরু ছাগলের পক্ষে পার হওয়া কঠিন।

ডুরাণ্ড কাপ (Durand Cup)

বৃটিশ ভারতের ভূতপূর্ব রাজকর্মচারী স্যর মর্টিমার ডুরান্ডের নামানুসারে প্রদত্ত কাপের জন্য সিমলায় প্রতি বৎসর ফুটবল প্রতিযোগিতা হয়। ইহাতে সামরিক ও বে-সামরিক দল যোগদান করে। কলিকাতার আই. এফ. এ. শীল্ড প্রতিযোগিতার পর এই খেলা সিমলায় আরম্ভ হয়। ১৮৮৮

প্রথম খেলা হয়; কোন ভারতীয় টিম এই খেলায় এপর্যন্ত বিজয়ী হইতে পারে নাই।

ডুরাণ্ড লাইন (Durand Line)

স্যর মর্টিমার ডুরাণ্ড বড়লাটের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় আফগান আমীরের সহিত ভারত ও আফগনিস্থানের সীমানা নির্ধারিত হয় (১৮৯৩)।

ডুরার (Durer, Albert ১৪৭১-১৫২৮)

জারমেন্ আর্টিস্ট। নুরেমবেগ জন্মস্থান। চিত্র ছাড়া হার উড্‌কাট বা পাটাখোদাই বিশেষভাবে বিখ্যাত।

ডুশ (Douche)

বৃহদন্ত্রে মল বদ্ধ হইয়া ব্যাধির সৃষ্টি হইলে অনেক সময় ডাক্তাররা ডুশ বা এনেমা ব্যবস্থা করেন। একটি পাত্রে মাপমত অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া সামান্য উঁচুতে রাখিয়া দিতে হয়। পাত্রের একটি ছিদ্র হইতে রবারের নল ও তাহার মুখে একটি নজল (Nozzle) থাকে। এই নজল ভ্যাসেলিনের দ্বারা সিক্ত করিয়া মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। ইহার সাহায্যে আভ্যন্তরীণ মল ধৌত হইয়া বাহিরে আসে।

ডেইল আয়ারআন (Dail Eireann)

আইরিশ ফ্রীস্টেটের পার্লামেন্ট বা ব্যবস্থা পরিষদ। ১৯১৯এ সিন্ ফিন সদস্যরা এই গেইলিক প্রাচীন নাম দেন। ২১ বৎসরের ঊর্ধ বয়স্ক সকল নরনারী ভোট দিতে পারে।

'ডেকামেরন' (Decameron)

ইতালীয় লেখক বোকাচিও রচিত (১৩৫৩) গল্পগুচ্ছ। ১৩৪৮-এর ভীষণ মহামারীর সময় ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া এক দল লোক গ্রামের মধ্যে বাস করিতেছে; সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে দশজন পরস্পরের চিত্তবিনোদনের জন্য গল্প বলিতেছেন। পরবর্তী কালে এইসব গল্পের কয়েকটিকে আশ্রয় করিয়া ইংরেজ কবি চসার ও টেনিসন কাব্য রচনা করেন। ডেকামেরনের কতকগুলি গল্প যথেষ্ট সুরুচি-সম্পন্ন নহে।

ডেকার্ট (Descartes, Rene ১৫৯৬-১৬৫০)

ফরাসী দেশীয় দার্শনিক ও গাণিতিক। কিছুকাল ফ্রান্সে ও জারমেনীতে সৈনিকের কাজ করেন। ১৬২৮এ হল্যান্ডে যান ও সেখানে বিশ বৎসর বাস করেন; ১৬৪৯ স্টকহলমে যান ও সেখানে পর বৎসর মৃত্যু হয়। ইউরোপের বর্তমান দর্শন-শাস্ত্রের গুরু; তাঁহার পূর্বে দর্শনশাস্ত্র খৃস্টীয় ধর্মতত্ত্বর অঙ্গ ছিল। ইনি বৈশ্লেষিক জ্যামিতির স্রস্টা।

ডেক্স্‌ট্রিন (Dextrin)

শ্বেতসার হইতে প্রস্তুত একপ্রকার শ্বেতহরিদ্রাভ পদার্থ; ইহা জলে দ্রবীভূত হয় এবং গঁদের ন্যায় 'আঠা'র কাজ করে। সাধারণত ডাক টিকিট ও খামে এই 'আঠা' লাগানো থাকে; জল দিলেই আঠাযুক্ত হয়।

ডেঙ্গু জ্বর (Dengue)

হাড়ভাঙ্গা জ্বর। সর্বাঙ্গে বেদনা, অল্প শীতসহ জ্বর, শিরের বেদনা প্রভৃতি প্রধান উপসর্গ। ৩।৪ দিন পরে গায়ে ফুস্কুড়ি বাহির হয়। জ্বরের পর রোগী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। স্টেগোমায়া (Stegomyia) মশা এই রোগবীজাণুর বাহক। কিন্তু ডেঙ্গুর জীবাণু এত সূক্ষ্ম যে মাইক্রোসকোপের অগোচর। ডেঙ্গুতে রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া যায়। (দ্রঃ ভারতীয় ব্যাধি পৃঃ ৪৩২)।

ডেঙ্গো খাড়া (Amarantus gangeticus)

লাল নটিয়া শাক; বর্ষাকালে হয়। (যোগেশ)

ডেজি (Daisy) ফুল

ইংল্যান্ড ও ইউরোপের অতি ক্ষুদ্র ফুল গাছ, মাত্র ৩—৪ ইঞ্চি উঁচু হয়। ইহার ফুল শাদা ও লাল। সাধারণত মাঠের উপর বা পথের ধারে জন্মে। ইংরেজি সাহিত্যে বহু প্রশংসিত।

ডেড্ লেটার অফিস (Dead Letter Office)

পোস্টাফিসে বহু চিঠি, পুলিন্দা বেওয়ারিস থাকে; অর্থাৎ যে ঠিকানায় সেগুলি যাইবার কথা, তথায় ঐ ঠিকানায় লিখিত ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এইসব ক্ষেত্রে পত্রাদি খোঁজ করিয়া প্রেরকের নিকট ফেরত পাঠানো হয়। অনেক পত্রে ঠিকানা আদৌ লিখিত থাকে না। ১৯৩৬-৩৭এ ভারতে ৫৭,৮৭,০০০ পত্রাদি বেওয়ারিস পাওয়া যায়। অনেক চেষ্টার পর ৯,৯৯,০০০ পত্রাদি ছাড়া অন্যগুলি প্রেরক ও প্রেরিতের সন্ধান করিয়া পাঠানো হয়। প্রতি দিন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ডেড্ লেটার অফিসে বহু পত্রাদিতে ঠিকানা থাকে না। এইসব পত্রাদিতে চেক্, নোট, টাকা প্রভৃতি বিচিত্র জিনিষ পাওয়া যায়; অবশ্য ইহার অধিকাংশ প্রেরকের নিকট পাঠানো হয়।

ডেন্ (Danes)

ডেনমার্কের অধিবাসীকে ডেন বা দিনেমার বলে। তাহারা পূর্বকালে স্কান্দানেভিয়ায় বাস করিত; ৫ম শতকে ডেনমার্কের অ্যাংগলস ও জুটদের তাড়াইয়া দিয়া তাহারা ঐ দেশ জয় করে। (দ্রঃ ডেনমার্ক, ভূকোষ)

ডেন্‌টিস্‌ট্ (Dentist)

দন্তচিকিৎসক। বর্তমানযুগে চিকিৎসক শ্রেণীর মধ্যে দন্ত চিকিৎসক বা ডেনটিস্টদের আবির্ভাব হইয়াছে। ১৮ শতকে ফরাসী M. Fauchard দাঁত তুলিয়া সব প্রথম পোর্সিলেন দাঁত বসাইয়া দেন; ইউরোপে এই বিদ্যার আরম্ভ হয় বটে, তবে যথার্থ উন্নতি হয় আমেরিকায়। তথায় ১৮৪০এ ডেণ্টাল সার্জনদের সমিতি গঠিত হয়; ইংল্যান্ডে ১৮৭৮ এই পেশা পার্লামেণ্টের আইনদ্বারা স্বীকৃত হয়। কলিকাতায় দন্তচিকিৎসকদের কলেজ আছে।

ডেনেব (Deneb)

সিগনাস্ নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বলতম তারকা। (১·৯ উজ্জ্বলতা।)

ডেনেল) Danelagh, Danelaw Danelagu, Ang. Sax. Dena lagu or the law of the Danes) ডেনরা ইংল্যান্ডের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল (৮৭৮ খৃঃ), তাহা ডেনেল নামে ইতিহাসে খ্যাত।

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ (Deputy Magistrate)

মহকুমায় সাব-ডিভিশনাল অফিসার (SDO)কে সাহায্য করিবার জন্য কয়েকজন ডেঃ ম্যাঃ থাকেন। ১৮৩৪এ এই পদ সৃষ্ট হয়।

ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল (Deaf and Dumb School) (মূক বধির দ্রঃ)

ডেব্‌স (Debs, Eugene Victor ১৮৫৫--১৯২৬)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতা। ১৮৯৪এ প্রথম জেল হয়। ১৯১৯এ দশ বৎসরের জন্য জেল হয়; ১৯২১এ মুক্তি পান। ইনি সোশিয়ালিস্টদের নেতারূপে ৫।৬ বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ প্রার্থী হন।

ডেভি (Davy, Sir Humphrey ১৭৭৮—১৮২৯)

ইংরেজ বিজ্ঞানী। লন্ডনের রয়েল ইনস্টিটিউশনের রসায়ন শাস্ত্রর অধ্যাপক। ইনি নাইট্রাস্ অক্সাইড্ বা laughing gas এবং ডেভিস্ সেফ্‌টি ল্যাম্পের আবিষ্কর্তা রূপে সুপরিচিত। ১৮১২এ তিনি স্যর উপাধি পান ও ১৮২০এ ব্যারনেট হন। জেনেভায় ৫১ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

ডেভিড (David) দ্রঃ দায়ূদ।

ডেভিস কাপ্ (The Davis Cup)

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস্ খেলায় চ্যাম্পিয়ানরা একটি রৌপ্যাধার লাভ করেন। ইহা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Dwight Davis নামে একজন রাষ্ট্রনীতিক দ্বারা প্রদত্ত হয়। এই খেলা লন্ডনের উপকণ্ঠে Wimbledonএ প্রতি বৎসর হয়। ১৯০০ অব্দে হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। ১৯১৫—১৮ কোন খেলা হয় নাই। ১৯৩৬ পর্যন্ত মার্কিনরা ১১ বার, গ্রেটবৃটেন ৮, অস্ট্রেলিয়া ৭, ফ্রান্স ৬ বার কাপ পাইয়াছে। ১৯৩৩—৩৬ পর্যন্ত ইংরেজরা পর পর চারি বৎসর উহা লাভ করে।

ডেভিস (Davies, John ১৫৫৫ ?—১৬০৫)

ইংরেজ নাবিক। ১৫৮৫—৮৭ ইনি আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম দিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছিবার জন্য তিনবার চেষ্টা করেন ও তাঁহার নামানুসারে ডেভিস প্রণালী হইয়াছে। ১৫৮৮ স্পেনীশ আর্মাডার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ইনি ছিলেন। ১৫৯২ ফকল্যান্ড (Falkland) দ্বীপপুঞ্জ ইনি আবিষ্কার করেন। সিঙ্গাপুরের নিকট জাপানী জলদস্যুদের হস্তে নিহত হন। নাবিকদের ব্যবহারের জন্য একটি (quadrant) যন্ত্রের আবিষ্কর্তা।

ডেভিস্, রীস্ (Davis, T. H. Rhy, ১৮৪১—১৯৩১) দ্রঃ রীস ডেভিস্।

ডেভিস্ ল্যাম্প (Davis Lamp)

কয়লার খনির মধ্যে মার্শ গ্যাস নামে একপ্রকার সহজদাহ্য গ্যাস আপনা হইতে জন্মে। খোলা বাতি সেখানে লইয়া গেলে ঐ গ্যাস জ্বলিয়া ওঠে ও বিস্ফোরণ হয়। স্যর হাম্‌ফ্রি ডেভি একপ্রকার হাত-বাতি আবিষ্কার করেন, যাহা খনি-শ্রমিকরা নির্ভয়ে খনিমধ্যে লইয়া চলাফেরা করিতে পারে। ইহা দেখিতে সাধারণ লণ্ঠনের মতন; পুরাতন ধরণের লণ্ঠনে পলিতার উপর সরু তারের একটি জাল (wire.gauge) দেওয়া থাকিত; এখন সেই জায়গায় একটা মোটা চিম্‌নি দিয়া, তাহার উপর তারের জালখানি শক্ত করিয়া আঁটা হয়। খনিমধ্যস্থ মার্শ গ্যাস ও বায়ু মিশ্রিত হইয়া বিস্ফোরণ হয়; কিন্তু এখন এই মিশ্রণ তারের জালের মধ্য দিয়া চিম্‌নির মধ্যেই পুড়িয়া যায়, বাহিরে পুড়িবার অবসর পায় না। বাতির শিখা কোনক্রমেই বাহিরে আসিতে পারে না, কারণ চিমনির ভিতর দহনক্রিয়ায় যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়, তাহা অতি সহজে তারের জাল দিয়া পরিবাহিত হয়।...ডেভির বাতি আবিষ্কৃত হওয়ায় খনি দুর্ঘটনা অনেক কমিয়াছে।

ডেভেলাপার (Developer)

ফোটোগ্রাফীতে যেসব পদার্থ দ্বারা ফিল্‌ম বা ফোটো-প্লেটস্থ অদৃশ্য চিত্র দৃশ্য হয় তাহাকে ডেঃ বলে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা নেগেটিভ তৈয়ারী হয় এবং নেগেটিভ হইতে কাগজের উপর ছবি ছাপা বা প্রিন্ট্ হয়।

ডেমলার (Daimler, Gottlieb ১৮৩৪—১৮৯০)
জারমেন ইন্‌জিনীয়ার। ইনি কোলন নগরীর ডাঃ ওটোর সহিত কাজ করিয়া গ্যাস ইন্‌জিনের বহু উন্নতি করেন (১৮৭০) ও তাঁহার ফ্যাকটরির একজন ডিরেকটর হন। ১৮৮৫ ইনি মোটর সাইকেল ও ১৮৮৭ পেট্রোল চালিত গাড়ী নির্মাণ করেন।

ডেয়ারী (Dairy) গোশালা
যেস্থানে গরু রাখিয়া দুধ দোহা, মাখন পনীরাদি প্রস্তুত হয় তাহাকে ডেঃ বলে। ডেয়ারী ফার্মিং একটি ব্যবসায়ের মধ্যে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে কেভেন্টার কোং‌র গোশালা কলিকাতা ও দার্জিলিংএ বিখ্যাত। পঞ্জাব ও গুজরাটে কতকগুলি ডেঃ আছে। গোশালার উন্নতি প্রথমে বিশেষভাবে হয় মার্কিন রাষ্ট্রে ও তথা হইতে ডেনমার্ক গভর্মেন্ট ইহা নিজ দেশে প্রচলিত করেন। বর্ত্তমানে অস্ট্রেলিয়াও খুব উন্নতি করিয়াছে। ইউরোপ বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টাকার মাখন, চীজ, আমদানী করে। ভারতবর্ষ জমাদুধ, মাখম, পনীর ইউরোপ হইতে আমদানী করে। (দ্রঃ গোপালন, দুগ্ধ, মাখন)

ডে-লাইট্‌ (Daylight)
এক প্রকার উজ্জ্বল আলোকপ্রদ লণ্ঠন। ইহাতে বাতি বা পলিতা নাই। কেরোসিন তৈলকে স্বল্প তাপ দ্বারা প্রথমে গ্যাসে পরিণত করিয়া লইতে হয়; ঐ গ্যাস জ্বলিতে থাকে; গ্যাসের আলো নীল বর্ণ, অনুজ্জ্বল—স্টোভ জ্বালিলে যেমন আলো হয়। ম্যান্টেল (mantle দ্রঃ) জ্বলিলে উজ্জ্বল শ্বেত আলো হয়। 'পেট্রোমাক্স' প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে জ্বলে। কলিকাতার দে কোং এই আলো বিলাত হইতে আমদানী করে বলিয়া ইহা ডে-লাইট নামে খ্যাত হয়। পরে লোকে মনে করিল দিনমানের ন্যায় আলো হয় বলিয়া এই নাম।

ডে লা মেয়ার (De la Mare, Walter ১৮৭৩)
ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৮৮৯এ অ্যাংলো-আমেরিকান অইল কোম্পানীর অপিসে চাকুরীতে ঢোকেন; অবসর সময় সাহিত্য চর্চা করিতেন। ১৯০২ ইঁহার প্রথম কবিতাগুচ্ছ (Poems of Childhood) ও ১৯০৪এ প্রথম নভেল (Henry Brooken) প্রকাশিত হয়।

ডেলি প্যাসেন্‌জার (Daily passenger)
কলিকাতায় দৈনিক গড়ে ২৬,০০০ দিন-যাত্রী হাওড়া ও শিয়ালদহে স্টেশনে আসে ও যায়।

ডেলেড্ডা, গ্রাৎসিয়া (Deledda, Grazia ১৮৭৫)
ইতালীয়ান লেখিকা। সাহিত্যের জন্য নোবেল প্রাইজ পান। ইঁহার নভেলগুলি সাধারণত সার্দিনিয়ার কৃষকদের জীবনযাত্রা লইয়া রচিত।

ডেস্‌ট্রয়ার (Destroyer)
টরপেডো বোট (দ্রঃ) ধ্বংস করিবার জন্য যুদ্ধ জাহাজ। ১৮৯৩এ প্রথম নির্মিত হয়; মহাযুদ্ধের সময় যখন টরপেডো-বোট হইতে টরপেডো ছুঁড়িয়া যুদ্ধ জাহাজ ধ্বংসের চেষ্টা চলিতেছিল, তখন ডেস্ট্রয়ারগুলি রণতরীসমূহকে বিপদের জায়গায় আবডাল ও রক্ষা করিয়া চলিত।
ইংরেজদের সংখ্যা: ১৫০, মার্কিন ২১৩, জাপান ১০৩, ফ্রান্স ৬১, ইতালি ৭৮, জারমেনীর ২৯ খানি ডেঃ ছিল (১৯৩১)। ডেঃ হাজার-দেড়হাজার টনী হয়; ঘণ্টায় ৩৫।৩৭ Knot যায়। ৪টি ৪·৭ ইঞ্চি কামান সাধারণত থাকে। আটখানি ডেঃ একত্র থাকিয়া যুদ্ধ চালায়।

ডোগ্‌রা জাতি
কাশ্মীর-জম্মুতে পঞ্জাবীর উপভাষা ভাষীর সংখ্যা ৫·৬৮ লক্ষ।

ডোডো (Dodo)
পারাবত জাতীয় লুপ্ত পক্ষী। ইহারা মরিসাস দ্বীপের বাসিন্দা ছিল। রাজহাঁস হইতে দেখিতে বড়; ইহাদের চঞ্চু বড় ও সুদৃঢ়; পা খুব শক্ত; পাখা নামে-মাত্র। আন্দাজ ১৭০০ অব্দে ইহারা লুপ্ত হয়।

ডোবা, জলে (Drowning) (জলে ডোবা দ্রঃ)

ডোম জাতি
তপশীলভুক্ত জাতি। বঙ্গ ও বিহারের ডোমের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নাই। বাংলার ডোম আঁকুড়ি, বাজুনে, দাই প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত; পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি হয় না। আঁকুড়ি ডোমরা বীরবংশী অর্থাৎ কালুবীরের বংশধর বলিয়া আত্মপরিচয় দেয়। বীরভূমের ডোমরা চাষী, গাড়োয়ান ইত্যাদি। বাংলায় ডোমের সংখ্যা ১,৪০,০০০। ইহাদের পুরোহিতকে 'পণ্ডিত' বলে এবং ইহাদের বিশ্বাস তাহারা রমাই পণ্ডিতের বংশধর। ইহারা এককালে শক্তিশালী ও সাহসী জাতি ছিল।

ডোমিনিকান (Dominican)
সাধু ডোমিনিক (St. Dominic) প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাসী সংঘ। এই সঙ্ঘ ফ্রান্সের তুলুস (Toulouse) নগরীতে ১২১৫এ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডোমিনিয়ন স্‌টেটাস (Dominion Status)
১৯২৬এ লনডনে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীবর্গের যে ইম্‌পিরিয়াল কনফারেন্স হয়, তাহাতে ডোমিনিয়ন সমূহের প্রকৃত অবস্থা ও অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। লর্ড বালফুরের ইন্টার-ইম্পিরিয়াল রিলেশন কমিটি ডোঃ স্টেঃ সম্বন্ধে

যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাহা ১৯৩১এ ওয়েস্টমিনিস্টারের স্ট্যাটিউটে লিপিবদ্ধ হয় অর্থাৎ বৃটিশ সরকার ঐ সংজ্ঞা গ্রহণ করেন। তদনুসারে (১) ডোমিনিয়নগুলি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন জাতি অথবা স্বায়ত্বশাসন ক্ষমতাপ্রাপ্ত রাষ্ট্র। প্রত্যেক ডোঃ সমমর্যাদা সম্পন্ন এবং ঘরোয়া বা বৈদেশিক ব্যাপারে কোন ডোঃ অন্য কোন ডোঃর অধীন নহে; কিন্তু ইংল্যানডের অধীশ্বরের প্রতি আনুগত্য দ্বারা ডোঃসমূহ পরস্পরের সহিত সংযুক্ত এবং সকলেই 'বৃটিশ কমনওএলথ অব্ নেশনসে' অংশীদার হিসাবে স্বাধীনভাবে সম্মিলিত। ডোঃগুলি ইংল্যানডের রাজার সাথে রাজপ্রতিনিধি মারফত বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত পৃথক চুক্তি আবদ্ধ হইতে পারে। ডোঃ শাসন বিষয়ে রাজাকে সোজা-সুজিভাবে ডোমিনিয়নের পরামর্শ অনুসারে কাজ করিতে হইবে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সুপারিশ অনুসারে নহে। ডোমিনিয়নের গভর্ণর-জেনারেলের সহিত বৃটিশ মন্ত্রীপরিষদের কোন সম্বন্ধ নাই; গ-জেঃ গ্রেটবৃটেনের রাজার ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক শাসকমাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা বর্তিবে ডোমিনিয়নের আইন সভা ও মন্ত্রিপরিষদের উপর।...গভর্ণর-জেনারেলের উল্লেখ না করিয়া সোজাসুজিভাবে ডোঃ ও বৃটিশ গভর্ণমেন্টের মধ্যে কথাবার্তা চলিবে।...বিদেশী রাজ্যে ডোমিনিয়নগুলি নিজ কন্সাল বা রাজদূত পাঠাইতে পারিবে। রাজা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতীক মাত্র। শাসনতন্ত্র পরিচালনায় অচল অবস্থা উপস্থিত হইলে গ-জেঃ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন।... বৃটিশ পার্লামেন্টের ন্যায় ডোমিনিয়নে দুইটি আইন সভা থাকিবে। এই আইন সভায় ডোঃর শাসনতন্ত্র (Constitution) পরিবর্তন করিবার অধিকার দান করা আছে। আইনসভা আইন প্রনয়ন ও শাসনকার্য নিয়ন্ত্রণ করে। বিলাতের ন্যায় ক্যাবিনেট প্রথা সেখানেও চল হইয়াছে। বৃটিশ সরকার ডোঃর অনুমতি ব্যতীত তাহাকে নিজের যুদ্ধে নামাইতে পারে না। বৃটেনের যুদ্ধে যোগদান করা-না-করা সম্পূর্ণরূপে ডোমিনিয়নের ইচ্ছা। মোটকথা ডোমিনিয়নগুলির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স্বাধীনতা আছে; তবে তাহারা স্বেচ্ছায় বৃটিশ কমনওএলথের সদস্যরূপে আছে।

ডোমিসাইল (Domicile)

এক দেশে অন্য দেশের বা অন্য জাতির (Nationality) লোক আসিয়া বাস করিলে তাহাকে সর্বদা নাগরিকদের সকল পৌর অধিকার দেওয়া হয় না। বিশেষভাবে সরকারী চাকুরী, সরকারী বৃত্তি প্রভৃতি হইতে সে বঞ্চিত হইতে পারে। এই জন্য তাহাকে প্রমাণ করিতে হয় যে, সে এই দেশে বরাবর বাস করিতেছে, দেশে তাহার ঘরবাড়ী নাই, এই দেশ ছাড়া আর কোথাও তাহার আর্থিক স্বার্থ নাই। ডোঃ সার্টিফিকেট পাইলে কতকগুলি অধিকার পাওয়া যায়।

ডোমেস্ ডে (Domesday Book)

ইংল্যানডের নর্মান রাজা ১ম উইলিয়াম রাজ্যের প্রজাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি ফিরিস্তি তৈয়ার করান। প্রত্যেক পল্লীর ধর্মযাজক, মণ্ডল (Reeve) ও ছয়জন প্রজার (Villain) প্রদত্ত তথ্য লইয়া এই তালিকা প্রস্তুত হয়। ইংল্যানডের প্রাচীন রাজধানী উইনচেস্টারের Chapel of Domesday নামক ভজনালয়ে এই ফিরিস্তি রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম ডোমেসডে বুক।

ডোরাডো (Dorado, Xiphias : The Sword fish) নক্ষত্র মণ্ডল। দঃ আকাশে ৬টি দৃশ্যমান তারার পুঞ্জ।

ডোরে (Dore, Louis Christopher Gustave Paul ১৮৩৩—৮৩) ফরাসী শিল্পী ও চিত্রকর। পিতামাতা জার্মান জাতীয়; ১৮৪৮এ প্যারিসে আসেন। দান্তে, মিলটন, সেকসপীয়ার প্রভৃতির রচনা-বস্তু চিত্রিত করিয়া যশস্বী হন।

ড্যান্টন্ (Danton, Georges J. ১৭৫৮—৯৪) ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম নেতা। ইনি প্যারিসে আইনজীবী ছিলেন। ১৭৯২এ ইনি বিচার বিভাগের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। আতঙ্ক-শাসনের (Reign of terror) ইনি একজন পাণ্ডা ছিলেন; কিন্তু ইনি ইহার অবসান করিতে ইচ্ছা করিলে রোবেসপিয়ের ইহাকে সম্রান্তপন্থী আখ্যা দিয়া গিলটিনে বধ করেন। (উচ্চারণ - দাতন)

ড্যাফোডিল (Daffodil)

শক্ত কন্দজাতীয় গাছ; নার্সিসাস বর্গের অন্তর্গত। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র জন্মে; ৩ ইঞ্চি হইতে ২ ফুট উচ্চ হয়; ফুল হলদে।

ড্যামিএন্ (Damien, Father ১৮৪০—৮৯)

বেল্‌জিয়ান্ পাদরী। ১৮৭৩ রোমান ক্যাথলিক চার্চের দ্বারা প্রশান্ত মহাসাগরস্থ মোলোকাই দ্বীপে (হাওই-এর নিকট) তথাকার কুষ্ঠগ্রস্থদের সেবার জন্য প্রেরিত হন। ১৮৪৫এ তিনি স্বয়ং ঐ রোগাক্রান্ত হন এবং তিন বৎসর ভুগিয়া তথায় মারা যান। রবার্ট লুই স্টিভেনসন্ ও বহু লেখক ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন।

ড্যাম্পিএর (Dampier, William ১৬৫২—১৭১৫) ইংরেজ নাবিক। ইনি অস্ট্রেলিয়ার উপকূল নিউগিনী ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু স্থান আবিষ্কার করেন। ভ্রমণ কাহিনী সম্বন্ধে গ্রন্থলেখক।

ড্যালটন্, জন্ (Dalton, John ১৭৬৬—১৮৪৪) বিখ্যাত ইংরেজ বিজ্ঞানী। ইনি একজন কোয়েকার তন্তুবায়ের পুত্র; জন্ স্বয়ং একটি কোয়েকার বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। ১৭৯৩এ ম্যানচেস্টারের নিউ কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পর বৎসর রঙ-কানা সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা প্রকাশিত হয়। ১৮০১এ তিনি গ্যাসের ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাবলী রচনা করেন ও এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে থাকেন। ১৮০৮এ তিনি রাসায়নিক সংযোজনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া পরমাণু সম্বন্ধে তত্ত্ব প্রকাশ করেন। রসায়ন সম্বন্ধে তাঁহার তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ ১৮০৮ ও ১৮২৭এ প্রকাশিত হয়। অক্সফোর্ড ও এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক উপাধি লাভ করেন।

ড্রয়িং রুম (Drawing room)
Withdrawing room সংক্ষেপে D. R. হইয়াছে; অর্থাৎ যেখানে বিশ্রামের জন্য যাওয়া হয়; চিত্রাঙ্কনের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

ড্রাইডেন, জন্ (Dryden, John ১৬৩১—১৭০০) ইংরেজ কবি ও নাট্যকার। ১৬৭০এ রাজকবি হন। ইনি ভার্জিলের ঈনীদ কাব্য লাতিন হইতে ইংরেজি কবিতায় তর্জমা করেন। ইনি কয়েকখানি নাটক রচনা করেন; একখানির নাম Aurengzebe a Tragedy 1676. ইংরেজি ছন্দকে ইনি সমৃদ্ধ করেন।

ড্রাইভার (Driver)
মোটর, ট্যাক্সি, লরী প্রভৃতির চালকদিগকে চালাইবার জন্য লাইসেন্স পাইবার পূর্বে কলিকাতা হইলে তথাকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ, অন্যত্র ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পরীক্ষা দিতে হয়। ড্রাইভারকে লাইসেন্স টিকিট সঙ্গে রাখিতে হয়। রেল ইঞ্জিনের চালকদের ড্রাইভার বলে। ইহারা চুক্তিবদ্ধভাবে অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হইতে আসে।

ড্রাকো (Draco, Dragon) তক্ষক
নক্ষত্র মণ্ডল। উত্তর আকাশে ঋক্ষ (সপ্তর্ষি) ও শিশুমার (Little Bear)এর মধ্যস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত; ৮০টি তারার সমষ্টি। ইহার মধ্যে Etamin ও Rastabin উজ্জ্বল নক্ষত্র।

ড্রিল (Drill)
সৈন্যদের মধ্যে সমবেতভাবে ব্যায়াম কুচকাওয়াজ প্রভৃতিকে ড্রিল বলে। পুলিশদের নিত্য ড্রিল করিতে হয়। স্কুলের ছেলেদের মধ্যে ইহা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এখন মেয়েদের মধ্যেও আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে ইউরোপে সর্বত্র সুইডিস ড্রিল প্রথা চলিতেছে। জাপানে 'জুডো' ড্রিল চলে। স্কাউট, ব্রতীবালক, ব্রতচারী, স্বেচ্ছাসেবক, সেবাদল, খাকসার প্রভৃতি ভলাণ্টিয়ার বাহিনীর মধ্যে ড্রিল হয়।

ড্রেক, ফ্রান্সিস (Drake, Sir Francis ১৫৪০—১৫৯৬) ইংরেজ নাবিক, নৌঅধ্যক্ষ ও জলদস্যু। স্পেনীশ আর্মাডা ধ্বংসের সময় ইনি ইংরেজদের একদল নৌবাহিনী পরিচালনা করেন। স্পেনের ধনরত্ন বোঝাই বহু জাহাজ ইহার দ্বারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

ড্রেজিং (Dredging)
নদীর তলে পলি পড়িতে পড়িতে নদীতল উঁচু হইতে থাকে। সেই পলিমাটি তুলাইয়া কাদা করিয়া দিবার জন্য একপ্রকার জাহাজ আছে। অনেকগুলি বালতি নিরবিচ্ছিন্ন চেনে বাঁধা; সেগুলি যন্ত্রের সাহায্যে উপরে নীচে সাইকেলের চেনের ন্যায় চলিতে থাকে। কলিকাতায় হাওড়া-পুলের কাছে নদীতে দেখা যায়।

ড্রেড্নট্ (Dreadnought)
বৃটিশ নৌবাহিনীর প্রথমশ্রেণীর যুদ্ধের জাহাজকে ১৫৭৩ হইতে ড্রেডনট বলা হয়। বর্তমান যুগে ১৯০৬এ 'ড্রেডনট' নামে রণতরী প্রথম জলে নামানো হয়।··· ইংরেজদের ১৭,৯০০ টনী ড্রেড একসময়ে বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ ছিল। ইহাতে ১২ ইঞ্চির ১০টা কামান ও ৩ ইঞ্চির ২৪টা কামান থাকিত। অনেক ধরণের ড্রেডনট আছে।

ড্রেন (Drain)
বৃষ্টির জল বা বন্যার জল দেশের মধ্য হইতে নিকাশ করিবার জন্য যে নর্দমা বা খাল কাটা হয়, তাহাকে ড্রেন বলে। বৃষ্টিপ্রধান দেশের স্বাস্থ্য ও ঐশ্বর্য নির্ভর করে জলনিকাশের ড্রেনের উপর। খাল খনন, নদীগর্ভের গভীরতা বজায় রাখার দ্বারাই দেশের উদ্বৃত্ত জলরাশি বাহির করা যায়। তাহা না হইলে প্লাবনে দেশ ডুবিয়া যায় ও ক্ষতি হয়। নগরে ও শহরে এই সমস্যা অত্যন্ত তীব্র। মহানগরীসমূহে মাটির নীচ দিয়া ড্রেন যায় এবং দূষিত জল দূরে ফেলিবার জন্য মুন্সিপাল কর্তৃপক্ষকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি বিশেষ বিভাগ বৃষ্টির জল ও ময়লা জল বাহির করিবার জন্য নিযুক্ত আছে।

ড্রেফউস্, (Dreyfus, Lt. Col. Alfred ১৮৫৯— ১৯৩৫) ফরাসী অফিসার। ১৮৯৪এ সরকারী গোপন সংবাদ বিদেশী গভর্নমেণ্টের নিকট প্রকাশ করার অপরাধে গুপ্ত মিলিটারী বিচার সভায় তাঁহার চিরজীবনের জন্য দ্বীপান্তর শাস্তি

হয়। এই লইয়া সেযুগে ফরাসী রাজনীতিক্ষেত্রে ভীষণ দলাদলির সৃষ্টি হয়। ১৮৯৯এ পুনর্বিচারে তাঁহার শাস্তি কমাইয়া দশ বৎসর হয়। ১৯০৬এ তিনি পুনরায় সৈনিক বিভাগে চাকুরী পান।

ড্র্যাগন (Dragon)

লোকসাহিত্যে সর্বদেশে বিকটাকার দৈত্য বা প্রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়; ইউরোপে ও চীনের চিত্রকলায় বহুপ্রকার ড্রাগন দেখিতে পাওয়া যায়। চীনের জাতীয় চিহ্ন হইতেছে ড্রাগন।

ড্র্যাগন মাছি (Dragon fly)

একজাতীয় মক্ষিকা (Odonate); ইহাদের প্রায় ২০০০ জাত আছে; মাছিগুলি দেখিতে সুন্দর। মাথা বড়; চোখ মাথা থেকে যেন বাহিরে ভাসিয়া আছে; ঠোঁট ঝোলা, বড়, শক্ত। দুই জোড়া করিয়া পাখা এক এক দিকে থাকে। ইহাদের কতকগুলি জাত উজ্জ্বল বর্ণশোভিত।

ড্র্যাগন (Dragon fish : Pegasus) মাছ

ছোট জাতের মাছ; ভারত মহাসাগর, চীন ও অস্ট্রেলিয়ার সাগরে ইহাদের দেখা যায়।

ড্র্যাগন গাছ (Dragon Tree : Dracaena draco)

কুমুদ জাতের গাছ। কানারী দ্বীপের আদিম উদ্ভিদ; তবে আফ্রিকার বহু স্থানে ইহা জন্মে। গাছের মাথায় বর্শাফলকের পাতার মত পাতা ঝোপড়া বাঁধিয়া হয়, দূর হইতে তালগাছের মত দেখিতে। ফুল ছোট, সবুজে-শাদা, ঘণ্টাকৃতি। বুড়ো গাছে শাখা হয়।

ঢ

ঢপ

এক প্রকার কীর্তন বা পাঁচালীর গান। ঢপে মেয়ে কীর্তনিয়াও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক গান করে; পুরুষে বাদ্যাদি বাজায়।

ঢাক

কাঠের বৃহৎ গোল পিপার মত বাদ্যবিশেষ; উভয় পার্শ্বে চামড়া। বায়েন বা মুচিরা বাজায়। সাধারণত ধর্ম-ঠাকুরের পূজার সময় বহু ঢাকী আসে—ইহারা অনেকে চাকরান ভোগ করিত।

ঢাল (Shield)

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে শত্রুর তরবারি বা বর্শার আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য চর্ম নির্মিত অস্ত্র; অপর নাম চর্ম। বেতের বোনা ঢাল হইত। পরে ধাতু নির্মিত হয়। তীর বর্শার সময় ইহার আবরণে সৈন্যরা অগ্রসর হইত। ইউরোপে ঢালের উপর বীরদের পারিবারিক চিহ্ন অঙ্কিত বা খোদাই করা থাকিত।

ঢেঁকি

কাঠের নির্মিত ৪ হাত লম্বা যন্ত্র বিশেষ। মাঝখানে ২টি 'পায়া'র উপর স্থাপিত থাকে; মাথার দিকে 'মুষলী'; মুষলীতে 'শামা' বা লোহার বালা আঁটা। পিছন হইতে একজন পা দিয়া ভর দিয়া উঁচু করে, আর একজন মুষলীর তলায় 'গর্তে' ধান্যাদি কুটিবার জন্য দেয়। বাংলার গ্রামে গ্রামে ঢেঁকিতে ধানভানা হইত; দরিদ্র হিন্দু বিধবা ও মুসলমান মেয়েদের উপজীবিকা ছিল। বর্তমানে সমস্ত ধান ধানকলে বিক্রয় হয়—ঢেঁকি গ্রামে প্রায় উঠিয়া যাইতেছে।

ঢেঁকুর ওঠা (দ্রঃ উদ্গার)

ঢেঁড়শ (Lady's fingure) বা ভিণ্ডি

২।৩ হাত উঁচু গাছ; বড় সাদাটে ফুল। ফুল ৪।৬ ইঞ্চি হয়। বর্ষার পূর্বে বীজ পোঁতা হয়। ফল সিদ্ধ বা রান্না করিয়া খাওয়া হয়। ভিতর লালাযুক্ত। ফুল কাটিয়া দিলে গাছের ছালে আঁশ হয়; ঐ আঁশ হইতে খুব ভাল সুতা হয়।

ঢেমনা বা দাঁড়াস সাপ

৪।৫ হাত দীর্ঘ সাপ; দেহের উর্ধ্বভাগ ইটবর্ণ, নিম্নভাগ আপীত; পশ্চাত দিকে অংগুরী-চিহ্ন। ইন্দুর প্রধান ভোজ্য; নির্বিষ; লোক-বিশ্বাস গোরুর পা জড়াইয়া দুধ খায়। শোনা যায় সে-গাভীর দুধ 'কালা' বা নষ্ট হইয়া যায়। (যোগেশ)

ঢোঁড়া সাপ

নির্বিষ, ভীরুস্বভাব সাপ, দেহ মোটা, গোল, ২॥০—৩ হাত দীর্ঘ। জলে কাদায় থাকে, মাছ খায়। (যোগেশ)

ঢোল

(১) কাঠের গোল পিপার মত বাদ্যযন্ত্র; উভয় পার্শ্বে চামড়া থাকে। বিবাহ, পূজা পার্বনে ঢোল কাঁসি বাজে। বাজুনে-ডোমরা বাজায়। (২) ঢোলের দ্বারা ঢ্যাঁটরা পিটাইয়া সকলকে কোনো বিষয় পরিজ্ঞাত করা হয়। নূতন জমিদার ঢোল দিয়া নিজ অধিকার জ্ঞাপন করেন।

ঢোল শাক (Lech macrophylla)

বন্য শাক; বর্ষাকালে দেখা যায়; ফুল গোয়ালীলতার ফুলের মতো। পাতা বড়। (যোগেশ)



তক্ষ

শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র, ভরতের পুত্র। ইনি তক্ষশিলা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ও তথাকার রাজা।

তক্ষক

(১) কশ্যপ ও কদ্রুর নাগপুত্র; খাণ্ডবারণ্যে বাস ছিল। খাণ্ডবদাহ কালে তার স্ত্রীপুত্র অর্জুনের হস্তে নিহত হয়। পরীক্ষিৎ রাজাকে তক্ষক দংশন করে। জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বাসুকির চেষ্টায় কোনোরূপে জীবন রক্ষা পায়। (২) একপ্রকার সর্প।

তখ্‌ত তায়ুস্‌

শাহজাহানের ময়ূর-সিংহাসনের নাম। নাদির শাহ দিল্লী লুণ্ঠনের সময়ে ইহা লইয়া যান। তাহার পর উহা কোথায় যে যায় কেহ জানে না।

তড়কা ব্যাধি

এই অসুখে শিশুরা হাতপায় খিঁচুনি দিয়া অজ্ঞান হইয়া যায় শ্বাসক্রিয়া বা হজমের গণ্ডগোলে ইহার সাধারণ উৎপত্তি হয়। আশু চিকিৎসা না করিলে মারাত্মক হইতে পারে। শিশুকে গলা পর্যন্ত গরম জলে ডুবাইয়া মাথায় ঠাণ্ডা জলের তোয়ালে দিলে জ্ঞান ফিরিয়া আসে ইহার পর 'ক্যাস্টর অইল' খাইতে দিয়া পেট পরিষ্কার করা দরকার। দাঁত উঠিবার সময়, হাম বা বসন্ত ফুটিয়া বাহির না হওয়ায় তড়কা হইতে দেখা যায়।

তড়িৎ (Electricity)

ঘর্ষণের দ্বারা যে বিদ্যুৎ শক্তি সৃষ্ট হয় এই তথ্য মানুষ বহু প্রাচীন কালে আবিষ্কার করে। Electricity কথাটি গ্রীক Elektron অর্থাৎ অম্বর (Amber) হইতে আসিয়াছে। কারণ অম্বরের ঘর্ষণেই তড়িৎশক্তি অধিক উৎপন্ন হত। ৬০০ খৃঃ পূঃ গ্রীক দার্শনিক থেলিস জানিতেন যে অম্বরকে রেশমী কাপড় দিয়া ঘষিলে তাহার মধ্যে এমন একটা শক্তি সৃষ্টি হয়, যাহাদের প্রভাবে উহা হালকা বস্তুকণাকে আকর্ষণ করিতে পারে। ১৬ শতকে ডাঃ গিলবার্ট প্রমাণ করিলেন যে Amber ছাড়া আরও অন্য পদার্থে যেমন হীরা, গন্ধক, Saphire, গালা ইত্যাদির মধ্যেও বৈদ্যুতশক্তি সৃষ্টি করা যায়। ঘষণে যে সকল জিনিষে বৈদ্যুতশক্তির আবিভাব হয় তাহাদিগকে গিলবার্ট ইলেকট্রিক্স নাম দেন। ডুফে সব প্রথম দুই প্রকার বিদ্যুতের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। Benjamin Franklin এই দুই শ্রেণীর বিদ্যুতকে পজিটিভ ও নেগেটিভ আখ্যা দেন। যে পদার্থ দিয়া ঘষা হয় এবং যে পদার্থকে ঘষা হয় তাহাদের উভয়ের মধ্যেই সম পরিমাণ কিন্তু বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতশক্তির সৃষ্ট হয়। যেমন সিল্ক দিয়া কাঁচের টুকরা ঘষিলে কাঁচের ভিতর যে পরিমাণ পজিটিভ বিদ্যুত সৃষ্ট হইবে ঠিক সেই পরিমাণ নেগেটিভ বিদ্যুৎ সৃষ্ট হইবে সিল্কের মধ্যে। সমধর্মী বিদ্যুৎ আশ্রিত দুইটি পদার্থ পরস্পরকে বিকর্ষণ ও বিপরীত-ধর্মী বিদ্যুতাশ্রিত পদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। গালভানি (১৭৩৭-৯৮) মরা ব্যাঙএর পরীক্ষা হইতে সর্বপ্রথম চলবিদ্যুতের সন্ধান পান। এই বিদ্যুৎ শুধু প্রাণী জগতে পাওয়া সম্ভব, গালভানির ইহার ধারণা ছিল। কিন্তু ভোলটা (১৭৪০-১৮২৭) প্রমাণ করিলেন, দুইটি বিভিন্ন ধাতু পরস্পরের সংস্পর্শে আসিলে তাহাদের একটির মধ্যে পজিটিভ ও অপরটিতে নেগেটিভ বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়। ভোল্টা বৈদ্যুতশক্তির নূতন উপাদান আবিষ্কার করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে আসিড মিশ্রিত জলে দুই ভিন্ন প্রকারের ধাতু নির্মিত চাদর বা প্লেট আংশিক-ভাবে ডুবাইয়া তাহাদের বাহিরের অংশ তার দিয়া যোগ করিলে

একপ্রকার বৈদ্যুত-প্রবাহ সৃষ্ট হয়, ইহাই হইল চল-বিদ্যুত। ইতিমধ্যে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন (১৭০৬-৯০) দেখাইলেন যে আকাশ বিদ্যুৎ ও এই কৃত্রিম-বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

ভোল্টার আবিষ্কার বিদ্যুৎ আলোচনায় যুগান্তর আনিল ও ডেভি (Davy ১৭৭৮-১৮২৯) তড়িৎ-বিশ্লেষণ (electrolysis) দ্বারা ক্ষারীয় ও পার্থিব পদার্থসমূহকে বিশ্লেষণ করিলেন। ফ্যারাডে (Faraday ১৭৯১-১৮৬৭), ওহম (Ohm ১৭৮৭-১৮৫৯) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ তড়িৎ-বিশ্লেষণ, বৈদ্যুত-চুম্বক-বিজ্ঞান (electro-magnetism) ও বিদ্যুতের রোধশক্তি (E. resistence) সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করেন। আধুনিক যুগে অধ্যাপক হার্ৎস (Hertz, ১৮৫৭-৯৪), জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৯-১৯৩৭), কেলভিন (Kelvin ১৮২৪-১৯০৭) প্রভৃতি বিজ্ঞানীগণ বিদ্যুৎ ও বিশেষভাবে বৈদ্যুত তরঙ্গ ও Electron সম্বন্ধে বহু তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে বিদ্যুৎ বীক্ষণাগারের পরীক্ষার ব্যাপার ছিল, এখন উহা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

তড়িৎ-চুম্বক (Electro-magnet)

মার্কিন বৈজ্ঞানিক জোসেফ হেনরীকে (J. Henry ১৭৯৭—১৮৭৮) তড়িত-বিজ্ঞানের আবিষ্কর্তা বলা হয়। তিনি পরীক্ষা করেন যে একটা লোহার শিকের গায়ে খানিকটা রেশমাবৃত তার জড়াইয়া ও ঐ তারের দুই প্রান্ত তড়িত ব্যাটারির (E. battery) দুই প্রান্তে যোগ করিলে লৌহশলাকায় চুম্বক শক্তি সৃষ্ট হয়; অর্থাৎ ঐ লৌহ শলাকার উপরে লৌহ টুকরা রাখিলে তাহা চুম্বকে পরিণত শলাকার আকর্ষণে তাহার গায়ে আটকাইয়া থাকিবে; কিন্তু ব্যাটারি হইতে তার খুলিয়া দিলে তাহার প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে ও তার-জড়ানো শলাকার চুম্বকধর্ম সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পাইবে এবং ঐ লোহার টুকরাটি পড়িয়া যাইবে। কারখানায় ও জাহাজে বড় বড় লৌহ স্থানান্তরিত করিবার সময় তড়িত-চুম্বক ব্যবহার হয়। বিদ্যুত-প্রবাহ (E. current) যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ লৌহটিকে আকর্ষণ করিয়া রাখে, প্রবাহ বন্ধ করিলে লৌহ পড়িয়া যায়।

তড়িৎ-বিশ্লেষণ (Electrolysis)

তড়িত-প্রবাহের দ্বারা যৌগিক পদার্থকে বিশ্লিষ্ট (de-compose) করার নাম তঃ বিঃ। জলের মধ্যে তড়িত-প্রবাহ দিলে জল বিশ্লিষ্ট হইয়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। বক্সাইট্ নামে ধাতুকে তঃ বিশ্লেষণ করিলে অ্যালুমিনিয়ম পাওয়া যায়। যে তরল পদার্থের মধ্যে প্রবাহ যায় তাহাকে electrolyte বলে। কপার-সালফেট দ্রবণ (copper-sulphate solution) বা তুঁতের জলের সঙ্গে সামান্য সালফুরিক অ্যাসিড মিশাইয়া বৈদ্যুত-প্রবাহ পাঠাইলে ঋণাত্মক বা নেগেটিভ পোল বা মেরু বা ক্যাথোড (Kathode) তামা জমিতে থাকে এবং ধনাত্মক বা পজিটিভ পোল বা মেরু বা অ্যানোডে (Anode) সালফায়ন মুক্ত হইয়া জলের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সালফুরিক অ্যাসিড ও অক্সিজেন গ্যাস সৃষ্টি করে। যদি অ্যানোডের সঙ্গে অক্সিজেন গ্যাসের কোনো রাসায়নিক যোগ না ঘটে তাহা হইলে অ্যানোড হইতে ক্রমাগত অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে।

তড়িৎ শক্তি (Electric Power)

শক্তি দুই ভাবে সৃষ্টিত হয় (১) বাষ্প বা পেট্রোলিয়াম চালিত ইন্‌জিনের সাহায্যে ডাইনামো (দ্রঃ) চালাইয়া বিদ্যুত-প্রবাহ উৎপন্ন করা যায়; (২) জলশক্তি চালিত ডাইনামো হইতে উহা পাওয়া যায়। বড় বড় জলপ্রপাতের বা কোন নদীর স্রোতে বাঁধ বাঁধিয়া জলরাশিকে টারবাইনের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া বৈদ্যুতশক্তি (Hydro-electric) বানানোয় বেশি; তথাকার মোট ১৯,৭১৮, মিলিয়ন কিলোওয়াট বৈদ্যুতশক্তির মধ্যে ১৯,০০০, মিঃ হাইড্রো-ইলেকট্রিক হোত। জাপানে ১৮,১৬০ মিঃএর মধ্যে ১৭,৭১১ মিঃ জলশক্তি উৎপন্ন।—পৃথিবীর মধ্যে মার্কিন দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক বৈদ্যুত-শক্তি উৎপন্ন হয়, ৮৮,০০০ মিলিয়ন কিলো-ওয়াট। বাষ্প বা তৈলচালিত ইন্‌জিন সাহায্যে যে বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্ট হয় তাহার জন্য বিরাট কারখানা করিতে হয়। ইহার দ্বারা ট্রাম চালাইবার শক্তি, কলকব্জা চালনা প্রভৃতি চলে: আলো, শীতের দেশে ঘর গরম, গ্রীষ্মের দেশে পাখা চালানো বা ঘর ঠাণ্ডা করা প্রভৃতি অসংখ্য কাজ হইতেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতারবার্তা, সিনেমা সমস্তই এই শক্তিবলে চলিতেছে।—বোম্বাই, মহীশূর, শিলং, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে জলশক্তি বলে তড়িৎ সৃষ্ট হয়। কলিকাতায় কয়লার ইন্‌জিন সাহায্যে ডাইনামো চলে।

তড়িৎ সেল (Electric Cell)

রাসায়নিক উপায়ে অল্প পরিমাণ তাড়িত শক্তি সৃষ্টি করিবার কোষকে ইলেকট্রিক সেল বলে। ভোলটা (Volta) শতাধিক বৎসর পূর্বে ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন। আদিমতম উপায় হইতেছে একটি কাচের পাত্রে ৮ ভাগ জলে ১ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড্ মিশাইয়া তাহাতে তামা ও দস্তার দুইখানি ফলক পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না করিয়া আংশিকভাবে ডুবাইয়া রাখিলে একটি ফলকে পজিটিভ ও অপরটিতে নেগেটিভ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। ফলক দুইটির যে-অংশ অ্যাসিডের বাহিরে আছে একটি তার দিয়া তাহাদের যোগ করিয়া দিলে ঐ তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। দস্তা ও তামা লইয়া যে কোষ তৈয়ারী করা হয়, তাহাতে বিদ্যুত তারের ভিতর দিয়া তামার ফলক হইতে দস্তার ফলকে যায় এবং অ্যাসিডের ভিতর দিয়া দস্তার ফলক হইতে তামার ফলকে প্রবাহিত হয়। এই জন্য অ্যাসিডের বাহিরে তামা ও দস্তার অংশকে যথাক্রমে পজিটিভ ও

নেগেটিভ পোল বলে। এ ছাড়া বহু প্রকারের সেল বা কোষ নির্মিত হইয়াছে, যথা ড্যানিয়েলের কোষ, বুনসেন কোষ, বাইক্রোমাইট কোষ, ল্যাকল্যান্সের কোষ, ড্রাই সেল ইত্যাদি দ্রঃ সেল (জগদানন্দ রায়, চল-বিদ্যুৎ)

তত্ত্ব

সংবাদ। মধ্যযুগ হইতে দেখা যায় মেয়ের বাপের বাড়ী হইতে বিশেষ পর্বোপলক্ষ্যে (জামাই ষষ্ঠী, দুর্গা পূজা, পৌষ সংক্রান্তি প্রভৃতি) মিষ্টান্ন ও কাপড় চোপড় জামাতার বাড়িতে পাঠানো হয়। সন্দেশ বা সংবাদ আনিতে যে যাইত সে মিষ্টান্ন লইয়া যাইত ; ক্রমে মিষ্টান্নের নাম হইল 'সন্দেশ'।

তত্ত্ববিদ্যা (Ontology) থিওজফি দ্রষ্টব্য।

'তত্ত্ববোধিনী সভা'

১৮৩৯এ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ যুবকবৃন্দ কলিকাতায় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনার জন্য এই সভা স্থাপন করেন। ১৮৪২এ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আর্থিক সাহায্যের ভার গ্রহণ করেন ও ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্যক্তিদিগকে 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র ভার লইতে বলেন। ১৮৪৩ হইতে সভার মুখপত্ররূপে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার প্রথম সম্পাদক। পরযুগে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন।

তত্ত্বীয়, ঔপপত্তিক (Theoretical)

জ্যামিতির দুইটি শাখা—তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক। যে অংশে কোনও রেখা বা ক্ষেত্র বিশেষের ধর্ম বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়, এবং প্রমাণিত তথ্য হইতে নূতন তত্ত্ব অবধারিত হয়, তাহাকে তত্ত্বীয় জ্যামিতি বলে। (ব্যবহারিক দ্রঃ)

তথাগত বুদ্ধ

তথা = সত্য = নির্বাণ ; নির্বাণকে যিনি 'গত' হইয়াছেন অর্থাৎ নির্বাণকে যিনি পাইয়াছেন তিনি 'তথাগত'। অথবা তথা অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের ধর্মকে যিনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর পঞ্চশিষ্যকে উপদেশ দিবার সময় বুদ্ধদেব এই শব্দ প্রয়োগ করেন।

তনুকরণ (Rarification)

তরল বস্তুর ঘনত্ব হ্রাস করা। পৃথিবীর উপরস্থ বায়ু উর্ধ্বদিকে ক্রমশ হাল্কা। তনুকৃত বায়ুমণ্ডলে শ্বাসসহায়ক যন্ত্র ব্যতিরেকে শ্বাসগ্রহণ করা কঠিন।

তন্ত্র-শাস্ত্র ও সাধনা

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণাদির নির্দিষ্ট ক্রিয়াকাণ্ড অতি প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। পরে ক্রমশঃ শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্রের অনুশাসিত সন্ধ্যাদি প্রচলিত হইয়াছে। অধুনা ধর্মসূত্র এবং মন্বাদিসংহিতার প্রভাবে হিন্দু সমাজে বৈদিক অনুশাসনের শেষ চিহ্ন, অবশ্য দাক্ষিণাত্যে এখনও যথাশ্রুত অগ্নিহোত্রাদির অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণের অভাব হয় নাই। অপর প্রদেশগুলি বৈদিক আচারকে প্রায় বিসর্জন দিতে বসিয়াছে ; এমন কি দশকর্মও এখন আর যথারীতি অনুষ্ঠিত হয় না।

বর্তমানে বঙ্গদেশ, কাশ্মীর, আসাম, উৎকল, মহারাষ্ট্র এবং দাক্ষিণাত্যের বহু জায়গায় তান্ত্রিক আচারেরই প্রাধান্য। প্রাচীনপন্থী অনুষ্ঠাতৃগণের অভিমত এই যে তন্ত্রশাস্ত্র বেদের ন্যায় অপৌরুষেয়—কলির প্রভাবে হৃতসর্বস্ব আমাদের সহজ সাধনার জন্য প্রতিকল্পে ইহার অনুবর্তন চলিতেছে। বাস্তবিক নিত্যবস্তুটি সদাশিবের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া গিরিজার শ্রবণকুহরে স্থিতিলাভ করিয়াছে। এই জন্যই তাহার অপর নাম 'আগম শাস্ত্র'। শিববক্ত্র হইতে 'আ'গত, গিরিজার কর্ণে "গ"ত এবং বসুদেবের "ম"ত। শক্তি, শিব, বিষ্ণু, সূর্য ও গণপতিরূপে জগৎকর্তাকে ধ্যান করিবার উপদেশ সেই সেই আগমে পরিস্ফুট। "পঞ্চদেবতা-তত্ত্ব" আগম শাস্ত্রেই বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। কতকগুলি আগম শক্তিসাধনার তত্ত্বে ভরপুর আবার কতকগুলি আগম বৈষ্ণব, কতকগুলি শৈব। এইরূপ পাঁচটি শাখাই বিদ্যমান। কিন্তু বর্তমানে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব আগমেরই প্রচলন সমধিক। আগমগুলি শ্রেণী এবং উপদেশভেদে ডামর, নিগম, যামল ও তন্ত্র নামে পরিচিত। অবশ্য খুব ব্যাপক অর্থেও তন্ত্র শব্দটি গৃহীত হইয়া থাকে।

আধুনিক একদল ঐতিহাসিক পণ্ডিত বলেন যে, বৌদ্ধযুগের তিব্বতীয় সাধনা হইতে তন্ত্রের উদ্ভব। তান্ত্রিক সাধনা বৌদ্ধ সাকার উপাসনার অঙ্গীভূত। কিন্তু অনুমানে নির্দোষ হেতু নির্দেশ করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং ঐতিহাসিক সমালোচনা না করাই ভাল। তবে এই কথা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, আজকাল সাকার উপাসনা তন্ত্রের উপরই বিশেষ নির্ভরশীল। এখনও হিন্দু সন্ন্যাসী ও সাধকের অধিকাংশই তন্ত্রমার্গাবলম্বী। তন্ত্রে চাতুর্বর্ণের সমান অধিকার ; অবশ্য কোন কোন পূজা-পদ্ধতি এবং কতকগুলি বিশেষ বীজমন্ত্রে শূদ্রকে অধিকার দেওয়া হয় না। তান্ত্রিক সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে প্রথমেই দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন। গুরুর নিকট হইতে শক্তি, শিব, বা বিষ্ণুবিষয়ক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধনায় অগ্রসর হইতে হয়। তন্মধ্যেও কুলপ্রথা বা গুরুর ইচ্ছাঅনুসারে ইষ্টদেবতার ভেদ হয়। কালী, তারা, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রমুখ দেবী শক্তিতত্ত্বে উপাস্যা। সেইরূপ শিবতত্ত্বে ও বিষ্ণুতত্ত্বে ভেদাভেদ আছে। তান্ত্রিক সাধনা নানাবিধ আকারে বিভক্ত। যেমন—বীরাচার, পশ্বাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার ইত্যাদি। বর্তমানে

বীরাচার ও পশ্বাচারের সাধনাই বেশী, সন্ন্যাসীগণ প্রায়ই দক্ষিণাচারী। এইসব বিষয় ভালরূপে জানিতে হইলে 'প্রাণতোষিণী' নামক সংগ্রহ গ্রন্থখানি এবং সর্বজনস্বীকৃত কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসার' গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য। হিন্দুতন্ত্র ছাড়া কতকগুলি বৌদ্ধতন্ত্রের প্রচলনও বৌদ্ধ-সমাজে ছিল। বিচারপতি মনস্বী জন উড্রপ এবং অটলানন্দ সরস্বতী মহাশয় বহু তন্ত্র গ্রন্থের উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। বরেন্দ্র রিসার্চ সমিতি হইতেও কিছু বাহির হইয়াছিল। সাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয়ের 'তন্ত্রতত্ত্ব' গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত এবং খুবই উপাদেয়। বঙ্গদেশে, শ্রীহট্টে ও কামরূপে বহু শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধকবংশ বর্তমান। তাঁহারা কুলপ্রথা অনুসারে এখনও তান্ত্রিক দীক্ষা দিয়া থাকেন। বীরাচারের সাধনায় মদ্যমাংসাদি ব্যবহারের প্রকৃত তথ্য বিস্মৃত হইয়া আজকাল তান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ স্থলেই শুধু বিভৎসের অনুষ্ঠান চলে, ইহা অত্যন্ত দূষণীয়। কেহই অনাচারের সমর্থন করেন না। বঙ্গীয় তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মানন্দ গিরি, পূর্ণানন্দ গিরি, রামকৃষ্ণ পরমহংস, রামপ্রসাদ, অদ্বৈতাচার্য্য প্রমুখ পুরুষদের নাম অনেকেই জানেন। গুরু ব্যতীত তান্ত্রিক সাধনা হয় না। তন্ত্রগ্রন্থে পারিভাষিক শব্দ এত বেশী যে গুরুর মুখে না শুনিলে প্রায়ই বুঝাই যায় না এইজন্য বোধহয় তন্ত্রশাস্ত্রকে সর্বসাধারণের গোচরীভূত না করিবার জন্য এতসব উপদেশ। ভারতবর্ষে যেসব প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তন্মধ্যে প্রথমেই সাধক ভাস্কর রায়ের নাম করিতে হয়।

তন্ত্রিপাল

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে সহদেব বিরাট রাজগৃহে তন্ত্রিপাল নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (দ্রঃ সহদেব)

তন্দুর

পাউরুটি, কেক, প্রভৃতি তৈয়ারী করার বিশেষ এক প্রকার উনুন। এই উনুনের দুইটি অংশ; নিচের অংশে কয়লা দিয়া আগুন করা হয়; ইহার উপর টালি দিয়া একটা ছাদ থাকে; তার উপরে গম্বুজের মতন খিলান। নিচে আগুন করিয়া উপরের এই গম্বুজ ঘরটি উত্তপ্ত করা হয়। এই ঘরের মধ্যে পাউরুটি, কেক প্রভৃতি ফর্মা সমেত সাজাইয়া দিয়া ঘর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। যথা সময়ে সেগুলি সুসিদ্ধ হইয়া খাদ্যোপযোগী হয়।

তপতী

(১) পৌরাণিক নারী। সূর্যের কন্যা ছায়ার গর্ভজাত। রাজা সম্বরণের সহিত বিবাহ হয়; ইঁহার গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়।
(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি নাটক। ইহা 'রাজা ও রানী' নামে কাব্য-নাট্যের ঘটনা অদলবদল করিয়া গদ্যে রচিত।

তপশীল, তফসীলভুক্ত জাতি (Scheduled Castes)

১৯৩৫এর ভারত শাসন আইনানুসারে বাংলাদেশের ভোটারগণকে মুসলমান ও 'সাধারণ' এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সাধারণের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতিরা পড়ে। হিন্দুদের মধ্যে পুনরায় দুইটি ভাগ করা হইয়াছে। বর্ণ হিন্দু বা উচ্চ বর্ণ এবং তথাকথিত অন্ত্যজ ও আদিম জাতিরা। বাংলাদেশের ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০ জন সদস্যর মধ্যে ১১৭ জন মুসলমান; ৮০ জন হিন্দু। এই ৮০ জনের মধ্যে ৫০ জন উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং ৩০ জন তপশীলভুক্ত হিন্দু প্রতিনিধি। (দ্রঃ শিডিউলড কাস্ট)

তপসী মাছ (Mangoe fish)

কণ্টকপত্রী সমুদ্র বা লোনা জলের মৎস্য। গঙ্গার জোয়ারে আসে; কই মাছের মতন। স্বল্প সোনালী রঙ। ১০।১২ আঙুল দীর্ঘ। দেহ চেপ্টা। (যোগেশ; Watt 590)

তবলা, ডাইনিয়া (বাদ্য)

কাঠের (নিম কাঠের হইলে ভাল হয়) বাদ্য। একদিকে মুখ, (উপরটা) চামড়া দিয়া ছায়ানো; সরু চামড়ার ফিতা দিয়া চারিধার বাঁধা। ইহার আনুসঙ্গিক বাদ্যকে 'ডুগি' বা 'বায়া' বলে।

তমসুক

অধমর্ণ উত্তমর্ণর নিকট হইতে টাকা ধার করিবার সময় যে দলিল লিখিয়া রেজিস্টারী করিয়া দেয় তাহা তমসুক বা খত প্রভৃতি নামে পরিচিত। 'খত' উপযুক্ত স্ট্যাম্প দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। অরেজিস্টারি অবস্থায় তিন বৎসর চলে। 'হ্যান্ড্-নোট' চারি পয়সা স্ট্যাম্প দিয়া সাধিত হয়।

তমাদি, তামাদি

হ্যান্ডনোট বা তমসুকের দ্বারা টাকা ধার করিলে তিন বৎসরের মধ্যে পুনরায় নূতন তমসুক বা হ্যান্ডনোট করাইতে হয়। তিন বৎসর কোনো টাকা যদি উশুল না হয় এবং তমসুকাদি না ফেরানো হয়, তবে উত্তমর্ণ অধমর্ণর নিকট হইতে আর টাকা পায় না। জমিদারের খাজনা ৩ বৎসর পর্যন্ত পাইতে পারেন; কিন্তু তৎপূর্বের পাওনা তামাদি হয়। এ ছাড়া বহু ব্যাপারে barred by limitation হয় অর্থাৎ সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে টাকা নষ্ট হয়।

তমাল

গাব গাছের তুল্য কৃষ্ণবর্ণ কাণ্ড, শ্যামল গাছ। এই গাছ সহজে মরে না। গাব গাছ মাঝারি আকার; পাতা দুই সারি,

রোঁয়াহীন উজ্জ্বল, প্রায় আয়ত। তমালের ছাল কালো, ফাটিয়া যায়। পাতা অণ্ডাকার; কোমল, দুই পিঠই রোমশ; পাকা পাতা কেবল নীচের দিকে রোমশ। তমালের পাতা ঝরে। গাছ কাটার পরও গোড়া হইতে নূতন গাছ জন্মায়। পাকা কাঠের ভিতরটা গভীর কালো। মধ্য ভারত হইতে বোম্বাই পর্যন্ত তমাল বা গাব গাছ পাওয়া যায়। ফল মানুষে খায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে এই গাছের বর্ণ শ্রীকৃষ্ণর বর্ণের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যোগেশচন্দ্র রায় তাঁহার অভিধানে বহু বিস্তারে তমাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পৃঃ ৪০৭—৮।

তরঙ্গ (Wave)

(১) জলের সহিত বায়ুর ঘর্ষণে অথবা কোনো পদার্থের আঘাতে জলে আন্দোলন হইলে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। তরঙ্গ থাকিলেও জল একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় না। উহা যেখানে ওঠে সেখানেই পড়ে, চোখে দেখায় যে উহা চলিতেছে। তরঙ্গের উচ্চ অংশকে তরঙ্গশীর্ষ (crest of the wave) বলে। তরঙ্গের এক শীর্ষ হইতে অপর শীর্ষ পর্যন্ত স্থানকে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (wave-length) বলে। তরঙ্গের গভীর অংশকে তরঙ্গপদ (hollow of the wave) বলে। ঝড়ের সময় সমুদ্রে তরঙ্গশীর্ষ ৫০ ফিঃ উচ্চ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ৬০০ ফিঃ পর্যন্ত হয়।

(২) তরঙ্গ কথাটি কেবল যে জলের ঢেউএর অর্থে প্রযুক্ত হয় তাহা নহে। শব্দবিজ্ঞান (sound), আলোকবিজ্ঞান, বেতারবার্তা, (wireless), বিদ্যুৎশক্তি (electricity) প্রভৃতিতে তরঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হয়। সঙ্গীত বিদ্যায় বহু বাদ্যযন্ত্রকে 'তরঙ্গ' বলা হয়, যেমন জলতরঙ্গ, নলতরঙ্গ, তবলাতরঙ্গ প্রভৃতি।

তরঙ্গবাদ (Wave Theory of light)

জলে ঢিল ফেলিলে যেমন আলোড়নের কেন্দ্র হইতে ঢেউ উঠিয়া চারিদিকে বৃত্তাকারে ছড়াইয়া পড়ে তেমনি কোন দীপ্তিমান পদার্থ হইতে আলোর ঢেউ সৃষ্টি হইয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। ১৬৭৮ খৃঃ Huygnes এই মতবাদ প্রচার করেন যে আলো ইথর (Ether) নামক অতি সূক্ষ্ম পদার্থের ভিতর দিয়া পরিচালিত এক প্রকার তরঙ্গের সমষ্টি। এই ইথর সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, নিরবচ্ছিন্ন ও ওজনহীন এক প্রকার পদার্থ। ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনুমান করিতে হইয়াছে এই কারণে যে সূর্য ও নক্ষত্রমণ্ডলী হইতে আকাশ পার হইয়া যে-আলোক আমাদের পৃথিবীতে আসে তাহার বাহন স্বরূপ কোন জড়পদার্থ আকাশে নাই। একেবারে কোন অবলম্বন ছাড়া তরঙ্গ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চলিতে পারে না। এই কল্পিত ইথরই আলোক তরঙ্গের একমাত্র বাহন। এই ইথরাশ্রিত তরঙ্গের বেগ এক সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। আলোক চতুর্দ্দিকে তরঙ্গাকারে পরিব্যাপ্ত হয় এই মতবাদ হইতে, আলো এক সরল রেখায় চলে, বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত এই তথ্যের মীমাংসা করা প্রথমত খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই অসুবিধা দূর করিতে Huygens অনুমান করেন যে আলোর ঢেউগুলি অতি ক্ষুদ্র, আর ইহাদের আঘাতে ইথরে কোথাও কোন আন্দোলন হইলে সেই আন্দোলনের কেন্দ্র হইতে নূতন তরঙ্গ সৃষ্টি হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। আন্দোলিত হইলেই ইথরের প্রত্যেকটি বিন্দুই এক একটি স্বাধীন জ্যোতিকণার কাজ করে। ইহাই আলো সম্বন্ধে Huygensর মতবাদ বলিয়া খ্যাত। ইহার সাহায্যে জ্যামিতির সহজ সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি আলোকের সরল রেখায় চলনের যথাযথ ব্যাখ্যা দেন। কিছু আলো পাশেও ছড়াইয়া পড়ে, সমস্ত আলোর তুলনায় তাহা অতি সামান্য এবং অতি সূক্ষ্মযন্ত্র ছাড়া ইহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না।

তরজা, তর্জা গান

বাঙলা 'কবি' গানের একটি রূপ। দুইজন 'কবি' পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়া নানা পৌরাণিক সামাজিক প্রশ্ন তুলিয়া ছড়ার আকারে গান করে; গানের সঙ্গে দুলিয়া ঢোল বাজায়; ইহাকে 'তরজার লড়াই' বলে। বৈষ্ণব গ্রন্থে তরজা এক প্রকার ছন্দ। 'আগা তর্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া' চৈতন্য ভাগবত। (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ ৪৪০)

তরমুজ ফল (Water Melon: Citrullus vulgaris) কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের প্রতানী। ফল গোল; চৈত্র বৈশাখ মাসে ফল হয়। ইউরোপে কাঁচের ঘরে ইহার চাষ হয়। গোয়ালন্দর তরমুজ বিখ্যাত, উহা খুবই বড় হয়।

তরল (Liquid)

পদার্থ মাত্রের তিনটী অবস্থা—কঠিন (solid), তরল (liquid) ও বায়ব (gaseous)। তরল পদার্থর নিজের কোন আকার নাই বলিয়া যে পাত্রেই ঢালা হউক, উহা সেই পাত্রের আকার গ্রহণ করে; ইহা উচ্চস্থান হইতে নিম্নস্থানে গড়াইয়া চলে এবং শান্ত অবস্থায় ইহার উপরিভাগ সর্বদা সমতল। তরলের চতুর্দিকে চাপ আছে। তরলের মধ্যে যে-কোন একটি বিন্দুতে তাহার ঊর্ধ্বচাপ, পার্শ্ব চাপ ও নিম্ন চাপ সমান। কোনো কঠিনকে তরলে সম্পূর্ণরূপে ডুবাইলে তাহার ওজন কমিয়া যায়, কারণ ঐ পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন থাকায় ঊর্ধ্বচাপের পরিমাণ নিম্নচাপ হইতে বেশি হয়। পদার্থ-বিজ্ঞানে তরলের ধর্ম লইয়া বহু বিচার আছে। কতকগুলি কঠিন পদার্থ অগ্নির তাপে তরল হয়, যেমন ধাতুসমূহ; লাভা আগ্নেয়গিরির মুখ হইতে নির্গত গলিত প্রস্তর। আবার বায়ু ও কতকগুলি গ্যাস্‌কে ঠাণ্ডা করিয়া চাপের দ্বারা

তরল করা যায়, যেমন তরল বায়ু। কয়লার ধোঁয়া চোলাই করিলে আলকাতরা নামে তরল পাওয়া যায়। (দ্রঃ আপেক্ষিক গুরুত্ব, আর্কিমেডিস)

তরু দত্ত (১৮৫৬—৭৭)

লেখিকা। কলিকাতার রামবাগানের খৃষ্টান দত্ত বংশীয় গোবিন্দলালের মনস্বিনী দুই কন্যা—অরু ও তরু। গোবিন্দলালের একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর পর তিনি সপরিবারে ১৮৬৯এ ইউরোপে যান ও কয়েক বৎসর ফ্রান্সে থাকিয়া ইংল্যান্ডে যান। ১৮৭৩এ ইঁহারা দেশে ফেরেন। অরু ও তরু উভয় ভগ্নীই ফরাসী ও ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হন। তরু দত্ত ইংরেজি কবিতা লিখিয়া যশস্বী হন; তিনি ফরাসীতে একখানি উপন্যাস লেখেন (Le Journal de Melle d' Arvors); 'এডুকেশন গেজেটে' ইহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়। ফরাসী কবিতাগুচ্ছের অনুবাদ ১৮৭৬এ প্রকাশিত হয় (A Sheaf gleaned from French fields)। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যগুচ্ছ (Ancient Ballads and Legends of Hindusthan) ১৮৮২ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর প্রকাশিত হয়। অরুর ১৮৭৪ ও তরুর ১৮৭৭ মৃত্যু হয়।

তরুলতা (Quamoclit pinnate)

কলম্বী আদি বর্গের উদ্যানজাত বর্ষায়ু লতা; পাতা খুব সরু; ফুল লাল। কুঞ্জনির্মিত হয় বলিয়া কুঞ্জলতা বলে। (যোগেশ) বড়জাতের তরুলতা বন্য গাছ; ইহার পাতা পানের মতন বড়; ফুল তরুলতার মত।

তর্ক বিজ্ঞান (Logic)

যে শাস্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ যুক্তির প্রণালী অবগত হওয়া যায় তাহাকে তর্কবিজ্ঞান বলে। সত্য নিরূপণ করাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য। অধিকাংশ সত্যই যুক্তি দ্বারা নির্ণীত হয়। বিশুদ্ধ যুক্তিপ্রণালী ও তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়াই তর্কবিজ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। এইজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক বাৎস্যায়ন তর্ক বা ন্যায়কে সর্ববিদ্যার প্রদীপ বলিয়াছেন। বেকন্ ইহাকে বিজ্ঞানের বিজ্ঞান (science of all sciences) বলিয়াছেন। মিল্ বলেন, সত্য নিরূপণের জন্য তর্কবিজ্ঞান বিচারক, প্রমাণ সংগ্রহ উহার কার্য নহে; যে প্রমাণ সংগৃহীত করা হইয়াছে, তাহা প্রমাণ কি না, এবং অনুমানের জন্য তাহা পর্যাপ্ত কিনা, তাহা নিরূপণ করাই তর্কবিজ্ঞানের কার্য। (দ্রঃ প্রকাশচন্দ্র সিংহ, তর্কবিজ্ঞান) বিশ্ববিদ্যালয়ে যে লজিক্ পড়ানো হয়, তাহা পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্র: ইহার জনক আরিস্টোতল; তিনিই সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধভাবে যুক্তিকে পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করেন।

তর্কশাস্ত্র, আন্বীক্ষিকী, ন্যায়

গৌতম প্রবর্তিত প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র ও কণাদ প্রকাশিত বৈশেষিক মত অবলম্বন করিয়া গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে শাস্ত্র প্রণয়ন করেন এবং নবদ্বীপের রঘুনাথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ যাহার পরিপুষ্টি করেন—তাহার সাধারণ নাম নব্য ন্যায়। এই বিদ্যার অপর নাম আন্বীক্ষিকী। (দ্রঃ ন্যায়দর্শন) ইংরেজি Logic শব্দের অনুবাদ 'তর্কবিজ্ঞান' করা হয়; উহা প্রাচীন তর্কশাস্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বিদ্যা।

তল (Surface) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

যাহার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে কিন্তু বেধ নাই তাহাকে তল বলা হয়। তল দুই প্রকার—সমতল (Plane Surface) ও বক্র তল (Curved Surface)। ঘন (volume), তল, রেখা ও বিন্দুর পরস্পর সম্বন্ধ:—(১) ঘন তলদ্বারা সীমাবদ্ধ; (২) তল রেখাদ্বারা বেষ্টিত ও দুই তলের ব্যবচ্ছেদ রেখা উৎপন্ন করে। (৩) রেখা বিন্দুদ্বারা সীমাবদ্ধ ও দুইটি রেখার ব্যবচ্ছেদ এক বা ততোধিক বিন্দু উৎপন্ন করে।

তলানি (Deposit)

রাসায়নিক তরলের মধ্যস্থিত কঠিন পদার্থের কণাসমূহ ধীরে ধীরে কোন পাত্রের নিম্নদেশে পড়িয়া যে স্তর গঠন করে, তাহাকে তলানি বলে।

তসর

বন্য গুটি; ইহা হইতে রেশম পাওয়া যায়। বিহারের মানভূম ও সাঁওতাল পরগণা, বাংলার বীরভূম, আসাম, মধ্য প্রদেশ, এবং যুক্ত প্রদেশে তসর-কীট বনে পাওয়া যায়; যে কীট বেড় গাছে থাকে তাকে বুনি, আসন গাছে যে থাকে তাকে জারবো, মানভূমে 'দজা' বা 'দাবা' বলে। অশ্বত্থ, শাল, সেগুন, জাম, অর্জুন, কাঞ্চন, মহুয়া প্রভৃতি নানা গাছে তসর কীট পালন করা যায়। চীনা তসর-পোকা বিখ্যাত। জাপানী তসর-কীটের ডিম বিদেশে চালান নিষিদ্ধ। একটি চীনা তসর গুটি হইতে ৫৫০ মিটার, বাঙলা তসর হইতে ৭০০ মিঃ রেশম পাওয়া যায়। বাঁকুড়ার তাঁতিরা তসর রেশম বয়নে বিখ্যাত। চুনকা হইতে গুটি আসে। (মুগা, এণ্ডি দ্রঃ)

তহশীল (Tahsil)

বোম্বাই প্রদেশের জেলার অন্তর্গত রাজস্ব-আদায়ের একক, বঙ্গদেশের জেলার অন্তর্গত মহকুমাসদৃশ। মাদ্রাজে ইহাকে তালুক ও বর্মায় এইরূপ খণ্ডকে টাউনশিপ্ বলে।...যে কর্মচারী রাজস্ব-আদায় করে তাহাকে তহশীলদার বলে; বোম্বাইতে তাহাকে মামলতদার, সিন্ধুপ্রদেশে মুখতিয়ারকর, বড়োদায় বহিবৎদার, বর্মায় মিও-ওক (myo-ok) বা township officer বলে।

তাও ধর্ম (Taoism)

চীন দার্শনিক লাও-ৎসুর প্রচারিত মত 'তাও' নামে পরিচিত। লাও-ৎসু 'তাও-তে-কিঙ' (Tao-teh-king) নামে সূত্রগ্রন্থে মুক্তির জন্য 'পথ' বা 'তাও' নির্দেশ করিয়াছিলেন। গ্রন্থখানি গত আড়াই হাজার বৎসর চীনা দার্শনিকদের অন্যতম প্রধান বিচার্য গ্রন্থ হইয়া রহিয়াছে। লাও-ৎসু খ্রীঃ পূঃ ৬০৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি হোনান প্রদেশ চৌ রাজবংশের সরকারী গ্রন্থাগারের রক্ষক ছিলেন। শোনা যায় কুঙ্-ফু-ৎসুর সহিত তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হয়। চৌ বংশ দুর্বল হইয়া পড়িলে লাও-ৎসু বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার কর্ম ত্যাগ করিয়া যান। তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে কর্মের কোন ফলাফলের দিকে চাহিতে নিষেধ করেন; তিনি করুণা, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দেন। তাও-ধর্মীরা পরবর্তীযুগে অমর জীবন লাভের আশায় অত্যন্ত কুসংস্কারাপন্ন হয় এবং তাহাদের মধ্যে বহু দেববাদ প্রবেশ করে; লাও-ৎসুর আদি ধর্মে সেসব ছিল না।

তাগা, তাবিজ

বাহুর অলঙ্কার।...অদৃশ্য দুষ্ট শক্তি, ভূত প্রেতাদির কুদৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য মন্ত্রপূত পদার্থ, ধর্মগ্রন্থের উপদেশ প্রভৃতি কোন ধাতুনির্মিত আবরণ মধ্যে ভরিয়া হস্তে ধারণ করা হয়; হিন্দু মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে তাগা তাবিজ ধারণ প্রথা দেখা যায়। কোন কোন তাগায় ঔষধ থাকে।

তাজমহল

সম্রাট শাহজাহানের পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের সমাধি সৌধ। ১৬৩২এ এই সৌধ নির্মাণ আরম্ভ হয়; ঐ বৎসর তিনি মুগলভারতে সকল প্রকার হিন্দু মন্দির পত্তন বন্ধ করিয়া দেন। ১৬৫০এ তাজমহলের নির্মাণকার্য শেষ হয়। ওস্তাদ ঈসা নামে একজন কারিকর ইহার পরিকল্পনা করে বলিয়া শোনা যায়। সমস্ত সৌধ শ্বেতপাথর ও চারিদিকের প্রাচীর ও দ্বারসমূহ নীল পাথরে তৈয়ারী। কবর গৃহটি ১৮৬ ফুট দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে; মধ্যস্থান গম্বুজের অভ্যন্তরের বেড় ৫৮ ফুট; উচ্চতা ২১০ ফুট। কবর গৃহের চারকোণে চারিটি মিনার আছে; আঙিনায় সুন্দর বাগান ও দুটি মসজিদ আছে। ইহা নির্মাণে তিন কোটি টাকার উপর খরচ হয়। পৃথিবীর মধ্যে ইহাকে শ্রেষ্ঠ সমাধিসৌধ বলা হয়। বহু কবি ইহার উপর কবিতা রচনা করিয়াছেন।

তাজিয়া

মহরমের সময় শিয়া (দ্রঃ) মুসলমানরা বাঁশ বাঁখারি দিয়া প্রকাণ্ড উচ্চ স্তম্ভাকৃতি কাঠামো বানায়; উপরে নানা রঙের কাগজ দিয়া সুশোভিত করে; সাধারণ লোকে ইহাকে 'গোঁয়ারা' বলে। ইহা কারবালার হাসান-হোসেনের সমাধি স্তম্ভের অনুকরণে নির্মিত। গ্রামে বা শহরের একটি পুকুরকে কারবালা পুকুর নাম দিয়া তাহাতে তাজিয়া বিসর্জন করা হয়। সুন্নী মুসলমানরা এই উৎসব অনুমোদন করেন না।

তাড়কা

রাক্ষস জাতীয় অন্-আর্য রমণী; সুন্দ নামে অসুরের সহিত বিবাহ হয়; ইহার পুত্র মারীচ। অগস্ত্য সুন্দকে হত্যা করেন; তারপর হইতে মাতা পুত্র মিথিলা অঞ্চলে আর্যদের উপনিবেশে উৎপাত করিতে শুরু করে। বিশ্বামিত্র দশরথের রাজ্য হইতে রামচন্দ্রকে আনিয়া তাড়কাকে বধ করেন।

তাড়ি

তালগাছের রস গাঁজাইলে যে মাদক হয় তাহাকে 'তাড়ি' বলে। নারিকেল ও খেজুরের রসও ঐরূপে 'তাড়ি' হয়। তালের গাঁজানো রস নিম্ন শ্রেণীর লোক নেশা করিবার জন্য পান করে। যাহারা গাছ কাটে তাহাদের 'পাশী' বলে। টাট্‌কা তাড়ির নানা প্রকার ঔষধী গুণ আছে। অল্প গাঁজানো রস বহুমূত্র রোগের উপকারী।...তালগাছ হইতে 'তাড়ি' করিতে হইলে সরকারী আবগারী বিভাগ হইতে লাইসেন্স প্রভৃতি লইতে হয়।

তাণ্ডব বা নর্তন রোগ (Chorea, St. Vitus's dance)

শিশু বা বালক বালিকাদের মধ্যে হাত, বাহু 'অকারণ' নড়িতে থাকে; কথা বলিতেও অনেক সময় মুখ বিকৃত হয়। চিকিৎসা না করাইলে হৃদরোগ দেখা দেয়।

তাঁত (Weaving Machine ; loom)

কাপড় বুনিবার কল। আদি যুগের তাঁত অনেকটা ফিতা বুনিবার সাধারণ তাঁতের মত: পোড়েনের সুতা কাঠিতে জড়াইয়া হাতে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। মনিপুরী, কুকি, আমেরিকার আদিমরা এই ধরণের তাঁত ব্যবহার করে। বাঙলার তাঁতে আগে মাকু হাতে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। ঠক্‌ঠকি তাঁতে (fly shuttle) একটি দড়ি হাঁচকা দিয়া টানিতে থাকিলে মাকু আপনি 'টানা'র মধ্যে ছুটাছুটি করে। কলের তাঁত বা fly shuttle loom ১৮শ শতকের শেষভাগে জন কে (John Kaye) নামে একজন সাহেব প্রথমে প্রচলন করেন; ইহা সম্পূর্ণ বিলাতী নহে, বাঙলা তাঁতের উন্নত সংস্করণ মাত্র। ইহার পর কলের তাঁতের অনেক উন্নতি হইয়াছে। ইংল্যান্ডে কার্টরাইট কলের তাঁত প্রথম আবিষ্কার করেন।

তাতার (Tatars, Tartars)

সোভিএট রুশের প্রায় ১১ লক্ষ লোককে তাতার আখ্যা দেওয়া হয়; ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান। ইউরোপীয় রুশের মধ্যেই অধিকাংশের বাস। ইহারা মংগোল আক্রমণের সময় তথায়

যায় ও সেই হইতে সেখানে বাস করিতেছে।…৫ম শতকে গোবি মরুভূমির পূর্বদিকে তা-তা নামে একটি মংগোল উপজাতি ছিল। বর্তমানে যেসব তাতার ইউরোপীয় রুশে বাস করিতেছে, তাহারা অধিকাংশই তুর্কী বংশোদ্ভব। ইহারা বহু উপজাতির সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তাতাররা স্থানভেদে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত:—রুশিয়া, ককেসাস ও সাইবেরিয়া। রুশিয়ায় কাজান, বশকির, অস্ত্রাখান, ক্রিমিয়ান তাতারদের বাস। ককেসাসে বহু জাতের তাতার বাস করে। সাইবেরিয়ায় তাতাররাও বহু উপজাতিতে বিভক্ত। রুশীয় পণ্ডিতগণ এইসব উপজাতি সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে গবেষণা করিয়াছেন। E. H. Parker তাঁহার A Thousand years of the Tartars (1895) গ্রন্থে চীনা ইতিহাস হইতে ইহাদের সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ লেখেন। Tatar কথাটি ইউরোপে Tartar করা হইয়াছে; গ্রীক ভাষায় Tartar অর্থ নারকীয়; বোধহয় তাতারদের অত্যাচারের জন্য এই নাম দেওয়া হইয়াছিল।

তাঁতিয়া টোপী

মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ; সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নানা সাহেবের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। কানপুরে সাহেবদের হত্যাকাণ্ডের জন্য ইনি দায়ী; বহু যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু অবশেষে পরাজিত হইয়া বুন্দেলখণ্ডের বনে পলায়ন করেন; মেজর মীড্ দশ মাস চেষ্টার পর ইঁহাকে বন্দী করেন (৭ এপ্রিল) ও সরাসরি বিচারে ফাঁসি দেন (১৮ই)।

তাঁতিয়া ভীল

মধ্যভারতের দস্যু সর্দার। মধ্যপ্রদেশে নিমার জিলায় ভীল পরিবারে জন্ম। দস্যুবৃত্তি করিয়া মধ্যপ্রদেশ ও ইন্দোর রাজ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। ১৮৭৮এ ধরা পড়িয়াও কারাগার হইতে পলায়ন করেন। তাহার দুইজন প্রধান সহায় ধরা পড়ে ও তাহাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তাঁতিয়াও শাস্তির জন্য ব্যস্ত হয়। গণপৎ নামে একজন লোক গভর্নমেন্টের নিকট পুরস্কারের লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ভীল সর্দারকে ধরাইয়া দেয়। ১৮৭৯এ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর আদেশ হয়। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় রচিত জীবনীগ্রন্থ বাঙলায় আছে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'তাঁতিয়া ভীল' (১৯১০) দ্রষ্টব্য।

তাঁতের অঙ্গ বিশেষের নাম

দক্তি (lay), বাক্স (shuttle box), মুট কাট (top batten), পাখা (side bar), মাথা কাট (top bar), ফ্রেম (frame), মাকু (shuttle); তারাজুৎ কাতপিল বা খিলকাটি; পাশা বা পাদল বা টিপন দাঁড়া (treadles); নরাজ (beams or rollers) যে মোটা বেলনে সুতা গুটানো থাকে; কোল নরাজ (cloth beam) যে বেলনে বোনা কাপড় গুটানো হয়। বাহির নরাজ (warp beam) ইহাতে তানার সুতা জড়ানো থাকে। ওসারি বা মতি (stretcher); বেলনা; ঝাঁপ (healds); সানা বা নাচ (reed); নাচনি (levers), নাচনির পাতি; মেচ্কা; শর বা ডাঙ্গি (shaft); শিবডাঙ্গি; জোশর (lease maker); গুলট, কোলপুত বা 'ব'-পাটি; চরকি (swift); নাটাই (reel); টেকো (spindle); চরকা; তানার নলী (bobbin); খালি বা পড়েনের নলী (pirn); তানা কল (bobbin frame); বার বা চালি (lease taker); মেড়া; মতিকাঁটা ইত্যাদি। (দ্রঃ বামাচরণ বসু, বস্ত্রবয়ন শিক্ষা, ১৩১৩)।

তানপুরা

সপ্ততন্ত্রী বা তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। গান গাহিবার সময় তানাদির জন্য ব্যবহৃত হয়, সুর বাহির করা যায় না।

তানসেন (১৫৪৮—৯৮)

আকবরের সভায় প্রসিদ্ধ মুসলমান গায়ক। ইনি পূর্বে গোঁড়া হিন্দু ছিলেন, তখন নাম ছিল রত্নাকর পাণ্ডে; পিতার নাম ছিল মকরন্দ পাণ্ডে। ইহাদের নিবাস ছিল গোয়ালিয়র। এক মুসলমান ধর্মবীর প্রণয়ানন্দ হইয়া তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে বাঘেলার রাজা রামচন্দ্রের সভায় থাকিতেন। আকবরের বিশেষ ইচ্ছা ও আজ্ঞায় তিনি তাঁহাকে আগ্রায় পাঠাইয়া দেন। হিন্দুস্থানে তাহার ন্যায় সঙ্গীতাচার্য এপর্যন্ত হয় নাই; তিনি বহু রাগ রাগিনীর ও সুরের স্রষ্টা।

তাপ (Heat)

তাপ শক্তির একটি রূপমাত্র। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ইথারের (Ether) এক রকমের তরঙ্গ (wave) যখন কোন কম্প সৃষ্টি করে, তখন তাপ উৎপন্ন হয়। উত্তপ্ত দ্রব্যের অণুগুলি শীতল জিনিসের অণু অপেক্ষা বেশি জোরে কাঁপে; আমরা যখন কোন জিনিষ স্পর্শ করি, তখন যদি উহার কম্পমান অণুগুলি আমাদের হাতে জোরে ধাক্কা দিয়া কোন অনুভূতির সৃষ্টি করে, তবে তাহাকে তাপের অনুভূতি বলা যায়। সকল দ্রব্যেই কিছু না কিছু তাপ আছে। বরফ এমন শীতল, কিন্তু তাহাতেও তাপ আছে। তাপ ও উষ্ণতা এক নহে; তবে দুইএর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তাপদ্বারা উষ্ণতা বাড়ে, তাপ বাহির হইয়া গেলে উষ্ণতা কমে। তপ্ত পদার্থের ধর্ম গরম হইতে শীতল হওয়া। তাপের চলাচল তিন প্রকার উপায়ে হয়। (১) পরিবহন (Conduction), (২) পরিচলন (Convection) (৩) বিকিরণ (Radiation)। এই তিন প্রণালীতে তাপ এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে সঞ্চালিত হয়।…তাপের উৎস কি? (১) প্রধান মূল উৎস সূর্য। (২) ভূগর্ভ; ভূগর্ভ হইতে আগ্নেয়গিরি ও উষ্ণ প্রস্রবন প্রভৃতি হইতে তাপ বিকিরণ হয়। (৩) রাসায়নিক

ক্রিয়া; কয়লা, কাঠ, গ্যাস প্রভৃতি পোড়াইয়া তাপ সৃষ্টি হয়। (৪) বিদ্যুত; তাড়িত-স্রোত কোন পদার্থের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলে উহা উত্তপ্ত হয়। বিজলি চুল্লিতে (E. furnace) যে তাপ সৃষ্ট হয় তাহা ফুটন্ত ইস্পাতের দ্বিগুণ উত্তপ্ত। (৫) ঘর্ষণ; ঘর্ষণ দ্বারা তাপ হয়। এইভাবে কাঠে কাঠে ঘষিয়া পূর্বকালে অগ্নি চয়ন করা হইত; বন্য জাতিদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল। দাবানল (দ্রঃ) ঘর্ষণের দ্বারা এইভাবে সৃষ্ট হয়; চকমকি দিয়া শোলা জ্বালানো যায়, ইত্যাদি। (৬) পদার্থের অণুর পরিবর্তন:—যেমন জল বরফ হইলে তাপ বিকিরণ করে।··তাপের ফলে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় সকল পদার্থই প্রসারিত হয় এবং শীতল হইলে সংকুচিত হইয়া থাকে। পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা তিনেরই সংকোচ ও প্রসার হয়।···তাপের প্রয়োগে পদার্থের উষ্ণতা (temperature) বাড়ে।···তাপযোগে পদার্থের অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে। যেমন কঠিন বরফ তাপ লাগিয়া গলিয়া যায়।···তাপের সংযোগে চৌম্বক শক্তি নষ্ট হয়।··· তাপযোগে অনেক পদার্থের গঠনমূলক পরিবর্তন হয়; যথা, ধান ভাজিলে খই হয়; সোহাগা তপ্ত করিয়া কিছু জল দিলে শাদা খই হয়।· তাপ পদার্থ বিজ্ঞানের বিশেষ একটি অধিতব্য অংশ। পৃথিবীর যাবতীয় শক্তির মূলে তাপ রহিয়াছে, সেইজন্য বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়াছেন।

তাপমান (দ্রঃ থার্মোমিটার Thermometer)

'তাপস মালা'

ফরীদউদ্দীন অত্তার রচিত 'তজকিরা-উল-আউলিয়া' নামক পারসিক গ্রন্থের তর্জমা। এই গ্রন্থে মুসলমান ভক্ত ও সুফীদের জীবনী বর্ণিত; নববিধান সমাজের গিরিশচন্দ্র সেনের দ্বারা অনূদিত।

তাপির (Tapir)

গণ্ডারাদি বর্গের সং-খুর প্রাণী। ইহাদের মাথার সম্মুখ ভাগে খাটো, নড়ন্ত শুঁড় আছে। সম্মুখের পায়ে চারটা আঙুল; মাথায় শিং বা খড়্গ নাই। গায়ের চামড়া লোমশ ও খুব পুরু; লেজ নামে মাত্র আছে। ইহারা শাকভোজী ও প্রায়ই নিশাচর। ইহাদের ৫টি জাত এখনো পৃথিবীতে আছে; তাহাদের মধ্যে মালয় দ্বীপালির জাতিটি সবথেকে বৃহদাকার; অন্য জাতিরা দঃ আমেরিকার বাসিন্দা। ইহারা সহজে পোষ মানে।

তাবেরা ও মাধো সাহেব (দ্রঃ মাদহে সাহবা)

তামাক (Tobacco)

আমেরিকার আদিম গাছ। সেখানকার আদিমরা ইহার পাতা পাকাইয়া ধূমপান করিত। স্পেনীশ tabaco হইতে শব্দটি ইংরেজিতে আসিলেও, আসলে উহা আমেরিকার লাল মানুষের ভাষা। কেহ বলেন মধ্য আমেরিকার যুকাটান নামে দেশের 'তাবাকো' (tabaco) নামে প্রদেশ হইতে হইয়াছে, অন্যেরা বলেন কারিবী দ্বীপপুঞ্জের (Caribean Islands) 'তাবাজো' (Tabago) হইতে শব্দটি আসিয়াছে। উভয় উৎপত্তি সম্বন্ধেই সন্দেহ আছে। তামাক ১৫৫৮ অব্দে একজন স্পেনীশ চিকিৎসক কর্তৃক সর্বপ্রথম স্পেনে আনীত হয়। ভার্জিনিয়া (Virginia U. S. A.) উপনিবেশের প্রথম গভর্নর লেন্ (Lane) ও স্যর ফ্রান্সিস ড্রেক ১৫৮৬ অব্দে তামাক ও তামাক খাইবার সরঞ্জাম ইংল্যান্ডে আনয়ন করেন ও স্যর ওয়ালটার র‍্যালেকে (Raleigh) ঐ সকল উপহার দেন, র‍্যালের প্রভাবে উহা ঐ দেশে প্রচলিত হয়। অচিরে ইহার বিরুদ্ধে প্রায় সকলদেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, এমনকি কোনো কোনো দেশে ইহা নিবারণের জন্য মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হইত। কিন্তু 'তামাক রোগ নিবারক', এই ছুতা উঠিলে সর্বত্র আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা ধূমপান আরম্ভ করিল যেমন বর্তমানে চা সম্বন্ধে প্রচার ফলে উহার প্রসার বাড়িয়াছে। পোর্তুগীজরা ভারতে ইহা আমদানী করে। ··ইহার পাতা 'দোক্তা' করিয়া, গুঁড়া নস্য করিয়া ও ধূমপানের জন্য 'তামাক' তৈয়ারী করিয়া লোকে সেবন আরম্ভ করে। ···তামাকের বীজ মে মাসে রোপে; নাড়িয়া বর্ষাকালে পুঁতিতে হয়; সেপ্টেম্বরে কাটিয়া পাতা জমা করিতে হয়। ·মার্কিন দেশে তামাকের প্রধান চাষ হয়। তথায় ২০·২৫ লক্ষ একর জমিতে তামাক চাষ হয় ও ১৫০ কোটি পাউণ্ড ওজনের ২৮·৫৫ কোটি ডলার মূল্যের তামাক উৎপন্ন হয়। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহার চাষ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রোডেশিয়া ও কানাডায় প্রচুর জন্মে। ভারতে ১১·৮১ লক্ষ একরে ১২৪·৫৪ কোটি পাউণ্ড উৎপন্ন হয়। পৃথিবীর সকল দেশেই বিড়ি, সিগার, সিগারেট প্রভৃতির ধূমপান বাড়িয়াছে। বিলাতে তামাকের শুল্ক হইতে আয় ৬০ লক্ষ পাউণ্ড হইয়াছে। আমাদের দেশে স্থান ভেদে নানারূপ তামাক হয় যেমন ভুরপচ, মতিহারী, হিলরী। রংপুরে উৎকৃষ্ট তামাক হয়। (দ্রঃ, যামিনীকুমার বিশ্বাস কৃত তামাকের চাষ ১৯১১)

তামিল

দ্রাবিড় ভাষাজ মালায়লাম, কানাড়ী, তেলেগুর জ্ঞাতি ভাষা। দক্ষিণ-পূর্ব মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির ভাষা। ভাষীর সংখ্যা ২,০৪,১২,০০০। ভারতের প্রতি দশ হাজার লোকের মধ্যে ১১৬৩ জন এই ভাষাভাষী। তামিল খুব প্রাচীন ভাষা; ইহাতে বহু পুরাতন সাহিত্য আছে। তামিল লিপিমালার ক, ঙ, চ, ঞ, ট, ত, ন, প, ম, য় বরলবাদি আছে। এই জন্য সংস্কৃত লিখিবার সময় ইহারা 'গ্রন্থ' বা প্রাচীন মালয়ালাম লিপি ব্যবহার করে।

তাম্বুলী, তামলী জাতি

বাঙলার একটি বর্ণ ; পান বিক্রয় ব্যবসায়ী

তাম্র, তামা (Copper)

ধাতুবিশেষ। লৌহ আবিষ্কারের পূর্বে আদিম মানব তাম্র আবিষ্কার করিয়া যন্ত্রাদি নির্মাণ করে ; ক্রমে তামা ও টিন (বঙ্গ) মিশাইয়া ব্রোন্জ (দ্রঃ) নামে মিশ্রধাতু প্রস্তুত করে। কাইপ্রাস দ্বীপে উহা পাওয়া যাইত বলিয়া তামার নাম cyprium বা কাইপ্রিয়াম 'অয়স' হয়। অর্থাৎ কাইপ্রাসের ধাতু ; কালে ঐ ধাতুর নাম হইল cuprum, ও তাহা হইতে হইয়াছে copper। ফিনিকরা এই ধাতুর সন্ধানে বৃটেন পর্যন্ত যায়।...বর্তমানে ইহা দুইভাবে পাওয়া যায় ; এক হইতেছে আসল তামা ও তাম্রচূর হইতে নিষ্কাষণ ; এবং দ্বিতীয় হইতেছে গন্ধক, লৌহ প্রভৃতি অন্যান্য ধাতু বা প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত অবস্থা হইতে উদ্ধার। আমেরিকায় সুপিরিঅর হ্রদের তীরে প্রধানত আসল তাম্রচূর অপর্যাপ্ত ; এবং অন্যান্য স্থানের মধ্যে সাইবেরিয়ার উরাল পর্বত অঞ্চল, গিনী, মেক্সিকো, স্পেন, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ায় যৌগিকাকারে উহা পাওয়া যায়।...তাম্র একবর্ণ বিশিষ্ট ধাতু ; ইহাকে পিটাইয়া পাতলা করা যায় ; ইহা জল অপেক্ষা ৯ গুণ ভারি ; ১০৮৩° ডিগ্রী তাপে উহা গলে (লৌহ ১৫৩৩°)। তামা বাহিরে পড়িয়া থাকিলে বায়ুস্থ কারবনিক অ্যাসিড গ্যাস ইহাকে বিবর্ণ করিয়া ফেলে। ক্লোরিন বাষ্পের সহিত মিলিত হইলে আগুন জ্বলিয়া উঠে ; হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত মিলিত হইয়া নানা প্রকার যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। লবণাক্ত জলে তাম্র পাত্র বিকৃত হয় ; সেইজন্য রান্নার জন্য তামার হাঁড়ি প্রভৃতি কলাই করা হয়। তড়িৎ বহন করিতে রৌপ্যের পরে তাম্রই শ্রেষ্ঠ উপাদান; সেইজন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ বহনের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়।...১৯২৯এ পৃথিবীর মোট নিষ্কাষিত তামা ১৬ লক্ষ টনএর প্রায় অর্ধেক উঠিয়াছিল মার্কিন রাজ্যে। অধুনা আফ্রিকার রোডেশিয়ার বিস্তৃত ভূভাগে এই ধাতুর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইংল্যান্ডে তামার খনি নিঃশেষ ; তাই রোডেশিয়ার খনির সন্ধান তাহার পক্ষে সুসংবাদ। তামার সাহায্যে বহু প্রকারের মিশ্রধাতু প্রস্তুত হয় ; যথা ব্রোন্জ (তামা ৯ + টিন ১); কাঁসা, পিতল (২ তামা + ১ দস্তা)। জারমেন সিলভার (২ তামা + ১ দস্তা + ১ নিকেল)। এ ছাড়াও বহু প্রকার মিশ্রধাতু হয়। ভারতের বহুস্থানে তামা পাওয়া যায় ; কিন্তু তাহা পর্যাপ্ত নহে ; বিদেশ হইতে তামার পাত, চাদর, তার প্রভৃতি আসে। ভারতের পয়সা তামার তৈয়ারী হইত ; এখন হয় ব্রোনজের। নেপালের অনেক মূর্তি তামার। হিন্দুদের পক্ষে তামার বাসনপত্র ও পূজার তাম্রপাত্র পবিত্র।

তাম্রশাসন (Copper-plate)

পূর্বকালে রাজা, সম্রাট প্রভৃতির প্রশস্তি, জয়যাত্রার ইতিহাস, দানপত্র তাম্রফলকে খোদিত হইত। দেশের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান। (দ্রঃ অনুশাসন, শিলালেখ) মৃত্তিকা খনন করিয়া যেসব তামশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহার অনেকগুলি কলিকাতা মিউজিয়ম প্রভৃতি স্থানে রাখা হইয়াছে।

তার (Wire)

সোনা, রূপা ইস্পাত, তামা, পিতল প্রভৃতির সুতাকে তার বলে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেড়া, সমুদ্রতলের কেব্‌ল্‌, পেরেক, স্প্রীং প্রভৃতি বহুবিধ সামগ্রীর উপাদান হইতেছে বিবিধ ধাতব তার। পূর্বে ধাতু পিটাইয়া উহা তৈরী হইত ; এখন লৌহ কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে। সরু গরাদের মত তপ্ত লৌহকে যে মাপের তারের প্রয়োজন ঠিক সেই মাপের একটি ছাঁচের মধ্যে ঢুকানো হয় ; এই ছাঁচের গোড়ার দিকটা ফানেলের মত ; গরাদের একটা দিক সরু করিয়া ছাঁচের ফুটার মধ্যে ঢুকাইয়া বাহির করিয়া লওয়া হয় এবং একটি গোল ঢোলকের (cylinder) সঙ্গে আঁটিয়া দেওয়া হয়। এই ঢোলকটি কলের ব্যবস্থানুসারে ঘুরিতে থাকে ও গরাদে হইতে ফানেলের মধ্যে দিয়া তার টানিয়া বাহির করে ; সঙ্গে সঙ্গে তার গুটানো হয়। তার টানিতে টানিতে লোহা ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহাকে তপ্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহা না করিলে তার ভাঙিয়া যায়। পেরেকের তারকে এইরূপ করিতে হয় না। খুব সরু তার হীরক বা মুক্তার মধ্য দিয়া পাস করিয়া টানা হয়। পিয়ানোর তার '০২৫৪ ইঞ্চি ব্যাসের। কাটা-তার (barbed wire) আমেরিকার আবিষ্কার ; গত মহাযুদ্ধের সময়ে পথরোধে, ট্রেন্চ ঘেরা প্রভৃতি কাজে ২ লক্ষ মাইল এই কাঁটা তার ব্যবহৃত হইয়াছিল। তারের জাল প্রভৃতি প্রস্তুত হয়।

তারক

এই অসুর ব্রহ্মার বরে দেবতাদের অবধ্য হইয়া তাহাদের উপর অত্যাচার উপদ্রব করিতে থাকে। মহাদেবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে কার্ত্তিকেয়র জন্ম হইলে—তিনি তারককে বধ করেন। কবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব কাব্য' এই কার্ত্তিকেয়-কুমারের জন্ম ব্যাপার লইয়া রচিত।

তারকনাথ গাঙ্গুলি (১৮৪৫—১৮৯১)

বাংলা ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান যশোহর-বনগ্রাম। পিতা মহানন্দ। কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া মেডিক্যাল কলেজে পড়েন। তৎপরে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিয়া নানাস্থানে ভ্রমণ ও নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ইঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা' জ্ঞানাঙ্কুর নামে মাসিকে প্রকাশিত হয় ; ১৮৭৪ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। অন্যান্য গ্রন্থ—অদৃষ্ট,

হরিষে-বিষাদ, ললিত, সৌদামিনী। স্বর্ণলতার ইংরজি অনুবাদ হইয়াছে, Mrs. J. B. Knight 1883-84 ; পুনরায় দক্ষিণা-চরণ রায় দ্বারা ১৯০১।

তারকনাথ পালিত, স্যর (১৮৩১—১৯১৪)

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার। ১৮৬৭ বিলাতে যান ও ১৮৭১এ ব্যারিস্টার হইয়া দেশে ফেরেন। ইনি বহু ধন উপার্জন করেন ও প্রায় পনের লক্ষ টাকা বিজ্ঞানের জন্য ১৯১২ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই টাকা হইতে পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের ২টি পদ সৃষ্ট হইয়াছে। (দ্রঃ পালিত অধ্যাপক) ইঁহার পুত্র লোকেন্দ্রনাথ পালিত I.C.S.।

তারকনাথ বিশ্বাস (১২৬৪—১৩৪৪)

সাহিত্যিক। হুগলী-বালোড় গ্রাম নিবাসী। দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র ; পিতা জেলা-জজ ছিলেন। তারকনাথ 'আদরিণী' নামে মাসিক পত্র ১৭ বৎসর পরিচালনা করেন ; অদ্ভুত নিরুদ্দেশ, গোয়েন্দার গল্প, হুশীলা সুন্দরী, গিরিজা, মহামায়া, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি ও রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত বই লেখেন। মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৬৩। ১৩৪৪এ প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ইঁহার গ্রন্থাবলী ৭ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল ১৮৯৯-১৯০৬।

তারকনাথ সাধু (১৮৬৭)

কলিকাতার ব্যবহারজীবী ও সাহিত্যিক। ১২৭৪এ জন্ম। পিতা রামনাথ সাধুর কলিকাতা-বড়বাজারে কবিরাজী গাছগাছড়ার দোকান ছিল। প্রতিভাবলে তারকনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯০৭এ কলিকাতায় সরকারী পাবলিক প্রসিকিউটর নিযুক্ত হন। ১৯১৬ রায় বাহাদুর, ১৯২৪ সি. আই. ই। রচিত গ্রন্থ—ভোলানাথের ভুল, মেনকারাণী, ঋণমোক্ষ, মহামায়ার মহাদান, সুরীতি কথা, উপেক্ষিতার উপকারিতা প্রভৃতি

তারকা মণ্ডল প্রদাহ (Iritis)

চক্ষু মধ্যস্থিত তারকা (Iris) নামে কৃষ্ণবর্ণ অংশ—বাত, উপদংশাদি রোগজাত বিষ হইতে আক্রান্ত হয়, কখনো বা ঠাণ্ডা হইতেও আক্রান্ত হয়। প্রদাহ যন্ত্রণাদায়ক ; চক্ষুতে আলো অসহ্য ; প্রচুর জল পড়ে। মেনিনজাইটিস রোগের উপসর্গ রূপেও দেখা দেয়। সাধারণত এই ব্যাধি ছয় সপ্তাহ থাকে, কিন্তু স্থায়ী হইলে প্রায় দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হয়।

তারপলিন (Tarpauline)

সুতার তৈয়ারী মোটা কাপড়ের উপর আলকাতরা (Tar) বা অন্য কোন রং মাখাইয়া জলসহ করা হয়। বর্ষাকালে মালপত্রের গাড়ীর উপর দেওয়া হয়।

তারপিন (Turpentine) (দ্রঃ টারপেনটাইন)

তারা

(১) বৃহস্পতির ভার্যা। চন্দ্র ইঁহাকে হরণ করেন ও তাঁহার ঔরসে বুধের জন্ম। এই অপমানের প্রতিশোধার্থ বৃহস্পতি দেবগণকে নিজ দলে লন ; চন্দ্রও দৈত্যগণের সাহায্য গ্রহণ করেন। এইভাবে দেবাসুরের যুদ্ধ সম্ভাবনা হইলে ব্রহ্মা আসিয়া মিটাইয়া দেন। (২) বানররাজ বালির পত্নী, অঙ্গদের মাতা। বালির মৃত্যুর পর ইনি সুগ্রীবকে বিবাহ করেন। (৩) দশমহাবিদ্যার অন্যতম।

তারা (Star)

রাত্রে আকাশে যে জ্যোতিষ্ক কণা দেখা যায় তার মধ্যে কয়েকটি-মাত্র গ্রহ, অবশিষ্ট তারা। নিকটতম তারা 'সেন্টউরী-অ' (হয়গ্রীব নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জলতমটি) পৃথিবী হইতে ২৫ বিলিয়ন মাইল অর্থাৎ ৪ আলোক-বর্ষ পথ দূরে অবস্থিত। অর্থাৎ আলোক সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মা' চলিলে ঐ তারা হইতে আলো আসিতে ৪ বৎসর লাগে। খালি চোখে যে তারা দেখা যায় তাহাদিগকে ঔজ্জ্বল্যানুপাতে ৬ রকমে ভাগ করা হয় ; ইহাকে ইংরেজিতে magnitude বলে। ৬ নম্বরের নীচের উজ্জল তারা চোখে দেখা যায় না। ৫ ম্যাগনিটিউড্ তারা ৬ নম্বর হইতে ২·৫ গুণ উজ্জল। ৪ ম্যাগ : তারা ৫ ম্যাগ : হইতে ২·৫ গুণ উজ্জল ইত্যাদি। ১ ম্যাগ: তারা ৬ ম্যাগ হইতে ১০০ গুণ উজ্জল। খালি চোখে অনেক কষ্টে প্রায় ৭,০০০ তারা দেখা যায় ; এক রাতে ৪০০০এর কাছাকাছি দৃষ্টিপথে পড়ে। টেলিস্কোপে ১৭ ম্যাগ: তারা ধরা পড়ে। আকাশে কোটি কোটি তারা আছে—এরূপও আন্দাজ করা হয়। তারাগুলি খালি চোখে নিশ্চল মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রশ্মি-বিশ্লেষণ যন্ত্রের সাহায্যে (Spectrum Analysis) তারাসমূহের উপাদান ও তাপ প্রভৃতি জানা যায়। সূর্যর উপরিভাগের তাপ ৬,০০০° (c) হয়, কোনো কোনো তারার তাপ ২৩,০০০° (c) পর্যন্ত জানা গিয়াছে। সূর্যর অভ্যন্তরের তাপ ৪০,০০০,০০০° (c)। তারা সম্বন্ধে আমেরিকায় হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় ও উইলসন ও ইয়ার্কেস মানমন্দির প্রভৃতি স্থানে বহু গবেষণা হইতেছে। (দ্রঃ নক্ষত্র জগৎ)

তারাকিশোর শর্মাচৌধুরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র ও তদনন্তর হাইকোর্টের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ উকিল। ইনি হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন, যথা ব্রহ্মবাদী ঋষি দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা স্বামী রামদাস

কাঠিয়ার জীবনী, বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি। ইনি শেষজীবনে সন্ন্যাসী হন ও সন্তদাস বাবাজী দ্রঃ নাম গ্রহণ করেন।

তারাকুমার কবিরত্ন (১২৫৪)

পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। ২৪ পরগণার চাঙড়িপোতা জন্মস্থান। পিতা কৃষ্ণমোহন। সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া রাজসাহী কলেজে ও মেট্রোপলিটন (বিদ্যাসাগর) কলেজে অধ্যাপনা করেন। ইনি সংস্কৃত শ্লোকের বঙ্গানুবাদে সিদ্ধহস্ত। কৃষ্ণভক্তি-রসামৃত, পঞ্চামৃত, তারা মা, শিবশতকম্, নীতিসার প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। পাঠ্যপুস্তক-লেখক।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী (:৮৪০)

কলিকাতাবাসী সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক ; হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ; রামমোহন রায়ের শিষ্য ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক ১৮২৮। সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিস্ট্রার ; পরে মুন্সেফ হন, কিন্তু ঐ কর্ম ত্যাগ করেন। সংস্কৃত হইতে মনুসংহিতার ইংরেজি অনুবাদক ; ইংরেজি-বাঙ্গালা অভিধান প্রণেতা। The Quill নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন ; বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি স্থাপনের অন্যতম উদ্যোক্তা।

তারানাথ, লামা (১৫৭৩—১৬০৮)

তিব্বতদেশীয় লামা ও ঐতিহাসিক। তিব্বতী ভাষায় ইনি ভারতের বৌদ্ধধর্মের এক ইতিহাস রচনা করেন। গ্রন্থ ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন যে ব্রাহ্মণ বংশীয় ভট্টঘটী প্রণীত 'গুরুপরম্পরা ইতিহাস', ক্ষত্রিয় বংশীয় ইন্দ্রদত্ত প্রণীত 'বুদ্ধ পুরাণ', মগধবাসী ক্ষেমেন্দ্র ভদ্র প্রণীত একখানি ইতিহাস, সন্ধ্যাকর নন্দী কৃত 'রাম চরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। 'রামচরিত' ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।...তারানাথের ইতিহাস জারমেন পণ্ডিত শীফ্‌নার (Scheifner) জারমেন অনুবাদ সহ মূল তিব্বতী রুশদেশ হইতে প্রকাশ করেন। ইংরেজি বা ভারতীয় ভাষায় ইহার অনুবাদ হয় নাই।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি (১৮০৬—৮৫)

সংস্কৃত পণ্ডিত ; পিতার নাম কালিদাস সার্বভৌম ; নিবাস যশোহর। ১৮৩০এ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন ও ১৮৩৫এ তর্কবাচস্পতি উপাধি পান ; পরে কাশীতে অধ্যয়ন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু ইনি বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধ এবং বহু বিবাহের সমর্থক ছিলেন। অর্থোপার্জনের জন্য বহুবিধ ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ১৮৪৫—৭৪ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। ইঁহার প্রধান কীর্তি 'বাচস্পত্য-অভিধান', ইহা 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রতি বিরক্ত হইয়া রচিত। এ ছাড়া 'শব্দস্তোম-মহানিধি,' 'বিধবা-বিবাহ খণ্ডন,' 'বহু বিবাহবাদ' প্রভৃতি গ্রন্থ লেখেন ; বহু সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইঁহার পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি.এ. সংস্কৃত প্রচারের জন্য অনেক কাজ করেন। (দ্রঃ জীবনী-কোষ)

তারাবাঈ

(১) রাজপুতানার তোড়াটঙ্কর রাজা শূরতানের কন্যা। রাজা তুর্কিদের দ্বারা পরাভূত হইয়া তোড়াটঙ্ক ত্যাগ করিতে বাধ্য হন ও ঘোষণা করেন যে, যে তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিবে সে তাঁহার কন্যাকে পাইবে। চিতোর রানা জয়মল্লের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীরাজ এই কাযে ব্রতী হইলেন। পৃথ্বীরাজ ও তারাবাঈ সৈন্য লইয়া মহরমের দিন তোড়াটঙ্ক আক্রমণ করেন। তারাবাঈএর হস্তে সর্দার লিল্লা খাঁ নিহত হন। ইহার পর উভয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু পৃথ্বীরাজের ভগ্নীপতি পৃথ্বীকে বিষ দিয়া হত্যা করিলে তারাবাঈ সহমৃতা হন।

(২) শিবাজীর বংশধর, সাতারার রাজা রাজারামের মহিষী ; রাজারামের মৃত্যুর পর (১৭০০) দশমবর্ষীয় বালকপুত্র ৩য় শিবাজীর অভিভাবিকারূপে মারাঠা রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। আওরঙজেবের আক্রমণের ফলে তাঁ বহুকাল পুত্র লইয়া দুর্গ হইতে দুর্গান্তরে পলাইয়া বেড়াইতে বাধ্য হন। কিন্তু অবশেষে বহু স্থান পুনরুদ্ধার করেন।

(৩) গবালিয়রাধিপতি জনকর্জী সিন্ধিয়ার (১৮২৭-৪৩) মহিষী। ইনি লর্ড এলেনবরার (১৮৪২-৪৩) মনোনীত ইংরেজ অভি-ভাবককে গবালিয়রে প্রভুত্ব করিতে দিতে অস্বীকৃত হইলে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। সিন্ধিয়ার সৈন্যদল মহারাজপুর ও পানিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হয় এবং গবালিয়রকে নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে বাধ্য করা হয়।

তারামণ্ডল (Constellation)

আকাশের তারকারাশিকে প্রাচীন কালে বাবিলনীয়রা নানা ছবিতে কল্পনা করিয়াছিল যেমন ভালুক, সিংহ, কন্যা ইত্যাদি। এইসব নাম গ্রীকরা ও ভারতীয়রা গ্রহণ করিয়াছে। সুবিধার জন্য বর্তমান যুগের জ্যোতিষীরাও সেই নাম ব্যবহার করেন। উত্তর আকাশে ২৮, রাশিচক্রে ১২, ও দক্ষিণ আকাশে ৪০ তারামণ্ডল কল্পনা করা হয়। (দ্রঃ নক্ষত্র পুঞ্জ)

তারা'র ঔজ্জ্বল্য (Magnitude)

(১) ২১৩,০০,০০,০০০ তারার মোট ঔজ্জ্বল্য ১৪৪০টি প্রথম শ্রেণীর তারার সমান। পূর্ণিমার চাঁদ সমস্ত তারার আলোর ২০০ গুণ আলো দান করে।...হিপারকাস নামে গ্রীক পণ্ডিত ২য় খৃঃ পূঃ শতকে আকাশের দৃশ্যমান তারাগুলি উজ্জ্বলতাভেদে ৬টি শ্রেণীতে ভাগ করেন।... দূরত্ব, আকার প্রভৃতির উপর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে; যেটি ১ম

শ্রেণীর তারা সেটি যে সত্যই বৃহত্তম তাহা নহে। সাধারণত শ্রেণী ও ঔজ্জ্বল্যর মধ্যে নিম্নলিখিত সম্বন্ধ দেখানো হয়; শ্রেণী ৬,৫,৪,৩,২,১। ঔজ্জ্বল্য ১,২২/৩,৬১/৪,১৬,৪০,১০০ অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর তারার উজ্জ্বল্য যদি ১০০ হয়, ২য় শ্রেণীর তারার ঔজ্জ্বল্য হইবে ৪০, তৃতীয় শ্রেণীর হইবে ১৬, ইত্যাদি।

তারা'র ঔজ্জ্বল্য ও শ্রেণী বিভাগ

সূর্যের উজ্জ্বল্য			...	১২০,০০০,০০০,০
চন্দ্রের উজ্জ্বল্য			...	২৭৫,০
১ম শ্রেণীর তারার উজ্জ্বল্য			...	১
৬ষ্ঠ	,,	,,	(এই পর্যন্ত খালি চোখে দেখা যায়)	·০১
১১শ	,,	,,	...	·০০০১
১৬শ	,,	,,	...	·০০০০০১
১৯শ	,,	,,	..	·০০,০০০,০০১

তারা'র সংখ্যা আন্দাজ মোট ২১৩,২১,৪৩,৪৭০

১ম শ্রেণী	২০	১১শ শ্রেণী	৮৭০,০০০
২য় ,,	৪১	১২শ ,,	২২,৭০,০০০
৩য় ,,	১৩৮	১৩শ ,,	৫,৭০০,০০০
৪র্থ ,,	৫০০	১৪শ ,,	১৩,৮০০,০০০
৫ম ,,	১৬২০	১৫শ ,,	৩২,০০০,০০০
৬ষ্ঠ ,,	৪৮৫০	১৬শ ,,	৭১,০০০,০০০
মোট খালি চোখে দেখা যায়	৭,১৭০		
৭ম শ্রেণী	১৪,৩০০	১৭শ ,,	১৫০,০০০,০০০
৮ম ,,	৪১,০০০	১৮শ ,,	২৯৬,০০০,০০০
৯ম ,,	১১৭,০০০	১৯শ ,,	৫৬০,০০০,০০০
১০ম শ্রেণী	৩২৪,৩০০	২০শ ,,	১,০০০,০০০,০০০
		মোট আন্দাজ	২১৩,২১,৪৩,৪৭০

তারাশঙ্কর তর্করত্ন

সংস্কৃত ও বাংলা পণ্ডিত। 'কাদম্বরী'র বঙ্গানুবাদক (১৯১১ সম্বৎ ১৮৫৫ খৃষ্ট)। 'সোমপ্রকাশ'এর অন্যতম লেখক। ইঁনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ইঁহার নিবাস ছিল নদীয়া-কাঁচকুলি। জনসনের 'রাসেলাস্' গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি গ্রন্থরচনা করেন; ইহা অবিকল অনুবাদ নহে (২৫ ভাদ্র ১৯১৪ সম্বৎ ১৮৫৮ খৃষ্ট)।

তারিক বিন জিয়াদ

উম্মীয়বংশীয় খলীফা ওয়ালিদ (৭০৫—৭১৫)এর সময় মুসা বিন্ নুসাইর ছিলেন পশ্চিম সাম্রাজ্যর শাসনকর্তা। জিয়াদ পুত্র তারেক ছিলেন ইঁহার সেনাপতি। তারেক ৭১১ অব্দে ৭০০০ আরব সৈন্য লইয়া স্পেনে পদার্পণ করেন; যেখানে তিনি অবতরণ করেন, তাহা জবল্-তারিক বা তারিকের পর্বত নামে খ্যাত। ইহাই বর্তমান জিবরালটার। গথিক সর্দার রোডারিককে মেদিনা-সিদোনিয়ার যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করিয়া স্পেন জয় করেন। অতঃপর তিনি স্পেনের প্রায় অধিকাংশ আরব সাম্রাজ্য অন্তর্ভুক্ত করেন। ওয়ালিদ মুসা ও তারিককে স্পেন হইতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিলে তাঁহারা ফিরিয়া যান।

তাল (সঙ্গীতের)

ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রানুসারে অনদ্রুত, দ্রুত, লঘু, এবং প্লুত এই চারি প্রকার মাত্রা বিন্যাসদ্বারা শব্দাকারে অখণ্ড কালকে হস্ত বা পদ দিয়া ছন্দোগত বিভাগ করাকে তাল বলে। গানে পদ থাকে এবং কাল পরিমাণ ব্যতীত পদ হয় না, অর্থাৎ পদ-মাত্রকে পড়িতে বা গাহিতে সময় বা কাল লাগে। যত কালকে এককস্বরূপ ধরা হয়, তাহা মাত্রা; মাত্রা-সমষ্টিতে পদ। অথবা, পদের গুরু লঘু উচ্চারণ-কালের নাম মাত্রা। পুনঃ পুনঃ এক নিয়মে গুরু লঘু উচ্চারণ-বিশিষ্ট পদের নাম ছন্দ। গানের ছন্দের যে পদে প্রস্বন বা বলন্যাস করিতে হয়, আঘাতের দ্বারা তাহা প্রদর্শন করা তাল দেওয়ার উদ্দেশ্য। অধিক বলের সহিত উচ্চারণ স্থানকে সম বলে; তালের শেষ বা অবকাশ নাম—ফাঁক।...তালের চারিটি পদ বা বিভাগ আছে; যথা সম, বিষম, অতীত ও অনাগত এবং প্রত্যেকটিকে এক এক 'গ্রহ' বলে। গীতাদি গ্রহণের সমকালে তালগ্রহণের নাম 'অতীত গ্রহ'; তালগ্রহণের পর গীতাদির আরম্ভ হইলে তাহাকে 'অনাগত গ্রহ' এবং অতীত ও অনাগত এই দুইটির মধ্যকালে গৃহীত তালকে 'বিষম গ্রহ' বলে। প্রচলিত তালে ৪ পদ আছে; তিন পদে তালি বা আঘাত, একটাতে অনাঘাত বা ফাঁক দিতে হয়। দ্বিতীয় তালি—সম। তালের যেস্থানে আঘাত দিবার নিয়ম, ছন্দের সেস্থানে প্রস্বন না থাকিলে—আড়। যে তালের প্রত্যেক পদকে চারি সমান অংশে ভাগ করিতে পারা যায়, তাহা চতুর্মাত্রিক তাল, যেমন কাওয়ালী। এরূপ তালে চারি বারে মাত্রা অন্তরে প্রস্বন পড়ে। যে তালের প্রত্যেক পদকে তিন তিন সমান অংশে ভাগ করিতে পারা যায়, তাহা ত্রিমাত্রিক তাল, যেমন একতালা। এরূপ তালে তিন তিন মাত্রা অন্তরে প্রস্বন পড়ে। যে তালের পদে মাত্রা সংখ্যা অসমান, তাহা বিষম মাত্রিক, যেমন যৎ। এরূপ তালে অসমান মাত্রা অন্তরে প্রস্বন পড়ে। বাঁয়া ও মৃদঙ্গ বাদ্যে তালের ছন্দ প্রকাশের নাম ঠেকা। (দ্রঃ যোগেশ পৃঃ ৪১৯)।। সঙ্গীত শাস্ত্র মতে তাল পঞ্চমার্গ। এই পঞ্চমার্গ হইতে বহুতর দেশীয় তাল উৎপন্ন হইয়াছে। (দ্রঃ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতসূত্রসার, স্যর সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত সঙ্গীত-শাস্ত্র-প্রবেশিকা)।

তালগাছ

তাল জাতীয় গাছ প্রায় ৬০০—১০০০ রকমের আছে; সাধারণত ইহারা এককাণ্ড, কখন কখন ১০০ ফুট উচ্চ হয়। গ্রীষ্ম ও নাতি শীতোষ্ণ মণ্ডলের গাছ। গাছের মাথায় পাখার মত পাতার গুচ্ছ হয়; নারিকেল, খেজুর, তাল, সুপারী, সাগু প্রভৃতি বহু তাল জাতীয় গাছ সুপরিচিত। সাধারণ তাল পুং ও স্ত্রী পৃথক গাছ। পুং গাছে জটা হয়, ফল হয় না। স্ত্রী গাছে চৈত্রমাসে ফুল বা মোচা ধরে; সেই সময়ে মোচার মুখ কাটিয়া তালের রস সংগ্রহ হয়। তালরস হইতে তাড়ি বা মদ্য প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া রস জ্বাল দিয়া গুড়, গুড় হইতে মিছরী হয়।...তালের পাতা হইতে হাত পাখা, বেগলোব চটা হইতে দড়ির বন্ধনী, চেয়ার ও মোড়া প্রভৃতির ছাউনী হয়। তালগাছ চিরিয়া কড়ি হয়; খড়ের ঘরের জন্য উহা ব্যবহৃত হয়।...তালফল নানাভাবে খাওয়া হয়। কচি অবস্থায় তাল শাঁস খাদ্য; শ্রাবণ ভাদ্র মাসে তাল পাকিলে রস নাড়িয়া বড়া প্রভৃতি হয়। আঁটির মধ্যে শাঁসও খাদ্য। উদ্যানের জন্য নানারকম বিলাতী তালগাছ পোঁতা হয়। এক প্রকার বামন তাল গাছ আছে। আফ্রিকায় এক প্রকার বামন তাল গাছ আছে তাহা হইতে তৈলাক্ত পদার্থ পাওয়া যায়—সাবান প্রস্তুতের জন্য প্রচুর লাগে। এ ছাড়া শাস পিশিয়া নারিকেল তেলের ন্যায় শ্বেত তেল হয়; বাতি, রেলগাড়ী চাকার তেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

তালচটা, তাল-চটক পাখী (The swallow shrike) শাখাশ্রয়ী বর্গের পাংশুবর্ণ পাখী। ৯।১০ আঙ্গুল লম্বা; পুং স্ত্রী এক বর্ণ। চঞ্চু ক্রমশঃ সরু, ঈষৎ বক্র। পুচ্ছ খাটো; কিন্তু পাখা বড়; এ কারণে অনেকক্ষণ উড়িতে পারে, ও উড়িবার কালে পোকা ধরিয়া খায়। সাধারণত তাল গাছে বাসা করে। (যোগেশ)

তালচোঁচ পাখী

চড়াই অপেক্ষা একটু বড়; রঙ্ কালচা, পিঠে ও গলায় শাদা পালক। ঘরের কড়ি বরগার ফাঁকে বাসা বাঁধে। পায়ের আঙ্গুল ছড়ানো, নখগুলি ছুঁচলো। ইহারা দলবদ্ধভাবে থাকে। ডিম বৎসরে দুইবার হয়। ইহাদের একজাত চীনদেশে দুর্গম পর্বতে মুখের লালা দিয়া বাসা বাঁধে; এই bird's nest মূল্যবান সুখাদ্য। (জগদানন্দ রায়, বাঙলার পাখী পৃঃ ৮৪)

তালপাতার পুঁথি

প্রাচীন ভারতে তালপাতার উপর পুঁথি লেখা হইত। উত্তর ভারতে লেখনীর দ্বারা লেখা হইত, দঃ ভারতে তীক্ষ্ণ ছুঁচের ন্যায় লেখনী দিয়া আঁচড় কাটাইয়া লেখা হইত,—পরে কালি মাখাইয়া পরিষ্কার কাপড় দিয়া মুছিয়া ফেলিলে কাটা জায়গার মধ্যে লেখা স্পষ্ট দেখা যাইত। তালপাতা ছাড়া ভূর্জপত্র, অগুরু পাতায় পুঁথি লেখা হইত। ১৪ শতকের প্রাচীন তালপাতা পুঁথি ভারতে পাওয়া যায়; মধ্য এসিয়ার বালুস্তূপের তলায় ৩য় ও জাপানে ৬ষ্ঠ শতকের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এ দেশে পুঁথি প্রায়ই কীটে নষ্ট করে বলিয়া বেশী প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় না। (দ্রঃ পুঁথি)

তাল বেতাল

দুইজন যক্ষের নাম। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহাদিগকে নিজ বুদ্ধির দ্বারা খুশি করিতে পারায় ইহারা তাঁহার অনুচর হয়। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে প্রাচীন গল্পের বইতে রাজার বুদ্ধি ও সাহস পরীক্ষার কথা আছে।

তালমূলী শাক, (মুষলী, ভূ-তালী, তালপত্রিকা Curculigo orchiodes) বৈদ্যক শাস্ত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে দুই প্রকার মুষলীর উল্লেখ আছে। এই ভেদ পুষ্প বর্ণঅনুসারে নহে, কন্দবর্ণঅনুসারে করা হয়। বঙ্গের সর্বত্র ছায়াযুক্ত আর্দ্র ভূমিতে শিশু তালবৃক্ষাকৃতি যে উদ্ভিদ তালমূলী নামে পরিচিত তাহা কৃষ্ণামুষলী; ইহার পুষ্প পীতবর্ণ, গন্ধহীন, ছয়দলে বিভক্ত। ইহার মূল অঙ্গুলিতুল্য স্থূল এবং ক্ষুদ্র শাখা সমন্বিত। ইহা মুষলীকন্দ নামে খ্যাত। কন্দের উপরিভাগ কৃষ্ণতাম্রবর্ণ, মধ্যভাগ শুভ্রবর্ণ। যোগেশ বাবু বলেন মাটিতে আলু হইতে জন্মে, পাতা লম্বা সরু, তালপাতার মতন।

তালাক (Divorce)

মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ ব্যাপারটা একটা Contract বা সর্ত। সর্ত পালিত না হইলে স্বামী বা স্ত্রী যে কেহ অপরকে ত্যাগ করিতে পারে। তালাকের পর উভয়ই বিবাহ করিতে পারে। (দ্রঃ ডাইভোর্স)

তালাচাবি

সিন্ধুক, পেঁটরা ও ঘরে শিকল দিয়া তালা দিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন; মিশর, ভারত, চীন সর্বত্র দেখা যায়। ১১৭৮এ ইউরোপে দোঘরা তালা আবিষ্কৃত হয়; একঘরা তালা এখনো বাজারে চলে, সেগুলি একটা পেরেক দিয়াও খোলা যায়। চাব (Chubb), হব্ ও আমিরিকার (Yale)এর তালা নূতন ধরনের। লোহার সিন্ধুকের ভিতরের তালা খুলিবার চাবীর মধ্যে অনেক প্রকার বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে। চাবিহীন তালা গুপ্ত শব্দের সংযোগে খোলা যায়; অক্ষরগুলি ঘুরাইয়া যথাস্থানে না আসিলে তালা খোলে না, এমনও তালা দেখা যায়। ভারতবর্ষে বহু লক্ষ টাকার নানা রকমের তালাচাবি কুলুপ বিদেশ হইতে আমদানী হয়। এই বিষয়ে ভারতবর্ষে দৃষ্টি দিবার প্রয়োজন।

তালীগাছ (Talipot Palm)

কাকবন্ধ্যা তাল বৃক্ষ। হঠাৎ দেখিতে তাল গাছ মনে হয় কিন্তু উহা অপেক্ষা কিছু মোটা, পাতা বৃহৎ। ৪০ বৎসর বয়সে ফুল একবার হয়—ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে জন্মে। শিবপুর বোটানিক্যাল বাগানে ১৯৩৭এ একটি গাছে ফুল ধরিয়াছিল।

তালীশ পত্র, তালীসক (Silver fur)

হিমালয়ের দেবদারু আদি বর্গের অতি উচ্চ তরু। ইহা চির-হরিৎ কদাপি পত্র বিবর্জিত হয় না; পত্র সরু, শাখার চারিদিকে হয়; পত্র মধ্য রেখার দ্বারা বিভক্ত; পত্রোদর মসৃণ। পত্র নানা ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধিদর্পণ পৃঃ ৩১৫—১৬)

তালু (The palate : the roof of the mouth)

মুখবিবরের উপরি ভাগে চক্ষু ও নাসারন্ধ্রের পিছনে কোদালের ন্যায় আকার বিশিষ্ট পাতলা অস্থি নির্মিত দুইখানি তালু-অস্থি (Palate bones) আছে। প্রত্যেক তাল্বস্থির পাতলা পত্রবৎ দুই অংশ থাকে। দীর্ঘপত্রক অস্থি অংশ নেত্রকোটরের ভিতর দিক হইতে তালুমূল পর্যন্ত প্রসারিত। ইহার ভিতর দিয়া নাড়ী ধমনী নাসিকায় প্রবেশ করিয়াছে।

তালুক (Taluk)

অযোধ্যা গুজরাট ও কাথিবাড়ের জমিদারীর নাম; তথাকার জমিদারকে তালুকদার বলে। মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ইউনিয়ন বোর্ড জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে তালুক বোর্ড বলে।

তালুমূল প্রদাহ (Tonsilities) দ্রঃ টন্‌সিল।

তাস খেলা (Playing cards)

৫২ খণ্ড চিত্রিত কাগজ লইয়া বিচিত্র খেলাকে তাসখেলা বলে। এই খেলার উৎপত্তি সম্বন্ধে সঠিক জানা যায় না; তবে আমরা যে তাসখেলা খেলি তাহা পোর্তুগীজদের দ্বারা এদেশে আনীত। চারি রকমের তাস আছে যথা—

হরতন (Dutch শব্দ Harten = Heart of hearts), ইংরেজিতে Hearts বলে। রুইতন (D Ruiten = diamond of Diamonds) ইং Diamonds; ইস্কাপন (D. Schappen = spade of spades) ইং Spades। চিড়িতন (D. Klavera) ইং Clubs। বিন্তি, পোর্তুঃ Vinte; তুরুপ, পোর্তুঃ Trumps, ইং Trump ইত্যাদি শব্দও বিদেশী।... ১৪ শতকে ফ্রান্সের, পাগলরাজা ৬ষ্ঠ চার্লসের চিত্তবিনোদনের জন্য এই খেলা আবিষ্কৃত হয় বলিয়া শোনা যায়। ইউরোপের নানা দেশে ১৪ শতকে ইহার প্রচলন হইতে দেখা যায়। অনেকের মতে ইতালীর ভেনিস নগরীতে ইহার উদ্ভব; তখন ৭৮ খানি তাসে খেলা হইত। বর্তমানে ৫২ খানি তাস; চার 'রঙে'র নাম,—ইস্কাপন হরতন, চিড়িতন, রুইতন। প্রত্যেক রঙে ১৩ তাস, যথা (১) টেক্কা (১), দুরি (২), তিরি (৩), চৌকা (৪), পঞ্জা (৫), ছক্কা (৬), সাতা (৭), আটা (৮), নহলা (৯), দশ বা দহলা (১০), গোলাম (১১) বিবি (১২), সাহেব (১৩); শেষ তিনখানি চিত্রময়। খেলা অনেক রকমের, যথা—বিন্তি, গ্রাবু, ব্রিজ, অকশান ব্রীজ, ফ্লাশ, পোকার ইত্যাদি। তাসের খেলা বলিতে তাসের বাজি বা হাত-সাফাইএর খেলা বুঝায়। যাদুকররা তাসের খেলা দেখায়। উড়িষ্যায় এক প্রকার তাস খেলা অতি প্রাচীনকালে ছিল বলিয়া জানা গিয়াছে।

তাসি লামা (Tashi Lama)

তিব্বতে ধর্মগুরু ও রাজগুরু হইতেছেন দালাই লামা; তাঁহার নিবাস লাসা মহানগরীর পোতল প্রাসাদ। ইঁহার প্রায় সমতুল্য হইতেছেন তাসি লামা। তিনি তাসিলুনপো বিহারে থাকেন। দালাই লামা হইতে ইঁহার সম্পত্তি কম। ১৯০৪এ বৃটিশ অভিযানের পর দালাই লামার অনুপস্থিতকালে ইনি ছিলেন লামাদের প্রধান গুরু।

তিউড়ী, ত্রিপুটা (Operculina turpethum ; Ipomœa কলম্বীআদি বর্গের বৃহৎ রোহিণীলতা; লতার গায়ে ডানা বা পুট আছে; পাতা বড়; ফুল বড়, শাদা, পঞ্চদল। ফল চারিকোনা, পাকিলে উপর দিকে পেটরার ঢালার মত খসিয়া যায়; বীজ কালো। মূল রেচক বলিয়া খাত। (যোগেশ) Chopra সাহেব ত্রিপুটাকে দুধকলমী বলিয়াছেন (P. 499)।

তিকুড়, তিকোড় (Curcuma angustifolia)

সংস্কৃত তবক্ষীরি। দেশী পালো বিশেষ। Chopra 480.

তিক্তরাজ গাছ (Amora rohitaka)

নিম্বাদি বর্গের গাছ। এই গাছের মাথার দিক ঝাঁকড়া; ইহার কাঠ নিম কাঠ হইতে একটু লাল। নিমের ন্যায় ইহার পাতার ধার কাটা কাটা নয়; কোমল পাতা শোঁযুক্ত। পর্ণ ৫-৭ জোড়া; ফুল ছোট, শাদা ও ত্রিদলযুক্ত। ইহার ফল পাকিলে তিনটুকরা হইয়া ফাটিয়া যায়। অমরকোষে আছে তিক্তরাজের ফুল দাড়িম্বফুলের ন্যায়। (দ্রঃ যোগেশ)। প্লীহা যকৃত ও গণ্ডসমূহ বড় হইলে ইহার ঔষধ এদেশে ব্যবহৃত হয়।

তিক্তশাক (Crataeva religiosa)

বাঙলায় বরুণ গাছও বলে। মাঝারি আকারের আছে। বাকল কোঁচকোনা। পাতা ত্রিপর্ণী, প্রায়ই শাখাগ্রে থাকে;

বৎসরের বৎসরে পাতা খসিয়া পড়ে। কাঠ পাণ্ডুর বর্ণ, শক্ত। আপীত; গ্রীষ্মকালে ফোটে। (যোগেশ)।

তিতই পাখী (The Lapwing; Sarcogrammus indicus) কুলেচর ১৬।১৭ আঙ্গুল দীর্ঘ পাখী; চঞ্চু নাতিদীর্ঘ: পদ, পক্ষ দীর্ঘ; মাথা কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ শ্বেত। চক্ষুর সম্মুখে লাল চর্ম থলি, চক্ষুর পশ্চাৎ হইতে এক শাদা ডোরা পিঠ পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঠের জলের ধারে জোড়ায় থাকে, টিট টুটিট্ ডাকে। (যোগেশ)।

তিত-পুঁটি (Barlus ticto)

পুঁটি মাছের একটি জাত। ১ হইতে ৪ ইঞ্চির মধ্যে হয়। বাঙলার এবং ভারতের প্রায় সকল নদীতে এই মাছ পাওয়া যায়। রূপালী রঙ, দুই পাশে দুটা কালো ছোপ। (দ্রঃ পুঁটি)

তিতুমীর (১৭৮২—১৮৩১)

২৪ পরগণার বাদুরিয়ার নিকট বাস। পালোয়ানী লাঠিয়ালী পেশা ছিল। হজ করিতে গিয়া 'ওহাবিয়া' (দ্রঃ) দলের সহিত মিলিত হয় ও ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু ও অন্যান্য মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু করে; সঙ্গে এক ফকির জোটে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটকে সে দাঙ্গায় হটাইয়া দেয় এবং নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করে। বাঁশের এক কেল্লা বানাইয়া তাহাতে আশ্রয় লয়। বড়লাট বেন্টিংক সৈন্য প্রেরণ করিয়া উহা ধ্বংস করেন। প্রথম ফাঁকা আওয়াজ করায় এবং কোনো লোক না মরায় ফকির বলিয়াছিল 'গোলা খা ডালা'। যুদ্ধ বাধিলে তিতুমীর গোলার দ্বারা আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ৩৫০ জন বন্দী হয়, ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। বিহারীলাল সরকার 'তিতুমীরের জীবনী' বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন

তিত্তির (Partridge)

বিষ্কির বর্গের ১৬।১৭ আঙুল দীর্ঘ পাখী। জঙ্গলের পাখী। ইহার মাংস সুখাদ্য বলিয়া লোকে শীকার করে। সাঁওতালরা সখ করিয়া খাঁচায় পোষে। গৌর তিত্তির (Grey P.) পাংশুবর্ণ, তাহাতে শাদা তিল চিহ্ন থাকে। কালো তিত্তিরের (Black P.) মাথার পাশ গলা বুক পেট কৃষ্ণবর্ণ। উত্তর ভারতে দেখা যায়। পুং তিত্তিরের পায়ে কাঁটা থাকে। আর এক জাতি হিমালয়ে দেখা যায়। ইহার মাথা খয়রা, বুক পাংশুবর্ণ। ইহারা তি-তি ডাকে। শব্দ উচ্চ। (যোগেশ ৪২৪)

তিথি

চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের কক্ষটিকে ৬০টি সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার একটি ভাগ অতিক্রম করিতে চন্দ্রের যে সময় লাগে, তাহাকে এক তিথি বলা হয়। পূর্ণিমা বা অমাবস্যার পর দিনগুলিকে প্রতিপদ, ২য়া, ৩য়া, ৪র্থী, ৫মী, ৬ষ্ঠী, ৭মী, ৮মী, ৯মী, ১০মী, ১১শী, ১২শী, ১৩শী, ১৪শী তিথি বলে। এক চান্দ্রমাসে ৩০টি তিথি থাকে। পৃথিবীর একদিন বা ২৪ ঘণ্টা এবং চন্দ্রের পরিক্রমণের একদিন সমান নহে। সূর্যদিনের ৩০টা চান্দ্রদিনের প্রায় ২৯½এর সমান। সৌরবৎসর ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় পূর্ণ হয়, চান্দ্রবৎসর শেষ হইতে ৩৫৪ দিন ৯ ঘণ্টা সময় লাগে; অর্থাৎ চান্দ্রবৎসর প্রচলিত সৌর বৎসরের তুলনায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা পিছাইয়া পড়ে। চন্দ্র ও সূর্যের গতি বৎসরের মধ্যে সর্বদা সমান তালে চলে না; ফলে তিথির পরিমাণ কখনো ৬৫ দণ্ড অর্থাৎ ২৬ ঘণ্টার বেশি (১ দণ্ড=২৪ মিনিট) এবং কখনো ৫৪ দণ্ড অর্থাৎ ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটের কম হয় না, অর্থাৎ ৬৫ ও ৫৪ দণ্ডের ভিতর থাকিয়া যায়।

আমাদের দিনের পরিমাণ ৬০ দণ্ড; সুতরাং একটি দিনে কখনো একটি তিথি, কখনো সম্পূর্ণ একটি তিথি ও আর একটি তিথির অংশ এবং কখনো একটি সম্পূর্ণ তিথি ও অপর দুই তিথির অংশ থাকিতে পারে। তিনটি তিথি একদিনে পড়িলে ত্র্যহস্পর্শ বলে। সূর্যোদয়ের সময়ে যে তিথি থাকে সমস্ত দিনটা সেই তিথি বলিয়া গণ্য হয়; এবং ক্রিয়াকর্ম ব্রত উপবাস সেই তিথির নামে চলে। তিথির ক্ষয় ও বৃদ্ধিতে কখনো ১৬ দিনে, কখনো ১৫ দিনে, এবং কখনো বা ১৪ দিনে এক পক্ষ শেষ হয়। (দ্রষ্টব্য: জগদানন্দ রায়, নক্ষত্র-চেনা ৬৬—৭০ ... 'তিথিতত্ত্বম্'—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত সংস্কৃত স্মৃতিনিবন্ধ) তিথিভেদে ব্রতাদি পালনের নিয়ম, জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির আলোচনা আছে; ইহা রঘুনন্দনের বিরাট অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের একটি খণ্ড। (হৃষীকেশ শাস্ত্রী কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

তিনিশ গাছ, স্যন্দন (Ougeinia dalbergioides)

শিম্বাদি বর্গের আরণ্যতরু। কাঠ শক্ত, ঈষৎ ইটবর্ণ; গাছ প্রায়ই বাঁকা। এই কাঠ দ্বারা রথের চাকা হয়। বসন্তকালে পাতা পড়ে; বনে একত্র অনেক জন্মে। জ্বর আমাশয় ক্ষতাদি রোগে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ যোগেশ ৪২৫; Chopra 512)

তিন্দুক, গাব গাছ, বিষ-তিন্দুক। কুঁচলে, কুঁচুলিয়া।

তিপু সুলতান (Tipoo Sultan জঃ ১৭৪৯ রাজা ১৭৮২, মৃ ১৭৯৯) মহীশূর রাজ্যাপহারক হায়দার আলির পুত্র। ১৭৮২ অব্দে হায়দারের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন; তখন ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙলার তথা ভারতের ঈঃ ইঃ কোম্পানীর গভর্নর-জেনারেল। হেস্টিংস ১৭৮৩এ তিপুর রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু বেদনুর নামক স্থানে ইংরেজ সৈন্যদল পাঁচ মাস অবরুদ্ধ থাকিবার পর সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। মঙ্গলুরের সন্ধিতে পরস্পরের অধিকৃত রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়। ১৭৮৯এ তিপু ইংরেজদের মিত্র ত্রিবঙ্কুরকে আক্রমণ করিলে

কর্নওয়ালিস, নিজাম ও মারাঠাদের লইয়া মহীশূর আক্রমণ করেন; তিপু পরাভূত হইয়া সেরিঙ্গপটমে সন্ধি (১৭৯২) করেন। তদনুসারে রাজ্যের অর্ধাংশ ও ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ও জামীনস্বরূপ দুই পুত্রকে ইংরেজের হাতে দিতে বাধ্য হইলেন। ১৭৯৯এ তিপু ফরাসীদের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন জানিতে পারিয়া লর্ড ওয়েলসলি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। যুদ্ধে তিপু পরাভূত ও নিহত হন। অতঃপর তাঁহার রাজ্যের কিয়দংশ নিজাম ও ইংরেজের মধ্যে ভাগাভাগী হয়, মধ্যাংশ প্রাচীন হিন্দুরাজবংশকে প্রত্যর্পণ করা হয়। তিপুর বংশধরগণকে বন্দীভাবে কলিকাতায় আনা হয়।

তিমি (Whale)

তিমিকে মাছ বলা হয়; কিন্তু যথার্থ ইহা মাছ নহে, ইহা স্তন্যপায়ী সমুদ্রবাসী বৃহদাকার প্রাণী; হস্ত ছোট হইয়া ডানা এবং পদ প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। প্রায় সকল সাগরেই ইহাদের দেখা যায়। ছাতি ফুলাইয়া নিশ্বাস লইয়া জলের নীচে বহুক্ষণ থাকিতে পারে। যখন জলের উপর ওঠে, তখন ভিতরের শ্বাস ছাড়ে ও উহা জলীয় হইয়া ফোয়ারার মতো দেখায়। তিমি বহু জাতের আছে, ৪ ফুট হইতে ১০০ ফুট দীর্ঘ পর্যন্ত। ইহাদের গায়ে আঁশ হয় না; স্তন্যপায়ী জন্তুর ন্যায় শাবকাদি হয়। ইহারা হিংস্র। তিমির হাড় বা whale bone নামে দীর্ঘ চোয়াল সকল জাতের থাকে না। হাড়, তেল, দাঁত প্রভৃতির জন্য তিমি বধ করা হয়। ইহার চর্বি সাবান, বাতি, মার্গারিন্ ও লুব্রিকান্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়; হাড় মেমদের করসেট বা পোশাকে এবং বুরুশের ব্যবসায়ে লাগে; রান্না মাংস পশুর খাদ্য; অন্যান্য অংশ ভাল সার। ইহার অম্বর (দ্রঃ) সুগন্ধি প্রস্তুতে লাগে। সাধারণত উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুতে তিমি শিকার হয়। নরওজেনরা এই শিকারে ওস্তাদ। এই প্রাণী বহু শাবক প্রসব করে না; শিকারের ফলে ইহাদের লুপ্ত হইবার ভয় আছে।

তিমি নক্ষত্রমণ্ডল (Cetus) (দ্রঃ সিটাস্)

তিয়র জাতি

সংস্কৃত শাস্ত্র মতে তীবর জাতি ক্ষত্রিয় ও রাজপুত্রী হইতে সঙ্কর বর্ণ। ২৪ পরগণার ধীবর জাতি তিয়র। বাঙলায় ইহারা ক্ষয়িষ্ণু। ১৯১১এ ২·১৫ লক্ষ; ১৯২১এ ১·৭৫ লক্ষ। ১৯৩১এ ৯৬ হাজারে দাঁড়াইয়াছিল।

তিয়র মাছ (Narcine timbi)

সমুদ্রের বিজলি মাছ; গোলাকার দেহ, প্রায় ১ হাত; পুচ্ছ দীর্ঘ। কাঁধের পাখনার কাছে বৈদ্যুতিক অঙ্গ আছে; এই হেতু ধরিতে গেলে বিক্ষোভ হয়; সহজে কেহ ধরিতে চায় না। (যোগেশ ৪২৫)

তিরুবল্লুবর (Tiruvalluar)

তামিল আদি কবি; ইহার নামের অর্থ বল্লুব জাতির ভক্ত। জনপ্রবাদ ছাড়া ইহার সম্বন্ধে কোন ইতিহাস জানা যায় না; খৃস্টীয় ১ম হইতে ২য় শতকের মধ্যে কোন সময়ে মাদ্রাজের অন্তঃপাতী ময়লাপুরে তিনি বাস করিতেন; এলেলা সিংগন নামে এক ধনী তাঁহার বন্ধু ছিল। জনপ্রবাদ যে তাঁহার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ ও মাতা পারিহা রমনী। তিনি ময়লাপুরে তাঁতের কাজ করিতেন ও বাসুকি নামে পত্নীর বিয়োগের পর সংসার ত্যাগ করেন। ইহার কবিতাগুচ্ছ 'কুরল' নামে খ্যাত। ন্যায়, রাজনীতি প্রেম ও আশীর্বাদ, এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। ইংরেজিতে পোপ (G. U. Pope) সাহেবের অনুবাদ বহুকাল সুপরিচিত ছিল। ফরাসীতে একাধিক বার তর্জমা হইয়াছে। V. V. S. Aiyar-এর অনুবাদ আধুনিক (১৯১৬)। বাংলায় শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল কুরল্-এর অনুবাদ করিয়াছেন; সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাবলী, ৮৭।

তির্যক (Oblique)

এক নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে কোন নির্দিষ্ট সরল রেখা পর্যন্ত যতগুলি সরল রেখা টানা যায়, উহার মধ্যে একমাত্র লম্বরেখাটি বাদে প্রত্যেকটিকেই তির্যক বলে।

তির্যক অভিক্ষেপ (Oblique projection)

জ্যামিতিক সংজ্ঞা (দ্রঃ অভিক্ষেপ)।

তির্যক সাধারণ স্পর্শক (Transverse common tangent)

জ্যাঃ সংজ্ঞা। (দ্রঃ সাধারণ স্পর্শক)

তিল (Sesamum)

কৃষ্ণ, শ্বেত ও রক্ত ভেদে তিল তিন প্রকার; এ ছাড়া এক প্রকার বন্য তিল বৈদ্যক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। তিল বপনের সময় বন্যার পূর্বে ও শীতে শরতে ও বসন্তে যথাক্রমে কাটা যায়। রক্ত তিল রাম তিল নামে পরিচিত; কৃষ্ণ তিল উত্তম। রক্ত তিলের ক্ষুপ কৃষ্ণ তিলের মত--কেবল ইহার ক্ষুপ উচ্চতর; পত্র বৃহত্তর এবং পুষ্পেরও কিঞ্চিৎ বর্ণ বিচিত্রতা আছে। শ্বেত তিলের আবাদ কম। কৃষ্ণ তিলে শতকরা ৪৫%, রক্ত তিলে ৩৫% তৈল থাকে। তিল বীজ তিনবার পেশাই হয়—শেষবার তপ্ত করিয়া। তিল নানা ভাবে মানুষের খাদ্য। তিল তৈল পশ্চিম ভারতে রান্নায় ব্যবহৃত হয়। তিল আয়ুর্বেদে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। তৈল স্নিগ্ধকর। হিন্দুদের শ্রাদ্ধে তিল অর্পিত হয়। ভারতে ১৯৩৪-৩৫এ ৫২ লক্ষ একর জমিতে তিল চাষ হয় ও ৪ লক্ষ টন্ উৎপন্ন হয়। শতকরা ১০% রপ্তানী হয়—অবশিষ্ট দেশে ব্যবহৃত হয়। বর্মায় ১৬ লক্ষ একর, বাঙলায় ১·৬ লক্ষ একর চাস হইয়াছিল।

তিলক (চিহ্ন)

হিন্দুদের নানা বর্ণের মধ্যে স্নানাদি অন্তে পূজায় বসিবার পূর্বে দেহের দ্বাদশ স্থানে তিলক লাগাইতে হয়, যথা কপাল, কণ্ঠ, দুই বাহু, বক্ষ, নাভি পার্শ্বদ্বয়, কর্ণদ্বয়, মস্তক, পৃষ্ঠ। স্নানের পর মৃত্তিকার ও হোমের পর ঘৃতাক্ত ভস্মের তিলক পরা বিধেয়। প্রত্যেক বর্ণ, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চিহ্ন পৃথক। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব কপালে দুই উর্দ্ধরেখা (উর্দ্ধ পুণ্ড্র), ক্ষত্রিয় শাক্ত ও শৈবেরা ত্রিপুণ্ড্র (তিনটি উর্দ্ধ রেখা), বৈশ্য অর্ধচন্দ্র, শূদ্র বর্তুলাকার তিলক ধারণ করে।

তিলক, বালগঙ্গাধর (১৮৫৬—১৯২০)

রাজনীতিজ্ঞ ও বৈদিক পণ্ডিত। মহারাষ্ট্র দেশে রত্নগিরি জন্মস্থান; পিতা গঙ্গাধর রামচন্দ্র। ১৮৭৬এ বালগঙ্গাধর ডেকান কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করেন ও ১৮৭৯ আইনে উপাধি পান। পুনায় এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতে 'মারাঠা' ও মারাঠিতে 'কেশরী' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকায় কোলহাপুরের রাজ্য সম্বন্ধে সমালোচনার ফলে ৪ মাস কয়েদ হয়। ১৮৮৪ দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি স্থাপন ও ফার্গুসন কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা। ১৮৯৬এ বোম্বাইতে প্রথম প্লেগ দেখা দেয়; ১৮৯৭এ তিলক শিবাজী-উৎসব প্রবর্তন করেন। এমন সময়ে পুনার প্লেগ অফিসার র‍্যান্ড এক আততায়ীর হস্তে নিহত হয়; এই হত্যার জন্য তিলককে পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয় এবং রাজদ্রোহ অপরাধে তাঁহার দণ্ড হয়। ১৯০৭এ কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী দল গঠন করেন ও তাহারই ফলে সুরাট কংগ্রেস ভাঙিয়া যায়। ১৯০৮এ মজফেরপুরের কেনেডি নামে এক ইংরেজের হত্যা সম্বন্ধে সমালোচনা রাজদ্রোহাত্মক অজুহাতে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯১৪এ মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর তাঁহার উপর বহু নির্যাতন চলে। ১৯১৮ তিনি বিলাত যাত্রা করিতে চান, কিন্তু গভর্নমেণ্ট পাসপোর্ট দেন নাই। পরে নিষেধ প্রত্যাহৃত হইলে তিনি বিলাত গিয়া Valentine Chirolএর নামে মানহানির মোকদ্দমা করেন। চিরোল Indian Unrest নামক গ্রন্থে তিলক সম্বন্ধে বহু মানহানিকর উক্তি করিয়াছিলেন। মোকদ্দমায় তিলক হারিয়া যান। ১৯২০, ৩১ জুলাই মৃত্যু হয়। ইনি মহাপণ্ডিত ছিলেন; কারাগার বাসকালে The Arctic Home in the Vedas গ্রন্থ লিখিয়া দেখান যে আর্যদের আদি নিবাস উত্তর মেরুতে ছিল; Orion গ্রন্থও বৈদিক গবেষণা পূর্ণ। তাঁহার রচিত গীতার ভাষ্য বিখ্যাত। মারাঠি হইতে এই গ্রন্থ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন।

তিলি ও তেলি (বাংলার জাতি বা বর্ণ)

তিলি ও তেলি পৃথক জাতি। তিলিরা সাধারণ ব্যবসায়ী। তেলিরা তৈলের ব্যবসা করে। বাংলায় তেলি ও তিলির সংখ্যা প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ। তেলিরা নবশাখার অন্তর্গত। একাদশ তেলি, দ্বাদশ তেলি, তুঁষকোটা, তাকফেরা, সপ্তগ্রামী, সুবর্ণগ্রামী, বেতনাই, মেচো প্রভৃতি বহু শাখায় বিভক্ত। পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি নিষেধ।

তিলোত্তমা

পৌরাণিক নারী। সুন্দ, উপসুন্দ নামে অসুরদ্বয় বিনাশ করিবার জন্য বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্মা বিশ্বের যাবতীয় উত্তম বস্তুর তিল তিল লইয়া এক অপরূপ সুন্দরী নারী সৃষ্টি করেন; সেই জন্য ইহার নাম হয় তিলোত্তমা। এই নারী সুন্দ উপসুন্দের নিকট আসিলে উভয়ে ইহাকে লাভের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় ও উভয়েই মারা পড়ে।···এই বিষয় অবলম্বন করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য' রচনা করেন (১৮৬০)। ইহার পাণ্ডুলিপি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উপহার দেন। ইহা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।···দামোদর মুখোপাধ্যায় লিখিত 'তিলোত্তমা' নামে উপন্যাস আছে। ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র উপসংহার সদৃশ; গ্রন্থের অন্যতম নায়িকা তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করিয়া রচিত।

তিসি, মসিনা, অতসী (Linseed)

শীতকালের ফসল; ফুল পঞ্চদল, নীল বর্ণ। তেলের জন্য এদেশে আবাদ হয়। কিন্তু ইহার ছাল হইতে পূর্বকালে এক প্রকার ক্ষৌমবস্ত্র (linen) প্রস্তুত হইত। সুত্রকে flax বলে। এদেশে তাহা তৈয়ারী হয় না। মসিনার বীজ হইতে ৩০% তৈল পাওয়া যায়; খাঁটি তেল জলের মত রঙ। পীতবর্ণ তেলে ভেজাল আছে। তিসির তেল রঙের কাজে লাগে। খৈল পশুখাদ্য ও সার। পৃথিবীতে প্রায় ৪০ লক্ষ টন্ তিসি উৎপন্ন হয়, তাহার অর্ধেক আর্জেণ্টিনায় হয়। ভারত, রুশ, কানাডা মার্কিনদেশে অপরার্ধ হয়। ভারতে ১৯৩২-৩৩এ ২১·৬০ লক্ষ একার জমিতে তিসি বোনা হয়। বাঙলায় মাত্র ১·২৪ লক্ষ একারে চাষ হয়। ভারতের তিসি সর্বোৎকৃষ্ট।

তীরধনুক (Arrow and Bow)

মানুষের আদিমতম শস্ত্র। দ্রঃ ধনুর্বিদ্যা।

তীর (Bank) ভৌগোলিক সংজ্ঞা।

নদীর উভয় পার্শ্বকে তীর বলে। নদী যে দিকে বহিয়া যাইতেছে সেই দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইলে দক্ষিণ হস্তের দিককে দক্ষিণ তট ও বাম হস্তের দিককে বাম তট বলে। উজান যাইবার সময় ঐ সংজ্ঞার বদল হয় না।

তীর্থ

(১) নদীর যে স্থানে 'তরণ' বা পার হওয়া যায় তাহাকে তীর্থ বুঝাইত। ধার্মিক মহাত্মারা যেসব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যময় স্থানে সাধন করিতেন, তাহাই কালে ভক্তদের তীর্থস্থান হইয়াছিল। সকল ধর্মেই তীর্থ আছে। হিন্দুদের নানা সম্প্রদায়ের অসংখ্য তীর্থ। তাছাড়া গ্রাম্য তীর্থস্থানের অন্ত নাই। তীর্থস্থানগুলি ধর্ম প্রচারের স্থান ছিল ; ইহার জন্য এক সম্প্রদায়ের তীর্থস্থানে অন্য সম্প্রদায়ের লোক নিজ সম্প্রদায়ের কেন্দ্র বা তীর্থ করার চেষ্টা করিত। সাধারণত প্রধান ৭টি তীর্থ বলা হয়, যথা অযোধ্যা, মথুরা, গয়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, পুরী, দ্বারাবতী। বরাহপুরাণ মতে বিশ্রান্ত, শৌকর, নৈমিষ, প্রয়াগ, পুষ্কর এই পঞ্চতীর্থ সবপাপ নাশক। অন্যমতে হিন্দুদের প্রধান তীর্থস্থান হরিদ্বার, পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, কাশী। এই কয় স্থান ভ্রমণ করিলে, সমগ্র ভারতকে দেখা হইত। বহু বৌদ্ধ তীর্থস্থল হিন্দু তীর্থ হইয়াছে যেমন গয়া, পুরী।...বাঙলায় মধ্যে বড় তীর্থ স্থান নাই, সবই বাঙলার বাহিরে। ফলে প্রতি বৎসর তীর্থযাত্রীরা এদেশ হইতে গিয়া অন্য প্রদেশে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়া আসে। পূর্বে লোকে পায়ে হাঁটিয়া তীর্থ দর্শন করিত, বর্তমানে ট্রেন, মোটর এমনকি এরোপ্লেন যোগেও যায় ; পূর্বে পায়ে হাঁটিয়া দেশকে যেমন নিবিড় ভাবে দেখা যাইত এখন তাহা সম্ভব হয় না।

(২) যাহাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞান সমুদ্রে নামিতে হয়, এই অর্থে গুরু বা শিক্ষককে তীর্থ বলে। যেমন কাব্যতীর্থ, অর্থাৎ কাব্যের গুরু। (৩) শঙ্করাচার্য প্রবর্তিত দশনামী (দ্র) সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত একটি দলের উপাধি। (৪) 'তীর্থ সলিল,' 'তীর্থরেণু' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত কাব্যগ্রন্থ। ইহা বিদেশী ও প্রাচীন ভাষার কবিতার বাঙলা ছন্দে অনুবাদ-সংগ্রহ।

তীর্থংকর

জৈন পুরাণানুসারে 'জৈন' ধর্মর প্রকৃত প্রবর্তক পার্শ্বনাথ। মহাবীরের পূর্বে ২৩জন তীর্থংকর বা 'সংসার অর্ণব তারক' ধর্মোপদেষ্টা এই ধর্ম প্রচার করেন। প্রথম তীর্থংকর ঋষভ বৈদিক যুগের লোক ছিলেন। তীর্থংকরদের সংখ্যা ২৪, মহাবীর শেষ তীর্থংকর।

তীর্থংকরদের নাম

১। ঋষভ, বৃষভ ২। অজিত ৩। শম্ভব ৪। অভিনন্দন ৫। সুমতি ৬। পদ্মপ্রভ ৭। সুপার্শ্ব ৮। চন্দ্রপ্রভ ৯। সুবিধি বা পুষ্পদন্ত ১০। শীতল ১১; শ্রেয়াংশ ১২। বসুপূজ্য ১৩। বিমল ১৪। অনন্ত ১৫। ধর্ম ১৬। শান্তি ১৭। কুন্থু ১৮। অর ১৯। মল্লী ২০। সুব্রত ২১। নমী ২২। নেমী ২৩। পার্শ্ব ২৪। বর্দ্ধমান।

তুকান পাখী (Toucan)

দঃ আমেরিকার পাখী। ইহাদের অনেক জাত আছে ; সকলেরই ঠোঁট অস্বাভাবিকরূপে বড় ; ইহাদের গায়ের পালক বহু বর্ণে চিত্রিত। ইহারা বৃক্ষচর, ফলমূলাদি ভোজী ; তবে বাসা করে মাটির মধ্যে গর্তে। আকার ৬—৮ ইঞ্চি।

তুকারাম, তুকোবা (১৬০৮—৫৯)

মহারাষ্ট্রদেশীয় সাহিত্যিক ও কবি। পুনার নিকট দেহুগ্রামের বণিক পুত্র, অন্যমতে শূদ্র বংশে জন্ম। শিবাজী ইঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তুকারামের গীতকে 'অভঙ্গ' বলে। ইনি শ্রীকৃষ্ণকে বিঠ্ঠল বা বিঠোবা নামে আরাধনা করিতেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই প্রবাস' গ্রন্থে বহু অভঙ্গের অনুবাদ আছে। (দ্রঃ যোগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত তুকারাম চরিত)।

তুগরল খাঁ, মুঘিসউদ্দীন

বাংলার শাসনকর্তা সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-৮৭) ইঁহাকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তুগরল পূর্বে দাস ছিলেন ; নিজ প্রতিভাবলে রাজসরকারে নানা কাজে নিযুক্ত থাকিয়া সুলতানের প্রিয়পাত্র হন। বঙ্গদেশের শাসনকর্তা-রূপে (১২৭৬-৮২) কিছুকাল থাকিবার পর তিনি বিদ্রোহী হন ও বলবনপ্রেরিত সৈন্যদলকে দুইবার পরাভূত করেন। অতঃপর বৃদ্ধ বয়সে বলবন স্বয়ং বঙ্গদেশে আসেন ও তুগরলকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর বলবন তাঁহার পুত্র বগরা খাঁকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

তুগলক বংশ

দিল্লীর বাদশাহ বংশ (১৩২০-১৪১৩) খালজিদের পর। ১ম বাদশাহ গিয়াসউদ্দীন তুগলকশাহ কারানিয়া তুর্কী বংশীয়। মার্কোপোলোর মতে ইহারা মিশ্রজাতি, তুর্কী পিতা ও ভারতীয় মাতার সন্তান। এইবংশে নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। ১। গিয়াসউদ্দীন (১৩২০-২৫)। ২। মহম্মদ তুগলক (১৩২৫-৫১)। ৩। ফিরুজশাহ (১৩৫১-৮৮)। ৪। গিয়াসউদ্দীন ২য় (১৩৮৮-৮৯)। নিহত হন। ৫। আবুবকর ১৩৯০ সিংহাসনচ্যুত। ৬। মহম্মদশাহ ১৩৯০-৯৪। ৭। আলাউদ্দীন সিকন্দর ১৩৯৪। ৮। মামুদশাহ (১৩৯৪-১৪১৩)। ইহার সময়ে তৈমুর লঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন (১৩৯৮)। ইহার পর সৈয়দ বংশ দিল্লীর বাদশাহ হন।

তুঁত, তুৎ (Mulbery)

কৃষিজাত ক্ষুদ্র ক্ষুপ (Morus indica)। পাতা একোত্তর, ত্রিপর্ণী ; গুচ্ছবদ্ধ ফল হয়। ফল অম্লমধুর, শীতকালে পাকে। ইহা মনুষ্যখাদ্য। পারস্যে কৃষ্ণ তুঁতের গাছ বহু প্রাচীনকাল হইতে চাষ হইতেছে। চীন দেশজ শ্বেত তুঁত গাছের পাতা রেশমকীটের খাদ্য। রেশমগুটি ও এই গাছ বোধহয় একই

সময়ে এদেশে আসে। ইউরোপে মধ্যযুগে যায়। জাপান, চীন, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে আরএক জাতের তুঁতগাছ পাওয়া যায় যাহা হইতে India Paper তৈরী হয়। উত্তর আমেরিকায় লাল তুঁত গাছ ৪০-৭০ ফুট উচ্চ; ভাল কাঠ হয়। বাগানে এই গাছ থাকিলে অনেক পাখী ফলের লোভে আসিয়া জোটে

তুতানখামেন (Tutankhamen)

মিশরের ১৮শ বংশের রাজা; বিখ্যাত সূর্য-উপাসক ফেরোয়া আখেনাতেনের জামাতা; বোধ হয় তুতানখামেন ৩য় আমেন-হোতপের পুত্র। খ্রী পূঃ ১৪ শতকে ইনি রাজত্ব করিতেন। ১৯২২এ লর্ড কার্নরভন (Lord Carnorvon) নামে ইংরেজের তত্ত্বাবধানে এই রাজার কবর খনন করিয়া সেই সময়কার বহু আসবাবপত্র, সামগ্রী পাওয়া গিয়াছিল। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার এমন উপকরণ ইতিপূর্বে আবিষ্কৃত হয় নাই।

তুতী পাখী (Rose finch)

শাখাশ্রয়ী, ৭।৮ আঙুল দীর্ঘ পাখী; মাথা গলা বুক গোলাপী, পিঠ খয়রা, বসন্তকালে রক্তবর্ণ হয়। শীতকালে এদেশে আসে; লোকে পোষে। তুঁত ফল খাদ্য। (যোগেশ)

তুঁতে, তুঁতি, তুথ (Bluestone B. vitriol)

তামার গায়ে অক্সিজেন লাগিলে যে এক প্রকার রস জমিয়া নীলবর্ণ হয় তাহাকে তুঁতে বলে। জলের সহিত মিশাইলে উহা স্ফটিকাকৃতি হয়। এই স্ফটিকাকৃতি তুঁতে জলে ফুটাইলে ও জলটাকে উবাইয়া দিলে copper sulphate নামে শ্বেত চূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিড তাম্রের সহিত মিশ্রিত করিলে যে যৌগিক হয় তাহাকে তুঁতে বলে। আয়ুর্বেদীয় ও এলোপ্যাথী চিকিৎসায় ইহার ব্যবহার আছে। ধুতুরা, কুঁচিলা, আফিম প্রভৃতি বিষ খাইলে তুঁতের জল খাওয়াইলে বিষ বমন হইয়া যায়।

তুন কাঠ (The Toon, Indian Mahogany, Cedrela Toona; Moulmein cedar) নন্দী বৃক্ষ, মহানিম। নিম্বাদিবর্গের উচ্চতর ৫০।৮০ ফুট পর্যন্ত হয়। পূর্ববঙ্গ ছাড়া ভারতের অনেক স্থলেই জন্মে। গাছের ফুল শাদা, ছোট। বীজ চেপটা। কাঠ কোমল, লাল; পাকা কাঠ মেহগনির মতন; কিন্তু আঁশ মোটা; সহজে উই ধরে না। এই কাঠে ভাল আসবাব পত্র হয়। ছাল ও বীজচূর্ণ দেশীয় চিকিৎসার ঔষধ। ফুল হইতে রঙ পাওয়া যায়। (Watt 290; যোগেশ ৪৩২; Chopra 478)

তুন্দ্রা, টুনড্রা (Tundra)

এসিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার আর্কটিক তটবর্তী অতি শীতল ভূভাগকে তুন্দ্রা বা তুষার মরু বলে। এখানে প্রয় ৯ মাস প্রচণ্ড শীত; অল্পস্থায়ী গ্রীষ্মকালও যথেষ্ট ঠাণ্ডা। শীতকালে জল মাটি সব জমিয়া বরফ হয়; গ্রীষ্মকালে উপরের বরফ ২।৩ ফুট গলিয়া যায়, কিন্তু নিম্নভাগ বারোমাস জমিয়া কঠিন হইয়াই থাকে। বৃষ্টিপাত সামান্য, তুষারপাতই অধিক হয়। গ্রীষ্মকালে বরফ গলিলে দেশ জলা ভূমিতে পরিণত হয়; ঐ সময়ে শৈবাল, লিচেন্ প্রভৃতি স্বল্পকালস্থায়ী উদ্ভিদ জন্মে। ইহা খাইয়া বল্গা হরিণ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। এই অঞ্চলে এস্কিমো, সামোয়াদ, তুংগুস (Tungus) প্রভৃতি যাযাবর জাতি বাস করে। বল্গা-টানা স্লেজ এখানকার যান; কুকুরের গাড়ীও চলে। এখানকার হিংস্র প্রাণী শ্বেতভালুক, নেকড়ে, শেয়াল প্রভৃতি; সিন্ধু ঘোটক সমুদ্রতটে দেখা যায়।

তুফান

আরবী শব্দ। চীনা তাই-ফুন (Typhoon) হইতে হইয়াছে। ইহা একপ্রকার ঘূর্ণিবাত্যা, ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক মাসে চীন সাগরে ওঠে। (দ্রঃ টাইফুন)

তুবড়ি

আগুনের বাজি। মাটির ভাঁড়ে বারুদ ও লোহার চূর প্রভৃতি বা আলুমিনিয়ামের গুঁড়া ভরিয়া দিয়া মুখে পলিতাতে আগুন দিলে স্ফুলিঙ্গ আকারে বহু উঁচুতে ওঠে। কালীপূজা বা দীপালি, বিবাহাদি উৎসবে 'বাজি পুড়ানোর' সময়ে তুবড়ি ফুটানো হয়। সাপুড়েরা যে বাঁশি বাজাইয়া সাপ খেলায় তাহাকে তুবড়ি বলে। "বাদ্যের নিম্নদেশে সছিদ্র দুইটি নল পরস্পর সম সূত্রপাতে সংযুক্ত এবং উপরিভাগে বায়ুকোষের উদ্দেশ্যসাধক একটি তিক্ত অলাবুকোষ সংযোজিত থাকে। তার উপরিভাগ ঈষৎবক্র নলাকার; তাতে একটি ছিদ্র থাকে। ঐ রন্ধ্রে ফুঁ দিতে হয়। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত প্রাচীন দেশে এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল।" জ্ঞানেন্দ্রমোহন ৯৯৭।

তুম্বুরু গাছ (Zanthoxylum alatum)

নারাঙ্গাদি বর্গের ছোট তরু। কাঠ শাদা; পাতা অভিমুখী; পাতার বোঁটায় পাখা আছে। পাতায় তীব্র গন্ধ ও আস্বাদ। ফুল ছোট পীতবর্ণ; পুং স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। ফল পাকিলে ফাটিয়া যায়। ইহা 'নেপালী ধনিয়া' নামে বাজারে বিক্রয় হয়। শূলঘ্ন বলিয়া ঔষধে লাগে। ইহার মধ্য হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ইহা দুর্গন্ধ পচন নিবারক ও সংক্রামক দোষঘ্ন। হিমালয়, দার্জিলিঙ, খাশি পাহাড়ে জন্মে। (দ্রঃ যোগেশ; Chopra 589)

তুরবক (Cynocardia odorata)

বাঙলা, হিন্দী ও পারস্য ভাষায় চালমুগরা (দ্রঃ) নামে প্রসিদ্ধ। বর্মা, মালয়, সিকিম, খাশি পর্বতে পাওয়া যায়। বীজ ও তৈল কুষ্ঠ রোগের ঔষধ।

তরী মাছ (Mastacembelus pancalus)

The smaller spiny Eel ; দ্রষ্টব্য পাঁকাল মাছ।

তুর্কী (Turki), তুরস্ক

বর্তমানে তুর্কী বলিলে এশিয়ামাইনর বা তুরস্ক এবং ইস্তাম্বুল প্রভৃতি স্থানের অধিবাসী বুঝায়। কিন্তু চিরদিন তুর্কীরা এখানকার বাসিন্দা নহে। ইহারা এককালে মধ্য এশিয়ায় বহু উপজাতিতে বিভক্ত ছিল। বারোটি শাখায় বিভক্ত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহাদের একটি শাখার নাম (Uigur) উইগুর ; ইহারা ৮ম শতকে বৌদ্ধ হয়। পারস্য ভেদ করিয়া আরবরা ইহাদের দেশ আক্রমণ করিলে ঐসব যাযাবর জাতি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। কালে তুর্কীরা আরব সাম্রাজ্যে শ্রমিক, দাস, সৈনিক রূপে যথাক্রমে প্রবেশ করিতে থাকে। আরবরা বিলাসী হইয়া পড়িলে খলীফার সাম্রাজ্যের সমস্ত দায়িত্বপূর্ণ কাযের নেতৃত্ব ইহাদের হস্তে আসিয়া পড়ে ; ক্রমে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নানাস্থানে স্বাধীনভাবে রাজ্য স্থাপন করে। এই সকল জাতির একটি শাখা গজনীতে, অপর একটি শাখা ঘোরে রাজ্য গড়িয়াছিল। সেলজুক নামে তুর্কীরা পশ্চিম এশিয়ায় প্রবেশ করে, তাহাদের অন্যতম নেতা সালহউদ্দীনের (saladin) সময় জেহাদের যুদ্ধ হয়। সেলজুকদের পতনের পর ওসমানলিরা (ottomon) এশিয়ায় মাইনরে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হইয়া উঠে ও ১৫ শতকে গ্রীক সামাজ্য ধ্বংস করিয়া কনস্টান্টিনোপলে রাজধানী স্থাপন করে। মুগলদের সহিত তুর্কদের বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না ; মধ্য এশিয়ার অনির্দিষ্টসীমা তৃণভূমিতে যেসব জাতি বাস করিত, ইহারা তাহাদেরই অন্যতম। মুগলরা তুর্কী ভাষাভাষী ছিল ; বাবর তাঁহার আত্মজীবনী তুর্কী ভাষায় রচনা করেন। পারস্য ও তৎপূর্ব দেশের তুর্কীরা কালে পারসিক ভাষা রাজভাষা রূপে গ্রহণ করে ; কিন্তু ওসমানলি বা উস্‌মানী তুর্কীরা পঃ এশিয়া ও ইউরোপে তুর্কী ভাষার ব্যবহার রাখে। তুর্কী লিপি আরবী লিপির সামান্য রূপান্তর মাত্র ; বর্তমানে তুর্কী ভাষা রোমান লিপিতে লিখিত হইতেছে। (দ্রঃ তুরস্ক, ভূ-কোষ)

তুলসীদাস গোস্বামী (১৫২৪—১৬৮০)

হিন্দী কবি ও সাধক। ইনি আকবর বাদশাহের সমকালীন ; যুক্তপ্রদেশের বাঁদা জিলার রাজাপুর গ্রামে জন্ম। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পিতার নাম আত্মারাম দ্বিবেদী। শোনা যায় তিনি স্ত্রীর প্রেমে অত্যন্ত আকৃষ্ট ছিলেন ; পরে এক সময়ে পত্নীর দ্বারা মৃদু তিরস্কার পাইয়া ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হন ; তৎপরে তিনি গৃহত্যাগী হন। তুলসী 'রামমানস চরিত' নাম রামায়ণ রচনা করেন। হিন্দী ভাষীদের ইহা অতি প্রিয় গ্রন্থ। ইংরাজিতে গ্রাউস্ ও বাঙলায় সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তকৃত অনুবাদ আছে। এ ছাড়াও তাঁহার দোহাবলী আছে।

তুলসী গাছ (Ocimum sanctum)

প্রসিদ্ধ ক্ষুপ। সংস্কৃত আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে বহু জাতের উল্লিখিত আছে। সাধারণ তুলসী বিষ্ণু মন্দিরে ও বৈষ্ণব গৃহস্থের বাড়ীতে রোপিত হয়। এই গাছের মোটা, গোড়া কুঁদিয়া তুলসীর মালা তৈয়ারী হয়। মঞ্জরী লম্বা। আয়ুর্বেদে ও গ্রাম্য চিকিৎসায় প্রচুর ব্যবহার হয়। কৃষ্ণ-তুলসী তুলসী জাতীয় গাছ ; ইহার ফুল আরক্ত, ডাঁটা কৃষ্ণরক্ত, পাতা সুগন্ধ। বাবই তুলসীর (O. basilicum) ফুল শাদা, ডাঁটা সবুজ, গাছ সুগন্ধ ; কোন কোন স্থানে ইহাকে দুলাল তুলসী বলে। রাম তুলসী (O. gratissimum) ; এই গাছ বাগানে লাগানো হয় ; সুগন্ধ, ফুল শাদা, আপীত। (দ্রঃ যোগেশ ; বৈদ্যকশব্দসিন্ধু)

তুলসী বিবাহ

কার্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে বালকৃষ্ণের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়।

তুলা (Cotton)

কার্পাস, শিমুল, আকন্দ গাছের ফলের মধ্যে বীজকে ঘিরিয়া বা আশ্রয় করিয়া যে আঁশাল পদার্থ থাকে তাহাকে তুলা বলে। কার্পাস তুলা দ্বিবিধ বর্ষায় গাছ ও স্থায়ী বৃক্ষ। (কার্পাস দ্রঃ) শিমুল তুলার বালিশ কর্ণরোগে উপকারী। এখন ইহা হইতে সুতা হইতেছে। অব্যবহার্য তুলা রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা গলাইয়া উহা হইতে পুনরায় কৃত্রিম সুতা বাহির করা হইতেছে।

তুলাদান

তুলাদণ্ডে কাহাকে বসাইয়া ওজনের দিকে স্বর্ণাদি দিয়া তাহা দান করা হয়। রাজা, মহাপুরুষ, দাতারা এইরূপ করিয়া থাকেন।

তুলাব্রত

হিন্দুদের একটি ব্রত ; পুণ্যলাভের জন্য বা পাপক্ষয়ের জন্য নিজ দেহের ওজনের সমতুল্য নানাবিধ ধাতু দান করাকে তুলাব্রত বা তুলট বলে। এক এক প্রকার ধাতু দান করিলে এক এক জাতীয় পুণ্য হয় ; দানের ধাতু ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য ছিল।

তুলা রাশি

সংস্কৃত তুলা ও গ্রীক লিব্রার অর্থ ওজন, দাড়িপাল্লা। তুলা দ্বাদশ রাশি চক্রের ৭ম। ইহার নিকটে বৃশ্চিক, অফিউকাস, কন্যা প্রভৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ। Messier নামে তারকাগুচ্ছ ইহার

অন্তর্গত ; ইহাতে প্রায় ৮৫টি স্বল্পকালস্থায়ী পরিবর্তনশীল (Variables) তারা আছে। এই রাশি চিত্রার ২ পাদ স্বাতির ও বিশাখার ৩ পাদ অংশ লইয়া গঠিত। সূর্য ২২শে সেপ্টেম্বর সায়ন (দ্রঃ) কন্যা রাশি হইতে সায়ন তুলা রাশিতে প্রবেশ করে ; এবং আশ্বিন সংক্রান্তিতে নিরয়ণ (দ্রঃ) কন্যা রাশি হইতে নিরয়ণ তুলা রাশিতে প্রবেশ করে ও কার্ত্তিকমাস সুরু হয়।

তুষ (Husk)

ধান, গম, প্রভৃতির উপরের খোশা। আজকাল ধানকলে বয়লারের আগুন জ্বালাইবার জন্য পাথুরে কয়লার বদলে তুষ ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাতে ধানকলে চাল করিবার খরচ অনেক কমিয়াছে। তুষ (কুড়ো) বলদের খাদ্য।

তুষার নদী (Glaceir)

মেরু মণ্ডলে ও হিমালয় আল্পস প্রভৃতি উচ্চ পর্বতের উচ্চ চূড়ায় যে তুষার (Snow) পড়ে, তাহা সূর্য্যের তেজে সব গলিয়া যায় না। বৎসরের পর বৎসর তুষার গাদা হইতে থাকে ও উপরের চাপে উহার তলদেশ জমাট বাঁধিয়া বরফে (ice) পরিণত হয়। পিছনের তুষার ক্ষেত্রের চাপে ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে বরফের এই চাপ গতিশীল হয় এবং নদীর মত প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার গতি বৎসরে কয়েক ফুট মাত্র। অবশেষে এই প্রবাহ এমন স্থানে আসে যেখানে উত্তাপে বরফ গলিয়া যায়। বরফ গলা জল নদীতে পরিণত হয়।

তুষার-যুগ (Ice-age)

ভূতত্ত্ববিদগণের মতে পৃথিবীর উত্তর গোলার্দ্ধের অধিকাংশ স্থল এককালে তুষার দ্বারা আবৃত ছিল। উঃ আমেরিকার কানাডা এবং মার্কিন রাজ্যের অংশ, রুশিয়া, এমনকি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স পর্যন্ত তুষার-যুগে গ্লেশিয়ারের (Glacier) তলায় চাপা পড়ে। এই গ্লেশিয়ার চলিবার সময়ে অনেক বড় বড় শিলা সঙ্গে করিয়া চলে, উহার আঘাতে মাটির মধ্যে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে যখন গ্লেঃ গলিয়া যায় তখন ঐ গর্তগুলি জলে ভরতি হইয়া হ্রদ সৃষ্টি করে। ইউরোপে ৮ লক্ষ বর্গ মাইল স্থান প্রায় ৫০০০ ফুট উচ্চ তুষারের চাপায় পড়ে। তুষার যুগ আরম্ভ হইলে বহু প্রাণী শীত ভয়ে দক্ষিণ দিকে পালাইয়া আসে। অনেকে অনুমান করেন মানুষের এই তুষার স্মৃতি বাইবেলাদি গ্রন্থে Deluge বা জলপ্লাবন আখ্যানে পরিণত হইয়াছে।

তুষার রেখা (Snow-line)

পাহাড়ের মাথা এবং মেরুমণ্ডলের কোন কোন স্থান বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে। পর্বতের বা মেরুসন্নিহিত দেশের যে রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া উপর দিকে সমস্তটা বারো মাস বরফে ঢাকা থাকে সেই রেখাকে উহার চিরতুষার-রেখা বা Snow-line বলে। বিষুব রেখার যতই উত্তরে বা দক্ষিণে যাওয়া যায়, ততই তুষার-রেখার উচ্চতা কমে। বিষুব রেখায় তুষার-রেখার উচ্চতা ১৬,০০০ ফিট ; মেরুপ্রদেশে ইহা প্রায় সমুদ্রের জলের সমতল (level)। হিমালয়ে তুষার-রেখা ১৫।১৬ হাজার ফিট, কিন্তু তিব্বতে ২৭,০০০ ফিট উচ্চ।

তুহিন (Frost)

অতিরিক্ত শীতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের উপর বা সন্নিকটস্থ পদার্থের উপর ক্ষুদ্র তুষার ক্রিস্টাল গঠিত হয়। যেসব পদার্থের তাপ তুষারাঙ্ক হইতে নামিয়া যায়, বায়ুমণ্ডলস্থ জলকণা তাহার সংস্পর্শে আসিয়া তুহিনে পরিণত হয়।

তেউড়ী (Impoea turpetheum)

সুদীর্ঘ লতা, ভিজা জমিতে জন্মে। ডাঁটা ত্রিশিরা ; শিরাগ্রভাগ পক্ষবৎ বর্দ্ধিত। ফুল শাদা, কলিকার মত দেখিতে। পত্র দূরে দূরে স্থিত—কোনটি চাওড়া, কোনটি ক্ষীণ দীর্ঘ, প্রান্ত চেরা। মূল স্থূল দীর্ঘ, শাখা ও কোমল। মূল ক্ষীরস্রাবী। লতা পুরানো হইলে মূলত্বক কঠিন হয়। ত্বক্ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

তেকাঁটা, তে-শিরা মনসা বজ্রী, বজ্রদ্রুম

(Euphorbia antiquorum) ইহাকে সিজে মনসাও বলে। সুহিপ্রাদি বর্গের ক্ষীরী বৃক্ষ। প্রায় বেড়াতে জন্মে, ১২।১৩ হাত উচ্চ হয়। তিন সারি কাঁটা, ত্রিজটা শিরা। পাতা অতাল্প, খুব ছোট, তাহাও খসিয়া পড়ে। বজ্রপাত নিবারণ করে বলিয়া লোক বিশ্বাস। (যোগেশ)

তেগ বাহাদুর

শিখদের নবম গুরু (১৬৬৪—৭৫)। গুরু হরিকিষণ রায়ের পুত্র ও গুরু গোবিন্দর পিতা। ইনি অওরঙজীবের সমকালীন। কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের উপর অওরঙজীবের অত্যাচার প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সম্রাট তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বলেন ; কিন্তু তিনি তাহা না করায় তাঁহার শিরশ্ছেদ হয় ; ইনিই বলিয়াছিলেন শির দিয়া কিন্তু সের (ধর্ম) দিই নাই।

তে-চোখো মাছ

ছোট মাছ, ৩।৪ আঙ্গুল ; খরশুলার মতো দেখিতে। পিঠে পাখনা নাই, পুচ্ছের নিকট উপরে নীচে পাখনা। মুখ বিস্তৃত। লেজ সোজা। কপালে শাদা চিহ্ন থাকাতে লোকে উহাকে তৃতীয় চোখ বলিয়া ভ্রম করে। (যোগেশ)।

তেজ কটাল (Spring tide) দ্রঃ জোয়ার-ভাঁটা

তেজপাতা (Cassia cinnamon)
পূর্ব হিমালয়, খাশি পর্বত ও ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানের নাতিদীর্ঘ চিরশ্যামল তরু। পাতা সুগন্ধি বলিয়া রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। অতি প্রাচীনকালে ইহার পাতা বিদেশে রপ্তানী হইত। খাশিয়া পাহাড়ে ইহার চাষ হয়। শীত ও বসন্তকালে পাতা পাওয়া যায়। সিলেট হইতে বছরে প্রায় ১৫,০০০ মণ এবং জয়ন্তী পাহাড় হইতে ২০,০০০ মণ পাতা রপ্তানী হয়। রন্ধনাদি কাজে পাতায় প্রয়োজন ছাড়া হরিতকীর রঙ তৈয়ারীর সময়ে এবং ভিনিগার প্রস্তুতে কাজে লাগে। তেজপাতা গাছের ছাল হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়; চীনদেশে তাহা নিষ্কাশিত হয়, কিন্তু ভারতে হয় না। (Watt 811—18)

তেঁতুল গাছ, তিন্তিড়ী (Tamarind)
কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের প্রসিদ্ধ অম্লফলের গাছ। পাতা খুব ছোট, শাখা হইতে সব পাতা এক সঙ্গে পড়ে না। তেঁতুলের কাঠ খুব শক্ত; পূর্বে ইট পুড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। এখনো কলুর ঘানি করিতে এই কাঠ লাগে। তেঁতুল গাছ হইতে অম্লবাষ্প নির্গত হয় বলিয়া লোকে ইহার তলায় শোয় না। ইহা গ্রাম্য ও আয়ুর্বেদে ঔষধে ব্যবহৃত হয়। ইহার বীচি সিদ্ধ করিয়া ভাল গঁদ জাতীয় আঠা তৈরী হয়। বীচিকে কাঁইবীচি বলে। তেঁতুল হইতে নানাপ্রকার আচার হয়।

তেয়ফিক পাশা (Tewfik Pasha, Ahmed জঃ ১৮৪৫) তুর্কী রাষ্ট্রনীতিক। ১৮৬৬ হইতে ১৯২২ পযন্ত বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২২এ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

তেয়ফিক পাশা, মোহম্মদ (Tewfik Pasha, Mohammed ১৮৫২—৯২) মিশরের খেদিভ, ইসমাইল পাশার পুত্র। ১৮৭৯এ খেদিভ হন। ইঁহার সময়ে মিশরের আয়ব্যয় তদারকের ভার ছিল ইংরেজ-ফরাসীদের যুগ্ম হস্তে। আরবী পাশার বিদ্রোহের ফলে মিশর বৃটিশদের কর্তৃত্বাধীন আসে। মাহদী দলের বিদ্রোহের ফলে (১৮৮৪—৫) এবং সুদান ও উপর-নীলের দেশ মিশরের হাত ছাড়া হয়।

তেলচ্যাং, দুধচ্যাং (Ophicephalus stewartii Playfair) সাল বা গজারি মাছের মত দেখিতে দেখিতে; কিন্তু মাথার আঁশগুলি বৃহত্তর। পিঠের উপর রঙ ঘন পাটকিলে, পাশে হালকা। পাশে আটটা অস্পষ্ট রেখা আছে। মাছগুলি ১০ হইতে ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়। কাছাড়, আসাম ও ডুয়ারের নদীতে এই মাছ পাওয়া যায়।

তেলাকুচা, বিম্ব (Cephalandra indica)
কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের চিরস্থায়ী লতা; ইহার পাতা গাঢ় সবুজ, শিকড় কন্দমূলক। বঙ্গদেশ ও ভারতের নানাস্থানে বন্যভাবে জন্মে। ইহার ফল দেখিতে বেশ তেলালো; স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। পাকিলে লাল টুকটুকে হয়, স্বাদও সামান্য মিষ্টত্ব প্রাপ্ত হয়। এদেশে ইহা বহুমূত্র রোগের ঔষধ বলিয়া খ্যাত। মেডিক্যাল কলেজে ইহার পরীক্ষা হইয়াছে (দ্রষ্টব্য Chopra 313—16)।

তেলাঙ (দ্রঃ কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ পৃঃ ২৭২)

তেলাপোকা (দ্রঃ আরশুলা-পৃ ৯৬)

তেলিনী-পোকা (Mylabis coleoptra)
ভারতীয় উগ্রগন্ধী পতঙ্গ বিশেষ।

তেলেগু
দ্রাবিড় ভাষার অন্তর্গত ভাষা; মালায়লাম, তামিল ও কানাড়ী ভাষার জ্ঞাতি; তবে ইহাতে সংস্কৃতের প্রভাব অধিক। অন্ধ্র জাতির ভাষা। ভাষীর সংখ্যা ২,৬৩,৭৪,০০০। ভারতের ১০,০০০ লোকের মধ্যে ১,৫০৬ জন এই ভাষাভাষী।

তৈত্তিরী ব্রাহ্মণ
কৃষ্ণযজুর্বেদের ব্রাহ্মণ (দ্রঃ)। ভাষা হইতে বুঝা যায় এই গ্রন্থ খুবই প্রাচীন। ইহাতে ৩টি খণ্ড আছে; প্রত্যেক খণ্ড বহু প্রপাঠকে বিভক্ত। ইহার আরণ্যক ভাগ ১০ প্রপাঠকে বিভক্ত। এই ১০টি প্রপাঠকের ৭ম ও ৯ম খণ্ড তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে খ্যাত, উহার অপর নাম যাজ্ঞিকী উপনিষদ। ১০ম প্রপাঠক পরযুগে যুক্ত বলিয়া সন্দেহ হয়। তৈঃ উঃর শঙ্কর ভাষ্য দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্তৃক অনূদিত। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত উপনিষদে তৈঃ উঃর অনুবাদ আছে।

তৈমুর, তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৩ বা ১৩৩৫—১৪০৫)
মুসলমান তুর্কী রাজা। চেঙ্গিস খাঁর বংশধর; পিতা আমীর তুরাখাই বেরিয়া নামে তুর্কী উপজাতির সর্দার ছিলেন। তৈমুরের জন্মস্থান মধ্যএশিয়ার সগদেনিয়ার (Sogdiana) কুশ নগর। পিতার মৃত্যুর পর তৈমুর রাজ্য-বিস্তারে মন দেন; প্রথমে তিনি জগতাই ও উত্তর খোরাশানের খাঁ হুসেনকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৩৬৯)। তদনন্তর সমরকন্দ রাজধানী করেন ও সমগ্র তুর্কীস্থান এবং সাইবেরিয়ার অংশ নিজ আয়ত্বাধীনে আনেন। ইহার পর পারস্য, জর্জিয়া আরমেনিয়া জয় করেন এবং ১৩৯২—৯৬এর মধ্যে অধিকৃত দেশ-সমূহে নিজ প্রভুত্ব সুদৃঢ় করেন। ১৩৯৮এ ভারত আক্রমণ করেন; তখন দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন তুগলক বংশীয় শেষ সুলতান মামুদ শাহ (১৩৯৮—১৪১৩) দিল্লী লুণ্ঠন ও বহুলক্ষ লোক হত্যা

করিয়া তৈমুর ভারত ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি পশ্চিম এশিয়াভিমুখে যাত্রা করেন ও বোগদাদের বহু সহস্র লোক হত্যা করিয়া ওসমানীয় তুর্কীদের রাজ্য এশিয়া মাইনর আক্রমণ করেন। তথাকার সুলতান বায়জিদ (জ ১৩৪৭; সুলতান ১৩৮৯-১৪০২) গ্রীকদের কন্সটান্টিনোপল আক্রমণের আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি তৈমুরের দ্বারা পরাভূত ও লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হন (১৪০২)। অতঃপর তিনি খৃস্টান নাইট-দের (Knights of St. John) স্মির্না নগরী অধিকার করেন। তথা হইতে তিনি নিজ রাজধানী সমরকন্দে ফিরিয়া যান ও কিছুকাল পরে চীন আক্রমণ উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; কিন্তু Jaxartes নদীতীরে ওত্রা নামক স্থানে মৃত্যু হয়।…তৈমুরের এক পা খোঁড়া ছিল বলিয়া তাহাকে তৈমুর লঙ্গ বলিত।… ইংরেজ নাট্যকার মার্লো (Marlowe) Tamburlaine নামে নাটকে তৈমুরকে নায়ক করিয়াছেন (১৫৯০)।

তৈল (Oil)

সাধারণত তৈলকে খনিজ ও উদ্ভিজ্জ এই দুই কোঠায় ভাগ করা হয়। পেট্রোলিয়াম খনিজ তৈল বা শিলা তৈল (Rock oil); অবশিষ্ট প্রায় তৈলই উদ্ভিজ্জ, যথা বাদাম তৈল, আমলকী, শনবীজ, শজিনা বীজ, কর্পূর, হিজ্‌লি বাদাম, রেড়ি, চালমুগরা, জোয়ান, জিরে, লিমন ঘাস, লবঙ্গ, নারিকেল, তুলা বীজ, ক্রোটন বা জায়ফল, মহুয়া, গর্জন, জিঞ্জার ঘাস, চিনে বাদাম, গাঁজা বীজ, নেবুর তৈল; তিসি বা মসিনা, সরিষা, কোকম (Mangosteen oil); সুরগুজা (কাল তিল), জলপাই, নিম; ডোম্বা বা পিন্নে; জরদালু বা খুবানী (apricot) তৈল; পোস্ত; রুসা বা ভূস্তৃণ তৈল; কুসুমফুল; চন্দন, তিল, বেনাবা খসখসের তেল। এইসব তৈলবীজ ভারতে পাওয়া যায়, ইহাদের তৈল কোনো না কোনো কাজে লাগে।

তৈলবীজ (Oilseeds)

তৈলবীজ ভারতের বিদেশী বাণিজ্যের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও ইহার বৈশিষ্ট্য হইয়াছে। মাদ্রাস তৈলবীজ রপ্তানীর প্রধান বন্দর। কলিকাতা, বোম্বাই ও করাচী হইতেও প্রচুর রপ্তানী হয়। বিদেশে ভারতীয় তৈল অপেক্ষা তৈলবীজের চাহিদা বেশি; তাহার কারণ, তৈল অপেক্ষা তৈলবীজ লইয়া যাওয়া সহজসাধ্য; ইউরোপীয় জাহাজগুলি শিল্পজাত সামগ্রী এদেশে আনিয়া সস্তায় ফিরতি জাহাজে কাঁচা মাল লইয়া যাইতে পারে। ইউরোপীয়দের নিজদেশে বীজ পেশাই হইলে খৈলটা তাহারা পায়; সরিষা, তিল ও তুলার খৈল গোখাদ্য; মসিনার খৈল জমির সারে লাগে; বাদামের খৈল মানুষের উত্তম খাদ্য। ভারতের নিজস্ব জাহাজ না থাকায়, জৈব-রসায়নে বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় ভারতবর্ষ তৈলবীজ বিদেশে পাঠাইতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষ হইতে ১৯২২-২৩এ ২৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার, ১৯৩২-৩৩এ ১১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার, ১৯৩৫-৩৬এ ১০ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার তৈলবীজ রপ্তানী হয়। ইহা মোট রপ্তানীর শতকরা ৬·৪১ অংশ। খৈল রপ্তানী হয় ১,৮১,৭০,০০০ টাকার (১৯৩৫-৩৬)।… তৈল রপ্তানী ঐ বৎসরে ৬১,৬৫,০০০ টাকা। সমগ্র বৃটিশ ভারতে সকল প্রকার তৈল বীজের চাষ ১৬, ৪৫৭, ৫৫৭ একার (১৯৩০-৩১); ১৪, ৫৪২, ৭১১ একর (১৯৩৪-৩৫)। মোট আবাদের ৬·৬ ½ ভাগ। বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির ৪·৬ ½ ভাগ জমিতে তৈলবীজ চাষ হয়। বাংলাদেশে তৈলবীজের চাষ ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। (দ্রঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্গ পরিচয় পৃঃ ৩৯৫-৪০১)

তৈলঙ্গ স্বামী

হিন্দু সন্ন্যাসী। লোক-বিশ্বাস যে এই সিদ্ধপুরুষ ২৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন; জন্ম ১৬০৭, মৃত্যু ১৮৮৭ খৃঃ। আদি দেশ দাক্ষিণাত্য ছিল। নানা অলৌকিক গল্প ইহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। কাশীতে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন। লোকে তাহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর মনে করিত। উমাচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত 'তৈলঙ্গ স্বামীর জীবনচরিত ও তত্ত্বোপদেশ' (১৩২৫)।

তোকমারি (Lallemantia royleana)

ফারসী তুখ্‌ম্‌ (বীজ), তুখ্‌ম্‌-ই-রিহান (seed of ocymum pilosum), তুখ্‌ম্‌-ই-বালঙ্গু (seed of sweet basil)। তুলসী আদি বর্গের ক্ষুদ্র ক্ষুপের বীজ। বীজ গরম জলে ফুলিয়া ওঠে; ফোড়া প্রভৃতি ফাটাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তোডর মল্ল (টোডর মল দ্রঃ)

তোতলামি (Stammering)

কথা বলিবার সময় কোন কোন লোকের মুখে একটি শব্দের উচ্চারণ আটকাইয়া যায় অথবা কতকগুলি শব্দ তাড়াতাড়ি বলিয়া একটিকে বারবার বলিতে থাকে; তাহারা পরবর্তী কথাটি মুখে আনিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অনেক সময়ে শিশুকালে উচ্চারণ সম্বন্ধে যথেষ্ট দৃষ্টির অভাব, কণ্ঠনলীতে বাধা, উপরের মধ্যচ্ছদা (diaphram) পেশীসমূহে ক্রটি, পৈতৃক ব্যাধি প্রভৃতি, নানাকারণে তোতলামি হয়। তবে গভীর নিশ্বাস বা প্রাণায়ামের অভ্যাস করিলে সারিতে পারে। ডিমোস্থেনীস পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা; ছোটবেলায় তিনি তোতলা ছিলেন; মুখে নুড়ি রাখিয়া তিনি এই দোষ সারান।

তোতা পাখী (দ্রঃ টিয়াপাখী)

তোপচিনী, চোবচীনী (China root; Smilax china L.)

চীন ও জাপানের একপ্রকার লতার

শ্বেত-হরিদ্রাভ মূল। ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ফারসী চোব-চীনী। (Chopra 594) দ্রষ্টব্য চোব চীনী পৃঃ ৪৩১।

তোপাজ (Topaz)

স্ফটিকধর্মী খনিজ রত্ন-প্রস্তর; পীত ও শ্বেতাদি বর্ণের হয়। তোপাজের পিংক (Pink) বর্ণ যাহা অলঙ্কারাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়, তাহা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত হয়। উৎকৃষ্ট তোপাজ পেরু, ব্রেজিল, সাইবেরিয়া ও সিংহলে পাওয়া যায়।

তোমর বংশ (Tomara), তোনবার, তুয়ার, ছত্রিশ রাজপুত জাতিদের অন্যতম বলিয়া খ্যাত। চারণ কবিদের মতে ৭৩৬ খৃস্টাব্দে অনঙ্গপাল দিল্লীতে তোমরবংশ স্থাপন করেন। এই বংশের বিংশতিতম রাজা অনঙ্গপাল তাঁহার দৌহিত্র চৌহান পৃথ্বীরাজকে (১১৮২-৯২) সিংহাসন সমর্পণ করিলে তোমর বংশের অবসান হয়। কিন্তু এইসব চারণ কাহিনী আধুনিক ঐতিহাসিকরা বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের মতে প্রতিহার শক্তির অবসানে ১০ম শতকে দিল্লীতে যে রাজশক্তির উদ্ভব হয়, তাহা এই তোমরদের।

তোরমন (৬ষ্ঠ শতাব্দী)

হুন জাতীয় নরপতি। উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই হুন সর্দার এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে গুপ্তবংশীয় রাজারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন; তথাচ বুধগুপ্ত অন্যান্য রাজাদের সহায়তায় তোরমনকে সিন্ধুনদের পশ্চিমে তাড়াইয়া দেন; কিন্তু তাঁহার পুত্র মিহিরকুল পুনরায় রাজ্য স্থাপন করেন।

তোলতেক (Toltec)

মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার অর্ধ-পৌরাণিক জাতি। আজতেক (Aztec) ও ময় (Maya) সভ্যতার অনেক নিদর্শন তোলতেকদেরই কীর্তি বলিয়া আরোপিত হয়।

তৌজি

"সেনা রক্ষার জন্য জায়গীর বন্দোবস্ত, জায়গীর জমিদারীর আয়ের হিসাব ও জায়গীরদার, জমিদার ও তালুকদারগণের নামের তালিকা। কে কত সেনা রক্ষা করেন; ইত্যাদি যে পুস্তকে লিখিত থাকে।" "যে মহল কালেকটরের রক্ষিত বিবরণপত্রের অন্তর্গত" তাহাকে তৌজি মহল বলে। (দ্রঃ জ্ঞানেন্দ্র মোহন)

ত্রি

কটু—(শুঁঠ, পিপুল, মরিচ)। কর্ম—(দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন)। কাল—(ভূত, ভবিষ্যত, অতীত)। কুল—(পিতৃ, মাতৃ, শ্বশুর)। গুণ—(সত্ত্ব, রজঃ, তম)। ভুবন—(স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল)। বর্গ—(ধর্ম, অর্থ, কাম)। তাপ—(আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক)। দোষ—(বায়ু, পিত্ত, কফ)। ফল—(হরীতকী, আমলকী, বহড়া)।

ত্রিকাস্থি (Sacrum)

মেরুদণ্ডের নিম্নভাগে নিম্নোদরের পশ্চাদ্দেশে যে দুইখানি হাড় আছে, তাহার উপরের অস্থিখানিকে ত্রিকাস্থি বলে। পাঁচখানি কশেরুকা সংযুক্ত হইয়া ইহা গঠিত। নিম্নের হাড়খানির নাম অনুত্রিকাস্থি (coccyx); উহা ৪ খানি কশেরুকা দ্বারা গঠিত।

ত্রিকোণ নক্ষত্রমণ্ডল (দক্ষিণ) (Triangulum Austra) দঃ আকাশে ৫টি তারা। একটি ঔজ্জ্বল্যে ২য় শ্রেণীর।

ত্রিকোণমিতি (Trigonometry)

জ্যামিতি ও গণিতের একটি শাখা বিশেষ। ত্রিকোণ বা triangle-এর কোণ ও পার্শ্ব প্রভৃতির মাপজোক হইতে সমগ্রের হিসাব বাহির করা যায়। জরিপে সূর্যাদির দূরত্ব মাপিতে এই বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হয়। কলেজে Intermediate পরীক্ষার গণিতের অন্তর্গত পাঠ্য বিষয়।

ত্রিকোণী (Set squares)

জ্যামিতিক চিত্রাদি বা প্লান প্রভৃতি আঁকিবার জন্য যন্ত্র। একটি সমকোণী-ত্রিভুজ ও অপরটি সমবাহু-ত্রিভুজ ও অপরটি সমবাহু-সমকোণী-ত্রিভুজ এই জন্য ব্যবহৃত হয়।

ত্রিঘাত ঘন (Cubic)

গণিতে কোন সংখ্যাকে তিনবার বুঝাইলে 'ত্রিঘাত' বলে, যথা ২×২×২=৮। সুতরাং ৮এর ত্রিঘাত মূল (cube root)=২।

ত্রিপদ (Trinomial)

বীজগণিতের যে রাশিমালাতে তিনটি পদ—যেমন $(a+bc+8ac)$ তাহাকে ত্রিপদ বলে। (একপদ রাশিমালা, দ্বিপদ…)

ত্রিপিটক

বৌদ্ধ ধর্মের গ্রন্থসমূহ সাধারণত তিনটি ভাগে বিভক্ত—সূত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম। লোকবিশ্বাস সূত্রাদি বিষয়ের গ্রন্থগুলি এক একটি পিটকে রক্ষিত হইত, তজ্জন্য সমগ্র সাহিত্যকে ত্রিপিটক বলা হয়। সুত্র-পিটকে বুদ্ধদেব কথাচ্ছলে নানা ধর্মোপদেশ দিয়াছেন; বিনয় পিটকে তিনি শীলাদি শিখাইয়াছেন। আর অভিধর্মে আছে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের দর্শনের কথা। হীনযানের দশটি শাখার প্রত্যেকেরই ত্রিপিটক ছিল। পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটক বর্তমানে জগতে সুপরিচিত; উহা থেরবাদী বা স্থবিরবাদীদের শাস্ত্র (দ্রঃ পালি সাহিত্য)। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ত্রিপিটক লোপ পাইয়াছে, কেবল

তাহাদের চীনা অনুবাদ পাওয়া যায়, এগুলি কোন ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না; তবে অনুমান করা হয় যে ধর্মগুপ্তীয় ত্রিপিটক প্রাকৃত ভাষায়, সর্বাস্তিবাদ ও মূল সর্বাস্তিবাদের ত্রিপিটক সংস্কৃতভাষায় রচিত হইয়াছিল; এই ত্রিপিটকের কিয়দংশের মূল নেপালে পাওয়া গিয়াছে; ইহাদের সম্পূর্ণ শাস্ত্র চীনা, তিব্বতীয় ও মঙ্গোলীয় ভাষার অনুবাদে পাওয়া যায়। মহাসাংঘিক ও সম্মিতীয়দের শাস্ত্রের সম্পূর্ণ চীনা অনুবাদ রহিয়াছে; মূল গ্রন্থের খণ্ডিতাংশ নেপালে পাওয়া গিয়াছে। মূলগ্রন্থ মিশ্র সংস্কৃতে রচিত। কাশ্মীরে প্রাপ্ত সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ অধুনা পাওয়া গিয়াছে (Dr. N. Dutt, Gilgit Manuscripts Vol. I, Srinagar) ত্রিপিটক খুব প্রাচীন সংগ্রহ নহে; অশোকের সময় ত্রিপিটক সম্পাদিত হয় নাই বলিয়া অনুমান হয়।

ত্রিভুজ (Triangle) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

যে সমতল ক্ষেত্র তিনটি বাহুর দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহাকে ত্রিভুজ বলে। তিনটি বাহু থাকিলে ক্ষেত্রটিতে তিনটি কোণও থাকে। বাহু অনুযায়ী ত্রিভুজ তিন প্রকার:—সমবাহু ত্রিভুজ, (equilateral t.); সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ, (Issoceles t.) বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalane t.)। কোণ অনুযায়ী ত্রিভুজ তিন প্রকার—সমকোণী (right-angled t.), স্থূলকোণী (obtuse-angled t.) সূক্ষ্মকোণী (acute-angled t)। ... ত্রিভুজের ৩টি কোণের সমষ্টি সর্বদা ২ সমকোণের সমান অর্থাৎ ১৮০°।

ত্রিভুজিকরণ (Triangulation)

কোন ঋজুরেখাক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে ঋজুরেখাক্ষেত্রকে কয়েকটি ত্রিভুজে বিভক্ত করা হয়। পরে প্রত্যেকটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয়করত উহাদের সমষ্টি লইলেই সমগ্র ক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল পাওয়া যায়। ত্রিভুজে বিভক্ত করিয়া ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের প্রণালীকে ত্রিভুজে বিভক্তিকরণ বা ত্রিভুজিকরণ বলা হয়। জমির জরিপ এইভাবে করা হয়।

ত্রিমাত্রিক (Three dimensions) দ্রঃ মাত্রা

ত্রিমুণ্ড মাংসপেশী (Triceps)

বাহুতে অবস্থিত মাংসপেশী; ইহার সঙ্কোচনের ফলে প্রকোষ্ঠাস্থি প্রসারিত হয়; ইহার ক্রিয়া বাইসেপসের বিপরীত। ইহার উৎপত্তি-স্থল তিনটি বলিয়া এই নাম।

ত্রিশঙ্কু (Southern Cross: Crux)

দক্ষিণ আকাশে মেরুর নিকটে ছায়াপথের উপর অত্যুজ্জ্বল চারিটি তারা ক্রুসের ন্যায় সাজানো। বৈশাখ মাসে খোলা মাঠ হইতে দেখা যায়। এই তারাদের একটির দূরত্ব ২০৪ আলোক-বর্ষ। অপর একটি ২৩৩ আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থিত।

ত্রিশঙ্কু

সূর্যবংশীয় রাজা; গল্প আছে যে বিশ্বামিত্র ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন; কিন্তু দেবতারা তাহা অনুমোদন না করিয়া ইহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করেন। বিশ্বামিত্র তাঁহার যজমানের জন্য অন্তরীক্ষে নূতন লোক সৃষ্টি করেন; ফলে তিনি না-স্বর্গে না—মর্ত্যে থাকেন। চলতি বাংলায় 'ত্রিশঙ্কু অবস্থা' বলে।

ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ (Thirty Years' War 1618—1648)

মধ্য ইউরোপে ১৬১৮ অব্দে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং ১৬৪৮এ ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধিতে যাহার অবসান হয়, তাহা ইতিহাসে 'থার্টি ইয়ার্স ওয়ার' নামে খ্যাত। রিফর্মেশনের ফলে সমগ্র জারমেনী ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্টের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। যুদ্ধারম্ভের দশ বৎসর পূর্বে জারমেন প্রোটেস্টান্টরা একটি ইউনিয়নে এবং জারমান ক্যাথলিকগণ একটি লীগে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। ১৬১৮এ বোহেমিয়ার প্রোটেঃ প্রজারা তাহাদের ক্যাথলিক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলে এই মহাসমর সুরু হয়। অবশেষে স্পেন, সুইডেন, ফ্রান্স এই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে অস্ট্রিয়ান্ সম্রাটের ক্যাথলিক সেনাপতি Wallenstein ও সুইডেনের রাজা গুস্টাফাস অ্যাডোলফাস্ (জঃ ১৫৯৪; রাজা ১৬১১-৩২) অশেষ বীরত্ব দেখান। ইংল্যান্ডে সেই সময়ে ১ম জেমস্ (১৬০৩—২৫) ও ১ম চার্লস (১৬২৫—৪৯) রাজা; ভারতে জাহাঙ্গীর (১৬০৫—২৭) ও শাহজাহান (১৬২৭—৫৬) সমকালীন বাদশাহ।

ত্রৈমাত্রিক জ্যামিতি (Solid Geometry)

জ্যামিতির যে শাখা ত্রৈমাত্রিক স্থানের ও বক্রতলস্থ রেখা ও ক্ষেত্রাদির আলোচনা করে তাহাকে বলে ত্রৈমাত্রিক জ্যামিতি।

ত্রৈরাশিক (Rule of three)

পাটিগণিতের অঙ্ক পদ্ধতি। যদি চারিটি রাশি সমানুপাতী (Proportional) হয়, তবে তাহাদের প্রথম তিনটি রাশি দেওয়া থাকিলে চতুর্থ রাশিটি নির্ণয় করা যায়। মধ্যরাশি দ্বয়ের গুণফলকে প্রথম রাশিদ্বারা ভাগ করা হয় বলিয়া নির্ণয়-প্রণালীকে বলে ত্রৈরাশিক।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র (১৮৪৪—৯৫)

বিখ্যাত আইনজীবী। হুগলী কোন্নগর জন্মস্থান। ১৮৬৩ বি.এ. পাশ; ১৮৬৪ এম.এ.। ১৮৬৫ আইন পাশ। হুগলীতে ৮ বৎসর ওকালতী করিবার পর কলিকাতা হাইকোর্টে আসেন। ১৮৭৯এ Tagore Law Professor; বক্তৃতার বিষয়—On Law relating to the Hindu Widow। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে ইঁহার তৈলচিত্র আছে।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৩)
রাজকর্মচারী ও গ্রন্থকার। জন্মস্থান ২৪-পরগণা রাহুতাগ্রাম (১২৫৪)। পিতা বিশ্বম্ভর। বাল্যকাল হইতে বহু সংগ্রাম ও সাহসিকতার মধ্যে কাটে। অতঃপর বীরভূমের দ্বারকাগ্রামে ও পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জমিদারী সাহজাদপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইহার পর কিছুকাল দারোগাগিরি করেন; উড়িষ্যায় কাজ করিবার সময়ে ওড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া 'উৎকল শুভঙ্করী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১২৭০এ হাণ্টার সাহেবদের অপিষে কাজ পান; পরে উ-প-প্রদেশে সরকারী কৃষি-বাণিজ্য বিভাগের হেডক্লার্ক হন। ১৮৮১ সরকারী রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী পান। ১৮৮৩ কলিকতা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কয়েকটি বিষয়ের অধ্যক্ষতার কায করেন। ১৮৮৬ বিলাতের প্রদর্শনীতে যান। তাহার ফলে A Visit to Europe গ্রন্থ রচিত হয়। তদনন্তর কলিকাতা মুজিয়মে কাজ গ্রহণ ও ও Art Manufacture of India পুস্তক রচনা করেন। ইঁহার বিখ্যাত শিশু উপন্যাস 'কঙ্কাবতী'। অন্যান্য গ্রন্থ 'ভূত ও মানুস'; 'ফোক্‌লা দিগম্বর', 'মুক্তমালা' 'মেঘনাদ বধ নাটক' (১৮৬৭), 'ময়না কোথায়' প্রভৃতি। ত্রৈলোক্যনাথ ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঙ্গলাল 'বিশ্বকোষ' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন ১২৯১—৯১। পরে উহা নগেন্দ্রনাথ বসু গ্রহণ করেন। (দ্রঃ বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় কৃত 'স্বর্গীয় দাতা ত্রৈলোক্য নাথ' (১৯১৩)।

ত্র্যহস্পর্শ

একদিনে দুই তিথির অন্ত হইলে অবম হয় এবং তিন তিথি মিলিত হইলে ত্র্যঃ কহে। হিন্দু মতে কোনো শুভ কর্ম এই দিনে করিতে নাই। তবে দানাদি কর্মে বাধা নাই (দ্রঃ তিথি)

ত্বক, চর্ম, চামড়া (Skin)

জীব মাত্রের দেহের আবরণকে ত্বক বলা হয়। ত্বক্ প্রাণীর স্পর্শেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানভূমি এবং স্বেদ বা ঘর্মবহ স্রোতঃসকল ও সরোম রোমকূপসমূহের আশ্রয়স্থল। সহজদৃষ্টিতে ইহা বহিস্ত্বক্ ও অন্তস্ত্বক এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে বহিস্ত্বক্ পাতলা ও কৃষ্ণ গৌর প্রভৃতি শারীরিক বর্ণের আধার; অগ্নি স্পর্শে এই ত্বকে ফোস্কা হয়। অন্তঃত্বক স্থূল, শরীরের রক্ষা-কারক ও স্নেহাদির (fat) আকর্ষণকারক। আয়ুর্বেদকারদের মতে ত্বকের ৬।৭টি স্তর আছে।...ত্বক মসৃণ নহে, অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া দেখিলে পর্বত ও উপত্যকার মতন দেখাইবে। ইহা দেহের তাপ নিয়ামক এবং ভিতরের আবর্জনা দূরীকরণে সহায়ক।...চর্মের উপর বহুবিধ ব্যাধি হয়—যথা খোস পাঁচড়া, চুলকানি, দাদ, কাউর ঘা, বসন্ত, জলবসন্ত, কুষ্ঠ; ছুলি খুশকি ইত্যাদি। রোগের বীজাণু ত্বকের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে এইসব ব্যাধি হয়।



থর্নহিল (Thornhill, Sir James ১৬৭৬—১৭৩৪) ইংরেজ চিত্রশিল্পী; ১ম জর্জের সমসাময়িক; বিখ্যাত হোগার্থ (Hogarth 1697-1764) ইঁহার শিষ্য ও জামাতা।

থর্নডাইক, সিবিল (Thorndike, Sybil ১৮৮৫) বিখ্যাত বৃটিশ অভিনেত্রী। ১৯০৩এ সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চে নামেন; ১৯১৯এ গ্রীক ট্রাজেডিতে নামিয়া যশস্বী হন। বার্নাড শ'র সেন্ট জোয়ানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

থর্নিক্রফ্‌ট (Thornycroft, Sir John Issac ১৮৪৩—১৯২৮) ইংল্যান্ডের বিখ্যাত জাহাজ-নির্মাতা ও ইন্‌জিনীয়ার। ১৮৬৬এ Chiswickএ কারখানা স্থাপন করেন। টরপেডো-বোট, টারবাইন প্রোপেলার, ওয়াটার-টিউব বয়লার প্রভৃতির প্রবর্তক। মোটর-ইনজিন নির্মাতা।

থাইমল (Thymol)

জিরা (cumin) জাতীয় উদ্ভিজ্জের পাতা ও মঞ্জরী চোলাই করিয়া যেসব উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়, তাহাতে থাইমল বা থাইমল-কর্পূর জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। T. Vulgaris চিরহরিৎ ক্ষুপ; স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স এবং ইতালীতে আদি জন্মভূমি; বতমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় নানাস্থানে বিস্তৃতভাবে চাষ হইতেছে। ভারতবর্ষে জিরা ও জোয়ান হইতে থাইমল তৈল পাওয়া যায়। (দ্রঃ Chopra 82—85)

থানকুনি, থালকুড়ি, থুলকুড়ি

সংস্কৃত মণ্ডূকপর্ণী (Hydrocotyle asiatica)। ধনিয়াদি বর্গের ছোট বন্য শাক; কিন্তু ধনিয়া, মউরী গাছের সহিত সাদৃশ্য অল্প। ভিজা স্থানে জন্মে। পাতা ভেক-পৃষ্ঠের সদৃশ। অপর

একজাতি উত্তর ও মধ্যবঙ্গে দেখা যায়; পাতা গোল হইয়া পানের মতন। গ্রাম্য ঔষধে ও অনুপানে ব্যবহার হয়। (যোগেশ ৪৪২)। আয়ুর্বেদ মতে ইহা ব্রাহ্মী শাক গুণতুল্য। চর্মরোগে ও বিশেষভাবে উপদংশাদি ব্যাধির ঔষধ।

থানা (Thana)

বৃটিশ ভারতে পুলিশ শাসনের জন্য জেলাসমূহের ক্ষুদ্রতম এলাকা। সাধারণত জেলাগুলি কয়েকটি থানায় বিভক্ত; দারোগা বা সব্-ইন্সপেকটর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। থানায় স্থানীয় প্রয়োজনমত কয়েকজন পুলিশ থাকে। থানার এলাকাস্থিত ইউনিয়ান বোর্ডের চৌকিদারগণকে এখানে নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দিতে হয়। থানা ভোটাদির গণনা ও গ্রহণের একক। বাংলাদেশে ১৯৩১এ ৬১৯ থানা ছিল; ১৯২১এ ৬৫২। ১৯১১এ ৩৮৫; ১৯০১এ ৩৭৮; ১৮৯১এ ৩৭৫; ১৮৮১এ ৩৬৫। ১৯১১—১৯২১এর মধ্যে ২৬৭টি বাড়ে।

থাইরয়েড গ্ল্যান্ড (Thyroid gland)

আভ্যন্তরিক স্রাবের নালীহীন গণ্ড (endocrine gland or ductless glands of internal secretion)। ইহা দুই খণ্ডে যুক্ত গ্ল্যান্ড, কণ্ঠের নিকট আছে; দুইটি খণ্ডর মধ্যে একটি যোজক নালী আছে। প্রত্যেকটি খণ্ড ২ ইঞ্চির মত লম্বা। ইহা হইতে যে স্রাব (thyroxin) নির্গত হইয়া দেহমধ্যে রক্তের সহিত মিশিয়া সর্বত্র সঞ্চালিত হয়, তাহা দেহীর স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষার অনুকূল। ইহার কমতি হইলে মানবশিশু ক্ষুদ্রকার বামনাকৃতি হয়; ইহার আধিক্য হইলে দেহের গঠন স্থূল কদাকার হয়। বুদ্ধিহীনতাদি লক্ষণ দেখা দেয়। গলগণ্ড এই গ্ল্যান্ডের স্রাব নিঃসরণজনিত ব্যাধি। স্ত্রীলোকের এই ব্যাধি অধিক হয় (দ্রঃ গলগণ্ড)

থার্মিওনিক ভাল্‌ভ (Thermionic Valve)

উত্তপ্ত পদার্থ হইতে যে-বৈদ্যুতকণা বাহির হয় তাহার সম্বন্ধে O. W. Richardson ব্যাপক পরীক্ষা করেন। তিনি এই বিষয়ের নাম দেন Thermionics এবং যেসকল বৈদ্যুতকণা (ions) বাহির হয় তাহাদের নাম দেন Thermions। একটি তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিলে ঐ তার উত্তপ্ত হয় এবং তাহার ভিতর হইতে তখন বৈদ্যুতকণা বাহির হয়। একটি ধাতুর নলের ভিতর উহাকে স্পর্শ না করিয়া একটি তার থাকে; তারশুদ্ধ এই ধাতুর নল একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া উহাকে যথাসম্ভব বায়ুশূন্য কর' হয়। এই অবস্থায় তারের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে ঐ তার হইতে ইলেকট্রন মুক্ত হইয়া ধাতুর নলের গায়ে আসিয়া আঘাত করে। তাহাতে ঐ তার ও নলের মধ্যে একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয়; এই যন্ত্রটিকেই Thermionic Valve বলে। ১৯০৪-এ Fleming সর্বপ্রথম এই valve আবিষ্কার করেন। ইহার পর এই valveর আরও অনেক উন্নতি সাধিত হয়। ইহার সাহায্যে অতি মৃদু বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পন অনেকগুণ বর্ধিত করা হয়(a valve used as an amplifier)। আজকালকার উন্নত ধরণের valveএ তিনটি ইলেকট্রোড আছে বলিয়া ইহাকে triode বলা হয়। অনেক রকমের valve আছে, কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যেই বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বারা উত্তপ্ত Tungsten নামক ধাতুর একটি তার (filament), উহাকে ঘিরিয়া একটি জড়ান তার বা Gauge (যাহাকে Grid বলা হয়) এবং এই Gridর বাহিরে একটি ধাতুর নল আছে। যে-সকল বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা (frequency) অত্যন্ত বেশি তাহাদিগকে টেলিফোন যন্ত্রে ধরা যায় না, কিন্তু এই valveর সাহায্যে তাহা সম্ভব হয় (valve used as a rectifier)। এই valveর সাহায্যে একটানা বৈদ্যুতিক ঢেউ সৃষ্টি করা যায়। বেতারবার্তা প্রেরক ও গ্রাহক যন্ত্রে এই valve ব্যবহৃত হয়।

থার্মিট, থারমিট (Thermit)

ফেরিক অক্সাইড ও আলুমিনিয়াম গুঁড়ার মিশ্রন। বিশেষ প্রক্রিয়াদ্বারা পুড়াইলে অতি তীব্র তেজের সহিত জ্বলিতে থাকে এবং গলিত লৌহ ও আলুমিনিয়াম অক্সাইডে (alumina) পরিণত হয়। ইহার তাপ ক্রমশ এতই বাড়িতে থাকে যে আলুমিনা পর্যন্ত গলিয়া যায় ও ইহার তাপ ২০০০°(c)এর উপরে ওঠে। এই গলিত লৌহ ইস্পাতের ভাঙা রেল জুড়িতে ও কলকব্জার যে-অংশ ভাঙিয়া গিয়াছে, তাহা মেরামত করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ইলেকট্রিক ওয়েলডিং কেবলমাত্র ভাঙা লোহা জোড়ার কাজে ব্যবহৃত হয় ও থারমিট ব্যবহৃত হয় যেখানে ভগ্নাংশ নূতন ধাতুর দ্বারা পূরণ করিতে হয়। ১৮৯৫এ জারমেনীর এসেন নগরের ডাঃ গোলড্‌স্মিট্ এই থারমিট পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন।

থার্মো-ডাইনামিক্স (Thermo-dynamics)

তাপ ও কাযর (Heat and Work) মধ্যে যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা যে-বিজ্ঞানে আলোচিত হয়, তাহাকে থাঃ ডাঃ বলে। দুইটি প্রধান সূত্র ইহার আলোচ্য বিষয়; প্রথম সূত্রঃ (First Law of Thermodynamics) যখন কাজ তাপে রূপান্তরিত হয় অথবা তাপ কাজে রূপান্তরিত হয় তখন এই কাজের ও তাপের পরিমাণের তুলনা করিলে একটি নির্দিষ্ট মান (Constant quantity) পাওয়া যায় $\left(\frac{\text{Work}}{\text{Heat}} = \text{C. Quantity}\ \ \frac{\text{কাজ}}{\text{তাপ}} = \text{নির্দিষ্ট মান}\right)$ অর্থাৎ কাজ ও তাপ একটা অচ্ছেদ্য নিয়মে বাঁধা। দ্বিতীয় সূত্রঃ (Second Law of Thermodynamics) বাহিরের কোন শক্তির সাহায্য ছাড়া স্বয়ংক্রিয়া কোন যন্ত্রই নিম্ন-তাপমাত্রায় অবস্থিত কোন পদার্থের তাপ অপেক্ষাকৃত

উচ্চতাপমাত্রায় অবস্থিত অন্য কোন পদার্থে পরিচালিত করিতে পারে না। অর্থাৎ নিজে হইতে তাপ কখনও ঠাণ্ডা পদার্থ হইতে উষ্ণতর পদার্থে যায় না।

থার্মোসফ্লাস্ক (Thermosflask)

এক প্রকার কাঁচের পাত্র বা বোতল যাহার মধ্যে গরম জিনিষ রাখিলে উহার তাপ বাহির হইয়া যাইতে পারে না, বা ঠাণ্ডা জিনিষ রাখিলে বাহিরের তাপ লাগিয়া উহাকে গরম করিতে পারে না। এইরূপ পাত্রে গরম বা ঠাণ্ডা জিনিষ ২।৩ দিন পর্যন্ত গরম বা ঠাণ্ডা থাকে। কাঁচের বোতলটি দুই থাক্ পাতলা কাঁচ দিয়া তৈয়ারী, এবং মধ্যের ফাঁকা জায়গাটাকে একটা মুখ দিয়া প্রায় বায়ুশূন্য করিয়া সেই মুখটা তাপের দ্বারা গলাইয়া বন্ধ করিয়া (fuse) দেওয়া হয়। বায়ুশূন্য স্থান দিয়া তাপের পরিচলন ও পরিবহন প্রক্রিয়া বন্ধ থাকে। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় যাহাতে তাপ চলাচল না করিতে পারে তাহার জন্য কাঁচের পাত্র দুইটির দেয়াল আয়নার মত উজ্জ্বল করিয়া দেওয়া হয়।…বোতলের মুখে ছিপি দিয়া আঁটা হয়। একটি পাতলা লোহার গোল চুঙ্গিতে বোতলটি থাকে। থার্মোসফ্লাস্ক এদেশে তৈয়ারী হয় না, বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

থার্মোমিটার (Thermometer)

তাপের হ্রাস বৃদ্ধি মাপিবার কাঁচের নলিকা বা তাপমানযন্ত্র। একটি ফাঁপা নলের একদিকে bulb বা কুণ্ড। নলের ভিতর হইতে বায়ু বাহির করিয়া কুণ্ডর মধ্যে পারদ ভরা হয়। তৎপরে উপরের মুখ বন্ধ করা হয়।…বহু রকমের থাঃ আছে, যেমন উচ্চতম তাপ ও নিম্নতম তাপমাত্রা মাপিবার থার্মোমিটার (Maximum T., Minimum T.), আর্দ্রতা মাপের থাঃ (Humidity), জ্বর মাপার থাঃ (Clinical T.) প্রভৃতি। ডাক্তারী থাঃএ ৯৫° হইতে ১১০° ডিগ্রী পর্যন্ত ঘর কাটা থাকে। থাঃ নির্মাণ খুব জটিল কাজ না হইলেও শক্ত; পারদ পুরিয়া প্রায় বৎসরকাল উহাকে ফেলিয়া রাখা হয়—সেই সময়ে কাঁচের কোনো পরিবর্তন হয় কিনা তাহা লক্ষ্যর বিষয়।…থার্মোমিটার যে তাপমাত্রা নির্ণয় করে, তাহা মাপিবার তিনপ্রকার মান প্রচলিত আছে। গ্যালিলিওকে আদিম থাঃর আবিষ্কর্তা বলা হয়। ফারেনহীট্ নামে একজন জারমান বিজ্ঞানী (Gabriel Daniel Fahrenheit 1686-1736) সর্বপ্রথম ১৭০৯ অব্দে কোহল দিয়া থাঃ নির্মাণ করেন; ১৭২৪এ তিনি পারদ ব্যবহার করেন। তিনিই জল যখন শীতল হইয়া বরফ হয় এবং জল গরম হইয়া ফোটে এই দুইঅবস্থার তাপ ঠিক করিয়া দেন; উভয়ের ব্যবধানকে ১৮০টি ভাগে বিভক্ত করেন। ইহার পুর্বে তিনি মানব দেহের তাপকে ৯৬°, বরফের গলন্ত অবস্থাকে ৩২° এবং জল, লবণ ও টুকরা বরফের তাপকে 0° শূন্য ডিগ্রী চিহ্নিত করেন। জল বরফ হওয়ার তাপমাত্রাকে ৩২° করা হয় বলিয়া ফুটন্তজলের তাপমাত্রা হয় ৩২° + ১৮০° = ২১২° ডিগ্রী। বৃটিশ দ্বীপালি, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও আমেরিকায় ফাঃ তাপমান বেশি চলে।…ফরাসী রয়মার (Reaumer Rene Antoine Ferchault de, 1683-1757) ১৭৩১ জলের বরফের অবস্থা ও ফুটন্ত অবস্থার ব্যবধানকে থার্মোমিটারে ৮০টি ভাগে ভাগ করেন।…সেন্টিগ্রেড তাপমান অনুসারে এই ব্যবধান ১০০ ভাগে বিভক্ত; অর্থাৎ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা ১০০° সেন্টিগ্রেড। সুইডেন উপসালার (Upsala) সেলসিয়াস্ (Anders Celsius 1701-1744) ১৭৪২এ এই তাপমান আবিষ্কার করেন। বৈজ্ঞানিক জগতে এই পদ্ধতিই অধিক ব্যবহৃত হয়; এই তিন প্রকার তাপমানের সম্বন্ধ কিরূপ দেখানো যাইতেছে।

১০০° সেন্টিগ্রেড(C) = ১৮০ ফারেনহীট(F) = ৮০° রয়মার(R)। অর্থাৎ ৫° (C) = ৯° (F) = ৪° (R)। ফারেনহীট হইতে সেন্টি-গ্রেডে পরিণত করিবার নিয়ম :—ফারেনহীট তাপমাত্রা হইতে ৩২° বাদ দিয়া $\frac{৫}{৯}$ গুণ কর। সেন্টিগ্রেডকে ফারেনহীটে পরিণত করিতে হইলে সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রাকে $\frac{৯}{৫}$ দিয়া গুণ করিয়া ৩২° যোগ দিতে হইবে।

থার্মোস্টাট (Thermostat)

তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বা কল। অত্যধিক তাপ হইলে এই যন্ত্র আপনা হইতে সতর্কসূচক সঙ্কেতাদি দেখায়।

থার্সডে (Thursday), বৃহস্পতিবার

স্কন্দনেভিয়ানদের বজ্রের দেবতা (Thor) থরের নামানুসারে দিবস Thor's day। সপ্তাহের ৫ম দিন। রোমানরা এই দিনকে বলিত 'জুপিটার দিন' বা dies jovis।

থালিস (Thales খৃঃপূঃ ৬৪০—৫৫০)

গ্রীক দার্শনিক; ইঁহার জন্মস্থান এশিয়া মাইনরের মিলেটাস নগরী। গ্রীকদের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিশ্বসৃষ্টির একটি ভৌতিক কারণ নির্দেশের চেষ্টা করেন; তাঁহার মতে জলই সৃষ্টির মূল উপাদান। বস্তুমাত্রই জলের অবস্থাভেদে উৎপন্ন; পৃথিবী মহাসমুদ্রে ভাসমান থাকিয়া জল হইতে আবশ্যকীয় সার সংগ্রহ করে।…থালিস্ গ্রীকদের প্রথম বৈজ্ঞানিক, প্রথম জ্যোতির্বিদ ও প্রথম জ্যামিতিক বলিয়া উক্ত হন।

থিউকিদাইদিস (Thucydides খৃ পূ ৪৭১-৪০১)

গ্রীক ঐতিহাসিক ও সেনাপতি। থ্রেসের স্বর্ণ খনির মালিক ছিলেন বলিয়া খুবই ধনী ছিলেন। কোন যুদ্ধে পরাভূত হওয়ায় তিনি আথেনীয়দের নিকট শাস্তির ভয়ে দেশত্যাগী হন। ২০ বৎসর পরে আথেন্সে ফেরেন, কিন্তু অল্পকালে মধ্যে খুন হন। নির্বাসনকালে তিনি পেলোপনেশীয় যুদ্ধ বা গ্রীসের অন্তর্কলহের ইতিহাস রচনা করেন (Hist. of the Peloponesian war),

থিএটর (Theatre)
ভারতবর্ষে থিঃ ইংরেজ আমলে আসিয়াছে। পূর্বকালে 'যাত্রা' (দ্র) নাট্যাভিনয় ছিল। ১৯ শতকে কলিকাতার ইংরেজরা চিত্তবিনোদনের জন্য ইংরেজি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন; তাহারই অনুকরণে ১৯ শতকের মধ্যভাগে কলিকাতায় বাংলা থিঃ প্রবর্তিত হয়। যাত্রার জন্য 'আসর' হয় মধ্যস্থলে, লোকে ঘিরিয়া বসে। থিএটরে স্টেজ বা মঞ্চে অভিনয় হয়, এবং পট বা সিন প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়; লোকে স্টেজের সম্মুখে বসিয়া দেখে। ইউরোপে থিঃ অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান; গ্রীক ও রোমান যুগে ইহার আরম্ভ। মধ্যযুগে নিষ্প্রভ হয়; তবে খৃস্টের জীবনী (Passion Plays) প্রভৃতি যাত্রার স্থায় অভিনীত হইত। লন্ডনে ১৫৭৬এ কাঠের একটা বাড়ীতে সর্বপ্রথম রঙ্গমঞ্চ নির্মিত হয়। ১৬ শতকে নাটক রচিত হইলে থিএটরের নূতন যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু যথার্থভাবে ১৯ শতকে ইহার উন্নতি হইয়াছে। এককালে থিএটরের দৃশ্যবলীকে জীবন্ত ও প্রকৃত করিবার জন্য মালিকদের বিশেষ চেষ্টা ছিল; দর্শকের চোখের সম্মুখে সমস্ত ঘটনাকে বাস্তবাকারে দেখাইবার এই চেষ্টা ক্রমে আর্ট থিএটরে পরিত্যক্ত হইতেছে; পটভূমির সরলতার দিকে ইহাদের দৃষ্টি যাইতেছে। গত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে থিঃ পূর্বের জনাদর হারাইয়াছে—ইহার স্থান সিনেমা বা সবাক-চিত্র গ্রহণ করিতেছে। দ্রঃ নাট্যশালা, বঙ্গীয়।

থিওক্রিটাস (Theocritus খৃপূ ২৮৫—২৪৭)
গ্রীক কবি। ইনি সিসিলি-সাইরাকিউসের বাসিন্দা ছিলেন। মিশরের আলেকজেনড্রিয়ায় আসিয়া প্টলেমি সোটারের সময়ে বাস করেন। পরে ইনি সিসিলিতে ফিরিয়া যান। Idylls নামে খ্যাত ২০টি কবিতা তাঁহার রচিত বলিয়া অনুমান।

থিওগনিস (Theognis খৃপূ ৫৪০ ?)
সম্ভ্রান্তবংশীয় গ্রীক কবি। জন্মস্থান মেগেরা। কাব্যের মধ্যে ধনীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পায়। চাণক্যের ন্যায় কেজো উপদেশপূর্ণ কবিতাগুলি খুবই জনপ্রিয় ছিল। কোনো রাজনৈতিক বিপ্লবের সময়ে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বলিয়া তাঁহার ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয় ও তিনি নির্বাসিত হন। নির্বাসন-কালে কবিতাগুলি রচিত হয়।

থিওজফি (Theosophy বা ব্রহ্মবিদ্যা)
হেলেনা পেত্রোভ্না ব্লাভাস্কি (Blavatsky) নামে রুশীয় মহিলা (১৮৩১—৯১) ও কর্নেল অল্‌কট আমেরিকার নিউইয়র্কে ১৮৭৫এ থিঃ মতবাদ প্রচার করেন; ইহার উদ্দেশ্য কোন প্রকার ধর্ম, জাতি, বর্ণভেদ না করিয়া বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের বীজ বপন করা; তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা এবং মানবের অন্তর্নিহিত অজ্ঞাত শক্তিসমূহের সন্ধান। যে-কোন ধর্মে থাকিয়া থিওজফি সমাজের সভ্য হওয়া সম্ভব ব্লাভাস্কি ঘোষণা করেন যে তিব্বতে মহাত্মাদের নিকট হইতে তিনি ধর্মোপদেশ পাইয়াছিলেন। কর্মফল, জন্মান্তর বাদে তিনি বিশ্বাসী; বৌদ্ধ অর্হৎ, মহাত্মা প্রভৃতি 'মাস্টারগণ' ভক্তদের নিকট বাণী পাঠান। ব্লাভাস্কির মৃত্যুর পর W. W. Judge সমিতির সভাপতি হন। তাঁহার মৃত্যুর পর সমিতির মধ্যে বিরোধ হয়—একদল মিসেস্ অ্যানি বেসান্ত ও অপরদল মিসেস ক্যাথারিন টিংলেকে (Tingly) নেতা করেন। পৃথিবীর নানা স্থানে ৪০০ সমিতি আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশী ও মাদ্রাস (আদইর) থিওজফিস্টদের প্রধান কেন্দ্র। ইহাদের মধ্যে বহু তত্ত্বজ্ঞানী আছেন।

থিওডোর কাসা (Theodore II., of Abyssinia) ইথিওপিয়ার রাজা। জন্ম ১৮১৮। ইনি পাদরীর কাজের জন্য শিক্ষালাভ করেন; পরে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দলপতি হন। কয়েকটি যুদ্ধে সাফল্যলাভ করিবার পর ইনি ইথিওপিয়দের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন। ইনি বেশ ভাল-ভাবেই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন; রাজনৈতিক কারণে কয়েকজন ইউরোপীয় দূত ও ইউরোপীয়কে বন্দী করিলে ইংরেজরা যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেনাপতি নেপিয়ার (Robert Cornelius Napier 1810—1890) ১৮৬৮ অব্দে মাগদালার যুদ্ধে থিওডোরকে পরাভূত করেন; থিওডোর এই অপমানে আত্মহত্যা করেন।

থিওডোর পার্কার (দ্রঃ পার্কার)

থিওডোরিক (Theodoric ৪৫৪—৫২৬ খৃঅ)
পূর্ব-গথদের (Ostrogoths) রাজা (৪৭৪); ইনি ইতালী আক্রমণ করেন (৪৮৯) এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ওডোআকের-কে (Odoacer) পরাভূত করিয়া তাহার সহিত ইতালী ভাগাভাগি করিয়া লন; কিন্তু ৪৯৩এ ওঁকে হত্যা করিয়া থিঃ সমগ্র ইতালীর অধীশ্বর হন। ৩৩ বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত ইনি ইতালী শাসন করেন।

থিওডোলাইট্‌ (Theodolite)
সার্ভে বা জরিপ করিবার জন্য এই যন্ত্র কানুনগোরা ব্যবহার করেন। ইহাতে ছোট দূরবীন আঁটা থাকে এবং ইহার সাহায্যে সমতলরেখা ও লম্বরেখা মাপ লওয়া যায়। স্যর জর্জ এভারেস্ট সাহেব কর্তৃক উদ্ভাবিত থিঃ সর্বোৎকৃষ্ট। (দ্রঃ দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, সারভেয়িং বা জরিপশিক্ষা পৃঃ ৭২)।

থিওডোসিয়াস (Theodosius ৩৪৬—৩৯৫ খৃ অ)
রোমান সম্রাট ৩৭৮—৩৯৫। সেনাপতিপুত্র; বহুস্থানে সেনাপতিরূপে কার্য করিবার পর ৩৭৮এ পঃ রোমান সাম্রাজ্যর

সম্রাট গ্রাতিয়ান ইঁহাকে পূর্ব সাম্রাজ্যের সম্রাট হইবার জন্য আহ্বান করেন। ইনি বলকান উপদ্বীপ হইতে গথদের দূর করেন। ইঁহার সময়ে নৈষ্ঠিক খৃস্টানদের প্রতিপত্তি বাড়ে।

থিওফ্রাস্টাস (Theophrastus ৩৭২ ?—২৮৭ খৃ পূ) গ্রীক দার্শনিক। প্লাতোন ও আরিস্তোতলের শিষ্য। আঃর পর তাঁহার বিদ্যামন্দিরে (লিসিয়ামে) ইনি অধ্যক্ষ হন। ইঁহার বিদ্যালয়ে প্রায় ২০০০ শিষ্য অধ্যয়ন করিত। তিনি মৃত্যুর সময় দুঃখ করিয়া বলেন যে যখন মানুষের জ্ঞানোন্মেষ মাত্র আরম্ভ হইয়াছে, তখনই তাহাকে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হয়। তিনি বহু গ্রন্থ লেখেন, কিন্তু Characters ও History of Plants নামে গ্রন্থদ্বয় মাত্র আছে।

থিটিস (Thetis)
(১) গ্রীক পুরাণের দেবী; সাগরবাসিনী। পেলিউসের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহ সভায় Eris বা কলহদেবী ছাড়া সকলেই আমন্ত্রিত হন; তিনি সভায় একটি আপেল ফেলিয়া অনেক অশান্তির সৃষ্টি করেন। থিটিস আকিলিউসের জননী। (২) একটি গ্রহকণিকা (asteriod)। ১৮৬১, ১৭ এপ্রিল লুথার নামে জ্যোতির্বিদ কর্তৃক আবিষ্কৃত।

থি-ব (Thibaw)
উত্তর-বর্মার রাজা, মিনডনের (১৮৫৩—৭৮) পুত্র। ইনি ১৮৭৮এ রাজা হন; রাজধানী মান্দালয়। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া অপবাদ আছে। ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ হয় ও দঃ বর্মা হইতে ইংরেজ সৈন্য গিয়া মান্দালয় অধিকার করে (১৮৮৫)। থিবকে বন্দী করিয়া ভারতে পাঠানো হয়। তাঁহার সিংহাসন কলিকাতা মিউজিয়ামে ছিল, এখন ভিক্টোরিয়া মেমরিয়াল সৌধে আছে।

থিবো (Thibaut, George Fredrick Wilhelm ১৮৪৮—১৯১৪) জার্মান সংস্কৃত পণ্ডিত। জন্মস্থান জারমেনীর হাইডেলবুর্গ। সংস্কৃত শিখিয়া ম্যাক্সমূলরের সহিত ইংল্যান্ডে কাজ করেন। ১৮৭৫ কাশী সংস্কৃত কলেজের ইংরেজি ও সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ১৮৭৯ -৮৮ তথাকার অধ্যক্ষ হন। ১৮৮৮—৯৫ এলাহাবাদে অধ্যাপক। ১৯০৭—০৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার। দেশে গিয়া মৃত্যু হয়। ইনি বহু সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ ও কাশীর গ্রিফীথস সাহেবের সহিত Benares Sanskrit Series সম্পাদন করেন। ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। Sacred Books of the East গ্রন্থমালার শঙ্কর ও রামানুজ কৃত ভাষ্য সমেত বেদান্তসূত্রের অনুবাদক। বৌধায়ন কৃত 'শুল্বসূত্র'র অনুবাদ, বরাহমিহির কৃত 'পাঠ ও সিদ্ধান্তিকা' (সুধাকর দ্বিবেদীর সহিত) সম্পাদন ও অনুবাদ করেন। হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ রচয়িতা।

থিমিস (Themis)
(১) গ্রীক পুরাণে উরেনাস ও গে-(Ge)-র কন্যা। জিউসের অন্যতমা পত্নী। ইনি আইন ও শৃঙ্খলার মূর্তি। (২) একটি গ্রহকণিকার (asteriod) নাম। উহা De Gasparis কর্তৃক নেপলসে ১৮৫৩, ৫ই এপ্রিল আবিষ্কৃত হয়।

থিমিসটোক্লিস (Themistocles ৫১৪ ?—৪৪৯ খৃ পূ) গ্রীক সেনাপতি, আথেন্সের নায়ক। পারসিক সম্রাট জারক্সেস গ্রীস আক্রমণ করিলে ইঁহারই নেতৃত্বে গ্রীক নৌবাহিনী (সালামিসের যুদ্ধে) বিজয়ী হয়। ইঁহারই চেষ্টায় আথেন্স সুদৃঢ় নগরী হয়। শেষ জীবনে দেশের লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইয়া সার্দিসের পারসিক ক্ষত্রপের রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন (৪৭১); অবশেষে পারস্য সম্রাট ইঁহাকে নেতা করিয়া আথেন্স আক্রমণের প্রস্তাব করিলে ইনি আত্মহত্যা করেন।

থিস্পিস (Thespis)
গ্রীক্ প্রবাদানুসারে ট্রাজেডি নাটকের জনক; খৃ পূ ৬ষ্ঠ শতকের লোক। প্রাচীন দিওনিসিয়ান্ উৎসবের গানের দলকে বিশ্রাম দিবার জন্য একজন অভিনেতাকে আসরে আনার রেওয়াজ তিনি করেন। একজন অভিনেতাই কাপড়ের মুখোস পরিয়া নানারূপে নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইতেন

থিস্‌বি (Thisbe)
সুন্দরী বাবিলনীর কুমারী; প্রতিবেশী যুবক পাইরামাসের সহিত প্রণয় হয়; পিতামাতা তাহাদের বিবাহে সম্মতি দেন নাই। একদা তাহারা নিনাসের কবর স্থানে দেখাশুনা করিবার ষড়যন্ত্র করে। থিস্‌বি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছে, এমন সময় একটি সিংহ শিকার বধ করিয়া রক্তাক্ত মুখে সেখান দিয়া যায়; থিস্‌বি ভয়ে তাহার বসন ফেলিয়া পলায়ন করে; সিংহ রক্তমুখে ঐ বসন ছিন্ন ভিন্ন করে। পাইরামাস তথায় আসিয়া দেখে তাহার প্রিয়ার বসন সিংহের দ্বারা ছিন্ন। সে মনে করিল সিংহ তাহাকে বধ করিয়াছে; তখন সে তুঁত গাছের তলায় প্রাণত্যাগ করে। সেই হইতে তুত ফল এমন রক্তের ন্যায় লাল। কিছুক্ষণ পরে থিস্‌বি আসিয়া দেখে পাইরামাস প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তখন থিস্‌বিও প্রাণত্যাগ করে। ইহা গ্রীক পুরাণের গল্প।

থিসিউস্ (Theseus)
গ্রীক্ পুরাণমতে আথেন্সের রাজা ঈজিউসের বীর পুত্র। ইনি মারাথনের বন্য বৃষ ও মাইনোটার নামে রাক্ষসকে বধ করেন;

আমাজোনদের বিরুদ্ধে অভিযানের নায়ক ছিলেন। পার্সিফোনিকে রসাতল (Hades) হইতে উদ্ধার করিতে অসমর্থ হইয়া বন্দী হন ও হারকিউলিসের সহায়তায় মুক্তি পান। (দ্রঃ প্রিয়ম্বদা দেবী, কথা ও উপকথা। Charles Kingsley, The Heroes)।

থুতমিস (Thothmes)

প্রাচীন মিশরে ১৮শ রাজবংশের চারিজন ফেরোয়ার নাম। ১ম থুতমিস ছিলেন ফেরোয়া আমেনহোতেপের পুত্র; ইনি ১৫৩৯ খৃস্ট পূর্বে ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। মিশরীয় সাম্রাজ্য ইউফ্রাতিস তীর পর্যন্ত ইহার দ্বারা বিস্তৃত হয়। ইহার পুত্র ২য় থুতমিস তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নী হাত্‌শেপসুত-এর সহিত রাজত্ব করেন (খৃ পূ ১৫১৪)। ৩য় থুতমিসের সময়ে আরমেনিয়া হইতে সুদান পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। অনেকে মনে করেন ইঁহার সময়ে ইহুদীরা মিশরে নির্যাতিত হয়। ৪র্থ থুৎমিস ১৪৪৮ খ্রী পূঃ রাজত্ব করেন।

থুথু (Saliva), লালা

মুখের মধ্যে তিনটি স্থানে কতকগুলি লালাগণ্ড (Salivary Gland) হইতে থুথু বা লালারস নির্গত হয়। কানের নিচে, চোয়ালের নিচে ও নিচের পাটির দাঁতের পাশে এইসব গ্লান্ড আছে। লালারস খাদ্য দ্রব্যকে নরম ও তরল করে এবং স্বাদ গ্রহণের সহায়তা করে। ইহাতে টিয়ালিন (Ptyalin) নামে পাচক রস থাকে বলিয়া খাদ্য হজমেও কাজে লাগে; খাদ্য শক্ত হইলে বেশি করিয়া চিবাইতে হয় এবং লালাও অধিক পরিমাণে নির্গত হয়। খাদ্য হজমের কাজ মুখ হইতে সুরু হয়। লালাগণ্ডের মধ্যে কখনো কখনো পাথর জমে তখন থুথু সহজে বাহির হয় না এবং যন্ত্রণাও দেখা যায়। অতিরিক্ত লালারস মুখে আসা অস্বাভাবিক; ইহা কোন কোন ব্যাধির লক্ষণ।

থুলিয়াম (Thulium)

ধাতব ভৌতিক (element)। পরমাণবিক ওজন ১৬৯.৪। ইহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ধাতু। গ্যাডোলিনাইট, ইউক্সেনাইট প্রভৃতি খনিজের মধ্য হইতে নিষ্কাশিত করা হয়। ১৮৭৯এ ক্লেভ (Cleve) ইহা প্রথম আবিষ্কার করেন; ১৯১১এ বিজ্ঞানী জেমস্ ইহাকে সব প্রথম পরিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত করেন।

থেইস্ (Thais)

আথেন্সের বিখ্যাত স্বাধীনভর্তিকা নারী; মকিদানরাজ আলেকজেন্দারের সহিত দিগ্বিজয়ে সঙ্গিনী ছিলেন।...ফরাসী লেখক আনাতোল ফ্রাঁসে-র (France) একখানি বিখ্যাত উপন্যাস। মিশরের একটি প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

থেরবাদ, স্থবিরবাদ

বৌদ্ধদের হীনযান শাখার প্রাচীনতম সম্প্রদায়; ইহারা মনে করেন যে ইহারাই বুদ্ধদেবের বাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেন। থেরবাদীদের বৌদ্ধ সাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। এই সম্প্রদায়ের মত উত্তর ভারত হইতে সিংহলে যায়; এবং তথাকার বৌদ্ধরা এখন পর্যন্ত থেরবাদকে অনুসরণ করে। সিংহল হইতে বর্মা, সিয়াম (থাইভূম) কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানে এই মত প্রচারিত হয়। থেরবাদীদের বিরাট পালি সাহিত্য সিংহল, বর্মা, সিয়াম ও কাম্বোজের লিপিতে লিখিত। বিলাত হইতে Pali Text Society অধিকাংশ ত্রিপিটক গ্রন্থ রোমান (ইংরেজি) লিপিতে মুদ্রিত করিয়াছেন।
'থেরগাথা' ও 'থেরীগাথা' খুদ্দক নিকায় অন্তর্গত পালি গ্রন্থদ্বয়। প্রথম গ্রন্থে ১০৭ জন থের-র ও দ্বিতীয় গ্রন্থে ৭৩ জন থেরীর বুদ্ধ-প্রশংসা রচিত গাথা বা কবিতা আছে। বিজয় চন্দ্র মজুমদার কৃত অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

থেরেসা (Theresa বা Teresa, Saint ১৫১৫-৮২

স্পেনীস ক্যাথলিক সাধ্বী। ইনি কার্মেলাইট সাধুসঙ্ঘে প্রবেশ করেন; কিন্তু তাহাদের মধ্যে নানাপ্রকার ব্যভিচার দেখিয়া স্বয়ং পৃথক মঠ স্থাপন করেন। কার্মেলাইট সন্ন্যাসীদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে, তিনি পোপের অনুমতি লাভ করিয়া ঐ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে সক্ষম হন। এইখানে সন্ন্যাসিনীরা অতি কঠোর শাসন ও সংযমের মধ্যে বাস করিত।

থেলার (Thaler)

জারমেনীর রৌপ্য মুদ্রা। ১৫১৯এ বোহেমিয়ায় সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয়। ১৮৭৩ পর্যন্ত এই মুদ্রা প্রচলিত ছিল; তদনন্তর 'মার্ক' নামে মুদ্রা চলিত হয়।

থেলিয়াম (Thallium)

অতি দুষ্প্রাপ্য ধাতুজ ভৌতিক পদার্থ (metallic element)। পরমাণবিক ওজন ২০৪.৩৯। ইহা লৌহ ও তাম্র-পাইরাইটের সহিত অতি অল্প অনুপাতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া রৌপ্য ও তাম্রচুরের মধ্যে থেলিয়াম-সেলেনাইড্ রূপে এবং কতকগুলি খনিজ জলে ও দুষ্প্রাপ্য মৃত্তিকার মধ্যেও আছে। ধাতু, নরম হাওয়ার সংস্পর্শে অক্সিডাইজড্ হয়। ইহা হইতে যেসব যৌগিক হয়, তাহা অত্যন্ত বিষাক্ত। ১৮৬১ স্যর উইলিয়াম ক্রুকস কর্তৃক এই ভৌতিক আবিষ্কৃত হয়; কাচ-শিল্পে ইহার প্রয়োজন হয়।

থৈকড়, থৈকল, অম্লবেতস (Rumex vesicarius)

অম্লবেতসের গাছ ফলের জন্য বাগানে রোপিত হয়; ফলকে

থৈকড় বলে। গাছ বড়; পাতা বড়, চৌড়া, কর্কশ। ফুল আষাঢ় মাসে হয়, শাদা। কাঁচা ফল সবুজ, পাকিলে হলদে হয়। শরৎকালে পাকে। আকার নাশপাতির মত, কিন্তু চার গুণ বড়। আয়ুর্বেদে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ)

থোরিয়াম (Thorium)

ধাতব ভৌতিক (element); পরমাণবিক ওজন ২৩২'২; ১৮২৮এ Brezellius দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত হয়। ব্রেজিল, মালয়, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে মোনাজাইট বালুকা হইতে ইহাকে কারবারী আকারে নিষ্কাশিত করা হয়। থোরিয়াম-অক্সাইড্ গ্যাস-ম্যান্টেল তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাকে বিশুদ্ধভাবে তৈয়ারী করা খুব শক্ত। ইহার গলনাঙ্ক ১৮০০° (c)।

থোরো (Thoreau, Henry David ১৮১৭-৬২)

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের লেখক। এমার্সনের বিশেষ বন্ধু; ইহার গ্রন্থ Walden (১৮৫৪) বিখ্যাত। ১৮৩৭এ হার্ভার্ড হইতে গ্রাজুএট হইয়া কিছুকাল শিক্ষকতা করেন; পরে জমি জরিপের কাজ করেন। কিছুকাল একাকী Walden Pond-এর তীরে বাস করেন। ইনি ব্যক্তিস্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া একবার কারারুদ্ধ হন।

থ্যাকারে (Thackeray, William Makepeace ১৮১১—৬৩)

ইংরেজ ঔপন্যাসিক। ইহার জন্মস্থান কলিকাতা। ইংল্যান্ডে শিক্ষালাভ করেন; ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া প্র্যাকটিস করেন নাই। বহুগ্রন্থের লেখক। Vanity Fair (১৮৪৭-৮), Pendennis (১৮৪৮-৫০), Esmond (১৮৫২) The Newcomes (১৮৫২-৫৫) প্রভৃতি। Punch পত্রিকায় ইহার বহু রসরচনা প্রকাশিত হয়।

দই (দধি)

স্বল্প উষ্ণ দুধের মধ্যে অম্লরস পড়িলে দুধ দইএ পরিণত হয়; সাধারণত দইএর 'সাজা' বা কিয়দংশ লইয়া 'দই পাতা' হয়। আয়ুর্বেদ মতে দধি অগ্নিদীপক, মলরোধক, বলকারক এবং পিত্ত, কফ, রক্তপিত্ত, শোথ ও মেদ রোগের উৎপাদক। বৈদ্যরা দধি ভোজনের পক্ষপাতী নহেন। কিন্তু ইউরোপে দধির চল অল্পকাল হইতে হইয়াছে। মেচ্‌নিকফ্ নামে একজন রুশীয় ডাক্তার ইহার উপকারিতা আবিষ্কার করেন। মানুষের পাকস্থলীতে এমন এক প্রকার অ্যাসিড আছে, যাহার সাহায্যে দুধের মধ্যস্থিত কেসিনাংশকে দলবদ্ধ করিয়া দেয়। মেচ্‌নিকফ জরা-উৎপত্তির কারণ ও তাহা নিবারণের পন্থা আবিষ্কার বিষয়ে গবেষণা করিতে গিয়া জানিতে পারেন যে ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড উৎপাদক জীবাণু প্রচুর পরিমাণে অন্ত্রে থাকিলে অনিষ্টকর জীবাণুর আক্রমণ হইতে শরীর রক্ষা পায়। কি ভাবে পাকস্থলীতে ল্যাঃ অ্যাঃ জীবাণুর উপনিবেশ স্থাপন করানো যায়, তাহা লইয়া মেচ্‌নিকফ গবেষণা করিতে গিয়া দেখিতে পান বুলগেরিয়াতে Yoghurt নামে এক প্রকার দধিতে বাঞ্ছিত জীবাণু আছে। বুলগেরিয়ার এক শ্রেণীর লোক এই দধি খুবই ব্যবহার করে, এবং তাহাদের অধিকাংশ লোকই দীর্ঘজীবী। (দ্রঃ জগদানন্দ রায়, প্রাকৃতিকী পৃঃ ২০২)

দংশ

পৌরাণিক অসুর। ভৃগু পত্নীকে চুরি করার জন্য কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কীট পরশুরামের গৃহে ছদ্মবেশী কর্ণর উরু ভেদ করিয়া মুক্তি লাভ করে।

দক্ষ প্রজাপতি

ব্রহ্মার পুত্র। পত্নী প্রসূতির গর্ভে ইহার বহু কন্যা হয়; কশ্যপ, চন্দ্র, ধর্মরাজ প্রভৃতির সহিত কন্যাদের বিবাহ হয়। কনিষ্ঠ কন্যা সতীর স্বামী শিব। শিব শ্বশুরকে কোনো যজ্ঞে অভিবাদন না করায় দক্ষ জামাতার উপর বিরক্ত হন ও এক যজ্ঞে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী পিতৃগৃহে আসেন, কিন্তু পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শিব সেই সংবাদ পাইয়া ভূতপ্রেতদের লইয়া যজ্ঞস্থলে আসেন ও যজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করেন এবং দক্ষের মুণ্ড কাটিয়া ফেলেন। পরে প্রসূতির অনুরোধে শিব তাঁহাকে জীবিত করেন ও ছাগমুণ্ড বসাইয়া দেন। সেই হইতে দক্ষের ছাগমুণ্ড। 'দক্ষ সংহিতা' ৭ অধ্যায় যুক্ত সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত 'ঊনবিংশ সংহিতা'র অনুবাদ পৃঃ ৪৩৫-৪৪৮ দ্রষ্টব্য।

দক্ষ সাবর্ণি

চতুর্দশ মনুর নবম মনুর নাম দক্ষ সাবর্ণি। বর্তমান যুগের অধিষ্ঠাতা হইতেছেন ৭ম মনু বৈবস্বত। (দ্রঃ মনু ও মন্বন্তর)

দক্ষিণ তট (Right bank) ভৌগোলিক সংজ্ঞা। নদীর স্রোতমুখে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ বা ডাইন দিককে দক্ষিণ তট বলে। উজান যাইবার সময়ে উহা বাম দিকে পড়িলেও দক্ষিণ তট বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়।

দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল (South Temperature Zone) দ্রঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল।

দক্ষিণ সন্ধানী মেরু (South-seeking Pole) একটি চুম্বককে ঝুলাইয়া রাখিলে উহা সর্বদা উত্তর দক্ষিণদিক নির্দেশ করে। চুম্বকের যে প্রান্তটি উত্তর দিকে থাকে. ইংরেজিতে তাহাকে উহার North Pole, North-seeking P., Marked P., বা Red P. বলে। চুম্বকের অপর প্রান্তটিকে ইংরেজিতে South Pole, South-seeking P., Unmarked P. বা Blue P. বলে। চুম্বকের উত্তর প্রান্তকে লাল ও দক্ষিণ প্রান্তকে নীল রঙে রঞ্জিত করিবার প্রথা বিজ্ঞানী Sir G. B. Airy (১৮০১-৯২) প্রথমে প্রবর্তন করেন ও বিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেল্‌ভিন (Kelvin) তাঁহার এই প্রথাটির সমর্থন করেন। কেল্‌ভিন উত্তর সন্ধানী প্রান্তটিকে প্রকৃত-দক্ষিণ-প্রান্ত (True S. P.) বলিতেন।

দক্ষিণ মহাসাগরীয় স্রোত (Antarctic current) দ্রষ্টব্য স্রোত, সামুদ্রিক।

দক্ষিণা

যজ্ঞাদি কর্মের শেষে তাহার পূর্ণতার জন্য দক্ষিণ বা উদারভাবে যে দান করা হয় তাহাকে দক্ষিণা বলে। বর্তমানে ইহা কর্মমাত্রেরই পূর্ণতার জন্য পুরোহিত প্রভৃতিকে প্রদত্ত অর্থের বোধক বা তাদৃশ অন্য দ্রব্যের বোধক। বোধ হয় কর্মে দক্ষতার জন্য যে বেতন দেওয়া হইত, তাহা কালে 'দক্ষিণা' নামে চলিত্ হয়। ইংরেজিতে dexerity, লাতিন dexter শব্দর অর্থ of or on the right-hand side; গ্রীক dexios; গথিক taihswa ; সংস্কৃত daksha।

দক্ষিণাবর্ত (Clockwise)

ঘড়ির কাঁটা যে দিকে চলে—সেই দিকের গতিকে দঃ বলে। বিশ্বের অধিকাংশ বস্তুর স্বাভাবিক গতি দক্ষিণাবর্তে।

দক্ষিণামূর্তি

মহাদেবের নাম শৈব-উপনিষদগুলির মধ্যে দক্ষিণামূর্তি উপনিষদ অন্যতম। দ্রঃ মাধব শাস্ত্রী সম্পাদিত শৈব উপনিষদ, আদৈর, ১৯২৫। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপনিষদ্‌-বলীর ১১শ খণ্ডে মূল ও বঙ্গানুবাদ আছে। শঙ্করাচার্য বিরচিত দক্ষিণামূর্তি স্তোত্র অতি বিখ্যাত। দ্রষ্টব্য স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত স্তবকুসুমাঞ্জলি পৃঃ ১৫৩-১৬২।

দক্ষিণায়ণ (দ্রঃ উত্তরায়ণ)

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা (১৮১৪—৭৮)

ডিরোজিওর (দ্র) শিষ্যদের অন্যতম। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু কলেজে ইহার সহাধ্যায়ী। ১৮৩১—৪৪ 'জ্ঞানান্বেষণ' সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় প্রচলিত হিন্দুধর্ম ও সমাজের তীব্র সমালোচনা থাকিত। ইনি বহু টাকা ডেভিড্ হেয়ারকে দান করেন। কৃষ্ণমোহন খৃস্টান হইলে যখন গৃহ হইতে বিতাড়িত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে আশ্রয় দেন। কিছুকাল কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স-কলেক্টর, নবাব নাজিমের দেওয়ান ও বর্ধমানে ডেঃ কলেকটর ছিলেন। ১৮৫১-২ এ লখনৌ যান। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরেজকে বিশেষ সাহায্য দান করেন। তজ্জন্য সরকার হইতে অযোধ্যায় তালুক পান (১৮৫৮)। ১৮৭১ 'রাজা' উপাধি পান। অযোধ্যার তালুকদার সভা স্থাপয়িতাদের অন্যতম ও প্রথম সম্পাদক; 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারতপত্রিকা' প্রকাশ করেন। ইনি পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের দৌহিত্র।

দণ্ডনীতি

প্রাচীন ভারতে শাসন ও বিচার সম্পর্কীয় শাস্ত্রকে দণ্ডনীতি বলিত। কৌটিল্য, শুক্রাচার্য, কামন্দ প্রভৃতির নীতি গ্রন্থে দণ্ড সম্বন্ধে বহু বিস্তারে আলোচনা আছে। (ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি, কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত অনূদিত।

দণ্ড বিধি (Penal Code)

যে আইনের দ্বারা অপরাধীর বিচার হয় তাহাকে দঃ বিঃ বলে; ভারতের দণ্ড বিধি বহুকাল হইতে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়াছে। ১৭৭৩ হইতে ১৮৩৩ পর্যন্ত গভর্নর-জেনারেলগণ যেসকল আইন প্রচার করেন, সেগুলিকে রেগুলেশন বলে। এই যুগের ১৮১৮ সালে ৩নং রেগুঃ বা বিনা বিচারে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটক রাখার আইন এখনো চলিতেছে। ১৮৩৩ ইং ইং কোং ভারত-বর্ষের শাসনভার পাইল; আইন প্রণয়নের জন্য এক কমিশন বসে ও লর্ড মেকলে আইন-সদস্য নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ফৌজদারী দণ্ডবিধির খসড়া প্রস্তুত করেন। ২২ বৎসর পর নানারূপ ছোট খাটো পরিবর্তনের মধ্য দিয়া গিয়া ইহা আইনে পরিণত হয়। সুপ্রীম কোর্টের শেষ বিচারপতি স্যর বার্নেস্

পীকক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহা সুবিন্যস্ত করেন। ১৮৬০এ দণ্ডবিধি, ১৮৬১তে ফৌজদারী দণ্ডবিধি (Procedure) প্রস্তুত হয়। ইহার পর প্রয়োজন মত বহু নূতন আইন গঠিত হইয়াছে, কিন্তু মূলের পরিবর্তন সামান্য হইয়াছে।

দণ্ডী

সংস্কৃত লেখক। কালিদাসের পরবর্তী, অনুমান ৬ষ্ঠ শতকের লোক। বিদর্ভ দেশবাসী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। অলঙ্কার গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ' ও 'দশকুমারচরিত' নামক কথাগ্রন্থের রচয়িতা। 'দশকুমারচরিতে' দশটি রাজকুমারের কাহিনী থাকার কথা—কিন্তু আটটি আছে। গ্রন্থখানি দণ্ডী শেষ করিতে পারেন নাই। দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' অলঙ্কার শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে সবিস্তারে গৌড়ীয় ও বৈদর্ভ রীতির সমালোচনা করিয়া বৈদর্ভ রীতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছেন। উদাহরণের শ্লোকগুলি দণ্ডীর নিজ রচনা বলিয়া মনে হয়।

দত্তক, পোষ্য পুত্র

ঔরসপুত্র না থাকিলে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির যে পুত্রকে হিন্দু বিধানে যাগ-যজ্ঞ করিয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায় তাহাকে দত্তক বলে। একমাত্র পুত্র দত্তকরূপে অন্যকে দান করা নিষিদ্ধ। ভাগিনেয়, ভাই প্রভৃতিও নিষিদ্ধ। স্বামীর জীবিত কালে অনুমতি লওয়া থাকিলে বিধবা দত্তক গ্রহণ করিতে পারে।...দত্তক পুত্রকেই পোষ্যপুত্র বলা হয়।...লর্ড ডালহৌসি দঃ গ্রহণ বে-আইনী করিয়া বহু রাজা বাজেয়াপ্ত করেন। সিপাহী বিদ্রোহের উহা অন্যতম কারণ। লর্ড ক্যানিং দত্তক গ্রহণ স্বীকার করেন। সংস্কৃতে নন্দপণ্ডিত বিরচিত 'দত্তকমীমাংসা' এবং কুবের বিরচিত 'দত্তক চন্দ্রিকা' গ্রন্থদ্বয় বিখ্যাত।

দত্তাত্রেয়

অত্রিমুনি পুত্র, বিষ্ণুর অংশে জন্ম; ইহার পুত্র নিমি। দত্তাত্রেয় নামে বিষ্ণুমূর্তি মারাঠাদেশে পূজিত হয়।

...'দত্তাত্রেয় উপনিষদ' বৈষ্ণব উপনিষদের অন্যতম। হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উপনিষদাবলী'র ৯ম খণ্ডে মূল ও অনুবাদ আছে।...'দত্তাত্রেয় তন্ত্র' নামে একখানি ইন্দ্রজালাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ আছে।

দদ্রু, দাদ, (Ringworm)

একপ্রকার চর্মরোগ, গোল হইয়া দেখা যায়; অত্যন্ত চুলকায়; মাঝখানে সারে, কিন্তু পরিধিতে বাড়ে। লোমকূপের মধ্যে বীজাণু এমনভাবে বাসা করে যে তাহাকে দূর করা কঠিন। বহু ঔষধ আছে, কিন্তু ফলপ্রদ খুব কম। ৮ মাসের কম দাদ সারে না। অন্যের কাপড় জামা ব্যবহার করিতে নেই।

দধিমুখ

বানরজাতীয় বীর, সুগ্রীবের মাতুল; রামের অন্যতম সেনাপতি বানররাজ সুগ্রীবের মধুবনের রক্ষী ছিলেন। সীতার সংবাদ পাইলে বানর বীরগণ মধুবনে উৎসব করিতে থাকে; দধিমুখ তাহাদের নিষেধ করিতে গিয়া লাঞ্ছিত হয়।

দধীচি

অথর্ব মুনির পুত্র; শিবভক্ত। দক্ষ শিবকে বাদ দিয়া যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইনি যজ্ঞস্থল ত্যাগ করেন। ইন্দ্র ইহার তপস্যায় ভীত হইয়া অলম্বুষা অপ্সরাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন; অলম্বুষার গর্ভে সারস্বত নামে পুত্রের জন্ম হয়। এই সময়ে দেব ও অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল। দেবগণ বৃত্রাসুর কর্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইবার পর জানিতে পারেন যে দধীচির অস্থিনির্মিত অস্ত্রে ঐ অসুরের বিনাশ হইবে। ইন্দ্র ইহা জানাইলে দধীচি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 'বৃত্রাসুর বধ' নামে কাব্যে এই ঘটনা বর্ণিয়াছেন।

দনা (Artimisia indica ; Indian worm wood)

সোমরাজাদিবর্গের শাক। পাতা পক্ষছিন্ন, নিম্ন পৃষ্ঠ লোমশ; মঞ্জরী হেলিয়া পড়ে। পাতায় ঈষৎ গন্ধ। নাগদনা—ঐ জাতীয় শাক। তবে পাতা চেপ্টা, বেশী কাটা, নীচে দীর্ঘ রোমযুক্ত। পাতা সুগন্ধ। (যোগেশ)।

দনু

দক্ষের কন্যা কশ্যপের পত্নী। ইঁহার গর্ভে শম্বর, নমুচি, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি ৪০ পুত্র জন্মে। ইহারা সব দানব। প্রাচীন গ্রীসে Danaus নামে এক জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

দনুজমর্দন (১৪১৭-১৮ খৃষ্ট)

বাংলাদেশে মুসলমান শাসন যুগে এই নামে এক রাজার ১০টি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। মুদ্রাগুলি পাণ্ডুয়া, সুবর্ণগাম ও চট্টগ্রাম টাকশালে ছাপা হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন ইনি চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন; অন্যেরা মনে করেন ইনি ও রাজা গণেশ অভিন্ন ব্যক্তি। ইঁহার সমস্ত কাহিনী রহস্যাবৃত।

দন্ত (Teeth) •

মুখ গহ্বরস্থিত যে প্রত্যঙ্গদ্বারা খাদ্য দ্রব্য ছিন্ন ও পেষণ করা যায় তাহাকে দাঁত বলা যায়। অনেক নিম্ন প্রাণীর দাঁত নাই; মাছের দাঁত স্পষ্টভাবে আছে; ব্যাঙের নীচের পাটি নাই; নির্বিষ সাপের কয়েকটি তীক্ষ্ণ দাঁত ও বিষাক্ত সাপের বিষ-দাঁত থাকে। পাখীর দাঁত নাই। স্তন্যপায়ী সকল প্রাণী দন্তী। মানুষের ৩২ দাঁত, উপরের চোয়ালে ১৬, নিম্নে ১৬। দাঁত চারি প্রকারের; উপরের ৪টি 'সামনের

দাঁত' (ছেদন-দন্ত Incisors), ২টি 'কুকুরে-দাঁত' (Canine), ৪টি চর্বণ-দন্ত (bicuspids), ৬টি পেষণ-দন্ত (molars); নিচেও অনুরূপ। শিশুদের দুধে-দাঁত ২০টি। ৬, হইতে ৮ বছর বয়সের মধ্যে সেগুলি পড়িয়া যায় ও তাহার স্থলে নূতন দাঁত গজায়। ১২ বছরের মধ্যে সবগুলি উঠিয়া যায়; আক্কেল বা চর্বণের শেষ দাঁত ১৮ বছরে প্রায় ওঠে; কাহারও আদৌ হয় না। শিশুর দন্তোদ্গম ৬ মাস বয়সে সুরু হয়; এই সময়ে প্রায়ই শিশুদের জ্বর ও পেটের অসুখ হয়। প্রতিশেধকরূপে শিশুকে প্রচুর জলপান করানো উচিত এবং পেট পরিষ্কার রাখা দরকার; জোর করিয়া খাওয়ানো অনুচিত।...দাঁতকে যথার্থ অস্থি বলা যায় না; ইহাকে exo-skeleton বা বহিঃকঙ্কাল বলা হয়। ইহার উপরিভাগে কঠিন এনামেল (enamel) আছে। ইহার তলায় দন্তীন্ (dentine) অংশ অপেক্ষাকৃত কোমল, ইহারই মধ্যভাগে দন্তীয় মণ্ড (pulp); এইখানে রক্তথলি, স্নায়ু-শিরা আছে। দন্তের যে অংশ মাড়ির মধ্যে থাকে তাহার এনামেল নাই (root)।...অজীর্ণতা হইতে দাঁতের বহুপ্রকার ব্যাধির সৃষ্টি হয়; আবার খারাপ দাত হইতে বহুপ্রকার রোগের উৎপত্তি হয়। দন্তশূল অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। চিকিৎসকের উপদেশ ছাড়া কেবল দন্ত-চিকিৎসকের উপদেশে দাঁত তোলানো উচিত নহে। দাঁতের যত্ন বিশেষ প্রয়োজন। মাড়ি টিপিয়া টিপিয়া দাঁত সাফ সর্বোৎকৃষ্ট উপায়; দাঁতন করা দরকার।

দন্তবক্র

মহাভারতীয় উপাখ্যান-অন্তর্গত বীর। চেদিরাজ দমঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র ও শিশুপালের অনুজ। বসুদেবের ভগিনী শ্রুতশ্রবা ইহার জননী ছিলেন; তথাচ ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং তাঁহার ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পরিকল্পনার প্রধান শত্রু ছিলেন। শিশুপালের বধের পর দন্তবক্র শ্রীকৃষ্ণকে নিধনের চেষ্টা করেন, কিন্তু স্বয়ং দহিতা নামক স্থানে গদাঘাতে নিহত হন।

দন্তিদুর্গ (৭৫৪ খৃঅ)

রাষ্ট্রকূট রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাদামির চালুক্যদের পরাজিত করেন। দ্রষ্টব্য রাষ্ট্রকূট।

(Baliospermum montanum)

মনসা আদি বর্গের স্থূল ক্ষুপ। পাতা ডিমের মত, দন্তুর, ঈষৎ রোমশ, ত্রিশীর। পাতার গোড়ার দিকে দুইটি অর্বুদ থাকে; ফল তিন-আঁটিয়া। উত্তর বঙ্গে, পূর্বভারতে ও ব্রহ্মদেশে এই গাছ জন্মে; ইহার শিকড় বেণের দোকানে 'দন্তিমূল' নামে বিক্রীত হয়। কঠিন বিবেচক। দেশীয় ঔষধে ব্যবহৃত হয়। (Chopra 567; যোগেশ ৪৪৭)

দফলা জাতি (Dafla)

আসামের উত্তরাংশের আদিম জাতি।

দফাদার

ইউনিয়ন বোর্ডের অধীন চৌকিদারদের সর্দার (চৌকিদার দ্রঃ)

দমকল (Fire brigade)

দমকলের যথার্থ অর্থ Water pump; আগুন নিবাইবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া F. B-কেই দমকল বলা হয়। শহরের মধ্যে কোথায় আগুন লাগিলে তাহা নিবাইবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন একদল শিক্ষিত সাহসী লোক ও আগুন নিবাইবার জন্য যন্ত্র বা দমকল রাখে। বর্তমানে 'দমকল' মোটরগাড়ীর উপর স্থাপিত। আগুনের জায়গায় গাড়ী গিয়া রাস্তার পাইপ বা পুকুর হইতে জল পাম্প করিয়া আগুনের উপর সবেগে দেয়; আজকাল জলের চাপ যাহাতে প্রচণ্ড হয়—সেই জন্য ইন্‌জিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পেট্রোল প্রভৃতিতে আগুন লাগিলে জলে কাজ হয় না, সেইখানে কার্বলিক এসিড গ্যাস দিবার জন্য গাড়ী আছে। অনেক কারখানার তাপ ১৬০° উঠিলে আপনা হইতে ছাদের তলার পাইপ লাইনে জলের মুখ খুলিয়া যায় ও জল পড়িতে থাকে। দমকলকে খবর দিবার জন্য, অপিসে ও শহরের মাঝে মাঝে ব্যবস্থা আছে। টেলিফোনে কেবল 'Fire brigade' বলিয়া আহ্বান করিলেই চলে। দমকলের কাজ আগুন নেবানো এবং আগুন-লাগা ঘর হইতে মানুষ বাহির করা; সেজন্য বিরাট মই আছে। নিউইয়র্কে সবথেকে বৃহৎ আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা আছে; লন্ডনের দঃ বিভাগ সবথেকে দক্ষ। কলিকাতায় দমকল আছে।

দমঘোষ

প্রাচীন ভারতের চেদি দেশের রাজা। বসুদেব-ভগ্নী শ্রুতশ্রবার সহিত বিবাহ হয়; শিশুপাল ও দন্তবক্র ইঁহার দুই পুত্র। ইনি জরাসন্ধর আশ্রিত-রাজ ছিলেন এবং সেইজন্য যাদবগণের জামাতা হইয়াও তাহাদের সহিত বিবাদ করিতেন।

দম্‌দম্‌ বুলেট

কলিকাতার নিকট দমদম একটি শহর; এইখানে সরকারী কারখানায় এক প্রকার বুলেট প্রস্তুত হইত; উহার অগ্রভাগ নরম থাকায় দেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে; ক্ষত অত্যন্ত বীভৎস হয়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের জাতিদের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই বুলেট যুদ্ধে ব্যবহার বর্তমানে নিষিদ্ধ।

দময়ন্তী

বিদর্ভরাজ ভীমের কন্যা; দমন মুনির বরে এই কন্যা প্রাপ্ত বলিয়া ইহার নাম হয় দময়ন্তী। ইনি নিষধরাজ নলকে স্বয়ম্বর করেন। নলদময়ন্তী আখ্যান বিখ্যাত। কলির চক্রান্তে নল রাজ্যভ্রষ্ট হন ও অশেষ কষ্ট পান। (দ্রঃ নল) 'দময়ন্তীর চৌতিশা' নামে ৩৪টি পদের কাব্য; বিধু সেন বিরচিত; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৫ খণ্ড, সংখ্যা ৪ দ্রষ্টব্য।

দয়ানন্দ ঠাকুর (১৮৮১—১৯৩৭)

শিলচর অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম শ্রীহট্ট হবিগঞ্জ বামৈগ্রাম, ১৯ মে। ইহার সংসারী নাম ছিল গুরুদাস চৌধুরী। পিতা গুরুচরণ হবিগঞ্জের মোক্তার ছিলেন। ১৯০৮এ গুরুদাস 'দয়ানন্দ' নাম লইয়া নিজকে বিশ্ব-শান্তির গুরু বলিয়া প্রচার করেন। জগৎসী নামক স্থানে অহোরাত্র নামকীর্তন আরম্ভ করিলে গভর্ণমেণ্ট ইহাদিগকে সন্ত্রাসবাদী মনে করিয়া আক্রমণ করে; কয়েক জন লোক হতাহত হয়। দেওঘরে লীলা মন্দির নামে আশ্রম স্থাপন করেন। বিশ্বশান্তি বা World Peace ইহাদের উদ্দেশ্য। মহেন্দ্রলাল দে রচিত ঠাঃ দঃ (১৯১১)।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪—৮৩)

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃত নাম মূলশঙ্কর, গুজরাটের ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম। পিতা অম্বাশঙ্কর। যৌবনে মূলশঙ্কর সন্ন্যাসী হন ও দয়ানন্দ নাম গ্রহণ করিয়া নানা দেশ ঘুরিয়া ১৮৭৫ বোম্বাইতে আসিয়া আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৭ লাহোর যান ও সেখানে আর্যসমাজের কেন্দ্র করেন। ইনি বলেন বেদ অভ্রান্ত, বেদ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ; যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান প্রয়োজন, তবে তাহা হিংসাবর্জিত; মূর্তি পূজা হইতে পারে না। জাতিভেদ নাই। সংক্ষেপে ইহাই তাঁহার মত। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তিনি মত ঘোষণা করেন বলিয়া সনাতনীরা তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠে। তথাচ তিনি সমগ্র উত্তর ভারতে বৈদিক ধর্ম প্রচার ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। বিষ প্রয়োগের দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করা হয়। বহু বৎসর পরে এই তথ্য লোকে জানে। তাঁহার রচিত বেদের ভাষ্য ও 'সত্যার্থ প্রকাশ' গ্রন্থ দ্বয়ে তিনি তাঁহার মত ব্যাখ্যা করেন। উভয় গ্রন্থেরই বাংলা অনুবাদ হইয়াছে। 'ঋগ্বেদীয় ভাষ্যভূমিকা' স্বামী শঙ্করনাথের দ্বারা অনূদিত।

দয়াল চন্দ্র সোম (১৮৪২—৯৯)

চিকিৎসক। জন্মস্থান চুঁচুড়া। ১৮৬৫ মেডিকাল কলেজ হইতে এম-বি পাশ করেন। ১৮৬৭ লখনৌ হাঁসপাতালের ডাক্তার, ১৮৬৮-৭৪ আগ্রা মেঃ স্কুলের শিক্ষক। এইখানে তিনি Dars-i-jarahi নামে উর্দু চিকিৎসা গ্রন্থ লেখেন। ১৮৭৪-৭৭ পাটনা মেঃ স্কুলে, ১৮৭৭-৯৪ কলিকাতা ক্যাম্পবেল স্কুলের অধ্যাপক। ১৮৯৪এ পেনশন পান। ১৮৮৮-৯৯ পর্যন্ত বড়লাটের অবৈতনিক সহকারী-সার্জেন ছিলেন; ইতিপূর্বে কোন ভারতীয় এ সম্মান লাভ করে নাই। ১৮৮৮ লেডী-ডাফরিন ফাণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'ধাত্রী বিদ্যা' সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন, উহা ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়। ইনি সে যুগের বিশিষ্ট চিকিৎসক ছিলেন।

দয়াল সিং, সর্দার (১৮৪৯—৯৯)

বিখ্যাত মাজিসিয়া শিখ পরিবারে জন্ম। পিতা লেনা সিংহ ছিলেন খালশা সৈন্যের নেতা। ইনি বিশিষ্ট দাতা ছিলেন; ৬০,০০০ টাকা দিয়া লাইব্রেরী, স্কুল ও ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 'দয়াল সিংহ' কলেজ স্থাপন করেন। Tribune নামে পত্রিকা ও পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাতা।

দরবার (দিল্লী)

১৮৭৭, ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে মহারানী ভিক্টোরিয়া 'ভারতেশ্বরী' (Empress of India) ঘোষিত হন। লর্ড লীটন পৌরহিত্য করেন।...১৯০৩, ১লা জানুয়ারী সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজত্ব ঘোষণা করিয়া লর্ড কর্জন এক দরবার করেন।...১৯১১, ১২ ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে এক বিরাট দরবার হয়। এই শেষোক্ত দরবারে ঘোষিত হয় যে কলিকাতা হইতে দিল্লীতে রাজধানী পরিবর্তিত হইল এবং বঙ্গচ্ছেদ রদ হইল।

দরবেশ (The Darvishes)

পারসি শব্দ, ইহার অর্থ 'দ্বার খোঁজা' বা ভিক্ষুক। ইহারা সুফীদের অন্তর্গত, ৩২টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে একদল সর্বদা ঘুরিয়া বেড়ায়; এক দলকে নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া রক্তাক্ত হইয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। জেলালউদ্দীন প্রবর্তিত দরবেশরা ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া নৃত্য করে।... বাংলাদেশে এক-শ্রেণীর বৈষ্ণব-দরবেশ আছে; তাহাদের মধ্যে প্রবাদ যে সনাতন গোস্বামী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহারা নামে গৃহত্যাগী হইলেও বাউল ও ন্যাড়াদের মত প্রকৃতি বা সঙ্গিনী রাখে। বিগ্রহ সেবা করে না; গাত্রে ফকিরদের মত আলখেল্লা এবং বৈষ্ণবদের মত ডোর-কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা সর্বদা 'দীনদরদী' নাম উচ্চারণ করে এবং একাদশীর উপবাসাদি কঠোর নিয়ম পালনে বিরত থাকে। বাউল দরবেশ প্রভৃতির ধর্ম সঙ্গীতে

আল্লা, খোদা, মহম্মদ প্রভৃতি নাম সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। একটি গানের পদ :—

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান
মিল্ জুল্‌কে কার সাঁইজীকো নাম।"

গিরীশচন্দ্র সেন কৃত 'দরবেশী' গ্রন্থে দরবেশদের ধর্মসংক্রান্ত বহু আলোচনা আছে (১৮৭৭)।

দরায়ুস (Darius ৫২১—৪৮৫ খৃঃ পূঃ)

পারস্যের সম্রাট বা শাহন-শাহ। পঞ্জাব হইতে ইউরোপে থ্রেস্ (Thrace) ও দক্ষিণ রুশ এবং আফ্রিকার মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। দুইবার গ্রীসে অভিযান প্রেরণ করেন। বেহিস্তানের পর্বতগাত্রে তাঁহার রাজ্যের ইতিহাস তিনটি ভাষায় খোদিত আছে। সাম্রাজ্য ২০টি ক্ষত্রপীতে বিভক্ত ছিল; রাজধানী ছিল সুসা (Susa); তথা হইতে প্রত্যেক প্রাদেশিক রাজধানীতে যাইবার জন্য রাজপথ নির্মাণ করেন ও সরকারী চিঠিপত্র পাঠাইবার জন্য ডাকের ব্যবস্থা করেন। এই নামে আরও দুইজন সম্রাট ছিলেন। শেষ দরায়ুসের সময় আলেকজেন্দার পারস্য অধিকার করেন। ইনি বিশ্বাসঘাতক ক্ষত্রপের দ্বারা নিহত হন (৩৩১ খৃঃ পূঃ)।

দর্পনারায়ণ ঠাকুর

কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা জয়রাম ঠাকুর ইং ইং কোম্পানীর কাজ করিয়া ও সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা লুণ্ঠনের ক্ষতিপূরণের টাকা পাইয়া ধনী হন। দর্পনারায়ণের জ্যেষ্ঠ নীলমণি পাথুরিয়া-ঘাটার বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ী নির্মাণ করেন। নীলমণি রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষ।

দর্পনারায়ণ রায়, দেওয়ান

মুর্শিদকুলি খাঁর রাজস্ব-সচিব। ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী পরিবর্তিত হইলে ১৭০৪এ রাজস্ব বিষয়ের সকল ভার দর্পনারায়ণের উপর পড়ে; ইঁহার চেষ্টায় বহু লক্ষ টাকা রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। ইঁহার পুত্র শিবনারায়ণ পিতৃপদ পান। ইঁহাদের নিবাস ছিল বর্ধমান খাজুরডিহি।

দর্শন শাস্ত্র

যাহা দ্বারা পদার্থ সকলের প্রকৃত স্বরূপ, দর্শন বা জ্ঞান জন্মে এরূপ শাস্ত্র। ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিত্ব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণবাদি বিভিন্ন মতানুযায়ী দর্শনশাস্ত্রের সংখ্যা অনেক। আস্তিক মতের দর্শন ছয়টি, যথা ন্যায়, বৈশেষিক, যোগ, সাংখ্য, কর্ম-মীমাংসা ও ব্রহ্ম-মীমাংসা বা বেদান্ত। মাধবাচার্য কৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে ১৫টি মত বিবৃত হইয়াছে, যথা চার্বাক, বৌদ্ধ, অর্হত, রামানুজ, পূর্ণপ্রজ্ঞ, নকুলীশপাশুপত, শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা, রসেশ্বর, ঔলুক্য (বৈশেষিক), অক্ষপাদ (ন্যায়), জৈমিনী (মীমাংসা), পাণিনি, সাংখ্য, পাতঞ্জল। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন নাই। জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কৃত 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' (সম্বৎ ১৯২১) গ্রন্থে শাঙ্কর দর্শন আলোচিত হইয়াছে।...... প্রাচীন গ্রীসে এককালে বহু দর্শনমত প্রচলিত ছিল। ইউরোপেও দার্শনিক চিন্তা ১৭ শতকে দে কার্তেস্ Des Cartes হইতে নূতন পথে চলিয়াছিল।

দল (Panicum crus-galli)

ধান্যাদিবর্গের জলজ তৃণ; শ্যামা-ঘাসের মতো, পড় দুই হাত পর্যন্ত লম্বা হয়; পচা পুকুরে জন্মে। (যোগেশ)

দল, রাজনৈতিক (Political Party, Party Government, Party System) রাষ্ট্রশাসন কার্যে বর্তমান যুগে দল বা পার্টির প্রভাব অত্যন্ত বেশি। 'দল' বলিতে বুঝায় এমন কতকগুলি ভোটদাতা যাহারা এক ধরণের রাজনৈতিক মতামত পোষণ করে এবং যাহারা রাষ্ট্রশাসন বা গভর্নমেন্ট নিয়ন্ত্রণ করিতে চায়। গণতন্ত্র বা ডিমক্রেটিক দেশেই দলের শাসন উদ্ভূত হয়। প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রনগরীতে ইহার আদিম রূপ দেখা যায়। বর্তমানে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে এই দলগত শাসনব্যবস্থা চলিতেছে। সাধারণত দুইটি প্রবল দল থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রিপাব্লিকান ও ডিমোক্রেটিক দল প্রধান। ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম পার্টি বা দলগত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সেখানে বহুকাল হুইগ ও টোরি নামে দুইটি দল ছিল; পরে কন্‌সারভেটিভ ও লিবারেল দল খ্যাত হয়। এখন নূতন নূতন দল গঠিত হইয়াছে; ইহাদের মধ্যে শ্রমিক (Labour) ও কমিউনিস্ট দল উল্লেখযোগ্য। ইংল্যান্ডে এলিজাবেথের সময় পার্টি প্রথা আরম্ভ হয়। ফ্রান্স ও জারমেনীতে সাত হইতে বারোটি দল যথাক্রমে ছিল। পার্টি প্রথা কোন আইনে লিখিত নাই, অথচ সকল দেশেই পার্টি ছাড়া কোন শাসনকার্য চলে না।...বর্তমান যুগে একটি মাত্র পার্টিকে সর্বময় করিবার চেষ্টা চলিতেছে, যেমন রুশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি, জারমেনীতে নাৎসি পার্টি, ইতালিতে ফাসিস্ট পার্টি সর্বময় হইয়াছে।

দলদলে মাটি (Loam)

চুনমিশ্রিত বালুকাময় কর্দম মাটি; ইহার মধ্য দিয়া জল সহজে প্রবেশ করিতে পারে।

দলিল (Deeds)

দুই পক্ষের মধ্যে যখন কোন প্রকারের চুক্তি, দান, বিক্রয়, হুকুম, সর্তাদি সম্পন্ন হয় সেই লেখকে সাধারণভাবে দলিল বলা যায়। সরকারী নিয়মানুসারে ২০৲ টাকার উপর কোন টাকা বা সেই

মূল্যের অস্থাবর দ্রব্য বা সম্পত্তি পাইয়া রসিদ দিতে হইলে /০ এক আনার রেভেনিউ স্ট্যাম্প লাগে। যথোপযুক্ত সরকারী স্ট্যাম্প ছাড়া দলিলাদি রেজিস্ট্রেশন (দ্র) হয় না। দ্রঃ স্ট্যাম্প।

দলীপ সিংহ, মহারাজ (১৮৩৭—৯৩)

পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের (দ্রঃ) পুত্র; মাতার নাম ঝিন্দন কুমারী (দ্রঃ)। ছয় বৎসর বয়সে ১৮৪৩এ রাজা হন। শেষ শিখ যুদ্ধের পর (১৮৪৯) পেনশন ভোগী হন। ষোল বৎসর বয়সে (১৮৫৩) খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করিয়া ১৮৫৪এ ইংল্যান্ড যান। বিষয়াদি ব্যবস্থার জন্য ১৮৬১ ভারতে ফেরেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মাতার সঙ্গে পুনরায় ইংল্যান্ডে ফিরিয়া যান। ১৮৬৪ মাতার মৃতদেহ লইয়া কিছুকালের জন্য দেশে আসেন। ১৮৮৬ ভারতে প্রত্যাগমনের অনুমতি পান ও ইনি নিজ রাজ্য ফিরাইয়া পাইবার জন্য দাবী পেশ করেন; এই ব্যাপার লইয়া শিখদের মধ্যে চঞ্চলতা সৃষ্টি হয়। এডেন পর্যন্ত আসার পর ভারত গভর্নমেণ্ট আসিতে নিষেধ করেন। ইংলান্ডে ফিরিয়া খৃস্টধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় শিখ হন। ১৮৯৩এ প্যারীসে মৃত্যু হয়।

'দশকুমার চরিত' (দ্রঃ দণ্ডী)

'দশচক্রে ভগবান্ ভূত'

"ভগবান্ এক রাজার সভাপতি ছিলেন। বুদ্ধিবলে তিনি রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র এবং রাজসংসারের সর্বেসর্বা হন। অমাত্যগণ এই হেতু মিলিত হইয়া দ্বারীকে বলিলেন, 'ভগবানকে রাজ-বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবে না; বলিবে রাজা অসুস্থ।' এইরূপে রাজার সহিত ভগবানের দেখা করার পথ রুদ্ধ হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, অমাত্যেরা একবাক্যে বলেন, 'ভগবান পীড়িত।' দুই একদিন পরে অমাত্যেরা রাজাকে ভগবানের মৃত্যুর কথা বলিলেন। এ দিকে ভগবান্ রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে পারেন না; দশের চক্র বুঝিলেন। কিন্তু রাজদর্শন না হইলে প্রতিবিধান অসম্ভব। অতঃপর, একদিন রাজা অমাত্যসহিত নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন, তখন ভগবান রাজদর্শনের আশায় পথিপার্শ্বস্থ এক বৃক্ষে উঠিয়া, করসঙ্কেতে রাজাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। অমাত্যেরা তাহা দেখিয়া কহিলেন, 'মহারাজ, ঐ দেখুন ভগবান্ ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন'; এ পথ ত্যাগ করুন।' রাজা-ও দশচক্র না বুঝিয়া ভূতরূপী ভগবানের পথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ভগবানের রাজদর্শন হইল না। অতএব সামান্য নীতিবচন—"চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো, ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ। অহোচক্রস্য মাহাত্ম্যাদ্ ভগবান ভূততাং গতঃ।" (হরিচরণ, বঙ্গীয় শব্দকোষ পৃঃ ১৫০৩)

দশ দিক—

অষ্ট দিক এবং ঊর্ধ্ব ও অধঃ লইয়া দশ দিক।

অগ্নি (পূর্ব-দক্ষিণ, S.E.)	অগ্নি	পুণ্ডরীক
দক্ষিণ (South)	যম	বামন
নৈঋর্ত (দক্ষিণ-পশ্চিম S. W.)	রাক্ষস	কুমুদ
পশ্চিম (West)	বরুণ	অঞ্জন
বায়ু (পশ্চিম-উত্তর N. W.)	বায়ু	পুষ্পদণ্ড
উত্তর (North)	কুবের	সার্বভৌম
ঈশান (উত্তর-পূর্ব N. E.)	মহাদেব	সুপ্রতীক

দশনামী সম্প্রদায়

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। শঙ্করাচার্যর প্রধান চারি শিষ্য—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। ইঁহাদের দশ শিষ্য। বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যর তীর্থাদি দশটি নাম ও এই দশজন হইতেই দশনামী সন্ন্যাসীদের তীর্থাদি দশ সংজ্ঞা উৎপন্ন হইয়াছে। ইঁহাদের বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্ম ও শিব অভিন্ন; ইঁহাদের অনেকে নির্গুণ উপাসক। ইঁহারা ডোর কৌপীন ধারণ করে ও মৃত্যু ঘটিলে শব দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বা জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

দশ পঁচিশ খেলা

একপ্রকার ছককাটা ঘরে কড়ি চালিয়া খেলা। চারি-জনে ৭ কড়ি লইয়া খেলে; দুই দুইজনে এক পক্ষে; প্রত্যেকের ৪টি কড়ি-ঘুঁটি থাকে। এক এক জন কড়ি হাতে করিয়া চালে; এক কড়া কড়ি চিৎ হইলে ১০, পাঁচ কড়া কড়ি চিতে ২৫ 'দান' ধরা হয়।

দশবাই চণ্ডী, দশবাহু চণ্ডী (The leopard flower; Belamcanda chinensis)

একজাতের ফুল গাছ; বাগানে রোপিত হয়। পাতা তরবারির মতন; দুই সারি। ফুল বর্ষাকালে ফোটে, নির্গন্ধ। ফুলের বাহির-পিঠ হলুদা বর্ণ, ভিতর-পিঠ লালচে। (দ্রঃ যোগেশ ৪৫২)।

দশভুজা (Decagon) জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

যে ঋজুরেখ ক্ষেত্র দশ বাহুর দ্বারা পরিবেষ্টিত।...দুর্গার এক নাম।

দশমহাবিদ্যা

সতী শিবকে দশটি মূর্তিতে দেখা দেন -যথা কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী. ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।...হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত কাব্য। সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব অচেতন হইয়া পড়েন। নারদের বীণা শ্রবণে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বলেন যে তিনি আকাশমধ্যে

সিংহ, কন্যা, মেষ, তুলা প্রভৃতি দশটি তারার স্থানে দশটি মহাপুরীতে দশটি মহাবিদ্যা দেখিতে পাইয়াছেন ও নারদকে তাহা দেখাইয়া দেন। কবি নানা তত্ত্ব কথা ইহাতে আলোচনা করিয়াছেন।…প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সংস্কৃত তন্ত্রগ্রন্থ হইতে দশ মহাবিদ্যার স্বরূপাদি সংগ্রহ ও বাংলায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন (১৯০৮)।

দশমিক (Decimal)

পাটীগণিতে অঙ্কপাতন বা সংখ্যা-প্রকাশের প্রণালী। হিন্দু গণিতে ১ হইতে ৯ ও ০ শূন্য এই দশটি চিহ্ন বা অঙ্কের দ্বারা যাবতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এককের বামদিকে দশক শতক সহস্রক, অযুত আদি সংখ্যা বসাইলে সমগ্র রাশিটির গুরুত্ব দশগুণ, শতগুণ, সহস্রগুণ ইত্যাদি বাড়িয়া চলে। আবার একটি বিন্দু (point) বসাইয়া একক হইতে ডানদিকে সংখ্যা বসাইলে রাশিটির গুরুত্ব দশ, শত, সহস্রাদি গুণ করিয়া কমিয়া আসে। ১ বলিলে ১টি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু ·১ বলিলে ১/১০ অর্থাৎ দশ ভাগের একভাগ হয়। ১১ বলিলে ১১টি পদার্থ বুঝায়, কিন্তু ·১১ লিখিলে ১১/১০০ অর্থাৎ ১০০ ভাগের ১১ ভাগ বুঝায়। প্রাচীন ভারতের হিন্দুগণ এই প্রণালীর আবিষ্কর্তা; আরবগণ হিন্দুদের নিকট ইহা শিখিয়া মধ্যযুগে ইউরোপীয়দিগকে শিখাইয়াছিল।

দশমূল

কবিরাজী পাচন—বেল, শোনা, গাম্ভার, পারুল, গনিয়ারী, শালপানি, চাকুলা, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর; এই দশ গাছের মূল।

দশরথ

প্রাচীন ভারতে অযোধ্যার রাজা, রামচন্দ্রাদির পিতা। অজ ও ইন্দুমতীর পুত্র। দশরথের তিন প্রধান মহিষী ছিল, কৌশল্যা কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। কৌশল্যার গর্ভে শান্তা নামে এক কন্যা জন্মে; তাহাকে রাজা লোমপাদকে দান করেন। দশরথ অপুত্রক ছিলেন; পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়া চারিপুত্র লাভ করেন। কৌশল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত ও সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন নামে যমজ পুত্র জন্মে। পুত্রেরা বড় হইলে মিথিলাধিপতির সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন; কিন্তু রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের ফলে দশরথকে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্য-অভিষেক বন্ধ করিয়া দিতে হয় এবং রামকে চৌদ্দ বৎসর বনে পাঠাইতে হয়। এই ষড়যন্ত্রের নায়িকা ছিলেন মধ্যমা রানী কৈকেয়ী। রামচন্দ্র বনে চলিয়া গেলে দশরথ পুত্রশোকে মারা যান। রামায়ণে দশরথের কাহিনী বিবৃত আছে।

দশশালা বন্দবস্ত

বাঙলা প্রেসিডেন্সিতে বড়লাট লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৩এ জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব সম্বন্ধে প্রথমে দশবৎসরের জন্য ও পরে চিরস্থায়ী ভাবে ব্যবস্থা করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস জমিদারী বন্দোবস্ত ৫ বৎসরের জন্য করিয়াছিলেন। ১৭৭৬এ ফ্রান্সিস্ স্থায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য ডিরেক্টরদের অনুরোধ করেন; সেই বৎসর কর্নওয়ালিস ভারতে আসেন এবং জমিব্যবস্থা সম্বন্ধে তদারক সুরু করেন। স্যর জন্ শোর ইহা দশশালা ভাবে করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কর্নওয়ালিস নিজে জমিদার বংশীয়; তিনি আভিজাত্য বংশীয় বণিকদের সম্পত্তি ভোগদখলে বিশ্বাসবান ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য তাহারই অনুকরণে এই প্রথা প্রবর্তন করেন। (দ্রঃ চিরস্থায়ী বন্দবস্ত)

দশহরা

হিন্দু পুরাণমতে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা দশমীতে ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্ত্যে আনেন। ঐ দিনে দশ প্রকার পাপকারী গঙ্গাস্নান করিলে মুক্তিলাভ করে। দশ প্রকার পাপ কি কি? কায়িক পাপ—অদত্ত বস্তুগ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদারগমন। বাঙ্ময় পাপ—পরুষ ব্যবহার, মিথ্যাভাষণ, ক্রুরতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ। মানস পাপ—অপরের বস্তুলাভের ইচ্ছা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট চিন্তা, মিথ্যা অভিনিবেশ।

দশাবতার

হিন্দুদের বিশ্বাস বিষ্ণু দশ রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। দশ অবতারের নাম; মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি। পুরাণমতে জলপ্লাবনে বেদ নিমগ্ন হয় ও বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধরিয়া উহা উদ্ধার করেন। ইহাই মৎস্যাবতার; মৎস্য পুরাণ দ্রষ্টব্য। কূর্মাবতারে ভাসমান ধরণীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন; দ্রষ্টব্য কূর্ম পুরাণ। বরাহ অবতারে বিষ্ণু ধরণীকে দন্তের দ্বারা উদ্ধার করেন; দ্রষ্টব্য বরাহ পুরাণ। নৃসিংহ অবতারে ভক্ত প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। বামন রূপে ভগবান্ বলিকে ছলনা করেন; দ্রষ্টব্য বামনপুরাণ। পরশুরাম রূপে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। রামরূপে তিনি দুষ্ট রাবণ বধ করেন; দ্রষ্টব্য রামায়ণ। কৃষ্ণরূপে ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করেন; দ্রষ্টব্য মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ। বুদ্ধরূপে হিংসার নিরোধ করেন। এই নয়টি অবতার হইয়া গিয়াছে; দশম অবতার কল্কি ভবিষ্যতে আসিবেন; দ্রষ্টব্য কল্কিপুরাণ। কবি জয়দেব কৃত 'দশাবতার স্তোত্র' সংস্কৃতে বিখ্যাত। দ্রঃ ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য কৃত 'দশাবতার চরিত্র' (১৩৩৩)। বৈজ্ঞানিক দিক হইতে ইহার ব্যাখ্যা করা যায়; পৃথিবীতে আদি জীব জলাশয়বাসী মৎস্য; তৎপরে খোলকযুক্ত প্রাণীর আবির্ভাব

হয়। বরাহ উভচরী প্রাণী, ইহারা মাটি ও জলে বাস করে; অর্থাৎ পৃথিবী জল হইতে উঠিয়াছে, মাটি দেখা দিয়াছে। নৃসিংহ, apeman বা Neanderthal যুগের আধা মানুষ; বামন বা Pygmy লোক। তৎপরে মানুষ কুঠার আবিষ্কার করিয়া বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া সভ্য হইতেছে—পরশুরাম। রাম কৃষি প্রবর্তন করিলেন; সীতার অর্থ লাঙলের ফলা; অহল্যা উদ্ধার অর্থাৎ 'হল'-চাষহীন—অ-হল্যা স্থানে হল-চালনা করিলেন; জনক রাজাও কৃষির প্রবর্তক। ইত্যাদি।

দশী (Barleria strigosa)

সাঁওতালী ভাষায় রায়লা বাহা। এই গ্রাম্য গাছের শিকড় হইতে উৎকট কাশির টোটকা ঔষধ হয়। (Chopra)

দস্তা (Zinc)

নীলাভ-শ্বেত ধাতব পদার্থ। অঙ্গারজ কালমাইন প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় থাকে; ইহা ৪১০°c তাপে গলে ও ৯১০°c ফোটে। দস্তার পাত সালফুরিক অ্যাসিডের মধ্যে ডুবাইয়া রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বৈদ্যুত-শক্তি সৃষ্টি করে (ব্যাটারী দ্রঃ)। লৌহের চাদরের উপর ইহার প্রলেপ দিলে জল ও বায়ুতে লোহায় মরিচা পড়ে না, যেমন করগেট টিন, বালতি; ইহাকে 'গ্যালভানাইজ' করা বলে। তামার সহিত নানা অনুপাতে মিশাইলে কাঁসা, ভরন ও পিতল প্রভৃতি মিশ্রধাতু হয়। এ ছাড়া আরও বহু প্রকার বাজারে-চলতি মিশ্রধাতু আছে। ঔষধে ইহার লবণ ব্যবহৃত হয়। বর্মার উত্তর শান স্টেটে দস্তা পাওয়া যায়। তথা হইতে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার দস্তা রপ্তানী হয়। পৃথিবীতে ১৯৩৪এ প্রায় ১১·৭৮ লক্ষ মেট্রিক টন্ দস্তা তৈয়ারী হয়; ইহার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৩·৩০ লক্ষ মেঃ টন্, বেলজিয়ামে ১·৭৫ লক্ষ মেঃ টন্, পোল্যান্ডে ৯৪ লক্ষ মেটন্, জারমেনীতে ৮ লক্ষ মেঃ টন্ হয়।

দহন, জ্বলন (Combustion)

রাসায়নিক পরিবর্তন বিনা যদি কোন জিনিষ পোড়ে, তবে তাহাকে 'দহন' বলা হয় না; যেমন বৈদ্যুত-বাল্বের মধ্যস্থিত কার্বন বা টাংসটন্ ফিলামেণ্ট; বায়ুশূন্য কুণ্ড মধ্যে আবদ্ধ থাকায় আলো ও তাপ সত্ত্বেও রূপান্তরিত হয় না। দহনকালে উত্তাপ ও আলো সৃষ্ট হয় এবং তাপমাত্রা (Temperature) উঠিতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে তাহা ধরা পড়ে না। লোহা বাহিরে পড়িয়া থাকিলে মরিচা পড়ে—ধীরে ধীরে তাহার মধ্যে দহন কায দ্বারা তাহার ধ্বংস হয়। কিন্তু তাহার তাপ (Temp.) নাই বলিয়া মনে হয়। কিন্তু লোহাকে পুড়াইয়া লাল করিয়া অক্সিজেনের মধ্যে 'দহন' কায অতি দ্রুত দেখা যাইবে এবং তাপ অনুভব করা যাইবে। মরিচাপড়া লোহার দহন ও তপ্ত লোহার অক্সিজেনে দহন একই ব্যাপার, তফাৎ কেবল একটিতে তাপ (Temp.) হইতেছে না।...... কোনো কোনো পদার্থ একটা অবস্থায় আসিয়া আপনা হইতে আগুন লাগে, যেমন ফায়ার ড্যাম্প (fire damp)।

দাঁড়কে, দাড়িকা (Esomus danricus)

বাংলার পুকুরের মাছ; ছোট ছোট সোঁতা নদীতেও থাকে। বর্ষাকালে প্রচুর। সাধারণত ৪।০ ইঞ্চি লম্বা। গায়ে আঁশ আছে; পেটটা গোল; ; মুখ সরু, ত্যারচাভাবে উপরে-ওঠা। এই মাছকে ১১২° তাপের উষ্ণ প্রসবণে দেখা গিয়াছে।

দাতব্য ঔষধালয় ও চিকিৎসালয় (Charitable Dispensary ; Ch. Hospital) যেখান হইতে বিনা পয়সায় রোগী ঔষধ পায় তাহাকে দাঃ ঔঃ বলে; এবং যেখানে বিনা খরচে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হয় তাহাকে দাঃ চিঃ বলে। ১৯৩৫এ বাংলা দেশে সকল শ্রেণীর ডিসপেনসারি ও হাসপাতালের সংখ্যা ছিল ১৩৪২ (গ্রামে ৭৪৯, শহরে ৫৯৩)। বাংলাদেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ ও সকল প্রকার শহরের সংখ্যা দুই শতর বেশি নয়।

দাদমারি (Cassia alata)

(১) কাঞ্চনাদি বর্গের বন্য ক্ষুপ; পাতা বড়, পর্ণও বড়, দশ বারো জোড়া। ফুল বড় বড়, বর্ণ নারঙ্গ-পীত, শরৎকালে ফোটে। শুঁটীর দুই পাশে পাখনা। পাতায় দদ্রু বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু খুবই জ্বালা করে। (২) একপ্রকার শাক। বর্ষাকালে ক্ষেতের ধারে জন্মে। বহুশাখ, পাতা অভিমুখী, মৎস্যাকার। ফুলে দল নাই। ফল প্রায় গোল, এক-কোষ, কাঁচা পাতা ছেঁচিয়া দেহে লাগাইলে ফোস্কা উঠে।

দাদাজী কোণ্ডদেব (মৃঃ ১৬৪৭)

মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। শিবাজী বাল্যকালে ইঁহার নিকট বাস করিতেন। ইহার কাছ হইতে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে শিবাজীর মনে বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

দাদাভাই নওরোজী (Dadabhai Naoroji ১৮২৫-১৯১৭) রাষ্ট্রনীতিক ও লেখক। বোম্বাই-এর পার্শী পুরোহিত পরিবারে জন্ম। ১৮৫০-৫৬ এলফিনস্টোন কলেজের অধ্যাপক। এই সময়ে বহু জন ও সমাজ হিতকর কায করেন, যথা বোম্বাই এসোসিয়েশন, গ্রামজী ইনস্টিটিউট, বিধবা-বিবাহ সভা প্রভৃতি স্থাপন। ১৮৫১ 'রস্ত গোফতার' বা সত্যবাদী নামে গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ১৮৫৬ কামা কোম্পানির অংশীদাররূপে বিলাত যান ও ১৮৬২ পর্যন্ত ঐ কোম্পানির কায করেন; ঐ বৎসর স্বয়ং ব্যবসা সুরু করেন; কিন্তু ১৮৬৬

ব্যবসায়ে ফেল করিয়া বোম্বাইতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সৎচরিত্রতার জন্য তিনি পুনরায় ১৮৬৯এ উত্তমর্ণদের নিকট হইতে টাকা পাইয়া ব্যবসায় সুরু করেন। বিলাতে গিয়া ফসেট (Fawcett) কমিটির নিকট সাক্ষী দেন; ১৮৭৪-৭৫ বড়োদার দেওয়ান। ১৮৮৫ বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৮৮৬ বিলাত গিয়া পার্লামেন্টের সদস্য হইবার চেষ্টা করেন। ১৮৮৬ ডিসেম্বর কলিকাতায় ২য় কংগ্রেসের সভাপতি। ১৮৮৭ পুনরায় বিলাতে যান। ১৮৯২এ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৩ লাহোরের ৯ম কংগ্রেসের সভাপতি। ১৮৯৭ Welby কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান। ১৯০২এ Poverty and Un-British Rule in India গ্রন্থ প্রকাশ। ১৯০৬এ কলিকাতার কংগ্রেসের সভাপতি। সভাপতির অভিভাষণে ইনি স্বরাজ শব্দের ব্যাখ্যান করেন। ১৯১৭, ৩০ জুন বোম্বাই সহরে মৃত্যু হয়। ইঁহাকে বিলাতের লোকে Grand Old Man of India বলিয়া শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিত।

দাদূ (১৫৪৪-১৬০৩ খৃঃ)

হিন্দু সাধু ও সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠাতা। রামানন্দ হইতে ছয় পাঁচী নীচে অর্থাৎ শিষ্যপরম্পরায় দাদূ রামানন্দ হইতে ৬ জনের পর। জন্মস্থান জৌনপুর, কাশীর কাছে ইঁহার জন্ম মুচির ঘরে, পূর্ব নাম মহাবলী। কিন্তু ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে দাদূ মুসলমান ছিলেন। ইঁহার দোঁহা সংগৃহীত হইয়াছে। (দ্রঃ দাদূ পৃঃ ১৮)

দানকুনি, দানকনি ডানকুনি মাছ (Perilampus laubuca) শকলী মাছ, ৬-৮ ইঞ্চি লম্বা; কাঁধের পাখনার উপরে একটা চিহ্ন থাকে। অল্পস্রোত নদীতে থাকে।

দানকোনী (Conscora decussata)

দন্তোৎপল, শঙ্খপুষ্পী। বর্ষায়ু বন্য শাক জাতীয় উদ্ভিদ। জলের ধারে ও ভিজা মাটিতে জন্মে, ডাঁটা চার-কোণা। পাতা অভিমুখী, ত্রিশিরা; ফুল শাদা, চতুর্দল, বর্ষাকালে ফোটে। (যোগেশ ৪৫৭)

দানসাগর

বাংলাদেশে হিন্দুদের মধ্যে শ্রাদ্ধাদির সময়ে যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ষোড়শ দানের ব্যবস্থা আছে; এই নিয়মানুসারে প্রত্যেক প্রকারের ষোলটি বস্তু দান করিতে হয়। ইহাতে নৌকা, অশ্ব, হস্তী, শিবিকা, নবগৃহ, ধেনু, কপিলাগাভী, দ্বিজদম্পতি (বোধ হয় ব্রাহ্মণশূন্য গ্রামে ইহাদের প্রেরণ করা হইত), শালগ্রাম প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা আছে। বল্লালসেন কৃত একখানি গ্রন্থের নাম 'দানসাগর'। শ্যামাচরণ কবিরত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ দ্রষ্টব্য।

দানিয়াল (১৫৭২-১৬০৫)

মুগল সম্রাট আকবরের পুত্র। আজমীরে দরবেশ শেখ দানিয়ালের ভবনে জন্ম হয় বলিয়া রাজকুমারের নাম হয় দানিয়াল। ইঁহার মাতা ছিলেন জয়পুরের বিহারী মল্লের কন্যা। অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া ৩৩ বৎসরে মারা যান।

দানিয়েল (Daniel)

বাইবেলের প্রাচীন বিধানের (Old Testament) একখানি বইএর নাম Book of Daniel। এই ইহুদী জ্ঞানী নেবুকাড-নেজারদ্বারা বন্দী হইয়া ব্যাবিলনে নীত হন (খৃ পূ ৫৮৬)। অনেক আধুনিক পণ্ডিত মনে করেন যে এই গ্রন্থ বহু পরে লিখিত (খৃ পূ ১৬৮-১৬০)।

দানী বাবু (দ্রঃ সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ)

দানুন্‌ৎসিও (D' Annunzio, Gabriele)

দ্রঃ আনুনজিও।

দান্তে (Dante, Alighieri ১২৬৫-১৩২১ খৃ অ)

ইতালির জাতীয় কবি। জন্মস্থান ফ্লোরেন্স। এই সময়ে ইতালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ চলিত। রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদের জন্য ফ্লোরেন্স হইতে নির্বাসিত হইয়া দান্তে প্রায় ভিক্ষুকের ন্যায় স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়ান। ১৩১৫এ ফ্লোঃ গভর্নমেন্ট তাঁহাকে নগরীতে ফিরিবার আদেশ দেন, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ ঘোষণা না করায় তিনি ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃত হন। শেষ জীবন ভেরোনা ও রাভেনায় কাটে। নির্বাসনের কিছু পূর্বে Gemma Donati নামে নারীকে বিবাহ করেন ও ইঁহাদের চারিটি সন্তান হয়। দান্তের প্রথম গ্রন্থ Vita Nuova কাব্যে বিয়াত্রীচের প্রতি তাঁহার প্রেম নিবেদিত হইয়াছে। তাঁহার অমর কাব্য Divina Commedia মৃত্যুর কিছু কাল পূর্বে সমাপ্ত হয়; ইহা একখানি রূপক মহাকাব্য। তাঁহার মানস সুন্দরী Beatrice সাহিত্যে ও শিল্পে অমর স্থান পাইয়াছে, এই মহিলার নাম বোধ হয় ছিল Bice Portinari। (দ্রঃ ডিভাইনা কমেডিয়া; বিয়াত্রিচে)

দাবা খেলা বা চতুরঙ্গ বা শতরঞ্জ

চতুরঙ্গ ভারতীয় খেলা। চতুরঙ্গর অর্থ অশ্ব, রথ, গজ, পদাতিক। খেলার জন্য একটি ৬৪-ঘরা ছক লাগে। দুই পক্ষে খেলা হয়, প্রতিপক্ষে ২ রথ (নৌকাও বলে),২ গজ, ২ ঘোড়া, ৮ পদাতিক, ১ সেনাপতি (বা মন্ত্রী), ১ রাজা। মন্ত্রীর চাল অবারিত, সৈন্যদের সম্বন্ধে অনেক নিয়ম আছে। রাজা অবরুদ্ধ হইলে খেলা শেষ

হয়। রাজাকে আক্রমণের নাম কিস্তি ; আক্রমণ হইতে উদ্ধার না পাইলে কিস্তিমাৎ হয়। এই ভারতীয় ক্রীড়া পারস্যে যায় ; সেখান হইতে যায় ইউরোপে। (দ্রঃ চতুরঙ্গ) দ্রষ্টব্য বিধুভূষণ ঘোষ প্রণীত 'দাবা খেলা'।

দামা পাখী (The orange-headed ground thrush. Geocichla citrina) শালিকশ্রেণী পক্ষী ; ১০।১২ আঙ্গুল লম্বা ; মাথা ও নীচের পাখা নারঙ্গ-খয়রা রঙের, উপর-পাখা নীলাভ। পক্ষে শাদা-শাদা ফোঁটা। মদ্দা ও মাদি পাখীর রং আলাদা। (যোগেশ ৪৫৮)

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯০৭)

বাংলা সাহিত্যিক। পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্নের ভাগ্নেয়। জন্মস্থান কৃষ্ণনগরের নিকট গ্রামে (১২৫৯)। বরহমপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। 'মৃন্ময়ী' প্রথম উপন্যাস, উহা বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার উপসংহার (১৮৭৪)। 'নবাব-নন্দিনী' বঙ্কিমের 'দুর্গেশ-নন্দিনীর' উপসংহার। মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্মক্ষেত্র, শান্তি, প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচয়িতা। ভাগবতের ৯ টীকাসমন্বিত, ব্যাখ্যাসহ সংস্করণ প্রকাশ করেন। চক্ষে ছানি পড়িয়া দৃষ্টি শক্তি প্রায় যায়। 'জ্ঞানাঙ্কুর' ও 'প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক।

দাম্পল গাছ (Garcinia xanthochymus)

নাগকেশরাদি বর্গের সুন্দর শ্যামল মাঝারি উঁচু গাছ। পাতা স্থূল, বড়, নিবিড় শ্যামল, চিক্কণ। ফুল শাদা, সুগন্ধী, বসন্তে ফোটে। ফল পাতিনেবুর মতন, কুলের মত চিক্কণ, অতিঅম্ল। গোড়ার কাছ হইতে বহুশাখা প্রশাখা হয়। ইহাকে তমালের সহিত ভুল করা হয়। (Chopra 491)। খাসিয়া পাহাড়ে, চট্টগ্রামে, ব্রহ্মদেশে ও দক্ষিণাপথে প্রচুর জন্মে। ফল ঔষধে লাগে। (যোগেশ ৫৮৪ ; Watt 555)

দায়ভাগ

(১) জীমূতবাহন কৃত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে 'ধর্মরত্ন' নামক গ্রন্থের অন্তর্গত অংশ। বাঙলা ও মাদ্রাস এই মতে চলে। মিতাক্ষরা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের ভাষ্য সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। (২) দায় বা পৈতৃক ধর্মের বিভাগ সম্বন্ধে সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ শূলপানি লিখিত। পূর্ব ভারতে দায়ভাগ গ্রন্থানুযায়ী পৈতৃক ধন বিভক্ত হয়।

দায়রা (Sessions)

জেলা-জজের ফৌজদারি ও দেওয়ানি উভয়বিধ মামলার বিচার ক্ষমতা আছে। ফৌজদারি মামলা বিষয়ে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও তাঁহার নিম্ন সহকারীগণ জেলা-জজের অধীন। সাধারণ ম্যাজিস্ট্রেটদের শাস্তি দিবার ক্ষমতা খুবই সঙ্কীর্ণ ; গুরুতর অপরাধে ম্যাঃ মোকদ্দমার সমস্ত ব্যাপার তদন্ত করিয়া যদি বুঝেন, যে ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে ঐ মামলা পড়িবে তাহা তাঁহার বিচার শক্তির বাহিরে, তবে তিনি উহা দায়রা-জজের এজলাসে পাঠান, অর্থাৎ অপরাধীকে দায়রা সোপদ (Committed to sessions) করেন। দায়রার মামলা জুরি বা এসেসরদের সাহায্য লইয়া জজ বিচার করেন। (দ্রঃ জজ)

দায়ুদ (David)

ইহুদিদের সর্বপ্রধান রাজা। জন্মস্থান বেথেলহম। গলিয়াথকে পরাজিত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন ; কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী সলের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি একবার দেশান্তরী হন। বহু প্রয়াসের পর যুদ্ধে সলকে বধ করিয়া তিনি রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হন।...দায়ুদের চরিত্রে বহু দোষ ছিল ; কিন্তু তিনি নিজ দোষ অকপটে স্বীকার করিতেন। তিনি একাধারে কবি, নায়ক, যাজক ও রাজনীতিক ছিলেন ; পরস্পর-বিরোধী দোষগুণজড়িত এইরূপ মহামানব প্রাচীন জগতে বিরল। (দ্রঃ চুনীলাল মুখোপাধ্যায়, বাইবেল প্রকাশ পৃঃ ৩৮৬)।

দায়ুদ শাহ

বাংলার করবানী বংশের রাজা (১৫৭৩-৭৪)। আকবরের সহিত ইহার বহুকাল যুদ্ধ চলে ও ১৫৭৬ জুলাই মাসে পরাজিত ও নিহত হন। ইঁহার ছিন্ন শির সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়।

দারাশিকো (১৬১৫—৫৯)

শাহজাহান ও মমতাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পিতার প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৬৫৭ শাহজাহান পীড়িত হইলে সুজা, আওরঙজেব ও মুরাদ—এই তিন ভাই রাজ্যাধিকারের জন্য যুদ্ধে ব্যাপৃত হন। দারা যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সিন্ধুদেশাভিমুখে পলায়ন করেন ; কিন্তু আওরঙজেবের হস্তে জনৈক মুসলমান সর্দার কর্তৃক অর্পিত হন। দিল্লীতে তাঁহাকে বিধর্মী বলিয়া ঘোষণা করা হয় ও মোল্লাদের বিচারে প্রাণদণ্ড হয় (১৬৫৯)। দারা মুসলমান ধর্মে বিশ্বাসী হইলেও অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করিতেন ; সুফীমত তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন ও পারস্য ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত উপনিষদের অনুবাদ করান।

দারুক

শ্রীকৃষ্ণের সারথি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সাত্যকীর সারথি ছিলেন।

দারুচিনি (Cinnamon; Cinnamomum Zeylanicum) পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত, সিংহল ও দ্বীপালীজাত সুগন্ধ বৃহৎতরু। সিংহলে উহার চাষ হয়; অন্যত্র বন্যভাবে জন্মায়। পাতা পুরু, উপর-পিঠ চিক্কণ, ত্রিশিরা। শুষ্ক ছাল পানের ও রাঁধিবার মশলা। ইহাতে একপ্রকার উদ্বায়ী তৈল আছে। উহা সুগন্ধি, উত্তেজক, আগ্নেয়, বায়ুনাশক। পাতা হইতে লবঙ্গগন্ধ কেশ তৈল পাওয়া যায়; এবং শিকড় হইতে লঘু তৈল নিষ্কাশিত হয়। দারুচিনি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। চীনারা এই বৃক্ষত্বক জাহাজে লইয়া বিক্রয় করিত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম দারু-চিনি। (Watt 812—17)

দারুহরিদ্রা (Berberis aristata)

ভোটান, নীলগিরি এবং সিংহলে এই ক্ষুপ স্বচ্ছন্দে জন্মে। কাষ্ঠ হরিদ্রাবর্ণ। মূল ও ইহার কাথকে রসোতা বলে। চামড়া পাইট করিবার জন্য দাঃ ব্যবহৃত হয়। ফল সুস্নিগ্ধ, বিরেচক। নানারূপ রোগে ফল, বীজপত্র ব্যবহৃত হয়। স্বাদ তিক্ত।

দালাই লামা

তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম গুরু ও শাসক। তাঁহার নিবাস লাসার (Lhasa) পোতল নামে প্রাসাদে। তিব্বতীদের বিশ্বাস যে ১৭ জন দাঃ হইবেন, তারপর আর হইবে না। বর্তমান দাঃ ১৩শ। ইনি অবলোকিতেশ্বরের অবতার। দাঃ-লামারা বিবাহ করেন না। ভোটদের বিশ্বাস যে তিনি মৃত্যুর পর নিষ্পাপ কোন শিশুর মধ্যে আবির্ভূত হন। লাসা হইতে ৫ দিনের পথে একটি হ্রদে ভবিষ্যত ঘটনার ছায়া পড়ে বলিয়া লোক বিশ্বাস; তথায় তাহাদের ভাবী দাঃ-র ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তদনুরূপ শিশুর সন্ধান করে। ১৯৩৭ জুলাই মাসে ১৪শ দাঃ-র সন্ধান পাওয়া গিয়াছিল। (তাসিলামা দ্রঃ)

দালালি (Brokerage)

ব্যবসায় বাণিজ্যে যে ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া মহাজনদিগের জিনিষ, কোম্পানির শেয়ার (Share) প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া দেয়, তাহাকে দালাল বলে; সুতরাং দালাল একপ্রকার এজেন্ট। এই কাজের জন্য পারিশ্রমিক স্বরূপ ক্রয় বা বিক্রয়ের মূল্যের উপর শতকরা হিসাবে যাহা পায় তাহাকে দালালি বলে। মোটর গাড়ী, বাড়ী, জমি বিক্রয়ের দালাল আছে।

দালেম্বার্ট (D'Alembert, Jean le Rond ১৭১৭—৮৩) ফরাসী দার্শনিক ও গাণিতিক। দিদেরোকে তাঁহার এনসাইক্লোপিডিয়া রচনায় ইনি সাহায্য করেন। ১৭৫৪এ ফ্রেঞ্চ অ্যাকাডেমির সদস্য নির্বাচিত হন। ইহার বিখ্যাত গ্রন্থ Traite de Dynamique, Researches sur la precission des equinoxes et sur nutation de l' axe de la terre (1749); Traite de la equilibre et du mouvement des fluides (1744); ইত্যাদি তথ্য আবিষ্কার করে।

দাশরথি রায়, দাশুরায় (১৮০৪—৫৭)

পাঁচালীকার। বর্ধমান-কাটোয়া অন্তর্গত বাঁদমুড়া গ্রামে জন্ম। প্রথম জীবনে কবির দলে ছিলেন কিন্তু একবার প্রতিপক্ষ কবি-ওয়ালা রামপ্রসাদ স্বর্ণকারের দ্বারা অত্যন্ত কটুভাষায় তিরস্কৃত হইয়া ইনি কবির দল ছাড়িয়া দেন। পরে পাঁচালীর দল গড়েন। ইঁহার ৬০ পালা মুদ্রিত হইয়াছে (১৮৫৬—৬৫)।

দাস, দস্যু

প্রাচীন ভারতের অন্-আর্য আদিম জাতি বলিয়া মনে হয়। মধ্য এশিয়ার Dahae নামে উপজাতিকে দাসদের সহিত অভিন্ন করা হয়। বোধহয় ইহাদের বন্দী করিয়া দাস করা হইত এবং সেই হইতে দাস শব্দের আধুনিক অর্থ হইয়াছে।… ইউরোপে Slavo শব্দর উৎপত্তিও তদ্রূপ; Slav জাতির লোকদের বন্দী করিয়া দাস করা হইত; সেই হইতে Slave অর্থে দাস। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে দাসদের রাজা, রাজ্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে। পঞ্চালরাজ দিবোদাস দাসরাজা শম্বরের ৯২টি নগর ধ্বংস করেন। বচি, পিপ্রু, অত্রুক, অক্লবায় প্রভৃতি বহু দাসরাজ যাহারা আর্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম বেদে পাওয়া যায়। দাসরাজ কন্যা সত্যবতীকে রাজা শান্তনু বিবাহ করেন। সুতরাং দাসর মহাপরাক্রমশালী জাতি ছিল।

দাসপ্রথা (Slavery)

মানবের আদিমযুগে যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইত তাহাদিগকে হত্যা করা হইত। কোন মানব-প্রেমিক ব্যবস্থা দেন মানুষকে হত্যা না করিয়া তাহাকে দাস হিসাবে বাঁচাইয়া রাখা হউক—সে বিজয়ী মনিবের কাজ করিবে। সেই হইতে যুদ্ধে বন্দীরা দাসত্ব করিতে আরম্ভ করে। রোমান সাম্রাজ্যে সম্রাট ক্লডিয়াসের সময়ে দাসের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১০ লক্ষ—সাধারণ নাগরিকের প্রায় সমান। মাঝে মাঝে দাসেরা দলবদ্ধ হইয়া ভীষণ বিদ্রোহ করিত। চাষবাস, গৃহের কাজকর্ম সমস্তই দাসশ্রমে সম্পন্ন হইত। খৃস্টধর্মর প্রভাবে ক্রমে উহা ম্লান হইয়া আসে। তবে আরবদের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। আফ্রিকায় ইথিওপীয় ও নিগ্রোদের ধরিয়া আরবরা বিক্রয় করিত; হাবসী অর্থে দাস। তুর্কীদের

মধ্যে দাসপ্রথা ছিল; নহিলে দাস বা গোলামবংশ কেমন করিয়া হইল? আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতে আফ্রিকার নিগ্রোদের লইয়া দাস-ব্যবসায় সুরু হয়; ইহারা পশ্চিম ইন্‌ডিস দ্বীপপুঞ্জে ও আমেরিকার কলোনীতে কৃষি কর্মে নিযুক্ত হয়। স্পেনীশ, পোর্তুগীজ, ইংরেজ ও ডাচরা প্রধান ব্যবসায়ী ছিল; ইহাদের উপর অকথিত অত্যাচার চলিত। ১৮ শতকের শেষ হইতে ইংল্যানডে একদল মানব প্রেমিক ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮২৪এ বৃটিশ পার্লামেন্ট দাস ব্যবসায় রদ করেন। ১৮৩৩এ বৃটিশ সাম্রাজ্যে বন্ধ হয়। ১৯শ মাঝামাঝি অনেক দেশেই উহা বন্ধ হয়, তবে মার্কিন রাজ্যে ১৮৬৫ পর্যন্ত ছিল। সেখানে উহা উঠাইতে গিয়া ঘরোয়া যুদ্ধ পর্যন্ত হয় (১৮৬১—৫)। Mrs. Stowe রচিত Uncle Tom's Cabin দাস প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত। ভারতবর্ষে পূর্বে মানুষ বিক্রয় হইত; এবং যে সব দলিলে ঐচুক্তি সম্পাদিত হইত, তাহাকে দাসখত বলিত। এইরূপ দাসখত পাওয়া গিয়াছে। তথাকথিত সভ্যজগতে নামত দাসপ্রথা উঠিলেও তাহা নানা নামে এখনো চলিতেছে। ১৮৩৩এ দাস প্রথা রদ হইলে ভারতীয় চুক্তিবদ্ধ কুলি চালান সুরু হয়।

দাসপ্রথার উচ্ছেদ (Abolition of Slavery)

১৭৭২ ইংল্যানডের আদালতে নিগ্রো সামার সেট্-এর মামলায় সাব্যস্ত হয় যে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে দাস পদার্পণ করিলেই সে স্বাধীন। (a slave is free as soon as he sets foot in the British Isles)

১৭৭৬ হাউস অব্ কমন্সে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম প্রস্তাব।

১৭৮৮ ক্লাকসন্ দাসপ্রথার বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

১৭৮৭ মার্কিন রাষ্ট্রে দাসপ্রথা রদের জন্য সভা স্থাপন।

১৭৮৮ প্রিভি কাউন্সিলের দাসপ্রথা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য কমিটি নিযুক্ত করেন।

১৭৯২ হাঃ অব্ কমন্স্ প্রস্তাব করেন যে ১৭৯৬এর গোড়া হইতে দাস ব্যবসায় বন্ধ হইবে; হাঃ অব্ লর্ডস আপত্তি করেন।

১৭৯২ দিনেমারদের মধ্যে এই ব্যবসায় নিষিদ্ধ হইল।

১৭৯৪ মার্কিন প্রজারা এই ব্যবসায় করিতে নিষিদ্ধ হইল।

১৮০৭ মার্কিন রাষ্ট্রে আফ্রিকা হইতে দাস আমদানী বন্ধ হইল।

১৮০৭ গ্রেট বৃটেনে দাসব্যবসায় বন্ধ করিবার জন্য আইন পাশ।

১৮১৪ ইংল্যানড ও মার্কিনদেশ দাস ব্যবসায় লোপ করিবার জন্য যুক্তভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইল।

১৮১৫ ভিয়েনা কংগ্রেস দাসপ্রথা রদ ঘোষণা করিল।

১৮২৯ মেক্সিকো রাজ্যে এই প্রথা রদ।

১৮৩৩ ২৮শ অগস্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যে সর্বত্র দাসপ্রথা রদ হইল ও প্লান্টারদের ক্ষতিপূরণের জন্য ২০ মিলিয়ন পাউণ্ড বৃটিশ গঃ দান করিলেন।

১৮৩৮ বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র দাসদের মুক্তি দেওয়া হইল।

১৮৪৮ ফরাসী কলোনীতে দাস প্রথা রদ।

১৮৬১ রুশিয়ার সার্ফগণ মুক্তি পায়।

১৮৬১-৫ মার্কিনদেশে উত্তর ও দক্ষিণের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে দাস প্রথা রদ লইয়া গৃহযুদ্ধ।

১৮৬২ ২২ সেপ্টেম্বর, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিন্‌কলন যুক্তরাষ্ট্রের সকল দাসকে মুক্তি দিলেন।

১৮৬৩ হল্যান্ড তাহার কলোনীতে বন্ধ করে।

১৮৭১ ব্রেজিলে দাসত্বপ্রথা আংশিকভাবে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৮৭৮এ তথায় সম্পূর্ণভাবে উহা নিষিদ্ধ হইল।

১৮৮৯ তুর্কি সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা রদ।

১৯২৬ লীগ অব্ নেশন্‌স পৃথিবীর সর্বত্র দাসত্ব ও দাস-ব্যবসায় সম্বন্ধে মত ঘোষণা করে।

দাস ব্যবসায় (Slave-trade)

আফ্রিকার উপকূল হইতে নিগ্রোদের বন্দী করিয়া দাস করার প্রথা ইউরোপে পোর্তুগীজরা ১৪৪২এ সুরু করে। তারপর ১৪৯২এ কলম্বাস কর্তৃক পঃ ইন্‌ডিস দ্বীপালি আবিষ্কৃত হয় এবং ১৬ শতকে আমেরিকার কলোনী গড়িতে আরম্ভ হয়। অচিরে স্পেনীশ, ফরাসী, ডাচ, ইংরেজ বণিক ও জাহাজ মালিকরা নিগ্রো গৃহস্থদের ধরিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া আমেরিকায় চালান দিতে আরম্ভ করিল। ১৬৬৬—১৭৬৭ একশ বছরে এই কলোনীতে ৩০ লক্ষ নিগ্রো প্রেরিত হয়, তার মধ্যে ২৫,০০০ জাহাজেই মরে। ১৭৭৬—১৮০০র মধ্যে আমেরিকান কলোনীতে ১৮,৫০,০০০ দাস আসে। এই ব্যবসায় খুব লাভজনক ছিল। ইংরেজদের হাতে পৃথিবীর দাস ব্যবসায় ⅔ অংশ ছিল। উপনিবেশিকরা কৃষ্ণাঙ্গ-দের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া আপত্তি করিলে, তৎকালীন উপনিবেশ সচিব বলেন যে, তাঁহারা এমন লাভবান ব্যবসায় বন্ধ করিতে পারেন না (১৭৭৫)। ১৭৯১এ আফ্রিকার উপকূলে প্রায় ৪৭টি ঘাঁটি হইতে নিগ্রো দাস সংগৃহীত হইত। বাগিচায় ইহাদের প্রতি ব্যবহার নৃশংস হইত। বৃটিশ পঃদ্বীপালি ও ডাচ গিয়েনায় বর্বরতা চরমে উঠিয়াছিল। "For hundred years slaves in Barbadoes were mutilated, tortured, gibbeted alive and left to starve to death, burnt alive, flung into coppers of boiling suger, whipped to death" (J. D. Morel, Blackman's Burden p. 22) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যখন দাস ব্যবসায় লইয়া গৃহ যুদ্ধ বাধে (১৮৬১), তখন দাস প্রথার সমর্থক দক্ষিনী বিদ্রোহী স্টেটগুলিকে ইংরেজরা তলে তলে গোপনে সাহায্য করিয়াছিল (দ্রঃ Kettleby, Modern History)।

দাস রাজবংশ (Slave Dynasty ১২০৬—৯০) ভারতের রাজ বংশ; দিল্লী রাজধানী। মহম্মদ ঘুরীর পুত্র সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার তুর্কী ক্রীতদাসগণই উত্তরাধিকারী হয়। কুতুবদ্দীন আইবাক ক্রীতদাস ছিলেন, এবং যখন তিনি ভারতের বিজিত প্রদেশের শাসনকর্তা হন, তখনো তাঁহার দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে মোচন হয় নাই। এই বংশের আরও দুই জন সুলতান ইল তুতমিস ও বল্বন্ ক্রীতদাস ছিলেন। প্রথম সুলতানের দাস পরিচয় হইতে এই বংশের নাম দাস বা গোলাম রাজ বংশ। ১। কুতব-উদ্দীন আইবক ১২০৬—১০; ২। আরম ১২১১; ৩। সামসুদ্দীন ইলতুতমিস, ইনি আইবকের দাস ও পরে জামাতা; ১২১১—১২২৬ ১লা মে; ৪। রুকনুদ্দীন ফিরজশাহ, ইলতুতমিসের পুত্র; সিংহাসনচ্যুত ও নিহত, ২০ নভেঃ ১২৩৬; ৫। ইলতুতমিসের কন্যা রাজিয়া; সিংহাসনচ্যুত মে ১২৪০; মৃত্যু ১৫ অক্টোবর। ৬। রাজিয়ার ভাই মুইজউদ্দীন বাহ্রাম, মৃত্যু ৫ মে ১২৪২; ৭। আলাউদ্দীন মাসুদ, ৪ এর পুত্র; সিংহাসনচ্যুত ১১ জুন, ১২৪৬; ৮। ৩ এর পুত্র নাসিরউদ্দীন, মৃত্যু ১৯ মে ১২৬৬; ৯। গিয়াসউদ্দীন বলবান, ইনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন ১২৬৬—১২৮৬; ১০। মুইজউদ্দীন কৈকুবাদ, ইনি নাসিরউদ্দীনের দৌহিত্র; বুগরা খাঁর পুত্র; নিহত ১৫ অক্টো ১২৯০; ১১। কয়ুমারস।...এই বংশের পর খাল্‌জিবংশ অভ্যুদয় হয়।...ইংল্যান্ডের সমসাময়িক রাজা—জন (১১৯৯—১২১৬); ৩য় হেনরী (১২১৬—৭২); ১ম এড্ওয়ার্ড (১২৭২—১৩০৭)।

দাহির

সিন্ধুদেশের রাজা। ইঁহার পিতা পুরাতন রাজবংশ ধ্বংশ করিয়া সিন্ধুর রাজা হইয়াছিলেন; এই ব্রাহ্মণবংশ স্থানীয় বৌদ্ধদের উপর সুবিচার করিতেন না। এই সময় আরবরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করে। আরবদের নেতা ছিলেন মহম্মদপুত্র কাশিম, তিনি ইরাকের শাসনকর্তা হজ্জাজের আত্মীয় ছিলেন। দাহির দেশের লোকের সহায়তা পান নাই, বরং একদল লোক কাশিমের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধে দাহির নিহত হন এবং তাঁহার মহিষী যুদ্ধ পরিচালনা করেন; কিন্তু শেষপর্যন্ত সিন্ধুদেশ আরবদের অধীন হয় (৭১২ খৃঃ অঃ)।

দিক্ (Direction), (দ্রঃ দশদিক)।

দিগ্‌দর্শী (দ্রঃ কম্পাস)

দিবিদিবি গাছ (American sumach: Caesalpinia coriara আমেরিকা হইতে আনীত কৃষ্ণচূড়াদি বর্গের ছোট তরু। ফুল ছোট হলদে, শরৎকালে ফোটে। শুঁঠা পাক-দেওয়া। কষায় রসের জন্য এই গাছ প্রসিদ্ধ। বোম্বাই প্রদেশে গাছ জন্মিতেছে। (যোগেশ ৪৬১)

দিগন্ত (Horizon) দিকচক্রবাল (দ্রঃ চক্রবাল)

দিগম্বর জৈন

জৈনগণ প্রধানত দুই সম্প্রদায়ে (পন্থ) বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও ও দিগম্বর। সাম্প্রদায়িক বিভিন্নতা প্রধানত ধর্মের কতকগুলি বাহিরের রীতি নীতি লইয়াই। দিগম্বরীয় মতাবলম্বী সাধুগণ নগ্ন, তাঁহাদের উপাস্য তীর্থংকারগণের মূর্তিসমূহও নগ্ন। (দ্রঃ জৈন, শ্বেতাম্বর) উমাস্বতিকৃত 'তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র' ইহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। দিগেণ শ্বেঃর শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানেন না। শ্বেঃর মতে প্রায় খৃঃ ৮৩ অব্দে শিবভূতি নামে এক ব্যক্তি দিঃ সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। দক্ষিণ ভারতে দিঃদের সংখ্যা অধিক ছিল; বৌদ্ধ গ্রন্থে ইহারা নিগণ্ঠী বা নির্গ্রন্থী বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

দিগম্বর মিত্র, রাজা (১৮১৭-৭৯)

জন্মস্থান কোন্নগর। পিতা শিবচরণ। কলিকাতায় শিক্ষা লাভ করেন। মুর্সিদাবাদে আমীন নিযুক্ত হন ও পরে কাসিম বাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষক, পরে ম্যানেজার হন। রাজার কাছ হইতে লক্ষ টাকা দান পাইয়া নীল ও রেশমের ব্যবসায় ও জমিদারী ক্রয় করেন। ১৮৫১ বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোঃর সহঃ-সম্পাদক, পরে সভাপতি। তিনবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। ১৮৭৪ কলিকাতার প্রথম বাঙালী শেরীফ। মৃত্যুর দিন ২০ এপ্রিল ১৮৭৯ রাজা উপাধি পান।

দিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য (জন্ম ১২৯১)

ইঁহার পিতা যাদব চন্দ্র শিরোরত্ন। পাবনা, কাওয়াকোলা গ্রামে জন্ম। দিঃ সমাজ-সংস্কারক। জাতিভেদের বিরুদ্ধে বহু গ্রন্থ, পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন: জাতিভেদ ১৯১২, জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার ১৯১৫; শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার ১৯১৫।

দিনকর রাও (১৮১০-৯৬)

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। গোয়ালিয়র রাজ্যে তিসাবনবীশ হইয়া প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীপদে উন্নীত হন (১৮৫২-৫৯)। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিন্ধিয়া ও তাঁহার সৈন্যদলকে শান্ত রাখেন। গোয়ালিয়রের কার্য ছাড়িয়া ঢোলপুর রাজ্যের অধ্যক্ষ হন। ১৮৬১ বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। কে, সি, এস, আই ও পরে রাজা উপাধি পান।

দিনমান

সাধারণত ১২ ঘণ্টা দিবসকে দিনমান বুঝায়; কিন্তু ১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র ছাড়া ১২ ঘণ্টা দিন হয় না। হ্রস্বতম দিন ১০ই পৌষ

১০ঘ ৩২মিঃ ও দীর্ঘতম দিন ১০ আষাঢ় ১৩ঘ ২৮মিঃ। ১০ই আষাঢ় হইতে উত্তরায়ণ শুরু হয় ও দিন কমিতে থাকে, এবং কমিতে কমিতে ১০ পৌষে চরম কমায় পৌঁছায়।

দিনশা এডুলজি ওয়াচা (Dinshaw Edulyi Wacha ১৮৪৪-১৯৩৬)

বোম্বাইএর পারশী নেতা। ইনি বহুকাল বোঃ কর্পোরেশনের কমিশনার ছিলেন। ১৯০১ কলিকাতা কন্‌গ্রেসের সভাপতি। ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং তজ্জন্য ১৮৯৭এ Welby Commission-এর সমক্ষে তিনি সাক্ষী রূপে আহূত হন।

দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯৩৫)

রবীন্দ্র-সঙ্গীত বিশারদ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র, দীপেন্দ্রনাথের পুত্র। ইনি বিলাত হইতে ১৯০৮এ ফিরিয়া অধিকাংশ সময়ই শান্তিনিকেতনে বাস করিতেন। সাহিত্যরসিক ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বহুশত সঙ্গীতের স্বরলিপি ইনি করিয়াছিলেন। কবিতা গ্রন্থ 'বীণ' রচয়িতা। 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা'র অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। সন্ন্যাস রোগে মৃত্যু হয়।

দিনেমার (Dane)

ডেনমার্কের লোকদের দিনেমার বলে। ১৬১৮ অব্দে ইস্ট ইনডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়; ১৭২৯এ লোপ পায়। বাংলা শ্রীরামপুরে ইহাদের থানা ছিল।

দিবোদাস

ইনি বারাণসী নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, সুদেবের পুত্র। হৈহয়গণ ইঁহার রাজ্য আক্রমণ ও জয় করে। ইঁহার পুত্র প্রতর্দন পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। শিব দিবোদাসের নিকট হইতে কাশী গ্রহণ করিয়া তথায় বাস করেন।

দিব্যসিংহ (১৫ শতক)

শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণ রাজা। তাঁহার রাজধানী ছিল লাউড়ের নিকট নবগ্রামে। অদ্বৈতাচার্যের পিতা 'দত্তকচন্দ্রিকা'-প্রণেতা কুবের পণ্ডিত দিব্যসিংহের মন্ত্রী ছিলেন। দিব্যসিংহ শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈতাচার্যের নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা লন ও 'কৃষ্ণদাস' নাম গ্রহণ করেন। 'বাল্যলীলাসূত্রম্' গ্রন্থে অদ্বৈতর বাল্যকালের জীবনী লিপিবদ্ধ করেন; বিষ্ণুপুরিকৃত 'বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী'র বাংলা-পদ্যানুবাদক। (দ্রঃ কৃষ্ণদাস লাউড়িয়া)।

দিব্যোক, দিব্য

উত্তর বঙ্গের মাহিষ্য রাজা। বাংলার পালবংশীয় ২য় মহীপাল (১০৬৮-৭৮) অত্যন্ত প্রজাপীড়ক হইলে সামন্তনায়কগণ মহীপালের মাহিষ্য অন্যতম সচিব (বা সেনাপতি) দিব্যের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়। এই বিদ্রোহের ফলে মহীপালের পতন হয়। দিব্য উত্তর বঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি কতকাল রাজত্ব করেন স্পষ্ট জানা যায় না; ইঁহার পুত্র রুদ্রক বা রুদ্র ও তৎপুত্র ভীম রাজত্ব করেন। রাজশাহীর দিবর গ্রামে শিলাস্তম্ভ শোভিত 'দিবর দীঘি' এখনো আছে। অধুনা মাহিষ্যদের মধ্যে দিব্য-স্মৃতি রক্ষার জন্য আন্দোলন হইতেছে।

দিলীপ

সূর্যবংশীয় রাজা, পত্নী সুদক্ষিণা। বহুকাল কামধেনু নন্দিনীর সেবা করায় রঘুনামে পুত্র হয়। রঘু দশরথের পিতামহ।

দিলীপ কুমার রায়

বাঙলার লেখক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (ডি, এল, রায়ের) পুত্র। এদেশে ও বিলাতে শিক্ষিত। সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। বর্তমানে পন্দেচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে বাস করিতেছেন। বহু গ্রন্থের রচয়িতা; সুর্যমুখী (কাব্য), মনের পরশ, ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা, পত্রাবলী, অনামী, রঙের পরশ, দোলা প্রভৃতি। 'সাঙ্গীতিকী' গ্রন্থে সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

দিল্লীর দরবার (দ্রঃ দরবার)

দিশলাই (Matches)

১৮ শতকের শেষ পর্যন্ত আগুন ধরাইবার জন্য মানুষকে চকমকি পাথরে ইস্পাত ঠুকিয়া তুলা জ্বালাইতে হইত। আমাদের দেশে এভাবে শোলা এখনো ধরানো হয়। বহু যুগ আগুন জ্বালাইবার ইহাই একমাত্র উপায় ছিল। ১৮০৫ একজন ফরাসী বিজ্ঞানী রাসায়নিক পদার্থাদির দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের প্রথম চেষ্টা করেন। গন্ধকের উপর পটাশ, চিনি ও গঁদের একটি মণ্ড মাখাইয়া তাহা সালফুরিক এসিডে ডুবাইলে জ্বলিয়া উঠে। ইহার পর ফস্‌ফরাস লইয়া পরীক্ষা চলে। ১৮৩০এ করাবারী আবারে অস্ট্রিয়া ও জারমেনীতে কারখানা খোলা হয়। কিন্তু ফসফরাসের ধোঁয়ায় কারখানার লোকে ব্যারামে পড়িত। ১৮৪৫এ আমোরফস ফস্‌ফরাস (amorphos Phosphorus) ভিয়েনায় আবিষ্কৃত হয় ও ১৮৫৫এ লুনডস্ট্রোম (Lundstrom) সুইডেনে 'সেফটি' ম্যাচ প্রস্তুত করেন। নূতন ধরণের দিশালাই-র বিশেষত্ব এই যে ফসফরাস কাঠির আগায় না দিয়া বাক্সের গায়ে প্রলেপ দেওয়া হইল; কাঠিতে ইতিপূর্বে ক্লোরেট অব্ পটাশ ব্যবহার আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিকভাবে বহু উন্নতি হইয়াছে। কাঠিগুলি পারাফিনে ডুবানো হয়। ইউরোপে অনেক দেশে, মার্কিন রাজ্যে, জাপানে ও ভারতে দিশলাই-এর বড় বড় কারখানা আছে। কাঠি বাক্সের কাঠচটা সবই কলে কাটা হয়। তবে কাঠিগুলিতে মশলা লাগানো, বাক্সগুলির উপর কাগজ লাগানো হাতে কুলি রমণীরা করে। ভারতে অনেকগুলি ছোট ছোট কারখানা হইয়াছে; বৃহত্তম কারখানা সুইডিশদের। বাংলায় খাদি প্রতিষ্ঠান কুটির শিল্প হিসাবে দিশলাই প্রস্তুত করাইতেছেন।

দীন্ ইলাহি (দ্রঃ ইলাহি)

দীন চণ্ডীদাস

পদকর্তা চণ্ডীদাস তাঁহার কবিত্বের জন্য প্রাচীনকালেও দেশ জুড়িয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদ গাহিতে ও শুনিতে খুব ভালবাসিতেন। চৈতন্যদেবের বহুদিন পরে যখন বাংলা সাহিত্যের আলোচনা সুরু হইল তখনও প্রথম প্রথম কেবল পদকর্তা দ্বিজ চণ্ডীদাসের কথাই পণ্ডিত সমাজে জানা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র উভয়েই পদাবলীর ভক্ত ছিলেন এবং চণ্ডীদাসের কবিতার প্রশংসা উচ্ছ্বসিতভাবেই করিয়া গিয়াছেন। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বের কথা প্রথম প্রচারিত হইল ১৩১৮ সালে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন পুথি-আবিষ্কারের পর। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-পুঁথির প্রতি পদের ভণিতায় বাসুলী-সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের নাম পাওয়া যায়। পদাবলীতে সচরাচর দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দুই চারিটি পদে বড়ু চণ্ডীদাস এই ভণিতা আছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, দ্বিজ চণ্ডীদাস ও বড়ু চণ্ডীদাস এক ব্যক্তি। বড়ু অর্থে বটু, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে দীনেশচন্দ্র সেন এই কথাই সমর্থন করিয়াছেন। চণ্ডীদাস বোধহয়, প্রথমে বড়ু, পরে দ্বিজ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন গ্রন্থটি প্রামাণিক নয়, ইহা পদকর্তা চণ্ডীদাসের নয়, চণ্ডীদাসের এমন কি চৈতন্যদেবেরও পরে রচিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মত সমর্থন যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা অতি প্রাচীন, বোধহয় খ্রীঃ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর এবং প্রাপ্ত পুঁথিটিও অতি পুরাতন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসুর মতে বড়ু চণ্ডীদাসই আসল চণ্ডীদাস যাঁহার কাব্যরস আস্বাদন করিয়া চৈতন্যদেব আনন্দ পাইতেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনই চণ্ডীদাসের আসল রচনা, পদাবলীর অধিকাংশ পদ চণ্ডীদাস রচিত নয়, চৈতন্যদেবের পর ঐ পদগুলি রচিত হইয়া দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়া আসিয়াছে।

সম্প্রতি আর একজন চণ্ডীদাসের পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চণ্ডীদাসের আবিষ্কর্তা শ্রীযুক্ত মণিমোহন বসু। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় দীন চণ্ডীদাস রচিত বহু সংখ্যক পদ রক্ষিত আছে। সম্প্রতি মণিবাবু কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া পদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস চৈতন্য পরবর্তী কবি এবং তিনি বাসলীর সেবক ছিলেন। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা আধুনিক, বিষয়বস্তুও আধুনিক। অনেক সময় প্রাচীন কবিগণের প্রভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়, তবে মৌলিক রচনারও অভাব নাই। দীন চণ্ডীদাসের কবিত্ব তেমন উচ্চশ্রেণীর নয়।

দীনবন্ধু মিত্র, রায় বাহাদুর (১৮২৯—৭৩)

বাংলা নাট্যলেখক। জন্মস্থান নদীয়া, চৌবেড়ে। পিতার নাম কালাচাঁদ। ১৮৫৫ ডাক-বিভাগে চাকুরী পান। ১৮৭০এ কলিকাতার সুপার-নিউমারিং ইনস্পেকটিং পোস্ট মাস্টারের পদ প্রাপ্ত হন ও পর বৎসর লুসাই যুদ্ধে ডাকের বন্দবস্তের জন্য কাছাড় গমন করেন। ১৮৭১ রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করেন ও পর বৎসর মাত্র ৪৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।.. ১৮৫৮ 'নীলদর্পণ' নাটক অনামে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১এ লঙ্ সাহেবের ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হইলে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার কাহিনী চারিদিকে জানাজানি হয়; অনুবাদের জন্য লঙের কারাগার, চীফ্ সেক্রেটারী, সেটনকারের কার্যাবসর প্রভৃতি ঘটে। ইহার পর 'নীল কমিশন' বসে (দ্রঃ নীলকর)। অন্যান্য নাটক—নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), সধবার একাদশী (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৯) জামাইবারিক; ও 'সুরধুনী কাব্য' (১৮৭১), দ্বাদশ কবিতা (১৮৭২)।

দীনেশচন্দ্র সেন, ডাঃ রায় বাহাদুর (১৮৬৬-১৯৩৯)

বাংলা সাহিত্যসেবী। ঢাকা মানিকগঞ্জ, কাদুরী জন্মস্থান। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী ছিলেন। দীনেশচন্দ্র ঢাকা হইতে বি, এ, পাশ করেন ও কুমিল্লা স্কুলে হেডমাস্টারী পান। সেই সময়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উপাদান সংগ্রহে মন দেন। ১ম সংস্করণ 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' ১৯০১এ প্রকাশিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার 'রামতনু লাহিড়ী' অধ্যাপক নিযুক্ত হন ও বহু বৎসর (১৯১৩-৩২) এই কায করেন। বহু গ্রন্থের লেখক ও সম্পাদক। 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' বিরাট দুইখণ্ড গ্রন্থে মধ্যযুগের বাংলার নমুনা সংকলিত করিয়াছেন। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা' লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সংগ্রহ। 'বৃহৎবঙ্গ' বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাস। 'বাংলার পুরনারী' তাঁহার শেষগ্রন্থ, ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানীর দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজিতেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অনেকগুলি গল্পের বইও লেখেন।

দীনেন্দ্রকুমার রায়

বাংলা সাহিত্যিক। ইঁহার রচিত 'পল্লীচিত্র,, 'পল্লী বৈচিত্র' গ্রন্থে বাংলার গ্রামের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। সাধারণের কাছে তাঁহার খ্যাতি ডিটেক্টিভ গল্প ও উপন্যাস-রচয়িতা হিসাবে। 'নন্দনকানন' সিরিজের সম্পাদক।

দীনেশচন্দ্র বসু (১৮৫০-১৮৯৮)

বাংলা কবি। জন্মস্থান ঢাকা শ্রীবাড়ী (১২৫৭)। পিতা অভয়াচরণের সহিত ভাগলপুর থাকিতেন। পরে নিজ বাটীতে থাকিয়া সাহিত্য সাধনা করেন; 'কবি কাহিনী' ও 'মানসবিকাশ' কাব্য; 'কলঙ্কিনী' ও 'মহাপ্রস্থান উপন্যাস' রচয়িতা। গ্রন্থাবলী ১৯০৩ এ প্রকাশিত হয়। মৃত্যু ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

দীপংকর, অতীশ শ্রীজ্ঞান (১০—১১ শতক) বৌদ্ধ

তান্ত্রিক আচার্য। দ্রঃ অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান।

দীপালি, দেওয়ালি, দীপান্বিতা

কার্তিক মাসের অমাবস্যার দিনে পিতৃলোকের তর্পণ ও রাত্রিকালে ঘৃতাদি দীপমালায় সজ্জিত করা হয়। কার্তিক মাসে ধানে এক প্রকার পোকা হয়, তাহারা আলোতে আসে। উহাদের ধ্বংস করিবার জন্য মানুষের কৃষি যুগে আলো জ্বালা, আগুন করা প্রভৃতি প্রবর্তিত করে। এই সময়ে আকাশ প্রদীপ দেওয়া হয়; ইঁহারও ঐ উদ্দেশ্যেই মনে হয়।

দীর্ঘ আয়ু (Longivity)

জীব জন্তু উদ্ভিদাদির আয়ু বিচিত্র। মেরুদণ্ডহীন কোনো কোনো প্রাণীর আয়ুকাল ১০০ ঘণ্টারও কম; আবার কোনো কোনো ছোট কীট ১৭ বছর পর্যন্ত বাঁচে। কতক জাতের মাছ ও সরীসৃপ ২০০ বছরের উপর জীবিত থাকে; কতকগুলি পাখী ও স্তন্যপায়ী ১২০ বছরও বাচে। তবে মানুষ ১০০ বৎসরের বেশি খুব কম বাঁচে; ১৫০।২০০ বছর বাঁচে বলিয়া যেসব কাহিনী শোনা যায়, তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রেই টেঁকে না। এক মিলিয়ন এইরূপ ঘটনা তদন্ত করিয়া মাত্র ৩০টি শতায়ু পাওয়া গিয়াছিল।...উদ্ভিদের মধ্যে অধিকাংশ বর্ষায়ু; কিন্তু কতকগুলি গাছ দীর্ঘ কাল বাঁচে; স্প্রুস ১৫০ বৎসর বাঁচে; কেপ্ ভার্দ দ্বীপের এক জাতের গাছ ৫,০০০ বছর বাঁচে বলিয়া শোনা যায়। কালিফোর্নিয়াতে ৩।৪ হাজার বছরের পুরাতন গাছ আছে। (দ্রঃ আয়ু; পরমায়ু)

দীর্ঘচ্ছেদ (Longitudinal section)

কোনো বর্তুলাকার বস্তুকে তাহার অক্ষ (Axix) বরাবর যদি কাটা যায়, তবে সেই ছেদকে দীর্ঘচ্ছেদ বলে। কুমড়াকে সাধারণত এইভাবে কাটা হয়।

দীর্ঘতমাঃ

বৃহস্পতিভ্রাতা উতথ্যের পুত্র; ইনি খুল্লতাতের শাপে জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। প্রদ্বেষী নামে ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করিয়া গৌতমাদি পুত্রের জনক হন। স্ত্রী ইঁহাকে খুব কষ্ট দিত ও শেষ কালে জলে ডুবাইয়া মারে।

দুঃখী শ্যামদাস (১৬ শতক)

মেদিনীপুর জিলা নিবাসী, 'গোবিন্দমঙ্গল' রচয়িতা, পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতা ভবানী; নিবাস মেদিনীপুর হরিহরপুর গ্রাম। 'ভাগবতে'র পদ্যানুবাদক। এই গ্রন্থ ১৮৭০এ মুদ্রিত হইয়াছিল। পরে ঈশানচন্দ্র বসু কর্তৃক গ্রন্থকারের জীবনী সমেত সম্পাদিত হয়।

দুঃশলা

ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের স্ত্রী। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথের মৃত্যুর পর পুত্র সুরথকে লইয়া স্বদেশে চলিয়া যান ও রাজকার্য পরিদর্শ করিতেন। অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুনকে সিন্ধুদেশে আসিতে দেখিয়াই সুরথ আতঙ্কে মারা যায়। পরে দুঃশলার অনুরোধে অর্জুন সুরথের পুত্রকে সিন্ধুর রাজা করেন।

দুঃশাসন

ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। দ্যূতক্রীড়ায় পাণ্ডবগণ পরাস্ত হইলে ইনি দ্রৌপদীকে কেশে ধরিয়া সভায় আনেন ও বিবস্ত্র করিবার চেষ্টা করেন। এই সময়ে ভীম প্রতিজ্ঞা করেন দুঃশাসনের রক্ত পান করিবেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ১৭শ দিবসে ভীম ইঁহাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন।

দুধ (Milk)

স্তন্যপায়ী প্রাণীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চিত হয়; গর্ভে শিশু বড় হইতে থাকিলে মাতৃস্তনে দুগ্ধ আবির্ভূত হয়। অতিসূক্ষ্ম চর্বিকণা যুক্ত জলীয় পদার্থের মধ্যে শর্করা, লবণ ও আমিষাংশ বা ল্যাক্টোসের সহিত সংমিশ্রিত হইয়া স্তনগ্ল্যান্ডে থাকে। গো-দুগ্ধ ও মানুষী দুগ্ধের পার্থক্য সামান্য; কোন্ দুগ্ধে কি প্রকার গুণ লক্ষ্যণীয়ঃ—

	আমিষাংশ	স্নেহ (fat)	শর্করা	লবণাংশ	জল
মানুষীদুগ্ধ	২·২৯	৭·৮১	৬·২	·৩	৮৭·৪০
গোদুগ্ধ	৩·৫৫	৩·৬৯	৪·৮৮	·৭১	৮৭·১৭
মহিষীদুগ্ধ	৬·১১	৭·৪৫	৫·১৭	·৮৭	৮১·৪০
ছাগদুগ্ধ	২·৮	৩·৪	৩·৮	·৯৫	৮৯·০৫
গর্দভদুগ্ধ	১·৬	·৯৩	৫·৬	·৩৬	৯১·৫১
অশ্বদুগ্ধ	১·৯	১·০	৬·৩৩	·৪৫	৯০·৩২

সকল গাভীর দুগ্ধ সমান নয়; গাভীর জাতি, বৃষের শক্তি, সুসম আহার প্রভৃতির উপর দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। ভাল জাতের ষাঁড়ের ঔরসে দেশী গাই-এ যে সন্তান বা বাছুর হয়,

তাহা স্বভাবতঃ বড় হয়, ফলে দুধের চাহিদা বেশি হয়; প্রকৃতি তখন গাভীর দেহে এমন পরিবর্তন আনেন যে দুগ্ধের পরিমাণও সেই সঙ্গে বেশী হয়।

মাখম-তোলা দুধে প্রায় ৯০% জল, অর্থাৎ ৩% মাখম ছাড়া আর সব উপাদান থাকে; সুতরাং উহা অনায়াসে পান করা যায়। ঘোল বা মাঠা তোলা দুধে ৯৩·৫ ভাগ জল। জমাট-দুধ হইতে অধিকাংশ জল বাহির করিয়া বায়ুশূন্য টিনে একটি নির্দিষ্ট তাপে ভরা হয়। দুধ সম্পূর্ণরূপ জলশূন্য করিয়া গুঁড়া করিয়া বায়ুশূন্য টিনে রাখা যায়; প্রয়োজন মত গরম জল মিশাইয়া দুধ করা যায়। দুগ্ধ পান স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল, কিন্তু ভেজাল দুধের মধ্য দিয়া বহু ব্যাধি সংক্রামিত হয়। (দ্রঃ ঘৃত, ঘোল, জমাট দুধ) নিয়মিত দুধ পানের ফলে শিশুদের ওজন ও দৈর্ঘ্য বাড়িতে দেখা যায়।

দুধকলমী শাক (দ্রঃ কলমী

দুধিয়া লতা (Oxystelma esculentum)
সংস্কৃত দুগ্ধিকা। বহুবর্ষজীবী দীর্ঘায়ু লতা; পাতা সরু; ফুল বড়, শাদা, ভিতরে গোলাপী। গ্রীষ্মকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে। বীজে তুলা আছে। লতা বেড়ায় চড়ে ও জঙ্গল করিয়া থাকে। গাছের রস দুধের মত বলিয়া দুধিয়া লতা নাম। গলক্ষতে ইহার সিদ্ধ জল কুল্লি করিলে উপকার হয়; জ্বরের ঔষধ। (Chopra 512; যোগেশ ৪৬৪)

দুন্দুভি
প্রাচীন ভারতের এক অসুর। সমুদ্র ও হিমালয় ইহার বল দেখিয়া পরাজয় স্বীকার করিয়া লয় এবং হিমালয় ইহাকে কপিরাজ বালির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে বলেন। বালির হস্তে মৃত্যু হয়।

দুরন্ত (Duranta plumieri)
আমেরিকা হইতে আনীত বাটাগাছ। বেড়ার নিমিত্ত আধুনিক বাগানে রোপিত হয়। মানুষ অপেক্ষা উঁচু হয়। ফুল নীলবর্ণ, থোবা থোবা ধরে; ফল মটরের মতন। Castor Durantes (মৃ. ১৫৯০) নামে এক উদ্ভিদতত্ত্ববিদের নামানুসারে এই গাছের নাম রাখা হইয়াছে।

দুরালভা, দুলালভা, দুলভা (Alhagi camelorum) এই ক্ষুপ মরু বা শুষ্ক দেশে জন্মে। দল সূক্ষ্ম; পত্র তীক্ষ্ণ; ফুল তাম্রবর্ণ। গাছ ছাগ উষ্ট্রাদির ভক্ষ্য। ইহা হইতে যে নির্যাস ক্ষরিত হয় তাহা সঞ্চিত করা যায়—ইহাকে 'মানা' বলে। বাজারে দুঃ নামে যাহা বিক্রয় হয়, তাহা যবাস। (দ্র. যবাস। বনৌষধি দর্পণ ৩৫৬—৭; Chopra 459)

দুরূহ বা জটিল ভগ্নাংশ (Complex fractions)
বীজগাণিতিক সংজ্ঞা। যে ভগ্নাংশের হর ও লবের একটি বা উভয়ই ভগ্নাংশ, তাহাকে দুরূহ বা জটিল ভগ্নাংশ বলে।

দুর্গ (Forts, fortifications)
অতি প্রাচীন কাল হইতে রাজধানী বা পুর রক্ষার জন্য চতুর্দিকে প্রাচীরের ব্যবস্থা দেখা যায়; ঐ প্রাচীর আদিযুগে কাঠের খোঁটার ছিল, যেমন ছিল প্রাচীন পাটলিপুত্র ও আথেন্সে; পাথরের প্রাচীর হয় পর যুগে। অনেক স্থানে দুর্গের চারিদিকে মাটির প্রাচীর নির্মিত হইত যেমন ভরতপুরে। সমতল ক্ষেত্রে দুর্গের চারিদিকে প্রাচীর ও তাহার পার্শ্বে পরিখা থাকিত। মধ্যযুগে ইউরোপে কোন কোন কাস্‌ল (Castle) সেই রকমের। ভারতের মধ্যে গিরিদুর্গগুলি দুর্গম স্থানে অবস্থিত। পর্বত শিখর হইতে শত্রুর আসাযাওয়া লক্ষ্য করা সহজ। মারাঠা ও রাজপুতদের দুর্গ এই ধরণের ছিল। ১৯ শতক হইতে ইউরোপে দুর্গ নির্মাণের জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হয়, এবং বহু অর্থ ব্যয়ে দুর্গ নির্মিত হয়। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় দেখা গেল এসব দুর্গ সম্পূর্ণ অকেজো। এখন সমুদ্র উপকূল রক্ষার জন্য দুর্গগুলি কাজে লাগে মাত্র। আকাশযুদ্ধ প্রবর্তনের ফলে এখন যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে সৈন্য ছাউনী করা হয়; ট্রেঞ্চ কাটিয়া সৈন্যগণ তাহার মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করে। ট্রেঞ্চের সম্মুখ ভাগে যে দিকে শত্রু আসে, সে দিকটা কাঁটা তার ঘনভাবে ঘেরা হয়। সাময়িকভাবে এই ট্রেঞ্চও দুর্গ হয়। কিন্তু বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে দেখা যাইতেছে যে কোন প্রকার দুর্গই দেশ রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ফরাসীরা বহু কোটি টাকা খরচ করিয়া ম্যাজিনট্‌ লাইন বা দুর্গশ্রেণী করিয়াছিল। অতি বিস্ফোরক শেলের দ্বারা সেগুলি ধ্বংস হইল।...হিন্দু রণনীতি অনুসারে দুর্গ ৬ প্রকার—ধন্বদুর্গ, মহী, গিরি মনুষ্য, মৃদ, বন।

দুর্গা, চণ্ডী, চণ্ডিকা
সুরথরাজা বসন্তকালে দুর্গা-পূজা প্রথম প্রচলন করেন। পরে রামচন্দ্র রাবণ বধের জন্য অকালে অর্থাৎ শরৎ কালে শুক্লাষ্টমী হইতে দশমী পর্যন্ত পূজা করেন। দুর্গাপূজা বাঙলায় অধিক দেখা যায়; মহিষমর্দিনী মূর্তি অতি প্রাচীন।...দুর্গা দশ দিকে দশহস্ত প্রসারণ করিয়া জীবকে দুর্গতি হইতে রক্ষা বা শাসন করেন। দশহস্তে দশ প্রহরণ। অসুর শক্তি তাঁহার সিংহশক্তিদ্বারা পরাভূত। সরস্বতী বিদ্যা ও কলার প্রতীক, লক্ষ্মী ঐশ্বর্যের মূর্তি। কার্তিকেয় দেবসেনা, শক্তি ও পরাক্রমের মূর্তি; গণেশ জ্ঞান ও শান্ত ভাবের প্রতীক।...দুর্গাপূজায় বাঙলাদেশে সর্বত্র ছুটি হয়; ইহাকে পূজার ছুটি বলে।...মার্কণ্ডেয় পুরাণোল্লিখিত চণ্ডীদেবী দুর্গারই এক রূপ মাত্র। দুর্গা

সম্বন্ধে বাংলায় অন্যান্য 'মঙ্গল' কাব্যের অনুকরণে মধ্যযুগে কয়েকখানি 'দুর্গামঙ্গল' রচিত হইয়াছিল। ভবানীপ্রসাদ রায়, রামধন পুত্র রামচন্দ্র, রূপনারায়ণ প্রভৃতির দুর্গামঙ্গল মুদ্রিত হইয়াছে। দ্বিজ কমল লোচনের 'চণ্ডিকা বিজয়' বা মঙ্গল এই শক্তি মঙ্গল সাহিত্যের অন্তর্গত। শারদীয় দুর্গাপূজা কালিকা পুরাণ, দেবী পুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণে আছে। (দ্রষ্টব্য নগেন্দ্র নাথ সিদ্ধান্ত রত্ন কৃত দুর্গাপূজা পদ্ধতি।

দুর্গাচরণ নাগ (১২৫৩ – ১৩০৬)

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের নিকট জন্মস্থান। রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য হইয়া পরে 'সাধু নাগ মহাশয়' নামে খ্যাত হন। তাঁহার গ্রাম 'দেওভোগ' স্থানীয় লোকের তীর্থের ন্যায়। দ্রঃ শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী কৃত 'সাধু নাগ মহাশয়' নামে জীবনী।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৯—১৮৭০)

চিকিৎসক। বারাকপুর-মণিরামপুর নিবাসী। ইঁহার দুই পুত্র (জ্যেষ্ঠ) সুরেন্দ্রনাথ (দ্রঃ) ও জিতেন্দ্রনাথ (দ্রঃ)। দুর্গাচরণ চিকিৎসা কার্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হন।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা (১৮২৩—১৯০৪)

সুবর্ণবণিক সমাজের বিখ্যাত ধনী। চুঁচুড়ায় জন্ম: পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা। প্রাণকৃষ্ণ সওদাগরী করিয়া ধনী হন: বাণিজ্য করিয়া ও জমিদারী ক্রয় করিয়া অর্থশালী হন। দুর্গাচরণ পিতার ব্যবসায় বাড়ান। ইনি কয়েকবার বড়লাট সভার সদস্য হন। ১৮৯১এ মহারাজ উপাধি পান। ইনি পোর্ট কমিশনরের প্রথম বাঙালী সভ্য; বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোঃর দুই বার সভাপতি। নানা সৎকর্মে বহু অর্থ দান করিয়া ছিলেন।

দুর্গাদাস

রাজপুত বীর। মাড়বারের রাঠোর বংশীয় সর্দার। কাবুলে মাড়বাররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হইলে (১৬৭৯) ঔরঙজেব রাণার বিধবা ও শিশুপুত্রকে নিজ আয়ত্বাধীনে আনিতে চেষ্টা করেন। দুর্গাদাসের বীরত্বে উহা সম্ভব হয় নাই। তিনি শিশু অজিৎ সিংহকে মাড়বারে নিরাপদে আনয়ন করেন। দুর্গাদাস ঔরঙজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে সাহায্য করেন; পরে আকবর পারস্য দেশে পলায়ন করিলে তাহার পত্নী ও কন্যা দুর্গাদাসের তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৬৯৮এ ঔরঙজেবের সহিত পুত্রের আপোষ হয়। ইঁহার পর দুর্গাদাস মাড়বারের স্বাধীনতার জন্য অজিৎ সিংহকে সহায়তা করেন।... দুর্গাদাসের কাহিনী লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত নাটক আছে।

দুর্গাদাস লাহিড়ী (১২৬০—১৩৩৯)

সাহিত্যিক ও পণ্ডিত। পিতা সুধারাম; নিবাস বর্ধমান। ১২৯৪ হইতে ১৮ বৎসর 'অনুসন্ধান' পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইঁহার পর 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করিতেন। 'স্বাধীনতার ইতিহাস' (১৯০৭), 'বাঙলার সামাজিক ইতিহাস', 'রাণীভবানী', 'বাঙালীর গান', 'শিখযুদ্ধের ইতিহাস', 'রাজা রামকৃষ্ণ', 'লক্ষ্মণসেন', 'সুবর্ণ বলয়' প্রভৃতি লেখেন; টেনিসনের 'এনক আর্ডেনে'র একখানি অনুবাদ করেন। বহু খণ্ডে 'পৃথিবীর ইতিহাস' (৭ খণ্ডে ভারত ইতিহাস মাত্র হইয়াছিল) রচনা করেন। হাওড়া হইতে ৮০ খণ্ডে বেদের মূল, ভাষ্য, ব্যাখ্যা, অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পূর্ণ বেদ গ্রন্থ ইতঃপূর্বে আর কেহ এভাবে প্রকাশ করেন নাই।

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯ শতকের প্রথম দিক)

'দুর্গা ভক্তিতরঙ্গিনী' নামে কাব্য রচয়িতা। নিবাস নদীয়া উলা-বীরনগর। ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গোদ্ধার বর্ণিত।

দুর্গাবতী, রানী

চন্দেল রাজপুতবংশীয় মহোবা রাজ্যের কন্যা। গড়মণ্ডলের দলপতসার পত্নী। বিবাহের অল্পকাল পরে বিধবা হন ও নাবালক শিশু পুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্য শাসন করেন। আকবর ঐ দেশ আক্রমণ করিলে রানী স্বয়ং সৈন্য চালনা করিয়া যুদ্ধ করেন। জব্বলপুরের নিকট যুদ্ধ হয়; কিন্তু কৃতকার্য না হওয়ায় আত্মহত্যা করেন (১৫৬৪)।

দুর্গামোহন দাস (১৮৪১—৯৭)

ব্রাহ্মসমাজ সংস্কারক। জন্মস্থান ঢাকা-বিক্রমপুর-তেলিবাগ। পিতা কাশীশ্বর বরিশালের উকিল ছিলেন। ১৮৬১ বরিশালে দুর্গামোহন ওকালতী আরম্ভ করেন। বরিশালে বাসকালে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হন। ১৮৭০ বরিশাল ছাড়িয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তৎকালীন সকল প্রকার সমাজ-সংস্কারে ইনি অগ্রণী ছিলেন। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ও অধ্যাপক ডাঃ প্রসন্নকুমার বসু ইঁহার জামাতা ছিলেন। সতীশরঞ্জন ও জ্যোতিসরঞ্জন ইঁহার দুই পুত্র। J. R. Das রেঙ্গুন হাইকোর্টে জজ ছিলেন; S. R. Das কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র।

দূর্বা ঘাস (Cynodon dactylon)

ধান্যাদিবর্গের প্রসিদ্ধ তৃণ। সাধারণত যে হরিদ্বর্ণ দূর্বা দেখা যায়, তাহা নীল দূর্বা; নীল ও শ্বেতদূর্বায় বর্ণগত পার্থক্য। মালা দূর্বা নীল দূর্বার মত, কেবল উহা গ্রন্থিল, মালাকৃতি। গণ্ড দূর্বার ক্ষুপ হয়, ইহা কাস তৃণের তুল্য; গণ্ড দূর্বা দিয়া ঘর ছাওয়া যায়। ঔষধার্থে ঘাস ও শিকড় নানা রোগে ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধি ৩৬০)

দুর্বাসা

অত্রি ও অনসূয়ার পুত্র ; কামদেবের শিষ্য। অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ঋষি। ইঁহার পত্নী কন্দলীকে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভস্মীভূত করেন। ইঁহার অযুত শিষ্য ছিল। ইঁহারই ক্রোধের হেতু রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বিসর্জন করিতে বাধ্য হন। মহাভারতীয় যুদ্ধে ইনি দুর্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণর কূটনীতির নিকট তাঁহার সমস্ত অপচেষ্টা বিফল হয়।

দুর্ভিক্ষ (Famine)

বৃষ্টির অভাবে বা অতিবৃষ্টিতে বা বন্যার প্লাবনে খাদ্যশস্য নষ্ট হইয়া গেলে লোকের অন্নাভাব বা দুর্ভিক্ষ হয়। পূর্বকালে রেল, স্টীমার প্রভৃতি না থাকাতে এক স্থানে শস্য না হইলে লোকের অন্নভাবে কষ্ট বা অনাহারে মৃত্যু হইত। ইতিহাসে এ প্রকার দুর্ভিক্ষর কথা বহু পাওয়া যায়। বাঙলার '৭৬এ মন্বন্তরে (১৭৭০) প্রায় ⅓ লোক মরিয়া যায়। বৃটিশ যুগে দুঃর তালিকা অতি দীর্ঘ ; ভারতের কোনো-না-কোনো স্থানে দুই এক বছর অন্তর উহা হয়। ১৮৬৫-৭ উড়িষ্যায় ১০ লক্ষ লোক মারা যায়। ১৮৭৬-৭৮এর দুর্ভিক্ষে ভারতের নানা স্থানে ৫২ লক্ষ লোক অনাহারে বা আহারজনিত রোগে মরে। ইহার পর গভর্নমেন্ট দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে এক কমিটি স্থাপন করেন। দুর্ভিক্ষ হইলে কিভাবে কাজ করিতে হইবে সে বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া একখানি Famine Code প্রস্তুত করা হয়। কমিটি বলেন যে ৭টি ভাল বৎসরের মধ্যে ২ করিয়া দুর্বৎসর হয়। ভারতের দুর্ভিক্ষ কারণ অন্নাভাব নহে অর্থাভাব। ধান বা চাউল আজকাল বর্মা, সিয়াম প্রভৃতি স্থান হইতে এদেশে আসিতেছে ; লোকের অর্থ থাকে না বলিয়া কিনিতে পারে না। দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য গভর্নমেন্ট ফেমিন ফাণ্ড স্থাপন করিয়া-ছিলেন। দুর্ভিক্ষ যথার্থ কি না জানিবার জন্য জিলা ম্যাজিস্ট্রেটরা Test work বা মাটি কাটা প্রভৃতি পরখ কাজ খোলেন ; সেখানে লোকের ভিড় হইতেছে দেখিলে ব্যাপকভাবে রিলীফের কাজ খুলিবার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত দৈনিক দশ ছটাক চাল বা সেই মত দাম দেওয়ার নিয়ম। জনমত খুব তীব্র বলিয়া লোকে অনাহারে যাহাতে না মরে তাহার জন্য সরকার আজকাল খুব হুঁশিয়ার। সাধারণ লোক যাহাতে অর্থ দিয়া সেবা সমিতি প্রভৃতি স্থাপন করে সে বিষয়ে গভর্নমেন্ট খুবই উৎসাহ দেন। এই সময়ে খাজনা আংশিক মকুব, চাষের জন্য কৃষিঋণ দান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। (দ্রষ্টব্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কৃত 'ভারত-পরিচয়' পৃঃ ৭৯৭—৮০৯)

দুর্মুখ

অযোধ্যার গুপ্তচর। রামচন্দ্রকে ইনি সীতাদেবী সম্বন্ধে জনমত জ্ঞাপন করেন এবং তদন্তর সীতাদেবীর বনবাস হয়।

দুর্যোধন

কৌরব রাজা। ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহারা একশত ভ্রাতা। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডু রাজ্য পান ; পরে দুর্যোধন ও পাণ্ডবপুত্র যুধিষ্ঠিরের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত হয়। দুঃ কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে হারাইয়া রাজ্য গ্রহণ করেন ও দ্বাদশ বৎসর পাণ্ডবদের সপরিবারে বনবাসে পাঠান। বারো বৎসর পর ফিরিয়া আসিয়া পাণ্ডবরা তাহাদের রাজ্য চাহিলে দুঃ উহা বিনাযুদ্ধে প্রত্যর্পন করিতে স্বীকৃত হন না। ইহার ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। কৌরবরা পরাজিত হইলে দুঃ পলায়ন করিয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে আশ্রয় লন। অতঃপর ভীম কর্তৃক গদা যুদ্ধে নিহত হন। (দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ কৃত 'গান্ধারীর আবেদন' নামে নাট্যকাব্য)

দুলাল চাঁপা (Hedychium coronarium)

হরিদ্রাদি বর্গের পত্রময় শাক। ফুল শাদা, সুগন্ধ। শীতকালে পাতা শুকাইয়া যায়। সাগর তল হইতে ৫০০০ ফুট উচ্চ স্থানে জন্মে। (যোগেশ ২৭৭)।

দুলদুল

ইমাম হোসেনের ঘোড়া। মহরমের সময় মুসলমানেরা ইহার প্রতিকৃতি তাজিয়ার সঙ্গে বাহির করে।

দুষ্টব্রণ (Carbuncle)

স্ট্যাফিলোকোকাস (Staphylococcus) নামে বিষাক্ত জীবাণু ত্বক ও তন্নিকটস্থ টিসু বা মাংসকোষকে আক্রমণ করিলে সাধারণ ফোড়ার ন্যায় ফুলিয়া উঠিয়া ব্যাধির সূত্রপাত হয়। অল্পকাল মধ্যে বিষ ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায়ই গভীর পেশীতে উহা প্রবেশ করে ; একই সময়ে অনেকগুলি পুঁজের মুখ হয় এবং অচিরে শোথ দেখা দেয়। ওষ্ঠ বা কানের পিছনে প্রায়ই মারাত্মক হয়। চিকিৎসকের আশু সাহায্য প্রয়োজন। দেশীয় মতে চাঁদসীর চিকিৎসকগণ ভাল।...এই রোগ মদ্যপ, বহুমূত্র রোগী বা বৃক রোগাক্রান্তদের বেশি হয় ও প্রায়ই মারাত্মক হয়।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত

চন্দ্রবংশীয় রাজা ; মৃগয়া করিতে গিয়া কণ্বমুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করিয়া চলিয়া আসেন। রাজা অভিজ্ঞান (চিহ্ন)-স্বরূপ নিজ অঙ্গুরী শকুন্তলাকে দিয়া আসেন। রাজ্যে ফিরিয়া দুঃ শকুন্তলার কথা ভুলিয়া যান। বহুকাল পরে শকুন্তলা পুত্র ভরতকে লইয়া হস্তিনাপুরে উপস্থিত হন, কিন্তু অভিজ্ঞান অঙ্গুরী হারাইয়া যাওয়াতে দুষ্মন্ত তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে জানিতে পারিয়া পুত্র ভরতকে রাজ্য ভার দেন। শকুন্তলা ও দুষ্মন্তের উপাখ্যান লইয়া কালিদাস তাঁহার নাটক, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' রচনা করেন। পদ্মপুরাণে ইহা অতি বিস্তারে বর্ণিত আছে।

দূত (Ambassador)

কোন স্বাধীন রাষ্ট্র বা রাজার অধিপতির প্রতিনিধিরূপে রাষ্ট্রনৈতিক কাজ করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া অন্য স্বাধীন দেশের রাজ-সকাশে যাহারা গমন করেন, তাহাদিগকে দূত বলে। কোন দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা হইলে দূতগণ রাজধানী ত্যাগ করেন। দূতদের রাজধানী ত্যাগ যুদ্ধ ঘোষণার ইঙ্গিত সূচক। ভারতবর্ষের রাজদূত নাই বা এখানে কোন দূত আসেন না। এখানে যাঁহারা বিদেশীদের স্বার্থরক্ষার্থ উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের 'কন্সাল' (দ্রঃ লিগেশন) (consul) বলে

দূরবীক্ষণ, দূরবীন (Telescope) দ্রঃ টেলিস্কোপ।

দূরবীক্ষণ-নক্ষত্রমণ্ডল (Telescopium)

দক্ষিণ আকাশে বেদি (Ara) ও দক্ষিণ কিরীট (Corona aurora)র মধ্যে ৯টি তারা।

দূষণ রাক্ষস

খর ও দূষণ শূর্পনখার রক্ষীরূপে দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদনের পর দূষণ রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়।

দেউলিয়া (Bankruptcy)

কোন অধমর্ণ মহাজনের ঋণের টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে নিজেই 'দেউলিয়া' বলিয়া আদালতে দরখাস্ত করিতে পারে, অথবা উত্তমর্ণরা অভিযোগ করিলে অপারক অধমর্ণকে দেঃ বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই অবস্থায় আদালত হইতে নিযুক্ত 'লিকুইডেটর' (দ্রঃ) দেউলিয়া ব্যক্তির অবশিষ্ট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া উত্তমর্ণদিগকে অনুপাতানুসারে দান করেন। দেঃ তখন মুক্তি পায়; কিন্তু তাহা না হইলে ইহার পর সে নিজের নামে কোনো ব্যবসায় করিতে পারেনা, সেরূপ কিছু করিলে তাহার শাস্তি হয়। এদেশে স্ত্রীর নামে সম্পত্তি করিয়া, দেবত্র করিয়া লোকে সুবিধা বুঝিয়া দেউলিয়া হয় দেখা যায়। দেউলিয়া ব্যক্তি কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে বা ভোটাদি দিতে পারেনা।

দেওতাড়া, দেতারা, দেয়তাড়া (Andropogon caricosus)

সংস্কৃত দেবদালিকা। ধান্যাদিবর্গে প্রায়-সোজা ঘাস। বৈদ্যশাস্ত্রে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুণ সঞ্চিত মলকে নির্গত করিয়া দেয়। (যোগেশ)

দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাশ

মুসলমান বাদশাহদের সাধারণ দরবার বা পরামর্শগৃহকে দেওয়ান-ই-আম ও বিশেষ গৃহকে দেঃ খাশ বলিত। বর্তমানে আগরা দুর্গের মধ্যস্থিত দুইটি অপরূপ সুন্দর অট্টালিকার নাম; সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নির্মিত। দেওয়ান-ই-খাশে লেখা আছে, 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থাকে, তাহা এখানেই তাহা এখানেই, তাহা এখানেই।'

দেওয়ানী প্রাপ্তি

১৭৬৪ বক্সার যুদ্ধে ইং ইঃ কোম্পানির নিকট সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব ও মীর কাসেমের পরাভব হয়। পরাজিত অযোধ্যার নবাবের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এলাহাবাদ ও কোরা কাড়িয়া লওয়া হয়। এই দুটি প্রদেশ মারাঠা ভয়ে ভীত পলাতক সম্রাট শাহ আলমকে দান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে লর্ড ক্লাইভ বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ কোম্পানির জন্য আদায় করেন। কোম্পানী দেওয়ানী লাভের জন্য বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা সম্রাটকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। নবাবের নামে তৎপ্রতিনিধি বা নবাব নাজিম কোম্পানির দ্বারা নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব আদায় করিয়া কোম্পানিকে প্রদান করিত; কোম্পানি সম্রাটকে ২৬ লক্ষ ও বাঙলার নবাবকে ৩২ লক্ষ টাকা দিত।

দেওয়ানী বিচার (Civil justice)

টাকাকড়ি লেনদেন, জমিজমার দখলিস্বত্ব, উত্তরাধিকার বা দায়ভাগ, পার্টিশন, চুক্তিভঙ্গ প্রভৃতি অর্থঘটিত বিষয় লইয়া বিবাদের বিচার হয় দেওয়ানী আদালতে। মুন্সেফের আদালত বৃটিশ ভারতে সর্বনিম্ন দেওয়ানী বিচারালয়। প্রত্যেক মহকুমায় ও কয়েকটি চৌকিতে মুন্সেফ থাকেন। চৌকিতে ফৌজদারি বিচার হয় না। মুন্সেফরা সাধারণত হাজার টাকা পর্যন্ত মামলা করিতে পারেন; প্রবীণরা ২,০০০৲ পর্যন্ত নিষ্পত্তি করিতে পারেন। মুন্সেফদের উপরে জেলার জজ থাকেন; কাজের গুরুত্ব বুঝিয়া সব-জজের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। সব-জজরা যে কোন দাবীর মামলা করিতে পারেন। তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে আপিল হয় জেলা-জজের কাছে। মুন্সেফের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল চলে জেলা-জজের কাছে। প্রাদেশিক হাইকোর্ট সাধারণত সকল মোকদ্দমার শেষ বিচারক। বিলাতের প্রিভি কাউন্সেলের কাছে ১০,০০০ হাজার টাকা দাবী না হইলে মামলা দায়ের করা যায় না। দিল্লীর ফেডারেল কোর্টে (যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতে) কতকগুলি নির্দিষ্ট দেওয়ানী মামলার আপীল চলিবে, কিন্তু ঐ সকল মামলার দাবী ১৫,০০০৲ টাকা মূল্যের হওয়া চাই। ১৯৩১এ সমগ্র বৃঃ ভারতে প্রায় ৭০ কোটি টাকা মূল্যের দাবী করিয়া মামলা হয়; বাংলা দেশে ১৪·৯৫ কোটির দাবী ছিল।

দেওয়ার বক্স

জাহাঙ্গীরের পৌত্র, খশরুর পুত্র। পিতামহের মৃত্যুর পরে

তিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। দুই মাস পরে পিতৃব্য শাহজাহান কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন।

দেধান (Broom corn)

আখগাছের মত গাছ। উত্তর ভারতে চাষ হয়। ডাঁটা মিষ্ট বলিয়া গরুর খাদ্য। শস্য লোকে খায়। দ্রঃ জোয়ার। (যোগেশ)

দেবকী

শ্রীকৃষ্ণের গর্ভধারিণী জননী। উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের কন্যা। বসুদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দেবকীর ভ্রাতা রাজা কংস বসুদেব ও দেবকীকে বন্দী করিয়া রাখেন। সেইখানে দেবকীর গর্ভে সন্তান জন্মগ্রহণ করামাত্রই কংস তাহাদিগকে বধ করিতেন। এইভাবে সাতটি শিশু নিহত হয়। অষ্টম গর্ভজাত সন্তান কৃষ্ণকে বসুদেব নন্দ ঘোষের বাড়ীতে লইয়া গিয়া যশোদার সদ্যজাত কন্যার স্থানে রাখিয়া আসেন এবং এ কন্যাকে দেবকীর কাছে আনিয়া দেন। ঐ কন্যাকে কংস হত্যা করিবার পর তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহার জীবনহন্তা গোপদের মধ্যে নিরাপদে বাড়িতেছে। কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া বসুদেব ও দেবকীকে উদ্ধার করেন। যদু বংশের ধ্বংসের পর বসুদেব দেহত্যাগ করিলে দেবকী তাঁহার অনুগামিনী হন।

দেবকী নন্দন

বৈষ্ণব পদকর্তা। ব্রাহ্মণ। 'বৈষ্ণব-বন্দনা' ও 'বৈষ্ণবাভিধান' রচয়িতা। কুমার হট্ট (হালিসহর) নিবাসী, নিত্যানন্দ-শিষ্য পুরুষোত্তম দাসের শিষ্য। জনশ্রুতি ভদ্রর মতে চাপালগোপাল নামে এক অশিষ্ট ভবানীপূজক শ্রীবাসকে তাচ্ছিল্য করায় মহাব্যাধিগ্রস্ত হয় ও পরে তাঁহার দয়ায় রোগমুক্ত হয়। গোপাল ঠাকুরই দেবকীনন্দন বা দৈবকীনন্দন। (পঃ-কঃ-তঃ ৫ম ১২১)

দেবকুমার রায়চৌধুরী (১৮৮৪—১৯২৯)

কবি ও সাহিত্যিক। বরিশাল লাখুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র পুত্র। 'অরুণ', 'মাধুরী', 'দেবদূত', 'ধারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ রচয়িতা। ইনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার বিস্তৃত জীবনী লেখেন।

দেবদত্ত

গৌতম বুদ্ধের জ্ঞাতি ভ্রাতা, শাক্যবংশীয়। বুদ্ধদেব কর্তৃক সংঘ স্থাপনের বিশ বৎসর পর দেবদত্ত বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করেন; বুদ্ধের মৃত্যুর দশ বৎসর পূর্বে তিনি সঙ্ঘাচার্য হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বুদ্ধদেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, ইনি সঙ্ঘ ত্যাগ করেন ও নূতন সম্প্রদায় স্থাপনের চেষ্টা করেন। দেবদত্ত ইতিপূর্বে সংঘভেদের চেষ্টা করিয়াছিলেন ও বুদ্ধকে কয়েকটি বিষয় প্রবর্তনের জন্য বলেন; (১) ভিক্ষুরা অরণ্যে বাস করিবে; (২) ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা অর্জন করিতে হইবে; (৩) পরিত্যক্ত ছিন্ন কন্থাদি পরিধান করিতে হইবে। বুদ্ধদেব কৃচ্ছের পথকে শ্রেয় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না; সুতরাং দেবদত্তর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। খৃস্টীয় ৫ম শতক পর্যন্ত দেবদত্তর সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল; ইহারা গৌতমের পূর্বের তিন বুদ্ধকে মানিত, কিন্তু গৌতমকে নহে।

দেবতা, দেব, দেবী

দেবতা আর্য শব্দ; আর্যভাষাভাষী প্রায় সকল জাতির মধ্যে এই শব্দটি আছে। সংস্কৃত দেবস্, লাতিন deva, deitas; লিথুনীয় devas, ফরাসী deite, ইংরেজি deity, প্রভৃতি সকল ভাষায় সাদৃশ্য দেখা যায়। ঋগ্বেদে অদিতি, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, মরুৎ, প্রজাপতি, বিষ্ণু, সনকাদি ৩৩ জন দেবতার নাম আছে। চারি বেদেই প্রায় এক রকম দেবতার নাম পাওয়া যায়। বৈদিক দেবতা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যাঁহাদের মহিমা বর্ণন করিয়া স্তোত্র পঠিত হইয়া থাকে, এবং যাঁহাদের উদ্দেশে ঘৃতাদি আহুতি প্রদান করা হয়। জৈমিনী মুনির মতে দেবতাগণ শরীরী জীব নহেন, মন্ত্রই দেবতা। পুরাণে দেবতার সংখ্যা ৩৩ কোটি বলা হয়। ইন্দ্র দেবতাদের রাজা বলিয়া তাঁহাকে দেবরাজ বলা হয়। সকল ধর্মে ও সকল দেশে অতিপ্রাকৃত মনুষ্যোত্তর জীবের কল্পনা করিতে দেখা যায়।

দেবত্র

রাজস্বদায়ী জমিদার ইচ্ছা করিলে নিজ সম্পত্তির অংশ কোনো দেবতার সেবার জন্য উৎসর্গ করিতে পারেন। প্রদত্ত সম্পত্তি নিষ্কর করিয়া দেবতার সেবায়েৎকে সম্পত্তির আয় ভোগ করিবার অধিকার দানকে দেবত্র করা বলে। দেবত্র সম্পত্তি হস্তান্তর করা যায়। সম্পত্তির আয় হইতে দাতার আদি ইচ্ছানুযায়ী ব্রাহ্মণ সেবা, অতিথি সেবা ইত্যাদি কার্য করিতে নূতন ক্রেতা বাধ্য। বর্তমানে এ সব সম্পত্তি ব্যক্তিগত ভোগের জন্য ব্যবহৃত হয় ও উত্তমর্ণকে প্রবঞ্চনা করিবার জন্য করা হয়।

দেবদারু, দেওদার (The Himalayan cedar)

চিরহরিৎ দীর্ঘ বৃক্ষ; কুমায়ুন হইতে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত হিমালয় পর্বতে ও কাশ্মীরের পাহাড়ে, ৬ হইতে ৮ হাজার ফুট উচ্চে, অপেক্ষাকৃত কম জলা, ঢালু জমিতে এই গাছ জন্মে। পূর্ব হিমালয়ে ১০,০০০ ফুটের উপর স্থানে জন্মে; দার্জিলিঙে দেখা যায় না। এক জাতীয় দেঃ সীরিয়ার লেবানন পর্বতে ও আল্পসে পাওয়া যায়। ভারতের দেবদারু ১৮৩১এ সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডে রোপিত হয় এবং এখন ইউরোপে ও আমেরিকায় চাষ হইতেছে। হিমালয়ের দেওদার ৩০-৪০ ফুট বেড় ও লম্বায় ২০০ ফুট পর্যন্ত হয়। ইহার কাঠ খুব ভাল;

কাশ্মীরের কোনো কোনো বাড়ীতে ৬০০।৮০০ বছরের কাঠ আছে। কাঠ আপীত-রক্ত, সুগন্ধ, শক্ত। শাখাগ্র নুইয়া পড়ে। এক প্রকার ধুনা মিশ্রিত তৈল পাওয়া যায়। (২) আতৃপ্যাদিবর্গের উচ্চতরু (Polyalthia longifolia)। পাতা দীর্ঘ মৎস্যাকার; ধার ঢেউ খেলানো; ফুল ত্রিদল। এক ফুল হইতে অনেক ফুল হয়। সমতল ভূমিতে এই গাছ দেখা যায়। আয়ুর্বেদে ঔষধার্থে ব্যবহার উল্লেখ আছে। আসল দেবদারু গাছের মত উঁচু হয় বলিয়া এই গাছকে দেওদার বলা হয়। সখের বাগানে পুঁতিতে দেখা যায় (দ্রঃ যোগেশ)

দেবদাসী

দক্ষিণ ভারতে হিন্দুমন্দিরে এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক দেবতার সেবার জন্য উৎসর্গীত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনেক অবাঞ্ছনীয় বিষয় প্রবেশ করায়, একদল লোক ইহাকে উঠাইয়া দিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। সেবাদাসীরা দেবতার সম্মুখে আরতি উপলক্ষ্যে নৃত্য করে। প্রাচীন রোমের ভেস্টাল ভার্জিনদের সহিত তুলনীয়।

দেবনাগরী লিপি

সাধারণত যাহাকে 'সংস্কৃত' লিপি বলা হয়, ইহা যথার্থ নাগরী লিপি। ইহা ব্রাহ্মী লিপি হইতে আসিয়াছে; ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীনতম নিদর্শন অশোকের অনুশাসনসমূহে পাওয়া যায়। নাগরী লিপি সংস্কৃত, হিন্দী, মারাঠি ভাষার জন্য ব্যবহৃত হয়; নেপালী, গুরুমুখী, গুজরাটি প্রভৃতি লিপি নাগরী হইতে সামান্য তফাৎ। বাংলার সহিতও ইহার যোগ আছে।

দেবপাল (৮১৫-৮৫৪)

বাংলার পালবংশীয় রাজা; ধর্মপালের (৭৭০-৮১৫) পর রাজা হন। ইঁহার সময়ের শাসনলেখ পাওয়া গিয়াছে। যব ও সুমাত্রা দ্বীপের এক রাজা এই সময়ে এদেশে বৌদ্ধ-যাত্রীদের জন্য একটি মঠ নির্মাণ করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল অল্পকাল রাজত্ব করিয়া তদপুত্র নারায়ণপালকে (৮৫৬-৯৭) সিংহাসন অর্পণ করেন।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী (১৮৬২—১৯৩৫)

কলিকাতার এর্টর্ণী। বিখ্যাত কৎসক সূর্যকুমার সং র পুত্র। ১৮৮৮ দেবপ্রসাদ এটর্ণী পাশ রিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯৫ কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেই হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন। ১৯১৪এ ভাইসচ্যানসেলার হন। নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। কলিঃ বিশ্বঃ হইতে ডি. এল. ও গভর্ণমেন্ট হইতে সি. আই. ই. ও স্যর উপাধি প্রাপ্ত হন। 'ইউরোপে তিনমাস' গ্রন্থলেখক।

দেবপ্রিয়

মহারাজ অশোকের নাম; তাঁহার শিলালিপিসমূহে 'দেবানাং পিয় পিয়দসি' রূপে লিখিত আছে। (দ্রঃ অশোক)

দেবব্রত (দ্রঃ ভীষ্ম)

দেবযানী

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ শুক্রের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার জন্য দৈত্যপুরে আসিয়াছিলেন; দৈত্যরা কচকে বহুবার বিনাশ করিতে চেষ্টা করে; কিন্তু দেবযানী বার বার তাহাকে রক্ষা করে। কচের গুরুগৃহে বাসের অবসানে দেঃ কচকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে; কিন্তু কচ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন। সেইজন্য দেঃ কচকে শাপ দেয় যে তাঁহার মন্ত্র নিষ্ফল হইবে (দ্রঃ কচ)। ইহার কিছুকাল পরে একদা অসুররাজ বৃষপর্বা কন্যা শর্মিষ্ঠার সহিত বনমধ্যে দেঃর কলহ হয় ও শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে এক কূপে ফেলিয়া দেয়। রাজা যযাতি তাহাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহের দানের সঙ্গে শর্মিষ্ঠাকে দাসীরূপে দেওয়া হয়। দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। যযাতি শর্মিষ্ঠাকে গোপনে বিবাহ করিলে দেঃ ক্রুদ্ধ হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান। (দ্রষ্টব্য যযাতি)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কচ ও দেবযানী' নামে নাট্যকাব্য ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কচ ও দেবযানী' বিখ্যাত চিত্র দ্রষ্টব্য।

দেবল

(১) প্রাচীন ভারতের ঋষি; অসিত ঋষি ও একপর্ণার পুত্র। ইহার কনিষ্ঠ ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের পুরোহিত ছিলেন। (২) জ্যোতিষী গ্রন্থকার; অপর নাম অষ্টাবক্র, দেবলসংহিতা রচয়িতা।

দেবলাদেবী

গুজরাটঅধিপতি করণরায়ের কন্যা; ইঁহার মাতা কমলাদেবীকে আলাউদ্দীন খিলজি বিবাহ করেন। দেবলাদেবীর বিবাহ হয় তৎপুত্র খিজির খাঁর সহিত। খিজির পিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া গবালিয়র দুর্গে বন্দীভাবে বাস করেন; দেবলাদেবী স্বামীর সহিত তথায় থাকেন। আলাউদ্দীনের পর কুতবউদ্দীন সম্রাট হইয়া খিজিরকে হত্যা করিবার জন্য লোক পাঠান। স্বামীকে রক্ষা করিতে গিয়া দেবলাদেবী নিহত হন। ইঁহাদের প্রণয়কাহিনী অতি মধুর ও মর্মস্পর্শী। জগদ্বন্ধু ভদ্র রচিত 'দেবলাদেবী' নাটক (১৮৭০) দ্রষ্টব্য।

দেবসমাজ

ধর্মসম্প্রদায়। পঞ্জাববাসী শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রী নামে এক ব্যক্তি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন (১৮৭৩)। কিন্তু সমাজের

সহিত মতভেদ হওয়ায় দেবসমাজ স্থাপন করেন ১৮৮৭। ১৮৯৮এ ঐ সমাজ নিরীশ্বরবাদী সমাজে পরিণত হয়। শিষ্যরা শিবনারায়ণকে 'সত্যদেব' বলিত এবং মনে করিত যে তিনি মনুষ্য-অভিব্যক্তির চরম। কালে উহা গুরুপূজায় পরিণত হইয়াছে। ১৯১১ অগ্নিহোত্রী তাঁহার পুত্রকে গদিতে বসাইলে প্রিয় শিষ্য দেবরাম সমাজ ত্যাগ করিয়া 'বিজ্ঞানমূলক তত্ত্ববিদ্যা' (Rationalistic Religion) নামে পুস্তিকা প্রচার করেন ও নিজেকে পরিপূর্ণ জীবনদাতা উদ্ধারকর্তা বলিয়া প্রচার করেন। অনেকে এই সময়ে দেবসমাজ ত্যাগ করে।

দেবসেনা, মহাষষ্ঠী

ইন্দ্রের কন্যা ও কার্তিকের পত্নী। একবার কেশী দৈত্য ইঁহাকে অপহরণ করে; ইন্দ্র পরে উদ্ধার করেন।

দেবহূতি

স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা ও কর্দম প্রজাপতির পত্নী। কপিলা, অরুন্ধতী প্রভৃতি নয়টি কন্যার জননী।

দেবাপি

চন্দ্রবংশীয় প্রতীপের ঔরসে সুনন্দা শৈব্যার গর্ভে জন্ম। তপস্যাবলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ শান্তনু রাজা হন। অপর ভ্রাতা বাহ্লিক সংসার ত্যাগ করেন।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী (১৮৫৪—১৯২০)

সমাজ-সংস্কারক ও সাহিত্যিক। পিতা রামচন্দ্র; জন্মস্থান ফরিদপুর-উলপুর (১২৬০ পৌষ)। প্রবেশিকা পাশ করিয়া কিছুকাল মেডিকাল কলেজে পড়েন; এই সময়ে সস্ত্রীক কেশবচন্দ্রের প্রভাবে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন; সমাজ সংস্কারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ১২৯০ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৩২৭) 'নব্যভারত' পত্রিকার সম্পাদন করেন; মৃত্যুর পর পুত্র প্রভাতকুসুম কিছুকাল ও তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পত্নী ফুল্ল-নলিনীদেবী কিছুকাল উহা পরিচালনা করেন। দেবীপ্রসন্ন ৯ উপন্যাস, ১৭ সন্দর্ভগ্রন্থ ও ১ ভ্রমণ কাহিনী লেখেন। ফরিদপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য সুহৃদ-সভা স্থাপন করেন (১৮৮৭)। ইনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন।

দেবীবর ঘটক, বন্দ্যোপাধ্যায় (১৬ শতক)

সমাজ-সংস্কারক। পিতা সর্বানন্দ। ইনি বল্লালসেন প্রচলিত কৌলীন্য প্রথার সংস্কার করেন; বল্লালের পর চারিশত বৎসরের কুলীন সমাজে মুসলমানদের প্রভাবে বহু ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল। দেবীবর সমাজকে সংঘবদ্ধ করিবার জন্য ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন। নানা দোষের একত্র মিলন হেতু মেলের উৎপত্তি হয়। (দ্রঃ মেলবন্ধন)। 'মেলবন্ধন' ও 'ভাগভাবাদি নির্ণয়' গ্রন্থ লেখক।

দেবীসিং, মহারাজ বাহাদুর (মৃঃ ১৮০৫)

কোম্পানি আমলের রাজকর্মচারী। পঞ্জাবের বাসিন্দা ও ব্যবসায় উপলক্ষে বাংলাদেশে ১৭৫৬এ আসেন। নায়েব-দেওয়ান রেজা খাঁকে নানাপ্রকার অর্থ সাহায্য করিয়া দেবী সিংহ পূর্ণিয়ার রাজস্ব আদায়কারীর পদ প্রাপ্ত হন ও ৯ লক্ষ টাকা স্থলে ১৬ লক্ষ টাকায় ঐ জিলা ইজারা লন। ইঁহার অমানুষিক অত্যাচার ইতিহাস খ্যাত হইয়াছে। ওঃ হেস্টিংস রেজা খাঁকে এবং দেবী সিংহকে বরখাস্ত করেন (১৭৭২); কিন্তু পরে দেবী সিংহকে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করেন; অতঃপর ইনি দিনাজপুরে নিযুক্ত হন; সেখানেও প্রজারা অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া বিদ্রোহী হয়। ইনি হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সেইজন্য তিনি সর্বদা ইঁহাকে রক্ষা করিতেন। কর্নওয়ালিস আসিয়া ইঁহাকে রাজকার্য হইতে মুক্তি দেন। ইনি নসিপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহর্ষি (১৮১৭ – ১৯০৫)

ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জোড়াসাঁকোর দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ১৮ বৎসর বয়সে ধর্ম জিজ্ঞাসা মনে উদয় হয়। ১৮৩৯এ 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন করেন ও ১৮৪৩, ৭ই পৌষ ১৮ জন সদস্য সমেত ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৫এ বিলাতে দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বহু লক্ষ টাকা ঋণ ছিল। দেঃ পিতার সমস্ত ঋণশোধের জন্য বহু সম্পত্তি ও আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়া দেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন (১৮৫২) ও তদনুযায়ী অপৌত্তলিক ব্রাহ্মানুষ্ঠান করিয়া সমাজে নূতন পথ ও আদর্শ স্থাপন করেন। ১৮৫৮এ কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন; কিন্তু কিছুকাল পরে সামাজিক মতামত লইয়া তাঁহার সহিত মতভেদ হয়। কেশব ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিলে (১৮৬৬) দেবেন্দ্রনাথ বাহিরের কাজকর্ম হইতে প্রায় অবসর গ্রহণ করিয়া হিমালয়ে ও নির্জনে সাধনা করিতে থাকেন। একেশ্বরের অপৌত্তলিক ধ্যান ও উপাসনার জন্য শান্তিনিকেতন (দ্র) প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৮)। মহর্ষি বহু প্রবন্ধের লেখক। দানশীলতার জন্য খ্যাত। ব্রাহ্মসমাজের লোকে 'মহর্ষি' উপাধি দেয়। ইঁহার পুত্র কন্যাগণ সকলেই প্রায় কৃতি। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত লেখক ও দার্শনিক; দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান; কন্যা স্বর্ণময়ী প্রথম বাঙালী নারী উপন্যাস-লেখিকা। জগদ্বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র। ১৩১১, ৬ মাঘ, ৮৮ বৎসর বয়সে মহর্ষির মৃত্যু হয়।

দেবেন্দ্রনাথের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ :—

১। ছয়খানি উপনিষদের অনুবাদ দেবেন্দ্রনাথ করেন, আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্তৃক সম্পাদিত ১৮৬১এ প্রকাশিত।

২। ব্রাহ্মধর্ম ১৮৫২ ; ৩। ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস।

৪। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান ১৮৪৯—৬২।

৫। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১৮৬২।

৬। মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ১৮৬৮।

৭। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবন চরিত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৯৭। এই গ্রন্থখানি সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারা সম্পাদিত হইয়া বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রাবলী প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত ১৯০০।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (দ্রঃ) ইহার পৃষ্ঠপোষকতায় চলে।

দ্রঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী, শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক সম্পাদিত। অজিতকুমার চক্রবর্তী লিখিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিবনাথসিন্ধু দত্ত লিখিত জীবনী (১৯১৩) শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মঃ দেঃ-র কর্মজীবন (১৯১৫)।

দেবেন্দ্রনাথ দাস (১৮৫৬—১৯০৮)

পিতা শ্রীনাথ দাস উকিল ছিলেন। বিলাতে গিয়া সিবিল সার্ভিস পাশ করিয়া ১৭শ স্থান অধিকার করেন, কিন্তু বয়স সম্বন্ধে নিয়ম পাশ হওয়ায় চাকরী পাইলেন না; পরে কেমব্রিজে পড়েন। ১৮৮২ দেশে ফিরিয়া আসেন ও পুনরায় স্ত্রী কৃষ্ণভামিনীকে লইয়া বিলাত যান। সেখানে অধ্যাপনা ও বক্তৃতাদি করিতেন। ১৮৯১ দেশে ফেরেন ও সিবিল সার্বিসের ছাত্রদের প্রস্তুত করিবার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি উচ্চাঙ্গের বহু পাঠ্য পুস্তক লেখেন। ইঁহার স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী বাঙলায় স্ত্রীশিক্ষার বহু কাজ করেন। দেবেন্দ্রনাথের 'পাগলের কথা' (আত্মজীবনী) বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল (১৯১০)। বরিশাল কলেজে, কলিকাতার সিটি ও রিপন কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কবি। আদিনিবাস হুগলী বলাগড়। পিতা লক্ষ্মীনারায়ণ যুক্তপ্রদেশের গাজীপুরে ব্যবসা করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ সেখানে ওকালতি আরম্ভ করেন। পরে একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলে ঐ স্থান ত্যাগ করেন। কলিকাতায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণমিশন, শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা ও Review নামে পত্রিকা পরিচালনা করেন। কাব্যগ্রন্থ:—অশোকগুচ্ছ, পারিজাতগুচ্ছ, গোলাপগুচ্ছ, শেফালীগুচ্ছ (১৯১২), অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা, ফুলবালা, উর্মিলা প্রভৃতি।

দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

কলিকাতার আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ও গ্রন্থ প্রণেতা। চরক, সুশ্রুত বাগভট্ট প্রভৃতি বহু আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিয়া দেশে ভারতীয় চিকিৎসা প্রচারে সহায়তা করেন।

দেশান্তর গমনাগমন (দ্রঃ উপনিবেশ)

দৈত্য

কশ্যপ ও দিতির গর্ভজাত সন্তানদের দৈত্য বলে। দৈত্য বলিলে অতিকায় জীব মনে হয় এবং প্রায় সকল দেশের রূপকথার মধ্যে দৈত্যদের কথা আছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে অসুর, দৈত্য, নাগ, দানব, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি যেসব নাম পাওয়া যায় সেগুলি তৎকালীন নানা জাতির লোকের নাম, সেগুলি অতিপ্রাকৃত জীব নহে। অদিতির সন্তানরা দেব ও দিতির সন্তানগণ দৈত্য নামে খ্যাত। গ্রীসের দৈত্যর cyclops নামে খ্যাত ছিল।

দৈত্যসেনা

ব্রহ্মার কন্যা ও কেশী নামে দৈত্যর পত্নী।

দোক্তা (তামাক দ্রঃ)

তামাক পাতা শুকনা করিয়া নানাভাবে লোকে খায়, যেমন হাতে চুন দিয়া ডলিয়া মুখে দেয়, পুড়াইয়া দাঁতে মিশির মত লাগায়। দোক্তা পাতা বইএর মধ্যে রাখিলে বই-এ পোকা ধরে না।

দোপাটি (Balsam)

ফুলের গাছ। বর্ষাকালে বাগানে পোঁতা হয়। যত্ন করিয়া জ্যৈষ্ঠ হইতে পৌষমাস পর্যন্ত প্রতি পনের দিন অন্তর অন্তর বীজ পুঁতিলে সারা বৎসর ফুল পাওয়া যায়।...ফুল-দল অসমান। বিচিত্র বর্ণ। পাকা ফল ফাটিয়া বীজ ছড়াইয়া যায়। ফুলে মৃদু মিষ্ট গন্ধ পাতা দন্তুর। কোন কোন স্থানে হরগৌরী বলে। হিন্দীতে ছাগল-খুরি গাছকে দোপাটি লতা বলে। (যোগেশ)

দোয়েল, দয়াল পাখী (Magpie robin)

শাখাশ্রয়ী বর্গের পক্ষী। ৬-৭ ইঞ্চি লম্বা। পুরুষ ও স্ত্রী পাখীর চেহারায় অনেক তফাৎ। তলপেটের পালক শাদা, পুরুষের গায়ের রঙ চকচকে কালো। পা লম্বা, পুচ্ছ পাখা সমান, লম্বা মাথা কালো, পেট শাদা। মেয়ে পাখী ধোঁয়াটে রঙের। ইহারা সরু সুরে শীস দেয়। মাটিতে নামিয়া পোকা খায়, এবং দৌড়াইবার সময় লেজ উঁচু করে। গাছের কোটরে, নালায়, দেওয়ালের ফাটালে বাসা বাঁধে। (জগদানন্দ)

দোলযাত্রা

অতি প্রাচীন কাল হইতে উত্তর ভারতে দোল বা ঝুল খাইবার বিলাস নরনারীর মধ্যে ছিল; এখনো সিন্ধু, পঞ্জাব, গুজরাট প্রভৃতি দেশে গৃহস্থ বাড়ীতে সুন্দর দোলনায় লোকে বিশ্রাম করে। বসন্ত

কালে হোলি খেলা ও দোলের জন্য লোকে গ্রাম হইতে বনে যাত্রা করিত ; নানা সঙ্গীতাদি হইত। ক্রমে উহা শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার প্রেমলীলার সহিত যুক্ত হয়। দোল বসন্তকালের খেলা, ঝুলন বর্ষাকালের। দোলের সময় আবীর খেলা হয়। হিন্দুস্থানের লোকের হোলি খেলা প্রধান একটি উৎসব।

দোলক (Pendulum)

একটি রশি বা তারে একটি ভারি পদার্থ (ডুল bob) বাঁধিয়া কোন উচ্চস্থান হইতে ঝুলাইয়া দিলে যদি বাধা না পায় তবে উহা এক সমতলে দুলিতে থাকিবে। অর্থাৎ প্রথমে জোরে চলিবার সময় এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে যাইতে যে সময় লাগিয়াছিল, ধীরে ধীরে চলিবার সময়ও সেই সময় লাগে। দোলকের দুই সীমার মধ্যস্থিত স্থানকে 'বিস্তার' বা amplitude বলে ও যে-সময় লাগে তাহাকে দোলকের 'কাল' (period) বলে। দোলকের আবিষ্কর্তা গ্যালিলিও (১৫৮৪)। হায়গেন্‌স্ প্রথম ঘড়িতে দোলক ব্যবহার করেন (১৬৫৭)। গ্যালিলিও দোলক সম্বন্ধে যে চারিটি তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহারা এই : (১) দোলকের দোলনকাল (period of occilation) উহার ডুলের আয়তন বা ওজনের উপর নির্ভর করে না। (২) দোলন-কাল দোলনের বিস্তারের (amplitude) উপর নির্ভর করে না। বিস্তার সামান্য হইলে দোলকটি সমান সময়ে প্রত্যেক দোলন শেষ করিবে। (৩) দোলন-কাল দোলকের দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য চারিগুণ বাড়াইলে কাল দুইগুণ বাড়িবে ; দৈর্ঘ্য নয় গুণ বাড়াইলে কাল বাড়িবে তিন গুণ ইত্যাদি। এই হেতু ঘড়ির দোলক-পিণ্ড উচু নীচ করিয়া দিলে ঘড়ি ফাস্ট স্লো (fast, slow) হয়। (৪) মহাকর্ষ শক্তির সহিত ও দোলকের কালের সম্বন্ধ অতি নিকট। মহাকর্ষ চতুর্গুণ হইলে কাল হইবে অর্ধেক, মহাকর্ষ ষোলগুণ হইলে কাল হইবে সিকি ইত্যাদি। (প্রতিবিম্বিত দোলক দ্রষ্টব্য)

দোলক ঘড়ি (Pendulum clock)

ঘড়িতে দোলক দিয়া চালনায় প্রবর্তন হয় হায়গেন্‌সের দ্বারা (১৬৫৭) ; পরে জন হ্যারিসন (১৬৯৩-১৭৭৬) এ বিষয়ে অনেক উন্নতি করেন। (দ্রঃ ঘড়ি)

দোষাদ জাতি

বিহার, ছোটনাগপুরের অস্পৃশ্য জাতি ; বহু শাখায় বিভক্ত। শাখা জাতির মধ্যে আহার বিহার সম্বন্ধে নিষেধ আছে ; কোনো কোনো স্থানে নিষেধ কঠিনভাবে পালিত হয় না

দোস্ত মহম্মদ খাঁ (১৭৮৩—১৮৬৩)

আফগানিস্তানের আমীর। ১৮২৬এ বরকজাই উপজাতির নেতা দোস্ত মহম্মদ খাঁ কাবুল ও গজনীর অধিপতি হন। ইতিপূর্বে আহমদ শাহ আবদালীর পৌত্র শাহসুজা ১৮০৯এ কাবুল হইতে বিতাড়িত হইয়া পঞ্জাবের লুধিয়ানায় বৃটিশদের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ১৮৩৫এ দোস্ত 'আমীর' উপাধি গ্রহণ করেন। এই সময়ে রুশভীতি ইংরেজকে পাইয়া বসিয়াছিল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড আশ্রিত শাহ সুজাকে আফগানের আমীর বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ইংরেজদের সাহায্যে তিনি কাবুল প্রবেশ করেন ; দোস্ত আত্মসমর্পণ করেন (১৮৪০)। কলিকাতায় মোটা পেনশন দিয়া তাঁহাকে পাঠানো হয়। প্রথম আফগান যুদ্ধের পর দোস্তকে কাবুল ফিরিতে দেওয়া হয় (১৮৪২ নভেম্বর) এবং তিনি ১৮৬৩ পর্যন্ত (৮০ বৎসর বয়স) রাজত্ব করেন। দুইবার আমীররূপে ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ আমীর হন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আকবর খাঁ ১৮৪৮এ মারা যান।

দৌঃ, দৌস্পিতৃ

দৌঃ শব্দ আকাশ অর্থে ঋগ্বেদে ৫০০ বার ব্যবহৃত হইয়াছে ; দিবা অর্থে ৫০ বার। কিন্তু দৌঃ স্বতন্ত্র কোন সূক্তে স্তুত হন নাই। উষা তাঁহার কন্যা, অশ্বিদ্বয় তাঁহার সন্তান ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। তিনি ইন্দ্রের পিতা ; বৃত্রবধ তিনি অনুমোদন করেন ; ...দ্যাবা পৃথিবী বেদে ৬ সূক্তে স্তুত হইয়াছে। দৌঃ শব্দ গ্রীকে জিউস্ (Zeus) ; দৌস্পিতৃ, গ্রীক জিউস্‌পাটের এবং লাতিন ডি এস পিটর ও জুপিটর বা যুপিটর (Jupiter) অভিন্ন।

দৌলত কাজী (? ১৫৮০ খৃঃ অঃ)

বাঙলার মুসলমান কবি ; 'সতী ময়না', 'লোর চন্দ্রাবলী' কাব্য রচয়িতা। আরাকানের রাজামাত্য লস্কর উজীর আসরফ খাঁর আদেশে অসম্পূর্ণভাবে রচিত, আলাওল কবি সম্পূর্ণ করেন।

দৌলত খাঁ লোদি

ইব্রাহিম লোদি যখন দিল্লীর বাদশাহ তখন দৌলত খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্তা। ইঁহারই প্ররোচনায় বাবর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। কিন্তু দৌলত যখন দেখিলেন যে বাবর ভারত জয় করিতে কৃতসংকল্প—তখন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ; কিন্তু পরাভূত ও বন্দী হন এবং তদবস্থায় মৃত্যু হয়। অতঃপর বাবর পানিপথের দিকে যাত্রা করেন (১৫২৬)।

দৌলত রাও, সিন্ধিয়া (১৭৭৯—১৮২৭)

গবালিয়র রাজ্যের রাজা। মহদাজী সিন্ধিয়ার দৌহিত্র। আসাই, অসিরগড়, লসওয়ারি প্রভৃতি যুদ্ধে পরাজিত হন।

দ্যুমৎসেন

শাল্বদেশের রাজা সত্যবানের পিতা। (সত্যবান, সাবিত্রী দ্রঃ)

দ্যূতক্রীড়া বা পাশা খেলা (দ্রঃ অক্ষক্রীড়া)।

দ্বন্দ্ব যুদ্ধ (Duel fight)

দুই শত্রু নিজেদের ব্যক্তিগত বিবাদ মীমাংসার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বলে। পূর্বকালে তরবারি দিয়া লড়াই হইত; পরে রিভলবার দিয়া গুলি করার প্রথা চল হয়। ইউরোপে ও আমেরিকায় এই প্রথা অধুনা কাল পর্যন্ত ছিল; ইংল্যান্ডে শেষ দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয় ১৮৪৩এ; কিন্তু দঃ আমেরিকার প্যারাগোয়ে রাজ্যে প্রেসিডেন্ট ও তাঁহার আততায়ী দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ১৯৩০এ মারা যান। ভারতে ওঃ হেস্টিংস ও ফ্রান্সিস এই ধরণের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করেন। (দ্রঃ ডুয়েল)

'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা'

সংস্কৃত কথা গ্রন্থ; কালিদাসের নামে চলে। ইহাতে ভোজরাজ বত্রিশটি পুতুলের মুখে রাজা বিক্রমাদিত্যের গুণাবলী শুনিয়া তাঁহার সিংহাসনে আর বসিলেন না। (দ্রঃ বত্রিশ সিংহাসন)

দ্বাপর যুগ

হিন্দুশাস্ত্রে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিযুগ কল্পনা করা হয়; দ্বাপর যুগের শেষে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। পুরাণ মতে দ্বাপর যুগ ৮,৬৪,০০০ বৎসরব্যাপী।

দ্বাদশভূজ (Dodecagon) জ্যামিতিক সংজ্ঞা। ১২টি বাহু দ্বারা বেষ্টিত ঋজুরেখ ক্ষেত্রকে দ্বাদশভুজ বলে।

দ্বাদশিক (Duo-decimal)

পাটীগণিতে বর্গ পরিমান ও ঘন-পরিমান নির্ণয়ের একটি প্রণালী। এই প্রণালীতে প্রত্যেক একক তাহার পরবর্তী এককের দ্বাদশ গুণ বলিয়া ইহার নাম দ্বাদশিক।

দ্বাদশী তিথি

চন্দ্রের চতুর্দশ কলার দ্বাদশ কলাস্থিত তিথি। ব্রাহ্মণ ও হিন্দু বিধবারা একাদশীর দিন উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীর দিন 'পারন' (ভোজন) করেন; ঐ দিনে ব্রাহ্মণভোজন, দান, গৃহস্থের পক্ষে পুণ্য কর্ম। দ্বাদশটি শুক্ল দ্বাদশীর পৃথক নাম আছে।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪—৮৮)

ব্রাহ্মসমাজ-সংস্কারক। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ। নিবাস ফরিদপুর। স্বাঃ স্ত্রীজাতির দুর্দশা দূরীকরণের জন্য ঢাকা হইতে 'অবলাবান্ধব' পত্রিকা প্রকাশ করেন; ১৮৭০এ কলিকাতায় ঐ কাগজ উঠিয়া আসে। প্রথম হিন্দু মহিলা ডাক্তার কাদম্বিনী বসু বি.এ.কে বিবাহ করেন। ইঁহার পুত্র প্রভাতচন্দ্র গাঙ্গুলি ও কন্যা শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি জাতীয় আন্দোলনে বিশেষ খ্যাত। দ্বারকানাথের একটি গান বিখ্যাত—'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।' সুরুচি কুটীর, বীরনারী, নববার্ষিকী প্রভৃতি গ্রন্থ রচয়িতা।

দ্বারকানাথ গুপ্ত (জঃ ১৮২৩)

সাহিত্যিক। জন্মস্থান যশোহর-ইতিনা। মাতুলালয়ে ময়মনসিংহে শিক্ষাপ্রাপ্ত; কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। 'হেমপ্রভা' (১২৬৭) লিখিয়া Vernacular Literature Society হইতে পারিতোষিক পান। কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী' নাটকের আখ্যানভাগ লইয়া গ্রন্থ লেখেন (১২৬৮)। 'ত্রিসন্ধ্যা স্তোত্র' (১২৭০) অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত কাব্য।

দ্বারকানাথ গুপ্ত (D. Gupta)

বাংলাদেশে তাঁহার আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়ার ঔষধ 'ডি-গুপ্ত' এককালে গ্রামে গ্রামে পরিচিত ছিল। ইঁহার পুত্র ৺ফণীন্দ্র নাথ গুপ্ত বা F. N. Guptoo বিখ্যাত পেন্সিল ও ফাউণ্টেন পেনের কারখানা স্থাপন করিয়া ধনশালী ও যশস্বী হন।

দ্বারকানাথ ঠাকুর (১৭৯৪—১৮৪৬)

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও সংস্কারক। পিতা নীলমণি; জ্যেঠতাত রাম-লোচনের পোষ্যপুত্র। কিছুকাল চাকরী করিয়া ১৮৩৪ কর, ঠাকুর কোং নামে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইহাতে বিপুল ধনাগম হয় এবং অগাধ সম্পত্তি ক্রয় করেন। বাঙালীর প্রথম ব্যাংক 'ইউনিয়ন ব্যাংক' স্থাপয়িতা। বহু সৎকার্যে অজস্র দান করিয়াছিলেন। বাঙালী ছেলেদের বিলাতে প্রথম ডাক্তারী শিখিতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৪২ প্রথমবার বিলাত যান; মহারানী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হয় ও বহু সম্মানলাভ করেন। তথাকার লোকে ইহাকে 'প্রিন্স' বলিত; মহারানী প্রদত্ত তাঁহার নিজের ও তাঁহার স্বামীর দুইখানি তৈলচিত্র এখন কলিকাতা টাউনহলে আছে। ১৮৪৫এ দ্বিতীয় বার বিলাত যান ও ১৮৪৬, ১লা অগস্ট তথায় মৃত্যু হয়; কেনসাল গ্রীনে সমাধি আছে। রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ও সহায় ছিলেন ও ব্রিস্টলে রামমোহনের সমাধি-মন্দির নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করেন। প্রথমবার বিলাত হইতে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকৃত হন। ইঁহার পুত্র দেবেন্দ্রনাথ (রবীন্দ্রনাথের পিতা) নগেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ। (কিশোরীচাঁদ মিত্রর ইংরেজি জীবনী আছে)

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (১৮২০—১৮৮৪)

সাংবাদিক। কলিকাতার নিকট চাঙ্গড়িপোতা জন্মস্থান। সংস্কৃত কলেজ হইতে ১৮৪৫এ বিদ্যাভূষণ উপাধি পান ও তথায়

২৮ বৎসর অধ্যাপনা করেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির সহযোগ ১৮৫৮এ 'সোম প্রকাশ' নামে কাগজ প্রকাশ করেন; এই পত্রিকা অত্যন্ত সত্যবাদী ছিল। ১৮৭৮ লর্ড লীটনের প্রেস আইনের উৎপাতে উহা বন্ধ হয়; রীপন বড়লাট হইয়া আসিলে, প্রেস আইন রদ হয় ও কাগজ পুনরায় বাহির হয়। 'কল্পতরু' নামে আর একখানি পত্রিকা ইনি সম্পাদন করেন। ইঁহার নিজের প্রেস ছিল। গ্রীস ও রোমের ইতিহাস, নীতিসার (১৮৫৬) প্রভৃতি গ্রন্থ লেখক। মৃত্যুর পর 'সোম প্রকাশ' বন্ধ হয়। ইনি শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল ছিলেন।

দ্বারকানাথ মিত্র (১৮৩৩—১৮৭৪)

হাইকোর্টের জজ। হুগলী-আগুন্সি জন্মস্থান। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫৫এ কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দোভাষী ও পরে প্লীডারশিপ্‌ বা ওকালতী পাশ করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল। ১৮৬২ কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে তথায় ওকালতী আরম্ভ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য ১৮৬৭ হাইকোর্টের জজ মনোনীত হন ও ৭ বৎসর ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। ইনি ধর্ম বিষয়ে কোঁৎ-এর (Comte) মতাবলম্বী ছিলেন।

দ্বারকানাথ সেন, (১৮৪৫—১৯০৯)

বিখ্যাত কবিরাজ। ফরিদপুর-খান্দারপাড়া জন্মস্থান; তথাকার বিখ্যাত বৈদ্যবংশে জন্ম। ১৮৭৫ হইতে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন; গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। প্রায় ৫০০০ ছাত্র তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা পায়। ১৯০৬এ মহামহোপাধ্যায় হন।

দ্বিজ

'দ্বিজ' বলিলে এখন ব্রাহ্মণ বুঝায়; কিন্তু প্রাচীন কালে আযরা যখন ভারতে প্রবেশ করে তখন আর্য মাত্রকেই দ্বিজ বলিত। 'দ্বিজ'র অর্থ দ্বিতীয়বার জন্ম, কারণ আর্য-ধর্ম শিক্ষার জন্য গুরুগৃহ গমন করিয়া শিষ্যদের দ্বিতীয় জন্ম হইত বলিয়া কল্পনা করা হইত। শিখা, উপবীত ধারণ, মন্ত্রাদি শিক্ষা ইহার অন্তর্গত ছিল এবং আর্যামির লক্ষণ ছিল (দ্রঃ উপনয়ন)।

দ্বিজদাস দত্ত এম.এ.

শিবপুর ইন্‌জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক। ইনি ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন এবং হিন্দু দর্শন, প্রজার অধিকারাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙলার অগ্নিযুগের বিপ্লবী উল্লাসকরের পিতা। ইঁহার রচিত গ্রন্থাবলী :—পাট ও নালিতা; শঙ্করাচার্য ও শাঙ্কর দর্শন (২ খণ্ড), বেদমাতা সেবা, ঋগ্বেদ (২ খণ্ড)।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০—১৯২৬)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ। কিছুকাল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'ভারতী'র সম্পাদক। কবি,দর্শন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদির লেখক, সঙ্গীত রচয়িতা; বাংলা স্বরলিপি প্রথম ইনি আবিষ্কার করেন। ইনি বাংলা 'রেখাক্ষর বর্ণমালা' বা শর্টহ্যান্ডের উদ্ভাবক। ১৯১৪ কলিকাতার ৭ম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি। শেষ জীবনে শান্তিনিকেতনে বাস করেন। 'মেঘদূতে'র অনুবাদক; 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচয়িতা। 'অদ্বৈত মতের সমালোচনা,' 'তত্ত্ববিদ্যা', (১৮৬৭) 'হারমনির অন্বেষণ' 'গীতাপাঠের ভূমিকা' প্রভৃতির লেখক। মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবন্ধ ও কবিতা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়; (মৃত্যু ১৩৩২—৪ঠা মাঘ)। ১৯৪০এ তাঁহার জন্মের শতবার্ষিকী হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, (D. L. Roy, ১৮৬৩-১৯১৩)

সাহিত্যিক ও নাট্যকার। কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের পুত্র। এম.এ. পাশ করিয়া সরকারী বৃত্তি লইয়া বিলাত গিয়া কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ফিরিয়া সরকারী কাজ পান ও ডেপুটি ম্যাজিঃ হন। নানাস্থানে ডেপুটিগিরি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন ও অবসরে সাহিত্য আলোচনা করিতেন। 'সাধনা' 'ভারতী', 'নব্যভারত', 'বঙ্গদর্শন' 'সাহিত্য', 'প্রবাসী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় বহু রচনা প্রকাশিত হয়। 'হাসির গান' বিখ্যাত; 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র' সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ। পরে তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করেন। তাঁহার রচিত 'আমার দেশ' গান জাতীয় সঙ্গীতের ন্যায় হইয়াছে। ১৩২০এ 'ভারতবর্ষ' নামে মাসিক প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সময়ে মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র দিলীপ রায়। রচিত প্রধান গ্রন্থ রানা প্রতাপ, দুর্গাদাস, শাহজাহান, মেবার পতন, চন্দ্রগুপ্ত, পরপারে ইত্যাদি। ইংরেজিতে Lyrics of Ind ও Crops of Bengal লেখেন। 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে সাহিত্যিকদের একটি মিলন ক্ষেত্র করিয়াছিলেন: তাহাতে রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সেকালের প্রায় সকল সাহিত্যিক উপস্থিত হইতেন। (দ্রঃ দেবকুমার রায় চৌধুরী কৃত জীবনী)।

দ্বিপদ রাশিমালা (Bimomial expression)

বীজগণিতের যে রাশি মালাতে দুইটি পদ যেমন 2a & 2b—তাহাকে দ্বিপদ রাশিমালা বলে।

দ্বিপার্শ্বিক সমতা (Bi-lateral symetry)

দ্বিমাত্রিক জ্যামিতি (Plane Geometry)

(দ্রঃ সমতলিক জ্যামিতি)

দ্বিমুণ্ড মাংস পেশি (Biceps)

বাহু এবং উরুতে এই মাংসপেশি আছে। দুইটি স্থান হইতে ইহাদের উৎপত্তি বলিয়া এই নাম ; বাহুর বাইসেপস্ সঙ্কুচিত হইলে প্রকোষ্ঠাস্থি (fore-arm) কুনুইএর দিকে বাঁকিতে পারে বা সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু উরুর বাইসেপস্ সঙ্কোচনের ফলে পদদ্বয় প্রসারিত হয় না।

দ্বিশক্তি, দ্বিঘাত (Quadratic) বীজগাণিতিক সংজ্ঞা। দ্বিশক্তি সমীকরণ (Quardratic Equation)

দ্বীপ (Islands)

জলবেষ্টিত বৃহৎ স্থানকে দ্বীপ বলে ; ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ; (১) মহাদেশীয় দ্বীপ (Continental islands); (২) মহাসাগরীয় দ্বীপ (Oceanic Is.) (৩) প্রবাল দ্বীপ (Coral Is.)। মহাদেশের পার্বত্য অথবা কোন বন্ধুর অংশ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া গেলে পর্বতের অপেক্ষাকৃত উচ্চাংশ ও মালভূমি জলের উপর জাগিয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, জাপান প্রভৃতি মহাদেশীয় দ্বীপ।...সমুদ্র তলের কতকাংশ আগ্নেয়গিরি উদ্গীরণ ফলে উন্নীত হইয়া যে-সকল দ্বীপের সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে মহাসাগরীয় দ্বীপ বলে ; ইহাদিগকে আগ্নেয় দ্বীপও বলা হয়। হাওয়াই, ফিজি প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকগুলি দ্বীপ এই শ্রেণীর।...প্রবালদ্বীপ প্রবাল (দ্রঃ) কীটদ্বারা সৃষ্ট হয়।

দ্বীপ, প্রধান প্রধান—[১০০০ হাজার বর্গ মাইল]

গ্রীনল্যানড (ডেনমার্ক), আর্কটিক মহাসাগর ৮২৭, হাজার বর্গ মাঃ, নিউ গিনি (বৃটিশ) প্রশান্ত, ৩১৭। বোর্নিও (বৃ) প্রশান্ত, ৩০৭। মাদাগাস্কার (ফরাসী) ভারত মহাসাগর, ২২৮। বাফিন-ল্যান্ড (বৃ) আর্কটিক, ২৩১। সুমাত্রা (ডাচ) ভারত, ১৬৩। গ্রেট বৃটেন, অতলান্তিক, ৮৮,৭৪৫ বর্গ মাঃ। হোন্‌শিউ (জাপান) প্রশান্ত, ৮৭,৫০০০ বমা। সেলিবিস (ডাচ) ভারত মহাসাগর, ৭৩। জাভা (ডাচ) ৪৮,৪০০০ বমা। নিউজীলান্ড দক্ষিণ দ্বীপ ৫৮,৫০০০ বমা ; ঐ উত্তর দ্বীপ ৪৪,৫০০০ বমা। কিউবা, অতলান্তিক, ৪২,৭০০ বমা। লুজোন (ফিলিপাইনস) ৪১। আইসল্যান্ড ৪০। মিন্দানাও (ফিলিপাইনস) ৩৭। হোকাইদো (জাপান) ৩০। আয়ার, ৩২,৬০০ বমা। শাখালিন, প্রশান্ত ২৯,১০০ বমা। হাইটি, অতলান্তিক, ২৯। তাস-মেনিয়া (অস্ট্রেলিয়া) ২৬,২১৫ বমা। সিংহল, ২৫,৪০০ বমা। ফরমোসা (জাপান) ১৪,০০০ বমা। সিসিলী ১০,০০০ বীমা।

দ্বৈতবাদ

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক নহেন এইরূপ মতবাদের নাম দ্বৈতবাদ। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন স্পষ্টতঃ দ্বৈতবাদের প্রচারক। বেদান্ত দর্শনেও দ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়া বহু টীকাগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্যের এবং মাধবমতেও দ্বৈতবাদই বিশেষ রূপে সমর্থিত হইয়াছে। বলদেব বিদ্যাভূষণের 'গোবিন্দভাষ্য" গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অনুকূল হইলেও তাহাতে দ্বৈতবাদের সমর্থনই অধিক। অচিরলোকান্তরিত সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বিরচিত ব্রহ্মসূত্রের শাক্তীভাষ্যখানি দ্বৈতবাদের শেষ গ্রন্থ।

দ্বৈতবাদ চিরদিনই অদ্বৈতবাদের সহিত পাশাপাশি চলিয়া আসিতেছে। ভারতীয় দর্শনের অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে নানাজাতীয় মতবাদ ও ভাবধারা টীকা টিপ্পনীতে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

দ্বৈত শাসন (Dyarchy)

১৯২১এ ভারতের প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের পরিচালনার্থ প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতিকে দ্বৈতশাসন বলা হয়। ভারত-সচিব মন্টেগু ও বড়লাট চেমসফোর্ড ইহার প্রবর্তক। এই ব্যবস্থানুসারে প্রাদেশিক শাসনের মধ্যে কতকগুলি বিষয় দেশীয় মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত (Transfered) এবং কতকগুলি গভর্নরের অধ্যক্ষ সভার সদস্যদের হাতে রক্ষিত (Reserved) থাকে। দেশীয় মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হইতেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি হস্তান্তরিত বিষয় ছিল। আয়ব্যয়, শান্তি ও শৃঙ্খলা অধ্যক্ষ সভার হাতে ছিল। ১৯৩৭এর গোড়া পর্যন্ত চলে। ক্লাইভ প্রবর্তিত শাসনকেও দ্বৈতশাসন (Dual Govt.) বলা হইত। (দ্রষ্টব্য মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার)

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্বার্কাচার্য দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ব্রহ্মসূত্রের উপর "বেদান্ত পারিজাত সৌরভ" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া ঐ মতের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য "বেদান্তকৌস্তুভ" নামক ভাষ্য রচনা করিয়া গুরুর মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

এই মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ অভেদ হইলেও উপাস্য উপাসকরূপে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে ; তাই এই মতের নাম দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ। বাঙালী সন্ন্যাসী ১০৮ শ্রীসন্তদাস ব্রজ বিদেহী (তারাকিশোর চৌধুরী) মহাশয় "দ্বৈতাদ্বৈতবিবেক সিদ্ধান্ত" নামে বাঙলা ভাষায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

তাহাতে নিম্বার্কাচার্যের ভাষ্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বুঝিবার পক্ষে বাঙলা ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর নাই।

দ্বৈপায়ন (দ্রঃ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন)

দ্বৌকালীন জ্বর (Double rise of fever)

কালাজ্বরের জ্বর প্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া ওঠানামা করে, অর্থাৎ সকালের জ্বর দুপুরে নামে, এবং রাত্রে পুনরায় ওঠে ও সকালে নামিয়া যায়। কালাজ্বরের ইহা বিশেষ লক্ষণ। তবে সকল কালাজ্বরক্ষেত্রে এই উপসর্গ দেখা দিবে এমন নহে।

দ্রবণ (Solution)

রসায়ন শাস্ত্রে বা কেমিস্ট্রিতে একাধিক পদার্থের সংমিশ্রণকে দ্রবণ বলে। কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মিশ্রণ হয়; তবে তরলের সঙ্গে তরলে যে মিশ্রণ হয় তাহাই Solution নামে সুপরিচিত। তরলের সহিত তরলের এই দ্রবণ-ধর্ম অতি বিচিত্র; সরিষার তৈল ও জলে কখন দ্রবণ হয় না। অল-কোহল ও জলের দ্রবণে যে কোন অনুপাত চলে, কিন্তু ইথারের দ্রবণ-শক্তি সীমাবদ্ধ। কয়েকটি গ্যাস জলে দ্রবীভূত হয়। (দ্রবণীয় Soluble; দ্রাব্যতা solubility; দ্রাবক Solvent)

দ্রাবিড় জাতি ও ভাষা

ভারতের আদিম সুসভ্য জাতি; এক সময়ে বোধ হয় সমগ্র ভারতে ইহাদের আধিপত্য ছিল। পরে আর্যদের অভিযানের ফলে হটিয়া দঃ ভারতে আশ্রয় লয়। ইহাদের ভাষা ও সাহিত্য প্রাচীন; স্থপতিরও বিশেষত্ব আছে; আদিম দ্রবিড়রা নাগ উপাসক ও লিঙ্গ পূজক ছিল বলিয়া মনে হয়। অশোকের সময় দক্ষিণে চের, চোল, পাণ্ড্য প্রবল রাজ্যত্রয় ছিল। দ্রবিড় ভাষান্তর্গত (১) তামিল মাদ্রাস প্রেসিডেন্সির দঃ পূঃ কোণে ও সিংহলের উত্তরের ভাষা। (২) তেলেগু অন্ধ্রদের ভাষা। (৩) মালয়লাম ভাষা ত্রিবাঙ্কুর কোচিন, কেরল প্রভৃতি স্থানের ভাষা (৪) কানাড়ী মহীশূরের ভাষা। দ্রবিড় ভাষার একটি শাখা বলুচিস্তানে ব্রাহুই নামে পরিচিত। (দ্রঃ Caldwell. The Dravidian Languages)

দ্রাক্ষা (Vine : Vitis vinifera)

বাঙলায় আঙুর বলে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল হইতে আঙুরের চাষ হইতেছে—উত্তর-পশ্চিম ভারত ইহার চাষের উপযুক্ত স্থান; অতিবৃষ্টি দেশে ভাল হয় না। দঃ ভারত ও বাঙলাদেশে পরীক্ষা হিসাবে যেখানে করা হইয়াছে, সেখানে দেখা গিয়াছে বৃষ্টিপড়ার আগেই ফল ধরিয়াছে। ইহা লতা গাছ; অযত্নে 'জঙ্গলি' হইয়া যায়। প্রাচীন ভারতে ইহার অরিষ্ট বা মদ্য লোকে পান করিত। তাছাড়া কিসমিস মনোক্কা আঙুর শুকাইয়া পাওয়া যায়। দ্রাক্ষা হইতে ভারতে যে মদ্য তৈয়ারী হয় তাহার আদর স্থানীয়। বিদেশ হইতে wine বা দ্রাক্ষারিষ্ট আড়াই কোটি টাকার উপর আমদানী হয়। আয়ুর্বেদে ঔষধার্থে ইহার ব্যবহার বিধি আছে। মুসলমান যুগে ইহার চাষ প্রসারলাভ করে; তুগলকদের সময় হইতে দঃ ভারতের দৌলতাবাদে ইহা প্রবর্তিত ও ক্রমে প্রসারিত হয়।... পঞ্জাব, উ-প-সীমান্ত প্রদেশ ও কাশ্মীরে ইউরোপ হইতে দ্রাক্ষা লইয়া চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে।... আঙুরের ব্যবসা পেশোয়ারীদের একচেটিয়া।

দ্রুপদ

পঞ্চাল দেশের চন্দ্রবংশীয় রাজা। গুরুগৃহে দ্রোণের সহপাঠি; রাজা হইয়া দ্রোণকে ইনি অপমান করেন; তাহারই প্রতিশোধের জন্য দ্রোণ কৌরবদের লইয়া ইঁহার দেশ আক্রমণ করেন ও উত্তরাংশ অধিকার করিয়া অপরাংশ দান করেন। দ্রুপদের পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কন্যা কৃষ্ণা বা দ্রৌপদী। শিখণ্ডী নামে ইঁহার এক নপুংসক পুত্র হয়।...লক্ষ্যভেদ পণে কন্যার বিবাহ দিবেন ঘোষণা করিলে অর্জুন লক্ষ্য ভেদ করেন ও কৃষ্ণাকে লাভ করেন। পাণ্ডবদের জামাতারূপে পাইয়া পঞ্চালরাজের বল বৃদ্ধি পায়। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধে ইনি পাণ্ডব পক্ষ অবলম্বন করেন ও যুদ্ধে ১৫শ দিবসে দ্রোণ কর্তৃক নিহত হন।

দ্রোণ পুষ্পী (দ্রঃ থলঘসা, থলঘসি)

দ্রোণাচার্য

ভরদ্বাজ নামে ব্রাহ্মণের পুত্র, কিন্তু মাতা বোধ হয় ব্রাহ্মণী ছিলেন না। ইনি শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শস্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করেন। কৃপীকে বিবাহ করেন; অশ্বত্থামা ইঁহার পুত্র। কৌরবদের অস্ত্রগুরুর কার্য গ্রহণ করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে ১৫শ দিবসে নিহত হন; কৃষ্ণ কর্তৃক 'অশ্বত্থমা হত ইতিগজ' এই রব উঠাইলে তিনি যুদ্ধে বিরত হন; সেই সুযোগে ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহাকে বধ করে। তখন দ্রোণের বয়স ৮৫ বৎসর।

দ্রৌপদী

প্রকৃত নাম কৃষ্ণা; পঞ্চাল রাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাত। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া ইঁহাকে প্রাপ্ত হন। মাতৃ আদেশে পঞ্চভ্রাতার পত্নী হন। পাণ্ডবদের ইতিহাসের সহিত ইঁহার জীবন যুক্ত। অজ্ঞাতবাস সময়ে বিরাট রাজগৃহে সৌরিন্ধ্রী নামে পরিচিত। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের পর ইঁহার পঞ্চপুত্র অশ্বত্থামার দ্বারা নিহত হয়। স্বর্গারোহণকালে ইনিই প্রথম মারা যান; পঞ্চ স্বামীর মধ্যে অর্জুনের প্রতি অধিক আকর্ষণ থাকায় তাঁহাকে পাপ স্পর্শিয়াছিল বলিয়া স্বর্গে যাইতে পারিলেন না।



া, ধনিচা (Sesbania cannabina)
শিম্বাদিবর্গের দীর্ঘ, শীর্ণ ক্ষুপ; বর্ষায়ু; শুঁটি সোজা। ইহার ডাঁটি পানের বরজে ঠেকার কাজে লাগে। ছালে গোটা তামাক পাতা বাঁধা হয়। ছাল হইতে ভাল পাট বা আঁশ বাহির করা যায়। বৈশাখের শেষে বা জ্যৈষ্ঠের গোড়ায় দুই একটা বৃষ্টির পর মাঠে বীজ ছড়াইয়া রোপিত হয়। চার ফুট খানিক বড় হইলে কাদার মধ্যে লাঙল দিয়া চষিয়া দিলে খুব ভাল সবুজ সারের কাজ করে। বীজ দেখিতে ছোট মুগের মত; বিঘা প্রতি /২॥—/৩ সের বীজ লাগে। (দ্রঃ সন্তোষ বিহারী বসু, সার-তত্ত্ব ১০—১১; যোগেশ ৪৭৫)

ধও, ধব (Anogeissus latifolia)
হরিতকী-আদি বর্গের আরণ্যতরু; হিমালয়ের দক্ষিণে, মধ্য ও দঃ ভারতের জঙ্গলে জন্মে। বাঙলাদেশেও আছে। কাঠ শাদা, শক্ত, কিন্তু জলে নষ্ট হয়। গাড়ীর ধুরো, কুড়ালের বাঁট প্রভৃতি কাজে লাগে। ইহার গঁদ রঙরেজ শিল্পে লাগে; ট্যানিন্ বা কষায় উপাদান আছে। গঁদ সমস্তই রপ্তানী হইয়া যায়।

ধড় (Trunk)
মাথা, গলা, হাত ও পা বাদে দেহের মধ্যভাগকে ধড় বলে। ইহা অস্থিমাংসগঠিত একটি ফাঁপা আধার। মধ্যচ্ছদা (Diaphragm) নামক একখানা প্রশস্ত পেশিময় পর্দাদ্বারা ইহা দুই অংশে বিভক্ত। উপরের অংশ বক্ষ, নিম্নের অংশ উদর।

ধন (Wealth)
সম্পদ, সম্পত্তি, অর্থ সমস্তকেই ধন বলা হয়, যেমন গোধন; গরু হইতে মানুষের সমস্ত অভাব দূর হইত ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইত বলিয়া গরুকে ধন বলা হইত। 'অর্থ' বা মুদ্রা বিনিময়ের প্রতীক বা চিহ্ন মাত্র। অর্থশাস্ত্রী আডাম স্মিথ্ (Adam Smith) তাঁহার The Wealth of Nations গ্রন্থে (১৭৭৬) সর্বপ্রথম ধনের স্বরূপ ইউরোপে ব্যাখ্যা করেন। তৎপূর্বে ফরাসী অর্থশাস্ত্রীদের মত গ্রহণ করিয়া লোকে মনে করিত 'ধন' বলিতে 'সোনারূপা' প্রভৃতি বুঝায়। একদেশ হইত শিল্পীদের সামগ্রী অন্যদেশে রপ্তানী হইলে আমদানীকারী দেশকে সোনারূপা দিয়া উহা কিনিতে হয়—ইহা সেই দেশের পক্ষে লোকশান—এই ছিল তখনকার প্রবল মত। স্মিথ ধনের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে ভুঁই, মেহনৎ ও পুঁজির (land, labour, capital) তোড়জোড়ে ধনাগম হয়।

ধন দৌলত, দুনিয়ার (Wealth of Nations)
স্যর জশুয়া স্ট্যাম্প ১৯১৪তে পৃথিবীর কয়েকটি জাতির আয় হিসাব করিয়াছিলেন—

রাষ্ট্রের নাম	পাউণ্ড মিলিয়ন	মাথা পিছু পাউণ্ড
গ্রেট বৃটেন	১৪,৫০০	৩১৮
যুক্ত রাষ্ট্র (U. S. A)	৪২,০০০	৪২৪
জারমেনী	১৬,৫৫০	২৪৪
ফ্রান্স	১২,০০০	৩০৩
রুশ	১২,০০০	৮৫
অস্ট্রেলিয়া	১,৫৩০	৩১৮
কানাডা	২,২৮৫	৩০০
জাপান	২,৪০০	৪৪

১৯২৩এ নিম্নলিখিত দেশগুলির আনুমানিক ধন ছিল:—গ্রেট বৃটেন ২০,০০০ মিলিয়ন পাঃ। কানাডা ২৫,০০০ মিঃ ডলার; ভারতবর্ষ ১৫,০০০ কোটি টাকা। যুক্ত রাষ্ট্র ৩৫৫,০০০ মিঃ ডলার। ফ্রান্স ১,২০০,০০০ মিঃ ফ্রাঁ। ইতালী ৬১১,০০০ মিঃ লিরা। ১৯২৯এ যুক্তরাষ্ট্রের ধন ৪০৮,৭০০ মিঃ ডলার

ধনপতি
'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র মধ্যে ধনপতির উপাখ্যান আছে। বাঙলার উজানি গ্রামের বণিক; খুল্লনা ও লহনা নামে দুই পত্নী; পুত্র শ্রীমন্ত। সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া সমুদ্রে কমলে-কামিনী (দ্রঃ) দেখেন; সিংহলের রাজা উহা দেখিতে চান; কিন্তু ধনপতি দেখাইতে না পারায় কারাগারে রুদ্ধ হন। পরে ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলরাজকে কঃ দেখাইয়া পিতাকে উদ্ধার করেন।

ধনবিজ্ঞান (Political Economy: Economics) অর্থনীতি ও ধনবিজ্ঞানকে অনেক সময়ে প্রতিশব্দের ন্যায় ব্যবহার করা হয়। অর্থনীতি ধনবিজ্ঞানের অন্তর্গত, কিন্তু ধনবিজ্ঞান নহে। কারণ অর্থ ধনের অন্তর্গত বটে কিন্তু ধন কেবল অর্থই নহে। দেশ কাল পাত্রের উপযোগী বা নীতিসঙ্গত অর্থ ব্যবহার সম্বন্ধীয় যে শাস্ত্র তাহাই অর্থনীতি।

হিন্দীতে ধনবিজ্ঞানকে সম্পত্তি-শাস্ত্র ও সম্পত্তি-বিজ্ঞান করা হইয়াছে ; কিন্তু ধনবিজ্ঞান অর্থনীতি ও সম্পত্তি শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র। ধনবিজ্ঞানে সম্পত্তির বিষয় আলোচিত হয় না, উহা বৈষয়িক কথা বলিয়া বাণিজ্যে আলোচিত হয়। নীতি কাল ও পাত্র, অভাব ও আবশ্যক দ্বারা বিশেষিত, কিন্তু বিজ্ঞান নিত্য এবং অবিশেষ্য অর্থাৎ সর্বকালে ও সর্বত্রই প্রযোজ্য। অর্থশাস্ত্রীরা ধনবিজ্ঞানের জন্যও কতকগুলি অমোঘ ও শাশ্বত নিয়ম দাবী করেন।......কলিকাতায় ধনবিজ্ঞান পরিষদ আছে। দ্রষ্টব্য—বাংলায় ধনবিজ্ঞান ১ম ২য় খণ্ড। শিবচন্দ্র দত্ত, ধন-বিজ্ঞানে সাক্রোতি। বিনয় সরকার, একালের ধন দৌলত ও অর্থশাস্ত্র, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, টাকাকড়ি। নরেন্দ্র রায়, টাকার কথা।

ধনাত্মক বিদ্যুৎ (Positive) (দ্রঃ বিদ্যুৎ)

ধনাত্মক, ধনরাশি, পজিটিভ (Postive)বীজঃ সংজ্ঞা। যে সকল রাশির পূর্বে কোন চিহ্ন থাকে না অথবা '+' যোগ চিহ্ন থাকে তাহাকে ধনরাশি বা পজিটিভ এবং যাহাদের পূর্বে '−' চিহ্ন থাকে তাহাকে ঋণরাশি (Negative) বলে। সেই '+' ও '−' চিহ্নদ্বয়কে যথাক্রমে ধন চিহ্ন ও ঋণ চিহ্ন বলা হয়।

ধনিক ও শ্রমিক

চিরকাল ধনীরা অর্থ দিয়া দরিদ্রের শ্রমকে বা শিল্পীর শ্রমজাত শিল্প-সামগ্রীকে ক্রয় করিয়াছে। ১৮ শতকে হইতে য়ুরোপের সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নিজ দেশে ফ্যাকটরী স্থাপন প্রথার প্রবর্তন হয় ; অর্থাৎ নিজ গৃহে বসিয়া শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত না করিয়া ধনিকের কারখানায় আসিয়া শ্রমিক শিল্প-সামগ্রী উৎপাদন করিতে সুরু করে ; লাভ লোকসানের দায় হইল ধনিকের ; শ্রমিক বা শিল্পী তাহার শ্রম কোন-না-কোন সর্তে বিক্রয় বা ভাড়া দিয়া যাইত। পূর্বে শিল্পজাত দ্রব্য শিল্পীরা ঘরে প্রস্তুত করিত, মহাজন ক্রয় করিয়া লইত। এখনো সে প্রথা লুপ্ত হয় নাই ; তবে ফ্যাকটরী বা মিলের দিকে জগতের শিল্পের গতি। ফলে ধনিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, কিন্তু আন্তরিক হয় নাই। একথা সত্য যে ধনিকের ধন ও শ্রমিকের শ্রম মিলিত হইয়া জাতীয় ধন উৎপন্ন হইতেছে। কালে পৃথিবীময় দুইটি জাত (ক্লাস) সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধনিক শোষক ও শ্রমিক শোষিত আখ্যা পাইয়াছে। শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার জন্য ট্রেড য়ুনিয়ন (দ্রঃ) গঠিত হয়। উভয়ের স্বার্থ বিরোধ-মূলক ; সুতরাং বিবাদ নিষ্পত্তি না হইলে স্ট্রাইক বা ধর্মঘট দ্বারা শ্রমিকরা ধনিককে জব্দ করে এবং ধনিকরা Lock-out বা কাজ হইতে শ্রমিকদের বহিষ্কার করিয়া জব্দ করেন। এই অশান্তি দূর করিবার জন্য মুসোলিনী ইতালীতে সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায়কে একটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক-সঙ্ঘের অধীন করিয়াছেন ও তথায় জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির বাধাস্বরূপ সকল প্রকার ধর্মঘট প্রভৃতি আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। রুশে শ্রমিকরাই তথা-কথিত পরিচালক। সেখানে ধনিক শ্রেণী নাই ; স্টেট বা রাষ্ট্র সকল শিল্প, ব্যবসায়ের মালিক এবং প্রত্যেক মজুর বা শ্রমিককে লইয়া রাষ্ট্র গঠিত। আমাদের দেশে প্রায়ই যে 'ধর্মঘট' হইতেছে তাহার কারণ ধনিক ও শ্রমিকের স্বার্থ পরস্পর বিরোধী। (দ্রঃ ধর্মঘট)

ধনিয়া, ধন্যা, ধনে (Coriander)

বর্ষায়ু, বহুশাখ শাক ; ভারতের নানা স্থানে চাষ হয় ; ফুল শাদা বা ঈষৎ রক্তাভ। বৈদ্যক শাস্ত্রে বহুরোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। ধনের তেল হয়। কিন্তু এদেশে হয় না ; য়ুরোপের ধনে হইতে তৈল নিষ্কাসিত হয়। ধনের পাতা রান্নায় দেওয়া হয় ; ধনের ফল বাটিয়া মশলারূপে রান্নায় ব্যবহৃত হয় ; ধনে-ভিজানো জল হিক্কার ঔষধ।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্র (Delphinus)

২৭ নক্ষত্রের ২৩শতম। শ্রবণা ধনিষ্ঠা শতভিষা লইয়া শ্রাবণমাস। অপর নাম বসুদেবতা।

ধনী, পৃথিবীর সেরা

এডসেল ফোর্ড (মার্কিন) ; হেনরী ফোর্ড (মার্কিন) ; রথচাইল্ড (ইহুদী) ; ডিউক অব্ ওয়েস্টমিনিস্টার (ইংরেজ) ; উইল্হেলম্ হোহেনজোলার্ন (জারমেনীর ভূতপূর্ব সম্রাট) ; বড়োদার গায়কাবাড় ; সাইমন পাতিনো (বলিভিয়া, দঃ আমেরিকা) ; লর্ড আইভিআগ্ (Iveagh ইংরেজ)। আগা খাঁ (ভারতীয় মুসলমান) ; হায়দাবাদের নিজাম ; রকেফেলার (মার্কিন) ; লুই দ্রেফাস্ (ফরাসী) ; ফ্রিৎজ্ থাইসেন (জারমান) ; এন ইয়াং সাং (চীনা) ; ফ্রাংক স্টাইন লার্ট (কিউবা দ্বীপবাসী) ; ফ্রেডরিক ফ্লিক (জারমান)। (দ্রঃ Hindusthan Year-Book, 1940 (P 59)

ধনুর্বিদ্যা (Archery)

পুরাকাল হইতে প্রায় ১৬শ শতক পর্যন্ত আত্মরক্ষা, শত্রুনিপাত, যুদ্ধ, শিকার প্রভৃতিতে ধনুক ও বাণ ব্যবহৃত হইত। বারুদ ও বন্দুক আবিষ্কারের পর ইহা উঠিয়া গিয়াছে। এখনো বন্য জাতিরা ইহার সাহায্যে শিকার করে। প্রাচীন ভারতে ক্ষত্রিয় কুমাররা দীর্ঘকাল এই বিদ্যা অভ্যাস করিত। বর্তমানে ইহা ক্রীড়া হিসাবে লোকে লইয়াছে ; ইংলন্ডে ১৭৮১ অব্দে প্রথম সমিতি স্থাপিত হয়। আমেরিকাতে মেয়েদের মধ্যে এই খেলা খুব প্রচলিত হইয়াছে।

ধনুর্বন্ধনী (Braces)

গণিতে { } ব্রাকেট বা বন্ধনীর নাম ধনুর্বন্ধনী।

ধনুরাশি (Sagittarius, the Archer)

দ্বাদশ রাশিচক্রের ৯ম রাশি; ৬৯ টি তারকার সমষ্টি। গ্রীক পুরাণের কল্পনানুসারে ইহার পূর্বার্ধ ধনুর্ধারী। মনুষ্যাকার, শেষার্ধ অশ্বাকার। এই রাশি মূলার ৪ পাদ, পূর্বাষাঢ়ার ৪ পাদ ও উত্তরা আষাঢ়ার ১ পাদ লইয়া গঠিত। সূর্য ২২শে নভেম্বর সায়ন (দ্রঃ) বৃশ্চিক রাশি হইতে সায়ন ধনু-রাশিতে প্রবেশ করে এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে সূর্য নিরয়ণ ধনুতে প্রবেশ করে এবং পৌষ মাস সুরু হয়।

ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus : Lockjaw)

শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে ও সেস্থানে ধুলিসহ এক প্রকার জীবাণু প্রবেশ করিলে এই রোগ জন্মে; শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকিয়া যায়। অশ্ববিষ্ঠা বা ঐ ধরণের নোঙরা জায়গায় এই জীবাণু জন্মে। জীবাণু মানব দেহে প্রবেশের ৪।৫ দিনের মধ্যে ব্যাধির উপসর্গাদি দেখা দেয়। রোগের প্রথম লক্ষণ আহত স্থান ও চোয়ালে আড়ষ্ট ভাব; ঘাড় শক্ত, গলার মধ্যে বেদনা; ক্রমে পৃষ্ঠ, বক্ষের পেশী আক্রান্ত হয় ও রোগী ধনুকের ন্যায় হইতে থাকে। বর্তমানে অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সহরে বাজারে কাটাকুটি হইলে ডাক্তারে প্রায়ই এই ইনজেকশন দেন। ১৮৮৯এ জাপানী বিজ্ঞানী কিতা-সাতো সর্বপ্রথম এই ব্যাধির কারণ নির্দেশ করেন। (দ্রঃ পেঁচো পাওয়া)

ধনেশ পাখী (Hornbill)

শাখাশ্রয়ী প্রায় ২ হাত দীর্ঘ পাখী; কালচে-সবুজ রঙ। ঠোঁট অত্যন্ত বড় ও বাঁকা; ঠোঁটের মাথায় শিঙের মত আছে। বর্মাদেশেই প্রচুর পাওয়া যায়। ডিম পাড়ার সময় স্ত্রী-পাখী গাছের ডালের মধ্যে গর্ত খুঁড়িয়া বাসা করে ও সেখানে গিয়া বসে। এই কোঠরের উপর পক্ষীবিষ্ঠা দিয়া ঢাকা হয়—সামান্য একটি ছিদ্র থাকে; তাহার ভিতর দিয়া পুরুষ-পাখী স্ত্রীকে পোকা-মাকড় খাইতে দেয়। মাস দেড় এইভাবে থাকিয়া ডিম পাড়িয়া বাচ্চা ফুটাইয়া স্ত্রী বাহির হয়। বাজীকররা ধনেশ পাখীর ঠোঁট প্রভৃতি আনিয়া ভেলকি দেখায়; গ্রাম্য লোকের কাছে ইহার তেল বাতাদির ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করে।

ধন্বন্তরি

কথিত আছে ধন্বন্তরি ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করিয়া কাশিরাজ দিবোদাস রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন। অন্য মতে ইনি দেবতাদের চিকিৎসক; সমুদ্রমন্থন কালে ইনি সুধা ভাণ্ড হস্তে [illegible] হন। ইনি সূর্যের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। কিম্বদন্তী এই নামে এক মনীষী রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় ছিলেন। 'চিকিৎসা তত্ত্ববিজ্ঞান' নামে এক গ্রন্থ ধন্বন্তরির রচিত।

ধবল রোগ (Leucoderma : Albionism)

শ্বেতী বা শ্বেত কুষ্ঠ নামে পরিচিত। এই রোগে চর্মের রং বিবর্ণ হইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে জন্ম হইতে শিশু এইভাবে জন্মে। সাধারণ ভাবে ইহারা সুস্থ সবল হয়, কেবল রৌদ্রে কষ্ট পায়। ত্বকের নিম্নে যে বর্ণকোষ থাকে তাহার অভাবে দেহ বিবর্ণ দেখায়, এই স্থানের কেশও শাদা হয়। কিন্তু ইহাদের সন্তানরা স্বাভাবিক হয়।

ধমনী (Artery)

সর্বদেহব্যাপ্ত বিশুদ্ধ রক্তবাহিনী প্রণালী বা স্রোতকে ধমনী বলে। হৃদযন্ত্রচালিত বিশুদ্ধ রক্ত আওর্টা (Aorta) নামে ধমনী-কাণ্ড হইতে ও পরে তাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখা সমূহের ভিতর দিয়া সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়। ধমনী বিশুদ্ধ রক্ত বহন করিলেও ফুসফুস-গামিনী ধমনী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া হৃদযন্ত্র হইতে ফুসফুসে দূষিত রক্ত বহন করিয়া লইয়া যায়। (দ্রঃ শিরা vein) ধমনীর আবরণ কিছু পুরু, উহা আগা গোড়া মাংসপেশী ও স্থিতিস্থাপক তন্তুর (elastic tissue) দ্বারা নির্মিত। আমরা যে হাতে 'নাড়ী টিপিয়া' দেখি, তাহা এই ধমনী; উহা স্থিতিস্থাপক বলিয়া হৃদপিণ্ডের রক্তের চাপের ঢেউএর সঙ্গেসঙ্গে উঠানামা করে। ধমনীর স্থিতিস্থাপকতার গুণেই রক্ত দেহের সর্বত্র পরিচালিত হয়, হৃদপিণ্ডের দ্বারা শরীরের সকল স্থানে দ্রুতবেগে রক্ত পৌছানো সম্ভব হইত না।

ধম্মপদ (ধর্মপদ)

পালি ভাষায় লিখিত সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ হইতেছে 'ধম্মপদ'। ইহা ২৬ অধ্যায়ে বিভক্ত; শ্লোক সংখ্যা ৪২৩। লোক বিশ্বাস, বুদ্ধদেব এই গাথাগুলি নানা সময়ে শিষ্যদের বলিয়াছিলেন। 'ধম্মপদ অট্ঠকথা' নামে সুবৃহৎ টীকা আছে; প্রবাদ বিখ্যাত বুদ্ধঘোষ ইহার রচয়িতা। ধম্মপদের লাতিন অনুবাদ হয় ১৮৫৫ অব্দে Fausboll দ্বারা। ইহার পর ইউরোপীয় প্রায় সকল ভাষায় একাধিক বার অনুবাদ হইয়াছে; ধম্মপদ-অট্ঠকথার ইংরেজি অনুবাদ হইয়াছে (Harvard Oriental Series)। বাংলা ভাষায় চারুচন্দ্র বসু ১৯০৬এ তর্জমা করেন। ধম্মপদের চীনা ও তিব্বতী অনুবাদ হইয়াছিল। চীনা অনুবাদ ৩য় শতকে হয়। ধম্মপদের অনুরূপ গ্রন্থ হইতেছে 'উদানবর্গ'। উভয়ের মধ্যে মিল আছে। (প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত ধম্মপদ ও উদানবর্গ সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন গ্রন্থমালা, ২য় খণ্ড)।

ধর্ম (Property)

প্রত্যেক বস্তুর নিহিত শক্তি অনুযায়ী যে কাজ হয়, সেই শক্তিকে 'ধর্ম' বলা হয়, যেমন জলের ধর্ম শৈত্য ; আগুনের ধর্ম দহন ; বায়ুর ধর্ম বহন ইত্যাদি। তেমনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম দেশরক্ষা, বৈশ্যর ধর্ম শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি। Religionএর যথার্থ অনুবাদ ধর্ম নহে ; উহাকে মোক্ষধর্ম বলা যাইতে পারে।

ধর্ম (বৌদ্ধ)

বৌদ্ধ দর্শন মতে তিনটি মূল শক্তি কাজ করে—বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। ইহাকে ত্রিরত্ন বলে। যে চেতনা জীবকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে তাহাকে 'বুদ্ধ'শক্তি বলা যায় ; বৌদ্ধদের নিকট এখন উহা বুদ্ধের মূর্তি পূজায় পর্যবসিত হইয়াছে। যেসব বাহিরের আচার ও শীলাদির দ্বারা সাধকের চিত্ত বুদ্ধত্বর দিকে একাগ্রিত হয় তাহাকে 'ধর্ম' বলা হয়। 'সঙ্ঘ' হইতেছে ভিক্ষু বা সাধকদের গোষ্ঠী, সঙ্ঘনিয়ম বা ভিক্ষুদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি বলে সাধকের 'ধর্ম' পালন সহজ হয়। 'সঙ্ঘ' বহিরতম শক্তি, 'ধর্ম' আচারাদির দ্বারা দৃষ্ট আত্মশক্তি, 'বুদ্ধ' আত্মভূতচিৎশক্তি।

ধর্ম (Religion)

অজানিত ও অজ্ঞাত শক্তির প্রতি অন্ধ বিশ্বাসকে Religion বলে ; ধর্মের উৎপত্তি ভয় ও অজ্ঞান হইতে ; আকাশ, বজ্র, ঝটিকা, ভূকম্পন, দাবানল প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মানুষকে ত্রাসান্বিত করিত এবং সে অসংখ্য দৈবশক্তি কল্পনা করিয়া তাহাদিগকে প্রীত করিবার চেষ্টা করিত। স্বপ্ন, মৃত্যুভয়, জন্ম-মৃত্যু রহস্য, ইহলোক ও পরলোক চিন্তা, পূর্বজন্ম ও পরজন্ম সম্বন্ধে চিন্তা ক্রমেই মানুষকে জটিলতর সমস্যার মধ্যে লইয়া যায়। ক্রমে মানুষ এই সকল বিচ্ছিন্ন তত্ত্বকে এক অখণ্ড অমোঘ শক্তির প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিল। মানুষের এইসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিচিত্র ধর্মর উদ্ভব হয়।...ধর্মসমূহকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায় ; সনাতন ও মহাপুরুষীয়। সনাতন ধর্মকে Ethnic religion বলা যায় ; আদিম জাতির জাতীয় ইতিহাসের সহিত লোকাচার, লৌকিক বিশ্বাস আদি এমনভাবে জড়িত যে সেগুলিকে জীবন হইতে পৃথক করা কঠিন। ইহুদি ধর্ম, পার্শীধর্ম, হিন্দুধর্ম, চীনাধর্ম ও সমস্ত আদিম জাতির ধর্ম এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে ; তবে এইসব জাতির ধর্ম-ইতিহাসে একজন বা একাধিক মহাপুরুষকে দেখা যায়—যেমন মুসা ইহুদিধর্মের, জরথুষ্ট্র পার্শীধর্মের, কুঙফুৎসু চীনাধর্মর সংস্কারক। ভারতীয় আর্য বা হিন্দুধর্মকেও এই কোঠায় ফেলা যায় ; কারণ শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, মহাবীর বৈদিক ধর্ম সংস্কারের জন্য দায়ী। যেসব আদিম ধর্মে মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয় নাই- যেমন পার্শি, সাঁওতাল প্রভৃতি অসংখ্য আদিম জাতি, ইহাদের মধ্যে ধর্ম পূর্ববৎ রহিয়াছে, কোন প্রগতি হয় নাই। ইহাদিগকে সাধারণত প্রেত-পূজক (Aminist) আখ্যা দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ধর্ম হইতেছে মহাপুরুষদের সৃষ্ট নূতন ধর্ম। এই কোঠায় পড়ে—গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত বৌদ্ধ ধর্ম, মহাবীর প্রচারিত জৈন ধর্ম ; যিশুখৃস্ট প্রবর্তিত খৃস্টান ধর্ম ; হঃ মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে এইসব ধর্মও প্রাচীন আদিম ধর্ম হইতে বহু আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস গ্রহণ করিয়াছে। বুদ্ধ ও মহাবীর প্রচারিত ধর্মমত ভারতের প্রাচীন সাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত। খৃস্ট ইহুদি সাধকদের নিকট ঋণী। হঃ মোহম্মদের ধর্ম ইহুদি ও খৃস্টান ধর্মের নিকট সবিশেষ ঋণী।...ইসলাম ধর্মের পর আর কোন ধর্মোপদেষ্টার আবির্ভাব হয় নাই ; পরবর্তী যুগের মহাপুরুষগণ কোন না কোন ধর্মর আশ্রয়ে থাকিয়া নূতন ভাবে উহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।...উনবিংশ শতাব্দীতে দুইটি নূতন ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে পারস্যে বাহাই ও আমেরিকায় মর্মন (Mormon)।

ধর্ম, পৃথিবী কোন ধর্মে কত লোক— (সংখ্যাগুলির শেষে ০০০ যোগ হইবে)

ধর্ম	ইউরোপ	এশিয়া	আফ্রিকা	উঃ আমেরিকা	দঃ আমেরিকা	ওশেনিয়া	মোট
খৃস্টান—							
রোঃ ক্যাথলিক	২২০,০০০	৭,০০০	২,০০০	৪০,০০০	৬১,০০০	১,৫০০	৩৩ কোটি ১৫ লক্ষ
গ্রীক চার্চ	১২০,০০০	২০,০০০	৩,০০০	১,০০৮			১৪ „ ৪০ „
প্রোটেস্টান্ট	১১৫,০০০	৭,০০০	৩,০০০	৭৫,০০৫	৯০০	৬,০০০	২০ „ ৬৯ „
কপটিক			১০,০০০				১ „
মোট খৃস্টান	৪৫৫,০০০	৩৪,০০০	১৮,০০০	১১৬,০০০	৬১,৯০০	৭,৫০০	৬৯ „ ২৪ „
ইহুদী	১০,০০০	১,০০০	৫০০	৪,৫১০	১০০	৩০	১,৬১,৪০,০০০
মুসলমান	৫,০০০	১৬০,০০০	৪৪,০০০	২০			২০ কোটি ৯১ লক্ষ
হিন্দু		২৩০,০০০		১৫০			২৩ „ দেড় লক্ষ
বৌদ্ধ		১৫০,০০০		১৮০			১৫,০১,৮০,০০০
চীনা ধর্ম		৩৫০,০০০		৬০০			৩৫ কোটি ৬ লক্ষ

ধর্ম	ইউরোপ	এশিয়া	আফ্রিকা	উঃ আমেরিকা	দঃ আমেরিকা	ওশেনিয়া	মোট
শিন্টো, জাপান		২৫,০০০					২ কোটি ৫০ লক্ষ
প্রেতপূজক ইত্যাদি		৫৫,০০০	৯০,৫০০	৫০		১০০	১৩ „ ৫৭ „
বিবিধ	৫,০০০	১৮,০০০		২৫,০০০	২,০০০	৮৭০	৫.০৮,৭০,০০০
অখৃস্টান	২০,০০০	৯৭৯,০০০	১৩৫,০০০	৩০,৫১০	২,১০০	১,০০০	১১৬,৭১,১০,০০০
মোট	৪৭৫,০০৪	১,০১৩,০০০	১৫৭,০০০	১৪৬,৫১০	৬৩,০০০	৮,৫০০০	১৮৬ কোটি

খৃস্টান— ৬৯ কোটি ২৪ লক্ষ।

ইহুদি —১ কোটি ৬১ লক্ষ।

মুসলমান ২৫ কোটি ৯১ লক্ষ। ভারতে ৭·৭৮ কোটি; ইহার মধ্যে বঙ্গদেশে ২·৭৮ কোটির বাস। পৃথিবীর কোন একটি দেশে এত মুসলমান নাই।

হিন্দু ২৩ কোটি।

বৌদ্ধ—১৫ কোটি।

চীনা—৩৫ কোটি।

শিনটো—২·৫০ কোটি।

ধর্মগ্রন্থ (Scriptures)

প্রায় প্রত্যেক ধর্মেই এক বা একাধিক গ্রন্থকে প্রেরিত (revealed) বা ঈশ্বর-কথিত বলিয়া তদ্ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে। হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ ও বৈদিক গ্রন্থাদি; বেদ হিন্দুদের মতে অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়। এছাড়া তাহাদের ধর্মের মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত দশোপনিষদ, প্রধানত ব্রহ্মসূত্র ও গীতার উপর। তান্ত্রিকরা বেদাতিরিক্ত তন্ত্র ও আগম গ্রন্থকে ধর্মশাস্ত্র বলেন।… বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ধর্মগ্রন্থ; পালি ব্যতীত সংস্কৃতেও বহু সহস্র বৌদ্ধ গ্রন্থ এককালে ছিল। তবে বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম গ্রন্থাদিকে ঠিক 'প্রেরিত' আখ্যা দেওয়া হয় না।…পার্সীদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা।…চীনদেশে কুঙ্ ফু-ৎসু ও লাও-ৎসুর ধর্ম চলিত আছে; কুঙ্ ফুৎ-সু রচিত ও সম্পাদিত শু-কিং শি কিং, লি-কিং, য়ি-কিং, এবং কুন-কিং প্রধান গ্রন্থপঞ্চ। লাও-ৎসুর তাও-তে-কিং একমাত্র প্রধান গ্রন্থ। এই দুই মহাপুরুষের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বিরাট চীনা সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহাদের প্রেরিত গ্রন্থ বলিতে কিছু নাই।… ইহুদীদের ধর্মশাস্ত্রকে বাইবেল বলা হয়। তবে তাহারা হীব্রু ভাষায় লিখিত প্রাচীন বাইবেলকে মাত্র ধর্মশাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করে।…খৃস্টানদের একমাত্র ধর্মগ্রন্থ হইতেছে বাইবেল—তবে তাহারা নূতন বাইবেলকেই প্রাধান্য দিয়া থাকে।… মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরান; ইহা প্রেরিত বা আদিষ্ট গ্রন্থ।…অন্যান্য ধর্মের মধ্যে শিখরা আদিগ্রন্থ বা গ্রন্থসাহেবকে ধর্মশাস্ত্র বলে; মর্মন নামে একটি ধর্ম আমেরিকায় আছে, তাহাদের একখানি বিশেষ ধর্মগ্রন্থ আছে।

ধর্মঘট (Strike)

(১) ধর্মঘট হিন্দুদের একটি ব্রত। বৈশাখ মাসে প্রত্যহ সুগন্ধ বারি ও ভোজ্যাদিপূর্ণ ঘটদান ব্রত। উপাখ্যান 'পঞ্জিকায়' আছে।

(২) বোধহয় প্রাচীনকালে ভারতে প্রত্যেক বর্ণ নিজ জাত-ব্যবসায় বা স্বধর্ম রক্ষার্থ সমবেত হইয়া ঘটস্থাপন করিয়া পরস্পরকে সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইত। বর্তমানে ধর্মঘটের অন্য অর্থ। শ্রমিকরা ধনিকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া কাজ বন্ধ করিলে 'ধর্মঘট' বলে। আজকাল ট্রেড য়ুনিয়ন (দ্রঃ) ধর্মঘট পর্বে বেকার শ্রমিকদের খরচ বহন করে, তাহাদের নির্দেশ মত ধর্মঘটকারীদের চলিতে হয়। ১৯ শতকের ধনিক পরিচালিত কল কারখানা সৃষ্টির পর হইতে ধনিক-শ্রমিক সংগ্রাম সূত্রপাত। ২০ শতাব্দীতে ইহা ব্যাপক হইতেছে এবং ক্রমশই নানা শিল্পের কর্মীরা একত্র হইয়া সাধারণ ধর্মঘট (General Strike) করিবার চেষ্টা পাইতেছে। গত মহাযুদ্ধের পর হইতে সর্বত্র ইহা বাড়িতেছে। ইংল্যান্ডে ১৯২৬এ সকল ট্রেড্-য়ুনিয়ন মিলিয়া স্ট্রাইক করে। তজ্জন্য ১৯২৭এ পার্লামেন্ট আইন করেন যে সাধারণ স্ট্রাইক অবৈধ। ভারতে গত মহাসমরের পর হইতে ধর্মঘট খুব বাড়িয়াছে। গভর্নমেন্ট অশান্তি নিবারণের জন্য শ্রমিক-নেতাদের ধরিয়া কয়েদ করেন বা তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন।… ধর্মঘটীরা বেতন বৃদ্ধি, উপরওয়ালাদের উৎপীড়ন, অস্বাস্থ্যকর নিবাস, ছুটির অভাব, দীর্ঘ সময় কাজ প্রভৃতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া যখন কোনো প্রতিকার পায় না, তখনই ট্রেড য়ুর উপদেশে ধর্মঘট করে। কখনো বেতন-কাটা বা শ্রমিক-ছাটা লইয়াও ধর্মঘট হয়। কয়লার খনি, ডক্, রেল প্রভৃতি শিল্পে এবং শহরে ঝাড়ুদার ও মেথর প্রভৃতির মধ্যে স্ট্রাইক হইলে দেশের অবস্থা খুব খারাপ হয়। অধিকাংশ বিবাদ আপোষে শেষ হয়। ফাসিস্ত, নাৎসী ও কমিউনিস্ট শাসনে ধর্মঘট সম্পূর্ণ অবৈধ।

ধর্মঘটে পৃথিবীর শিল্পসমূহের এবং শ্রমিকদেরও কি পরিমাণ ক্ষতি হয়, তাহা এক বৎসরের একটি তালিকা হইতে বুঝা যাইবে। সংখ্যাগুলি সাধারণত ১৯৩৭এর, তবে কতকগুলি দেশের তালিকা পূর্বে আছে।

দেশের নাম	বিবাদ	ধর্ম্মঘটীর সংখ্যা	লোকসানী মজুরীর দিন
আর্জেনটিনা	৮২	৪৯,৯৯৩	৫,১৭,৬৪৫
অস্ট্রেলিয়া	৩৪২	৯৬,১৭৩	৫,৫৭,১১১
বেলজিয়াম	২০৯	৮১,৫৪৪	৬,৪৭,৬৪৭
কানাডা	২৭৪	৭১,৯০৫	৮,৮৬,৩৯৩
চেকোস্লোভাকিয়া	৪৩৮	১,২০,০৫৮	১১,২৮,৭২০
ডেনমার্ক	২২	১,৩৭২	২১,০০০
আয়ার	১৪৫	২৬,৭৩৪	১৭,৫৪,৭৪৯
এস্থোনিয়া	৫	৬,১২৯	১,১০৯
ফিনল্যান্ড	৩৮	৬,১৬৮	১,৮৩,৬২৯
ফ্রান্স	১৭,০৯১	২৪,২২,৮৪৪	
জারমেনী	৬৪২	১,২৭,৫৮৭	১১,১২,০৫৬
গ্রেটবৃটেন	১,১১২	৫,৯৫,০০০	৩৪,২০,০০০
ভারতবর্ষ	৩৭৯	৬,৪৭,৮০১	৮৯,৮২,২৫৭
জাপান	৫৪৭	৩০,৯০০	১,৬২,৫৯০
নেদারল্যানডস	৯৫	৫,৬১০	৩৮,৮০০
পোল্যান্ড	২,১০৩	৫,৪৫,১৬৫	৩২,৯৭,১০৫
স্পেন (১৯৩৪)	৫৯৪	৭,৪১,৮৭৮	১,১১,০৩,৪৯৩
যুক্তরাষ্ট্র মার্কিণ	৪৭৪০	১৮,৬০,৬২১	২,৮৪,২৪,৮৫৭
যুগস্লাভিয়া	৩৯৭	৮৭,৭০০	১৩,৫৫,৯৫২

ধর্মকীর্তি (৭ম শতক)

বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ; জন্মস্থান দঃ ভারতের চোল রাজ্যে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম ; শোনা যায় ইঁহার পিতা করুণানন্দ কুমারিল ভট্টের ভ্রাতা ছিলেন। ধর্মকীর্তি মগধে আসিয়া বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন ও 'প্রমাণবার্তিক' উহার বৃত্তি 'প্রমাণ বিনিশ্চয়', 'ন্যায়-বিন্দু', 'হেতুবিন্দু বিবরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি বহু ব্রাহ্মণ ও জৈনাচার্যকে বিচারে পরাজিত করেন ; কথিত আছে কুমারিল ভট্টও ইঁহার নিকট একবার পরাভূত হন। ইঁহার মূল গ্রন্থ অনেকগুলিই লুপ্ত ; তবে সেগুলির তিব্বতী অনুবাদ আছে। 'ন্যায়বিন্দু'র মূল মুদ্রিত হইয়াছে।

ধর্মদাস বসু (১৮৫১—১৯২৬)

চিকিৎসক (১৮৮৩)। ১৮৬৫এ বিলাত গিয়া I. M. S. হন ও ১৯০২ পর্যন্ত চাকুরী করেন। ইনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন। 'ধর্মজীবন' নামে গ্রন্থ প্রণেতা। ইঁহার নিবাস ছিল চন্দনগর।

ধর্মদাস সুর (১৮৫২—১৯১০)

বাংলা থিএটারের প্রথমযুগের এক জন নাট্যশিল্পী। ইঁহারই চেষ্টায় বাংলাদেশে স্টেজ ও সিন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়।

ধর্মপাল (৮ম শতক)

বাঙলার পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র। ৭৮৩ খৃঃ অব্দে কনৌজ জয় ও উত্তর ভারতের বহু স্থান অধিকার করেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূটগণ তাঁহাকে গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থিত ভূভাগ হইতে বিতাড়িত করেন ; প্রতিহার-রাজ কনৌজ জয় করেন। ইঁহার পুত্র দেবপাল। রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় রচিত 'ধর্মপাল' নামে উপন্যাসে সমকালীন ভারতের চিত্র পাওয়া যায়।

ধর্মপদ উদানবর্গ (দ্রঃ ধর্মপদ)

ধর্মপূজা

বাঙলা দেশে মধ্যযুগে রামাই পণ্ডিত (দ্র) নামে এক তান্ত্রিক সাধক মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিকৃত উপদেশাদি লইয়া রাঢ় দেশে এক ধর্মমত প্রচার করেন। বীরভূম বাঁকুড়ায় বহু স্থানে ধর্মতলায় মহাড়ম্বরে ধর্মপূজা হয় ; তথাকথিত 'শূন্যপুরাণ' ও 'ধর্মপূজা বিধান' নামক গ্রন্থদ্বয়ে এই ধর্মমত সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এই দুইটি গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। কখন যে বাঙলাদেশে এই ধর্মপূজা প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। ১৫ শতকের শেষভাগের পূর্বে ধর্মপূজার কোন উল্লেখ বা বিবরণ বাঙলা সাহিত্যে পাওয়া যায় না। ধর্ম-পূজক লাউসেনকে আশ্রয় করিয়া ধর্মমঙ্গল সাহিত্য বাঙলা ভাষায় সৃষ্ট হইয়াছিল। ধর্মপূজার পুরোহিতগণকে পণ্ডিত বলে। ধর্ম মন্ত্রে 'শূন্য'র ভাবনার কথা আছে ; শূন্যমূর্তি বৌদ্ধ ধর্মের কল্পনা। 'শূন্যপুরাণে' আছে 'ধর্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে', 'শ্রীধর্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান'। ধর্মপূজা বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় হইলেও লোকে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে এবং নিম্নশ্রেণীর পূজকরা ব্রাহ্মণাদির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে এবং হিন্দুদের সকল দেব দেবীকে মান্য করে। ধর্ম-ঠাকুর নিরঞ্জন নিরাকার হইলেও প্রায়ই পাথরের কচ্ছপমূর্তিতে তাঁহার পূজা হয়। ইহার পাশে প্রায়ই 'কামিন্যা' থাকে ; ইহা তান্ত্রিক শক্তির অনুরূপ। ধর্ম-ঠাকুর নানা নামে পূজিত হয় যথা—পঞ্চানন্দ, জগৎ-রায়, যাত্রাসিদ্ধি, দল মাদল, ক্ষুদিরায়, কালুরায়, বাঁকুড়া রায়, খেলারাম, স্বরূপ নারায়ণ ইত্যাদি। জালিয়া, চণ্ডাল, ডোম প্রভৃতি বাংলার আদিবাসীরা ধর্মের পূজক ; পূজককে 'পণ্ডিত' 'ধর্মপণ্ডিত' বলে ; ইহারা চিহ্নস্বরূপ ডান হাতে তামার বালা (তামা) পরেন। কোন কোন স্থানে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পূজারীও আছেন ; সেখানে ধর্মঠাকুর শিবঠাকুর হইয়াছেন। কোন কোন পূজায় ছাগবলি ও মদ অর্পণ করা হয়। পূজার মন্ত্র বাংলা ও অপভ্রষ্ট সংস্কৃতি মিশ্রণ। (যোগেশ পৃঃ ৪৭৮-৭৯ দ্রষ্টব্য) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্বপ্রথম দেখান যে ধর্মপূজা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদ। (দ্রঃ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৪৭-৮ ; শূন্যপুরাণ—চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত, বসুমতী

সাহিত্য মন্দির। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত ধর্মপূজা, প্রবাসী ১৩২৯, ১ম খণ্ড)

'ধর্মমঙ্গল'

ধর্মপূজার মাহাত্ম্য দর্শনার্থ মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় বহু মঙ্গল কাব্য রচিত হয়। ধর্মবীর লাউসেনের ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার কথা প্রচার ইহার প্রধান বিষয় বস্তু। প্রসঙ্গক্রমে ইছাই ঘোষের উপাখ্যান, কালুবীরের কাহিনী প্রভৃতি বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। রামাই পণ্ডিতের 'ধর্মপূজা পদ্ধতি' ব্যতীত নিম্নলিখিত কাব্যগুলি সম্বন্ধে জানা যায়:—ময়ূরভট্ট—আদি ময়ূর ভট্টর পুঁথি লুপ্ত; একখানি অতি অর্বাচীন পুঁথি ময়ূরভট্টর নামে চলিতেছে। বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে (১৩৩৭)। খেলারাম (আনুমানিক ১৫২৭ খৃঃ অঃ) সম্পূর্ণ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। রূপরাম (১৬০২-৫৫ খৃঅ)-এর পুঁথি মুদ্রিত হয় নাই। শ্যাম পণ্ডিত (অনুলেখন ১৭০৩ খৃঅ)-এর প্রায় সমগ্র পুঁথি খানি প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট আছে। সীতারাম (১৬৯৮-৯৯ খৃঅ)-এর পুঁথি ছাপা হয় নাই। রামদাস আদক কৃত 'অনাদি মঙ্গল' সাহিত্য-পরিষদ হইতে মুদ্রিত ১৩৪৫। ঘনরাম চক্রবর্তী (১৭১১ খৃ অ) বঙ্গাব্দ ১২৯১ প্রথম মুদ্রিত ধর্মমঙ্গল কাব্য, বঙ্গবাসী প্রেস। সহদেব চক্রবর্তী (১৭৩৫ খৃ অ) ধর্মপুরাণ, অনিল পুরাণ, ধর্মমঙ্গল নামে খ্যাত (পুঁথি মুদ্রিত হয় নাই)। হৃদয় রাম সাউ (১১৩৩ বঙ্গাব্দ) পুঁথি মুদ্রিত হয় নাই। মাণিক রাম গাঙ্গুলি (১৭৮১ খৃ অ) গ্রন্থ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে মুদ্রিত হইয়াছে (১৩১২ বঙ্গাব্দ)। এ ছাড়া দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, গোবিন্দ রাম বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৬৩-৬৫), রামনারায়ণ (১১৯৩ বঙ্গাব্দ), নিধিরাম গাঙ্গুলি প্রভৃতির অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য ডাঃ সুকুমার সেন লিখিত বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৭৮৯—৮১০)

ধর্মশালা

তীর্থস্থান বা বিশিষ্ট স্থানে ধনীরা নিজ ব্যয়ে যে অতিথিশালা করিয়া দেন তাহাকে ধর্মশালা বলে। এই প্রথা ভারতে বহু প্রাচীন এবং এখনো চলিতেছে। গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, প্রভৃতি প্রত্যেক তীর্থস্থানে এইরূপ বহু ধর্মশলা আছে; সেখানে তীর্থযাত্রীরা তিন দিন থাকিতে পারেন, আহারাদির ব্যবস্থা নিজেদের করিতে হয়। এবিষয়ে মাড়োয়ারীরা অগ্রণী। কলিকাতায় বাঙালীদের দেওয়া ধর্মশালা আছে।

ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসূত্র

ধর্মসূত্র বৈদিক কল্পসূত্রের অঙ্গ; ইহাতে সূত্রাকারে বা সংক্ষেপে রাজনৈতিক ও পারমার্থিক বিষয়, সামাজিক রীতি ও ব্যবহার-শাস্ত্র বা আইন বিষয়ক বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। পর যুগে ইহাকে ভিত্তি করিয়া ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতি গ্রন্থসমূহ রচিত হয়। লোকাচার, দেশাচার (customs) প্রভৃতি 'স্মরণ' করিয়া উহা সঙ্কলিত হয়, সেইজন্য দেখা যায় নানাদেশে ও নানা সময়ে বহু 'স্মৃতি' গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। কাল পরিবর্তনহেতু নূতন স্মৃতি গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হয়। ১৯ খানি ধর্মশাস্ত্রের নাম:—মনু, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য উশন, অঙ্গিরস, যম, আপস্তম্ভ, শাম্বত, কাত্যায়ণ, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ। বাংলায় অনুবাদ আছে। জারমান পণ্ডিত Jolly এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থ Recht und Sitteএর অনুবাদ ডাঃ বটকৃষ্ণ ঘোষ কৃত Hindu Manners and Customs দ্রষ্টব্য।

ধর্মের ষাড় (Brahmani bulls)

হিন্দুরা পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে বৃষোৎসর্গ করে; ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রজননের জন্য সর্বসুলক্ষণক্রান্ত বৃষ উৎসর্গ করা। ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ করিত ও আহার করিত। কিন্তু বর্তমানে ধর্মের নামে বৃষ উৎসর্গ কমই হয়; একখানি বৃষকাষ্ঠ পুঁতিয়া লোকে ধর্মকর্ম সমাধান করে। গভর্নমেন্টও ইহাদিগকে বেওয়ারিশ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন; ফলে ইহারা মিউনিসিপালটির ময়লা ফেলা গাড়ী টানিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহাদের হত্যা করিলেও কেহ দায়ী হয় না।

ধস, ভূপাত (Landslip)

পাহাড়ের উপরিস্থিত কঠিন স্তরের নিম্নে যদি কর্দমস্তর বা চূনা পাথর প্রভৃতি কোমল শিলা থাকে, তবে বৃষ্টির জল ভিতরে প্রবেশ করিয়া কাদা প্রভৃতি গলাইয়া ফেলে; তখন উপরের কঠিন স্তর ধসিয়া পড়ে। পার্বত্য প্রদেশে প্রায় হয়।

ধাই, ধাতকী (Woodfordia floribunda)

তামাটে রঙের ফুল, বাগানে পোঁতা হয়। বসন্তকালে ফোটে; ফুলে কষায় আছে বলিয়া কাপড়-রঙে লাগে। গাছ হইতে এক প্রকার গঁদ বাহির হয়। (Watt 1126)। ফুল বৈদ্যশাস্ত্রে চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধি দর্পন ৩৬৯—৭০)।

ধাঙড় (জাতি)

উত্তর-পশ্চিম ভারতের নিম্নশ্রেণীর মেথর জাতীয় বর্ণ। শহরের পরিচ্ছন্নতার কাজ করে। কলিকাতায় বহু সহস্র আছে।

ধাতু (Metals)

সাধারণত ধাতু বলিতে বুঝায় সোনা, রূপা, তামা, সীসা, বঙ্গ ইত্যাদি। আমাদের দেশে যাহাকে অষ্ট ধাতু বলে তাহার মধ্যে পিত্তল, কাঁসা, মিশ্রধাতু। ধাতু মাত্রই অস্বচ্ছ, কিন্তু উজ্জ্বল,

বিদ্যুৎ-প্রবাহ বাহক। পারদ ছাড়া সমস্ত ধাতুই কঠিন, তবে সোডিয়াম, পটেসিয়াম নহে। ধাতুসমূহ ২৬° হইতে ৩৪০০° (c) তাপের মধ্যে গলে ; Caesium ২৬° তাপে ও Tungsten ৩৪০০° তাপে গলে। অ-ধাতু পদার্থ সাধারণত গ্যাস ও তরল ; কঠিন অ-ধাতুগুলির মধ্যে কাঠিন্য সামান্যই। ৬৬ রকমের ধাতুর নাম পাওয়া যায়। কাঁসা, পিতল, ভরণকে আমরা ধাতু বলি কিন্তু সেগুলি বৈজ্ঞানিক ভাষায় Alloy বা মিশ্র ধাতু। পদার্থ বা elementকেই ধাতু সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

ধাতু (আয়ুর্বেদীয়)

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ও শুক্র এই সাতটিকে আয়ুর্বেদে ধাতু বলে। কোন দ্রব্য আহার করিলে শরীরে যে রস জন্মে, তাহা হইতেই অপর ছয়টির উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন হয়। রস্ ধাতুর অর্থ গতি ; শরীরে সর্বত্র অহরহ গমন করে বলিয়া 'রস' নাম। আয়ুর্বেদ মতে রস যকৃৎ ও প্লীহায় গমন করিয়া রঞ্জক-পিত্ত দ্বারা রঞ্জিত হইলে 'রক্ত' নামে অভিহিত হয়। স্ত্রীলোকের রজঃ ও স্তন্যরস রক্ত ধাতুর অন্তর্গত। রক্তের পাতলা স্বচ্ছ জলীয়াংশকে লসীকা (lymph) বলা হয়। রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ হয়। মেদ (fat) ঘৃতের ন্যায় ঘন স্নেহময় ধাতু ; ইহা প্রধানত উদরের মধ্যস্থিত ঝিল্লী বিশেষের এবং ত্বকের নিম্নে অবস্থিত। মাংসের স্নেহভাগকে বসা বলে। মেদ হইতে অস্থি, অস্থি হইতে মজ্জা, মজ্জা হইতে শুক্র উদ্ভব হয়। এই সাতটি ভিন্ন 'ওজ' নামক আর একটি ধাতু আছে, তাহাকে অষ্টম ধাতু বলা যায়।

ধাত্রীবিদ্যা

আমাদের দেশে ডোম বা হাড়ি শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা 'দাই' বা ধাই-এর কাজ করে; ইহারা সমাজে 'দাই ডোম' দাই হাড়ি নামে পরিচিত। বর্তমানে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তারের ফলে শিক্ষিত ধাত্রীর চাহিদা বাড়িতেছে। গভর্নমেণ্ট হইতে গ্রাম্য ধাত্রীকে বৈজ্ঞানিকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্যবিত্ত অল্পশিক্ষিত নারীর পক্ষে জীবিকার্জন হিসাবে ভাল বৃত্তি। ধাত্রী বিদ্যায় প্রসব, প্রসূতি ও শিশু সম্বন্ধে জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হয়।

ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থঃ—অন্নদাচরণ খাস্তগীর, মানব জন্মতত্ত্ব (১৮৬৮) ; মীর আশরফ আলি, ধাত্রীবিদ্যা (১৮৬৯) ; যদুনাথ মুখোপাধ্যায়, ধাত্রী-শিক্ষা ; হরিনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুর্বিনী বান্ধব (১৮৭৫) ; ক্ষীরোদ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ধাত্রী বিদ্যা Dr. W. S. Playfairএর গ্রন্থের অনুবাদ, প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠা গ্রন্থ, ১৮৯২। সুন্দরীমোহন দাস, ধাত্রী-শিক্ষা।.

ধান (Rice)

সংস্কৃত বৃহি ও প্রাচীন পারসিক বিরিঞ্জি একই আর্য শব্দের রূপান্তর ; আরবী ভাষায় উরুজ, অরুজ, অন্রুজ, গ্রীক Oruza, ইংরেজি rice ইত্যাদি প্রাচীন আর্য ভাষা হইতে গৃহীত।—ভারতের মধ্যে বাঙলা দেশেই ধানের প্রধান চাষ। সাধারণত ধানকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় ; আমন, আউস ও বোরো। আমন আষাঢ় মাসে রোপন করা ও অগ্রহায়ণ মাসে কাটা হয়। আউস ধান বৈশাখ মাসে রোপা ও ভাদ্র-আশ্বিনে কাটা হয়। বোরো জলা জমিতে মাঘ ফাল্গুনে পোঁতে ও বৈশাখে কাটে। পঃ বঙ্গে বোরো হয় না।...তুষসমেত শস্যকে ধান্য বা ধান (Paddy), নিস্তুষ করিলে তণ্ডুল, সিদ্ধ করিলে চাউল (rice) বলা হয়। ভারতের মধ্যে প্রধানত বঙ্গ ও আসাম দেশে ধান্যর চাষ হয়। বর্মাসমেত ভারতে প্রায় ৮০ মিলিয়ন একার জমিতে ৩০ মিঃ টন্ ধান উৎপন্ন হয়। বাঙলাদেশে ২১ মিঃ, বিহার-উড়িষ্যায় ১৩ মিঃ, বর্মায় ১২ মিঃ, মাদ্রাসে ১১ মিঃ একার জমিতে ১৯৩২এ চাষ হয়।...পৃথিবীতে প্রায় ৯০ কোটি কুইনটল্ চাউল প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে ভারতে হয় প্রায় ৪৭।৫০ কুঃ অর্থাৎ অর্ধেকের উপর। কিছুকাল হইতে ভারতবর্ষে যে পরিমাণ ধান উৎপন্ন হইতেছে তাহা জনসংখ্যার পক্ষে প্রচুর নহে। ১৯৩৪—৩৫এ ৩·৯৪ লক্ষ টনের অধিকাংশ সিয়াম ও ফরাসী হিন্দু চীন হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছিল। Statistical Y B 1934-35 P 96-97। শ্রীসন্তোষনাথ শেঠ 'বঙ্গে চালতত্ত্ব' গ্রন্থে বাংলার প্রত্যেক জেলায় কি কি জাতের ধানের চাষ হয় তাহাদের নাম দিয়াছেন ভারতে সকল শ্রেণীর প্রায় ৫০০০ জাতের ধান আছে ; বলা বাহুল্য বাংলা দেশেই এর চৌদ্দ আনা পাওয়া যায়। এক সুন্দরবনের জঙ্গলে ২৫-৩০ রকম ; মেদিনীপুরে ৩০-৩২ রকম ; যশোহরে ৬২ রকম ; ঢাকা বরিশাল অঞ্চলে ১০০র উপর রকম ; ২৪-পরগণা, নদীয়ায় ৬০-৬২ রকম ; হুগলী, বর্ধমান, পুর্নিয়ায় ৭০-৭২ প্রকার, আসামেও বহু রকম ধানের আবাদ হয়। বাংলার কয়েকটি জনপ্রিয় আমন—কার্ত্তিকশাল, জটাকলমা, ঝিঙাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশাল, কামিনীশাল, সাদাসন্ধা, বাঁকতুলসী, নাগরা, দাদখানি, কাটারিভোগ, বাদশাভোগ, সমুদ্রবালি, বাসমতি। আজকাল সরকারী কৃষি বিভাগ হইতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প জলের জমিতে ভাসা মাণিকের চাষ সফল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।...আউস ধান যে কত শত প্রকার আছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। কয়েকটা জেলার খবর লওয়া যাক্ ঃ—মেদিনীপুরে ১৬ প্রকার, বীরভূমে ৬৬, বর্ধমানে ৪-৫, ২৪ পরগণায় ৩০, সুন্দরবন বিভাগে ১০ প্রকার, নদীয়া জেলায় আউসের চাষ বেশি ; এখানে ১০ প্রকার আউস, জলপাইগুড়িতে ২-৩, দিনাজপুরে ৮ প্রকার ; ফরিদপুরে আউসের চাষ বেশী, এখানেও ৮ প্রকার, বাখরগঞ্জে ২১ প্রকার, আসামে ২০-২২ প্রকার, ঢাকা-মৈমনসিং ও রংপুরে

বহু জাতের আউসের চাষ হয়। চট্টগ্রামে আউস-বালাম নামে একপ্রকার মিহি আউসের চাষ হয়। রামশাল বীরভূমের আউস ছিল, এখানে ২৪-পরগনায় চাষ হইতেছে।···বোরো ধানকে আসন বা আউস কিছুই বলা যায় না; ইহা উহাদের মাঝামাঝি একপ্রকার মোটা ধান।···বাংলার লৌকিক সাহিত্যে বহু প্রকার ধানের নাম পাওয়া যায় বিশেষত তথাকথিত 'শূন্য-পুরাণে' ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যর 'শিবায়নে'। (দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস অভিধান পৃ ১১৩৬-৩৭)

ধান কল (Rice mills)

ধান হইতে চাউল করিবার কারখানা স্থাপনের ইতিহাস বিংশ শতকের পূর্বে যায় না। ১৯২৫এ সমগ্র বৃটিশভারতে ১২২৬টি কল ছিল, ১৯৩০এ ১৬১৫। বাংলাদেশে পাঁচ বৎসরে ২৩৫ হইতে ৩১৫ হইয়াছিল। ১৯৩০এ কোন প্রদেশে কতগুলি কল ও গড়ে দৈনিক কত কুলি কাজ করিয়াছিল তাহার তালিকা:—

	কল	শ্রমিক
বর্মা	৪৬৩	১৫,৭৯৬
মাদ্রাজ	৪৬১	১৫,৭৯৬
বঙ্গদেশ	৩১৫	১২,২২৫
বোম্বাই	৮০	৭৭৭
বিহার উড়িষ্যা	৭৬	৫,২৬৭
মধ্যপ্রদেশ	৪০	১,০৮৯
পঞ্জাব	১৬	৪২৯
যুক্তপ্রদেশ	৬	৪৩৬
আসাম	৬	১১৫
মোট	১৬১৫	৭৮,২৭১
দেশীরাজ্য	৬১	১,৯৬৮

ধান, কত ধানে কত চা'ল

গ্রামে ধান ভানা হয়। সাধারণত গরীব মধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমান মেয়েরা গ্রামাঞ্চলে চাল করিবার জন্য ধান লয়। একসের মাপের পশুলির ২০ সেরে এক শলি ধান হয়। ৮ শলি ধানে ১ 'মাপ' হয়। ধানের ওজন ও মাপে তফাৎ হয়; চা'লের ওজন ও মাপ সমান হয়। ওজনে ১ মণ ধান দিলে ওজনে বা মাপে ২৭ সের চা'ল হয়; অথবা দেড়মন ওজনের ধানে এক মণ চা'ল হয়। যে ধান হইতে চাল করে সে শলিতে ২—২৷৷০ সের পারিশ্রমিক পায়। যে ধানিতে দেওয়া হয়, তাহার জন্য ধুলাবালি আঁকড়া প্রভৃতি কুলোতে পাচুড়িয়া সাফ করিতে হয়; তাবপর হার কষিয়া নিট ধানের উপর চা'লের হিসাব করা হয়। জেলাভেদে রেওয়াজ পৃথক।

ধান চাষ

প্রথম বর্ষায় বীজ বাজতলায় রোয়া হয়। ধানের ক্ষেত মাঘ মাসে বৃষ্টির পর একবার চষা হয়, যদি রবি শস্য থাকে তবে বৈশাখ মাসে ধুলায় চাষ দেয়। বর্ষাকালে ক্ষেতে জল দাঁড়াইলে, কাদায় ভাল করিয়া চায় দিয়া মই দিয়া জমিটিকে তাগাড়-পানা করে; তখন বীজতলা থেকে ধানের চারা আনিয়া পোঁতা হয়। আউস ধান ১০০ দিন, বড় বা আমন ধান ১৫০ দিনে কাটা যায়। থোড় হবার ৩০ দিনে, ফুল হবার ২০ দিনে, আর ঘোড়ামুখা হবার ১৩ দিনে ধান পাকে। পাকিলে বাঁশ দিয়া এক পাশে কাৎ করিয়া দেওয়া হয়। ধান কাটিয়া গোছা বা আঁটি করিয়া বাঁধা হয়; ইহাকে আউড় বলে। গাড়ী করিয়া খামারে আনিয়া পোয়াল বা পালুই বাঁধিয়া রাখে। তারপর সব ধান কাটা হইয়া গেলে এক একটি গাদা ভাঙিয়া আউড় গুলিকে কাঠের পাটায় পিটাইয়া ধানকে পৃথক্ করে। ধানের ঘাসকে খড় বা বিচালি বলে। ধানের উপর কুলার বাতাস দিয়া চিটা ধান উড়াইয়া দেয়; তারপর উহা গোলার মধ্যে ভরে বা বাখার বাঁধিয়া রাখে। পূর্ববঙ্গে যেখানে বন্যা বেশি সেখানে ধানের শিষ মাত্র লোকে কাটে।

ধানের জমি (পৃথিবীর)

১৯৩৩-৩৪এ সমগ্র পৃথিবীতে ৫৮,৮০০,০০০ হেক্টর জমিতে ধান চাষ হয়। ইহার মধ্যে এশিয়াতে ৫৪,৫০০,০০০হেঃ এবং তন্মধ্যে ভারতের ৩১,৬৩০,০০০ হেঃ। ইন্দো-চীন ৫৩৭,৮০০০ হেঃ; জাপান ৩,১৪৮,০০০ হেঃ, সিয়াম ৩,০১৪,০০০ হেঃ। কোরিয়া ১,৬৮৩,০০০ হেঃ। জাপানে একর প্রতি ৩৩৬০ পাঃ, ইতালীতে ৪০৩২ পা, ভারতে ১২৯৯ পাঃ উৎপন্ন হয়। ভারতে মোট ধানের জমি ৭,১৭,২৯,০০০ একর; মোট ফলন ২৮,৪৮৮,০০০ টন চাউল (১৯৩৬-৩৭)।

ধাপার মাঠ

কলিকাতার অদূরে জলা জমির উপর কলিকাতার আবর্জনা ফেলা হয়। ইহার বহু অংশে এখন চাষ হইতেছে।

ধামন, ধামনা কাঠ (Cordia macleodii)

মধ্য ভারত, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যার বন্য তরু। মাঝের কাঠ লালচে, সুন্দর চিত্র বিচিত্র। কাঠে আঁশ লম্বা বলিয়া ধনুক হয়। বাঙালায় দেখা যায় না। (যোগেশ)।

ধারণী

বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে স্তবাদিযুক্ত গ্রন্থ। নেপালে, তিব্বতে ও চীনে এই সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে; তিব্বতী ও চীনা অক্ষরে সংস্কৃত ধারণী মন্ত্রগুলি অনুলিখিতভাবে পাওয়া যায়। চীন হইতে ৮০ খণ্ডে মংগোল, মান্চু, তিব্বতী ও চীনা লিপিতে লিখিত ধারণীগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ধুতুরা, ধুতরা (Datuara fastuosa ; D. Alba) রঙ্গনাদি বর্গের ক্ষুপ। ফুল শাদা ও কালোভেদে দুই জাতির গাছ। শাদা ধুতুরা সর্বত্র দেখা যায়। তবে ফুলের সবটাই শাদা নয় ; আগাটা হলদেটে, বাহিরটা বেগুনে। কলম বা কাল ধুতুরার ফুল গাঢ় বেগুনে ; পাতাও তদ্রূপ। উভয়ের ফল গোল লাড়ুর মত। পাতা বাসকের পাতার সঙ্গে ভুল হয়। বৈদ্যক শাস্ত্রে বহু প্রয়োগ দেখা যায়। চরকে নাই ; সুশ্রুতে প্রথম উল্লেখ। ধুতুরা ধুম শ্বাসরোগে (হাপানি) উপকারী। ধুতরা ফল বিষ।

ধুধুল লতা (Luffa aegyptica)
ঝিঙ্গার ন্যায় লতা ; ফল ডাগর। বর্ষাকালে হয়। রান্না করিয়া লোকে খায়। শুকাইলে আঁশাল ফলটি গা পা সাফ করিবার জন্য ব্যবহারে লাগে। বীজ ঔষধ (Chopra)।

ধুনা (Resin)
শাল গাছের ত্বক কাটিলে বা ফাটিলে এক প্রকার রস নিসৃত হয় ও বায়ুর স্পর্শে আসিলে শক্ত হইয়া যায়। ইহা জলে দ্রব হয় না, কিন্তু অলকোহল, ইথার প্রভৃতিতে গলে। পোড়াইলে সুগন্ধ ধুম ওঠে।

অসুর ; মধুকৈটভের পুত্র ; ব্রহ্মার বরে দেবদানবের অবধ্য হইয়া ব্রাহ্মণের তপশ্চারণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে ; উতঙ্ক মুনির আহ্বানে রাজা কুবলায়শ্ব ধুন্ধুকে নিহত করেন।

ধুলাচটা (Finch lark)
শাখাশ্রয়ী বর্গের ছোট পাখী ; ভরতপাখীর মত। পুরুষ পাখীর বুক কালো ; মাদি পাখীর বুক শাদা। মাঠে চরে, হঠাৎ ওঠে, হঠাৎ নামে। (যোগেশ)

ধুলিকণা (Dust-particles)
আকাশে অদৃশ্য ধুলিকণা আছে বলিয়া কুয়াশা হয় এবং কুয়াশা জমা হইয়া উর্ধ্ব আকাশে মেঘ হয়। ধুলি না থাকিলে মেঘশূন্য আকাশ হইতে বাষ্পরাশি হঠাৎ জল হইয়া মাটিতে পড়িত। উর্ধ্ব আকাশস্থ অদৃশ্য ধুলিকণা ব্যতীত বায়ু-উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকার ধুলি আকাশে উড়ে। বৃষ্টির পরও প্রত্যেক ঘন ইঞ্চি বায়ুমণ্ডলে ৪০০০ ধুলিকণা থাকে, সাধারণত ৮০০০ থাকে। বায়ুতাড়িত ধুলিকণা ছাড়া, আগ্নেয়গিরির ছাই ও প্রতি বৎসর যে ১০০ কোটি টন কয়লা পুড়িতেছে তাহার কণা, এবং সমুদ্রতটের বালু প্রভৃতি আকাশে আছে। এ ছাড়া উল্কাপিণ্ডের ছাই আকাশে থাকে।...ধুলিকণা দশ মাইল উর্ধ্বেও দেখা যায়। যে উর্ধ্ব আকাশে ধুলি নাই সেখানে দিনমানে অন্ধকার। উড়ন্ত ধুলি বেশি উর্ধ্বে যায় না। তবে মরুভূমির ধুলি উড়িয়া অনেক দূরে যায়। সূর্যের আলো ধুলির জন্য দেখা যায়। শহরে ও নগরে ধুলিকণার সহিত বহু প্রকার রোগের জীবাণু থাকে ; তাহা উড়িয়া ব্যাধি সংক্রামিত করে।

গন্ধ দ্রব্য দিয়া তৈয়ারী ধূমকারী বাতি বিশেষ। ইহা ধুনাদি নির্যাস, জাতিকোষাদি চূর্ণ পরাগ, অগুরু আদি কাষ্ঠ, কস্তুরিকাদি গন্ধ এবং নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত বাতি ; প্রস্তুতভেদে পঞ্চ প্রকার। পাঁচ, ছয়, আট, দশ, ষোল প্রকার গন্ধ দ্রব্য যোগে পঞ্চাঙ্গ, ষড়ঙ্গ, অষ্টাঙ্গ, দশাঙ্গ, ষোড়শাঙ্গ ধূপ হয়। পঞ্চাঙ্গ ধূপ চন্দন, কুঙ্কুম, কর্পূর, গুগ্‌গুল এবং অগুরু ঘৃত সংযুক্ত করিয়া প্রস্তুত হয়।......ষড়ঙ্গ ধূপের উপাদান চন্দন, গুগ্‌গুল, উশীর, শর্করা ও মধু।......অষ্টাঙ্গ ধূপের উপাদান তেজপত্র, সুগন্ধবালা, কুড় এবং পঞ্চাঙ্গ ধূপের সমস্ত উপকরণ। দশাঙ্গ ধূপের উপকরণ মধু, মুস্তক (মুথাঘাস), ঘৃত, গন্ধক, গুগ্‌গুল, সরল, শিলারস এবং শ্বেত সরিষা।......দ্বাদশাঙ্গ ধূপের উপাদান গুগ্‌গুল, চন্দন, তেজপত্র, কুড়, অগুরু, কুঙ্কুম, জায়ফল, কর্পূর, জটামাংসী, সুগন্ধবালা, দারুচিনি ও উশীর।...ষোড়শাঙ্গ ধূপ মুস্তক, দেবদারু, এলা ও মুরামাংসী এবং পূর্বোক্ত দ্বাদশাঙ্গ ধূপের সমস্ত উপাদান মিশ্রিত করিয়া ঘৃতাক্ত করিয়া প্রস্তুত ধূপ। (দ্রঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন)

ধূমকেতু (Comet)
সূর্যকে ঘিরিয়া একপ্রকার জ্যোতিষ্ক গ্রহাদির ন্যায় সুনির্দিষ্ট পথে চলে। ইহাদের অধিকাংশই পুচ্ছধারী, দেখিলে মনে হয় যেন একটি তারা চতুর্দিকে ধুম বেষ্টিত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতেছে। প্রকৃত পক্ষে ইহা একটি অগঠিত তারা। ইহাদের পথ Eclipse, Parabola, Hyperbolaর ন্যায়। ধূমকেতুর তিনটি ভাগ, যথা কেন্দ্র (nucleus), শীর্ষ ও লাঙুল। প্রায় ৮০০ ধূমকেতু জ্যোতিষীরা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ; অর্ধেকগুলির পথ হিসাব করিয়া কষা হইয়াছে। ইহারা ৩১/২ বৎসর হইতে ৮০ বৎসরের মধ্যে একবার ঘুরিয়া আসে ; কতকগুলি লক্ষ বৎসর পরেও আসিতে পারে ; আবার কতকগুলি কখনো ফিরিয়া আসিবে না। যেমন Bielaর ধূমকেতু ; ১৮৫২র পর আর আসে নাই। Halleyর ধূমকেতু ১৬৮২ অব্দে দৃষ্ট হয় ; তখনই তিনি হিসাব করিয়া বলেন যে ৭৬ বৎসর অন্তর ইহা আসিবে। ১৭৫৮, ১৮৩৪ ও ১৯১০এ আসিয়াছিল। পৃথিবীর গতি প্রতিদিন ১৭ লক্ষ মাইল--কোন কোন ধূমকেতুর গতি ৭ কোটি মাইল পর্যন্ত হয়। Enckeর ধূমকেতু ৩১/২ বৎসর অন্তর ও হেলির ধূঃ ৭৬ বৎসর অন্তর ফিরিয়া আসে ; ইহাদের পুচ্ছ বহু লক্ষ মাইল বিস্তৃত হয়। লোকের মধ্যে এ সম্বন্ধে নানারূপ সংস্কার আছে।

১৮৩৯এ দশটি ধূমকেতু দেখা যায়। ইহার মধ্যে পাঁচটি নূতন ও পাঁচটি পুরাতন। পুরাতনের মধ্যে Pans-winneck ধূমকেতু ৬ বৎসর পর ফিরিয়া আসে। Kopff's comet ৬½ বছর পরে ইয়ার্কেস মানমন্দিরে দেখা যায়। Schwassmann-Wachmann I ১৬ বছর পর কেপটাউনের মানমন্দিরে দেখা গিয়াছিল। Brooks II ৭ বছর পরে লিক অবজার্ভেটরিতে জেফার্স ও মিস্ আডামস্ দেখিতে পান। Tuttle's comet ১৩½ বছর পর ঐ মানমন্দিরে ধরা পড়ে। ১৮৫৮র পর ঠিক ঠিক সময়ে ইহাকে দেখা গিয়াছিল; এবার কিন্তু খুবই ক্ষীণ।

Comet Wolf II ১৯২৪এ প্রথম দেখা যায়; ইহার ফিরতির সময় ৬·৮ বছর। ১৯০০এ Giacobini এক ধূমকেতু দেখিতে পান; ১৯৯৭এ তার আসিবার কথা ছিল, কিন্তু টেলিস্কোপে ধরা পড়েনি; ১৯১৩এ Ziuner তাকে ধরেন। ১৯২০এ দেখা যায় নি; তারপর ১৯২৬, ১৯৩৩ ও ১৯৪০এ ফেব্রুয়ারীতে দেখা যায়। Finlay's comet ১৮৮৬তে দেখা গিয়াছিল। ৬.৬ বছর অন্তর ফিরিবার কথা। ১৯০০, ১৯১৩ ছাড়া ১৮৯৩, ১৯০৬, ১৯১৯, ১৯২৬এ দেখা যায়; ১৯৩৩এ ধরা পড়েনি।

Euckeএর ধূমকেতু ৩·৩ বছর অন্তর দেখা দেয়। ১৯৪১এর এপ্রিল মাসে ইহাকে দেখা যাইবে। ১৮৮৬ অব্দে প্রথম দেখা যায়; ৪০ বার একে পাওয়া গিয়াছে। এগুলি ছাড়া আরও অনেক ধূমকেতু আছে, সকলের কথা বলা সম্ভব নয়।

ধূমপান

তামাকের সিগারেট, সিগার, পাইপ, বিড়ির ধূম লোকে অবসাদ ও অবসরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য পান করে। ১৬ শতকের পর তামাক ইউরোপে আমদানী হইলে, এই অভ্যাস দ্রুত প্রসার লাভ করে (তামাক দ্রঃ)। ইউরোপে ধূমপান প্রচারের জন্য স্যর ওয়াণ্টার র‍্যালে দায়ী। এ ছাড়া গাঁজা, গুলি, চরসের ধোঁয়া লোকে টানে। সাঁওতালরা শালপাতা জড়াইয়া সিগারেটের মত করিয়া টানে। বর্মা প্রদেশে এক প্রকার পত্র জড়াইয়া দীর্ঘ চুরুট বানাইয়া লোকে ধূম ফোঁকে। আয়ুর্বেদের চরক সংহিতায় ধূমপানের কথা আছে, তবে তাহা তামাকে নহে। সিগারেটাদি ধূমপান এদেশে অসম্ভবরূপে বাড়িয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে এই অভ্যাস বালক বালিকাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছে; আমেরিকার অনেক স্টেটে স্কুলের ছাত্রদের এই বদ্ অভ্যাস ছাড়াইবার জন্য অস্ত্র-চিকিৎসা পর্যন্ত করা হইতেছে। ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে অধিকাংশ লোকে অজ্ঞ; তামাকের মধ্যে নিকোটিন নামে বিষ আছে। ১০০ আউন্স শুষ্ক তামাক পাতায় ২ আঃ নিকোটিন আছে; দেখা গিয়াছে এক ফোঁটা নিকোটিন খরগোশের গায়ে ফেলিয়া দিলে, উহা তখনি মরিয়া যায়; ৩ ফোঁটা নিঃ খাইলে মানুষ মরে। যাহারা তামাক খায় তাহাদের উহা সেবনে শ্রান্তি দূর হয় বলিয়া ধারণা; ইহার কারণ তামাক ও অন্যান্য নেশার সামগ্রী মস্তিষ্ক ও স্নায়ুগুলিকে অসাড় করিয়া ফেলে, কাজেই বেদনা বা অবসাদের কারণ থাকা সত্ত্বেও, উহা অনুভব করা যায় না। ধূমপানকালে অধিকাংশ নিকোটিন পুড়িয়া যায় বলিয়া ধূমপায়ীদের মৃত্যু হয় না; তবে হৃদপিণ্ডের দৌর্বল্য, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি হয়। এছাড়া তামাক প্রভৃতি নেশা বহুবিধ রোগের জন্য দায়ী। (দ্রঃ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও হরগোপাল বিশ্বাস, খাদ্যবিজ্ঞান ২৬০)

ধূমল রোগ (Purpura)

সূক্ষ্ম রক্তনালি ফাটিয়া রক্তকণা ত্বক্ বা ঝিল্লির উপর দেখা দেয়; ইহাকে কোন রোগ বলা যায় না বরং অন্যান্য রোগের উপসর্গ বলা যাইতে পারে। ইহা অনেক প্রকারের; সাধারণ ধূমল শিশুদের ও বৃদ্ধদের হয়; কয়েকদিন থাকিয়া মিলাইয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে কিড্‌নী বা বৃক্কতে প্রদাহ হয়, সন্ধিতে ব্যথা দেখা দেয়। বাতের সঙ্গে যে ধূমল হয়, তাহাতে গায়ের দাগগুলি খুব স্পষ্ট হয়; গলক্ষত, জ্বর এমনকি প্লুরেশি পর্যন্ত দেখা দেয়। রক্তস্রাবিক ধূমল (P. Haemorrhagica) অনেক সময় মারাত্মক হয়। নানা স্থান হইতে রক্ত পড়িতে পারে। ছোট মেয়েদের এই ব্যাধি বেশি দেখা যায়। রোগী ধূম্র বর্ণ হয় বলিয়া এই রোগের নাম ধূমল হইয়াছে।

ধূমহীন বারুদ (Smokeless Powder)

কালো বারুদের বদলে আজকাল সকলদেশে ধূঃ বাঃ সমর-বিভাগে ব্যবহৃত হইতেছে। গান্ কটনএর (দ্রঃ) সহিত আসেটিক অ্যাসিড উত্তমরূপে মাড়িয়া ইহা প্রস্তুত হয়; সাধারণ বারুদ হইতে ইহা প্রায় দুইগুণ শক্তিশালী। এই বারুদের সমস্ত পদার্থই বিস্ফোরক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়, সাধারণ বারুদের অর্ধেক অংশ কঠিন থাকিয়া যায়।... ১৮০০ অব্দে Mercuric fulminate ও ১৮৪৫এ গান্‌কটন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ধূমহীন বারুদ ১৮৭৫ আলফ্রেড নোবেল কর্তৃক প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছিল। এই পদার্থ নানা দেশে নানা নামে প্রস্তুত ও ব্যবহৃত হয়; Ballistite নামে ইতালীতে, Cordite নামে বৃটিশ সাম্রাজ্যে, Indurite নামে মার্কিন রাষ্ট্রে ব্যবহৃত হয়।

ধূমাবতী

দশমহাবিদ্যার (দ্রঃ) অন্যতম রূপ। বিবর্ণা, চঞ্চলা, দুষ্টা, দীর্ঘা, মলিনবস্ত্রপরিহিতা, বিমুক্তকেশা, রূক্ষা, বিধবা; বিরলদন্তা, কাকধ্বজ রথারূঢ়া; শূর্প-(কুলা)হস্তা, অতিরক্ত-নয়না, যুতহস্তা, বরান্বিতা, লম্বনাসিকা, পতিকুটিলা, কুটিলেক্ষণা, ক্ষুৎপিপাসা-র্দিতা, নিত্যভয়দা, কলহপ্রিয়া, ইত্যাদি রূপ তন্ত্রসারে বর্ণিত।

ধূম্রলোচন

অসুর শুম্ভের সেনাপতি; চণ্ডিকাদেবীকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য প্রেরিত হইলে দেবী হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

ধূম্রাট নক্ষত্রমণ্ডল (Avis Indica, The Bird of Pardise) দঃ আকাশে ১১টি তারা।

ধূম্রাক্ষ
রাবণের রাক্ষস সেনাপতি ; লঙ্কাযুদ্ধে হনুমান হস্তে নিহত হন।

ধৃতরাষ্ট্র
কৌরব। ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে জন্ম। জন্মান্ধ হইয়া ভূমিষ্ঠ হন বলিয়া রাজা হইতে পারেন নাই; কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু রাজা হন। গান্ধারীর গর্ভে দুর্যোধনাদি শতপুত্র হয়। মহাভারতের যুদ্ধের জন্য পরোক্ষভাবে ইনি দায়ী, কারণ ইনি সর্ব বিষয়ে দুযোধনকে সমর্থন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর ভীমকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে আহ্বান করেন, কিন্তু কৃষ্ণের বুদ্ধিতে লৌহ-ভীম তাঁহার নিকট প্রেরিত হয়; এবং তাহাই তিনি আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চূর্ণ করেন। যুধিষ্ঠিরের আশ্রয়ে ১৫ বৎসর থাকিয়া বনে যান ও সেখানে দাবাগ্নিতে মৃত্যু হয়।

ধৃষ্টকেতু
চেদিরাজ ; শিশুপালের পুত্র ; রাজধানী শক্তিমতী নগরী। ইনি পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ১৪শ দিবসে দ্রোণ কর্তৃক নিহত হন।

ধৃষ্টদ্যুম্ন
পঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র। দ্রোণবধের জন্য দ্রুপদ যে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, ধৃঃ সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত হন। দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় দ্রোণ অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া যখন মুহ্যমান হইয়া পড়েন, সেই অসতর্ক মুহূর্তে ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার শিরচ্ছেদ করেন। যুদ্ধান্তে অশ্বথমা ইঁহাকে রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করেন।

ধেনুক
এই অসুর বৃন্দাবনের নিকট বাস করিত ও নন্দ গোপাদির উপর উপদ্রব করিত। বলরাম যুদ্ধে ইহাকে বধ করেন।

ধোড়া সাপ
বিষহীন দীর্ঘকায় সাপ ; ইহারা জলের মধ্যে চলিতে পারে, গাছেও উঠিতে পারে।

ধোপা, রজক
পেশা ও বর্ণ। প্রধান ব্যবসায় কাপড় কাচা। হিন্দু ধোপাদের মধ্যে ২০ উপবর্ণ আছে। চাষা-ধোপার মধ্যে উত্তর-রাঢ়ী, দক্ষিণ-রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ৩ ভাগ আছে। বঙ্গদেশে আড়াই লক্ষর উপর ধোপার বাস ; ইহাদের মধ্যে বিহারী বা পশ্চিমা অনেক। বাঙালী ধোপা খুব কমই ধোপার কাজ করে। কলিকাতা ও বড়শহরে 'ডাইং ক্লিনিং' নামে একটি নূতন ব্যবসায় হইয়াছে। ইহারা ধোপাকে দিয়া কাপড় কাচাইয়া দেয়।

ধোপার কাজ বা কাপড় ধোলাই (Laundry)
কাপড় কাচিবার নানাপ্রকার বিধান আছে ; পল্লীগ্রামে সাধারণত সাজিমাটি, কলায় বাসনা, বিষকাটালি প্রভৃতি ভস্ম-দ্রাবণ দ্বারা কাপড় পরিষ্কার করা হইত ; বর্তমানে গ্রামেও সোডা সহজে লভ্য বলিয়া তাহার দ্বারা কাপড় সাফ হয়। কাপড় কাচার প্রধান দুই উপায়ঃ—(১) কাপড় মসলা দ্বারা মাখিয়া জলে ভাপনায় সিদ্ধ করা ; (২) অথবা ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করা। কাপড় সিদ্ধ করিলে কাপড় সহজে নষ্ট হয়।··· কলিকাতার বাঙালী ধোপারা ১০০ খানি কাপড় কাচিবার জন্য আধসের করিয়া সাবান ও সাজিমাটি, একপোয়া সোডা এবং আধপোয়া চুন ব্যবহার করে ; হিন্দুস্থানী ধোপারা সেই জায়গায় দেড়সের সাজিমাটি, তিনপোয়া সাবান এবং দেড়পোয়া চুন ব্যবহার করে। ইহারা সোডা দেয় না। উড়িয়া ধোপারা ঐ পরিমান কাপড়ের জন্য দুইসের সাজি ও একসের চুন ব্যবহার করে।···বাঙালী ও হিন্দুস্থানী ধোপারা প্রথমতঃ কাপড় গোবর-জল মাখাইয়া একদিন ফেলিয়া রাখে ; ইহার পর সোডাআদি দ্রাবণে কাপড় মাখাইয়া জল নিংড়াইয়া ভাটিতে (দ্রঃ ভাটি) সাজাইয়া দেয়। একটা ভাটিতে ৩০০—৪০০ কাপড় আঁটে। তিন চারিটা টিন বা মাটির গামলাজাতীয় পাত্রে জল রাখিয়া তাহার তলায় আগুন দেওয়া হয় ; পাত্রের উপর কাপড়গুলি সাজানো হয় ; ইহাকে ভাটি বলে। জলের ভাপনায় কাপড় সিদ্ধ হইতে থাকে ; ৪—৫ ঘণ্টা উত্তাপের পর, ভাপনার জল কাপড়ের উপরিভাগে দেখা গেলে, উত্তাপের কার্য্য শেষ হয়। উত্তাপের প্রয়োগে সাজিমাটি ও চুন কস্টিকধর্মী হইয়া কাপড়ের সুতাকে নরম করে ; সাবানও এই বিষয় সাহায্য করে ; তখন জলে কাপড় কাচিলে তৈলাদি মল ধুইয়া বাহির হইয়া যায়। ভাটি হইতে পরদিন কাপড় বাহির করিয়া পুনরায় একবার সাবানের জলে সামান্য কাচা হয় ; তারপর কাপড় রৌদ্রে দিয়া সারাদিন জল সিঞ্চন করিয়া ভিজা রাখা হয়। তাহার পরদিবস জলে ভাল করিয়া কাচিয়া রৌদ্রে শুখাইয়া কলপ ও ইস্ত্রি করা হয়। সাজিমাটি ও চুনের 'বউল' বা জলে কাপড় সিজাইলে উহা 'খেয়ে' বা ক্ষয় হইয়া যায়। (দ্রঃ সাবান, রিঠা)

ধোঁয়া (Smoke)
কাঠ, কয়লা, পেট্রোল প্রভৃতি পদার্থ সম্পূর্ণভাবে দাহ না হইলে উহাদের অতি ক্ষুদ্র কণা অঙ্গার বা জলমিশ্রিত অঙ্গার-ধোঁয়া

রূপে উড়িয়া যায়। ইহার মধ্যে নানাবিধ পদার্থ থাকে। ধোঁয়ার জন্য শিল্প-পত্তনসমূহে দিবালোক ৩০% ভাগ কম হয় ও কুয়াশার জন্য ধোঁয়ার দায়িত্ব ২৫% ভাগ। ইহা গাছপালা, বাড়ীঘর ও মানুষের স্বাস্থ্যর বিশেষ ক্ষতি করে। ভালরূপে নির্মিত ষ্টোভ বা চুলীতে ধূম কম হয়। শহরের মধ্যে কল কারখানা হইতে ধোঁয়া ওঠে বলিয়া গভর্নমেন্ট হইতে এ বিষয়ে অনেক নিয়ম নিষেধ করিয়াছে, যেমন, কলের চিম্নি ৮০ ফুট উচ্চ করিতে হয়। পাথুরে-কয়লার ধোঁয়া চোলাই করিয়া আলকাতরা হয়। রান্নাঘরে কয়লার উনুনে যে ধোঁয়া হয়, তাহা কয়লার ধোঁয়া নহে, তাহা ঘুঁটে বা কাঠ পোড়ার ধোঁয়া। রান্না ঘরে এক-পোড়া কয়লা ব্যবহৃত হয়। ধোঁয়া বহু প্রকার শ্বাসরোগের জন্য দায়ী। ১৯১৫ সালে চিকাগো শহরের চিম্নি হইতে ধোয়ার ভিতর দিয়া (১৭৯,৫১১ টন্) ৪৭,৩৭,০০০ মণ কঠিন কণা পড়িয়াছিল।

ধোয়ী (১২ শতক)

জয়দেবের সমকালীন সংস্কৃত কবি। 'পবনদূত' নামে কাব্যে বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেন উহার নায়ক ও মলয়াচলবাসী গন্ধর্ব-কন্যা কুবলয়াবতী নায়িকা। রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মলয়াচলে উপস্থিত হন; তথায় কুবলয়াবতী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন। লক্ষ্মণসেন গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করিলে কুবলয়াবতী পবনকে রাজসমীপে তাঁহার দূতরূপে প্রেরণ করেন। কবি ধোয়ী বাঙালী ছিলেন।

ধৌম্য

অসিত ঋষির পুত্র; উৎকোচক নামক তীর্থে তপস্যা করিতেন; ইনি পাণ্ডবদের পুরোহিত ছিলেন।

ধ্রুব

উত্তানপাদ রাজা ও সুনীতির পুত্র। রাজার অপর পত্নী সুরুচির পুত্র উত্তম। ধ্রুব একদা পিতার ক্রোড়ে বসিবার আকাঙ্ক্ষা করায় বিমাতা কর্তৃক লাঞ্ছিত হয়। শিশু ধ্রুব পঞ্চম বষে বনে গিয়া হরির ধ্যানে মগ্ন হয়। বহু কাল তপশ্চর্যার পর ইনি গৃহে ফেরেন; তখন রাজা ইহাকে সিংহাসন দেন। ইঁহার দুই পত্নীর নাম ইলা ও ভ্রমি; শিষ্ট ও ভব্য নামে পুত্র হয়। যক্ষের হস্তে উত্তম নিহত হইলে ধ্রুব বহু কাল যক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন. লোক বিশ্বাস তিনি ধ্রুব লোকে গমন করেন। ধ্রুব উপাখ্যান অবলম্বনে বহু গান ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে।

ধ্রুব তারা (Polaris : Pole Star) নক্ষত্রনেমি, জ্যোতিরথ, ধ্রুব নক্ষত্র। শিশুমার বা Ursa Minor নক্ষত্র মণ্ডলের লেজের শেষ তারা (২য় শ্রেণী)। ইহার কোন গতি চোখে ধরা পড়ে না। দূরত্ব ৫৪.৪ আলোক-বর্ষ। ধ্রুব হইতে কেহ যদি পৃথিবীর উপর দূরবীন কষিত তবে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ১৯০২ অব্দে ঘটিতে দেখিতে পাইত। প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন এত কাল পরে চোখে পড়িত।......পৃথিবীর মেরুরেখা (axis) সোজা উত্তরদিকে বাড়াইয়া দিলে ধ্রুবর অতি নিকট দিয়া যায়। সুমেরু বা উঃ মেরুতে ধ্রুব ঠিক মাথার উপর থাকে। ক্ষিতিজ হইতে ধ্রুব নক্ষত্রর কৌণিক দূরত্বকে উহার উন্নতি বলে; সুমেরুতে ধ্রুবর উন্নতি ৯০°, অর্থাৎ সুমেরুতে ধ্রুবর আলোকরশ্মি ক্ষিতিজের সহিত ৯০° কোণ উৎপন্ন করে; সুমেরু হইতে প্রতি ১° দক্ষিণে ধ্রুবর উন্নতি ১° করিয়া কমিতে থাকে। অবশেষে নিরক্ষ রেখায় ধ্রুবকে ক্ষিতিজে দেখা যায়।

ধ্রুবমাতা নক্ষত্রপুঞ্জ (Andromeda)

অ্যানড্রোমিডার (দ্রঃ) আধুনিক সংস্কৃত নাম।

ধ্যান

অভিনিবেশ সহকারে ধ্যেয় বিষয় বা বস্তুর চিন্তাকে ধ্যান বলে। একাগ্রমনে ভগবৎ চিন্তার নাম ধ্যান। চীন দেশে বৌদ্ধদের একটি সম্প্রদায়ের নাম; চীনা উচ্চারণে 'চান' (chan); জাপানী ভাষায় উহা Zen। এই সম্প্রদায় জাপানে খুবই প্রবল।

ধ্যানচাঁদ

বিখ্যাত পাঞ্জাবী হকি খেলোয়াড়; ইনি বহুবার হকি খেলিয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড়।

ধ্যানসিংহ, রাজা

পঞ্জাবের রণজিৎসিংহের অন্যতম মন্ত্রী। পঞ্জাব কেশরীর মৃত্যুর পর (১৮৩৯) ইনি তাঁহার পুত্র খড়্গসিংহের অভিভাবক হন। খড়্গসিংহ ইঁহাকে অবিশ্বাস করিলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করেন; খড়্গের পুত্র মারা গেলে রাণী চাঁদকুমারী রাজ্যশাসনের চেষ্টা করেন; তখন ধ্যানসিংহ তাঁহাকেও পদচ্যুত করেন এবং সের সিংহকে রাজা করিয়া দেন ও রাণীকে হত্যা করেন। পরে অজিত সিংহ যুদ্ধে ইঁহাকে হত্যা করেন।

ধ্যানী বুদ্ধ

মহাযান বৌদ্ধধর্মে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কল্পনা করা হইয়াছে; যথা বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি। ইহার অনুরূপ পঞ্চ মানুষী বুদ্ধের নাম, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, গৌতম, মৈত্রেয়।

নওরোজ

পারসিকদের নব বৎসরের প্রথম দিন। মুঘল বাদশাহদের সময় ঐদিন বিশেষ উৎসব হইত; এখনও হায়দ্রাবাদে হয়।

নওরোজি, দাদাভাই (দ্রঃ দাদাভাই)

নকৃতা, নাকতা হাঁস (The Comb duck)

হংসাদি বর্গের বড় পাখী। ইহাদের মাথা শাদা, তাহাতে কালো ফুটকি। মদ্দা পাখীর ঠোঁটের উপরে খাঁজ আছে, দেখিতে নাকের মতন; তাই ইহাদের নাম নাকতা। (দ্রঃ সত্যচরণ লাহা, জলচারী পৃঃ ১৩৬)

নক্শ্‌বন্দ, মুহম্মদ বিন মুহম্মদ বাহাউদ্দিন বুখারী,

(৭১৭—৭৯১ হিঃ=১৩১৭—১৩৮৯ খ্রীঃ অঃ)

ইনি সুফীদিগের নক্শবন্দিয়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। নক্শ্‌বন্দ শব্দের অর্থ "চিত্রকর"। ইনি বুখারার নিকটস্থ কুশকে হিন্দোয়ান (কুশ্‌কে আরিফান) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি মুহম্মদ বাবা আস্‌সাম্মাসীর নিকট অধ্যাত্ম জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রেরিত হন। ইনি উচ্চৈঃস্বরে যিকর করিতেন। তাহা নক্শবন্দের পছন্দ না হওয়ায় তিনি আলা-উদ্দৌলা আব্দুল খালেক, যিনি চুপে চুপে যিকর করিতেন তাঁহার নিকট গেলেন। ইহাতে তাঁহার এবং সাম্মাসীর অপরাপর শিষ্যদের মধ্যে মনান্তর ঘটে; কিন্তু পরে নক্শ্‌বন্দের মতই উত্তম বলিয়া তাহাই গৃহীত হয় এবং পূর্ব্বোক্ত সুফী তাঁহার মৃত্যুশয্যায় তাঁহাকে (নক্শবন্দকে) তাঁহার খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই ঘটনার পর নক্শ্‌বন্দ সমরকন্দে ও তথা হইতে বুখারা যান। অতঃপর তথা হইতে নিজ গ্রামে এবং সেখান হইতে নসফ যান। এখানে তিনি সম্মাসীর জনৈক প্রতিনিধি আমীর কুলানের নিকট তাসাউফ শিক্ষা করেন। অতঃপর নানাস্থানে কয়েক বৎসর তাসাউফ শিক্ষা করার পর দ্বাদশ বৎসকাল সমর-কন্দে সুলতান খলীলের অধীনে রাজকার্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সুলতানের পতনের পর (হিঃ ৭৪৭=১৩৪৭ খৃঃ অঃ) তিনি যেওয়ারতুনে ফিরিয়া আসেন ও তথায় সাত বৎসর জনহিতৈষীণায় ও পশুপালনে এবং পরবর্ত্তী সাত বৎসর পথ মেরামতির কার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিবসগুলি তাঁহার জন্মস্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ইব্‌নে বতুতা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। রাশাহাত, শাকায়েকুন নোমানিয়া, নাফাহাতুল উনস্‌ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। (দ্রঃ সুফী)

নকিব খাঁ (মৃঃ ১৬১৪)

আসল নাম গিয়াসউদ্দীন আলী। ইঁহার পিতা আবদুল লতিফ পারস্য হইতে পলাইয়া আসেন ও আকবর শাহের আশ্রয় লাভ করেন। নকিব খাঁ সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন ও পারশী ভাষায় যেসব সংস্কৃত গ্রন্থের তর্জমা হয়, তাহাতে সাহায্য করেন; মহা-ভারতের অনুবাদ ইঁহার দ্বারা আরম্ভ হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কালে আজমীরে মৃত্যু হয়।

নকুটি পাখী (Martin ; Cotyle sinensis)

চটক সদৃশ শাখাশ্রয়ীবর্গের ৫।৬ আঙুল দীর্ঘ পক্ষী। পক্ষ খয়রা; নদীর ধারে দলে দলে বাস করে। (যোগেশ)

নকুল

(১) চতুর্থ পাণ্ডব। পাণ্ডুর ক্ষেত্রে মাদ্রীগর্ভে অশ্বিনীকুমারের ঔরসে নকুল ও সহদেবের জন্ম। পাণ্ডুর মৃত্যুতে মাদ্রী সহমৃতা হইলে কুন্তীর দ্বারা লালিত হন। দ্রৌপদীর গর্ভে শতানীক নামে পুত্র জন্মে। অজ্ঞাতবাস কালে গ্রন্থিক নাম লইয়া অশ্বাধ্যক্ষরূপে বিরাট রাজগৃহে বাস করেন। মহাভারতের উপাখ্যানের সহিত ইঁহার ইতিহাস জড়িত। মহাপ্রস্থানপথে নিজ রূপের গর্ব ছিল বলিয়া মৃত্যু হয়। (২) অশ্ববৈদ্য। ১৮ অধ্যায়ে অশ্ববৈদ্যক নামে গ্রন্থ রচয়িতা।

নক্স ভমিকা (Nux vomica)

কুচিলা (দ্রঃ) গাছের বীজ। দঃ ভারতে প্রচুর এবং ভারতের বাহির বর্মাদেশে ও উঃ অস্ট্রেলিয়ায় পাওয়া যায়। ইহা হইতে Strychnine বিষ হয়; এছাড়া রঙ ও তেল হয়। ঔষধে ব্যবহৃত হয়। হোমিওপ্যাথির একটি প্রধান ঔষধ।

নক্ষত্রপুঞ্জ (Constellations)

আকাশে যেসব নক্ষত্র দেখা যায়, তাহাদের কতকগুলিকে লইয়া এক একটি রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। প্রাচীন মিশর, বাবিলনে সব প্রথম জ্যোতিষীরা এইসব মূর্ত্তি বা রূপ কল্পনা করে; তথা হইতে সেইসব নাম গ্রীসে ও ভারতে আসে। সত্যকার তাহাদের রূপ নাই এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব অপরি-সীম। ইহাদের সম্বন্ধে গ্রীক পুরাণে সুন্দর সুন্দর আখ্যান আছে; ভারতীয় পুরাণেও নক্ষত্রদের গল্প পাওয়া যায়।

নক্ষত্রপুঞ্জর নাম

উত্তর ও দক্ষিণ আকাশে ৮৫টি নক্ষত্রপুঞ্জ কল্পনা করা হইয়াছে;

সকলগুলির দেশীয় নাম নাই; অধিকাংশ নামই গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত। দেশীয় নামগুলির অধিকাংশই অধুনা সৃষ্ট।

প্রথম বীথী—১। পর্শুমণ্ডল (Perseus), ২। উত্তর ত্রিকোণ মণ্ডল (Triangulum), ৩। পাশ্চাত্য মেষরাশি (Aries), ৪। তিমি মণ্ডল (Cetus) ৫। যজ্ঞকুণ্ড মণ্ডল (Fornax), ৬। যামী মণ্ডল (Eridanus)।

দ্বিতীয় বীথী—৭। চিত্রক্রমেল মণ্ডল (Camelopardalis), ৮। ব্রহ্ম মণ্ডল (Auriga), ৯। পাশ্চাত্য বৃষরাশি (Taurus), ১০। ঘটিকা মণ্ডল (Horologium), ১১। স্বর্ণাশ্ম মণ্ডল (Dorado), ১২। আঢ়ক মণ্ডল (Reticulum)।

তৃতীয় বীথী—১৩। পাশ্চাত্য মিথুন রাশি (Gemini), ১৪। কাল পুরুষ মণ্ডল (Origin), ১৫। শশ মণ্ডল (Lepus), ১৬। কপোত মণ্ডল (Columba), ১৭। মৃগব্যাধ মণ্ডল (Cam's Major), ১৮। অর্ণবযান মণ্ডল (Argo). ১৯। চিত্রপট্ মণ্ডল (Pictor), ২০। অভ্র মণ্ডল (Nebecula major). ২১। চন্তাল মণ্ডল (Mensa)।

চতুর্থ বীথী--২২। বন মার্জার মণ্ডল (Lynx), ২৩। পাশ্চাত্য কর্কট রাশি (Cancer), ২৪। শুনী মণ্ডল (Canis minor), ২৫। একশৃঙ্গি মণ্ডল (Monoceros), ২৬। কৃকলাস মণ্ডল (Chamaeleon), ২৭। পত ত্রিমীন মণ্ডল (Piscis Volans)।

পঞ্চম বীথী—২৮। সিংহ শাবক মণ্ডল (Leominor), ২৯। পাশ্চাত্য সিংহ রাশি (Leo), ৩০। হ্রদসর্প মণ্ডল (Hydra), ৩১। ষষ্ঠাংশ মণ্ডল (Sextans), ৩২। বায়ুযন্ত্র মণ্ডল (Antlia Pneumatica)।

ষষ্ঠ বীথী—৩৩। ঋক্ষ মণ্ডল, চিত্রশিখণ্ডি মণ্ডল, ৩৪। সপ্তর্ষি মণ্ডল (Ursa Major), ৩৫। সারমেয় যুগল মণ্ডল (Canes venatici), ৩৬। করিমুণ্ড মণ্ডল (Corna Berenices), ৩৭। পাশ্চাত্য কন্যারাশি (Virgo), ৩৮। করতল মণ্ডল (Carvus), ৩৯। কাংস্য মণ্ডল (Crater), ৪০। ত্রিশঙ্কু মণ্ডল (Crux), ৪১। মক্ষিকা মণ্ডল (Musca)।

সপ্তম বীথী—৪২। শিশুমার মণ্ডল (Ursa minor), ৪৩। ভূতেশ মণ্ডল (Bootes), ৪৪। পাশ্চাত্য তুলারাশি (Libra), ৪৫। শার্দ্দুল মণ্ডল (Lupus), ৪৬। মহিষাসুর মণ্ডল (Centaurus), ৪৭। বৃত্ত মণ্ডল (Circinus). ৪৮। ধুম্রাট মণ্ডল (Apus)।

অষ্টম বীথী—৪৯। হরকুলেশ মণ্ডল (Hercules), ৫০। উত্তর কিরীট মণ্ডল (Corona Borealis), ৫১। সর্প মণ্ডল (Serpens), ৫২। পাশ্চাত্য বৃশ্চিক রাশি (Scorpio), ৫৩। দক্ষিণ ত্রিকোণ মণ্ডল (Triangulum Australe), ৫৪। মানদণ্ড মণ্ডল (Norma)।

নবম বীথী—৫৫। তক্ষক মণ্ডল (Draco), ৫৬। বীণা মণ্ডল (Lyra), ৫৭। সর্পধারি মণ্ডল (Ophinelus), ৫৮। পাশ্চাত্য ধনুরাশি (Sagittarius), ৫৯। দক্ষিণ কিরীট মণ্ডল (Corolla or Corona australis), ৬০। দূরবীক্ষণ মণ্ডল (Telescopium), ৬১। বেদি মণ্ডল (Ara)।

দশম বীথী—৬২। বক মণ্ডল (Cygnus), ৬৩। শৃগাল মণ্ডল (Vulpecula), ৬৪। বাণ মণ্ডল (Sagitta), ৬৫। গরুড় মণ্ডল (Aquila), ৬৬। শ্রবিষ্ঠা মণ্ডল (Delphinus), ৬৭। পাশ্চাত্য মকররাশি (Capricorn), ৬৮। অনুবীক্ষণ মণ্ডল (Microscopium), ৬৯। সিন্ধু মণ্ডল (Indus), ৭০। ময়ূর মণ্ডল (Pavo), ৭১। অষ্টাংশ মণ্ডল (Octans)।

একাদশ বীথী—৭২। শেফালি মণ্ডল (Cepheus), ৭৩। গোধা মণ্ডল (Lacerta), ৭৪। পক্ষিরাজ মণ্ডল (Pegasus), ৭৫। অশ্বতর মণ্ডল (Equlens), ৭৬। পাশ্চাত্য কুম্ভরাশি (Aquarius), ৭৭। দক্ষিণ মীনমণ্ডল (Piscis Australis), ৭৮। সারস মণ্ডল (Grus), ৭৯। চঞ্চুভৃৎ মণ্ডল (Toucan)।

দ্বাদশ বীথী—৮০। কাশ্যপীয় মণ্ডল (Cassiopeia), ৮১। দ্রবমাতা মণ্ডল (Andromeda), ৮২। পাশ্চাত্য মীন রাশি (Pirces), ৮৩। ভাস্কর মণ্ডল (Sculptor), ৮৪। সম্পতি মণ্ডল (Phœnix), ৮৫। হ্রদ মণ্ডল (Hydrus)।

নক্ষত্র প্রকরণ

২৭ নক্ষত্রের নাম—১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা, ৪ রোহিনী, ৫ মৃগশিরা, ৬ আর্দ্রা, ৭ পুনর্বসু, ৮ পুষ্যা, ৯ অশ্লেষা, ১০ মঘা, ১১ পূর্বফাল্গুনী, ১২ উত্তরফাল্গুনী, ১৩ হস্তা, ১৪ চিত্রা, ১৫ স্বাতী, ১৬ বিশাখা, ১৭ অনুরাধা, ১৮ জ্যেষ্ঠা, ১৯ মূলা, ২০ পূর্বাষাঢ়া ২১ উত্তরাষাঢ়, ২২ শ্রবণা, ২৩ ধনিষ্ঠা, ২৪ শতভিষা, ২৫ পূর্বভাদ্রপদা, ২৬ উত্তর ভাদ্রপদা, ২৭ রেবতী। ইহাদিগকে চন্দ্রের পত্নী কল্পনা করা হয়; চন্দ্র একমাসে ইহাদের অতিক্রম করে।

নখ (Nails)

হাত ও পায়ের অগ্রভাগে নখ গজায়। চামড়ার উপরের কোষগুলি কঠিন হইয়া নখে পরিণত হয়; চতুষ্পদ জন্তুদের নখ ক্ষুরের তুল্য; হাড়ের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। মানুষের নখ সর্বদাই বাড়ে। নিয়মিতভাবে কাটা প্রয়োজন; কিন্তু উপরের এনামেল চাঁচিয়া উঠানো খুব খারাপ। দীর্ঘ নখ রাখা অস্বাস্থ্যকর। নখের মল খাদ্যের সঙ্গে পেটে যাওয়া অবাঞ্ছনীয়। পূর্বে চীনদেশের সম্ভ্রান্ত মহিলারা অতি যত্নে দীর্ঘ নখ রাখিত।

নখিন্দর

'কবিকঙ্কণ চণ্ডী'র উপাখ্যানের একজন নায়ক। চাঁদ সদাগরের পুত্র। নখিন্দরের পত্নীর নাম বেহুলা; মনসাদেবীকে চাঁদসদাগর

পূজা না দেওয়ায় বিবাহবাসরে কালসাপের দংশনে নখিন্দরের মৃত্যু হয়। বেহুলা মৃতপতি লইয়া ভাসিতে ভাসিতে দেবলোকে উপস্থিত হন, ও নৃত্যগীতে দেবতাদিগকে ও মনসাদেবীকে তুষ্ট করিয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। নখিন্দরের গীত গ্রামে লোকে এখনো গাহে। (দ্রঃ বেহুলা, মনসার ভাসান)

নগর (City, Town)

প্রাচীনকালে 'নগ' বা পর্বতের উপর রাজশাসন কেন্দ্র বা প্রাসাদাদি দুর্গ নির্মিত হইত। ক্রমে সভ্যতা ও শান্তি বিস্তারের সঙ্গে লোকে নদীতীরে সমতল ক্ষেত্রে শিল্প বাণিজ্যাদির সুবিধা দেখিয়া নগর পত্তন করিল। সভ্যতা ভব্যতার আদর্শ ছিল নগরে ; গ্রাম ছিল অশ্লীল ; সেইজন্য অমরকোষে আছে 'গ্রাম্যো-অশ্লীলো বা'। নগরবাসী সভ্যদের বলা হইত 'নাগর' ; তাহারা লেখাপড়া করিত ও যে-লিপি লিখিত তাহা হইল নাগরী। নগরের লোকেরা জুতা পায়ে পরিত বলিয়া জুতার এক নাম 'নাগরা'।... প্রাচীন বাস্তুশিল্প শাস্ত্রে নগর বিন্যাস সম্বন্ধে বহু বিস্তারে আলোচনা আছে। জয়পুর হিন্দু শিল্পশাস্ত্র অনুসারে নির্মিত আদর্শ নগরী। (Town-planning in Ancient India, Calcutta University)

নগর ও গ্রাম

কৃষিপ্রধান সভ্যতার কেন্দ্র গ্রাম ; শিল্প ও কারখানার কেন্দ্র শহর ও নগর। ১৯ শতকে পৃথিবীর সর্বত্র নূতন শহর ও নগর গড়িয়া উঠে ; রাজনৈতিক, বা আর্থিক দিক হইতে অধিকাংশ নগরের উৎপত্তি হয়। ভারতে শহর ও নগরের সংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য, তেমনি অনেক প্রাচীন গণ্ডগ্রাম ও নগর লুপ্ত হইয়াছে। ১৯৩১ ভারতে ৬,৯৯,৪০৬টি গ্রাম শহরাদি ছিল (জনসংখ্যা ৩৫·২৮ (কোটি) । ইহার মধ্যে গ্রাম ৬,০৬,৮৩১ (জন ৩১·৩৮ কোটি)। শহরাদি ২৫৭৬ (জন ৩·৮৯ কোটি)। লক্ষাধিক লোকপূর্ণ নগরের সংখ্যা ৩৮ মাত্র ; ৯৬ লক্ষ লোক ঐ শ্রেণীর নগরে বাস করে ; ৫০ হাজার হইতে লক্ষ জনপূর্ণ শহর ৬৫ (৪৫ লক্ষ বাসিন্দা)। ২০—৫০ হাজার জনপূর্ণ শহর ২৬৮ ৮০ লক্ষ বাসিন্দা) ; ১০—২০ হাজার পূর্ণ শহর ৫৪৩ (৭৪ লক্ষ জন বাসিন্দা) ; ৫—১০ হাজার জনপূর্ণ শহর ৯৮৭ (৬৯ লক্ষ) ; ৫ হাজারের কম জনপূর্ণ শহর ৬৭৪ (২২ লক্ষ)।...বর্তমান যুগে মানুষের গতি চলিয়াছে নগরাভিমুখে, সেখানে শিক্ষা চিকিৎসা চাকুরী স্বাস্থ্য আমোদ প্রমোদ উত্তেজনা সব পাওয়া যায়। গ্রামের পথঘাট শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি এমন আদিম যুগের যে বর্তমানে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকে সেখানে থাকিতে চায় না।

নগেন্দ্র নাথ ঘোষ (১৮৫৪—১৯০৯)

N. N. Ghose নামে সুপরিচিত। পিতা ভগবতিপ্রসন্ন ঘোষ হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। বি. এ. পড়িবার সময়ে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাত যান ; অকৃতকার্য হইয়া ব্যারিস্টারী পাশ করিয়া ১৮৭৬এ দেশে আসেন। কিন্তু উহা না করিয়া মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক ১৮৮২ ও পরে অধ্যক্ষ হন ; জীবনের শেষ পর্যন্ত ঐ কার্য করেন। কিছুকাল Indian Echoর সম্পাদক। Indian Nation নামে পত্রিকা ১৮৮৩ হইতে ১৯০৯ পর্যন্ত সম্পাদন করেন। ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁহার England's Work in India বহুকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল। কৃষ্ণদাস পালের চরিত আলোচনা ও দাতা নবকৃষ্ণের জীবনী রচয়িতা। ইনি রাধাসোয়ামি সৎসঙ্গের ভক্ত ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (১৮৫৩—১৯১৩)

ব্রাহ্ম প্রচারক ও লেখক। জন্মস্থান হুগলী বাঁশবেড়ে ; পিতা দ্বারকানাথ। ইঁহার রচিত গ্রন্থ ; 'ধর্ম জিজ্ঞাসা', 'থিওডোর পার্কারে'র জীবনী। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী' (১৮৮১) রাজনৈতিক কাযে ইনি সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতিকে সর্বদা সহায়তা করিতেন। ইনি বিশিষ্ট বাগ্মী ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি প্রেততত্ত্বে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মৃঃ ১৯৪০)

সাহিত্যিক। চিত্রশিল্পী সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তর পিতা। ইনি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি কবিতা Sheafs নামে তর্জমা করেন। 'লীলা' (১৮৯২), 'তমস্বিনী' (১৯০০) রচয়িতা ও সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত 'বিদ্যাপতির পদাবলী' সম্পাদক।

নগেন্দ্রনাথ বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব (১৮৬৬—১৯৩৮)

'বিশ্বকোষ' বা বাঙালা এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার সম্পাদক। যৌবনে 'তপস্বিনী ভারত' নামে পত্রিকার সম্পাদক। হরিরাজ, পার্শ্বনাথ, লাউসেন, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি নাটক-রচয়িতা। বিশ্ব-কোষ, ১ম ভাগ, রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন ১২৯১—৯৩। ২য় ভাগ হইতে নগেন্দ্রনাথ সম্পাদন করেন ; ১৩১৮ সালে প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। ১৩২০—১৩৩৮ হিন্দী সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৩৪০এ ২য় সংস্করণ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় উহার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' বহু খণ্ডে রচিত। ময়ূরভঞ্জের প্রত্নতত্ত্ব (ইং) ; Modern Buddhism, Social History of Kamrup। ইনি বহুকাল 'সাহিত্য', 'কায়স্থ পত্রিকা' ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। অনেকগুলি প্রাচীন বাঙলা গ্রন্থের সম্পাদক ; বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তথাকথিত 'শূন্যপুরাণ' (দ্রঃ)।

নগেন্দ্রনাথ সোম (১৮৭০—১৯৪০)

সাহিত্যিক। বাসস্থান হুগলী-চুঁচুড়া-সরিষা গ্রাম। পিতা

মহেন্দ্রনাথ। 'প্রেম ও প্রকৃতি' (১৯০৮), 'শ্মশানসন্ধ্যা' নামে কাব্য, 'বারাণসী' নামে ভ্রমণ-কাহিনী, (১৯১১) 'মধুস্মৃতি' নামে মাইকেলের জীবনী রচয়িতা।

নগ্নজিৎ

কোশলের রাজা; শ্রীকৃষ্ণর অন্যতমা পত্নী নাগ্নজিতীর পিতা। রাজার প্রতিশ্রুতি মত তাঁহার দ্বারা রক্ষিত সাতটি বন্য বৃষ বধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে লাভ করেন।

নগ্নতা (Nudity)

প্রাচীন ভারতীয় সদাচারের (Etiquette) আদর্শ স্মৃতি ও পুরাণাদি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত আছে। তদনুসারে নগ্ন অবস্থায় নিজকে বা অপরকে দেখা নিষেধ ছিল।...কতকগুলি ধর্ম সম্প্রদায় বিবস্ত্র থাকিত—যেমন জৈনদের মধ্যে দিগম্বর শাখার সন্ন্যাসীরা। আলেকজেন্দার যে জিমনোসোফিস্ট সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ পান, তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতেন। এখনো নাগা সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকে। ইউরোপে নগ্নতা সম্বন্ধে ধারণা অন্যরূপ। গ্রীকরা নগ্নভাবে ব্যায়াম করিত। কিছুকাল জারমেনীতে Nudist বা উলঙ্গদের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে মেয়েরা সাধারণত একফেরতা সাড়ী কাপড় পরে; তাহাতে দেহের নগ্নতা নিবারণ হয় না; পূর্ববঙ্গে দুই ফেরতা করিয়া মেয়েরা কাপড় পরে। সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির মেয়েরা খুব মোটা কাপড় পরে। দঃ ভারতে ও ছোটনাগপুরের কয়েকটি জাতের মধ্যে মেয়েরা উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখে। দেশ, ধর্ম ও উপজাতীয় সংস্কারভেদে নগ্নতার আদর্শ পৃথক।

নগ্নীভবন (Denudation) ভৌগোঃ সংজ্ঞা

আবহ-বিকার (weathering), অপসারণ (transportation) ও কর্ষণের (corrosion)-এর সম্মিলিত ফলে ভূমির ক্ষয় (erosion) সংঘটিত হয়। এইরূপ ক্ষয়ের ফলে ভিতরের ভূমির উপাদান ক্রমশ বাহিরে প্রকাশ পায়; এই সম্মিলিত কাজকে নগ্নীভবন (denudation) বলা হয়।

নচিকেতা

কঠোপনিষদের প্রারম্ভে নচিকেতা ও যমের উপাখ্যান আছে। বাজশ্রবা নামে কোন ব্যক্তি যজ্ঞফল লাভেচ্ছু হইয়া এক যজ্ঞে আপনার সর্বস্ব দান করেন। তাঁহার পুত্র নচিকেতা বারম্বার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমায় কাহাকে দিবেন।' পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন 'মৃত্যুকে দিব।' নচিকেতা পিতৃসত্য পালনার্থ যমের গৃহে তিন দিন যাপন করেন ও তাঁহার নিকট হইতে পরমার্থবিষয়ক উপদেশ গ্রহণ করেন। ইহাই কঠোপনিষদে বিবৃত হইয়াছে।... হিন্দুদের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নচিকেতা-যম সংবাদ পঠিত হয়।... মহাভারতে নচিকেতাকে উদ্দালক ঋষির পুত্র বলা হইয়াছে। নচিকেতা পিতার দ্বারা নদীতীরে পরিত্যক্ত ফলমূলাদি আনিতে অসমর্থ হওয়ায়, পিতৃশাপে যমপুরীতে যান। তথাকার পুণ্যস্থানসমূহ দর্শন করিয়া নিজগৃহে ফিরিয়া আসেন।

নজফ খাঁ (১৭৭২—৮২)

বাদশাহ শাহ আলমের পারসিক মন্ত্রী; ইনি মুঘল শক্তি পুন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। ইনি জাটদের শক্তি নষ্ট করেন।

নজ্‌ম উদ্দীন কুবরা (মৃঃ ১২২৬ খৃ অ)

পারস্যের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সুফী, কুবরাইয়া বা জাহারিয়া সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। ইহার পূর্ণ নাম আবুল জনাব নজম-উদ্দীন আলকুবরা আলের খিওয়াকী আল খাওয়ারেজমী; উপাধি "আত্তাম্‌নাতুল কুবরা" ও শায়খ (লৌকিক বানান 'শেখ') ওলী তারাশ; জন্ম খাওয়ারেজমের খিওয়াক শহরে (৫৪০ হিঃ ১১৪৫ খৃঃ)। মাজদুদ্দীন বাগ-দাদী, (প্রসিদ্ধ ফরিদউদ্দীন আত্তারের গুরু), সা'উদ্দীন হামাবী, বাবা কামাল জন্দী, শায়খ রজিউদ্দীন আলী লালা, সয়ফউদ্দীন বাখরাযী, নজমউদ্দীন রাযী প্রভৃতি বিখ্যাত সুফীগণের গুরু। জালালউদ্দীন রুমীর পিতা বাহাউদ্দীন ওয়ালদও তাঁহার শিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইনি ১৩ই জুলাই ১২২৬ খৃ অঃ মোঙ্গলগণ কর্তৃক খাওয়ারেজম অধিকারের সময় নিহত হন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

নজরুল ইসলাম, কাজী (জন্ম ১৩০৬)

বাঙালী মুসলমান কবি। জন্মস্থান বর্ধমান-চুরুলিয়া। গত মহা-যুদ্ধের সময়ে মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে ইনি সৈনিক হন (১৯১৬) ও ইরাক প্রভৃতি স্থানে যান। ১৯২১ দেশে ফেরেন। মুজঃফর আহমদের সহযোগে ইনি কৃষাণ ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন; নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙ্গল প্রভৃতি সংবাদপত্র সম্পাদন করেন; কিন্তু সবগুলি রাজরোষে পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। একটি রচনার জন্য ছয় মাস কারাগার হয়। ইঁহার কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ নিষিদ্ধ (proscribed) হয়। ইনি বর্তমানে রাজনীতি ছাড়িয়া সাহিত্য সাধনায় ও সঙ্গীত রচনায় মন দিয়াছেন। ইঁহার গ্রন্থসমূহ; উপন্যাস বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, রিক্তের বেদনা, ব্যথার দান। কাব্য—চিত্তনামা, পুবের হাওয়া, দোলন চাঁপা, অগ্নিবীণা প্রভৃতি। কয়েকখানি গানের বই—সুরসাকী, নজরুল গীতিকা, বুলবুল ইত্যাদি। ইঁহার বহু সঙ্গীত বিশেষ জনাদর লাভ করিয়াছে।

নজাশী, আবিসীনিয়ার সম্রাটদের উপাধি। হজরত মুহম্মদের জীবিতকালে যে নজাশী (Negus) জীবিত ছিলেন তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় দল আবিসীনিয়াগামী মুহাজের (আশ্রয়-

প্রার্থী)-দিগকে সাদরে গ্রহণ করেন ও কোরায়শগণ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে গেলে তাঁহাদের হস্তে আশ্রয়প্রার্থীদিগকে সমর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি স্বয়ং ইসলাম গ্রহণ করেন। হঃ মুহম্মদ তাঁহার জানাজায়ে গায়ের নমাজ সম্পন্ন করেন।

নজ্জারিয়া. মুহম্মদ ইবনে মুহমুদ ইবনে হুসায়ন স্থাপিত সম্প্রদায়। এইমত মু'তাযিলা মতের অন্তর্ভুক্ত। ইহাতে মু'তাযিলাদিগের ন্যায় ঈশ্বরের গুণরাশি তাঁহার অস্তিত্বের ন্যায় অনাদি অনন্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় না। ইহাদের মতে ও আল্লাহ তায়ালা স্বর্গে দৃশ্যমান হইবেন না। কিন্তু তাহাদিগের ন্যায় ইহারা তকদীর বা পূর্বনির্দিষ্ট ভাগ্যে (Predestination) বিশ্বাসী নহে। শরহে মাওয়াকিফ মতে ইহারা বুরগুছিয়াহ, যাফরানিয়া এবং মুস্তাদ-রিকাহ্‌ এই তিন ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত।

নট্‌ (Knot)

সমুদ্রে জাহাজের গতি মাপিবার মান।

১ নট্‌= ১'১৫১৫ মাইল।	১০ নট্‌=১১'৫১৫১ মাইল।
১৫ নট্‌=১৭'২৭২৭ মাইল।	২০ নট্‌=২৩'০৩০৩ মাইল।
২৫ নট্‌=২৮'৮৮৭৮ মাইল।	৩০ নট্‌=৩৩'৩৯৩৯ মাইল।
৩৫ নট্‌=৪০'৩০৩০ মাইল।	৪০ নট্‌=৪৬'০৬০৬ মাইল।
৪১ নট্‌=৪৭'২১২১ মাইল।	৪২ নট্‌=৩৮'৩৬৩৬ মাইল।

নট, নটী

প্রাচীন ভারতে নর্তকদের নাম। অর্থাৎ নাট্যশাস্ত্রকার ভরত মুনির প্রবর্তিত নৃত্যাদি ইহারা করিত বলিয়া ইহাদিগকে 'ভরত-পুত্রক' বলা হইত। রঙ্গজীবী, সর্ববেশী, জায়াজীবী প্রভৃতি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। প্রায়ই সমাজের বর্ণশঙ্কর জাতি এই পেষা গ্রহণ করিত।...বর্তমানে গ্রামে নেটুয়া নামে চলিত মুসলমানদের মধ্যে 'নোটো' প্রভৃতির নাচ গান আছে।...রবীন্দ্রনাথের 'নটীর পূজা' নামে একটি ক্ষুদ্র নাটিকা আছে। কথা ও কাহিনীতে 'পুজারিণী' নামে কবিতা অবলম্বনে ইহা রচিত। মূল গল্পটি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 'অবদান শতক' হইতে গৃহীত।

নটিয়া, নট্যে শাক (Amarantus)

মারিষাদি বর্গের বর্ষায়ু শাক। বন্য কাঁটা গাছও আছে। কৃষিজাত শাকও বটে; ডেঙ্গো খুব বড় শাক গাছ। নানা কৃষিজাত নট্যে আছে - শাদা, বাঁশ, গুড়, কাঁটা, চাঁপা, গোবরিয়া, কন্‌কা। সংস্কৃত তণ্ডুলীয়, বাঙলার চাঁপা ও ক্ষুদে নটে। জলতণ্ডুলীয়কে কাঁচড়া দাম, মারিষকে কাঁটা নট্যে বলে। বৈদ্যক শাস্ত্রে বহুবিধ প্রয়োগ। (দ্রঃ যোগেশ)

নটেশন, জি.এ, রাও বাহাদুর (জঃ ১৮৭৪)

মাদ্রাজের সাংবাদিক, প্রকাশক ও রাষ্ট্রনীতিক। Indian Review মাসিকের সম্পাদক ও জি.এ. নটেশন নামে বিখ্যাত-পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীর মালিক। মাদ্রাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ও কর্পোরেশনে ২৫ বৎসর সদস্য ছিলেন। কাউন্সিল অব্ স্টেটের সরকার মনোনীত সদস্য ১৯২১—২৬, ১৯২৭—৩১, ১৯৩৩। National Liberal Federation নামে রাষ্ট্রনীতিক সঙ্ঘের অন্যতম সম্পাদক। টারিফ বোর্ডের সভ্য ১৯৩৩-৩৪। নটেশন কোম্পানী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রচনাবলী, ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রকাশ করিয়াছে।

নদী (Rivers)

নদী সাধারণত পার্বত্য প্রদেশে বৃষ্টির জল, প্রস্রবণের জল, তুষার-গলা জল, হিমবাহের জল ও হ্রদের জল হইতে উৎপন্ন হয়। যে জায়গা হইতে নদী উৎপন্ন হয়, তাহাকে নদীর 'উৎস ভূমি' (source) বলে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা (streamlets) নিম্নদিকে প্রবাহিত হইয়া নদী সৃষ্টি করে; নদী যেখানে সাগরে বা হ্রদে পতিত হয় তাহাকে মোহনা (mouth) বলে। দুইটি নদীর মিলন স্থানকে সঙ্গম (confluence) বলে।...যেসকল নদী কেবলমাত্র বৃষ্টির জল হইতে উৎপন্ন ও পুষ্ট হয়, তাহারা বন্যার পর প্রায়ই শুকাইয়া যায়, যেমন অজয় প্রভৃতি নদ।...যেসকল ছোট নদী প্রধান জল ধারায় পতিত হয় তাহাদিগকে উপনদী (tributaries) বলে; যেসকল শাখা প্রশাখা মূল নদী হইতে ভাঙিয়া নদী, সাগর বা হ্রদে পড়ে, তাহাদিগকে শাখা নদী (branches বা distributaries) বলে। মূল নদী ও তাহার উপনদীর দ্বারা যে অঞ্চলের জল নদীতে বাহিত হয়, তাহাকে নদীর অববাহিকা (basin) বলে। (দ্রঃ পঞ্চানন সিংহ, প্রবেশিকা ভূগোল)।

নদী, বড় বড় (The longest rivers)

নদীর নাম	কোন দেশে	কোথায় পড়িতেছে	কত মাইল
মিসৌরি-মিসিসিপি	যুক্তরাষ্ট্র	(মেক্সিকো উপঃ)	৪৫০২
আমাজোন	দঃ আমেরিকা	(অতলান্তিক)	৪,০০০
নীল	আফ্রিকা	(ভূমধ্যসাগর)	৪,০০০
ইয়াংসি	চীন	(প্রশান্ত মহাসাগর)	৩,৪০০
য়েনিসি	সাইবেরিয়া	(আর্কটিক)	৩,৪০০
কংগো	আফ্রিকা	(অতলান্তিক)	৩,০০০
লেনা	সাইবেরিয়া	(আর্কটিক)	২,৮০০
মেকং	বৃহত্তর ভারত	(চীনসাগর)	২,৮০০
ওবি	সাইবেরিয়া	(আর্কটিক)	২,৭০০
নাইগার	আফ্রিকা	(অতলান্তিক)	

নদীর নাম	কোন দেশে	কোথায় পড়িতেছে	কত মাইল
হোয়াং হো	চীন	(প্রশান্ত)	২,৬০০
আমুর	সাইবেরিয়া	(প্রশান্ত)	২,৫০০
পরনা	দঃ আমেরিকা	(অতলান্তিক)	২,৪৫০
ভলগা	রুশিয়া	(কাস্পিয়ান হ্রদ)	২,৪০০
মাকেন্‌জি	কানাডা	(আর্কটিক)	২,৩০০
য়ুকোন	আলাস্কা	(বেরিংসাগর)	২,০০০
আরকানসাস	যুক্তরাষ্ট্র	(মিসিসিপি)	২,০০০
মাদাইরা	ব্রেজিল	(আমাজন)	২,০০০
সেণ্ট লরেন্স	কানাডা	(অতলান্তিক)	১,৮০০
রিওদেলনোর্তে	উঃ আমেরিকা	(মেক্সিকো উপঃ)	১,৮০০
দানিউব	মধ্য ইউরোপ	(কৃষ্ণসাগর)	১,৭২৫
ইউফ্রাতিস	ইরাক	(পারস্য উপঃ)	১,৭০০
সিন্ধু	ভারতবর্ষ	(আরব সাগর)	১,৭০০
ব্রহ্মপুত্র	,,	(বঙ্গোপসাগর)	১,৬০০
জামবেসি	আফ্রিকা	(ভারতমহাসাগর)	১,৬০০
গঙ্গা	ভারতবর্ষ	(বঙ্গোপসাগর)	১,৫০০
টেমস	ইংল্যানড	(উত্তর সাগর)	২১০

নদীম, আবুল ফারাজ মুহম্মদ বিন আবি ইয়াকুব ইসহাক আল ওয়াররাক আল্‌ নদীম আল বাগদাদী। প্রসিদ্ধ পারসি গ্রন্থপরিচয় আল্‌ ফিহরিস্ত রচয়িতা। মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। সম্ভবত হিজরী চতুর্থ শতকের শেষ ও পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে ছিলেন।

নন্‌কলেজিয়েট (Non-Collegiate)

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশের পর বিদ্যার্থীকে যথানিয়ম দুই বৎসর কলেজে পড়িয়া শতকরা ৭৫টি লেকচারে হাজিরা থাকিয়া আই.এ, আই.এসসি পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিতে হয়; বি.এ. এবং এম.এ. পরীক্ষা সম্বন্ধে তদ্রূপ নিয়ম আছে। কিন্তু যাহার ৭৫% হাজিরা থাকে না, তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতি ও ১০ টাকা জরিমানা দিয়া পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। ইহাদের নন্‌কলেজিয়েট ছাত্র বলে। তিন বৎসর শিক্ষকরূপে চাকুরী করিলেও পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়। ইহারাও নন্‌কলেজিয়েট্‌। নন্‌কলেজিয়েট্‌ ছাত্ররা বৃত্তি পায় না।

নন্‌ কোঅপারেশন মুভমেণ্ট (Non-Co-operation Movement) দ্রঃ অসহোযোগ আন্দোলন।

নন্দ

যমুনার তীরবাসী দুর্ধর্ষ গোপজাতির সর্দার; গোপালন উপজীবিকা। ইনি কৃষ্ণের জন্মদাতা পিতা বসুদেবের বন্ধু ছিলেন; তজ্জন্য ইহার গৃহে কৃষ্ণকে কংসের হাত হইতে রক্ষার জন্য রাখিয়া আসেন। ইহার পত্নী যশোদার স্নেহে কৃষ্ণ পালিত হন। নন্দ ও তাহার আভীর গোপগণকে কংস পর্যন্ত ভয় করিতেন।

নন্দকুমার রায়, মহারাজ (১৭০৪—১৭৭৫)

বীরভূম জিলার ভদ্রপুর আদি নিবাস। নবাবী আমলে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করিতেন। পলাশী যুদ্ধের পর ক্লাইভের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ হন। সাহেবরা ইঁহাকে সেইজন্য Black Colonel বলিত। ১৭৬৫ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ ইঁহাকে মহারাজ উপাধি দেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস গভর্নর হইলে ইঁহার সহিত বিবাদ সুরু হয়। নন্দকুমার হেস্টিংসের নামে কাউন্সিলে উৎকোচাদি গ্রহণের অভিযোগ করেন। এই অভিযোগ টেকে নাই। অতঃপর হেস্টিংস মোহনপ্রসাদ নামে তাঁহার এক আশ্রিত লোককে দিয়া নন্দকুমারের নামে জালিয়াতির মামলা করান। ইংরেজি আইনানুসারে সেযুগে জালিয়াতিতে ফাঁসি হইত; সেই আইন বলে নঃর ফাঁসি হয় (১৭৭৫)। বিচারক ছিলেন প্রধান বিচারপতি স্যর ইলাইজে ইম্‌পে। অনেকে বলেন ইহা Judicial murder। দ্রঃ চণ্ডীচরণ সেন লিখিত 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫)। সত্যচরণ শাস্ত্রী, 'মহারাজ নন্দকুমার চরিত' (১৮৯৬); ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, 'নন্দকুমার নাটক' (১৯০৮)।

নন্দদুলাল

টিটাগড় ও বারাসতের মাঝে সাঁইবনা নামক গ্রামে নন্দদুলাল জিউর মন্দির আছে। মাঘীপূর্ণিমায় বড় মেলা হয়। লোকবিশ্বাস বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, খড়দহের শ্যামসুন্দর ও সাঁইবনার নন্দদুলাল দর্শন করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

নন্দবংশ

খৃঃ পূ ৫ম শতকে মগধের সিংহাসনে শৈশুনাগবংশীয় শেষ রাজা শূদ্র-বংশোদ্ভব নন্দগণের নিকট পরাভূত হয়। এই শূদ্রনরপতিরা 'নবনন্দ' নামে পরিচিত। প্রথম রাজার নাম মহাপদ্ম উগ্রসেন। শেষ রাজা ধনানন্দ; ইহার সময়ে আলেকজেন্দার ভারত আক্রমণ করেন; কিন্তু ইহার শক্তির কথা শুনিয়া গ্রীকরা পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। শেষ রাজা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে চন্দ্রগুপ্ত ও কৌটিল্য এই বংশের উচ্ছেদ সাধন করেন।...লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ১৮৭৩এ 'নন্দবংশোচ্ছেদ' নামে একখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 'মুদ্রারাক্ষস' নামে সংস্কৃত নাটক এই ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

নন্দলাল বসু

চিত্রশিল্পী, বিশ্বভারতী কলাভবনের অধ্যক্ষ। ইঁহার আদি নিবাস হাওড়া-বাণীপুর গ্রাম। পিতার নাম পূর্ণচন্দ্র বসু। ইনি

১৯০৫এ শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসেন এবং বহু বৎসর তাঁহার শিক্ষাধীন থাকিয়া নিজ প্রতিভাবিকাশের সুযোগ পান। ১৯১৭এ 'বিচিত্রা' বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ১৯১৯এ শান্তিনিকেতনে আসেন ও তদবধি সেখানেই আছেন। ১৯২৪এ ইনি রবীন্দ্রনাথের সহিত চীন জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণের অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। ইনি বহু চিত্র অঙ্কন করিয়া আন্তর্জাতিক যশ লাভ করিয়াছেন। ইনি একজন আদর্শ শিক্ষক। ভারতের চিত্রকলার ভিত্তিচিত্র অঙ্কন প্রথা (Mural painting and decoration) পুনর্প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহার পুত্র বিশ্বরূপ বসু ও কন্যা গৌরী দেবী ও যমুনা দেবী চিত্রবিদ্যায় নাম করিয়াছেন।

নন্দন কানন

ইন্দ্রের স্বর্গস্থ উদ্যান; এখানে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ, হরিচন্দন এই পাঁচটি আশ্চর্য গুণসম্পন্ন গাছ আছে; তথায় চির আনন্দ ও সুখ। পৃথিবীর দুঃখী লোক পর জন্মে এইসব ভোগ করিবে বলিয়া কল্পনা করে। (দ্রঃ ইডেন গার্ডেন)

নন্দিনী, শবলা

মহর্ষি বশিষ্ঠের কামধেনু, সুরভির কন্যা। এই গাভীকে লাভের জন্য রাজা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের যুদ্ধ হয়। রাজা দিলীপ সস্ত্রীক এই গাভীর পরিচর্যা করিয়া পুত্র লাভ করেন। বসুগণ এই গাভীহরণের চেষ্টা করায় মুনির শাপে মনুষ্যলোকে জন্ম-গ্রহণ করে।

নন্দী

মহাদেবের অন্যতম অনুচর ও কৈলাসের দ্বারপাল; শালঙ্কায়ন মুনির দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপন্ন; দধীচির শিষ্য।

নপুংসক

মানুষের মধ্যে পুরুষ ও নারীভেদ আছে; পুরুষের লিঙ্গ ও মুষ্ক থাকে। নপুংসকের মুষ্ক বা অণ্ডকোষ থাকে না বলিয়া তাহারা প্রজনন শক্তিহীন; ইহারা স্বাভাবিক নপুংসক, ভাষায় ইহাদিগকে হিজড়া বলে। ছেলেপুলে বাড়ীতে জন্মাইলে ইহারা বাজনা বাদ্য লইয়া গান করিতে আসে ও শিশু দেখে। লোকবিশ্বাস নপুংসক শিশু হইলে উহারা লইয়া যায়। রাজান্তঃপুরে পাহারার জন্য অনেক সময়ে কৃত্রিমভাবে কর্তিত-দেহ নপুংসক নিযুক্ত হইত। ইহারা মুসলমান অন্তঃপুরের রক্ষী হইত। ইহাদিগকে খোজা বলিত। জন্তুদের মধ্যে খচ্চর(দ্রঃ) স্বভাব-নপুংসক। বলদ, পাঁটা প্রভৃতিকে মুষ্ক কাটিয়া নপুংসক করা হয়।

নফরচন্দ্র কুণ্ডু

কলিকাতায় নফর কুণ্ড লেন আছে। নফরচন্দ্র কলিকাতার অফিসে সামান্য চাকুরী করিতেন। একদিন অফিস যাইবার পথে দেখেন যে একটি ধাঙ্গড়ের ছেলে পথের চাপা-ড্রেনের ময়লা সাফ করিতে নামিয়া আর উঠে না। নফর ইহা দেখিয়া ড্রেনের মধ্যে তৎক্ষণাৎ নামিয়া ন; কিন্তু সেখানে ধাঙ্গড় ছেলেটির যে কারণে মৃত্যু হইয়াছিল, হারও সেই কারণে মৃত্যু হয়; দূষিত গ্যাস উভয়ের মৃত্যুর কারণ (১৯০৭)। এই আত্মোৎসর্গের জন্য তাঁহার নামে লেন ও তাঁহার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়।

নফল, ইস্‌লামী মতে স্বচ্ছামূলক উপাসনা বা সৎকাজ যাহা না করিলে প হয় না কিন্তু করিলে প্রভূত পুণ্য লাভ হয়।

নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩২ -১৭৯৮)

কলিকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। সিরাজ-উদ্দৌলার বিরুদ্ধে গুপ্তচরের কায করিয়া ক্লাইভকে সাহায্য করেন; পরে মীরকাসিমের বিরুদ্ধেও সহায়তা করেন। এইসব সদ্‌কর্মের জন্য ক্লাইভ তাঁহাকে মুগল সম্রাটের নিকট হইতে 'মহারাজ বাহাদুর' 'দশহাজারী মনসবদার' খেতাব দান করান। ক্লাইভ ইঁহাকে সুতানটির জামদারি দান করেন। কোম্পানীর বহু কাজ তদারকের ভার পাইয়া ধনী হন। হেস্টিংসের সময়ও তিনি বিশিষ্ট কাজকর্মে লিপ্ত থাকেন ও বর্ধমানের স্টেটের ম্যানেজারি করেন। ইঁহার সভায় বহু পণ্ডিত থাকিতেন, যথা জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি। ইনি নিজ গৃহে বহু সংস্কৃত ও ফার্সী পুঁথি সংগ্রহ করেন। ইঁহার পুত্র রাজকৃষ্ণ দেব।

নবগোপাল মিত্র

'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯ শতকের মধ্যভাগে এই যুবক বাঙালী হিন্দুদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগরুক করিবার জন্য সচেষ্ট হন; তিনি বালক ও যুবকদের শরীরচর্চা ও ব্যায়ামাদির জন্য আখড়া স্থাপন করেন; শিল্পোন্নতির জন্যও বহু চেষ্টা করেন। হিন্দু-মেলাতে স্বদেশী পণ্যদ্রব্য প্রদর্শিত হইত, ব্যায়ামাদির পরীক্ষা হইত, জাতীয়তা উদ্বোধক সঙ্গীত ও বক্তৃতাদি হইত। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় National Paper ইনি পরিচালনা করিতেন।

নবগ্রহ

সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি রাহু ও কেতু, এই নবগ্রহ হিন্দু জ্যোতিষে কল্পিত হইত। কিন্তু যথার্থভাবে দেখিতে গেলে সূর্য তারকা, চন্দ্র উপগ্রহ, রাহু ও কেতু অবাস্তব কল্পনা মাত্র; সুতরাং ৫টী গ্রহ সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান ছিল।

'নবজীবন'

(১) অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা (১২৯১ শ্রাবণ)। হিন্দুসমাজের নূতন জীবনের ভাবধারা বহন করিয়া ইহার আবির্ভাব হয়। বঙ্কিমচন্দ্র, শশধর তর্কচূড়ামণি, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি লেখক ছিলেন।

(২) গান্ধীজির দ্বারা পরিচালিত গুজরাটি ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে উহা বাজেয়াপ্ত হয়; আহমদাবাদ হইতে নঃপ্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয়ের চেষ্টা হয়।

নবদুর্গা

দুর্গার নয়টি মূর্তি শৈলপুত্রী, পার্বতী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘণ্টা, কুষ্মাণ্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, সিদ্ধিদা। মতান্তরে কুমারিকা, ত্রিমূর্তি, কল্যাণী, রোহিণী, কালী, চণ্ডিকা, শাম্ভবী, দুর্গা, ভদ্রা। প্রত্যেকটি মূর্তির সহিত পৌরাণিক উপাখ্যান জড়িত।

'নবনাটক'

রামনারায়ণ তর্করত্ন বা নাটুকে রামনারায়ণ বিরচিত বাংলা ভাষার অন্যতম আদি নাটক। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু-সমাজে বহুবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সুধীগণ যে চেষ্টা করেন তাহারই ফলে ইহা রচিত হয়। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্র-নাথ ঘোষণা করেন যে বহুবিবাহের দুর্নীতি দেখাইয়া যিনি সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিবেন, তিনি ২০০৲ পুরস্কার পাইবেন। রামনারায়ণ (দ্রঃ) ঐ পুরস্কার লাভ করেন।

নবনী, ননী (মাখম)

আয়ুর্বেদে নবনীর বিস্তৃত গুণাগুণের ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। প্রাচীনকালে বিজ্ঞানীরা গাভী, মহিষ, ছাগ, ভেড়া, বন্য-ছাগ, হস্তী, অশ্ব, গর্দভ, উষ্ট্র ও নারী-দুগ্ধ হইতে নবনী প্রস্তুত করিয়া তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।...নবনী নানাভাবে তোলা হইত যেমন সর, দধি হইতে মন্থন করিয়া বা বাসিদুধ, কাঁচাদুধ (হৈয়ঙ্গবীন) বা টাটকা দুধ হইতে।

নববর্ষ (New year's day)

এদেশে বর্ষারম্ভের প্রথম দিন ১লা বৈশাখ; ঐদিন বাঙলার অধিকাংশ দোকানে 'হালখাতা' বা 'খাতাফেরত' হয়, অর্থাৎ সেই দিনে ক্রেতারা বকেয়া টাকা কিছু দেয় এবং মিষ্টান্নাদি ভোজন করে। ইহা উৎসবের দিন, ব্যবসায়ের দিন নহে। নববর্ষের দিন ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে উপাসনাদি হয়। জাতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করে এবং ক্রীড়াদি প্রদর্শন করে। খৃস্টানদের নববর্ষ ১লা জানুয়ারী; সেদিন সমস্ত পাশ্চাত্য জগতে খুব আমোদপ্রমোদ হয়। আমাদের দেশেও সৈন্যদের কুচকাওয়াজ হয়। রাজভক্তরা সরকারী উপাধি পান।

নববিধান সমাজ

ব্রাহ্মসমাজের শাখা। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ধর্ম ও সমাজ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতান্তর হইলে কেশব আদি ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিয়া 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন (১৮৬৯)। পরে কুচবিহার-বিবাহ লইয়া একদল যুবকের সহিত কেশবের বিবাদ হয় ও তাহারা কেশবকে ত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন; এই সময়ে কেশবচন্দ্র তাঁহার সমাজের নাম দিলেন 'নববিধান' (১৮৭৭)। নববিধান সমাজ হইতে ইংরেজি ও বাঙলা সাপ্তাহিক বাহির হয়। নববিধানীরা অধ্যাত্মসাধনায় সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

নববিন্দু বৃত্ত (Nine-point circle) জ্যাঃ সংজ্ঞা

একটি ত্রিভুজের বাহুসমূহের মধ্যবিন্দুত্রয় (৩), শীর্ষত্রয় হইতে স্ব স্ব বিপরীত বাহুর উপর পতিত লম্বের পাদবিন্দুত্রয় (৩) ও শীর্ষবিন্দু সংযোজক রেখাত্রয়ের মধ্যবিন্দু (৩) এই নয় বিন্দু দিয়া যদি একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ বৃত্তকে নববিন্দু বৃত্ত ও উহার কেন্দ্রকে নববিন্দু কেন্দ্র বলা হয়।

নবভুজ (Nonagon) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

নয়টি বাহু বিশিষ্ট ঋজুরেখক্ষেত্রকে নবভুজক্ষেত্র বলে।

নবমল্লিকা গাছ (Jasminum arborescents)

বাঙলায় নেয়ালি, নেওয়ার বলে। মল্লিকাদি বর্গের পুষ্পক্ষুপ; তরুতুল্য, কিন্তু বহু শাখা হেতু গুঁড়ি হয় না। পাতা ডিম্বাকার, চিক্কন, ৪।৬ আঙুল লম্বা। পুষ্পমঞ্জরী ত্রিভক্ত; পুষ্প বড়, শাদা, সুগন্ধ। বিহার, ছোটনাগপুর অঞ্চলে দেখা যায়, বাঙলা দেশে কম দেখা যায়। ফুল গ্রীষ্মে ফোটে। (যোগেশ)

নবমী

পূর্ণিমা ও অমাবস্যার ছয় দিন পূর্বে চন্দ্রের নবম কলার দিন যথাক্রমে শুক্লা নবমী ও কৃষ্ণা নবমী হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লা নবমীকে তাল নবমী, আশ্বিনের কৃষ্ণা নবমীকে বোধন নবমী, কার্তিকের শুক্লা নবমীকে দুর্গা নবমী (দুর্গাপূজা), মাঘের শুক্লা নবমীকে মহানন্দা, এবং চৈত্রের শুক্লা নবমীকে শ্রীরামনবমী বলা হয়। রামনবমীর দিন উৎসব হয়।

নবরঙ্গ শাক (Biophytum sensitivum)

অম্লোনিকাদি বর্গের ৪।৬ আঙুল উচু, প্রায়-বর্ষায়ু-শাক। পাতা পক্ষাকার, গুচ্ছাকার; পর্ণ প্রায়ই ১০ জোড়া; হাত দিলে মুদিয়া যায়। ফুল পীতবর্ণ, বর্ষাশেষে ফোটে। কেশর ১০টা; ফল ৫ কোষ। বীজ বহু। প্রায়ই পথের ধারে জন্মে। হিন্দী নাম লকচানা। (যোগেশ)

নবরত্ন

(১) কথিত আছে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় নয়জন সভাসদ ছিলেন, তাহাদিগকে 'নবরত্ন' বলে ; যথা—ধন্বন্তরি চিকিৎসক, ক্ষপনক, অমর সিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কবি কালিদাস, জ্যোতিষী বরাহমিহির ও কবি বররুচি। ঐতিহাসিক দিক হইতে কিম্বদন্তীর প্রমাণ নাই।

(২) মুক্তা, মাণিক্য, বৈদুর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুম, পদ্মরাগ, মরকত, নীলা—ইহাদিগকে 'নবরত্ন' বলে।

নবরস

অলংকারে ব্যবহৃত নয়টি রস ; শৃংগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত। অষ্ট রস নাট্যে ব্যবহৃত হয়। নবম রস হইতেছে শান্ত রস ; ইহা কাব্যে ব্যবহৃত হয়।

নবশাখ, নবশায়ক

প্রাচীন বৈশ্য সমাজের নয়টি শাখা ; এই নয় জাতি গ্রাম-সমাজে নিত্য লাগে। যথা—কামার, কুমার, গন্ধবনিক, তাঁতি, তাম্বুলী, তেলী, নাপিত, বারুই, মালাকর। স্থান ভেদে মোদককে ধরা হয়। কাহারো মতে বৌদ্ধদের অন্তর্ধানের পর হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য হইলে তাঁহারা যেসব নব বা নূতন বৈশ্যদের সমাজে গ্রহণ করিলেন তাহাদের নাম 'নবশাখ' হয়।

নবান্ন

নূতন ধান উঠিলে, তাহা হইতে চাল করিয়া, দুধ ও নানাবিধ ফল মিষ্ট দিয়া এক প্রকার কাঁচা পায়স করিয়া গ্রামের মধ্যে পরস্পরকে ভোজন করানোর রীতি আছে। ইহা গ্রামের উৎসব। পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার ব্যবস্থা আছে।

নবাব

আরবী শব্দ ; 'নাইব' বা প্রতিনিধি (Deputy) হইতে। মুসলমান যুগে রাজকর্তব্য সম্পাদনের ভার যাহাদের উপর সমর্পিত হইত তাহাদের নবাব বলা হইত। ইঁহারা প্রদেশের শাসনকর্তা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এদেশ হইতে প্রত্যাগত ধনী ইংরেজকে তদ্দেশীয় সম্ভ্রান্তরা ব্যঙ্গভরে 'নবাব' বলিত। মুসলমান যুগে নবাব খেতাব দেওয়া হইত।

নবী

ইহার অর্থ 'সংবাদ-বাহক'। ইসলামী পরিভাষায় যাঁহারা ঈশ্বরের বাণী বহন করিয়া মানুষের নিকট প্রচার করেন তাঁহাদিগকে নবী (ফারশীতে পয়গম্বর) বলে। নবী দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে। যথা—নবী ও রসুল। যাঁহারা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন ও পূর্ববর্তী নবী বা রসুলের প্রচারিত ধর্ম প্রচার করেন তাঁহাদিগকে মাত্র নবী বলা হয়। যাঁহারা প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন ও পূর্ববর্তী নবী বা রসুলের প্রচারিত ধর্মের পরিবর্তন সাধন বা নিজে নূতন ধর্ম প্রচার করেন তাঁহাদিগকে রসুল বলে। প্রত্যেক রসুলই নবী কিন্তু প্রত্যেক নবীই রসুল নহেন। নবীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রন্থকে সহীফা বলে, রসুলগণ কর্তৃক প্রাপ্ত গ্রন্থকে কেতাব বলে। হজরত মুসা, হজরত দাউদ, হজরত ঈষা, হজরত মুহম্মদ (দ) প্রভৃতি রসুল ও নবী ছিলেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক রসুলের বিষয় কোরানে উল্লিখিত আছে, যদিও তাঁহারা 'কেতাব' প্রাপ্ত হন নাই। কোরানে নবী ও রসুলদের কোন সংখ্যা দেওয়া হয় নাই। কাহারও মতে (ভিত্তি অজ্ঞাত) পৃথিবীতে একলক্ষ চব্বিশ হাজার, কাহারও মতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রসুল আসিয়াছিলেন। কোরানের "প্রত্যেক জাতির মধ্যে পথ প্রদর্শক পাঠাইয়াছি" প্রভৃতি বাণী হইতে বুঝা যায় যে জগতে সকল জাতির মধ্যেই নবী বা রসুলের আবির্ভাব হইয়াছে।

নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮২৪—৯৬)

জন্মস্থান নদীয়া ঘোষপাড়া। কলিকাতায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির সমকালীন ; অক্ষয় কুমার দত্তের পর ছয় বৎসর 'তত্ত্ব-বোধিনী'র সম্পাদক ছিলেন। সুলেখক। নীলকরদের অত্যাচার নিবারণ কল্পে বিশেষ পরিশ্রম করেন। কিছুকাল হিন্দু 'পেটরিয়টে'র সম্পাদকত্ব করেন এবং ভূদেবের 'এডুকেশন গেজেট' ইহার হস্তে থাকিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯)

বাংলার কবি। পিতা গোপীমোহন ; নিবাস চট্টগ্রাম রাউজান নয়াপাড়া (জন্ম ২৯শে মাঘ ১২৫৩)। চট্টগ্রাম হইতে ১৮৬৩ প্রবেশিকা পাশ ও কলিকাতা হইতে ১৮৬৮ বি এ পাশ করিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। কর্মোপলক্ষ্যে তিনি বঙ্গদেশের বহুস্থানে গিয়াছিলেন ও বহু বন্ধু লাভ করেন। কলেজে পঠদ্দশায় তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন ও 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত হয়। ১২৭৮ সালে অবকাশ রঞ্জিনী, ১২৮২ পলাশীর যুদ্ধ (১৮৭৫), রঙ্গমতী (১৮৮০), রৈবতক, (১৮৮৬), কুরুক্ষেত্র, (১৮৯৩), প্রভাস, অমিতাভ, ভানুমতী, গীতা এবং চণ্ডীর অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'আমার জীবন' নামে সুবৃহৎ আত্মকাহিনী রচনা করেন। চট্টগ্রামে মৃত্যু হয়, ২০ জানু ১৯০৯।

নবীনচন্দ্র দাস, এম্. এ. বি. এল. কবিগুণাকর (১৮৫৩-১৯১৪) কবি ও সাহিত্যিক। চট্টগ্রাম আলমপুর জন্মস্থান ; ইহার ভ্রাতা বিখ্যাত তিব্বতী পণ্ডিত ও পর্যটক শরৎচন্দ্র দাস (দ্রঃ)। রঘুবংশ ও কিরাতার্জুনীয় ১ম-৫ম (১৯০৭), ক্ষেমেন্দ্রের চারুচর্যাশতক (১৯১৩) প্রভৃতির অনুবাদক।

নব্যন্যায়

১৩ শতকে মিথিলায় ন্যায়দর্শন আলোচনার বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। গঙ্গেশ উপাধ্যায় নামে আচার্য গৌতম প্রচারিত (প্রাচীন) ন্যায়ের বহু দোষ দর্শাইয়া নূতন মত 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' গ্রন্থে প্রকাশ করেন; এই গ্রন্থে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দপ্রমাণ ও ও ঈশ্বরানুমান প্রভৃতি নূতন তত্ত্ব আলোচনা করেন। বহুকাল মিথিলা নব্যন্যায়ের কেন্দ্র ছিল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ গড়িয়া উঠিল ও বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলা হইতে নব্যন্যায় শিখিয়া আসিয়া এখানে অধ্যাপনা সুরু করিলেন; মিথিলার পণ্ডিতরা কোন গ্রন্থ আনিতে দিতেন না; বাসুদেব সমস্ত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া আসেন। ইহার শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি, রঘুনন্দন, নিমাই (শ্রীচৈতন্য), কৃষ্ণানন্দ বাংলার বিখ্যাত নৈয়ায়িক। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা নব্যন্যায়ের উপর বহু ভাষ্য ও টীকা রচনা করেন; রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার, গদাধর ভট্টাচার্য প্রভৃতির গ্রন্থ সর্বদেশে খ্যাত। নব্যন্যায় বাঙালী মনীষার বিশেষ সৃষ্টি।

নভগ

বৈবস্বত মনুর পুত্র; ইনি বহুকাল গুরুগৃহে বাস করায় ইহার ভাইরা তাঁহার সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয়। গৃহে ফিরিয়া সম্পত্তির অবস্থা দেখিয়া ইনি পিতাকে সকল কথা নিবেদন করেন। মনু ইহাকে অঙ্গিরা ঋষির অনুষ্ঠিত যজ্ঞে গিয়া বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিতে উপদেশ দান করেন। তদনন্তর রুদ্রদেবের কৃপায় ইনি নিজ অংশ দান করেন। ইনি অতি ধার্মিক ছিলেন বলিয়া 'মুনি' নামে পরিচিত হন।

নভেম্বর মাস (November)

জুলিয়াস সিজারের পঞ্জিকা সংশোধনের পূর্বে ইহা নবম মাস (novem) ছিল, এখন ১১শ মাস। ৩০ দিনে এই মাস। বাঙলা আন্দাজ ১৫ কার্তিক হইতে ১৫ অগ্রহায়ণ।

নভেল (Novel) দ্রঃ উপন্যাস, ছোট গল্প।

নমঃশূদ্র

বাঙলাদেশের আদি বাসিন্দা; ইহারা একটি দুর্ধর্ষ উপজাতি। আর্য অভিযানের ফলে পূর্ববঙ্গে ইহারা আশ্রয় লয়; পূর্বে ইহারা চণ্ডাল বা চাঁড়াল নামে পরিচিত ছিল; বর্ণ হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া বহু সংখ্যক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল, বর্তমানে অনেকে খৃষ্টান হইয়াছে এবং যাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় তাহারা অত্যন্ত বর্ণহিন্দু বিদ্বেষী। ইহারা নমঃশূদ্র নাম লইয়াছে, নমঃব্রাহ্মণও বলিতেছে। তপশীলভুক্তদের মধ্যে ইহারা সংখ্যায় ও শিক্ষায় অগ্রণী। সংখ্যা ২০ লক্ষর উপর। ইহারা সাহসী ও স্পষ্টবাদী।

নমরুদ (Nimrud)

শিনার-(মেসোপটেমিয়া)এর রাজা। প্রাচীন বাইবেল মতে ইনি কুশের পুত্র ও অসীরিয়া রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

নমস্কার

সম্মান, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সৌজন্য প্রভৃতি প্রকাশের জন্য করজোড় করিয়া কপাল স্পর্শকে নমস্কার বলে। হিন্দুদের মধ্যে কনিষ্ঠ মাত্রই স্ববর্ণের আত্মীয় কুটুম্ব বা অপরকে যথাযথ নমস্কার বা প্রণাম করে। নীচবর্ণ উচ্চবর্ণকে প্রণাম করে। দেবতার সম্মুখে নত হইয়া 'গড় করিয়া' প্রণাম করিতে হয়। উচ্চবর্ণ নীচবর্ণকে আশীর্বাদ করেন, প্রতিনমস্কার করেন না। বর্তমানে ভদ্রসমাজে নমস্কার করিয়া অভিবাদনের রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যেকে প্রত্যেককে 'সালাম' দিয়া অভিবাদন করে; য়ুরোপীয়দের মধ্যে Good Morning সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু শিষ্টাচার অনুসারে নমস্কার তিন প্রকার—কায়িক, বাচিক ও মানসিক; এই প্রত্যেকটি পুনরায় উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, কায়িক উত্তম—হস্তপদ প্রসারিত ভূতলে দণ্ডবৎ হওয়া; কায়িক মধ্যম—হাঁটু গাড়িয়া মাটিতে কপাল ছোঁয়ানো। কায়িক অধম—যুক্তহাত কপালে তুলিয়া সাধারণ নমস্কার। বাচিক উত্তম—ভক্তিসহকারে স্বরচিত সংগীতাদির দ্বারা স্তুতি করিয়া নমস্কার। বাচিক মধ্যম—বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া নমস্কার। বাচিক অধম—নিজ ভাষায় নিজ অভীষ্টের উল্লেখ করিয়া নমস্কার। মানস নমস্কার ত্রিবিধ, যথা ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোভাব জ্ঞাপন।

নমস্কার ব্যায়াম

মহারাষ্ট্রদেশে এক প্রকার দেশীয় শারীর চর্চা।

নমায, নামাজ

নমাজ শব্দ পারসিক; সংস্কৃত নমস্ ও নমাজ্ একই আর্য-ভাষার শব্দ। আরবীতে সালাৎ বলে। মুসলিমগণ যে প্রণালীতে দৈহিক উপাসনা করিয়া থাকেন উহাকে নমায বলে। ইস্লাম ধর্ম মতে নমায যাবতীয় উপাসনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহার উদ্দেশ্য সর্বদা আল্লাহ তাআলা ও তাঁহার গুণাবলী স্মরণ রাখিয়া সৎকার্যে আত্মাকে আগ্রহান্বিত ও অসৎ কার্যে মনে ঘৃণা ও ভীতি জাগরূক রাখিয়া আত্মার উন্নতি সাধন ও ইহকালে তজ্জনিত শান্তি ও আনন্দ লাভ ও পরকালে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ। মুসলিম ধর্মাবলম্বীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধতা ও নেতার নেতৃত্ব মানিয়া চলার শিক্ষা দানও ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। নমায নিম্নলিখিত ১৩ প্রকার:—

১। দৈনন্দিন নমায, ২। জুমার নমায, ৩। ঈদল ফেৎর ও ঈদুজ্জোহার নমায, ৪। জানাযার নমায, ৫। যুদ্ধকালীন

নমায, ৬। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণকালীন নমায, ৭। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনার নমায, ৮। এশ্‌রাকের নমায, ৯। জোহার নমায, ১০। তাহাজ্জুদ ও বেৎরের নমায, ১১। তারাবীহ নমায, ১২। ভ্রমণকালীন নমায, ১৩। এস্তেখারার নামায।

১। দৈনন্দিন নমায প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত সজ্ঞান নরনারীর জন্য অবশ্য কর্তব্য। ইহার জন্য দেহ, বস্ত্র ও নমাযের স্থান পবিত্র হওয়া আবশ্যক। ঋতুমতী নারীগণের জন্য ঋতুকালে নমায মাফ। ইহা পালন না করিলে ঘোরতর পাতকগ্রস্ত ও অস্বীকার করিলে কাফের হইয়া যায়। ইহা দিবসে পাঁচবার পড়িতে হয় যথা :—

(ক) সুবহে সাদেক অর্থাৎ প্রাতে পূর্বদিকে প্রথম প্রকৃতভাবে আলোক-রশ্মি দেখা দিবার পর হইতে সূর্যোদয়ের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ফজরের বা প্রাতঃকালীন নমায। ইহাতে ২ রাকাৎ সুন্নতে মোয়াক্কাদা ও দুই রাকাৎ ফরজ পড়িতে হয়।

(খ) দ্বিপ্রহরের পর সূর্য পশ্চিম গগনে হেলিবার পর হইতে বস্তুর ছায়া উহার সমান হওয়া পর্যন্ত জোহরের নমায। এই নমায গ্রীষ্মকালে কিঞ্চিৎ দেরী করিয়া ও শীতকালে কিঞ্চিৎ শীঘ্র পড়ার নিয়ম। ইহাতে প্রথমে চারি রাকাত সুন্নৎ পরে চারি রাকাৎ ফরজ, তৎপর দুই রাকাৎ সুন্নতে মোয়াক্কাদা, তৎপর ইচ্ছানুরূপ দুই বা চারি রাকাৎ নফল।

(গ) জোহরের সময় শেষ হওয়ার পর হইতে সূর্য রক্তবর্ণ হইবার (অস্ত যাইবার প্রাক্কালে) পূর্বপর্যন্ত আসরের নমায। এই নমাযকে সালাতুল ওস্‌তা বা মধ্যবর্তী নমায বলা হয়। ইহা অন্যান্য নমায অপেক্ষা অধিক ' ত্বসম্পন্ন। ইহাতে প্রথমে চারি রাকাৎ সুন্নতে গায়র মোয়াক্কাদা ও তৎপর চারি রাকাৎ ফরজ পড়িতে হয়।

(ঘ) সূর্যাস্তের পর হইতে সম্পূর্ণ অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত মগরেবের নমাযের সময়। ইহাতে প্রথমে তিন রাকাৎ ফরজ, তৎপর দুই রাকাৎ সুন্নতে মোয়াক্কাদা, তৎপর ইচ্ছানুরূপ দুই বা চারি রাকাৎ নফল।

(ঙ) সম্পূর্ণ অন্ধকার হইবার পর হইতে সুবহে সাদেক অর্থাৎ ফজরের নমাযের সময় আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত এশার নমাযের সময়, কিন্তু দ্বিপ্রহর রাত্রির পূর্বে পড়িয়া লওয়াই উত্তম। ইহাতে প্রথম চারি রাকাৎ সুন্নত, পরে চারি রাকাৎ ফরজ, তৎপর দুই রাকাৎ সুন্নত, তৎপর ইচ্ছামত দুই, চারি বা তদধিক জোড়া রাকাৎ নফল। রাত্রিতে তাহাজ্জুদ না পড়িলে এক, তিন, পাঁচ বা সাত রাকাৎ বেৎর পড়িতে হয়। উপরোক্ত নাম গুলিকে ওয়াক্তিয়া বা সাময়িক নমায এবং তজ্জন্য নির্দিষ্ট মসজিদকে ওয়াক্তিয়া মসজিদ বলে।

উপরোক্ত নমাযগুলির মধ্যে ফরজ নমাজগুলি পাঁচ সময়ে মহল্লার মধ্যস্থ ওয়াক্তিয়া মসজিদে বা বিশেষ অসুবিধা না হইলে নিকটস্থ জুমা মসজিদে সমবেত হইয়া এক ইমামের (দ্র) পশ্চাতে জমাতে (দলবদ্ধভাবে) পড়াই উত্তম। স্বগৃহে একাকী পড়িলে নমাজ হয় কিন্তু উহা সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় না। জমাতে স্ত্রীলোকগণও সমবেত হইতে পারে; প্রথমে পুরুষদের সারি, মধ্যস্থলে অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের ও সর্বপশ্চাতে স্ত্রীলোকগণ দাঁড়াইবে।

২। প্রতি শুক্রবারে জোহরের নমাজের সময় নিকটস্থ জুমা মসজিদে সমবেত হইয়া দলবদ্ধভাবে এক ইমামের পশ্চাতে দুই রাকাৎ জুমার নমাজ পড়িতে হয়। ইহাতে ইমাম মিম্বরে (বেদীতে) উঠিয়া প্রথমত ২টী খুৎবা (দ্র) দিবেন। তৎপরে সমবেত জনমণ্ডলীর সহিত দুই রাকাৎ নমায পড়িবেন। ইহার পূর্বে প্রত্যেকে মসজিদে প্রবেশ করিয়াই এককভাবে দুই রাকাৎ দাখেল-মসজিদ নমায পড়িবে। তৎপর চারি রাকাৎ সুন্নত ও ইমামের সহিত দুই রাকাৎ নমায পড়িবার পর ইচ্ছামত নফল পড়িবে। এইটি মুসলিমগণের সাপ্তাহিক সম্মিলনী বিশেষ; ইহাতে স্ত্রীলোকগণও যোগ দিতে পারেন। হজরত মুহম্মদের জীবদ্দশায়, চারি খলীফার শাসন-কালে ও সম্ভবত উম্মিয়া খলীফাদের শাসনের প্রথমভাগেও স্ত্রীলোকগণ মসজিদে ও ঈদগাহে যাইতেন।

৩। (ক) ঈদুল-ফেৎর—রমজানের রোজার শেষে পহেলা শওয়াল তারিখে, পূর্বাহ্নে এই নমায মাঠে সমাধা হয়। সমস্ত লোক সমবেত হইলে ইমাম প্রথমে দলবদ্ধভাবে, প্রথমে সাত, পরে পাঁচ, মোট বারো (হানাফীমতে প্রথমে তিন পরে তিন, মোট ছয়) তকবীরে দুই রাকাৎ নমায পড়েন; অতঃপর বেদীতে উঠিয়া দুইটী খুৎবা পাঠ করেন।

(খ) ঈদুজ্জোহার নমায জুলহজ্জ মাসের ১০ই তারিখে হয়। ইহাও ঈদুল-ফেৎরের নমাজের ন্যায়। যে মাঠে উভয় ঈদের নমায পড়া হয় তাহাকে ঈদগাহ বলে। স্ত্রীলোকগণও ঈদগাহে যাইতে পারেন। ঋতুমতী স্ত্রীলোকগণ নমাযে যোগ দিবেন না, কেবল মাত্র খুৎবা শুনিবেন। ঈদ্ দুটি মুসলীমদের বার্ষিক সম্মিলনী।

৪। কাহারও মৃত্যু হইলে তাহাকে স্নান করাইয়া কাফন দিয়া যে নমায পড়া হয়, তাহাকে জানাজার নমায বলে। মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ইমাম তাহার বক্ষস্থলের নিকট দাঁড়ান। অপর লোক পশ্চাতে সারিবন্দী হইয়া দাঁড়ায়। এই নমাযে প্রথমত তকবীর দিয়া (আল্লাহো আকবর বলিয়া) সূরা ফাতেহা ও অন্য কোন ক্ষুদ্র সূরা বা তাহার অংশ পাঠ করিবে। তৎপর দ্বিতীয় তকবীর দিয়া দরূদ পড়িবে। তৎপর তৃতীয় তকবীর দিয়া জানাজার দোয়া পড়িবে। পরে চতুর্থ তকবীর দিয়া সালাম (দ্রঃ) ফিরাইবে। তকবীর ব্যতীত আর সবই অনুচ্চস্বরে বলিবে। এই নমায ফরজে কেফায়াহ অর্থাৎ মৃতের মহাল্লার সকলের জন্য ফরজ (দ্রঃ)। কিন্তু কতকগুলি লোকে পড়িলে সকলেরই পক্ষ হইতে সম্পন্ন হয়।

৫। যুদ্ধের সময় ইমাম যে প্রক্রিয়ায় নমায পড়েন তাহাকে সালাতুল খওফ বলে। ইহাতে একদল ইমামের সহিত এক রাকাৎ পড়িবে ; অন্যদল তৎকালে তাহাদিগের প্রহরীর কাজ করিবে। অতঃপর এইদল প্রহরীদিগের স্থান গ্রহণ করিলে, প্রথম প্রহরীদল আসি এক রাকাৎ নমায পড়িবে। তৎপর প্রথম দল আসিয়া আর এক রাকাৎ পড়িয়া গিয়া প্রহরীদলের স্থান লইবে ও দ্বিতীয় দল আসিয়া আর এক রাকাৎ পড়িবে, এইরূপে প্রত্যেকদল দুই রাকাৎ করিয়া নমায পড়িবে।

৬। চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগিলে দুই রাকাৎ করিয়া নমায পড়িবার নিয়ম আছে।

৭। বৃষ্টি না হইলে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করিয়া যে নমায পড়া হয় তাহাকে সালাতুল ইস্‌তেস্‌কা বলা হয়।

৮। এশরাকের নমায—ইহা স্বেচ্ছাধীন, দৈনন্দিন নমাযের অন্যতম। ইহা নফল। সময় সকাল ৭—৭॥ টায়।

৯। জোহার নমায—ইহাও নফল। সময় সকাল ১০॥—১১টা।

১০। তাহাজ্জুদের নমায—ইহাও নফল। সময় গভীর রাত্রি। দুই দুই রাকাৎ করিয়া ৮, ১০ বা ততোধিক রাকাৎ পড়িতে হয়। যাহারা তাহাজ্জুদ পড়েন তাহারা এশার পর বেৎর না পড়িয়া তাহজ্জুদের পরে পড়েন। বেৎর সুন্নতে মোয়াক্কাদা (মতান্তরে ওয়াজেব)।

১১। তারাবীহ—এই নমায রমজানের চাঁদ যে রাত্রে দেখা যায়, সেই রাত্রি হইতে সমস্ত রমজান মাসে পড়িতে হয়।

১২। ভ্রমণ কালে বা বিদেশে যদি এক স্থানে ১৫ দিনের অধিক স্থায়ীভাবে না থাকে তবে জোহর, আসর, ও এশা চারি রাকাৎ ফরজ স্থলে দুই রাকাৎ ফরজ মাত্র পড়িতে হয়।

১৩। কোন গুরুতর কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বে উহাতে সফলতা লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া যে নমায পড়া হয়, তাহাকে এস্তেখারার নমায বলে। ইহা নফল। দুই রাকাৎ।

নমিনেশন (Nomination)

স্থানীয় স্বায়ত্ব-শাসনঅন্তর্গত ইউনিয়ন বোর্ড (গ্রাম-সমাহার), জিলাবোর্ড ও মিউনিসিপালটির পরিচালকগণ করদাতা ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সদস্য ছাড়া গভর্নমেণ্ট কয়েকজনকে মনোনীত করেন। প্রত্যেক ইউঃ বোর্ডে ছয়জন নির্বাচিত হন ; তিনজনকে গভর্নমেণ্ট মনোনীত বা নমিনেট্ করেন। জিলা বোর্ডেও সাধারণত ৬ জন মনোনীত হয়।.. ব্যবস্থাপক সভায় পূর্বে সরকার মনোনীত সদস্য হইত ; নূতন ভারত আইনে ১৯৩৫ তাহা নাই। বাঙলাদেশের ব্যবস্থা পরিষদে ৬।৮জন মনোনীত হইতে পারেন।

নমুচি

পৌরাণিক অসুর। কাশ্যপ ও দনুর পুত্র। ইন্দ্র ইহার হস্তে পরাজিত হইয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে তিনি রাত্রি বা দিনে কখনো তাহাকে বধ করিবার চেষ্টা করিবেন না। মুক্তি পাইয়া ইন্দ্র সুযোগ খুঁজিতে থাকেন ও সন্ধ্যায় ইহাকে বধ করেন।

নয়নানন্দ দাস

বৈষ্ণব পদকর্তা। মহাপ্রভুর সমসাময়িক ; পণ্ডিত গদাধরের ভ্রাতা ও বাণীনাথ মিশ্রের পুত্র। ইহার বংশধরগণ মুর্শিদাবাদ শ্রীপাট-ভরতপুর গ্রামে বাস করিতেছেন। নয়নানন্দের আদি নাম ধ্রুবানন্দ। বাল্যকালে অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি দেখিয়া গদাধর ইহাকে নঃ নাম দেন। পদকল্পতরুতে ২৫টি পদ আছে ; আরও ৭১টি পদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। (দ্রঃ পদ-কল্প-তরু ৫ম ১২৭-৮)

নয়পাল (১০৪০-৫৫ খৃ অ)

বঙ্গের পালবংশীয় ১০ম নৃপতি, ১ম মহীপালের পুত্র। ইহার রাজ্য মগধ ও উত্তর বঙ্গে বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহারাজ নয়পালের অনুরোধে বিক্রমশিলার মহাচার্য পদ গ্রহণ করেন। নয়পালের পুত্র ৩য় বিগ্রহপাল। এই সময়ে বোধহয় ত্রিপুরী কালচুরিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। কিম্বদন্তী যুদ্ধের পর অতীশ দীপঙ্করের মধ্যস্থতায় উভয় রাজার মধ্যে সন্ধি হয়। (দ্রঃ Hem Ray, Dynastic History of Northern India vol. I. p 324-7).

নয়েস, আলফ্রেড্ (Noyes, Alfred ১৮৮০—)

ইংরেজ কবি। ১৯০২এ The Loom of Years নামে প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহার পর বহু কাব্য, নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। ১৯১৪—২৩ পর্যন্ত মার্কিন দেশের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ১৯৩০এ ইনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন। ইহার Torch-Bearers (১৯২২-২৫) মহাকাব্য বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যের একখানি সেরা গ্রন্থ।

নরক, অসুররাজ

প্রাচীন কালে পূর্ব ভারতে আর্যশক্তি বহুকাল প্রতিহত হয়। মগধে জরাসন্ধ, উত্তরবঙ্গে বাণ রাজা, প্রাগ্ জ্যোতিষপুর বা কামরূপে নরক আর্য সভ্যতা প্রসারের প্রধান শত্রু ছিলেন। ইহারা ক্ষত্রিয়-শক্তিকে প্রতিরোধের চেষ্টা করেন ; বিদর্ভ রাজকন্যা মায়ার গর্ভে নরকের ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবন্ত ও সুমালী নামে ৪ পুত্র জন্মে। ইনি কংস ও জরাসন্ধর সহিত মিলিত হইয়া আর্যদের ১৬,০০০ কন্যা হরণ করেন। ইহাদের এই আর্য-বিরোধ ধ্বংস ও 'ধর্মরাজ্য' সংস্থাপন করিবার

জন্য শ্রীকৃষ্ণ আর্যাবর্তের ক্ষত্রিয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করেন ও বিশেষভাবে পাণ্ডবদের সহায়তায় ইহাদের ধ্বংস করেন। দুর্যোধন ও কৌরবগণ জরাসন্ধাদির মিত্র ছিলেন। ব্রাহ্মণরা নরককে এতই ঘৃণা করিতেন যে নিরয়ের নাম 'নরক' রাখিলেন।

নরক (Hell, Inferno)

সকল ধর্মে ও ভাষায় নরক সম্বন্ধে বিচিত্র কল্পনা আছে। ইহুদিদের 'শিওল', গ্রীকদের হেডেস (Hades), Tartarus এবং সেমেটিক জেহেন্না (gehenna); লাতিন inferno; ইং hell। ইহুদিদের জেহেন্না শব্দ ও আরবী 'জাহান্নম' অভিন্ন। মৃত্যুর পূর্বে যেসব পাপীকে ইহলোকে ধর্মরক্ষীরা শাস্তি দিয়াও খুশী হইতে পারিতেন না, তাহাদের জন্য মৃত্যুর পর অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিতেন। যখন রাজভয় ও রাজশাসন কঠিন ছিল না, তখন মানুষ নিজ দুর্বৃত্ত স্বভাবকে 'নরকের ভয়ে' সংযত করিত। হিন্দু পুরাণে সদাচার, লোকাচার, মানবধর্মের বিরুদ্ধে ব্যভিচার করিলে পাপীকে শাস্তি দানের লম্বা ফিরিস্তি আছে। নরক বর্ণনায় জৈন পুরাণ অদ্বিতীয়; অসংখ্য অপরাধের জন্য অসংখ্য প্রকার নরকের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যেন লেখক সেখান থেকে ফিরিয়া আসিয়া লিখিতেছেন।...খৃস্টানদের মধ্যে Hell-fireএর জ্বালার ভয় বহুকাল ছিল। ইহুদি, খৃস্টান, মুসলমানরা বলেন দুনিয়া ধ্বংসের পর পুণ্যাত্মারা অনন্তকাল স্বর্গে ও পাপাত্মারা অনন্তকাল নরকে বাস করিবে।...হিন্দুরা পুনর্জন্ম মানে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস যে মৃত্যুর পর দুষ্ট আত্মারা নানা যোনিতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া শাস্তি ভোগ করে; কিন্তু অনন্ত কাল নরক বাস করে না। হিন্দু পুরাণে ৮৪ (ব্রহ্মবৈবর্তে ৮৬) নরককুণ্ডের নাম ও বর্ণনা আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে মহানরক ৮টি, যথা সঞ্জীব, সঙ্ঘাত, কালসূত্র, মহাবীচি, ধূমরৌরব, জ্বালারৌরব, তপন, প্রতাপন। হিন্দুদের কয়েকটি নরকের নাম: (১) তামিস্র (অন্ধকার), (২) অন্ধতামিস্র (নিবিড় অন্ধকার), (৩) মহারৌরব (তপ্তভূমি ও পঙ্কবহুল), (৪) রৌরব, (৫) কালসূত্র (কুলালচক্রসূত্রচ্ছেদক), (৬) মহানরক (যেখানে মহতী পীড়া), (৭) সঞ্জীবন (জীবিতের তাড়ক), (৮) মহাবীচি (সমুদ্রতরঙ্গে বিপর্যস্ততা), (৯) তপন (অগ্ন্যাদি দাহ), (১০) সম্প্রতাপন (কুম্ভীপাক), (১১) সঙ্ঘাত (অল্পস্থানে অনেকের অবস্থান), (১২) কাকোল (কাক+তৃক ভক্ষণ), (১৩) কুট্মল (রজ্জুপাশ) (১৪) পূতিমৃত্তিক, (১৫) লৌহশঙ্কু, (১৬) ঋজীষ (পিষ্টপচন) ইত্যাদি। (দ্রষ্টব্য মনুসংহিতা

নরখাদক (Cannibals)

প্রাচীন জগতের সাহিত্যে নরখাদক মানুষের কথা পাওয়া যায়। হোমারের মহাকাব্যে থ্রেস্ ও সিসিলিবাসী নরখাদকের উল্লেখ আছে। প্রাচীন মানবের যেসব আড্ডা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কোন কোনটির আবর্জনাকুণ্ডে মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতে রাক্ষসরা নরমাংসাহারী ছিল বলিয়া উক্ত হয়; মহাভারতের বক রাক্ষসের গল্প সুপরিচিত। স্কটল্যান্ডের ১৪শ ও ১৫শ শতকে গুহাবাসী একজন নরখাদক লোক ছিল।.. ক্ষুধার জন্য নরমাংস আহার করা ছাড়া, অন্য বোধ হইতেও উহা ভক্ষণ করিতে দেখা গিয়াছে; যেমন লোকবিশ্বাস ছিল যে হৃদ্‌পিণ্ড কাঁচা খাইতে পারিলে বহুগুণের অধিকারী হওয়া যায়। প্রাচীন মিশরে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ মৃতকে ভক্ষণ করিবার পদ্ধতি আদিম যুগে ছিল। ভারতবর্ষে অঘোরপন্থী নামে তান্ত্রিক সাধকদের একশ্রেণী শবের মাংস আহার করিত বলিয়া শোনা যায়।.. আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপবাসী ঐতিহাসিক যুগেও নরখাদক ছিল।.. মহাদুর্ভিক্ষের সময়ে মৃত নরমাংস লোকে ভোজন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নরনারায়ণ

বিষ্ণুর যুগল অবতার অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণকে নরনারায়ণ বলা হয়।

নরনারায়ণ সিংহ, কামরূপের রাজা (১৫২৫—৮৬)

ইহার সময়ে কালাপাহাড় ১৫৪৩এ কামাখ্যা মন্দির ধ্বংস করে। ইনি দশবৎসরে তাহা পুনর্গঠন করেন (১৫৬৫)।

নরবলি (Human sacrifice)

প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ আদিম মানব ভয়ে বিস্ময়ে দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য জীববলি দেয়। পূর্বকালে নরবলি পর্যন্ত চলিত। বৈদিক যুগে উহা ছিল বলিয়া অনুমান হয়। শুনঃশেফ-উপাখ্যান দ্রষ্টব্য। ইহুদীদের মধ্যে পূর্বকালে এই প্রথা ছিল বলিয়া মনে হয়। ইব্রাহিম তাহার পরিবর্তে পশুবলি ব্যবস্থা করেন। ভারতে খন্দ প্রভৃতি অনার্যদের মধ্যে, ঠগীদের মধ্যে কালীপূজার সময় নরবলি হইত। প্রাচীন বাবিলনে, ফিলিস্তানে, আমেরিকার মর জাতির মধ্যে নরবলি হইত। সভ্যতা ও শাসন প্রসারের সহিত ইহা লোপ পাইয়াছে।

নরম জল (Soft water) দ্রঃ কোমল জল।

নরসিংহ

মানব সভ্যতার ইতিহাসে Apeman বা Neanderthal যুগের অর্ধনর। পৌরাণিক আখ্যানে আছে, বিষ্ণুর ৪র্থ অবতার রূপে নরসিংহ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। (দ্রঃ হিরণ্যকশিপু)

নরসিংহ দেব

উড়িষ্যার গঙ্গ বংশীয় (৬৫০—১৪২৫) ৪জন রাজার নাম। ১ম নরসিংহদেব ৩য় অনঙ্গভীমের পুত্র (১২৩৮—১২৬৪)। ২য়—

১ম-এর পৌত্র, ভানুদেবের পুত্র (১২৭৮—১৩০৫)। ৩য় —২য়র পৌত্র, ২য় ভানুদেবের পুত্র (১৩২৭—৫২)। ইহার পৌত্র ৪র্থ নরসিংহদেব গঙ্গবংশের শেষ রাজা (১৪২৫)।

নরসিংহ বর্মন

দঃ ভারতের পল্লব বংশীয় রাজা (৬২৫—৪৫); ইহার সময়ে হুয়েনসাঙ তাঁহার রাজ্য ভ্রমণ করিয়া যান। ইঁহার হস্তে চালুক্যরাজ পুলকেশিন—যিনি হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করেন—তিনি পরাভূত ও বোধ হয় নিহত হন (৬৪২)।

নরসিংহ বসু (১৮ শতক)

ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা (১৭৩৭)। নিবাস বর্ধমান শাঁখারী-গ্রাম। পিতার নাম ঘনশ্যাম বসু। ইনি বীরভূমের রাজনগরের রাজা আসাদুল্লা খানের উকীল ছিলেন। ১৭১৬এ নরসিংহ লক্ষ টাকা খাজনা লইয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে জমা দিতে যাইতেছিলেন; পথে আউসগ্রামে এক রাত্রি কাটান; তখন সেখানে ধর্মের গাজন হইতেছিল। উৎসবস্থলে এক অপরিচিত সন্ন্যাসী ইঁহাকে নূতন ধর্মমঙ্গল রচনা করিতে বলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিয়া নরসিংহ ১৭৩৭এ (১৬৫৯ শক) ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। দ্রঃ সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্য।

নরসিংহ, মেহতা (১৫ শতক)

গুজরাটের আদি কবি ও মর্মী। শ্রীকৃষ্ণ-জীবনলীলা লইয়া তিনি কবিতা ও গান রচনা করেন; কোন বৃহৎ গ্রন্থ নাই।

নরসংহ সলুভ

দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগর রাজ্যের সলুভ বংশীয় রাজা। ইনি সঙ্গম বংশের লোপ সাধন করেন (১৪৮৬—৭)। রাজা হইবার পূর্বে ইনি চন্দ্রগিরির শাসনকর্তা ছিলেন। পোর্তুগীজরা ইঁহার রাজত্বকালে ভারতে আসে ও বিজয়নগরকে নরসিংগা রাজ্য বলিয়া অভিহিত করে। ১৫০৫এ সলুভ বংশের অবসান হয়।

নরহরি চক্রবর্তী (১৮ শতক)

অপর নাম ঘনশ্যাম। পিতা জগন্নাথ। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের রচয়িতা। অন্যান্য গ্রন্থ—প্রক্রিয়া পদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামনি, গীতচন্দ্রোদয়, নরোত্তম বিলাস, শ্রীনিবাসচরিত, ছন্দসমুদ্র, পদ্ধতিপ্রদীপ ইত্যাদি। পদাবলীর কর্তাও বটে। 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থকে বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। (সুকুমার ৮২৮) এই গ্রন্থে বৃন্দাবন পরিক্রমা, নদীয়া পরিক্রমা ও সংস্কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের অপূর্ব গবেষণা ও বিবরণ এবং মহাপ্রভুর পরবর্তীযুগের প্রধান বৈষ্ণব আচার্যদের সবিস্তার বর্ণনা আছে। (দ্রঃ পদকল্পতরু ৫ম পৃঃ ১৩৫—৬। দীনেশ সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; জগদ্বন্ধু ভদ্র, গৌরপদতরঙ্গিনী।)

নরহরি সরকার ঠাকুর (১৪৭১—১৫৪০)

বৈষ্ণব পদকর্তা; গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদরচনার আদি প্রবর্তক। নদীয়ানাগরের প্রেমের প্রথম উল্লেখ এইসব পদে আছে। জন্মস্থান শ্রীখণ্ড; পিতা নারায়ণ; বৈদ্য জাতি; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ গৌড়ের বাদশাহের চিকিৎসক। নরহরি ব্রহ্মচারী জীবন যাপন করেন। নবদ্বীপের টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন ও তৎকালে 'ভক্তিচন্দ্রিকা পটল', 'ভক্তামৃত অষ্টক' নামক সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন বলিয়া জানা যায়। মহাপ্রভুর জন্মের ৭ বৎসর পূর্বে ইহার জন্ম হয়; সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক। চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে, কিন্তু বিস্তৃত জীবনকাহিনী জানা যায় না। পদকল্পতরুতে যে ২৫টি পদাবলী আছে তাহা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

নরীম্যান, খুর্শেদ এফ্ (Nariman, Khurshed F. জন্ম ১৮৮৫) বোম্বাই-এর বিখ্যাত পার্শী ব্যবহারজীবী ও রাজনীতিক। বোম্বাই কর্পোরেশনের ১৯২৪ হইতে সদস্য। ১৯৩০ হইতে বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির সদস্য। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য ছিলেন। বোম্বাই-এর মেয়র ১৯৩৫-৩৬। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়া চারিবার কারাগারে যান। কংগ্রেসের সহিত মতান্তর হওয়ায় ইনি কংগ্রেস কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছেন।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, মহারাজা বাহাদুর, স্যর (১৮২২—১৯০৩) কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র। কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বহু জনহিতকর কর্মের সহিত যুক্ত; গভর্নমেন্ট কর্তৃক রাজা, মহারাজ, মহারাজ বাহাদুর, স্যর প্রভৃতি উপাধি ভূষিত হন।

নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর (১৮৪৬—১৯১১)

বাংলার সাংবাদিক। রামকমল সেনের পৌত্র। ১৮৬১ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকুল্যে Indian Mirror পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তখন সম্পাদক ছিলেন মনোমোহন ঘোষ। নরেন্দ্রনাথ এই কাগজে নিয়মিত লিখিতেন। ১৮৬৬তে নরেন্দ্রনাথ এটর্নীর কাজে প্রবেশ করিলে কাগজের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়। কেশবচন্দ্র সেন বিলাত হইতে আসিয়া উহাকে দৈনিকে পরিণত করিতে চান; তখন নরেন্দ্রনাথ পুনরায় উহা গ্রহণ করেন (১৮৮৩) ও মৃত্যু পর্যন্ত (১৯১১) পরিচালনা করেন। ১৩১৮ সালে 'সুলভ সমাচার' পুনর্জাগ্রত করেন, কিন্তু চলে নাই। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য ও তথা হইতে প্রেরিত হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৯৭—৯৯) হন। ইঁহার নামে একটি পার্ক (Square), Indian Mirror Street নামে একটি রাস্তা আছে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (দ্রঃ বিবেকানন্দ স্বামী)

নরেন্দ্র মণ্ডল (Chamber of Princes)
মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (১৯১৯) অনুসারে ভারতীয় করদ ও মিত্র রাজাদের লইয়া একটি সভা গঠিত হয়। ১৯২১এ ডিউক অব কনট্ দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের যে-রাজাদের জন্য অন্তত ১১টি তোপ দাগা হয় তাঁহারা সকলেই সদস্য। এমন সদস্য ১০৮ জন; অপর ১২৭টি রাজ্যের ১২ জন প্রতিনিধি লইয়া মোট ১২০ জনে এই সভা গঠিত। এছাড়া বড়লাট ইচ্ছা করিলে কাহাঁকেও সদস্য করিতে পারেন। বড়লাট সভাপতি। পাতিয়ালার মহারাজা চানসেলার ছিলেন। এই সভার সুপারিশ করিবার মাত্র ক্ষমতা আছে। হায়দ্রাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, বড়োদা প্রভৃতি প্রধানতম রাজারা সদস্য হন নাই।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত
হাইকোর্টের আইনব্যবসায়ী ও সাহিত্যিক। ইঁহার জন্মস্থান ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের 'ডক্টর' উপাধিধারী (D. L.)। ইনি বহু উপন্যাস রচয়িতা; অগ্নিসংস্কার, শাস্তি, রাজগী প্রভৃতি বিশেষ খ্যাত।

নরোত্তম দাস (১৫৪০—১৬০৭)
বৈষ্ণবসাহিত্যে 'ঠাকুর মহাশয়' নামে পরিচিত। উত্তর বঙ্গে রাজশাহী জিলার খেতরী গ্রাম জন্মস্থান; পিতা রাজা উপাধিধারী জমিদার কৃষ্ণানন্দ দত্ত; মাতা নারায়ণী। ইনি খুল্লতাত সন্তোষ দত্তের হস্তে বিষয় সমর্পণ করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া জীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন; পরে দেশে ফিরিয়া শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলার নানা তীর্থ পরিদর্শন করেন। ইনি গরানহাটী কীর্তনের স্থাপয়িতা। রসকীর্তনের স্রষ্টা হিসাবে তিনি বঙ্গদেশে অমর হইয়াছেন। বৈষ্ণব পদকর্তা; প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেমচন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমচন্দ্রিকা এবং চমৎকারচন্দ্রিকা—এই 'চন্দ্রিকা পঞ্চম'; সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি—এই 'তিন মণি' রচনা করেন। বৃন্দাবন হইতে দেশে ফিরিয়া তাঁহার ইচ্ছায় রাজা সন্তোষ দত্ত ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন। এই কার্য উপলক্ষ্যে খেতরীতে সপ্ত দিবসব্যাপী এক বৃহৎ মহোৎসব হয়। ইহা বৈষ্ণবজগতে 'খেতরীর মহোৎসব' নামে খ্যাত। পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩৯-৪৩। শিশিরকুমার ঘোষ, নরোত্তম চরিত। ডক্টর সুকুমার সেন, ২৩০। নরহরি চক্রবর্তী কৃত 'নরোত্তম বিলাস' কাব্যে নরোত্তমের জীবনকাহিনী বিবৃত। ইহা দ্বাদশ বিলাসে পূর্ণ। ইহাতে খেতরীর মহোৎসব বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নর্থক্লিফ্ (Northcliffe of St. Peter in Thanet, Sir Alfred Charles William Harmsworth, Viscount 1865—1922) বৃটিশ সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিক। আলফ্রেড হার্মসওয়ার্থ নামে এক ইংরেজ ব্যারিস্টারের পুত্র। বাল্যকাল হইতে পত্রিকা প্রকাশ ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার উৎসাহ ছিল। বহু কাগজে মুন্সিয়ানা করিয়া ১০০০ পাঃ জমাইয়া লনডনে আসেন ও তাঁহার ভ্রাতা হ্যারল্ড সিড্নী (পরে লর্ড রদারমিয়ার)র সহিত একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৮৮)। ১৮৯২এ তাঁহাদের Answerএর দশ লক্ষ কপি বিকাইতেছিল। ১৮৯৪এ ইনি Evening News ক্রয় করেন ও ১৮৯৬এ Daily Mail প্রকাশ করেন; আধুনিক জার্নালিজম্ বা সাংবাদিক পেশার নূতন যুগের সূত্রপাত হয়। ইহার পর মফঃস্বলের কাগজ একের পর একে ইনি ক্রয় করিতে থাকেন। ১৯০৬এ নিউফাউনড্ল্যান্ডের বন ইজারা লইয়া কাগজ তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করেন। যুদ্ধের সময় প্রচারকার্যে বিশেষ সহায়তা করেন। ইনি স্বয়ং প্রতিদিন বহু রচনা লিখিতেন।

নর্থব্রুক (Northbrook, Thomas George Baring. First Earl of N. ১৮২৬—১৯০৪) বৃটিশ রাজনীতিক। ভারতের বড়লাট (১৮৭২—৭৬)। ব্যারন নর্থব্রুকের পুত্র। ১৮৫৭এ পার্লামেন্টের সদস্য; ১৮৬৮—৭২ সমরসচিবের সহকারী; ১৮৭২—৭৬ ভারতের বড়লাট। ইহার সময়ে বড়োদার গায়কোবাড়কে গদিচ্যুত করিয়া (১৮৭৫) একটি নাবালক বালককে রাজা করিয়া দেওয়া হয়। তিনিই ভূতপূর্ব গাঃ সাহজীরাও। নর্থব্রুকের শাসনকালে আসামকে বাঙলা হইতে পৃথক করিয়া নূতন প্রদেশ করা হয় (১৮৭৪)। সমসাময়িক বাঙলার ছোটলাট রিচার্ড টেম্পল। ভারত সচিব স্যালিসবেরির সহিত তুলার শুল্ক বিষয়ে মতান্তর হওয়ায় ইনি কাজ ছাড়িয়া দেন। প্রিন্স অব্ ওএলস (পরে ৭ম এডোয়ার্ড) এই সময়ে ভারতভ্রমণে আসেন। ভারত হইতে ফিরিয়া নর্থব্রুক আর্ল হন। বেরিং পরিবার ইংল্যান্ডের ধনিক ও ব্যাঙ্কার হিসাবে বিশেষ খ্যাত ছিল।

নর্থের রেগুলেটিং অ্যাক্ট (Lord Norths' Regulating Act 1773) পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) ও বিশেষভাবে দেওয়ানী গ্রহণের (১৭৬৫) পর ইস্ট ইঃ কোম্পানী ভারতশাসন বিষয়ে বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। পার্লামেন্ট ইহার জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ (১৭৩২—৯২) এক নিয়ামক আইন পার্লামেন্টে পাশ করান। বাঙলার গভর্নর-আইন-বলে গভর্নর-জেনারল হইলেন এবং সপরিষদ তাঁহার

উপর অন্যান্য প্রদেশের কর্তৃত্ব দেওয়া হইল। গঃ জেঃ ব্যতীত চারিজন সভ্য লইয়া কাউন্সিল গঠিত হইল। প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস। সুপ্রীমকোর্ট (দ্রঃ) বা প্রধান বিচার সভা এই আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল।

নর্মা (Norma or Euclid's Square) নক্ষত্র-মণ্ডল। লুপুস বা শশকের পার্শ্বে ১২টি তারার সমষ্টি।

নর্মান জাতি (Norman)

স্ক্যান্ডানেভিয়া হইতে এই নর্থম্যান বা উত্তরের লোকেরা ১০ম শতকে ফ্রান্সের উত্তরে উপনিবেশ করে; তাহারা অচিরে ফরাসী হইয়া যায় এবং ইহারাই ১০৬৬তে ইংল্যান্ড অধিকার করে; নর্থম্যানরা সিসিলি ও ইতালিতে রাজ্যস্থাপন করে; ইহাদের 'রুশ' নামে এক শাখা রুশিয়ায় রাজ্য গড়ে।

নর্মাল টেম্পারেচার (Normal temperature) মানুষের গায়ের স্বাভাবিক তাপ ৯৮·৪ ডিগ্রী (FH)। (দ্রঃ টেম্পারেচার)

নর্মাল স্কুল (Normal School)

পাঠশালার শিক্ষকদের শিক্ষকতা-পেশা শিক্ষা দিবার জন্য যেমন 'গুরুট্রেনিং' স্কুল আছে, তেমনি নর্মাল স্কুলেও ঐরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে মাট্রিক পাশ ছাড়া লওয়া হয় না। এই বিদ্যালয়ে পাশ করিয়া বিদ্যার্থীগণ গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের শিক্ষক অথবা উচ্চ ইংরেজি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত পর্যন্ত হইতে পারেন। পূর্বে নর্মাল স্কুলে ছাত্রবৃত্তি বা মাইনর পাশ করিয়া প্রবেশ করা যাইত; কোর্স ছিল তিন বৎসরের।

নল, (Phragmites karka)

বাঁশ্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু ৫।৬ ফুট উচ্চ তৃণ। আর্দ্র নিম্নভূমে জন্মে। বঙ্গের বহু স্থলেই সুপরিচিত। রাঢ়ে আশ্বিন সংক্রান্তিতে ধান্যক্ষেত্রে নল-কাণ্ড প্রোথিত করিয়া লোকে এই কামনা করে যেন ধান্য নলের মত উচ্চ হয়। নল, মুঞ্জ, শর পৃথক তৃণ।...
গ্রামের মধ্যে নল-পড়া বা নল-ধাওয়া নামে এক প্রকার মন্ত্রসিদ্ধ নল-চালনা দেখা যায়। দুইখানা লম্বা নল বা দীর্ঘ কঞ্চি দুইজন লোকে দুই হাতে পাশে সমান্তরে ঝুলাইয়া দাঁড়ায়; গ্রাম্য ওঝার 'জড়ী, বড়ি, মন্ত্র'র গুণে ঐ নল চোর ধরিতে বা চোরাই মালের সন্ধান করিতে ধাওয়া করে; লোক দুইটি কাঠির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে বাধ্য হয়।

নল ও দময়ন্তী

নল নিষধদেশের রাজা; বিদর্ভ রাজকুমারী দময়ন্তী ইহাকে স্বয়ম্বরা করেন। দ্যূত-ক্রীড়ায় তদীয় ভ্রাতা পুষ্কর কর্তৃক পরাভূত হইয়া নল দেশান্তরিত হন। উভয়ে বনের মধ্যে বহু কষ্টে দিনাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্তু শেষকালে ঐভাবে বাস করা অসম্ভব দেখিয়া তিনি নিদ্রিতা দময়ন্তীকে ত্যাগ করিয়া যান। পথে কর্কোটক নাগ ইঁহাকে দংশন করিয়া বিবর্ণ করিয়া দিলে, ইঁহার রূপ ও বর্ণ বিশেষভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায়। নল বাহুক নাম লইয়া অযোধ্যায় উপস্থিত হন ও রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কাজ গ্রহণ করেন। দময়ন্তী পিতৃগৃহে পৌঁছান ও বহু অনুসন্ধানে নলের খোঁজ পান। পুনরায় স্বয়ম্বরা করিবেন এইরূপ জনরব শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ বিদর্ভে উপস্থিত হন; নল তাঁহার সারথিরূপে আসেন; নলের সুনিপুণ অশ্বচালনার ফলে ঋতুপর্ণ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিদর্ভে উপস্থিত হইতে সক্ষম হন। অবশেষে দময়ন্তী নলকে চিনিতে পারেন ও উভয়ে মিলিত হন। ইতিমধ্যে কর্কোটকের বিষ-বিষ দূর হইয়াছিল। অযোধ্যায় বাসকালে ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নল উত্তমরূপে দ্যূত-ক্রীড়া শিখিয়াছিলেন; এখন নিজ রাজ্যে ফিরিয়া ভ্রাতাকে দ্যূতে বা যুদ্ধে আহ্বান করেন ও ভ্রাতাকে পরাভূত করিয়া রাজ্য ফিরিয়া পান। অতঃপর দময়ন্তীর সহিত সুখে বাস করেন। নলরাজা প্রাতঃস্মরণীয়দের মধ্যে অন্যতম। দময়ন্তীর গর্ভে নলের ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা নামে পুত্র কন্যা জন্মে।... ১৮৫৯এ উমাচরণ দে, ১৮৬৮এ কালিদাস সান্ন্যাল, ১৮৭৪এ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ১৮৮০এ প্রাণচন্দ্র দাস 'নল দময়ন্তী' নাটক রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নলদময়ন্তী' নামে নাটক আছে। মূল উপাখ্যান মহাভারতে আছে।

নলকুবর, যক্ষরাজ কুবেরের পুত্র। ইনি ও ইহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদা সুরাপানে মত্ত হইয়া জলকেলি করিতে-ছিল; সেখান দিয়া নারদকে যাইতে দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করে নাই; সেই অপরাধে নারদের শাপে ইহারা বৃন্দাবনে যমল অর্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শে ইহারা মুক্ত হয়। ভারতচন্দ্র এই কাহিনীটি অন্যভাবে বলিয়াছেন; দেবী অন্নদাকে সম্মান না দর্শাইলে দেবী নলকুবর ও তাহার দুই পত্নী পদ্মিনী ও চন্দ্রাকে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। নলকুবর ভবানন্দ মজুমদার ও পত্নীদ্বয় পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। নলকুবর রাবণকে অভিশাপ করেন যে কোন নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি ধর্ষণ করিতে প্রয়াস পাইলে তদ্দণ্ডে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন; সেই ভয়ে রাবণ সীতাকে ধর্ষণ করিতে চেষ্টা করেন নাই।

নলকূপ (Tube well, artesian well)

সাধারণ কূপ কোদাল দিয়া মানুষে খোঁড়ে (কূপ দ্রঃ); কিন্তু ড্রিলিং যন্ত্র বা মৃত্তিকা-ভেদী কল দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে

গভীর গর্ত করিয়া নলকূপ তৈয়ারী হয়। গর্তের মধ্যে ২"—৯" ইঞ্চি ব্যাসের লোহার নল, কোথায়ও বাঁশের চোঙ ভরিয়া দেওয়া হয়। এই গর্ত কঠিন পাষাণস্তর ভেদ করিয়া যায়। ভারতের মধ্যে গভীরতম নলকূপ বড়োদা স্টেটে মেহসানায়, উহা ৯৩৫ ফুট গভীর। এশিয়ার গভীরতম নলকূপ এডেনে, ১৬৬৫ ফুট গভীর। অস্ট্রেলিয়ার একটি কূপ ৪০০০ ফুট পর্যন্ত গিয়াছে। ভারতের নানাস্থানে এখন নলকূপ হইতেছে। পেট্রোল, গ্যাস প্রভৃতি নিষ্কাশনের জন্য গভীর কূপ খাত হয়। আমেরিকার কালিফোর্নিয়া স্টেটে ১০,০০০ ফুট গভীর নলকূপ আছে।

নষ্টচন্দ্র

ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণাপক্ষের চতুর্থীর চন্দ্র হিন্দুশাস্ত্র মতে কাহাকেও দেখিতে নাই; পুরাণে গল্প আছে যে ঐ রাত্রে চন্দ্র তাঁহার গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে কামোন্মত্ত হইয়া অপহরণ করেন; সেই অপরাধে চন্দ্র তারা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হন। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীতে গ্রামের দুষ্ট ছেলেরা গৃহস্থের বাগানের ফল মূল হরণ করে ও ছোট খাটো উপদ্রব করে; নষ্টচন্দ্র দেখিবার ভয়ে কেহ বাহির হয় না।

নসরত শাহ, নসীর-উদ্দীন নুসরৎ শাহ, বাঙলার শাসনকর্তা (১৫১৯—৩৩) হোসেন শাহের পুত্র। ইঁহার সময় দিল্লীতে বাবর সম্রাট হন (১৫২৭)। ইনি প্রথমে বাবরের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া শেষকালে বশ্যতা স্বীকার করেন। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন; অবশেষে গৌড়ে পিতার সমাধিক্ষেত্রে নিজ ভৃত্যের দ্বারা নিহত হন। ইনি বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নস্‌রী (Nasrids), বনু নসর বা নসর বংশ। ইহা-দিগকে বনুল-আহমর বলা হইত। একটী মুসলিম রাজবংশ। ইহারা ১২৩১ খৃঃ হইতে ১৪৯১ খৃঃ পর্যন্ত স্পেনের উত্তরাংশে অবস্থিত গ্রানাডা রাজ্যে রাজত্ব করে। এই বংশে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ রাজত্ব করেন।

১। আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ (১ম) আলগালেব বিল্লাহ ১২৩১—৭৩
২। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ(২য়) আল ফকীহ ১২৭৩—১৩০২ „
৩। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (৩য়) আল মখ্‌লু ১৩০২ —১৩০৯ „
৪। আবুল জুয়ুশ্ নসর ১৩০৯—১৩১৪ „
৫। আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল (১ম) ১৩১৪—১৩২৪ „
৬। আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ (৪র্থ) ১৩২৫—১৩৩৩ „
৭। আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ (১ম) আলমুয়াইয়েদ বিল্লাহ ১৩৩৩—১৩৫৪ „
৮। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (৫ম) আলগণি বিল্লাহ ১৩৫৪—১৩৫৯ ; ১৩৬২—১৩৯১ „
৯। আবুল ওয়ালিদ ইসমাঈল (২য়) ১৩৫৯—১৩৬০ „
১০। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (৬ষ্ঠ) ১৩৬০—১৩৬২ „
১১। আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ (২য়) আলমুস্তাগণি বিল্লাহ ১৩৯১—৯২ „
১২। আবু-আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (৭ম) ১৩৯২—১৪০৮ „
১৩। আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ (৩য়) ১৪০৮—১৪১৭ „
১৪। আবু-আব্দুল্লাহ মুহম্মদ (৮ম) আল আইসর ১৪১৭—১৪২৭ ; ১৪২৯—১৪৩২ ; ১৪৩২—১৪৪৫ „
১৫। আবু-আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (৯ম) ১৪২৭—১৪২৯ „
১৬। আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ (৪র্থ) ১৪৩২ „
১৭। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (১০ম) ১৪৪৫—১৪৫৫ „
১৮। আবু-নসর সাদ, আল মুস্তায়ান বিল্লাহ ১৪৫৫—১৪৬৫ „
১৯। আবুল হাসান আলী ১৪৬৫—১৪৮২ „
২০। আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ (১১শ) ১৪৮২—১৪৮৩ „
২১। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (১২শ) ১৪৮৩—১৪৮৭ „
২২। আবু আব্দুল্লাহ্ মুহম্মদ (১১শ) পুনরায় ১৪৮৭—১৪৯১ „

ইহার সময় খৃস্টানগণ গ্রানাডা অধিকার করে।

নসায়ী, আবু-আব্দুর রহমান আহম ইব্‌নে শোয়ায়েব ইব্‌নে আলি (৮২৭—৯১৫) ছয়খানি বিশুদ্ধতম হাদীস গ্রন্থের অন্যতম 'আলমুজতবা' বা 'সুনানে নসায়ী' গ্রন্থের সং-গ্রাহক। জন্ম ২২৫ হিঃ=৮২৭ খৃঃ। খোরাসান, হেজাজ, ইরাক, মিসর, সীরিয়া প্রভৃতি দেশে হাদীস শিক্ষা করেন। ইনি 'সুনানে কুবরা' নামক একখানি বৃহদাকার হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। দ্বিতীয় সংস্করণে বিশুদ্ধ হাদীসগুলি পৃথক করিয়া যে গ্রন্থ সংকলিত হয় তাহাই 'আলমুজতবা'।

নস্য (Snuff)

নস্য প্রস্তুত করিতে হইলে তামাকের ডাটা বাদ দিয়া উহাকে চুনের ও জলের সহিত মিশাইয়া ঘণ্টা ৫-৬ রাখিয়া দেওয়া হয়। ঐ সময়ের পর উহা শিলে বাটিয়া বা অন্যরূপে গুঁড়া করিয়া নস্য প্রস্তুত হয়। এই চূর্ণ পদার্থের সহিত সুগন্ধি মিশানো হয়। ভাল নস্য তামাক-পাতার মধ্যখান ভাঙিয়া হয়। মাদ্রাসের নস্য বিখ্যাত। য়ুরোপে ১৭।১৮ শতকে ইহার প্রচলন খুব ছিল; আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলন আছে।

নহপান (খৃঃ অঃ ১২৩)

পশ্চিম ভারতে শক জাতীয় ক্ষহরাটয়া বা খখরাত বংশীয় ক্ষত্রপ। এই বংশে ঘটক, ভূমক ও নহপানের নাম পাওয়া যায়। ইহার পিতার নাম বোধ হয় ভূমক। এই দুইজনের মুদ্রা হইতে তাঁহাদের ইতিহাস জানা যায়। ইহার কন্যার নাম দক্ষমিত্রা;

জামাতা উষব্‌দাত (ঋষভদত্ত)-এর শিলালেখ হইতে অনেক তথ্য জানা যায়। অন্ধ্রবংশীয় গৌতমীপুত্র-শাতকর্ণী শকদের রাজ্য ধ্বংস করেন।

নহবৎ, নওবৎ

আরবী শব্দ। মুসলমানী আমলে প্রবর্তিত ঐকতান বাদ্য। কাড়া, নাকড়া, কাসি, শানাই বাদ্য। ভাল বাজিয়ে সবই প্রায় মুসলমান। এখন হিন্দুদের প্রায় সকল অনুষ্ঠানে এই বাজনা বাজে। যেমন ইংরেজি 'গড়ের বাদ্য' বাজে, তেমনি মধ্যযুগে নহবৎ বাজিত। এখনো ইহার রেওয়াজ আছে।...পূর্বকালে প্রহর নির্দেশ করিবার জন্য যে বাদ্য বাজানো হইতে তাহাকে নহবৎ বলিত।

নহুষ

চন্দ্রবংশীয় রাজা; আয়ু ও স্বর্ভানবীর পুত্র। পত্নী অশোকবর্তীর গর্ভে যযাতির জন্ম হয়। নহুষ নিজ পুণ্যফলে স্বর্গে মর্ত্যে সুযশ লাভ করেন। একবার ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা অপরাধে আত্মগোপন করিয়া থাকিলে দেবগণ নহুষকেই দেবরাজ করিয়াছিলেন। অমরাবতীর সুখ ভোগে ইহার অধঃপতন হয়। নহুষ ইন্দ্রপত্নী শচীকে কামনা করিলে তিনি রাজাকে ঋষিদের বাহিত দোলায় করিয়া আসিতে অনুরোধ করেন। নহুষ তদনুরূপ করেন ও দ্রুত শচীগৃহে পৌছাইবার জন্য দোলা হইতে অন্যতম বাহক অগস্ত্য মুনিকে পদাঘাত করেন; অগস্ত্যের অভিশাপে ইনি সর্পে পরিণত হন। সেই নাগরূপে দ্বৈতবনে বাস করিতে থাকেন ও যুধিষ্ঠিরের উপদেশে মুক্তিলাভ করেন।

নাইওবি (Niobi)

গ্রীক পুরাণমতে থিবসের রাজা আম্‌ফিওনের পত্নী; ইনি দ্বাদশ পুত্রের জননী বলিয়া খুব অহঙ্কৃত ছিলেন ও দেবী লেটোর দুইটি সন্তান ছিল বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। লেটোর প্ররোচনায় তাঁহার পুত্র আপোলো ও কন্যা আর্তেমিস্‌ নাইওবির পুত্রদের শরের দ্বারা বধ করেন। নাইওবিও জুপিটারের দ্বারা প্রস্তরে পরিণত হন।

নাইওবিয়াম (Niobium or Columbium)

ধাতুজ মৌলিক পদার্থ (element)। পরমাণবিক ওজন ৯৩.১; পঃ সংখ্যা ৪১। ইহা দুষ্প্রাপ্য মৌলিক, কলাম্বাইট্‌ নামে খনিজের সহিত পাওয়া যায়; ইউরেনিয়াম ও য়িট্রিয়া (yittria)র সহিত মিশ্রিত অবস্থায় নরওয়ে ও রুশিয়ায় পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে ইস্পাতের ন্যায় ধূসর ও উজ্জ্বল।

নাইট (Knight)

এদেশে প্রতি বৎসর সম্রাটের জন্ম দিনে বা নববর্ষে দুই একজন কৃতি পুরুষকে গভর্নমেন্ট 'নাইট' পদে অভিষিক্ত করেন। ইংল্যানডে ও ইউরোপের রাজশাসিতদেশে রাষ্ট্রের জন্য কোনো বিশিষ্ট কল্যাণকর কাজ করিলে বা খ্যাতিলাভ করিলে রাজার দ্বারা 'নাইট' উপাধি প্রদত্ত হইত। তাঁহাদিগকে আহ্বান করা হইত 'স্যর' বলিয়া; সেই হইতে 'স্যর' (Sir) শব্দ নামের পূর্বে ব্যবহৃত হইতেছে। মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সমাজে রাজার 'ক্ষাত্রবর্গ রাজার দেহরক্ষী বা যোদ্ধৃরূপে কাজ করিত। এদেশে রাজার প্রধান সভায় ছিলেন 'রাজন্য' বা ক্ষত্রিয়েরা; নাইট প্রথাও প্রায় তদনুরূপ হয়।...বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে দুই শ্রেণীর নাইট আছেন:-(১) নাইটস ব্যাচিলারগণ (Knights bachelor) নিম্ন শ্রেণীর হইলেও ইহারা প্রাচীন। (২) নানা শ্রেণীর নাইট, যথা—গার্টার, থিস্‌ল, সেণ্ট পাট্রিক, বাথ, সেণ্ট মাইকেল, সেণ্টজর্জ, স্টার অব ইন্‌ডিয়া, ইন্‌ডিয়ান্‌ এম্‌পায়ার, রয়েল ভিক্‌টোরিয়ান ও বৃটিশ এম্‌পায়ার। রাজাই নাইট উপাধি দান করিতে পারেন। নাইটকে Sir ও তাঁহার পত্নীকে Lady বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

নাইটিংগেল, ফ্লোরেন্স (Nightingale, Florence

১৮২০—১৯১০)। বৃটিশ মানবহিতৈষিণী। ইতালীর ফ্লোরেন্স নগরীতে জন্ম হয় বলিয়া পিতামাতা ইহাকে ফ্লোরেন্স নাম দেন। অল্পবয়স হইতে সেবাকায করিতে ভালবাসিতেন। নানাস্থানের হাসপাতালে ঘুরিয়া ইনি নার্সিংকায শিক্ষা করেন। ক্রিমিয়ান্‌ যুদ্ধে সেবা করিবার জন্যে ৩৭ জন নার্স লইয়া রুশে যান। ইঁহার চেষ্টায় সৈন্যদের মধ্যে মৃত্যুহার অনেক হ্রাস পায়। দেশে ফিরিলে দেশবাসী তাঁহাকে ৫০ হাজার পাউণ্ড দান করেন; তিনি সেই অর্থ দিয়া নার্সিং শিক্ষার জন্য 'নাইটেংগেল হোম' স্থাপন করেন। নব্বই বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়।

নাইট্রিক অ্যাসিড্‌ (Nitric acid)

নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমবায়ে গঠিত অ্যাসিড্‌; নির্মল অবস্থায় ইহা বর্ণহীন, বাতাসের স্পর্শে আসিলে ধোঁয়া বাহির হয়। ব্যবসায়ের জন্য যাহা তৈয়ারী হয় তাহা দেখিতে হলদে; জৈবপদার্থ এবং কতকগুলি ধাতুর উপর এই অ্যাসিড প্রয়োগ করিলে উহা পুড়িয়া যায়, কেবল সোনা ও প্লাটিনামের উপর কোনো কাজ হয় না। তবে ইহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাঃ মিশাইয়া, যে যৌগিক অ্যাঃ (aqua regia) প্রস্তুত হয় তাহা দ্বারা সোনা গলে। খাঁটি সোনার পরখ ইহার দ্বারা হয়। চিলি (Chile) দেশের নাইট্রেট সোরা সালফুরিক অ্যাসিডের সহিত তপ্ত করিলে নাইট্রিক অ্যাঃ পাওয়া যায়। বায়ুস্থিত অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন ইলেকট্রিক তরঙ্গের আঘাতে নাইট্রোজেন পেরোক্সাইড্‌-এ পরিণত হয়। ইহা জলের দ্বারা শোধিত হইলে নাইট্রিক ও নাইট্রাস্‌ অ্যাসিড হয়। বিস্ফোরণে ও রঙ্‌রেজের কাজে

ইহার প্রচুর প্রয়োজন হয়। নাইট্রেট নামে বহুপ্রকারের লবণ (salt) আছে।

নাইট্রো-গ্লিসেরিন (Nitro-glycerine) Explosives বা বিস্ফোরকের উপাদান; বিশুদ্ধ নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফুরিক অ্যাসিডের সহিত বৈজ্ঞানিকভাবে গ্লিসারিন মিশাইয়া ইহা প্রস্তুত হয়। দেখিতে প্রায়-বর্ণহীন বা ক্ষীণ হলুদা রঙের; তৈলভাগ তরল জলে গুলিবে না। হঠাৎ তপ্ত হইলে ভীষণভাবে শব্দ করে। বহু ব্যাধিতে প্রয়োগ হয়। কিন্তু ইহার প্রধান ব্যবহার করডাইট (cordite) ডাইনামাইট্‌ প্রভৃতি মারাত্মক বিস্ফোরক প্রস্তুতে। ১৮৪৭এ Ascanio Sobrero ইহা প্রস্তুত করেন; বহুকাল ইহার ব্যবহার ছিল ঔষধে, ১৮৬৭এ Alfred Nobel কর্তৃক বিস্ফোরকের জন্য ব্যবহৃত হয়। (দ্রঃ নোবেল)

নাইট্রোজেন (Nitrogen) যবাক্ষরজান, সোরাজান। বর্ণহীন, স্বাদহীন, গন্ধহীন অদৃশ্য গ্যাসীয় পদার্থ; ইহা বাতাস হইতে হালকা; জলে দ্রবণীয় নহে। ইহা নিজে বিষাক্ত নহে; কিন্তু ইহা প্রাণীর শ্বাসকার্যের উপযোগী নহে বলিয়া, কেবলমাত্র ইহার মধ্যে কোন প্রাণী বাঁচিতে পারে না। ইহা নিজে পোড়ে না, বা অপর পদার্থকে পোড়াইতে পারে না। বায়ুর $\frac{4}{5}$ অংশ হইতেছে নাইট্রোজেন; ইহা উদ্ভিজ্জের অন্যতম প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ এই নাঃ মৃত্তিকা হইতে আহরণ করে। বাতাসের নাঃ তড়িৎ-ঝঞ্ঝার জোরে বিশ্লিষ্ট হইয়া বৃষ্টির সঙ্গে নামিয়া আসে। নাইট্রোজীয় খাদ্য জীবের একান্ত প্রয়োজনীয়। অ্যামোনিয়া প্রস্তুত হয় নাঃ ও হাইড্রোজেনের যৌগিক মিশ্রণে। নাইট্রাস অক্সাইডকে লাফিং গ্যাস (Laughing Gas) বলে; ছোটখাটো অস্ত্রোপচারে ইহা অসাড়করণের জন্য প্রযুক্ত হয়। পাশ্চাত্য দেশে তরল বায়ুর মধ্য হইতে নাইট্রোজেন বাহির করিবার জন্য কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।

নাইডু, কোট্টুরি কনকায়ু (Naydu, Mayor C. K.) ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড়। জন্ম ১০৯৫। নাগপুর ইন্দোর মহারাজার এ.ডি.সি.। ইনি দেশে ও বিলাতে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইনি এপর্যন্ত ব্যাটিংএ ১০০ সেনচুরির উপর রান্‌ করিয়াছেন; 'বল'দানে (bowler) তিনি সিদ্ধহস্ত।

নাইডু, মিসেস্ (দ্রঃ সরোজিনী নাইডু)

নাক, নাসিকা (Nose) শ্বাস যন্ত্রের মধ্যে বায়ু চলাচলের বাহ্যিক অঙ্গ। ইহাতে দুইটি ছিদ্র বা নাসারন্ধ্র (nostrils) আছে। নাকের প্রবেশ পথে কতকগুলি রোম থাকে, উহাতে বাহিরের ধূলিকণা আটকায়। নাকের মধ্যস্থিত ঝিল্লীতে কতকগুলি (gland) গণ্ড আছে; উহা হইতে যে রস নিঃসৃত হয় তাহাতে বায়ুমধ্যস্থিত ধূলিকণার জীবাণু প্রভৃতি জড়াইয়া যায়। নাক গন্ধ অনুভব করিবার ইন্দ্রিয়। নাসিকা পচাগন্ধ, দুর্গন্ধের উপলব্ধিদ্বারা ঐসকল জিনিষ পরিহার করিবার ইঙ্গিত করে।

নাকের গেঁজ (Nasal polypus) নাসিকার মধ্যে এক বা উভয়দিকে একপ্রকার গেঁজ বা আবের মত হয়; ইহারা সত্যকার আব নহে; এগুলি জলভরা ঝিল্লী-আবৃত গেঁজ। রোগীর নিঃশ্বাসের কষ্ট হয় বলিয়া প্রায়ই সে মুখ হা করিয়া নিঃশ্বাস লয়। এই গেঁজ বাহির করিয়া দিলে রোগীর স্বাস্থ্যের বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। অ্যাডিনয়েডস অন্য প্রকার রোগ। নাক ও গলার মধ্যে পথের আওরানিকে অ্যাডিনয়েডস্‌ বলে।

নাক ডাকে কেন (Snoring) ঘুমাইবার সময় অস্বাভাবিক শ্বাস গ্রহণের ফলে শব্দ হয়। চোয়ালের মাংসপেশী শিথিল থাকায় চিৎ হইয়া ঘুমাইবার সময় মুখ ঈষৎ ফাঁক হইয়া যায়; তখন প্রশ্বাস লইলে মুখমধ্যস্থিত নরম তালু ও আলজিভের কম্পনে শব্দ হয়। পাশ ফিরিয়া শুইলে চোয়ালের মাংসপেশীতে চাপ পড়ে ও মুখ ফাঁক হয় না।

নাগ জাতি প্রাচীন ভারতে সর্পপূজক জাতি। দ্রবিড় জাতির অন্তর্গত মালায়ালীদের (Malabar) মধ্যে সর্পপূজা এখনো প্রচলিত আছে। নাগ জাতির কোনো কোনো শাখা পর্বত-গুহার মধ্যে বাস করিত। বাংলা দেশের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে সর্পপূজা দেখা যায়, ইহা দ্রবিড় বা নাগপূজকদের প্রভাব-চিহ্ন। 'নাগ'পুর প্রভৃতি স্থানিক নামে নাগদের পুর বা নগরীর নামের সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলা দেশে কায়স্থদের মধ্যে নাগ উপাধি আছে।...মহাভারত ও পুরাণাদিতে এই নাগজাতির বহু বিবরণ পাওয়া যায়। জনমেজয় নাগ জাতি ধ্বংসের চেষ্টা করেন। আর্য ও নাগদের মধ্যে বিবাহাদি হইত।

নাগকেশর (দ্রঃ নাগেশ্বর)

নাগছিকনী, মেচেতা, হেঁচেতা, হাচাঁটী, (Artemisia sternutatoria Rox) সোমরাজাদিবর্গের বর্ষায়ু বন্য লোমশ ক্ষুদ্র শাক। শীতকালে ক্ষেতে জন্মে। পাতার ধারে দাঁত, আগা চওড়া; ফুল হলদে। মাথাধরা, ঠাণ্ডালাগার ঔষধ। ইহা হইতে উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়। (যোগেশ; Chopra 414)। সংস্কৃতে, ছিকনী তিক্তা, ঘ্রাণদুঃখদা। আয়ুর্বেদের ঔষধ)

নাগদনা, নাগদমনী (Artemesia vulgaris) সোমরাজাদিবর্গের শাকজাতীয় উদ্ভিদ। পাতা চেপটা, কাঁটাযুক্ত; নিম্নাংশ অতি শ্লেষ্মল। পাতায় সুগন্ধ পাওয়া যায়। গ্রামের লোকের বিশ্বাস পাতার গন্ধে ভূত পালায়। ইহার বহুবিধ ঔষধি গুণ আছে; একপ্রকার উদ্বায়ী তৈলও পাওয়া যায়। (দ্রঃ Chopra 464 ; যোগেশ ৪৪৭)

নাগফণা, ফণীমনসা (Cactus ; Opuntia dillenii) সংস্কৃত বিদর। পত্রহীন কণ্টকী ক্ষুপ; ডাঁটা চেপটা, স্থূল, গ্রন্থিল; ফুল বড়, পীতবর্ণ; ফল পাকিলে লাল হয়। ডাঁটা সাপের ফণার মত বলিয়া কোথাও নাগফণা, কোথাও ফণীমনসা বলে। ইহা শুষ্ক অনুর্বর জমিতে হয়; মনসা গাছের সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই। ইহার ফল ওপকাশি, হাঁপানিতে গ্রামে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ ৭৪৩ ; Chopra 511)

নাগবলা (Sida spinosa)

ভেষজ। দ্রঃ গোরণ চাউলিয়া। হিন্দী গুলশকরী; বাঙলায় বনমেথিও বলে। (Chopra 828)

নাগর ঈশান (দ্রঃ ঈশান নাগর)

নাগরদোলা (Merry-go-round ; Fly-boat)

এক প্রকার দোলনা, মেলার সময়ে লোকে খাটায়। খোলা খাঁচার মধ্যে দুটি নীচু বেঞ্চ সামনা-সামনী থাকে, চারজন বসিতে পারে। এই ধরণের ৮টি দোলা ২ জোড়া শক্ত কাঠের দুইদিকে সংলগ্ন থাকে। দেখিতে × গুণকের চিহ্নর মতো। ইহা শক্ত করিয়া মাটিতে পোঁতা থাম্বার সহিত খিল দিয়া গাঁথা। উপর-নিচে ঘোরে। অন্য প্রকার নাঃ ভূমির সমান্তরালে ঘোরে, অনেকটা ছাতির মতো দেখিতে—শিক থেকে আসন বা কাঠের ঘোড়া ঝুলানো থাকে; শেষোক্তকে ঘোড়-দোলা বলে।

নাগরী লিপি (দ্রঃ দেবনাগরী)।

নাগরী প্রচারিণী সভা

কাশীতে এই সভার কেন্দ্র। ইহাদের উদ্দেশ্য নাগরীলিপি ও হিন্দীভাষার প্রচার। এই সভা বহু গ্রন্থ হিন্দীতে প্রকাশ করিয়াছেন। ৪৫ বৎসর পত্রিকা বাহির হইতেছে।

নাগা জাতি

নাগা পাহাড়ের আদিম বাসিন্দা; ইহারা তিব্বত-বর্মী ভাষা বর্গের একটি উপভাষা বলে। ইহারা ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাসী; দেবতাদের প্রীত্যর্থে নানা পশু বলি দেয়; বন্য হস্তীর মাংস খায়। পূর্বে ইহারা অহোম রাজাদের অধীন ছিল, পরে ইংরেজদের অধীন হয়; গ্রাম্য রাজাদের মারফত বৃটিশদিগকে কর দেয়। ১৮৬৭ নাগা পাহাড় পৃথক জিলা হয়।

নাগা সন্ন্যাসী

উগ্র সন্ন্যাসী সম্প্রদায়; ইহারা সাধারণত বিবস্ত্র ও দলবদ্ধ হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদের নিকট খড়্গ, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র থাকে। সামান্য উপলক্ষ্যে বিবাদ ও যুদ্ধ করে। পূর্বে পূর্বে কুম্ভমেলায় কোন্ সন্ন্যাসীদল আগে গঙ্গায় স্নান করিবে এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে। নাগারা দুই প্রকার, বৈষ্ণব ও শৈব। বৈষ্ণবদের হইতে শৈবরা উগ্রতর। (দ্রঃ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃ ২৯৭)

'নাগানন্দ'

শ্রীহর্ষ বিরচিত সংস্কৃত নাটক। এই নাটকখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে পরের জন্য আত্মদানের উপাখ্যান আছে বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। হিংসার দ্বারা হিংসার নিবৃত্তি হয় না, আত্মত্যাগের দ্বারা হিংসাকে নিবৃত্ত করা যায় এই আদর্শ নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। গল্পাংশ—জীমূতবাহন একদা সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া অনেক নাগাস্থি দেখিতে পান। অনুসন্ধানে জানিতে পারেন যে গরুড়ের আহারের জন্য প্রতিদিন একজন নাগকে প্রাণদান করিতে হয়। জীমূতবাহন শঙ্খচূড় নামে এক নাগের জীবন রক্ষা করিবার জন্য স্বয়ং বধ্যশিলায় গিয়া বসিলেন। গরুড় আসিয়া তাহার রক্ত পান করিতে আরম্ভ করিলে জী-র পিতা, মাতা ও স্ত্রী শোকে অভিভূত হইলেন; জীঃ তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া প্রাণ বিসর্জন করিলেন। অতঃপর তাঁহারা অগ্নিতে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী তাঁহাদের নিবৃত্ত করিলেন ও জীঃ কে পুনর্জীবিত করিলেন। অতঃপর গরুড়ও নাগহিংসা ত্যাগ করিলেন।...জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ।

নাগার্জুন, দার্শনিক (১ম শতক)

বৌদ্ধ শূন্যতাবাদের ব্যাখ্যাতা। দঃ ভারতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম; সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানালোচনায় তৃপ্ত থাকিতে পারেন নাই। কিছুকাল উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন ও একদা রাত্রে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সঙ্গীরা নিহত হয়; নাগার্জুন পলায়ন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর তিনি বৌদ্ধমঠে প্রবেশ করেন। কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া ও বহু মননের পর স্থির করেন যে বৌদ্ধমতকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এমন সময়ে নাগদের সহিত পরিচয় হয়, তাহারা তাঁহাকে সমুদ্রের তলে গুহায় লইয়া ত্রিপিটক দেখায়। এইসব অধ্যয়ন করিয়া তিনি নূতন আলোক পান। মহাযান মত প্রচারে তিনি মন দিলেন। নাগার্জুন বহুগ্রন্থ

রচয়িতা ; প্রধান কয়েকখানি গ্রন্থ—(১) মাধ্যমিক কারিকা ও অকুতোভয় নামে টীকা, (২) যুক্তিষষ্ঠিকা, (৩) শূন্যতা-সপ্ততি, (৪) প্রতীত্যসমুৎপাদ-হৃদয়, (৫) মহাযানবিংশক, (৬) বিগ্রহব্যাবর্তনী, (৭) প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র, (৮) সুহৃল্লেখ ইত্যাদি। শেষোক্ত গ্রন্থখানি অন্ধ্রবংশীয় কোন রাজাকে লিখিত পত্র। নাগার্জুনের অধিকাংশ গ্রন্থ তিব্বতী ও চীনা অনুবাদে পাওয়া যায়। কুমারজীব চীনভাষায় ইঁহার একখানি জীবনী লেখেন (৪র্থ শতক)। ইনি সম্ভবত খৃঃ ১ম শতকের লোক। (দ্রঃ P. K. Mukherji, Indian Literature in China)

নাগার্জুন, ৭ম শতক

প্রাচীন ভারতের রাসায়নিক; ইনি ও বৌদ্ধ দার্শনিক একই ব্যক্তি কিনা বলা যায় না। ইঁহাকে তির্যকপাতন (distillation) এবং ধাতুর জারণ ও মারণ প্রভৃতি বহু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্তা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। তিনি রসরত্নাকর, আরোগ্যমঞ্জরী, রসেন্দ্রমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন শাস্ত্রে গবেষণার জন্য 'নাগার্জুন পুরস্কার' দিয়া থাকেন। ইহা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দ্বারা প্রদত্ত অর্থ হইতে দেওয়া হয়।

নাগেশ ভট্ট (১৭—১৮ শতক)

মহারাষ্ট্রদেশীয় সংস্কৃত বৈয়াকরণ ও আলঙ্কারিক। মম্মট ভট্ট বিরচিত 'কাব্যপ্রকাশে'র উপর 'বৃহদুদ্দ্যোতাদারণ দীপিকা', জগন্নাথ পণ্ডিত বিরচিত 'রসগঙ্গাধরে'র উপর 'গুরুমর্ম-প্রকাশ' প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থ; 'পরিভাষেন্দুশেখর' প্রভৃতি ব্যাকরণ রচয়িতা। ভট্টোজি দীক্ষিতের পৌত্রের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত।

নাগেশ্বর, নাগকেশর (Mesua ferra)

বৃহৎ পুষ্পতরু। বসন্তকালে নূতন লাল পাতা গজায়। পাতা লম্বা, সরু। শাখা পত্রাদি এমন সুন্দরভাবে সাজানো যে দূর হইতে মন্দিরের মত দেখায়। ফুল সাদা সুগন্ধ, বৈশাখে ফোটে। পুং কেশর বহু, পীতবর্ণ। ঔষধার্থে আয়ুর্বেদে ব্যবহার আছে। অর্শরোগ, সর্পাঘাত প্রভৃতির ঔষধ; বীজের তৈল বাতের ঔষধ।

নাগেশ্বর রাও (১৮৬৭—১৯৩৮)

অন্ধ্রদেশীয় সাংবাদিক, ব্যবসায়ী ও রাষ্ট্রনৈতিক। ইনি বিখ্যাত বেদনাহরক 'অমৃতাঞ্জন'-এর আবিষ্কর্তা। এই ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জন করিয়া ইনি সংবাদপত্র সেবায় মন দেন। ১৯০৮এ 'অন্ধ্রপত্রিকা' তেলেগু ভাষায় প্রকাশ করেন। তেলেগু 'বিশ্বকোষ' বহু অর্থব্যয়ে প্রকাশ করেন। কন্‌গ্রেসের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। তিনি বহু লক্ষ টাকা নানা সৎকাজে দান করিয়াছিলেন।

নাজি, নাৎসি (Nazi)

Nationalsozialische Deutsche Arbeiterpartei. (National Socialist Workers' Party) সংক্ষেপে Nazi. জারমেনীর রাজনৈতিক দল। ১৯১৮ নভেম্বর মাসে মহাযুদ্ধের অবসানের পর জারমেনীতে রাজতন্ত্র উঠিয়া যায় এবং রিপাবলিক গঠিত হয়। ১৯১৯এর জানুয়ারীতে ন্যাশান্যাল আসেম্‌ব্লি আহূত হয় এবং তাহাদের সুপারিশে নূতন রাষ্ট্রকাঠামো গঠিত হয় ১৯১৯, ১১ই আগস্ট। ইহা ইতিহাসের Weimer Constitution নামে খ্যাত। এই রাষ্ট্রবিধি অনুসারে বয়স্ক (adult) নরনারী দ্বারা নির্বাচিত রাইখস্টাগ বা রাষ্ট্রসভার উপর দেশ-শাসনের সর্ববিধ ক্ষমতা অর্পিত হয় ও মন্ত্রীদের কার্যকাল রাইখের ভোটের উপর নির্ভর করে। ফলে ১৯১৯ হইতে ১৯৩২ পর্যন্ত কয়েক বৎসর বিচিত্র দলের মধ্যে কলহে কাটিয়া যায়। ১৯২৮এ রাইখের নির্বাচনে সোশ্যাল-ডিমোক্রাটদের দল ছিল ভারী। ৪৮৯ জন সদস্যের মধ্যে ঐ সময়ে হিটলারের নাজীদলে লোক ছিল মাত্র ১২ জন। ইহার পর পৃথিবীব্যাপী ব্যবসার বাজারে মন্দা পড়ে ও জারমেনীতে অর্থাভাব ও অন্নকষ্ট যুগপৎ দেখা দেয়। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া হিটলার তাঁহার প্রচারকার্য সজোরে চালাইতে থাকেন; ফলে ১৯৩০এ রাইখের নাজি সদস্য সংখ্যা হয় ১০৭, এবং ১৯৩২এ ২৩০ হয়। ১৯৩৩এ নাজি-জারমেনি-ন্যাশনাল ক্যাবিনেট গঠিত হয় ও হিটলার চান্‌সেলার ও ফন্ প্যাপেন ভাইস-চান্ হন। এই ক্যাবিনেট দ্রুত পরিবর্তিত হয় ও ১৯৩৪এর মধ্যে নাজি দলই রাইখে সর্বেসর্বা হয়। নাজিরা কমিউনিজমের বিরোধী, তবে তাহারা শ্রমিকদের উন্নতি ও সুবিধার পক্ষপাতী। এই বিষয়ে ভাল করিয়া জানিতে হইলে অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকার লিখিত 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯) পড়া দরকার। নাজিরা একনায়ক শাসনে বিশ্বাসী, পার্লামেণ্টারী শাসন বা জনমত লইয়া কাজ করিবার বিরোধী।

নাটক (ভারতীয়)

মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শোনা যায়, এই জন্য ইহার এক নাম শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যের ন্যায় নাটকেরও শ্রবণ হয়, অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নটদ্বারা অভিনয়কালে দর্শনও হয়; এই জন্য নাটকের এক নাম দৃশ্যকাব্য। সংস্কৃত নাটকের প্রারম্ভে প্রায়ই সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে আসিয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলের ইতিবৃত্তের প্রধান প্রধান অংশের একপ্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হয়, নাটকের এই পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক (Act)।...নাটকে এক হইতে দশ অঙ্ক পর্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। রচনার মধ্যে

বৈশিষ্ট্য থাকে ; ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হয়। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত ও নায়ক প্রভৃতি সাধারণত উত্তম সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা বলেন। সামান্য স্ত্রীলোক, গ্রাম্যলোক ও বালকেরা প্রাকৃত বা গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ করে। (দ্রঃ লাল-মোহন, কাব্যনির্ণয় পৃঃ ৭)

নাটক, সংস্কৃত

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রম-পরিণতি সম্বন্ধে পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ মতানৈক্য দেখা যায়। প্রবাদ অনুযায়ী 'নাট্য-শাস্ত্র'র গ্রন্থ-প্রণেতা ভরত মুনিকে সংস্কৃত নাটকের জনক ও প্রবর্তক বলা হয়, আর নাট্য-কলাকে অভিহিত করা হয় পঞ্চম বেদ বলিয়া। ঋগ্বেদ হইতে আবৃত্তি, যজুর্বেদ হইতে অভিনয়, সামবেদ হইতে সঙ্গীত ও অথর্ব বেদ হইতে রসের অংশ সংগৃহীত হইয়াছিল। দেবাসুর যুদ্ধে অসুরদের পরাজয় করিয়া দেবগণ 'ইন্দ্রধ্বজ' উৎসব উপলক্ষ্যে ভরত মুনিকে একটী নাট্যাভিনয়ের জন্য অনুরোধ করেন। ইহাতে দুইখানি নাটক অভিনীত হয়—(১) সমাবকার-জাতীয় 'সমুদ্র-মন্থন' (২) ডিম-জাতীয় 'ত্রিপুর-দাহ'। ইহাতে অসুরগণ কুপিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট অভিযোগ করিলে ব্রহ্মা বলেন—'মানুষ ও দেবতার আনন্দের জন্য নাট্য-কলারূপ পঞ্চম বেদের সৃষ্টি। অতএব তোমরা ক্ষুব্ধ হইও না।' তবুও কুপিত অসুরদের কোপ নিবারণের জন্য ইন্দ্রকে দণ্ড ও পতাকা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। তাই আজও সংস্কৃত-নাটক অভিনয়ের প্রারম্ভে জর্জর দণ্ডের পূজা হয়—ইহাকে জর্জরোৎসব বলে। উপরোক্ত দুই নাটক অভিনয়কালে ভরতের শতপুত্র অপ্সরাদের সহিত অসংগত অভিনয় করায় উপস্থিত মুনিগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হন ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া শূদ্ররূপে এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের পূর্বপুরুষ ইঁহারাই। বিবরণটী মিথ্যা হউক বা সত্য হউক, এই তথ্য জানা যায় যে—(১) নাটকের মূল বেদের মধ্যে, (২) উৎপত্তি স্বর্গে, (৩) অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা সমাজে নিন্দিত, (৪) নারী ও পুরুষের সম্মিলিত অভিনয়-প্রথা বর্তমান ছিল, (৫) প্রথম নাট্যাভিনয় শক্র-বিজয় উপলক্ষ্যে।…বেদের মধ্যে যম-যমী, পুরূরবা-উর্বশী প্রভৃতি কতকগুলি কথোপকথনের আকারের সূক্ত আছে। এ ছাড়াও কয়েকটী স্বগতোক্তি আছে। সম্ভবত লৌকিক নাটকের পূর্ব-পর্যন্ত এই নাট্যাকারের সূক্ত ও ধর্মনৃত্যের সম্মিলনে নাটকের সূত্রপাত। 'নট' ও 'নাটক' এই শব্দ দুইটী সংস্কৃত নৃত্, প্রাকৃত 'নট' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন—তাই এই মতটি নিছক মিথ্যা নহে। হয়ত প্রথমত নৃত্যভঙ্গীর সহিত নির্বাক্ অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী চলিত—পরে ইহার সহিত গীতাংশ যুক্ত হয়। এই ক্রম-বিকাশে বাক্-সংযোগ ঘটে সকলের শেষে।… ভারতীয় নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে বৈদিক যুগে ও ইন্দ্রধ্বজ উৎসব উপলক্ষ্যে। কাহারও মতে সংস্কৃত-নাটকের মূল আছে কৃষ্ণ-পূজার মধ্যে। শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া নৃত্য-গীত, আবৃত্তি, যাত্রা প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইলেও, ইহাই একমাত্র মূল নহে—ইহা নাটককে বিকাশের পথে পুষ্ট করিয়াছে মাত্র। জারমান অধ্যাপক পিশেল্ মনে করেন কলা হিসাবে ভারতীয় নাট্যের উৎপত্তি পুতুল নাচ হইতে (সূত্রধর শব্দের অর্থ যিনি সূত্র অর্থাৎ সূতা ধরিয়া থাকেন।) রাজশেখর সীতার ভূমিকায় এইটী কথা-বলা পুতুলের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের কয়েকখানি ছায়া নাটকের উল্লেখ করা যায়।……সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্য বিষ্ণু-কৃষ্ণ, রুদ্র-শিব, বৌদ্ধ-জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম ও তাহার সাহিত্য হইতে নানাবিধ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। উপরন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া দেশী ও বিদেশী সভ্যতা, রীতিনীতি, নৃত্য-গীতাদির সম্মিলনে ইহার পরিণতি ঘটিয়াছে।

গ্রীক্ প্রভাবের কথা—

আলেকজেন্দারের ভারত আক্রমণের ফলে গ্রীসের সাহিত্য সম্পদ এ দেশে কিছু কিছু আসে। সংস্কৃত নাটকের অঙ্ক-বিভাগ, প্রস্তাবনা, প্রবেশ ও প্রস্থান-পদ্ধতি, রঙ্গ-পরিচালনা, যবনিকা, কথাবস্তুবিন্যাস, বিদূষক, সূত্রধর প্রভৃতি গ্রীক নাটকের অনুকরণে করা হইয়াছে—ইহা কাহারও কাহারও মত। এই মতের সপক্ষে ও বিরুদ্ধে বহু যুক্তি তর্ক প্রযুক্ত হয়।

সংস্কৃত নাটকের বৈশিষ্ট্য—

(১) সংস্কৃতে বিয়োগান্ত নাটক নাই, সবই মিলনান্ত ; (২) নাটকের ভাষায় চরিত্রভেদে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ব্যবহার হয়। (৩) গদ্য ও মিশ্রিত করিয়া নাটক লেখা হয়। (৪) বিদূষকচরিত্র হাস্যরসের অবতারণা করে। (৫) সংস্কৃত নাটকে স্থান-কালের বিশেষ সামঞ্জস্য রাখা হয় না। (৬) আদিতে প্রস্তাবনা ও অন্তে ভরত-বাক্য যুক্ত হয়। (৭) অঙ্ক-সংখ্যা এক হইতে দশ হইতে পারে। (৮) প্রধান রস বীর অথবা শৃঙ্গার, অন্যান্য রস অপ্রধান। (৯) একের প্রবেশ ও অপরের প্রস্থানদ্বারা দৃশ্য পরিবর্তন হয়। (১০) প্রাকৃত ভাষার মধ্যে শৌরসেনী ব্যবহৃত হয় বেশী, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত গানে। (১১) অভিশাপ, যুদ্ধ, চুম্বন প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা নিষিদ্ধ।

সংস্কৃত নাট্যের শ্রেণীবিভাগ—

সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রধানত দুই ভাগ—রূপক ও উপরূপক। রূপক আবার দশপ্রকার ; (১) নাটক—অঙ্কের সংখ্যা পাঁচ হইতে দশ। অঙ্ক সংখ্যা দশ হইলে মহানাটক হয় ; ইহাতে পঞ্চসন্ধি থাকা প্রয়োজন। (২) প্রকরণ—সামাজিক নাটক, অঙ্ক সংখ্যা নাটকের মত। কথাবস্তু কবিকল্পিত ও লৌকিক। নায়ক ব্রাহ্মণ বা বণিক্‌পুত্র হইবে আর নায়িকা সাধারণ মহিলা বা

গণিকা হইতে পারেন। (৩) ভাণ—রচয়িতার কল্পিত আখ্যান-ভাগ সম্বলিত একাঙ্ক নাটক। (৪) প্রহসন—হাস্যরসাত্মক একাঙ্ক নাটক। (৫) ব্যায়োগ—যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্যপূর্ণ শৃঙ্গার-হাস্যরস-বিবর্জিত নাটক। (৬) ডিম—কিন্নর যক্ষশ্রেণীর নায়কযুক্ত উপকথা হইতে সংগৃহীত কথাবস্তুসম্বলিত নাটক। (৭) সমবকার—অনৈসর্গিক নাটক। নায়ক সংগৃহীত হয় দেবতা বা অসুর হইতে ও নায়কসংখ্যা বারো পযন্ত হইতে পারে। (৮) বীথি—ভাণ জাতীয় শৃঙ্গার রসপ্রধান। (৯) অঙ্ক—করুণ-রসপ্রধান একাঙ্ক নাটক—বিষয়বস্তু কাল্পনিক। (১০) ঈহমৃগ—উপকথা সংগৃহীত বিষয়বস্তু, নায়িকা কুমারী ও মৃগবৎ দুরায়ত্ত। অঙ্ক সংখ্যা এক হইতে চারি পযন্ত হইতে পারে।…উপরূপক আঠার প্রকার—(১) নাটিকা—ইহার নায়ক রাজা; কোনো বিপদগ্রস্তা রাজবংশীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবার চক্রান্ত ও অবশেষে মিলন ইহার বিষয়বস্তু। (২) প্রকরণিকা—নাটিকার মত, প্রভেদ এই যে নায়ক-নায়িকা সভ্রান্তবংশীয়া ও সাধারণতঃ বণিক্ সম্প্রদায়ভুক্ত। (৩) সট্টক—নাটিকার মত—প্রভেদ এই যে ইহা আগাগোড়া প্রাকৃতে রচিত হয়। (৪) নাট্যরসিক—নৃত্য ও মূক অভিনয় সম্বলিত। (৫) ত্রোটক—মানব ও স্বর্গবাসিনীর প্রেম ও মিলন ইহার বর্ণনীয় বিষয়। (৬) গোষ্ঠী—ইহাতে নয় কি দশজন পুরুষ ও পাঁচ কিম্বা ছয়টা স্ত্রী-চরিত্র থাকে। (৭) হল্লীস—নৃত্যবহুল নাটিকা (৮) শ্রীগদিক—একাঙ্ক নাটক; ইহার আখ্যানভাগ পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হয়, ইহার নায়ক-নায়িকা উচ্চবংশীয়া এবং সংলাপের মাত্রা ইহাতে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। অভিনয়কালে 'শ্রী' শব্দটা প্রায়ই উচ্চারিত হয়। (৯) শিল্পক—ব্রাহ্মণবংশীয় নায়ক ও নিম্নশ্রেণীর উপনায়কযুক্ত চারি অঙ্কের নাটক। (১০) প্রেঙ্খন—নারীভূমিকাবর্জিত নিম্নশ্রেণীর নায়ক-বিশিষ্ট, যুদ্ধ ও বাহুযুদ্ধ-পূর্ণ দৃশ্যযুক্ত একাঙ্ক নাটক। (১১) বিলাসিকা—শৃঙ্গার রসপ্রধান, বিদূষক ও বেশকার সংযুক্ত একাঙ্ক নাটক। (১২) দুর্মল্লিকা—চারি অঙ্ক বিশিষ্ট। ইহার নায়ক নিম্নবংশীয় এবং ইহাতে সঠিক সময় সংস্থাপন করা হয় (১৩) প্রস্থানিক, (১৪) ভাণিকা, (১৫) কাব্য—একাঙ্ক নৃত্যসম্বলিত নাটক; ইহার নায়ক-নায়িকা দাস-দাসী সম্প্রদায় হইতে গৃহীত হয়। (১৬) পূর্বোক্ত প্রকারের পার্থক্য এই, ইহাতে সংলাপ বিদ্যমান। (১৭) উল্লাপক—এক হইতে তিন অঙ্ক-বিশিষ্ট। ইহার নায়ক সম্ভ্রান্তবংশীয় এবং ইহাতে যুদ্ধসংক্রান্ত ঘটনাবলীর বাহুল্য থাকে। (১৮) সংলাপক—পূর্বোক্ত প্রকারের, এক হইতে তিন অঙ্ক বিশিষ্ট হয়।

সংস্কৃত নাট্যকারগণ ও নাটকাবলী—

মহাভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি 'কংসবধ' ও 'বালিবধ' নামক দুইখানি নাটকের নামোল্লেখ করিয়াছেন। কালিদাস তাঁহার 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকে তাঁহার পূর্ববর্তী নাট্যকারদের নামহিসাবে ভাস, সৌমিল্লক, কবিপুত্র ইত্যাদি খ্যাতনামা নাট্যকারদের নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভাস কালিদাসের পূর্ববর্তী, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাবকাল এখনও নির্ধারিত হয় নাই। এ পযন্ত ১৩ খানি নাটক ভাসের রচিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। (দ্রঃ ভাস)। অনেকের মতে ভাসের 'চারুদত্ত'কে অবলম্বন করিয়া রাজা শূদ্রক বিখ্যাত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের প্রথম চারি অঙ্ক রচনা করিয়াছিলেন।

মধ্য এশিয়ার তুর্ফানে অশ্বঘোষ রচিত কতকগুলি তালপত্রের হস্তলিখিত নাটকের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনি খৃষ্টাব্দ প্রথম শতাব্দীর লোক। ইঁহার বিখ্যাত নাটক 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ'। কালিদাস ও ভবভূতি নাট্যকার হিসাবে অতুলনীয়। ইঁহাদের যথাক্রমে তিনখানি করিয়া নাটক পাওয়া যায়—(১) মাল-বিকাগ্নিমিত্রম্ (২) বিক্রমোর্বশীয়ম্ (৩) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ এবং (১) মহাবীরচরিতম্ (২) মালতীমাধবম্ (৩) উত্তররামচরিতম্। রাজা শ্রীহর্ষদেবের 'নাগানন্দ' ও 'রত্নাবলী' নামে দুইখানি নাটক পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত 'প্রিয়দর্শিকা' নামে একটী নাটিকাও তাঁহার রচিত বলিয়া অভিহিত হয়।…প্রায় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত 'বেণীসংহার' (ভট্টনারায়ণকৃত) নামক একখানি নাটক ও বিশাখদত্ত রচিত 'মুদ্রারাক্ষস' নাটক দুইখানি বেশ অভিনয়ের উপযোগী।…রাজশেখরও অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নাট্যকার ছিলেন। দশাঙ্ক মহানাটক 'বালরামায়ণ', চারি অঙ্কযুক্ত নাটিকা 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা', সট্টকশ্রেণীর 'কর্পূরমঞ্জরী' তাঁহারই রচিত। ইহা ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র প্রণীত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', ক্ষেমীশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' ও 'নৈষধানন্দ', অনঙ্গহর্ষের 'তাপসবৎসরাজ-চরিত', ময়ূরজ প্রণীত 'উদাত্তরাঘব', বামনভট্টবাণ প্রণীত 'পার্বতীপরিণয়', উদ্দবিন প্রণীত 'মল্লিকামাধব', মুরারি প্রণীত 'অনর্ঘরাঘব', ভীমট প্রণীত 'স্বপ্নদশানন', বিকলের 'কর্ণসুন্দরী', গোবিন্দচন্দ্রের 'লটকমেলক', যশোবর্মণের সভাকবি বাক্‌পতির 'রাসাভ্যুদয়' বলিয়া কতকগুলি নাটক এবং বৎসরাজের 'কিরাতার্জুনীয়', প্রহ্লাদদেবের 'পার্থপরাক্রম' প্রভৃতি বহু নাটকের ও চন্দ্রবিরচিত বৌদ্ধ-নাটক 'লোকানন্দ'র পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

স্যর উইলিয়াম্ জোন্স্ 'শকুন্তলা'র ইংরেজি অনুবাদ করিয়া সর্বপ্রথম ইউরোপকে সংস্কৃত নাটকের ঐশ্বয পরিজ্ঞাত করেন। ইংরেজিতে A. B. Kieth বহুবিস্তারে Sanskrit Drama রচনা করিয়াছেন।

নাটক, বাঙলা

বাঙলা নাটকের আধুনিক অভ্যুদয়ের মূলে রহিয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রেরণা। ইংরেজ সমাজের অনুকরণে বাঙালী সমাজে রঙ্গমঞ্চ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীতে

ভারতের নবীনা রাজধানী কলিকাতায় আমোদ-প্রমোদের প্রধান উপকরণ ছিল কবির গান, পাঁচালী, যাত্রা, আখড়াই প্রভৃতি। ইহারা অনেকস্থলে কুরুচিপূর্ণ ছিল বলিয়া শিক্ষিত-সমাজে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীযুদ্ধ বিজয়ের বৎসরে কলিকাতায় প্রথম ইংরেজি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর Chowringhee Theatre, Calcutta Theatre এবং Sans Souci Theatre প্রতিষ্ঠিত হয়; এগুলি ইংরেজদের থিয়েটার। সেকালের শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বাঙালীগণ এই সকল থিয়েটারে গিয়া ইংরেজি নাটকের রস আস্বাদন করিতেন।

প্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয় ১৭৯৫ খ্রীঃ। হেরাশিম লেবেডফ্ (Herasim Lebedoff) নামক একজন রুশীয় যুবক এক নাট্যসমিতি খোলে। সেখানে Disguise এবং Love is the best doctor নামক দুখানি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ অভিনীত হইয়াছিল। স্ত্রীভূমিকায় অভিনেত্রী নামানো হইয়াছিল। দুইটি নাটকের অভিনয়ের পর হঠাৎ এই সমিতিটি উঠিয়া যায়। ১৮৩২ খ্রীঃ প্রসন্নকুমার ঠাকুর বেলেঘাটায় Hindu Theatre খোলেন। সেখানে 'উত্তররামচরিতে'র উইলসনসাহেবকৃত ইংরেজি অনুবাদ অভিনীত হয়। হিন্দু-থিয়েটার একবৎসর পরে উঠিয়া যায়। ১৮৩৩ খ্রীঃ শ্যামবাজারে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর নাট্যাকারে অভিনীত হয়। একরাত্রির অভিনয়ে দুইলক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩—১৮৮৫) বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাট্যকার। ইহার প্রথম নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' ১৮৫৭ খৃঃ রচিত ও প্রকাশিত হয়। ঐ বৎসর মার্চমাসে চড়কডাঙ্গায় অভিনীত হয়। নাটকখানি সামাজিক ও হাস্যরসপ্রধান। ইহা প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের ধরণে রচিত হইয়াছিল। গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে ইহার পূর্বে বাংলা ভাষায় কয়েকটি নাটক ছিল, যথা নন্দকুমার রায় রচিত "অভিজ্ঞানশকুন্তলা," "আত্মতত্ত্বকৌমুদী," "হাস্যার্ণব," "কৌতুকসর্বস্ব," "কীর্তিবিলাস," তারাচাঁদ শিকদারের "ভদ্রার্জুন", হরচন্দ্র ঘোষের "ভানুমতি চিত্তবিলাস" ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "বাবু নাটক" প্রভৃতি। তর্করত্ন রচিত "নবনাটক"ও বিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছিল। ইহা বিয়োগান্ত নাটক সুতরাং প্রাচ্যরীতির বিরোধী। রামনারায়ণের আরও কয়েকটি নাটক আছে,—রুক্মিণীহরণ, স্বপ্নধন, রত্নাবলী, (অনুবাদ), মালতীমাধব (অনুবাদ), ও বেনীসংহার (অনুবাদ)।

ইহার পর আসিলেন মধুসূদন। মধুসূদন নাটক রচনা করিয়াই সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম পরিচিত হইলেন। "শর্মিষ্ঠা" নাটক ১৮৫৮খ্রীঃ রচিত হয় এবং ১৮৫৯ খ্রীঃ রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া থিয়েটারে অভিনীত হয়। "শর্মিষ্ঠার" পরে মধুসূদন দুইখানি প্রহসন রচনা করেন--'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়োশালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রথমখানিতে সেকালের 'ইয়ংবেঙ্গলদলে'র উচ্ছৃঙ্খলতা ও দ্বিতীয়টিতে প্রাচীন-পন্থীদের ভণ্ডামি নিপুণভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে মধুসূদনের চতুর্থ দান 'পদ্মাবতী' নাটক। ১৮৬৬ খৃঃ ইহা শিমুলিয়া নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। "পদ্মাবতী" গ্রীক্ সাহিত্যের জুনো, প্যালাস, ভেনাস, ও স্বর্ণ আপেলের গল্প অবলম্বনে রচিত; তবে মধুসূদন গ্রীকনাম বদলাইয়া হিন্দুনাম বসাইয়াছেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ শেষভাগে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক রচিত হয়। ইহা ঐতিহাসিক ও বিয়োগান্ত। মধুসূদনের নাটকগুলি পাশ্চাত্য ছাঁদে লিখিত।

বাংলাসাহিত্যের আর এক বিশিষ্ট নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯—১৮৭৩)। দীনবন্ধু হুগলী ও হিন্দুকলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ইংরাজি সাহিত্যে ইঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। ছাত্রাবস্থায় দীনবন্ধু সুকবি বলিয়া দেশে পরিচিত হন। বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত 'সংবাদ প্রভাকরে' তাঁহার কবিতা-যুদ্ধ চলিত। 'নীলদর্পণ' ১৮৬০ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহা একটি যুগান্তরকারী নাটক। দীনবন্ধুমিত্রের দ্বিতীয় নাটক 'নবীন তপস্বিনী' ১৮৬৫ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। 'লীলাবতী' প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রীঃ। 'নীলদর্পণে'র মত এই দুটিও সামাজিক। আগাগোড়া সরস ও হাস্যরসপ্রধান হইলেও 'নীলদর্পণে'র মত সমাদর ইহারা পায় নাই। কমেডি-রচয়িতারূপে দীনবন্ধুমিত্রের নাম বাংলাসাহিত্যে চিরদিন অমর হইয়া রহিবে। হাস্যরস সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। প্রথম প্রহসন "বিয়েপাগলা বুড়ো" ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ "সধবার একাদশী" প্রকাশিত হয়। "সধবার একাদশী" অভিনয়ে 'নিমচাঁদের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া গিরিশচন্দ্র যৌবনে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ "জামাই বারিক" প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধুমিত্র প্রতিভাশালী নাটকার ছিলেন, সন্দেহ নাই। নিম্নশ্রেণীর লোকের বিশেষত স্ত্রীলোকের চরিত্র-অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল। নাটকের সর্বত্র অবিমিশ্র কথ্যভাষা ব্যবহার করিয়া দীনবন্ধু বাংলার সামাজিক নাটক রচনা করিবার প্রকৃত রীতিটি দেখাইয়া দিলেন।

উনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে বাংলাদেশে নাটকের অভাব অনেকটা দূর হইল। বেলগাছিয়া থিয়েটারের সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া চোরবাগানে, বৌবাজারে, জোড়াসাঁকো, বাগবাজার, পাথুরিয়াঘাটা ও বড়বাজারে এমেচার নাট্যমঞ্চ গড়িয়া উঠিল। বড়বাজারের নাট্যসমিতির সহিত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল; তাঁহারই উৎসাহে সেখানে "বিধবাবিবাহ" নাটকের অভিনয় হয়। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা থিয়েটারের মূল্য খুব বেশী। এখানে অভিনীত কয়েকটি নাটকের তালিকা :—

(১) মালবিকাগ্নি মিত্র - অনুবাদক মহারাজ যতীন্দ্রমোহন—১৮৬৫ খ্রীঃ অভিনীত। (২) বিদ্যাসুন্দর - মহারাজকর্তৃক নাট্যাকারে রূপান্তরিত, ১৮৬৫ খ্রীঃ অভিনীত। (৩) যেমন কর্ম তেমন ফল—মহারাজ রচিত কমেডি—১৮৬৬ খ্রীঃ অভিনীত। (৪) মালতীমাধব—(রামনারায়ণ কর্তৃক অনুদিত)—১৮৬৯ খ্রীঃ অভিনীত। (৫) রুক্মিণীহরণ—রামনারায়ণ তর্করত্ন রচিত—১৮৭২ খ্রীঃ অভিনীত। (৬) উভয় সঙ্কট—কমেডি, মহারাজ রচিত। ইত্যাদি।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন রচিত "বুঝলে কি না" প্রহসন কলিকাতার সমাজে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার জবাব-স্বরূপ ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়-রচিত "কিছু কিছু বুঝি" নামক প্রহসন জোড়াসাঁকো থিয়েটারে অভিনীত হয়। নট-চূড়ামণি অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী এই অভিনয়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন।

বৌবাজারের "অবৈতনিক নাট্যসমাজ" ১৮৬৭ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা একসময় বাঙলাদেশে সবাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যসমাজ ছিল। প্রসিদ্ধ নাট্যকার মনোমোহন ঘোষের নাটকগুলি এখানে অভিনীত হইয়াছিল। মনোমোহন ঘোষ রচিত নাটকের তালিকা:—(১) রামাভিষেক (২) প্রণয় পরীক্ষা (৩) সতী বিয়োগান্ত নাটক (১৮৭২) (৪) হরিশ্চন্দ্র ১৮৭৪ (৫) পার্থপরাজয় (৬) আনন্দময় (৭) রাসলীলা (গীতিনাট্য) ১৮৮৯ খ্রীঃ। বাঙলা নাটকের ইতিহাসে মনোমোহন ঘোষ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। বাঙালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম কলিকাতার বাহিরে সারা বাঙলাদেশ জুড়িয়া প্রভাববিস্তার করিতে সমর্থ হন। ইহার 'রামাভিষেক' ও 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক বহুবৎসর ধরিয়া বাঙলার বহু রঙ্গমঞ্চে পরম সমাদরের সহিত অভিনীত হইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শকে নাটকীয় রূপ দিবার অসামান্য ক্ষমতা মনোমোহন বাবুর ছিল।

দীনবন্ধুমিত্রের পর সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্রের যুগ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১২) একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ তিনি বাগবাজারে একটি যাত্রার দল খুলেন। অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ধর্মদাস সুর প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া গিরিশচন্দ্র বাগবাজারে ন্যাশন্যাল থিয়েটার খুলিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার ম্যানেজিং ডিরেক্টরের পদ লাভ করেন। গিরিশচন্দ্রের মৌলিক রচনা সুরু হয় ১৮৮০ খ্রীঃ। পূর্বে ১৮৭৪—৭৫ খ্রীঃ তিনি 'মৃণালিনী', 'বিষবৃক্ষ', 'দুর্গেশ-নন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতি উপন্যাসকে ও 'পলাশীর যুদ্ধ' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে নাটকাকারে রূপান্তরিত করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে ১৯১২ খ্রীঃ মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বপর্যন্ত প্রায় ৩২ বৎসর ধরিয়া একাগ্রচিত্তে তিনি বাঙলাসাহিত্যের সেবা করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি প্রায় ৯০টি নাটক ও প্রহসন, এবং কতকগুলি গীতিকবিতা ও গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক, গীতিনাট্য, প্রহসন প্রভৃতি সকল প্রকার নাটক-সৃষ্টিতেই গিরিশচন্দ্রের অসামান্য দক্ষতা ছিল। বাঙলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে তাঁহার প্রভাব একসময় অতিশয় প্রবল ছিল। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে 'পাণ্ডবগৌরব', 'জনা' (বিয়োগান্ত),'বিল্বমঙ্গল', এখন পর্যন্ত প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে বিখ্যাত অশোক, শঙ্করাচার্য, কালাপাহাড়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রচিত তিনখানি ঐতিহাসিক নাটক 'মীরকাশিম', 'সিরাজউদ্দৌলা','ছত্রপতি শিবাজী' সরকারকর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। গিরিশচন্দ্রের কয়েকটি সামাজিক নাটকের খ্যাতি এখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' প্রধান। অনেকের মতে 'প্রফুল্ল'ই গিরিশবাবুর শ্রেষ্ঠ দান।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক ও ভাবী অনেক নাট্যকারের সাহিত্যগুরু ছিলেন। তাঁহার উক্ত শিষ্যগণের মধ্যে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯৩০) নাট্যকাররূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। অমৃতলাল বাঙলাসাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা। তাঁহার কমেডিগুলির মধ্যে 'বাবু','বিবাহ বিভ্রাট','খাসদখল','নবযৌবন', 'সাবাস আটাশ', 'বাহবা বাতিক', 'চাটুয্যে-বাঁড়ুয্যে' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। অমৃতলাল রচিত দুইখানি পৌরাণিক নাটক, 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'যাজ্ঞসেনী' একসময় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হাস্যরস-সৃষ্টিতে অসামান্য দক্ষতার জন্য তিনি "রসরাজ অমৃতলাল" নামে সুপরিচিত। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত নাটকগুলি বাঙলার সর্বত্র অভিনীত হইয়া থাকে।

গিরিশচন্দ্রের পর বাঙলা সাহিত্যের দ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)। তাঁহার অভ্যুদয়ের পূর্বে বাঙালীর চিন্তায় ও কর্মে এক নূতন যুগ আসিয়াছিল। দেশের সর্বত্র জাতীয় জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণ উদ্যমে সুরু হয়। তাহার অব্যবহিত পরে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয়তাবাদী কবি ও নাট্যকাররূপে বাঙলাদেশে সুপরিচিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তিনখানি বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক—'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন' ও 'রাণাপ্রতাপ' মুক্তিসাধনার করুণ কাহিনী। ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটক 'চন্দ্রগুপ্ত' ও 'সাজাহান'। দুইখানি পৌরাণিক নাটক 'ভীষ্ম' ও 'সীতা' এক সময় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 'বঙ্গনারী' ও 'পরপারে' দুইখানি সামাজিক নাটক। 'পরপারে' বাঙলাসাহিত্যের একখানি উৎকৃষ্ট বিয়োগান্ত নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত দুইখানি ব্যঙ্গনাট্য 'আনন্দবিদায়' ও 'কল্কি-অবতার' প্রসিদ্ধ। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষদান 'সিংহলবিজয়'(১৯১৩)। বিংশ শতকের প্রথমভাগে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা নাট্যসাহিত্যে

প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে সংবর্ধিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নাটকের ভাষা চলতি গদ্য হইলেও আগাগোড়া আবেগময়ী ও অলঙ্কার মণ্ডিত। চরিত্র অঙ্কনে তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। সেবিষয়ে তাঁহার স্থান গিরিশচন্দ্রের ঊর্ধ্বে। দ্বিজেন্দ্রলাল হাস্যরসিক ছিলেন এবং হাস্যরস তাঁহার নাটকে প্রচুর। তাঁহার নাটকগুলির আর একটি উল্লেখযোগ্য সম্পদ গান।

দ্বিজেন্দ্রলালের সমসাময়িক নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩—১৯২৭)। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার রচনার প্রধান গুণ লেখনীর সংযম, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের রচনায় যাহার অভাব ছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ কলাভিজ্ঞ নাট্যকার, তাঁহার ভাষা ওজস্বিনী ও কল্পনাশক্তি চমৎকার; তাঁহার লেখা ঐতিহাসিক নাটকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের। তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব কমেডি রচনায়। ক্ষীরোদপ্রসাদকে বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কমেডি-রচয়িতা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার 'আলিবাবা' ও 'কিন্নরী'—বহুশত রাত্রি ধরিয়া লক্ষ লক্ষ দর্শককে আনন্দ দিয়াছে। 'নরনারায়ণ' বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য ধরণে রচিত সর্বোৎকৃষ্ট ট্রাজিডি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'প্রতাপাদিত্য' বাংলাদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক ছিল। ক্ষীরোদবাবুর লেখা প্রায় সবকয়টি নাটকই সুপ্রসিদ্ধ ও অভিনয় সাফল্যে অতুলনীয়।

রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা সম্পূর্ণ নূতন ধরণের নাটক সৃষ্টি করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যে ও যৌবনে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে প্রায়ই নাটকাভিনয় হইত। রবীন্দ্রনাথ অভিনয়ে যোগদান করিতেন। তাঁহার দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮—১৯২৫) নাট্যামোদী ও নাট্যকার ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটকই অনুবাদ। মৌলিক রচনার মধ্যে—'অশ্রুমতী', 'পুরুবিক্রম' 'সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ' ও 'স্বপ্নময়ী' প্রসিদ্ধ। 'জুলিয়াস সিজার', 'কর্পূর মঞ্জরী', 'মালতীমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'মৃচ্ছকটিক', প্রভৃতি অনুবাদগুলিও বড় চমৎকার। রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'বাল্মীকিপ্রতিভা' বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্য অবলম্বনে রচিত। তাহার পর 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং 'রাজা ও রাণী' ১৮৯০ খ্রীঃ মধ্যে রচিত হয়। 'বাল্মীকিপ্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া'র বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্পদ গান। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে তানলয় বিষয়ক প্রাচীন আইনকানুনের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছেন, তাহার প্রথম সূচনা এই দুইখানি নাটকে। সাধারণত নাটকে বক্তৃতার ভাগই বেশী, গান মাঝে মাঝে দুই চারিটা থাকে মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই দুইখানি নাটকে গানই বেশী, বক্তৃতার মূল্য বিশেষ কিছু নাই। সুতরাং এই দুইখানি নাটককে বাংলা সাহিত্যের আদি অপেরা বলা যাইতে পারে। 'কালমৃগয়া' বিয়োগান্ত পৌরাণিক নাটক, 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্য রোমান্টিক ধরণে রচিত। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রবীন্দ্রসাহিত্যের একটি মূল্যবান সম্পদ। ইহা আগাগোড়া করুণরসাত্মক বিয়োগান্ত নাটক। রবীন্দ্রনাথের Philosophy of life ইহার মধ্যে চমৎকার ফুটিয়াছে। ১৮৯০—৯৩ খ্রীঃ মধ্যে 'বিসর্জন' 'মালিনী', 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায় অভিশাপ' রচিত হয়। 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' আংশিকভাবে সামাজিক। 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'বিদায়-অভিশাপ' রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিণত অবস্থার সৃষ্টি এবং আগাগোড়া কাব্যধর্মী। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি কমেডিও রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'গোড়ায় গলদ' ও 'চিরকুমারসভা' প্রধান। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রচিত কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলি নাটকীয় রীতিতে রচিত। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব চমৎকারিত্বে এবং রচনা কৌশলের গুণে নাটকের ধর্ম ইহাদের মধ্যে বেশ ভালভাবে ফুটিয়াছে। এধরণের নাট্যকাব্য বাংলা সাহিত্যে নূতন। ইহাদের মধ্যে 'গান্ধারীর আবেদন', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ' ও 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের রূপক নাটকগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নূতন ধরণের সৃষ্টি। কেহ কেহ এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর মেটারলিঙ্কের প্রভাব অনুমান করিয়া থাকেন। হয়তো রবীন্দ্রনাথ মেটারলিঙ্কের নিকট হইতে এজাতীয় নাটক রচনার প্রেরণামাত্র পাইয়াছিলেন, নাটকের বিষয়বস্তু, ভাব ও রচনারীতি সবই তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার লেখা প্রধান প্রধান রূপকনাট্য 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রক্তকরবী'। রবীন্দ্রনাথরচিত নাটকগুলির একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, ইহাদের মধ্যে action কম, idea বেশী। Thomson-এর মতে—His dramas are vehicles of ideas rather than expressions of action. এজন্য রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী নয়, অনেকটা Browning রচিত Reading dramaর মতো। নাটকগুলি আগাগোড়া কবিত্বময়, কোনো কোনোটী অতি উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির অভিব্যক্তি। নাটকে গানের সংখ্যা খুব বেশি, কোনো কোনোটিতে বক্তৃতার চেয়ে গানের ভাগই বেশি। বিশুদ্ধ হাস্যরস তাহার প্রায় প্রত্যেক রূপকটিতে প্রচুর পরিমাণে আছে।

'নাট্যশাস্ত্র'

ভরতমুনি বিরচিত সঙ্গীত ও নৃত্যাদি সম্বন্ধে গ্রন্থ। অভিনয় (দ্রঃ) দ্বারা লোকের মনের নানাপ্রকার অবস্থা প্রকাশ করাকে নাট্য বলে। ভরতমুনির সময় সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মত খৃঃ পূঃ ২শতক হইতে খৃঃ অঃ ২শতকের মধ্যে। অধ্যাপক সুশীল দের মতে

গ্রন্থখানি যে অবস্থায় পাই তাহা ৮ম শতকে রচিত, যদিও অংশ বিশেষ প্রাচীন। গ্রন্থে ৩৬।৩৭ অধ্যায়। বহু টীকা রচিত হয়। অভিনব গুপ্তের 'অভিনবভারতী' নামে ভাষ্য নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশিষ্ট গ্রন্থ। এ ছাড়া নাট্যশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পণ্ডিত গ্রন্থ রচনা করেন। (দ্রঃ ডক্‌টর মনোমোহন ঘোষ, অভিনয় দর্পণ)

নাড়িশব্দ বাংলার নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'নাড়িজ্ঞান' বলিলে হাতের কব্‌জির শিরার দপ্‌দপানি অনুভব করিয়া জ্বর ও শরীরের উপসর্গাদি বুঝা। 'নাড়ি ভুঁড়ি' বলিলে অন্নাদি বুঝায়। আবার সংস্কৃত মতে নাড়ী হইতেছে Nerve ; সেই নাড়ী ১৬ প্রকার,—ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না ইত্যাদি।

নাড়ির গতি

গর্ভস্থ শিশুর ১৪০-১৫০ বার মিনিটে ; শিশুদের ১০০-১৪০ ; বালকদের ৮০-১০০ ; যোয়ান বয়সে ৭২ ; বৃদ্ধবয়সে ৭৫-৮০। তবে সাধারণসুস্থ, দুর্বলভেদে, ব্যাধিভেদে নাড়ীর স্পন্দনে পার্থক্য হয়।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল (Temperate Zone)

পৃথিবীকে গাণিতিকেরা পাঁচটি মণ্ডলে ভাগ করিয়াছেন ; গ্রীষ্ম, নাতিশীতোষ্ণ উত্তর ও দক্ষিণ, হিম উত্তর ও দক্ষিণ। উঃ মেরু হইতে ২৩½° ডিগ্রী দূরের বৃত্তকে সুমেরুবৃত্ত, দঃ মেরু হইতে ২৩½° ডিগ্রী দূরের বৃত্তকে কুমেরুবৃত্ত বলে। নিরক্ষরেখার ২৩½° উত্তরে ও দক্ষিণে কর্কট ও মকরক্রান্তি রেখা আছে। সুমেরু বৃত্ত ও কর্কটক্রান্তি-রেখার মধ্যস্থ মণ্ডল উত্তর নাতিশীতোষ্ণ এবং কুমেরুবৃত্ত হইতে মকরক্রান্তি রেখা পর্যন্ত মণ্ডলকে দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল বলে। এই মণ্ডলদ্বয়ের জলবায়ু অতিবিচিত্র।

নাথ সম্প্রদায়

ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বে যেসকল ধর্মসাধনা ছিল, বোধ হয় তাহাদের অন্যতম হইতেছে যোগ মার্গ। এই যোগ মার্গর সাধনা আদি বাসিন্দাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনুমান করা যায় গোরক্ষনাথ এই মার্গ অবলম্বন করিয়া 'যোগী' সম্প্রদায় স্থাপন করেন। আদিনাথ সকল সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ এবং তাহাদের মূল উপাস্য দেবতা শিব। এই সম্প্রদায়ের বহু সাধক মহাসিদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি সকলপন্থই গোরক্ষনাথকে শ্রেষ্ঠস্থান দান করেন। ইহাদের মধ্যে ৮৪ সিদ্ধর নাম পাওয়া যায়। আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, সারদানন্দ, ভৈরবনাথ, চৌরঙ্গীনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভৃতি বিশেষ খ্যাত। নাথযোগীরা ১২ শাখা বা পন্থে বিভক্ত। সত্যনাথী, ধর্মনাথী, রামপন্থ, নাটেশ্বরী, কন্থড়, কপিলানি, বৈরাগ, মীননাথী,আইপন্থ পাগলপন্থ, ধ্বজপন্থ, গঙ্গানাথী। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা আছে। উত্তরভারতের বহুস্থানে ইহাদের 'স্থান' আছে। ইহাদের মধ্যে দীক্ষা নানাপ্রকারে প্রদত্ত হয় ; শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ, হঠযোগ সাধনার অঙ্গ। বঙ্গ সাহিত্যে ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয়, গোপীচন্দ্রের গান প্রভৃতি হইতে বুঝা যায় এককালে এদেশে এই মত প্রচলিত ছিল। এখনো নোয়াখালিতে আছে। হিন্দী, মারাঠি ভাষায় এই সম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ আছে (দ্রঃ মানিকচাঁদ, গোপীচাঁদ)। এই সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লয় তাহাদের নানা ভাবে গুরুদ্বারা দীক্ষা হয়, যেমন ঝুঁটি বা চুলকাটা, বা কানফোড়া। ঝুঁটিকাটা যোগীরা 'অওগর' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যাহাদের কর্ণবেদ করিয়া কুণ্ডল দেওয়া হয় তাহারা 'কানফাটা' যোগী বা দর্শন যোগী নামে পরিচিত। (দ্রষ্টব্য অধ্যাপক অক্ষয়কুমার বন্দোপাধ্যায়, গম্ভীর-নাথ প্রসঙ্গ পৃঃ ৪৭-৬৩)।

নাথুভাই, স্যার মঙ্গলদাস (১৮৩২—৯০)

বোম্বাইয়ের গুজরাতি কোটিপতি। নানা সৎকর্মে ৪২ লক্ষ টাকা দিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়।

নাদির শাহ (১৬৬৮—১৭৪৭)

পারস্যের শাহ। ইঁহার জন্মস্থান মধ্য এশিয়ার খোরাসান। পারস্যের রাজা তমাস্প (Tamasp) আফগানদের দ্বারা পারস্য হইতে বিতাড়িত হইলে নাদিরের সহায়তায় সিংহাসন ফিরিয়া পান (১৭২৫-২৭)। নাদির ছিল মরুভূমির পশুপালকদের সর্দার ; এই দলের সাহায্যে তমাস্প রাজ্য পান। কিন্তু অল্পকাল পরে নাদির তমাস্পকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহার শিশুপুত্রকে রাজা করিয়া নিজে অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ১৭৬৩এ আব্বাস তৃতীয় মারা গেলে নাদির নিজেই শাহ হইলেন। কাবুল, কান্দাহার জয় করিয়া ১৭৩৮এ ভারত আক্রমণ করিলেন। কর্ণালের যুদ্ধে মুগল সৈন্য পরাভূত করিয়া বাদশাহ মহম্মদ শাহসহ নাদির দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। পরদিন নাদির মারা গিয়াছেন এইরূপ জনরব উঠায় দিল্লীর লোকেরা বিদ্রোহী হয়। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া নাদির দিল্লী লুণ্ঠন করিবার আদেশ দেন। বহুসহস্র লোককে হত্যা করা হইল ; মহম্মদ শাহ ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সন্ধ্যার সময়ে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়। শোনা যায় দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া করিয়া ইনি ৩০ কোটি স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছিলেন। এছাড়া ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর হীরক লইয়া যান (১৭৩৯)। পারস্যে তাঁহাকে অধিককাল এসব ভোগ করিতে হয় নাই। অত্যাচারে রুষ্ট হইয়া লোকে ইঁহাকে হত্যা করে ১৭৪৭। ইঁহারই এক সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালি আফগানস্থানে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

নানক সাহেব (১৪৬৯—১৫৩১)

শিখধর্ম প্রবর্তক। ইঁহার জন্মস্থান পঞ্জাব-লাহোরের নিকট তালবণ্ডী গ্রাম (আধুনিক নাম নানকানা)। ইঁহার পিতা কালু জাতিতে ক্ষত্রিয়; তবে তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। বাল্যকাল হইতে বালক নানককে বিষয়বুদ্ধিতে হীন দেখিয়া পিতা ইঁহাকে দোকানের ভার দেন। কিন্তু সেসব দিকে তাঁহার কোন দৃষ্টি ছিল না। ২০ বৎসর বয়সে মুলপনা চৌনী নামে একটি মেয়েকে বিবাহ করেন; ইঁহার গর্ভে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে দুই পুত্র জন্মে। ১৪৯৬ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ২৭ বৎসর বয়সে নানক সংসার ত্যাগ করেন। তিনি ভারতের নানা তীর্থ দর্শন করেন, এমনকি মক্কা পর্যন্ত গিয়াছিলেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। অনন্তর দেশে ফিরিয়া তিনি তাঁহার ধর্মমত প্রচারে মন দিলেন। তিনি সর্বধর্মের মধ্যেই সত্য দেখিতে পান; তবে তিনি প্রতিমাপূজা বিরোধী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমতে যাহাতে মিলন হয় তাহার চেষ্টা করেন। তিনি ঈশ্বরকে 'অলখ নিরঞ্জন' বলিতেন; তিনি বলেন সংসারে থাকিয়া ধর্মসাধনা করা যায়। তাঁহার রচিত গানগুলি পঞ্জাবী ভাষায় রচিত। এইসব গান আদিগ্রন্থে বা গ্রন্থসাহেবের মধ্যে আছে। ১। নানকের জীবন চরিত, R. N. Cust-এর বই-এর বাংলা অনুবাদ, রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন কৃত (১৮৬৫)। ২। নানক প্রকাশ, মহেন্দ্রনাথ বসু কৃত। ৩। নানক (কাব্য). ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী। ৪। শিখগুরু ও শিখজাতি, শরৎকুমার রায়। ৫। জপজী, গুরু নানকজী কৃত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দত্ত সম্পাদিত।

নানসেন (Nansen, Fridtjof ১৮৬১-১৯৩০)

নরওয়েবাসী দেশপর্যটক ও আবিষ্কারক। ১৮৮২ অব্দে মাত্র ২১ বৎসর বয়সে গ্রীনল্যান্ডে প্রাণীতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য প্রেরিত হন। পরে অত্যল্প-পরিজ্ঞাত শীতের মধ্যে প্রবেশ করেন (১৮৮৮-৮৯) ও The First Crossing of Greenland নামে গ্রন্থ লেখেন (১৮৯০)। ১৮৯৩এ 'ফ্রাম' নামে জাহাজে করিয়া উত্তর মহাসাগর অভিযানে যান ও নিউ সাইবেরিয়া দ্বীপে তুষার শিলার মধ্যে জাহাজ রাখিয়া উত্তর মেরু আবিষ্কারের জন্য যাত্রা করেন ও ৮৬'১৪" ডিগ্রী পর্যন্ত পৌঁছাইতে সমর্থ হন; ইতিপূর্বে আর কেহ অতদূর যাইতে পারেন নাই। ১৮৯৫এ তাঁহার গ্রন্থ Farthest North প্রকাশিত হয়। অতঃপর তিনি (অসলো) ক্রিসটিয়ানাতে প্রাণীতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে তিনি সমুদ্রতত্ত্ব (Oceanography) সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন; মাঝে ১৯০৬—০৮ লন্ডনে রাজদূত হইয়া যান। মহাযুদ্ধের সময় ও পরে শান্তি স্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ও ১৯২২এ 'শান্তি'র জন্য নোবেল পুরস্কার পান। ১৯৩০, ১৩ মে মৃত্যু হয়। তাঁহার চেষ্টায় জারমেনীকে লীগ্ অব্ নেশনের সদস্য করা হয়।

নানা ফড়নবিশ (১৭৪১—১৮০০)

মহারাষ্ট্র রাজনীতিক। ইঁহার যথার্থ নাম ছিল বালাজী জনার্দন; ডাক নাম ছিল 'নানা'; পেশবার দপ্তরে ফর্দনবিশের কাজে নিযুক্ত হইলে লোকে ইহাকে 'নানা ফড়নবিশ' বলিয়াই উল্লেখ করিত। পানিপথের ৩য় যুদ্ধের (১৭৬১) পর ইনি কূটনীতিবলে পেশবাদের হীন শক্তিকে পুনরায় শক্তিশালী করেন। ৪র্থ পেঃ মাধব রাও (১৭৬১-৭২), ৫ম পেঃ নারায়ণ রাও (১৭৭৩); ৬ষ্ঠ পেঃ রাঘব বা রঘুনাথ রাও (১৭৭৩), ৭ম পেঃ মাধব রাও নারায়ণ (১৭৮২), ৮ম পেঃ দ্বিতীয় বাজীরাওর (১৭৯৬) রাজত্বকালে ইনি পেশবাদের শক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। ৫ম পেঃ নারায়ণ রাওকে তদীয় পুল্লতাত রাঘব হত্যা করিয়া পেঃ হন (১৭৭৩)। কিন্তু নানা ফড়নবিশ প্রমুখ মহারাষ্ট্রনেতাগণ নারায়ণ রাওর সদ্যজাত পুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেঃ বলিয়া ঘোষণা করেন। রাঘব ইংরেজদের সহায়তা লইলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫—১৭৮২) হয়; নানা ফড়নবিশই এই সময় হইতে পেশবা-শাসনতন্ত্রের সর্বময় কর্তা হইয়া উঠেন। ইঁহারই প্ররোচনায় মারাঠারা নিজামকে আক্রমণ করিয়া খুড়দার যুদ্ধে (১৭৯৫) পরাভূত করে। পর বৎসর তরুণ পেশবা মাধবরাও নারায়ণ, নানা ফড়নবিশের কঠোর অভিভাবকত্ব সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করেন। তৎপুত্র বাজীরাও ফড়নবিশের অপ্রীতিভাজন ছিলেন ও ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে ষড়যন্ত্র ও হীনতার বিচিত্র অভিনয় চলিতে লাগিল। সাময়িকভাবে ফড়নবিশের শক্তি খর্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি অচিরে সমস্ত শক্তি নিজহস্তে আনিতে সমর্থ হন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, পেশবারা ওয়েলেসলির অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ করেন নাই। মৃত্যু ১৮

নানা সাহেব

সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম নেতা। শেষ পেশবা বাজীরাওর (১৭৯৬—১৮১৮; মৃঃ ১৮৫১) দত্তক পুত্র; ইঁহার নাম ছিল ধুন্ধুপন্থ। ৩য় মারাঠা যুদ্ধের (১৮১৭—১৮) পর বাজীরাও পেশবা হইতে পদচ্যুত হন; পেশবা পদ এই সময় লোপ পায় ও বাজীরাওকে জীবনসত্ত্ব ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক পেনশন দিয়া বিঠুরে নির্বাসিত করিয়া রাখা হয়। পিতার মৃত্যুর পর নানা পিতার পেনশনের টাকা হইতে বঞ্চিত হন; ডালহৌসি দত্তক পুত্রর দাবী অস্বীকার করেন। অতঃপর সিপাহীরা বিদ্রোহী হইলে ইনি তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ও অন্যান্য বিদ্রোহী নেতাদের সহিত মিলিত হন। ইনি ইংরেজদের প্রতি খুবই নিষ্ঠুরতা করিয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ইনি কোথায় যে পলাইয়াছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। ইঁহার সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী উত্তর ভারতের লোকেদের মধ্যে প্রচলিত আছে। শোনা যায় নেপালের জঙ্গলে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৮৫৯)।

নান্দী

নাট্যাভিনয়ের পূর্বে নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। নান্দীপাঠের পর সূত্রধার প্রবেশ করে।

নান্দীমুখ

হিন্দুদের শুভকর্মে যথা, অন্নপ্রাশন, সীমন্তয়ন, জাতকর্ম, পুংসবন, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, নবগৃহ প্রবেশ, দেবপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতিতে পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্মরণ করিয়া যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হয় তাহা নান্দীমুখ।

নাপিত

বাংলার নবশাখার অন্যতম বর্ণ; ক্ষৌরকার্য জাতীয় পেশা। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৪½ লক্ষ। এদেশে ইহারা ১৬ শাখায় বিভক্ত। অধিকাংশ ভাগ স্থানানুসারে হয়; উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি প্রায়ই হয় না বলিয়া এই জাতি ক্ষয়িষ্ণু এবং বহু শহরে পশ্চিমা নাপিত ক্ষৌরাদি কার্য করে। (ভারত পরিচয় ১৫৭ ; দ্রঃ মধু নাপিত)।

নাভাজী (১৬ শতক)

হিন্দী লেখক। 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রণেতা। কিম্বদন্তী ডোমের ঘরে জন্ম হয় ও কোন দুর্ভিক্ষের সময় পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এক বৈষ্ণব তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া পালন করে। ইনি 'ভক্তমাল' নামে বৈষ্ণব ভক্তদের জীবনী রচনা করেন। নাভাজীকৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থ প্রিয়দাস কৃত টীকার দ্বারা পুষ্ট হইয়াছিল। এই গ্রন্থ অবলম্বনে কৃষ্ণদাস বাবাজী বাংলা পদ্যে 'ভক্তমাল' গ্রন্থ রচনা করেন। (দ্রঃ ভক্তমাল)

নাভি (Navel)

উদরের মধ্যস্থলে যে গোলাকার কুঞ্চিত গর্ত আছে, তাহাকে নাভি বলে। গর্ভমধ্যে জননীর দেহ হইতে খাদ্যরসাদি নাড়ী দ্বারা শিশুর উদরের এই অংশে যুক্ত থাকে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর এই নাড়ী কাটা হয়। (দ্রঃ ফুল)

নামকরণ

হিন্দু পঞ্জিকায় পুত্রকন্যাদের নামকরণের বিস্তৃত বিবরণ আছে। রাশি নক্ষত্র মিলাইয়া নাম রাখিবার উপদেশ আছে। দশম, একাদশ, দ্বাদশ কিংবা শত দিবসে অথবা কুলাচার মতে শুভদিনে শুভতিথি ও যোগে বালকের নামকরণ প্রশস্ত বলা হইয়াছে। মুসলমানী পঞ্জিকাতেও জন্মরাশি অনুসারে নামের আদ্যক্ষর নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। (সোলেমানী পঞ্জিকা)

নামদেব

এই নামে কয়েকজন সাধক মধ্যযুগে ছিলেন। এক নামদেব মহারাষ্ট্রের প্রাচীন ভক্ত ও সাধক কবি। তিনি বোম্বাই প্রদেশের পাণ্ডরপুরে বাস করিতেন। ১২৭০ খৃঃ অঃ বোম্বাই-সাতারার নরসি-বাহমনি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতের বুলন্দশহরে 'ছিপি' জাতির এক গুরুর নাম নামদেব। 'ছিপিরা' কাপড়ে ছাপ দেয়; তাহাদের মতে নামদেবই প্রথমে তাহাদিগকে এই শিল্প শিক্ষা দেন; ছিপিরা নিজেদের 'নামদেও-বংশী' বলিয়া পরিচয় দেয়।...১৪৪০ খৃঃ অঃ মারওয়াড়ে তুলাধুনকর এক নামদেবের জন্ম হয়। সিকন্দর লোদী বাদশাহের সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন।...একজন নামদেব পঞ্জাবে খুবই সম্মানিত; তিনি মহারাষ্ট্রদেশীয় নামদেব কিনা সে-বিষয়ে মতভেদ আছে। এই নামদেব বৃদ্ধ বয়সে পঞ্জাবের গুরুদাসপুর জিলায় বটালা তহশীলের 'ঘুমান' গ্রামে গিয়া বাস করেন। তাঁহার ভক্তরা এখানে দরবার করে; মাঘী পূর্ণিমায় এখানে একটি বড় মেলা বসে। ইঁহার ভক্তেরা প্রায়ই ছিপি, ধুনকর ও ধোপা। শিখদের 'আদিগ্রন্থে' এক নামদেবের কতকগুলি বাণী আছে। ইনি বোধহয় ঘুমান মঠের নামদেব। ঘুমানে নামদেবের পুত্র বোহর দাসের বংশ ও তাঁহার মঠ এখনো আছে। (দ্রঃ ক্ষিতিমোহন সেন কৃত দাদু, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১৩৪ – ৫)। নাভাজীকৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে এক নামদেব সম্বন্ধে কয়েকটি অতি-অলৌকিক কাহিনী আছে।

নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণ

কোচিন, মালাবার ও ত্রিবঙ্কুরের এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; প্রবাদ ইহারা উত্তর হইতে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং গোঁড়া হিন্দু।

নায়ক (Hero)

কাব্য, নাটক বা উপন্যাসের প্রধান পুরুষকে নায়ক বলে। সংস্কৃত কাব্যাদর্শ অনুসারে নায়ক প্রায়ই দাতা, কৃতী, সুশ্রী, উৎসাহী, কার্যদক্ষ, লোকপ্রিয়, তেজস্বী, চতুর, বিনয়ী, প্রিয়ংবদ, বাগ্মী, স্থিরচিত্ত, বিদ্বান ও সুশীলরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। নায়ক চারি প্রকার—ধীরোদাত্ত যথা রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির; ধীরপ্রশান্ত যথা মালতীমাধবের মাধব; ধীরোদ্ধত যথা ভীমসেনাদি; ধীরললিত যথা রত্নাবলীর বৎসরাজ। নায়কের ন্যায় গুণসম্পন্ন সতী কামিনী কাব্যের নায়িকা (Heroine)। এবং নায়কের বিরোধী ব্যক্তি প্রতিনায়ক (Rival)। (দ্রঃ কাব্যনির্ণয় পৃঃ ৪)। আধুনিক সাহিত্যে নায়কেরা এরূপ বাঁধাধরা গুণসম্পন্ন হয় না।

নায়ক বংশ

দঃ ভারতে মদুরায় নায়ক বংশ ১৬২০ হইতে ১৭৪০ পর্যন্ত রাজত্ব

করেন। ১৬ শতকের মধ্যভাগে বিজয়নগরের রাজা বিশ্বনাথ নায়ককে মদুরার শাসনকর্তা করিয়া পাঠান। বিজয়নগরের ধ্বংসের পর (১৫৬৫) ইনি স্বাধীনভাবে মদুরা শাসন করেন; এই বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি তিরুমল্ল (১৬২০—৫৯)। নায়ক রাজাদের সময় মদুরার দ্রবিড়-শিল্পের মন্দির, প্রাসাদ প্রভৃতি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নির্মিত হয়। তিরুমল্ল-খাত টেপ্পুকুলম নামে সরোবরমধ্যে (২৪০০ হাত দীর্ঘ ও প্রস্থ) একটি মন্দির আছে। তিরুমল্লর পর নায়কগণ দুর্বল হইয়া পড়েন ও ১৭৪০ অব্দে কর্নাটের নবাব চাঁদা সাহেব মদুরা অধিকার করেন ও নায়ক বংশের অবসান হয়।

নায়ার জাতি

দঃ ভারতে মালাবার দেশের ক্ষত্রিয় তুল্য জাতি।

নারঙ্গ, নারঙ্গীলেবু (Orange, Citrus aurantium Linn.)

বাংলা কমলালেবু। সর্বোৎকৃষ্ট কমলা খাসিয়া পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢালুতে জন্মে। এই গাছ চুনা জমিতে ভাল হয় এবং এখানে ১০০ ব-মাইল স্থানে জন্মে। বীজ হইতে গাছ জন্মে; দুই তিন বৎসরের চারা বাগানে ১০ ফুট অন্তর পোঁতা হয়। ছাতক ও সিলেট লেবুর ব্যবসার কেন্দ্র। নাগপুরী লেবু বছরে দুইবার ফলে এবং খাসিয়া লেবুর পরে জন্মে; সেইজন্য বাজারে নাগপুরী লেবু প্রায় বার মাস দেখা যায়। কুর্গ মহীশূর ও নীলগিরিতে ইহা প্রচুর জন্মে। শীতকালে লোকে এই লেবু প্রচুর খায়। ইহাতে প্রচুর ভাইটামিন আছে; ইহা হইতে ভাল সরবৎ হয়। খোসা সুগন্ধি, পানে খাওয়া যায়। খোসা চিনির শিরাতে পাক দিয়া সুখাদ্য চাট্‌নি হয়।…অনুমান হয় এই গাছ পূর্বভারত হইতে আরবরা ৯ম শতকে প্রচার করে ও তাহাদের দ্বারা স্পেনে নীত হয়। ১৫।১৬ শতকে দঃ য়ুরোপে আবাদ হয়। ১৯ শতকে আমেরিকা, দঃ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে চাষ সুরু হয়। কালিফোর্নিয়া কমলালেবু চাষের এখন একটি প্রধান স্থান। নারঙ্গ শব্দর উৎপত্তি আরবী নারঅনজ, পারসি নারন্দ্‌জ (নারঙ), হিন্দুস্থানী নারঙ্গী, সংস্কৃত নাগরঙ্গ। অপরদিকে মুরদের নিকট হইতে স্পেনীশ Narango, laranga, ইতালীয় arancio, ফরাসী oranger, ইংরেজি orange, জার্মান orangenbaum ইত্যাদি। (Chopra 572-8).

নারদ

প্রাচীন ভারতের এক দেবর্ষি। পুরাণে ইনি হরিভক্ত, সর্বঘটে বিদ্যমানরূপে বর্ণিত। ইনি সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং 'নারদ সংহিতা' নামে সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রণেতা; বীণা যন্ত্র তাঁহার সৃষ্টি। একখানি স্মৃতিগ্রন্থেও নারদের নাম আছে; নারদীয় পুরাণ ১৮ পুরাণের অন্যতম। নারদ 'পঞ্চরাত্র' ভক্তিগ্রন্থ; 'ছান্দোগ্য উপনিষদে' নারদ ও সনৎকুমার ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনায় রত। লৌকিক বাঙলায় কলহপ্রিয়তার জন্য নারদ বিশেষভাবে সুপরিচিত। নারদ নামে বহু ব্যক্তির জীবনী মিলিয়া 'নারদ মুনি' সৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য (মৃত্যু ১৯২৭)

ঔপন্যাসিক ও পণ্ডিত। জন্মস্থান হুগলীর খানাকুল-কৃষ্ণনগর গ্রাম। পিতা পিতাম্বর। ইনি হেমচন্দ্রের 'অভিধান চিন্তামণি' বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করেন। বহু উপন্যাস রচয়িতা।

নারায়ণ রাও

৫ম পেশবা। বালাজী বাজীরাওর কনিষ্ঠ পুত্র। ৪র্থ পেঃ মাধব রাওএর মৃত্যু হইলে (নভে-১৮, ১৭৭২) ইনি পেঃ হন। পুণার ঘরোয়া ষড়যন্ত্রের ফলে ও তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ রাওর প্ররোচনায় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া নারায়ণকে হত্যা করে (৩০ আগষ্ট ১৭৭৩) ও তাঁহার খুল্লতাত রঘুনাথ ৬ষ্ঠ পেঃ হন। ইঁহার পত্নী তখন গর্ভবতী ছিলেন; তাঁহার গর্ভজাত পুত্র মাধব নারায়ণকে নানা ফড়নবিশ পেঃ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ হয় (১৭৭৫-৮২)।

নারায়ণ স্বামী (১৭৮০-১৮২৯)

স্বামী নারায়ণী সম্প্রদায়ের প্রবর্তক; আসল নাম ঘনশ্যাম, নিবাস অযোধ্যার নিকট চুপিয়া গ্রাম, কাঠিবাড়ের রামানন্দী মঠ হইতে নাঃ স্বামী নাম পান। গুজরাট অঞ্চলে এককালে ইঁহার বহু শিষ্য হয়। এখনো তথায় ঐ সম্প্রদায় আছে। 'শিক্ষাপত্র' ও 'সৎসঙ্গ জীবন' নামে দুইখানি গ্রন্থ রচয়িতা।

নারায়ণী সেনা

কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধন ও অর্জুনকে বলেন যে তিনি নিদ্রান্তে যাহার মুখ দেখিবেন, তাহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন; কপট নিদ্রান্তে তিনি অর্জুনের মুখ দেখেন ও তাঁহার পক্ষ গ্রহণ করেন। দুর্যোধনকে ৭০০ নারায়ণী সৈন্য দেন। ইহারা দুর্ধর্ষ ছিল; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ধ্বংস হয়।

নারিকেল গাছ (Cocoanut)

তালবর্গের সুপরিচিত এককাণ্ড বৃক্ষ। গ্রীষ্মমণ্ডলের দ্বীপে ও দেশে এবং সমুদ্রোপকূলে জন্মে। ভারতের মধ্যে মাদ্রাসের সমুদ্র উপকূলে ও বিশেষভাবে কোচিন রাজ্যে, দক্ষিণ বঙ্গে প্রচুর চাষ হয়। নারিকেলের প্রত্যেকটি অংশের আর্থিক মূল্য আছে। পাতার শিরা হইতে ঝাঁটার কাঠি হয়। ফলের ডাব বা কাঁচা অবস্থায় জল গ্রীষ্মকালে পেয়। শুকনো হইলে

নারিকেল বা ঝুনা অবস্থায় বহুকাল থাকে। শাঁস শুকাইয়া নারিকেল তৈল হয়; মালা হইতে বোতামাদি হয়। ছোবড়া হইতে দড়ি, কাতা, কাছি, পাপোষ প্রভৃতি হয়। নারিকেলের দড়ি সহজে নষ্ট হয় না। সেইজন্য জাহাজের কাজে ইহার বিশেষ চাহিদা আছে। নারিকেলের তাড়ি অন্য তাড়ি হইতে চড়া দামে বিক্রয় হয়। ৭।৮ বছরের আগে নারিকেল গাছে ফল হয় না। ঔষধার্থে ফল ব্যবহার হয়।

নারী

নারীর কর্তব্য, অধিকার, • প্রভৃতি বহু বিষয় লইয়া প্রাচীন ভারতে স্মৃতি গ্রন্থাদিতে আলোচনা হইয়াছে; বৈদিক সাহিত্যে নারীর স্থান সমাজে অতি উচ্চ ছিল। হিন্দু কামশাস্ত্রানুসারে নারী ৪ প্রকার—পদ্মিনী, চিত্রিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী। অন্যভাবে ৩ প্রকার—সাধ্বী, ভোগ্যা, কুলটা। পুরাণে শুভ, অশুভ নারীর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। দ্রবিড় ও অন্যান্য কয়েকটি জাতির মধ্যে নারী পরিবারের কেন্দ্র (matriarchate)। নারী দুর্বল ও ভোগ্যা বলিয়া যুদ্ধাদি উপলক্ষ্যে তাহারা অপহৃত হইত ও এইভাবে নারীর দাসিত্বর সূচনা। যুদ্ধাদির পর সমাজে নারী সুলভ হওয়ায় নারীর সম্মান কমিতে লাগিল। বিষয় সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ক্রমে লুপ্ত হওয়ায় সে পুরুষের উপর অত্যন্ত নিভরশীল হইল। সন্তানাদির জন্মদাত্রী বলিয়া অন্নসংস্থানের জন্যও তাহাকে অন্যের উপর নিভরশীল হইতে হয়। ১৯ শতকের মধ্যভাগ হইতে শিল্পজগতের যুগান্তর হয় এবং নারীশ্রম শিল্পকর্মে নিযুক্ত হওয়ায় আর্থিক দিক হইতে তাহার স্বাধীনতা হয় এবং নরনারীর পূর্বকালীন পালক-পালিত সম্বন্ধের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন হয়। মহাযুদ্ধের সময় পুরুষরা যুদ্ধে যাওয়ায় এবং নারীরা বহু শিল্পকেন্দ্রে তাহাদের স্থানে কাজ করায় যুদ্ধান্তে পুরুষের বেকার সমস্যা অত্যন্ত তীব্র হয়।...জারমেনীতে নারীকে পুনরায় সংসারাবদ্ধ করিবার জন্য হিটলার চেষ্টা করিতেছেন; সন্তান জন্মের উপর আর্থিক সাহায্য নিভর করে। বর্তমানে অনেক দেশে নারীরা সেনা বিভাগে কাজ লইতেছে।

নারীর পৌরাধিকার, (Woman Suffrage)

নারীর পৌরাধিকার সম্বন্ধে ফ্রান্সে ১৭শ ও ১৮ শতকে প্রথম আন্দোলন দেখা দেয়; তারপর ইংল্যান্ড ও আমেরিকায়। ইংল্যান্ডে মেরী ওল্স্টোনক্রাফটের Vindication of the Rights of Women 1792 এই আন্দোলনের আদিগ্রন্থ। গ্রেট বৃটেনে রিফর্ম অ্যাক্টের সময় (১৮৩২) ভোটারদের তালিকায় person-এর বদলে man করা হয়। ইহা দ্বারা নারীর অধিকার পাইবার সম্ভাবনা দূর হয়। ১৮৬৭ সালে জন্স্টুয়ার্ট মিল্ আইনে man-এর বদলে person করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সমর্থ হন নাই। ইহার পর তিনি Subjection Women (১৮৬৯) গ্রন্থে নারীর অধিকার সম্বন্ধে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেন। ইহার পর ৭০ বৎসর নারীর ভোটাধিকারের জন্য পার্লামেন্টে আন্দোলন চলে, কিন্তু কিছুতেই আইন তাহাদের অনুকূলে পাশ করাইতে সক্ষম হয় নাই; ১৯২৮এ সম্পূর্ণভাবে নারী ভোটাধিকার লাভ করে।...কানাডা, জারমেনী, রুশিয়ায় ১৯১৮এ, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রে ১৯২০এ নারীর ভোটাধিকার দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে নারীর এই অধিকার নাই; তবে নারী সম্পত্তির অধিকারিণী প্রভৃতি হইলে পৌরাধিকার পাইয়া থাকে।

নার্ভ, নাড়ী (Nerve)

নাড়ী সকল কোমল সূক্ষ্ম, পীতাভ রন্ধ্রহীন তারের মত। ১/১০০ ইঞ্চি মোটা। মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড নামক স্থূল নাড়ীগুচ্ছ (Spinal Cord) অন্যান্য অধিকাংশ নাড়ীর মূল। কার্যভেদে নাড়ী দুই প্রকার—কতকগুলি চেষ্টা-শক্তি বহন করে (motor) অর্থাৎ হাত নাড়িবার ইচ্ছা হইলে যে-শক্তি হাত নাড়িতে ইঙ্গিত করে; মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী হইতে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এই নাড়ী বিস্তৃত। আবার ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটিলে অর্থাৎ ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করিলে সে-সংবাদ নাড়ীপথে মস্তিষ্কে প্রেরিত হয় এবং তাহার ফলে ইন্দ্রিয়ের বোধ হয় এবং হয়ত চেষ্টাবহা নাড়ীকে কোনো কার্য করিতে ইঙ্গিত করে অর্থাৎ ত্বকে অগ্নির তাপ লাগিতেছে উহাকে সরাইতে বলে; চেষ্টাবহা নাড়ী পেশীদের কার্যে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং চেষ্টাবহা (motor) ও সংজ্ঞাবহা (sensory) ভেদে নাড়ী দুই প্রকার। নাড়ী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে বহু বিস্তারে আলোচনা হইয়াছে এবং এখনো চলিতেছে।

নার্ভতন্ত্রী (Nerve fibre)

খবরাখবর আদান প্রদানের জন্য যেমন টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা থাকে তেমনি জীবদেহে অসংখ্য নার্ভ-তার ছড়াইয়া আছে। সেকেণ্ডে ৪০০ ফুট বেগে খবর প্রেরিত হয়। ইহাদের কেন্দ্র মস্তিষ্ক ও সুষুম্না নাড়ী। নার্ভ-তন্তুগুলি নার্ভ-সেল (navron) বা কোষ দ্বারা গঠিত। প্রত্যেক নার্ভের মধ্যে দুই জাতীয় তন্ত্রী আছে। কতকগুলি বহির্বাহী (efferent) ও কতকগুলি অন্তর্বাহী (afferent)। যেটি ছোট ও বাহিরের খবর গ্রহণ করে তাহাকে ডেন্‌ড্রন বলে; ও যেটি কেন্দ্র হইতে বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে, তাহাকে অ্যাক্সন (Axon) বলে; অ্যাক্সন ডেন্‌ড্রন হইতে বহুগুণ লম্বা। এইরূপ অনেক গুলি অ্যাক্সন একত্র হইয়া দড়ি বা Cableএর মতন হইলে উহাই নার্ভের আকার ধারণ করে (দ্রঃ নাড়ী)।

নার্সিং (Nursing)

সেবা শুশ্রূষা চিরদিন নিজবাড়ী ও সমাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বর্তমান যুগে শহর, নগরসৃষ্টির সহিত হাসপাতালের প্রয়োজন হইয়াছে এবং অনাত্মীয়কে সেবার প্রশ্ন উঠিয়াছে। এই সেবা কায খৃস্টীয় মিশনারীরা প্রথমে গ্রহণ করেন; তারপরে এখন অন্য ধর্মাবলম্বী নরনারীরা অর্থকরী পেশাহিসাবে নার্সিং গ্রহণ করিতেছে। হাসপাতাল ছাড়া, শহরের মধ্যে আত্মীয়দের সঙ্গে বাস করিয়া ধনীদেরও কঠিন ব্যারামে সেবার জন্য মাহিনাকরা সেবক-সেবিকার প্রয়োজন হইতেছে। এজন্যও একদল নরনারী নার্সিং পেশাহিসাবে গ্রহণ করিতেছে।…ইউরোপে মধ্যযুগে খৃস্টীয় মঠের সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা আর্তের সেবা করিতেন; ইংল্যান্ডে ৮ম হেনরী মঠগুলিকে ধ্বংস করিলে সেবাকায সাধারণ ভৃত্য শ্রেণীর হাতে গিয়া পড়ে।…যুদ্ধের সময়ে আহতর সেবা কুমারী নাইটিঙগল (দ্রঃ) হইতে শুরু। তিনি ক্রিমিয়ান যুদ্ধের সময়ে সেবা বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; তাঁহার দৃষ্টান্ত জারমেনীতে অনুকৃত হয় ও সেখানে সেবাকায খুব বৈজ্ঞানিকভাবে অনুষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হয়।…বর্তমানে মেডিকাল কলেজে শিক্ষানবিশ থাকিয়া নার্সদের পরীক্ষায় পাশ করিতে হয়; পাশ করিলে সার্টিফিকেট পায়।…আমাদের দেশে অনাত্মীয় আতুর সেবা করিবার জন্য সঙ্ঘাদি গঠন অল্পকাল হইল হইয়াছে; কুষ্ঠাদির সেবা এখনো অনেক পরিমাণে খৃস্টানদের হাতে আছে। খৃস্টানদের সেবার আদর্শ খুব মহৎ।…ইংল্যানডে ১৮৮৭ হইতে নার্সিং পেশাহিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা হয়; ইহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটি সমিতি আছে। ১৯১৮এ লনডনে কলেজ অব্ নার্সিং প্রতিষ্ঠিত হয়।

নার্সারী (Nursery)

ফুল ফলের গাছপালা যেখানে চারানো হয় তাহাকে সাধারণ বাংলায় 'নার্সারী' বলে। তাহা হইতে ঐ ব্যবসায়ের দোকান বুঝায়, যেমন গ্রোব নার্সারী।…ইংরেজি 'নার্সারী রাইম' অর্থে ছেলেভুলানো ছড়া; 'নার্সারী স্কুল' শিশুদের বিদ্যালয়।

নার্সিসাস (Narcissus)

গ্রীক্ পুরাণ মতে জনৈক সুপুরুষ যুবা। অপ্সরা একো (Echo) ইহাকে খুবই ভালবাসিত, কিন্তু নার্সিসাস তাহার প্রেমকে উপেক্ষা করিত। এই দুঃখে একো প্রাণত্যাগ করে। দেবী ভেনাসের অভিশাপে নার্সিসাস ঝরণার জলে নিজ প্রতিবিম্বর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া কালাতিপাত করিতে থাকে এবং শীর্ণ হইয়া অবশেষে এক পুষ্পে পরিণত হয়। নার্সিসাস নামে এক প্রকার বিলাতী ফুলের গাছ আছে।

নালক

বুদ্ধের শিষ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থ।

'নালদিয়ার'

তামিল সাহিত্যের প্রাচীন নীতি-কাব্যসংগ্রহ; পূর্বে ৮০০০ শ্লোক ছিল বলিয়া কিম্বদন্তী; প্রত্যেকটি শ্লোক এক একজন জৈন কবির রচনা। কোন রাজা রচয়িতাদের সহিত কলহ করিয়া পুঁথি জলে নিক্ষেপ করেন ও মাত্র ৪০০টি ভাসিয়া রক্ষা পায়। এই কবিতাগুলি প্রত্যেক তামিল বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এখনো মুখস্থ করে।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

বৌদ্ধ বিহার ও বিদ্যার কেন্দ্র। পাটলিপুত্রর দক্ষিণে আধুনিক পাটনা জেলার বরগাঁও গ্রামে ইহা অবস্থিত ছিল। এসিয়ার দূরদূরান্ত হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিত; চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাঙ ৭ম শতকে ভারতে আসেন ও এখানে কয়েক বৎসর সংস্কৃত ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী ও জীবনীতে নালন্দার অতি বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। এখানে প্রায় দশ হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন ও এক সহস্র অধ্যাপক অধ্যাপন করিতেন। ইহাদের ভরণ পোষণের জন্য তিন সহস্র গ্রাম দেবত্র করা ছিল। তুর্কী আক্রমণের ফলে ইহার ধ্বংস হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মৃত্তিকা খনন করিয়া প্রাচীন কীর্তি কলাপ আবিষ্কার করিতেছে।

'নালা' পাইখানা (Trench latrine)

এই পদ্ধতিতে নালা কাটিয়া মল ফেলিয়া ৬ ইঞ্চি আন্দাজ মাত্র মাটি চাপা দিতে হয়। সূর্যের কিরণে মল শুকাইয়া মাটি হইয়া যায়; অধিক চাপা দিতে নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে এই শ্রেণী পাইখানা ব্যবহৃত হয়।

নালিতা, কোষ্ঠা (Corchorus olitorius)

পাট জাতীয় এক প্রকার গাছ; ইহার শাক লোকে খায়। বড় বড় ফলে বীজ হয়। গাছ এক বা দেড় হাত উচ্চ হয়। আমাশয় ও জ্বরে ইহার পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। (Chopra 478).

নালিহীন গ্রন্থি (Ductless gland)

দেহে যেসব গ্রন্থি আছে তাহার অধিকাংশেই নালি আছে; ঐ সব নালি দিয়া নিঃস্রব গ্রন্থি নিজ নিজ রস যথানির্দিষ্ট স্থানে প্রেরণ করে; রেচন-গ্রন্থিসমূহ হইতে দূষিত রস নির্গত হয়। কিন্তু এক প্রকার গ্রন্থি আছে যাহার নালি নাই। থাইরয়েড ও পিটুইটেরিন্ এই নালিহীন গ্রন্থের অন্তর্গত।

নাসত্য

বৈদিক দেবতা অশ্বিনের এক নাম। ইনি অসত্য ছিলেন না বলিয়া 'নাসত্য' নাম। পঃ এশিয়া মিতানি জাতির মধ্যে বরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যর নাম পরিজ্ঞাত ছিল।

নাসপাতি (Pear)

গাছ হিমালয়ে এবং দঃ নীলগিরিতে জন্মে; কাংড়া উপত্যকার ফল সর্বোৎকৃষ্ট; ইহা শরৎকালে পাকে। পূব-য়ুরোপ হইতে পঃ-এশিয়া, পারস্য হইতে ভারতে এই গাছ আসিয়াছে। ইহা হইতে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত হয়। কাঠ শক্ত ও খুবই মসৃণ। নাসঃ শব্দ পারসিক।

নাসা (Polypus of the nose)

নাসিকার মধ্যে কুলের মত একটি অর্বুদ হয়, অনেক সময় ইহা দিয়া প্রচুর পরিমাণে রক্ত পড়ে। (দ্রঃ নাকের গেজ)

নাসিকায় ক্ষত বা পীনস (Ozœna)

নাকের ভিতর ঘা হইয়া মাউর্রা পড়ে; ঝিল্লিকা হইতে স্রাব হ্রাস পাইয়া ভিতর শুকাইয়া থাকে। অনেক দিন সারিতে লাগে; বোধ হয় বাহিরের অপরিচ্ছন্নতা স্পর্শে এই ব্যাধি হয়।

নিআন্ডারথাল ম্যান (Neandearthal man)

অতি প্রাচীন যুগে ইউরোপের একটি আদিম জাতি। ১৮৫৬এ জারমেনীর ডুসেলডোর্ফ নগরীর নিকটস্থ নিআনডারথাল নামক উপত্যকার একটি মানুষের শরীরের কিয়দংশ পাওয়া যায়। এই খপরাংশ পরীক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ আদি মানবের মুখ, অবয়বাদির কল্পনা করিয়াছেন। (দ্রঃ প্রাচীন মানব)

নাসিরউদ্দীন

(১) কুবাচা। কুতবউদ্দীন আইবকের দাস, পরে তাঁহার ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া সিন্ধুদেশের শাসক হন। ইলতুতমিস ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে ইনি পলায়ন করেন ও সমুদ্রে জলডুবি হইয়া মারা যান। (২) নাসিরউদ্দীন (দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতান ১২৪৬—৬৬ খৃ অ)। ইলতুতমিসের পুত্র। উলুগ খাঁ (গিয়াসউদ্দিন বলবন্) ছিলেন ইঁহার মন্ত্রী ও শ্বশুর। উলুগ খাঁই যথার্থ শাসক ছিলেন; নাঃ স্বয়ং অতি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে অত্যন্ত অতিরঞ্জিত কাহিনীসমূহ ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইঁহার সময় মুগলরা বারবার উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ করে। মিনহাজ-ই-সিরাজ নামে পণ্ডিত তাঁহার সভায় বাস করিতেন; তিনি মুসলমান যুগের 'তবকৎ-ই-নাসিরী' নামে একখানি ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। নাসিরউদ্দীনের উত্তরাধিকারী না থাকায় তিনি বলবন্‌কে সুলতান মনোনীত করেন। ইব্‌ন বতুতা বলেন বলবনের ষড়যন্ত্রে নাসির নিহত হন।

নাসির খুস্‌রাও (১০০৩—৬১)

বিখ্যাত শিয়া পারস্য কবি। ইনি ইস্‌মাইলীদের (দ্র) একজন বিশেষ প্রভাবশালী প্রচারক ছিলেন। মিশরের ফাতেমীয় খলীফা আলমুস্তানসির-এর (১০৩৬—১০৯৪) সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইসমাইলী মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও খোরাসানে ঐ মত প্রচারে ব্রতী হন। ইঁহার 'ভ্রমণ বৃত্তান্ত' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; তদ্ব্যতীত 'যাদুল মুসাফেরীন, 'ওজাহিদীন,' 'উম্মুল কেতাব,' 'দিওয়ান,' 'রওশনাইনামা,' 'সা'দাতনামা' প্রভৃতি গদ্য ও কাব্যগ্রন্থ প্রসিদ্ধ। বদখ্‌শানের ইউমগান উপত্যকায় প্রাণত্যাগ করেন।

নাসির জঙ্গ, নিজাম (১৭৪৮—৫০)

হায়দ্রাবাদের নিজাম। হায়দ্রাবাদের নিজাম-উল মুলক বা চিন কুলিজ খাঁ (পূর্বনাম আসফ জাঁ) ১৭৪৮ অব্দে ১০৪ বৎসর বয়সে মারা যান। তাঁহার চারিপুত্র গাজীউদ্দীন, নাসির জঙ্গ, সলাবত জঙ্গ, নিজাম আলি ও দৌহিত্র মুজাফর জঙ্গ সিংহাসন দাবী করিয়া বিবাদ সুরু করে। নাসির জঙ্গ সিংহাসন লাভ করিলে মুজাফর জঙ্গ ফরাসী সৈন্যের সহায়তায় নাসির জঙ্গকে ১৭৫০এ যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে।

নাস্তিকতা (Atheism)

ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রমতে বেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব অস্বীকারকে নাস্তিকতা বলা হয়। (নাস্তিযজ্ঞফল" নাস্তি পরলোকঃ)। সাংখ্যাদি শাস্ত্র ঈশ্বর মানে নাই, কিন্তু বেদকে অস্বীকার করে নাই বলিয়া তাহারা হিন্দু দর্শনে স্থান পাইয়াছিল; কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা বেদ না মানায় নাস্তিক বা পাষণ্ড আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল; প্রাচীন ভারতে বার্হস্পত্য, চার্বাক ও লোকায়ত সম্প্রদায়ের লোকদের নাস্তিক বলা হইত। ক্রমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার অর্থে নাস্তিক শব্দ প্রযুক্ত হইল। ভারতে যেভাবে নাস্তিকতা সম্বন্ধে মতসমূহ জোর করিয়া বলা হইয়াছে, অন্য কোন দেশের মনীষীদের লেখার মধ্যে ইহা দেখা যায় না।...সবদেশে ঈশ্বরকে অজ্ঞেয় পযন্ত বলা হইয়াছে; অজ্ঞেয়বাদই (agnosticism) প্রচারিত হইয়াছে। সন্দেহবাদীরা (Sceptic) ঈশ্বর আছেন কিনা সন্দেহ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর নানাস্থানে এই সন্দেহ-বাদ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। কিন্তু চার্বাকের ন্যায় নাস্তিক দুর্লভ। হিন্দু সংস্কৃতি ছাড়া কোনো সংস্কৃতিতে নাস্তিকের স্থান নাই। ঈশ্বর নাই একথা বলিবার সাহস ভারতবর্ষ ছাড়া কোথাও দেখা যায় নাই। প্লেটো বলিয়াছিলেন যৌবনে অনেকে নাস্তিক থাকে, কিন্তু

বার্ধক্যে তাহাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হইতে দেখা যায়। সেকথা চিরকাল সত্য হইয়া আসিয়াছে। কমিউনিস্টরা বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী নাস্তিক ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছে।

নিউটন, (Newton, Sir Issac ১৬৪২—১৭২৭) জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক। জন্মস্থান লিনকলনশায়ারের উলস্থর্প গ্রাম। ১৬৬১ কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। ১৬৬৫ হইতে ৬৭ পর্যন্ত তিনি গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে বহু গবেষণা করেন; Binomal theorem, tangent আবিষ্কার, ও লাতিনে একখানি গ্রন্থ রচনা করিবার পর কেমব্রিজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন (১৬৬৭)। ১৬৬৬ অব্দে গাছ হইতে আপেল পড়িতে দেখিয়া মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে তাঁহার চিন্তা উদিত হয়। ১৬৭২এ তিনি বিলাতের রয়েল সোসাইটির সদস্য (F.R.S) মনোনীত হন; ইহা লইয়া সে-যুগের পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ হয়। নিউটনের বিখ্যাত গ্রন্থ Principia Mathemation ১৬৮৭তে প্রকাশিত হয়। ১৬৮৯এ কেমব্রিজের তরফ হইতে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত হন; ১৬৯২—৯৩ অসুস্থ হইয়া কষ্ট পান। ১৬৯৪এ লন্ডনে মুদ্রাশালার (mint) Warden ও ১৬৯৭এ তথাকার অধ্যক্ষ হন। ১৭০১এ পুনরায় পার্লামেন্টের সদস্য হন। ১৭০৩এ রয়েল সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৭০৪এ তাঁহার Optics গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গভর্নমেন্ট ১৭০৫এ স্যর উপাধি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। এই সময়ে কালকলাসের আবিষ্কার লইয়া লীবনিৎজের সহিত তাঁহার মসীযুদ্ধ চলে। ১৭১৪এ হাউস অব্ কমন্সের এক কমিটির সমক্ষে সমুদ্রের মধ্যে দ্রাঘিমা বাহির করা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রমাণাদি দেন। নিউটন ধর্মতত্ত্ব আলোচনা সম্বন্ধে যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইতেন। তাহার মৃত্যুর পর (২০ মে, ১৭২৮) তাঁহাকে ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে সমাধি করা হয়। তিনি ২য় চার্লস, ২য় জেমস্, অ্যানি, ৩য় উইলিয়াম ও মেরী, ও ১ম জর্জের সমসাময়িক।

নিউটনের আবিষ্কার

১৬৬৫ খৃঃ নিউটন দ্বিপদসূত্র (Binomial Theorem) নামে বীজগণিতের একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি Differential Calculus (ব্যাসকলন) এবং Integral Calculus (সমাসকলন) নামক অঙ্কশাস্ত্রের দুইটি অভিনব শাখা আবিষ্কার করেন। তিনি ইহাদের নাম দিয়াছিলেন Fluxions। সেই বৎসরই (১৬৬৬ খৃঃ) চন্দ্রলোকে পৃথিবীর আকর্ষণ পৌঁছায় কিনা তাহা তিনি চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন; চন্দ্র একটি বৃত্তপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এই ভাবে প্রদক্ষিণের ফলে চন্দ্রের মধ্যে ঐ বৃত্তপথের কেন্দ্র হইতে প্রক্ষিপ্ত হওয়ার একটি শক্তি জন্মে (Centrifugal force)। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে চন্দ্রের উপরে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি ও এই কেন্দ্রবহির্মুখী শক্তির পরিমাণে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। এই সময়ে তিনি তাঁহার আলোক ও তাহার বর্ণ-বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করেন। সূর্যের যে-আলো আপাতদৃষ্টিতে শাদা বলিয়া মনে হয় তাহারই ভিতর বেগুনী, অতিনীল, নীল, সবুজ, হলুদ, নারাঙি ও লাল এই সাতটি রঙ আছে, তিন ফলকওয়ালা একটি কাঁচ অর্থাৎ Prismএর ভিতর দিয়া সূর্যের আলো পার করিয়া তিনিই প্রথম আলোর এই বর্ণবৈচিত্র্য প্রমাণ করেন। আলো কি ভাবে সৃষ্টি হয় সেই সম্বন্ধে তিনি একটি সুন্দর মতবাদ প্রচার করেন; ইহা আলোকের কণাবাদ (Corpuscular Theory of Light) বলিয়া খ্যাত। নিউটনের মতে আলোর সৃষ্টি হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাদ্বারা; কোন উজ্জ্বল পদার্থ হইতে এই সব কণা ক্রমাগত বিচ্ছুরিত (বর্ষিত) হইয়া মহাশূন্যের ভিতর দিয়া সেকেণ্ডে প্রায় ১,৮৬,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। আলোর সরল রেখার চলন, ও যে-নিয়ম অনুযায়ী তাহার প্রতিফলন ও প্রতিসরণ (Laws of Reflection and Refraction) হয় তাহা সহজেই তিনি এই কণাবাদের সাহায্যে প্রমাণ করেন। এই মতবাদের দ্বারা প্রতিসরণের নিয়ম প্রমাণ করিতে গিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে স্বচ্ছ হালকা পদার্থ হইতে ঘন পদার্থের ভিতর দিয়া আলো অধিকতর দ্রুতবেগে চলে। অধুনা বিভিন্ন পদার্থে আলোর গতিবেগ পরীক্ষা করিয়া বিপরীত ফল পাওয়া গিয়াছে; পরীক্ষিত তথ্য বিরোধী নিউটনের এই সিদ্ধান্তই আজ বিজ্ঞানীমহলে তাঁহার কণাবাদ অগ্রাহ্য হওয়ার মূল কারণ। একশত বৎসরেরও বেশি এই মতবাদ বিজ্ঞানীরা স্বীকার করিয়াছিলেন; তাহার পর ১৮০৪ খৃঃ Thomas Young আলোর ব্যতিকরণের সূত্র (Principle of Interference) আবিষ্কার করিয়া কণাবাদের মূলে আঘাত করেন। Huyghens প্রতিষ্ঠিত 'আলোর তরঙ্গবাদ' সাহায্যে Young এবং Fresnel সর্বপ্রথম আলোক-বিজ্ঞানের সমস্ত পরীক্ষিত তথ্যের যথাযথ মীমাংসা করেন।

১৬৬৬ খৃঃ পৃথিবীর আকর্ষণ বিষয়ে যে-গবেষণা তিনি আরম্ভ করেন তাহার সম্বন্ধে ১৮ বৎসর পর্যন্ত আর কিছুই জানা যায় নাই। ইহার পরই (১৬৮৫ খৃঃ) তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Law of Universal gravitation) প্রচার করেন— প্রত্যেক বস্তুপদার্থ পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই আকর্ষণ শক্তি নির্ভর করে বস্তুপদার্থের পরিমাণ ও তাহাদের দূরত্বের উপর, বস্তুপদার্থ যে অনুপাতে বাড়ে আকর্ষণ শক্তিও ঠিক সেই অনুপাতে বাড়ে; আবার দূরত্ব যে-পরিমাণ বাড়ে আকর্ষণ-শক্তি তাহার বর্গ-পরিমাণ কমে (inverse square) অর্থাৎ পদার্থের দূরত্ব যদি দ্বিগুণ বাড়ে আকর্ষণশক্তি চারগুণ কমে; এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নিয়মের উপরেই আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান (Astronomy) প্রতিষ্ঠিত।

নিউ টেষ্টামেণ্ট (New Testament)

দ্রঃ বাইবেল।

নিউট্রন (Neutron)

১৯৩২ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানজগতে পদার্থের মূলকণা বলিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল ইলেকট্রন ও প্রোটোন। ইহার পরেই আরও একটি মূলকণার খবর জানা যায়, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে নিউট্রন ((Neutron)। ইহার আবিষ্কারকের নাম Chadwick। তেজস্ক্রিয় Polonium ধাতু হইতে বিপুল তেজসম্পন্ন আল্‌ফা কণা (A, particles) নিঃসৃত হয়; এই বৈদ্যুতকণার আঘাতে Beryllium ধাতু হইতে গামা-রশ্মি (G. rays) ছাড়া তীব্রতর আরও এক প্রকার রশ্মির সৃষ্টি হয়। সাধারণ রশ্মি হইতে এই নূতন রশ্মির গুণ সম্পূর্ণ আলাদা—অ্যাটমের কেন্দ্রবস্তুর সঙ্গে সংঘাত না হইলে ইহার চলার পথের কোন রেখাই উইলসন্ আবিষ্কৃত যন্ত্রের (Wilson Chamber) ভিতর পাওয়া যায় না। হাইড্রোজেন সংযুক্ত কোন যৌগিক পদার্থকে এই রশ্মি আঘাত করিয়া তাহার ভিতর হইতে প্রচণ্ড গতিশীল প্রোটোন-কণা বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু কোন ইলেকট্রনের সন্ধান তাহাতে পাওয়া যায় না। রাণ্টগেন-রশ্মিজাতীয় সাধারণ আলো-পদার্থের ভিতর হইতে সহজেই ইলেকট্রন মুক্ত করিয়া দেয়। কাজেই এই নূতন রশ্মিকে সাধারণ আলোর পর্যায় না ফেলিয়া প্রোটোনের ওজনের সমতুল্য বৈদ্যুতহীন একপ্রকার মূলকণা বলিয়া ধরিয়া নিলে ইহার রীতিনীতির একটা সঙ্গতি কল্পনা করা যায়। বৈদ্যুতহীন এই বস্তুকণার নাম দেওয়া হইয়াছে নিউট্রন; পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে ইহা প্রোটোন হইতে সামান্য একটু ভারি, নিউট্রনের ওজন ১'০০৯১, প্রোটোনের ওজন ১'০০৮১।

নিউম্যান (Newman, John Henry, Cardinal ১৮০১—১৮৯০)

বিশিষ্ট ইংরেজ ধর্ম-জিজ্ঞাসু ও লেখক। অক্সফোর্ডের ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি সেণ্ট-মেরীর ভিকার পদে নিযুক্ত হন। প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত ত্যাগ করিয়া ইনি ১৮৪৫এ রোমান ক্যাথলিক মত গ্রহণ করেন এবং উক্ত ভিকারের পদ ছাড়িয়া দেন। ১৮৭৯ অব্দে ইনি কার্ডিনাল হন। ইঁহার বিখ্যাত সঙ্গীত Lead Kindly Light ও কবিতা The Dream of Gerontius ইংরেজি-জানা মহলে সুপরিচিত। প্রবন্ধাবলীও বিখ্যাত।

নিউর‍্যালজিয়া (Neuralgia)

নার্ভীয় (স্নায়বিক) যে কোন বেদনাকে লোকে নিঃ বলে; কিন্তু যথার্থপক্ষে সংজ্ঞাবাহী নার্ভ বা Sensory নাড়ীর আংশিক বা সম্পূর্ণাংশে বেদনাকেই নিঃ বলা যায়। ইহাতে দেহের বাহিরের কোনপ্রকার পরিবর্তন যেমন ফোলা দেখা যায় না। মুখে, মাথার অর্ধেকে, পাঁজরায়, উরুতে (Siatica) সংজ্ঞানাড়ী আক্রান্ত হইতে পারে। আভ্যন্তরীণ কোন আবের (Tumour) চাপে অথবা খারাপ দাঁতের জন্যও বেদনা হয়। বেদনা অত্যন্ত তীব্র ও যন্ত্রণাদায়ক। বাহিরের তাপ, অ্যাস্পিরিন ট্যাবলেট সেবন প্রভৃতির ফলে বেদনা সাময়িকভাবে কমে, তবে রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

নিউরাসথেনিয়া (Neurasthenia)

এই কথাটি মানসিক বহুপ্রকার অসুখ ও 'বাই' (বায়ু) সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। দীর্ঘকাল নার্ভের অতিরিক্ত শ্রমজনিত অবসাদ হইতেছে আসল নিউরাসথেনিয়া। অল্প শারীরিক ও মানসিক শ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়া হইতেছে ব্যাধির প্রধান লক্ষণ।

নিওডিমিয়াম্ (Neodimium)

সেরিয়াম (Cerium) বর্গের মৃত্তিকাস্থিত দুষ্প্রাপ্য মৌলিক। পরমাণবিক ওজন ১৪৪'৩; পঃ সংখ্যা ৬০; আপেক্ষিক গুরুত্ব ৬'৯৫৬। ১৮৮৫ অব্দে Auer von Welsbach কর্তৃক didymium হইতে নিষ্কাশণ করিয়া প্রাপ্ত হন।

নিওন (Neon)

একটি নিষ্ক্রিয় (inert) গ্যাস, Sir William Ramsay কর্তৃক আবিষ্কৃত। হাওয়াতে এই গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে আছে। তরল হাওয়ার বাষ্পীভবনের পরে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার ভিতর হইতে ১৮৯৮ খৃঃ Ramsay এবং Travers Kripton Xenon নামে দু'টি গ্যাস আবিষ্কার করেন। তরল আরগন (argon) গ্যাসের ভিতর দুইটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়, একটির নাম হিলিয়ম অপরটি নিওন এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি—১০০° (C) ঠাণ্ডা অঙ্গারের (cocoanut charcoal) সংস্পর্শে আসিলে ইহাদের মধ্য হইতে Argon, Krypton এবং Xenon এই তিনটি গ্যাস অঙ্গার কর্তৃক শোষিত হয় (Dewar's method)। বাকি হিলিয়ম ও নিওন গ্যাস পাম্প করিয়া বাহিরে আনিয়া —১৮৫° (C) ঠাণ্ডায় অঙ্গারের সংস্পর্শে আনিলে শুধু নিওন গ্যাস শোষিত হয়। এই অঙ্গারকে গরম করিলে শোষিত নিওন গ্যাস আবার বাহির হইয়া আসে। কোনো কাঁচের নলে অল্প চাপে নিওন ভর্তি করিয়া (Geisslertule) তাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচালিত করিলে নারাঙি ও গোলাপী রঙে মিশান একপ্রকার সুন্দর আলো বাহির হয়। ইহার নাম অনেকেই জানে, কারণ ইহার আলো বিজ্ঞাপনের (advertisement) কাজে আজকাল খুব বেশি ব্যবহৃত হয়। নিওন নিষ্ক্রিয় বলিয়া অন্য কোন মৌলিক জিনিসের সঙ্গে ইহার যোগ ঘটেনা; Periodic Table এই পাঁচটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে একটি আলাদা পর্বে রাখা

হইয়াছে। ইহার ঘনত্ব '৮৯৯, পরমাণবিক ওজন ২০'১৮২, স্ফুটনাঙ্ক (Boiling point) ২৪৫'৯, গলনাঙ্ক (Melting point) ২৪৮'৫°। ইহার অণুতে একটি মাত্র পরমাণু আছে (monatomic)

নিকষা

রাক্ষসরাজ রাবণের জননী। দ্রঃ কৈকেসী।

নিকা, নিকাহ্

আরবী শব্দ, অর্থ বিবাহ; বাঙালায় দ্বিতীয় বা পুনর্বিবাহ অর্থে বাঙালী মুসলিমগণের মধ্যে এই শব্দ প্রচলিত। মুসলিম বিবাহের তিনটি অঙ্গ—মহর, ঈজাব ও কবুল। বরকর্তৃক কন্যাকে তাহার পিতৃকুলের অন্যান্য কন্যার যৌতুকের অনুরূপ যে নগদ অর্থে ও গহনায় যৌতুক দেওয়া হয় তাহাকে 'মহর' বলে। ইহার কতক বিবাহ সভায় (নগদ) দেওয়া হয়, ও বাকী (দেন) উভয়ের জীবিতকালের মধ্যে কোন সময় পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার থাকে। উহা পরিশোধ করা ইস্লাম ধর্মমতে অবশ্য-কর্তব্য। মহর স্থির করিয়া প্রথমে কন্যাকে ঐ মহরে বিবাহার্থীকে বিবাহ করিতে সম্মত কিনা জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহাই 'ঈজাব'; কন্যা স্বীকার করিলে বরকে আবার জিজ্ঞাসা করা হয়; বর স্বীকার (কবুল) করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহাই ইস্লামী বিবাহ। উপরোক্ত তিনটি বিষয় ব্যতীত কোন বিবাহই ইস্লাম ধর্মমতে সিদ্ধ হয় না। ঈজাব কবুলের পর যিনি অনুষ্ঠান নির্বাহ করেন তিনি বিবাহের উদ্দেশ্য ও স্বামী স্ত্রীর কর্তব্য বর্ণনা করিয়া একটি খুতবা (দ্র) দেন। রেজিস্টারী প্রথা প্রচলিত হওয়ায় কাবিননামা বা বরের স্বীকৃতি-পত্র দিবার প্রথা হইয়াছে। ইহাতে একখানি রেজিস্টারীযোগ্য কাগজে কন্যাপক্ষকর্তৃক উল্লিখিত দাবীগুলি লিখিত থাকে; বর ও সভাস্থিত অপর কয়েকজন লোক সাক্ষী হিসাবে দস্তখত করেন। অতঃপর উহা রেজিস্টারী আইনানুযায়ী মুসলমান ম্যারিজ রেজিস্ট্রারের নিকট লইয়া গিয়া রেজিস্ট্রারী করা হয়। ইহা পূর্বোক্ত বিবাহের অনুষ্ঠানের পূর্বে কিম্বা পরে (উভয় পক্ষের মতানুসারে) হইতে পারে। ইহা মুসলিম বিবাহের অঙ্গ নহে। অধুনা কাবিনে নানা প্রকার উদ্ভট ও হাস্যকর সর্তও লিখা হইয়া থাকে। রেজিস্টারী করা উভয় পক্ষের ইচ্ছাধীন। বর কন্যা উভয়ে নাবালক হইলে তাহাদের অভিভাবকগণ উভয়ের পক্ষ হইতে ঈজাব, কবুল ও কাবিনে দস্তখতাদি করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয়।

নিকিটিন (Nikitin, Athanasius)

রুশদেশীয় পরিব্রাজক ও বণিক। বহুকাল বিদর রাজ্যে বাস করেন এবং বাহমনি রাজ্যে ১৪৭০—৭৪এর মধ্যে ভ্রমণ করেন।

নিকুম্ভ

(১) কুম্ভকর্ণের পুত্র। (২) দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা; প্রদ্যুম্ন বজ্রনাভকে নিহত করিলে প্রতিশোধার্থ নিকুম্ভ দ্বারকা হইতে ভানুমতীকে অপহরণ করে; অবশেষে যুদ্ধে কৃষ্ণের চক্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত হয়। (৩) অসুর ত্রিপুরের ভ্রাতা। ইনি তপশ্চর্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবগণের অবধ্য হন; পরে অত্যাচারী হইয়া উঠিলে কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হন।

নিকুম্ভিলা

লঙ্কার একটি গুহা; এইখানে রাক্ষস জাতিদের পূজাদি হইত। লক্ষ্মণ এই পূজাস্থলে ঢুকিয়া ইন্দ্রজিৎ-মেঘনাদকে বধ করেন।

নিকেল (Nickel)

ধাতব পদার্থ (element)। ১৪৫০°—১৬৬০° (c) ডিগ্রী তাপে গলে। পরমাণবিক ওজন ৫৮'৬৯; আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮'৩৫ হইতে ৮'৯৬। শ্বেত-উজ্জ্বল, অত্যন্ত কঠিন ধাতু; বায়ুর সংস্পর্শে মরিচাদি পড়েনা; ক্ষারের দ্বারা বিকৃতি ঘটে না; কিন্তু খনিজ অ্যাসিডে গলিয়া যায় এবং বহুকাল উদ্ভিজ্জ অম্লরসে থাকিলে নষ্ট হয়। লৌহ, তামা, দস্তার সহিত মিশ্রিত হইয়া নানা মিশ্র-ধাতু প্রস্তুত করে। ইহার প্রধানতম ব্যবহার ছিল অন্য ধাতুর উপর এনামেলিং বা প্লেটিং। লৌহ, ইস্পাত ও পিতলের উপর যে নিকেল-প্লেটিং দেওয়া হয় তাহা '০০০২ ইঞ্চি এমনকি '০০০০৫ ইঞ্চি পর্যন্ত পাতলা হয়। তবে ইহা সম্পূর্ণরূপে জলসহ হয় না, কিছুকাল ব্যবহারের পরে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল ঢুকিয়া লৌহে মরিচা পড়ায়। তবে '০০১ ইঞ্চির নিকেল-প্লেটিং বহুকাল চলে। জারমান-সিলভারের প্রধান উপাদান হইতেছে নিকেল ও তামা। তামার সহিত মিশাইয়া যে মিশ্র-ধাতু হয়, তাহা দিয়া অল্পমূল্যের মুদ্রাদি প্রস্তুত হয়। আমাদের চোআনী, দোআনী, একআনিগুলি নিকেলের প্রস্তুত। বর্তমানে ইস্পাতের সহিত মিশাইয়া অতি-কঠিন মিশ্র-ধাতু প্রস্তুত হইতেছে। বর্তমানে এই মিশ্র-ধাতু (৫% নিকেল ও অবশিষ্ট ইস্পাত) মোটরকারের মধ্যে ব্যবহৃত হইতেছে। তামা-নিকেল মিশ্র-ধাতু বহু কাল হইতে চীনদেশে মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় ব্রোন্জের বদলে নিকেল মুদ্রার উপাদান হিসাবে চলিত আছে। খৃ পূ ২৩৫ অব্দের একটি ব্যাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রায় নিকেল, তামা ও দস্তা পাওয়া গিয়াছে। চীনারা এই মিশ্র-ধাতুকে Paikong বা শ্বেত-তাম্র বলিত। ১৭৫১এর পূর্বে ইউরোপে এই ধাতুর নিষ্কাশন কারবারী আকারে হয় নাই। সুইসদেশে ১৮৫০এ সর্বপ্রথম নিকেলের মিশ্র-ধাতুর মুদ্রা প্রস্তুত হয়।...কানাডা ও নিউ-কালিডোনিয়ায় প্রধানত নিকেল-প্রস্তর (ore) পাওয়া যায়। পৃথিবীতে বৎসরে প্রায় ৫০,০০০ টন নিকেল প্রস্তুত হয়।

নিকোটিন (Nicotine)

তামাক পাতা হইতে এক প্রকার উদ্বায়ী বর্ণহীন ক্ষারজাতীয় তরল পাওয়া যায়; ইহার গন্ধ তীব্র। জলে ও অলকোহলে গলানো যায়। তামাকে শতকরা ২ হইতে ৯% নিকোটিন থাকে; ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত, তিন ফোঁটা খাইলেই মানুষের মৃত্যু হয়। এক ফোঁটা নিঃ খরগোসের চামড়ার উপর দিলে তদ্দণ্ডেই উহার মৃত্যু হয়। ইহার দ্বারা পোকা মারা যায়।...জীন নিকোট (Jean Nicot ১৫৩০—১৬০০) নামে ফরাসী রাজকর্মচারী পোর্তুগল হইতে ফ্রান্সে তামাক আনেন। তাঁহার নামানুসারে এই বিষকে নিঃ বলা হয়। তামাক আগুনে পুড়িয়া যায় বলিয়া বিষ কমিয়া আসে।

নিকোলাস, রুশিয়ার জার বা সম্রাট

এই নামে দুইজন জার (Tsar) রুশে রাজত্ব করেন।

(১) ১ম নিকলাস (জন্ম ১৭৯৫; রাজত্ব ১৮২৫—১৮৫৫ মৃঃ) পারসিকদের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনেকখানি রাজ্য বাড়ান। পোলদের বিদ্রোহ দমন করেন। ইহার সময় ক্রিমিয়ান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। (২) ২য় নিকোলাস (জন্ম ১৮৬৮; রাজত্ব ১৮৯৪—১৯১৮ নিহত) রুশিয়ার শেষ জার বা সম্রাট জার্ তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের পুত্র। ইনি রুশিয়ার ভিতর সকল প্রকার উদারনীতিক আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। ১৯০৪—০৫ রুশো-জাপানী যুদ্ধে রুশের পরাজয় হয়। ১৯০৫এ ডুমা বা পার্লামেণ্ট স্থাপনের অধিকার দিয়া পুনরায় সমস্ত শক্তি প্রজার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৯১৪ মহাসমরে যোগদান করেন। গত মহাযুদ্ধের পরোক্ষ কিন্তু গুরুতর দায়িত্ব তাঁহার ও ফরাসীদের বলিয়াই ঐতিহাসিকগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ১৯১৭এ বলশেভিক্ বিদ্রোহ হয়; ১৯১৭ মার্চে সপরিবারে বন্দী হন। ১৯১৮, ১৬ই জুলাই কমিউনিস্টদের আদেশে Yourkovsky দ্বারা নিহত হন। ইহার জননী ছিলেন ইংল্যানডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার এক কন্যা।

নিখিলনাথ রায় (মৃঃ ১৯৩২)

বাংলা লেখক ও ঐতিহাসিক। জন্মস্থান ২৪-পরগণার পুড়াগ্রাম। পিতা জানকীনাথ নিখিলনাথের শিশুকালেই মারা যান। মাসির নিকট খাগড়া-বহরমপুরে বাস করিয়া লেখা পড়া শেখেন ও বহরমপুর কলেজ হইতে বি.এ. পাশ করেন। বি.এল. পাশ করিয়া বহরমপুরে ওকালতী করেন (১৮৯৮)। ১৯০২এ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী সুরু করেন। শেষকালে উহা ছাড়িয়া মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বর্ধমানস্থ স্টেটের নায়েবের কাজ গ্রহণ করেন। ১৯৩২ নভেম্বর মৃত্যু হয়। ইঁহার রচিত গ্রন্থ 'অশ্রু-হার' যৌবনে রচিত কাব্যগ্রন্থ। তাঁহার সর্বোত্তম গ্রন্থদ্বয় 'মুর্শিদাবাদ ইতিহাস' (১৯০২), 'মুর্শিদাবাদ কাহিনী'। 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামে মাসিক পত্র প্রথমে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও পরে নিখিলনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হয়; ১৮৯৯—১৯১১র মধ্যে ৮ খণ্ড প্রকাশিত হয়। অন্যান্য রচনা:— ডাঃ রামদাস সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৮৯৯; কালিদাস ও ভবভূতির রচনার গল্পাংশ 'কবিকথা' নামে প্রকাশ করেন ১৯১৫। রামরাম বসু ও হরিশ্চন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'প্রতাপাদিত্য' সম্বন্ধে দুইখানি বই ইনি বহু যত্নে সম্পাদনা করেন ১৯০৬। 'সোনার বাংলা' বাংলাদেশের প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহ ১৯০৫।

নিগ্রো জাতি (The Negros)

আফ্রিকার কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘকায় আদিম বাসিন্দা; সাহারা মরুর দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা খাঁটি নিগ্রোদের বাসভূমি। পূর্বাঞ্চলের নিগ্রোদের সঙ্গে অন্য জাতি মিশ্রিত হইয়াছে। ইহাদের মাথা লম্বাটে, নাক মোটা ও ঠোঁট পুরু। মাথার চুল পশমের ন্যায় কুঞ্চিত। স্বভাবত ইহারা শান্ত, কৃষিপ্রিয়, আদিম ধর্মে বিশ্বাসী; তবে ইহাদের মধ্যে ইসলাম প্রবেশ করিয়াছে। ১৫শ শতক হইতে ইহাদের ধরিয়া ক্রীতদাস করিবার রীতি প্রথমে পোর্তুগীজ ও পরে অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতিরা প্রবর্তন করে (দ্রঃ দাসপ্রথা)। আমেরিকার বাগিচায় কাজ করিবার জন্য ইহারা বহুকাল নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৬৩ পর্যন্ত তাহারা তথায় দাসরূপে ছিল; ঐ বৎসর মুক্তি পায়। মার্কিন দেশে ইহাদের সংখ্যা ১.২০ কোটি। সমগ্র আমেরিকায় ২—৩ কোটি নিগ্রোর বাস। ১৮৬৫—৭৯ অব্দের মধ্যে ইহারা আমেরিকায় সমস্ত রাজনীতিক অধিকার লাভ করে। কিন্তু পরে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়; ও অনেক স্টেটে তাহাদের পৌরাধিকার বিশেষভাবে খর্বিত হইয়াছে। কতকগুলি স্টেটে নিগ্রোর জন্য পৃথক গাড়ী, হোটেল, চার্চ, স্কুল প্রভৃতি আছে। শ্বেতাঙ্গের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। পশ্চিম ইনডিস দ্বীপপুঞ্জের কিউবা ও পোর্টোরিকো ছাড়া সকল স্থানেই নিগ্রোরা প্রবল। বারবাদোস দ্বীপে সর্বোৎকৃষ্ট নিগ্রো দেখা যায়। দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল ও গিয়েনায় নিগ্রোদের সহিত স্পেনীশদের সবচেয়ে বেশী মিশ্রণ হইয়াছে; ইহাদের মুলেটো বলে। এসব দেশে বর্ণ-সমস্যা খুবই কম। মার্কিন রাষ্ট্রে নিগ্রোদের উপর শ্বেতাঙ্গদের বিদ্বেষ দারুণ। ফলে নিগ্রোদের সাধারণ নৈতিক অপরাধের জন্য শ্বেতাঙ্গরা দলবদ্ধ হইয়া মাঝে মাঝে অপরাধীকে পুড়াইয়া মারে; এমনকি পুলিশের হেপাজত হইতে বাহিরে আনিয়াও জীবন্ত দগ্ধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় (Lynching)।...নিগ্রোরা যথেষ্ট আত্মোন্নতি করিয়াছে। বুকার টি. ওয়াশিংটন (দ্রঃ) টাসকেজি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া নিগ্রোদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুক্তপ্রাপ্ত অনেক নিগ্রো আফ্রিকার লিবেরিয়া (দ্রঃ) দেশে স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপন করিয়াছে। এইসব নিগ্রোরা খৃস্টান।

নিচিরেন (Nichiren)
জাপানের বৌদ্ধ সাধক ; খৃস্টাব্দ ১২৮২, ১২ অক্টোবর মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় 'নিচিরেন' নামে খ্যাত।

নিজাম আলী খাঁ, নিজাম (১৭৬১—১৮০৩)
হায়দ্রাবাদের নিজাম নিজাম-উল-মুলকের ৪র্থ পুত্র ; তদীয় জ্যেষ্ঠ সলাবৎ জঙ্গের মৃত্যুর পর (১৭৬৮) নিজাম হন। ইনি লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত দাসত্বমূলক মিত্রতা স্বীকার করেন।

নিজামুদ্দীন আউলিয়া (১২৩৮-১৩২৫ খৃ অ)
ইঁহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ ইব্নে আহমদ ইব্নে আলী বুখারী আল বদায়ুনী। ইনি বদায়ুনে জন্মগ্রহণ করেন ; বাল্যে তথাকার মাওলানা আলাউদ্দীন আল উসুলীর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া দিল্লী যান ও তথায় শামসুল-মুলক ও মাওলানা কমালুদ্দীন যাহেদ-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১২৫৭ খৃঃ অজুদাহন গিয়া প্রসিদ্ধ পীর ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জেশকর-এর (মৃঃ ১২৬৫ খৃঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ১২৫৮এ ইঁহাকে তাঁহার খলীফা মনোনীত করেন। অতঃপর ইনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন ও গিয়াসপুরে বাস করিতে থাকেন। এই স্থানকে 'নিজামুদ্দীন আউলিয়া কি বস্তী' বলা হয়। এখানেই ইনি দেহত্যাগ করেন ; তথায় তাঁহার মাযার (কবর) অবস্থিত। তিনি ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দরবেশদিগের অন্যতম। ইঁহাকে 'সুলতানুল আউলিয়া' (দরবেশ সম্রাট্) ও 'মাহবুবে এলাহী' (ঈশ্বরের প্রিয়) বলা হয়। তিনি তাসাউফ (মরমীবাদ দ্রঃ), হাদীস, তফসীর, সাহিত্য প্রভৃতিতে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। বহু ব্যক্তি তাঁহার কবর দর্শন করিতে গিয়া থাকে। 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ' ও 'রাহাতুল মুহিব্বীন' তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ।…বাংলাদেশে যে নিজামুদ্দীন আউলিয়া সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে, তাহার সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

নিজাম-উল-মুলক, চিন কিলিজ খাঁ (১৬৪৫-১৭৪৮) নিজাম-হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। হায়দ্রাবাদ রাজ্যের ভাবী প্রতিষ্ঠাতা মীর কমরউদ্দীন ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁহার পিতা গাজীউদ্দীন খাঁ ফিরোজ জঙ্গ সমরকন্দের অধিবাসী ছিলেন। আওরঙজীবের সময়ে তিনি ভারতে আসেন ও দাক্ষিণাত্যে সরকারী চাকুরী করিয়া যশ ও ধন অর্জন করেন। ১৩ বৎসরের কমরউদ্দীনকে একটি সেনাবাহিনীর নায়ক পদে নিয়োগ করা হয়। ২০ বৎসর বয়সে তিনি 'চিন কিলিজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হন। আওরঙজীবের মৃত্যুর সময়ে ১৭০৭এ তিনি বিজাপুরে ছিলেন। বাহাদুর শাহর সময়ে তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য হইতে সরাইয়া অযোধ্যার সুবাদার করা হয়। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া বাস করিতে থাকেন। অবশেষে তিনি পুনরায় রাজকার্য গ্রহণ করেন। ফরুখসিয়র আগ্রা আক্রমণ করিলে (১৭১৩) চিন কিলিজ খাঁ নগর রক্ষার জন্য প্রেরিত হন ; কিন্তু রাজকর্তা সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ইঁহাকে নিজেদের বশে আনেন ; পুরস্কারস্বরূপ খাঁন-খানান ও নিজাম-উল্-মুলক উপাধি ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী লাভ করেন (১৭১৩)। সৈয়দদের সহিত সম্প্রীতি বহুকাল স্থায়ী হয় নাই ও সেইজন্য তাঁহাকে মোরাদাবাদ, বিহার ও মালবের শাসকপদে পরপর বদলী করা হয়। মালবে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এইবার সৈয়দগণ তাঁহাকে পুনরায় বদলী করিতে চাহিলে তিনি প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন ও এক যুদ্ধে সৈয়দপক্ষীয় সৈন্যদের পরাজিত করিলেন ; অতঃপর সৈয়দ হুসেন আলী নিজেই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও পথে নিহত হন। সৈয়দগণের পতনের পর নিজাম-উল্-মুলকের শক্তিকে বাধা দিবার মতন আর কেহ ছিল না। ১৭২২এ তিনি বাদশাহ মহম্মদ শাহর উজীর পদ পাইয়া আগ্রা পৌছাইলেন ; কিন্তু মুগল দরবারের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আলস্য প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন ১৭২৩। ১৭৪৮ খৃস্টাব্দে ১০৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারিপুত্র গাজীউদ্দীন, নাসির জঙ্গ (নিজাম ১৭৪৮-৫০), সলাবৎ জঙ্গ (১৭৫২-৬১) ও নিজাম আলী খাঁ (১৭৬১-১৮০৩)।

নিজামদের নাম, হায়দ্রাবাদ

১। আসফ জা, চিনকিলিজ খাঁ, নিজাম-উল্-মুলক ১৭১৩ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ; স্বাধীনরাজা ১৭২৩—১৭৪৮
২। নাসির জঙ্গ (আসফজা'র ২য় পুত্র) ১৭৪৮—৫০
৩। মুজাফর জঙ্গ (আসফজা'র দৌহিত্রী) ১৭৫০—৫১
৪। সলাবৎ জঙ্গ (আসফজা'র ৩য় পুত্র) ১৭৫২—৬১
৫। নিজাম আলী খাঁ (আসফজা'র ৪র্থ পুত্র) ১৭৬১—১৮০৩
৬। সিকন্দার জা (নিজাম আলীর পুত্র) ১৮০৩—১৮২৯
৭। নাসির উদদৌলা (সিকন্দরের পুত্র) ১৮২৯—১৮৫৭
৮। আফজল উদদৌলা (নাসিরের পুত্র) ১৮৫৭—১৮৬৯
৯। মীর মহবুব আলী খাঁ (নাসিরের পুত্র) ১৮৬৯—১৯১১
১০। স্যর মীর উস্মান আলী খাঁ, ফতেজঙ্গ ১৯১১—

নিজামশাহী বংশ (১৪৯০-১৬৩২)
দঃ ভারতে বাহমনি সাম্রাজ্য ভাঙিয়া যে পাঁচটি রাজ্য গড়ে আহমদনগর তাহাদের অন্যতম। ১৪৯০ নিজাম-উল-মুলক বাহরীর পুত্র মালিক আহম্মদ, মামুদ বাহমনিকে পরাজিত করেন ও 'নিজামশাহ' উপাধি লইয়া আহমদনগরের অধীশ্বর হন। নিজাম-উল-মুলক বাহরী স্বয়ং বিজয়নগরের এক ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন। আহম্মদ শাহ বাহমনি ইঁহাকে বন্দী

করিয়া আনিয়া ইসলামে দীক্ষিত করেন ; ইনি আরবী ও পারসিতে সুপণ্ডিত হন এবং তেলিঙ্গনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইঁহার পুত্র মালিক আহম্মদ নিজামশাহী বংশের স্থাপয়িতা। ১৪৯০ হইতে ১৬৩২ পর্যন্ত এই বংশ রাজত্ব করে। শাহজাহান আহমদনগর অধিকার করিয়া শেষ রাজাকে গবালিয়র দুর্গে বন্দী করেন (১৬৩২)।

নিজামশাহী রাজাদের নাম

১৪৯০ আহম্মদ নিজাম শাহ (বিজয়নগরের ব্রাহ্মণবংশে জন্ম)
১৫০৮ বুরান ১ম (বেরারের সহিত খণ্ড যুদ্ধ)
১৫৫৩ হোসেন (বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ)
১৫৬৫ মুর্তাজা (বেরার অধিকার) ; নিহত
১৫৬৮ মির্জা হোসেন ; নিহত
১৫৬৯ ইসমাইল
১৫৮৯ বুরহান ২য়
১৫৯৪ ইব্রাহিম ; যুদ্ধে নিহত
১৫৯৪ আহমদ (শাহ তহীরের পুত্র ; সর্দারদের দ্বারা সুলতান পদে অভিষিক্ত ও পরে বরখাস্ত)
১৫৯৫ বাহাদুর (চাঁদবিবির দলের দ্বারা সুলতান বলিয়া ঘোষিত ; আকবর কর্তৃক সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করিতে ইনি বাধ্য হন)
১৫৯৮ মুর্তাজা ২য় (নিজামশাহী রাজ্য মালিক অম্বরের কর্তৃত্বাধীনে আসে)
১৬০৭ মালিক অম্বর—মন্ত্রীরূপে শাসন করেন
১৬১৩ খুরম্‌ (শাহজাহান) আহমদনগর জয় করেন
১৬৩৭ সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক আহমদনগররাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে বিজিত হয়।

নিৎসে, (Nietzsche, Frederick William

১৮৪৪-১৯০০) জারমান দার্শনিক ও লেখক। নীতি সম্বন্ধে তিনি নূতন ব্যাখ্যা দেন ; মানুষকে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করিয়া 'মহামানব' (Superman) হইতে হইবে ; খৃস্টীয় ধর্মে বলে দীন দুঃখী রুগ্নর প্রতি দয়া করিয়া তাহাদের জিয়াইয়া রাখা কর্তব্য ; নিৎসের মতে ইহা সমাজের পক্ষে প্রভুত অকল্যাণের কারণ ; দুর্বলকে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়। নিৎসের মতসমূহ প্রাক্‌যুদ্ধ-যুগে জারমেনীকে নূতন আদর্শ দিয়াছিল। জারমান গদ্য লেখক হিসাবে ইঁহার নাম আছে। ইনি কবিতাও লিখিতেন। ইঁহার সকল গ্রন্থ ইংরেজিতে অনুবাদ হইয়াছিল। Thus Spake Zarathustra, Beyond Good and Evil তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থদ্বয়। ইনি শেষ জীবনে পাগল হইয়া যান।

নিতাই বৈরাগী, নিত্যানন্দ দাস (১৭৫১—১৮২১)

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগের কবিগান-রচয়িতা। জন্মস্থান চন্দননগর। ইনি কিছুকাল নীলুঠাকুরের দলে ছিলেন ; পরে স্বয়ং দল গঠন করেন। ইনি ভাল ঢোল-বাদক ও গায়ক ছিলেন ; ইঁহার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল ভবানী বেনে।

নিত্যানন্দ (১৪৭৩—১৫৩২)

বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট প্রচারক ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রধানতম সহচর। পিতা হাড়াই পণ্ডিত ও মাতা পদ্মাবতী। ইঁহার আদি নাম ছিল কুবের। জন্মস্থান বীরভূমের একচক্রাগ্রাম। ১৫ বৎসর বয়সে এক উদাসীনের সহিত সংসার ত্যাগ করিয়া ২০ বৎসর তীর্থ ভ্রমণ করেন। বৃন্দাবনে ঈশ্বরপুরীর সহিত দেখা হইলে তিনি ইহাকে শ্রীচৈতন্যর নিকট যাইতে বলেন। ১৫০৮এ নিমাইএর সহিত সাক্ষাৎ হয়। নিমাই-এর উপদেশে নিত্যানন্দ গৃহী হন ও রাঢ়ে হরিভক্তি প্রচার করিতে থাকেন। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইনি শচীমাতাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিকটে অবস্থান করেন। ইনি শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাসের দুই কন্যা বসুধা ও জাহ্নবীকে বিবাহ করেন ; প্রথমার গর্ভে বীরভদ্র নামে পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে গঙ্গা নামে কন্যা জন্মগ্রহণ করে। লোকে যে 'নিতাই-গৌর' বলে সে নিতাই এই নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থ : বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'নিত্যানন্দ-চরিতামৃত' ; জানকীনাথ পাল কৃত 'নিত্যানন্দ-চরিত' ; কৃষ্ণদাস গোস্বামী কৃত 'নিত্যানন্দাষ্টক' ; ক্ষীরোদ বিহারী গোস্বামী কৃত 'নিত্যানন্দ বংশাবলী'।

নিত্যানন্দ

(১) শীতলামঙ্গল প্রণেতা ; সময় অজ্ঞাত। (২) অদ্ভুত রামায়ণ (দ্রঃ) রচয়িতা ; ইনি ১৮ শতকের প্রারম্ভের লোক ছিলেন।

'নিদান'

মাধবকর বিরচিত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ; চরক সুশ্রুত প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে রোগের উৎপত্তি, কারণ ও পরিণাম সম্বন্ধে বিষয়গুলি সঙ্কলিত গ্রন্থ। বিজয়কৃষ্ণ রক্ষিত ও তস্য শিষ্য শ্রীকণ্ঠ দত্ত কৃত 'মধুকোষ' নামে ভাষ্য আছে। বাংলায় ইহার কয়েক খানি অনুবাদ আছে যথা, কৃষ্ণদাস বসুমল্লিক কৃত পদ্য অনুবাদ (১৮৬৪) ; উদয়চাঁদ দত্ত (১৮৭৩) ; কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার (১৮৭৭) ; চন্দ্রকুমার দাস (১৮৮২) ; মণীন্দ্রলাল ঘোষ কৃত বঙ্গ পদ্যানুবাদ 'নিদানার্থ চন্দ্রিকা' (১৮৯৭) ; দেবেন্দ্রনাথ ও উপেন্দ্রনাথ সেন (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)।

নিদ্রা কি ? (দ্রষ্টব্য ঘুম)

নিদ্রারোগ (Sleeping-sickness)

আফ্রিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে Tsetse fly জাতীয় মক্ষিকার দংশনে এই রোগ হয়। প্রায় ২০ জাতীয় মাছি জীবের রক্ত মোক্ষম করিয়া

খায় বলিয়া জানা গিয়াছে। সাধারণ মাছি হইতে আকার বড় নয়, তবে ইহাদের মুখ লম্বাটে; চর্ম ভেদ করিয়া ইহারা বিষ প্রবেশ করায়। কয়েকটি জাতির কামড় গৃহপালিত পশুর পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হয়। অন্য জাতের কামড়ে মানুষের নিদ্রারোগ হয়। ট্যাঙ্গানিকা, উত্তর রোডেশিয়া ও ন্যাসাল্যান্ডের স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ঝাঁটি গাছের মধ্যে এইসব মাছি জন্মায়।

নিধুবাবু (১৭৪১-১৮৩৪)
নিধিরাম গুপ্ত বা রামনিধি গুপ্ত আসল নাম। টপ্পা জাতীয় গীত রচনার জন্য খ্যাত। হুগলীর চাপতা গ্রামে জন্ম; কলিকাতায় কোম্পানির অধীন কাজ লইয়া বাস করিতেন। দ্রঃ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রসগ্রন্থাবলী'। মহতাপ চন্দ্র দে সম্পাদিত নিধুবাবুর টপ্পা (১০০৯)

নিপ্পন য়ুসেন কাইশা (Nippon Yusen Kaisha N. Y. K.) জাপান দেশের 'জাপানী' নাম নিপ্পন। 'নিপ্পন য়ুসেন কাইশা' জাপানের স্টীমার কোম্পানী, ১৮৮৫এ গঠিত। বর্তমানে প্রায় ১১২ খানি (৮,৮৬,০০০ টন) স্টীমার পৃথিবীর নানা সমুদ্রে চলাফেরা করিতেছে। ইহার মধ্যে ১৮ খানি দশহাজার টনের উপর। মূলধন ১০'৬০ কোটি Yen।

নিবাতকবচ
এক শ্রেণীর অসুর। সাগরতলে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাস করিত। ইহারা হিরণ্যকশিপুর বংশধর। ব্রহ্মার বরলাভে দেবগণের অবধ্য হয়; পরে অর্জুন কর্তৃক ইহারা নিহত হয়। দ্রঃ মহেশচন্দ্র শর্মা কৃত 'নিবাতকবচ বধ' কাব্য (১৮৬৯)।

নিবেদিতা, ভগিনী (Sister Nivedita ১৮৬৭-১৯১১) রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর ভক্ত শিষ্যা। ইহার আসল নাম মিস্ মারগারেট এলিজাবেথ নোবল (M. Noble); জাতিতে ইংরেজ। ১৮৯৬এ স্বামী বিবেকানন্দ ইংল্যান্ডে গমন করিলে তাঁহার শিষ্যা হন ও 'নিবেদিতা' নাম গ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া ভারতীয় আদর্শে মেয়েদের শিক্ষা দিতেন। হিন্দুধর্মের ও ভারতীয় সভ্যতার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রেম ছিল। হিন্দুদের বহু তীর্থ এমনকি বদরিকাশ্রম পর্যন্ত দর্শন করেন। কিন্তু তিনি কখনো বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পান নাই। দার্জিলিঙে জগদীশ চন্দ্র বসুর গৃহে ১৯১১, ১৩ অক্টোবর মৃত্যু হয়। রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গ্রন্থ The Master as I Saw Him, Kali the Mother; The Cradle Tales of Hinduism (1907); The Web of Indian Life (1906); Studies from an Eastern Home (1913); Religion and Dharma (1915); Mythology of the Hindus and Buddhists, কুমারস্বামীর সহিত লিখিত। (দ্রঃ সরলাবালা দাসী রচিত নিবেদিতা, ১৩২৯)

নিবেলুংগেনলীড (Nibelunglied)
জারমেনীর জাতীয় মহাকাব্য; ১২০০ অব্দ আন্দাজ রচিত হয়; রচয়িতা অজ্ঞাত। নিবেলুঙ এক জাতীয় খর্বাকার মানব।

নিম (Margosa ; Melia azadirachta)
সুবৃহৎ তরু। ইহার ছাল, পাতা ও ফল তিক্ত। আয়ুর্বেদে প্রচুর ব্যবহার আছে। নিম্ববীজের তৈল নানা ঔষধে লাগে। আজকাল সাবান, দাঁতের মাজন বা পেস্ট তৈয়ারীতে উহা ব্যবহৃত হইতেছে। নিমের কাঠ লাল। ঘোড়া নিম বা মহানিম অন্য জাতীয় গাছ। (Chopra 840-8)

নিমাই
শ্রীচৈতন্যর বাল্যকালের নাম। শিশির কুমার ঘোষ রচিত 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক বিখ্যাত। পঞ্চানন রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এই বিষয়ে যাত্রার বই লেখেন।

নিমি
ইক্ষ্বাকুর পুত্র, সূর্যবংশীয় রাজা। নিমি রাজার এক যজ্ঞে বশিষ্ঠের পৌরহিত্য করিবার কথা হয়; বশিষ্ঠ ইন্দ্রের অনুষ্ঠিত এক যজ্ঞের জন্য চলিয়া যান; যজ্ঞের বিলম্ব হওয়ায় নিমি অন্য পুরোহিত দিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করান। বশিষ্ঠ বহুকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া যজ্ঞাংশ অপরে লইয়া গিয়াছে দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হন ও রাজাকে বিগতদেহ হইবার অভিশাপ দেন। ইঁহার বিগতদেহ মন্থনে মিথিলা বা বিদেহের উদ্ভব হয়।

নিমিয়ার ব্যবস্থা (Niemeyer award)
ভারতের নবতম রাষ্ট্রশাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে আয়ব্যয় বিষয়ে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য বিলাতের Economist পত্রিকার সম্পাদক অর্থশাস্ত্রী Sir Otto Niemeyerকে নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৬, এপ্রিলে তাঁহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্রের হাতে আরও অর্থ কিভাবে দেওয়া যায় ইহাই তদন্তের বিষয় ছিল। তদনুসারে নিমিয়ার নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি পেশ করেন:—প্রথমত কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নগদ অর্থ সাহায্য, দ্বিতীয়ত ১৯৩৬এর ১লা এপ্রিলের পূর্বপর্যন্ত প্রদেশসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে যে ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নাকচ, এবং তৃতীয়ত বাঙলা, বিহার এবং আসাম প্রদেশকে উহাদের

পাট-ট্যাক্সের আয়ের আরও ১২½% অংশ প্রদান। সকল প্রদেশকে তাহাদের আয়করের আংশিক বাঁটোয়ারার যে প্রস্তাব হইয়াছিল তাহা পরে বিবৃত হইতেছে। প্রথম প্রস্তাব অনুসারে যে যে প্রদেশ যেরূপ টাকা সাহায্য পায়, তাহার তালিকা এইরূপ:—যুক্তপ্রদেশ ২৫ লক্ষ (পাঁচ বৎসরের জন্য মাত্র), উড়িষ্যা ৪০ লক্ষ, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ১ কোটী টাকা (৫ বৎসর পরে পুনর্বিবেচ্য); সিন্ধু প্রদেশ ১ কোটী ৫ লক্ষ (১০ বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ কমান হইবে)। ঋণনাকচ বাবদ এবং নগদ অর্থ প্রভৃতি বাবদ প্রদেশসমূহের যে বার্ষিক সাশ্রয় অথবা অব্যাহতি হইল, তাহা নিম্নরূপ—বাঙলা ৭৫ লক্ষ, বিহার ২৫ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ১৫ লক্ষ, আসাম ৪৫ লক্ষ, উঃ-পঃ সীমান্ত প্রদেশ ১ কোটি, উড়িষ্যা ৫০ লক্ষ; সিন্ধু ১ কোটী ৫ লক্ষ, এবং যুক্তপ্রদেশ ২৫ লক্ষ। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে আয়কর বাঁটোয়ারাও নিমেয়ারের প্রস্তাবসমূহের অন্যতম। তাঁহার প্রতিবেদন অনুসারে ব্রহ্মদেশ বিচ্ছেদের পর আনুমানিক আয়কর ১২ কোটী টাকা হইবে। ইহার অর্ধেক (৬ কোটী টাকা) প্রদেশসমূহকে দিবার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু নিমিয়ার বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের এইজন্য যে অতিরিক্ত খরচ হইবে, তাহার জন্য প্রথমেই এই অর্থ বাঁটোয়ারা করা হইবে না; আর্থিক অবস্থা দৃঢ় করিবার জন্য পাঁচ বৎসর সময় লাগিবে, তারপর উহা ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে দশ বৎসরের মধ্যে প্রদেশসমূহ তাহাদের পূর্ণ অংশ (৬ কোটী) পাইতে পারে। তবে যদি আয়কর ১২ কোটী টাকার কম হয়, এবং সে-ক্ষেত্রে রেলওয়ের আয় যোগ দিয়াও যদি মোট ১৩ কোটী টাকা না হয়, তবে আয়করের অংশ প্রদেশসমূহে বিতরিত হইবে না। প্রদেশসমূহ আয়করের শতকরা অংশ এইরূপ পাইবে স্থির হয়।

মাদ্রাজ	১৫%	পঞ্জাব	৮%	আসাম	২%
বোম্বাই	২০%	বিহার	১০%	উড়িষ্যা	২%
বাঙলা	২০%	মধ্যপ্রদেশ	৫%	সিন্ধু	২%
		উঃ পঃ সীমান্ত	১%		

প্রথমে মনে করা হইয়াছিল যে আয়করের আংশিক টাকা পাইতে প্রদেশসমূহকে অনেককাল অপেক্ষা করিতে হইবে, এবং পূর্ণ অংশ পাইতে আরো বহুকাল দেরী হইবে। কিন্তু প্রাদেশিক সরকারের সৌভাগ্যবশত কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের কিছু উন্নতি হওয়ায় এবং রেলওয়ের লাভের উদ্‌বৃত্ত বেশী হওয়ায় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ১৯৩৭—৩৮এ আয়করের দেয় অংশের (৬ কোটী) কিছুটা (১ কোটী ৬৩ লক্ষ) প্রদেশসমূহে দেওয়া সম্ভব হইয়াছিল।

'মেস্টন বাঁটোয়ারা'র কার্যকারিতা ব্যর্থ হইলে Percy, Peel, Layton কমিটিত্রয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আয়ের সমস্যা পূরণের জন্য বসিয়াছিল। কিন্তু কাহারো মতামত কার্যকরী হয় নাই। ইহাদের পর স্যার অটো নিমিয়ার-এর উপর এই বাঁটোয়ারার ব্যবস্থার ভার অর্পিত হয়।

নিমোনিয়া, নিউমোনিয়া (Pneumonia)

এই রোগ ফুসফুসের অংশ আক্রমণ করিয়া প্রদাহ ঘটায়। নিউমোকক্কাই (Pneumococcus) নামে রোগজীবাণু ফুসফুসে প্রবেশ করে ও উহার বিষ রক্তে সঞ্চালিত হয়। সর্দি হইতে নিউমোনিয়া হয় না—উহা পৃথক জীবাণু হইতে হয়; কিন্তু নিউমোকক্কাই হইতে সর্দি, টনসিলাইটিস, কর্ণপ্রদাহ প্রভৃতি হয়। তবে সর্দিপ্রবণতা প্রভৃতি এই রোগাক্রান্ত হইতে সাহায্য করে। এ রোগে প্রবল জ্বর হয় এবং ব্যাধি হঠাৎ আক্রমণ করে। নিউমোনিয়া প্রদাহজনিত রসে ফুসফুস পরিপূর্ণ হওয়াতে, তথায় বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; ফলে রক্তদুষ্টির জন্য হার্টফেল করিয়া রোগী মরে! রক্তের মধ্যে শ্বেতকণিকা বৃদ্ধি ভাল লক্ষণ।…একপ্রকার প্লেগকে নিমোনিয়া-প্লেগ বলে।

নিম্বার্ক, নিম্বাদিত্য, নিমাৎ (১২ শতক)

সনকাদি সম্প্রদায় প্রবর্তক। ইহার আদি নাম ছিল ভাস্করাচার্য; বাসস্থান ছিল বৃন্দাবনের নিকট। ইঁহার পিতার নাম আরুণি ও মাতার নাম জয়ন্তী। ইনি দ্বৈতাদ্বৈত মতদ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন; এই গ্রন্থের নাম 'বেদান্ত পারিজাত সৌরভ' বা নিম্বার্ক-ভাষ্য। কেশব ভট্ট ও হরিব্যাস নামে দুই শিষ্য হইতে আদি সম্প্রদায় দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যথা—বিরক্ত ও গৃহস্থ। যমুনা তীরে ধ্রুবক্ষেত্রে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গদি আছে। মথুরা ও তন্নিকটবর্তী স্থানে এই সম্প্রদায়ের লোক অধিক বাস করে। (দ্রঃ মতিলাল রায়, যুগগুরু, ১৩৩০)

নিরক্ষ, বিষুব রেখা (Equator)

পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর মেরুদ্বয় হইতে সমদূরবর্তী যে একটি বৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা হয়, তাহাকে নিরক্ষ রেখা বলে; এখানে অক্ষরেখা ০ ডিগ্রী বলিয়া ইহাকে নিরক্ষ রেখা বলা হয়। এইখানে পৃথিবীর ব্যাস ৭৯২৬ মাইল।

নিরক্ষরতা

আধুনিক সভ্য জগতে সর্বত্র নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য অভিযান চলিতেছে। ইউরোপের ও আমেরিকার সভ্য দেশসমূহে নিঃ প্রায় দূর হইয়াছে। সোভিএট রুশ, চীন এ বিষয়ে অভিযান সুরু করিয়াছে ও আশ্চর্য সফলতা লাভ করিয়াছে।। ভারতে কংগ্রেস গভর্নমেণ্ট নিরক্ষরতা দূর করিবার চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিল; বিহারের কায খুবই ভাল চলিতেছিল।

…পৃথিবীর প্রায় সভ্য দেশেই নিরক্ষর লোক প্রায় নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ১০০ জন লোকের মধ্যে ৯২ নিরক্ষর। বাঙলাদেশে ৮৮ জন বর্ণজ্ঞানশূন্য, বিহার-উড়িষ্যায় ৯৪·৭; দেশীয় রাজ্যের মধ্যে শতকরা ৯৫-৯৭ জন নিরক্ষর। (বঙ্গ পরিচয় পৃঃ ১৮০)।

নিরক্ষীয় শান্তবলয় (Doldrums)

নিরক্ষ প্রদেশে তাপ বেশী বলিয়া বায়ু উষ্ণ হয়, ফলে উষ্ণ সম্প্রসারিত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। এইস্থানে চাপ খুব কম। উ-পূ ও দ-পূ অয়ন-বায়ুর প্রবাহদ্বয় এই অঞ্চলে আসিয়া মিলিত হয়। এই সকল কারণে এখানে প্রায় ২০০ মাঃ প্রস্থ স্থানে বায়ু চলাচল বেশি হয় না। এই স্থান হইতে বায়ু ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে থাকে। এই স্থানকে নিরক্ষীয় শান্তবলয় বলে।

নিরক্ষীয় স্রোত (Equatorial Current)

দ্রঃ স্রোত।

নিরপেক্ষতা (Neutrality)

যুদ্ধ বাধিলে যুদ্ধনিরত দেশসমূহকে যেসব দেশ কোনো প্রকার সাহায্য করে না, তাহাদিগকে নিরপেক্ষ (neutral) বলা হয়। জাহাজ, রসদ, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণ নিষিদ্ধ; এমনকি নিরপেক্ষ স্টেট অর্থ সাহায্য করিতে পারে না, যদিও ব্যক্তি-বিশেষ অর্থ লগ্নী করিতে পারে।

নিরয়ণ

ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবরৃত্তের যে দুই স্থানে যোগ হয় তাহাকে অয়ন-সম্পাত (equinox) বলে। ইহা দুইটি—বসন্ত-অয়নসম্পাত (Spring Eq.) ও শরৎ-অয়নসম্পাত (Autumn Eq.)। বসন্তের অয়নসম্পাতকে মেষরাশির প্রথম বিন্দু কল্পনা করিয়া যে গণনা করা হয়, তাহাকে সায়ন গণনা বলে। বিলাতী পঞ্জিকা (Nautical Almanac) এই মতে গণনা করা হয়। কিন্তু এই বিন্দুটি স্থির নহে; প্রায় প্রতি সত্তর বৎসরে এক ডিগ্রী ° বা অংশ পিছন দিকে সরে, সেইজন্য হিন্দু জ্যোতিষীরা মেষের একটি স্থির বিন্দুকে মেষের আদিবিন্দু কল্পনা করিয়াছেন। এই বিন্দুটি Piscium নামক নক্ষত্রগুচ্ছের মধ্যে পড়ে। আধুনিক ভারতীয় জ্যোতিষীদের মধ্যে ইহাকে লইয়া মতভেদ দেখা যায়; কেহ Z Piscium ও কেহ M. Pisciumকে মেষাদি বিন্দু বলিয়া থাকেন। এইমতে যে গণনা করা হয়, তাহাকে নিরয়ণ গণনা বলে। ভারতীয় পঞ্জিকাগুলি প্রায় এই মতে প্রস্তুত করা হয়, তবে কেহ কেহ সায়ন মতে পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। কাশী, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাসে এই জাতীয় পঞ্জিকা (দ্রঃ) সম্পাদিত হইতেছে। (দ্রঃ সায়ন। ভারতীয় আদিবিন্দু, ভারতবর্ষ ১৩৪২, শ্রাবণ ২৭১-৫)

নিরামিষ ভোজন (Vegetarian diet)

মানুষ স্বভাবত আমিষভোজী; কিন্তু তাহার বুদ্ধি, যুক্তি, মানবতা প্রভৃতি উচ্চতর বৃত্তির সাহায্যে সে আমিষ ভোজনের বিরুদ্ধে যুগে যুগে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আমাদের দেশে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবরা অহিংসাকে পরম ধর্ম বলিয়াছেন। এই মতের বর্তমানে বহু সমর্থক আছেন; তাঁহাদের মতে শাক অন্ন দুগ্ধ মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত। মাংস হইতে যত প্রকার ব্যাধি হয়, নিরামিষ ভোজনে তদ্রূপ হয় না। দাইল ও বাদাম জাতীয় ফল হইতে শরীরের শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশে এ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। অক্ষয় কুমার দত্ত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বহুপূর্বে আলোচনা করিয়াছিলেন।

নিরীশ্বরবাদ

ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে লৌকিক ভাষায় নাস্তিক বলে। কিন্তু নাস্তিকের (atheist) অর্থ হইতেছে যে প্রচলিত মতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে না। আমাদের দেশে যে বেদকে অস্বীকার করে, সেই নাস্তিক; কিন্তু নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য ও ন্যায় নাস্তিক নয়, কারণ তাহারা শ্রুতিকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। ইউরোপে ১৯শতকে অজ্ঞেয়বাদ মত প্রচারিত হয়; উহা নিরীশ্বরবাদ নহে। ভারতে চার্বাক নিরীশ্বরবাদী ও নাস্তিকও বটে। বর্তমানে এক প্রকার দার্শনিক-নিরীশ্বরবাদ অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের ধর্ম।

নিরুক্ত ও নিঘণ্টু

নিরুক্ত ষড়্‌বেদাঙ্গের অন্যতম গ্রন্থ। বৈদিক দুরূহ শব্দগুলির ব্যাখ্যা ও তাহার প্রয়োগ প্রদর্শনই নিরুক্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বর্তমানে কেবলমাত্র যাস্কের নিরুক্তই পাওয়া যায়। গার্গ্য, গালব, শাকটায়ন, ঔর্ণবাভ, শাকপূর্ণি ও কৌৎস প্রভৃতি নিরুক্তকারের নাম উল্লেখ আছে। যাস্কের গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা; ২য় ও ৩য় অধ্যায় নিঘণ্টু নামক বৈদিক অভিধান; বাকী অংশ নৈগমকাণ্ড ও দৈবতকাণ্ড নামে খ্যাত।

নিরেট (Solid) দ্রঃ কঠিন।

নিরুপমা দেবী

বাঙলা 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি' প্রভৃতি উপন্যাস লেখিকা।

নিরো (Nero খৃ অ ৩৭—৬৮)

রোমান সম্রাট। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন ও খৃস্টানদের প্রতি অত্যাচার করেন বলিয়া কিম্বদন্তী; ইঁহার সময়ে রোম পুড়িয়া যায় এবং গল্প শোনা যায় তিনি প্রাসাদে বসিয়া অগ্নির খেলা

দেখিতে দেখিতে বাঁশি বাজাইতেছিলেন। ইনি সাহিত্যামোদী ও শিল্প-রসিক ছিলেন। ইনি নিজ জননীকে জলে ডুবাইয়া মারেন, দুই পত্নীকেও হত্যা করেন। অবশেষে রোম হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়া আত্মহত্যা করেন।

নিগ্রন্থ সম্প্রদায় জৈন সম্প্রদায় (দ্রঃ দিগম্বর)

নির্জীব (Non-living)

জাগতিক পদার্থমাত্রকে সজীব ও নির্জীব এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। প্রাণী ও উদ্ভিদ মাত্রই সজীব ; সজীব পদার্থের জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, মৃত্যু হয় ; উহার দেহের মধ্যে সর্বদা পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। নির্জীব পদার্থ বলিতে বুঝায় মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতি। উহাদের দেহের বৃদ্ধি নাই। ধাতু নির্জীব হইলেও দেখা গিয়াছে ইহার বিশ্রাম প্রয়োজন হয়, ইহার ক্লান্তি আসে। স্যর জগদীশচন্দ্র বসু ধাতুর জীবন-স্পন্দন সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন। ক্রিস্টাল নির্জীব হইলেও নানা ধর্মানুসারে ইহাতে দানা বাঁধে।

নির্বচন (Ennunciation) জ্যামিতিক সংজ্ঞা

জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার (proposition) চারিটি প্রধান অংশের প্রথম দুইটিকে সাধারণ নির্বচন (general e.) ও বিশেষ নির্বচন (particular e.)।...কি তথ্য প্রমাণ করিতে হইবে অথবা কি অঙ্কন সম্পন্ন করিতে হইবে, সাধারণ নির্বচন বা সূত্রে তাহা সাধারণভাবে বলা হয়। ইহারও দুইটি অংশ আছে ; উপপাদ্যে (১) কল্পিত অংশ (hypothesis) অর্থাৎ যে অংশটি সাধ্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইল, এবং (২) সাধ্য অংশ বা সিদ্ধান্ত (conclusion) অর্থাৎ যে অংশটি প্রমাণ করিতে হইবে। সম্পাদ্যে আছে, (১) নির্দিষ্ট অংশ (data) এবং (২) করণীয় অংশ (quaesita)।...চিত্রসহযোগে বিবরণ দিয়া কি প্রমাণ করিতে হইবে অথবা কি অঙ্কন করিতে হইবে ইহা বিশেষভাবে বিশেষ-নির্বচন বা বিবরণ সূত্রে বলা হয়। চিত্র সম্পর্কে সাধ্য বা করণীয় বস্তুর যে বিশেষ উল্লেখ তাহাকে কেহ কেহ স্বতন্ত্রভাবে অবধারণ (determination) বলিয়া থাকেন ; কিন্তু বস্তুত ইহা বিশেষ-নির্বচনের অন্তর্ভূত। (দেবপ্রসাদ ঘোষ) (দ্রঃ প্রতিজ্ঞা)

নির্বাচন, নির্বাচকমণ্ডলী (Election, Electors), নির্বাচক-পরিধি (constituency)। গণতন্ত্র বা ডিমক্রাটিক প্রতিষ্ঠান মাত্রেই জনসাধারণ বা সাধারণ পৌরজন নির্বাচিত প্রতিনিধি-মারফৎ ব্যবস্থাপক সভার শাসনতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতবর্ষে গভর্নমেন্টের শাসন ও সংরক্ষণ কার্য জনপ্রিয় করিবার জন্য অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানেই নির্বাচন পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইউনিয়ন-বোর্ড, জেলা-বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি, কর্পোরেশন, পোর্ট-ট্রাস্ট, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থাপক পরিষদ, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অব্ স্টেট প্রভৃতি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ শাসনকার্য নিয়ন্ত্রিত করেন। ১৯১৯এর পূর্বে ভারতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি ছিল না ; যাহারা ধনাদির গৌরবে নির্বাচন করিবার বা ভোট দিবার অধিকার লাভ করিত তাহাদের সংখ্যা ছিল বৃটিশ ভারতে মাত্র ৮৭ লক্ষ ব্যক্তি। ১৯৩৫এ হইয়াছিল প্রায় তিন কোটি। পূর্বে শতকরা তিনজনের মাত্র নির্বাচনাধিকার ছিল ; বর্তমান ব্যবস্থায় শতকরা ১৪ জনকে ভোট দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।...বাংলার ব্যবস্থাপক সভার ভোটদাতার সংখ্যা ১৯৩৭এ ছিল ৬৬, ৯২, ৬৫৪ বা জনসংখ্যার শতকরা ১৩'৩। (দ্রঃ ইলেকশন : ভোটার)

নির্বাণ, নিব্বান

বাসনা, কামনা, ইন্দ্রিয়াদির সুখ দুঃখবোধ, বাক্য, চিন্তা, ভাবনা সমস্তর লোপকে বৌদ্ধশাস্ত্রে নির্বাণ বলে। মনের যে অবস্থায় সাধকের সকল প্রকার বাহ্যিক আকর্ষণ ছিন্ন ও অন্তরের বন্ধন দূর হইয়া যায় তাহাকে নির্বাণ অবস্থা বলা হয়। বুদ্ধ সারিপুত্রকে বলেন, "লোভের নাশ, ঘৃণার নাশ, মায়ার নাশ, ইহাই নির্বাণ।" দ্রঃ হেমেন্দ্রনাথ সিংহ, নির্বাণ (১৯১১)। 'নির্বাণ উপনিষদ' হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত উপনিষদাবলী ১০ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

নির্বাসন (Exile)

যে কারণেই হউক দেশের মধ্যে বাস করা প্রীতিপ্রদ বা নিরাপদ না হইলে রাজা বা শাসক-শ্রেণীর লোককে অনেক সময়ে দেশত্যাগ করিয়া নির্বাসনে বাস করিতে হয় ; কখনো বা কাহাকে রাজশাসনের আদেশে নির্বাসনে বাস করিতে হয়। স্বভাব-অপরাধী বা গুণ্ডা শ্রেণী লোকদের উপর প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট নির্বাসন হুকুম দেন (externment order)। রাজনৈতিক অপরাধীরা নিজদেশে প্রবেশ করিতে অনুমতি না পাইয়া নির্বাসনে বাস করে ; রাজারা রাজনৈতিক অশান্তির জন্য দেশ হইতে পলায়ন করিয়া অন্য দেশে বাস করিতে বাধ্য হন। রাজশাসনতন্ত্র পরিবর্তিত হইয়া গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হইলেও এইরূপ ঘটে। বর্তমানে ইউরোপ ও এসিয়ার অনেক রাজা নির্বাসনে আছেন, যেমন জার্মেনীর কাইসার ২য় উইলিয়ম, গ্রীসের কনস্টান্টাইন, বুলগেরিয়ার ফার্দিনান্দ, মক্কার হুসেন, মিশরের আব্বাস হেলমি, আফগানিস্থানের আমানুল্লা, স্পেনের ১৩শ আলফোনসো, অস্ট্রিয়ার কার্ল, তুর্কীর ৬ষ্ঠ সুলতান মহম্মদ, পর্তুগালের রাজা মানুয়েল, সিয়ামের প্রজাধিপক, আবিসিনিয়ার হাইলে সেলাসি আলবেনিয়ার জোগ।

নির্বিষী, নির্বিষা (Kyllinga monocephala কটু, শীতল, কফ বাতাদি দোষনাশন, বিষহরণ প্রভৃতি গুণ যুক্ত। ইহা ব্রণ নির্মূল করে। ইহার শিকড় জ্বর ও বহুমূত্র রোগের অন্যতম ঔষধ। (Chopra 501)

নির্মলী, নির্মালী গাছ ; (Strychnos potatorum) উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যভারতে এই গাছ পাওয়া যায় এবং দঃ ভারতেও প্রচুর জন্মে। পাকা ফল কালো, বীজ গোল। এই বীজ ঘসিয়া কাদাজলে দিলে উহা নির্মল হয় বলিয়া এই নাম। বৈদ্যশাস্ত্রের ঔষধ ; কৃমি ও শূলদোষনাশক। ইহা চক্ষুরোগে বিশেষ উপকার দর্শায় (Chopra 581 ; যোগেশ)।

নিলয় (Ventricle) দ্রঃ হৃদ্‌পিণ্ড, অলিন্দ।

নিলাম (Sale by auction)

পাওনাদার দেনদারের নিকট প্রাপ্য টাকার প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত আদালতে মোকদ্দমা করিয়া ডিক্রী (দ্রঃ) পাইলে দেনদারের স্থাবর বা অস্থাবর মাল বা সম্পত্তি আইনমত ক্রোক করিতে পারে। গভর্নমেন্টের রাজস্ব অনাদায়ে জমিদারী নিলামে চড়ে। জমিদারের খাজনা অনাদায়ে রায়তের জমি নিলামে বিক্রয় হয়। ইউনিয়ন বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল কর না দিতে পারিলে অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হয়।...রায়তের নিকট খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার গভর্নমেন্টের নিকট হইতে কোনো কোনো স্থানে 'সার্টিফিকেট' (দ্র) জারি করিবার অধিকার পাইয়াছেন ; সেই অধিকার বলে মোকদ্দমা না করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হইতে অনুমতি লইয়া তিনি রায়তের সম্পত্তি নিলাম করাইতে পারেন। যৌথ জমিদারী স্বত্বে যদি কলেকটরিতে পৃথক পৃথক জমিদারের নাম-খারিজ করা না থাকে, তবে একজনের অংশ না দেওয়া হইলে সমস্ত জমিদারী নিলামে চড়ে।...নিলাম-রদের মামলা করিবার ক্ষমতা দেনদারের আছে।...(দ্রঃ অকশন, auction)।

নিশী (Somnambulism)

গ্রাম্য বিশ্বাস 'নিশী' ডাকিলে লোকে ঘুমের ঘোরে রাত্রে বাহির হইয়া যায় ; তাহাদের কাছে নিশী একপ্রকার ভূত বিশেষ। সেইজন্য রাত্রে গ্রাম্য বিশ্বাস তিনবার না ডাকিলে সাড়া দিতে নাই। কিন্তু যথার্থ উহা ঘুমের ব্যাধি। ঘুমিয়া ঘুমিয়া রোগী চলিয়া যায়। সমস্ত লোকে অঙ্ক কষিয়াছে পর্যন্ত জানা গিয়াছে।

নিশীথ সূর্য (Midnight Sun)

উঃ মেরুমণ্ডলে গ্রীষ্মকালে সূর্য অস্ত যায় না এবং দিকচক্রবালের কাছে ২৪ ঘণ্টাই তাহাকে দেখা যায়। (দ্রঃ মধ্যরাত্রি সূর্য)

নিশুম্ভ

অসুর। কশ্যপ ও দনুর পুত্র, শুম্ভের ভ্রাতা। ইহারা চণ্ডীদেবীর সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হয়।

নিঃশেষে প্রক্রিয়া (Proof by exhaustion)

জ্যামিতি শাস্ত্রে বিশেষ করিয়া ইউক্লিড-জ্যামিতিতে প্রমাণের একটি বিশিষ্ট প্রণালী। এই প্রণালীতে কয়েকটি সম্ভবপর কল্পনার একটি ব্যতীত বাকিগুলির অসত্যতা প্রমাণ করিয়া অবশিষ্ট কল্পনাটির সত্যতা প্রতিপন্ন করা হয়।

নিষাদ

প্রাচীন ভারতের জাতি (Tribe)। ইহারা বনে শিকার করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিত। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইহাদের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। গুহক, একলব্য নিষাদ জাতীয় ছিলেন।

নিঃশ্বাস (দ্রঃ শ্বাস)

নিস্পন্দ-বায়ুরোগ (Catalepsy)

গভীর মানসিক অবসাদ বা মনোবিকারগ্রস্ত লোকের ব্যাধি ; কোনো সবল লোক তাহাকে যে-কথা বলুক বা যে-অবস্থায় থাকিবার জন্য বলিবে সে তদবস্থায় থাকিবে। হিপনটিজম কর্মে যেরূপ হয়, ইহা তদপেক্ষা সাজ্ঘাতিক অবস্থা।

নিসাদল (Sal-ammoniac. Ammonia chloride) গ্যাস কারখানা হইতে উপজাত আমোনিয়া নামে সামগ্রীর তরল হইতে নিঃ পাওয়া যায়। পঞ্জাবের করনাল জিলার কুম্ভকারগণ কতকগুলি স্থানীয় পুকুর হইতে পাঁকমাটি তুলিয়া তাহার দ্বারা ইট বানাইয়া পোড়ায় ; আধ-পোড়া ইটের মধ্যে গাছের ছালের মত ধূসরবর্ণ এক প্রকার পদার্থ জন্মায়। এই পদার্থ দুই প্রকারের। খারাপ মাটির দাম কম। এইসব মাটি চালুনির দ্বারা ঝাড়িয়া জলে দ্রব করিলে ধীরে ধীরে দানাবদ্ধ হয় ; উহাকে কয়েকবার জলে ধুইয়া আগুনে ঘণ্টা কয় জ্বাল দিলে, জল উবিয়া যায় ও নিসাদল পাত্রের নিচে লবণাকারে পড়িয়া থাকে ; উহা দেখিতে শাদা, আঁশাল। নানা ঔষধে লাগে। চুনের সঙ্গে মাড়িলে উগ্রগন্ধ বাষ্প বাহির হয়। রঙরেজের কাজে, রাঙঝালে, ইলেকট্রিক ব্যাটারী তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণকার, কর্মকার টিন মিস্ত্রিরা ধাতব দ্রব্য জোড়া দিবার জন্য নিঃ ব্যবহার করে।

নিসিন্দা, নিশিন্দা (Vitex negundo)

ভাণ্ডীরাদিবর্গের বড় ক্ষুপ। ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। ইহা দুই জাতীয় ; যাহার ফুল ঈষৎ নীল তাহাকে সংস্কৃতে সিন্ধুবার

বা শ্বেত-নিসিন্দা বলে ও যাহার ফুল ঘন নীল তাহাকে নিগুণ্ডী বা কৃষ্ণ-নিসিন্দা (Vitex N.) বলে। ডাঁটা রোমশ, ফুল ছোট ও বেগুনীবর্ণ; গ্রীষ্ম বর্ষায় ফুল ফোটে। প্রায়ই বহু ফুল একত্র জন্মায়। নিসিন্দার রস অত্যন্ত তিক্ত। ইহা কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কষায়, স্মৃতিপ্রদ, নেত্রহিতকর, কেশবর্ধক ইত্যাদি। ক্রিমি ও কফহারী; প্লীহা গুল্মবাত কুষ্ঠ শোথ নাশকারী। (দ্রঃ যোগেশ)

নিহিলিজম্ (Nihilism)

নিহিলিজম্ একটি দার্শনিক মতবাদ; সমস্ত পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার, এমনকি অস্তিত্বেরই অস্বীকৃতি হইতেছে এই মতবাদের মূল কথা। ইউরোপে ১২ শতক হইতে এই মতবাদ অল্প বিস্তর দেখা যায়। ক্রমে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির অস্তিত্বলোপ এবং আরও পরে রাজশাসনের উচ্ছেদ সাধন একদলের মতবাদ হইয়া দাঁড়ায়।...রুশের এক দল উগ্র রাজনীতিককে নিহিলিস্ট বলিত। জার বা সম্রাটদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সকল প্রকার আন্দোলন ব্যর্থ হইলে তাহারা হত্যাদির দ্বারা শাসনতন্ত্র অচল করিতে কৃতসংকল্প হয়। ইহাদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলে; ফলে জার ২য় আলেকজেন্ডার ১৮৮১ অব্দে ইহাদের হস্তে নিহত হন। গোপনে ইহারা বরাবর কাজ করে; এবং সাহিত্যাদির মধ্য দিয়া ইহারা রুশদের মন মহাবিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল। (দ্রঃ অরাজকতা)। দীনেন্দ্রকুমার রায়, 'নিহিলিস্ট রহস্য' বিলাতী উপন্যাসের অবলম্বনে রচিত (১৯০৪)।

নিঃস্রব গ্রন্থি (Secretory gland)

যেসব গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড্ হইতে লালা-রস ও পাচক-রস প্রভৃতি নির্গত হয় তাহাকে নিঃস্রব গ্রন্থি বলে; এছাড়া ত্বকে একজাতীয় গ্রন্থি আছে, যাহা হইতে একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া ত্বক ও চুল মসৃণ রাখে। স্তন্য দুগ্ধও একপ্রকার গ্রন্থি-নিঃসৃত রস। এইসব গ্ল্যান্ড্ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালি দিয়া রস বাহির হইয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া নিজ নিজ কায করে।

নীতিশাস্ত্র (Politics)

সংস্কৃত ভাষায় যে শাস্ত্রে রাজকর্তব্য ও রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে, তাহাকে নীতিশাস্ত্র বলে। নিজেকে প্রয়োজনমত 'নত' করিবার ও অপরকে নত করাইবার কৌশল বা কলাকে (art) নীতিশাস্ত্র বলা যায়।...রাষ্ট্রের (state) প্রধান অঙ্গ রাজা, অমাত্য, বল, মিত্র (King, Ministers, Army, Allies)। এই কয়টি বিষয় বহুভাগে বিভক্ত এবং তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা ও আলোচনা এই শাস্ত্রের বিষয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' এই শ্রেণীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হইলেও ধর্মসূত্র, মনু সংহিতা ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রেও রাজকর্তব্য সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে রাজধর্ম পর্বাধ্যায়ে নীতিশাস্ত্র বহুবিস্তারে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়। প্রায় প্রত্যেক পুরাণেই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শুক্রনীতি, কামন্দকীয় নীতিসার প্রভৃতি বহু গ্রন্থে সবিস্তারে রাজধর্ম বিবৃত।

নীপ্‌সে (Niepce, Joseph N. ১৭৬৫—১৮৩৩)

ফোটোগ্রাফীর অন্যতম আবিষ্কর্তা ও বিজ্ঞানী। ফ্রান্সের অধিবাসী। ১৮২৯এ দগরে-র (Daguerre) সহিত মিলিত হইয়া এই কাজে ব্রতী হন।

নীল (Indigo; L. Indicum, from Indicas, Indian.)

নীল রং প্রায় ৩০০ রকম উদ্ভিদ হইতে পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে ভারতে ৪০ প্রকার আছে; তন্মধ্যে পঃ ভারতে ২৫ রকম দেখা যায়; কিন্তু বাংলা ও বিহারে নানা জাতের নীলগাছ না থাকিলেও উৎপন্ন হয় এই অঞ্চলেই বেশি। ইহা শিম্বাদিবর্গের উদ্ভিদ (indigofera sumatrana); গাছে মোটা মোটা শুঁটি ধরে। প্রতি শুঁটিতে ৮।১০ বীজ হয়। পর্ণ চওড়া অপেক্ষা লম্বায় বেশি।...নীল গাছ চৌবাচ্চায় পচাইয়া, সে-জল শুকাইয়া নীল রং পাওয়া যায়। বিস্তৃত প্রক্রিয়ার পর শুকনা নীল পাওয়া যাইত। ১৯ শতকের প্রায় শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর যাবতীয় নীলরং ভারত হইতে সরবরাহ হইত; ১৮৯৭এ জার্মেনীর আনিলিন (দ্রঃ) বাজারে আসে ও সেই হইতে ভারতে বিদেশী নীলরং বিক্রয় হইতেছে। ভারতে নীলের চাষ কিভাবে কমিয়াছে তাহার তালিকা:—

	একর	রপ্তানী		রপ্তানীর মূল্য
১৮৯২—৯৬	১২,১৮,৭৫৬	১,৭৯,০৫৬	হন্দর	২,৫০,০০,০০০
১৯০১—০২	৭,৯১,০০০	৮৯,০০০	,,	১,[illegible],৪০,০০০
১৯১০—১১	২,৭৬,০০০	১৬,০০০	,,	২২,৩৪,০০০
১৯২৪—২৫	১,৭৬,৪৭৩	৩,০০০	,,	১০,৯২,০০০
১৯৩৩—৩৪	৭০,৪০০	৫০০	,,	

এখন বিহারের মধ্যে ইহা সীমাবদ্ধ হইয়াছে; বাংলায় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; অথচ এক সময়ে বাংলা দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইত।

নীলকণ্ঠপাখী (The Jay; The Indian roller; Coracias indica)

শাখাশ্রয়ীবর্গের প্রায় একহাত দীর্ঘ পাখী। ইহারা বসন্ত-বউরিদের জ্ঞাতি। পক্ষ নীলবর্ণ, কণ্ঠ নীলরক্তবর্ণ, চঞ্চু কাকচঞ্চুর মত কিন্তু চাপা। পোকা প্রধানতম খাদ্য। ইহারা পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ঝগড়া করে। গলার স্বর কর্কশ। লোকের বাড়ির নালার ফাঁকে বাসা করে। রাঢ় অঞ্চলে খুব দেখা যায়। (দ্রঃ যোগেশ ৫১৬; জগদানন্দ, বাংলার পাখী ৭৩)।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় (১৮৩১—১৯১৩)
যাত্রাওয়ালা। জন্মস্থান বর্ধমান-ধরনীগ্রাম। বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর দলে ঢুকিয়া বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা লাভ করেন। গোবিন্দর মৃত্যুর পর দল ভাঙিয়া যায় ও একদল যায় নারায়ণ দাসের পক্ষে; অন্য দলের অধিনায়ক হন নীলকণ্ঠ। ক্রমে নীলকণ্ঠের দল বিখ্যাত হয়। রাঢ় অঞ্চলে তাঁহার ভক্তিমাখা গান ও বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যা সবজনপ্রিয় ছিল।

নীলগাই (Boselaphus tragocamelus)
কৃষ্ণসার জাতীয় চতুষ্পদ প্রাণী; হঠাৎ দেখিলে ঘোড়ার মত বোধ হয়; পিছনের পা ছোট; লেজ দীর্ঘ; মদ্দা ও মাদির ঘাড়ে কেশর আছে। কিন্তু কেবল মদ্দার মাথায় শিঙ থাকে। ইহাদের খাড়াই প্রায় ৫ ফুট। রং ধূসর। পূর্ব-ভারতে পাওয়া যায়। (যোগেশ ৫১৬)।

নীল চাষ ও নীল বিদ্রোহ
ঈং ইং কোম্পানী এদেশে ১৭৭৯ অব্দ পর্যন্ত নিজের তত্ত্বাবধানে নীলচাষ করাইতেন; ঐ বৎসর নীলকর সাহেবদিগের হস্তে চাষের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অল্পকালের মধ্যে নীলকর সাহেবরা দেশীয় রায়তের উপর অত্যাচার জুলুম আরম্ভ করে। তাহারা অনেক সময়ে জমিদারদের নিকট হইতে জমিদারী পত্তনি বা ইজারা লইত এবং চাষীদের টাকা দাদন দিয়া নীল আদায় করিত। এই দাদন একবার লইলে চাষী আর সারা-জীবনের মত ঋণ হইতে মুক্তি পাইত না। লোকে নীলের চাষে লোকসান দেখিয়া উহা চাষ করিতে অস্বীকৃত হইলে তাহাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার চলিত। অবশেষে যশোহর, নদীয়া, মালদহ প্রভৃতি জেলায় হিন্দু মুসলমান চাষীরা একযোগে নীল বোনা বন্ধ করে। অশান্তি বাড়িয়া চলিল; তখন গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়া 'নীল কমিশন' বসাইলেন; এই কমিশন ১৮৬০এর ১৮ই মে বসে। বাংলা গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী মিঃ সিটন-কার সভাপতি ছিলেন। এই কমিশনে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বাঙালী সদস্য। কমিশন নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তাহার জন্য সুপারিশ করেন। গভর্নমেণ্ট শেষ পর্যন্ত ঘোষণা করেন যে যাহারা চুক্তিবদ্ধ আছে, তাহারা চুক্তিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে; কিন্তু জোর করিয়া কাহাকেও চুক্তিবদ্ধ করা বে-আইনী। নীল বিদ্রোহ বাঙালী চাষীর নিজস্ব আন্দোলন। (দ্রঃ দীনবন্ধু মিত্র, নীলদর্পণ—নরেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত, সিপাহীকালীন গ্রন্থরাজি)।

'নীল দর্পণ'
দীনবন্ধু মিত্র রচিত নাটক (১৮৬০)। ১২৬৭, ২রা আশ্বিন ঢাকার কোন মুদ্রাযন্ত্রে ছাপা হয়; পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম ও মুদ্রাযন্ত্রের নাম ছিলনা। ১৮৬১এ তৎকালীন বাংলা গবর্নমেণ্টের সেক্রেটারী সিটন-কারের অনুরোধে পাদরী লঙ সাহেব (Rev. J. Long) ইহার ইংরেজি তর্জমা প্রকাশ করেন; Translated into English by a Native. With an introduction by the Rev. J. Long 1861. এই 'নেটিভ' হইতেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। গ্রন্থে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-কাহিনী বিবৃত আছে। ইংরেজি গ্রন্থের প্রকাশক-রূপে লঙ সাহেবের হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ড হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ জরিমানার টাকা দেন। সিটন-কারকে এজন্য অপদস্থ হইতে হয় এবং তাঁহাকে কাজ ছাড়িতে হয়।

নীলরতন সরকার, স্যর
বিখ্যাত চিকিৎসক। জন্মস্থান ২৪পরগণার ন্যাতড়া গ্রাম। অতি দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়া লেখাপড়া শেখেন ও মেডিকাল কলেজ হইতে M. B. পাশ করেন। যৌবনেই ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত হন। স্বদেশী যুগে বহু শিল্প প্রচেষ্টায় ইনি অগ্রণী হন, তাহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে ন্যাশনাল ট্যানারী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চানসেলার ১৯১৯-২১।

নীলা, নীলকান্তমণি, রাজনীল, মহানীল, সৌরিরত্ন
(Sapphire) মূল্যবান মাণিক্য। বিশুদ্ধ নীলবর্ণ বিশিষ্ট (indigo-blue) স্বচ্ছ কুরুবিন্দকে (Blue Corundum) প্রকৃত নীলা বলা যায়। শ্বেতাভ নীলা দেখা যায়, তবে তাহা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। ইন্দ্রনীলের মধ্যে ঈষৎ রক্তবর্ণ থাকে; এই রক্তাভ অংশ পদ্মরাগ। চলিত ভাষায় ইহাকে রক্তমুখী নীলা বলে; ইহা অতীব দুষ্প্রাপ্য। পীতবর্ণ কুরুবিন্দকে ইংরেজিতে Yellow S., Oriental Topaz, King Topaz বলে। কৃষ্ণাভনীলা প্রায় সকল দেশেই পাওয়া যায় বিশেষত অস্ট্রে-লিয়ার নীলা খনিতে; ইহার দামও অল্প। উৎকৃষ্ট নীলা কাশ্মীর, উ-প হিমালয়, বর্মার মোগকের রুবি খনিতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া শ্যামভূম (Siam, Thailand), ইরান, ব্রেজিল ও অস্ট্রেলিয়া এবং সিংহলে পাওয়া যায়। (দ্রঃ রত্নতত্ত্ববারিধি)

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় (১৮৪২—১৯২০)
কলিকাতার নিকট কুলিয়ারান পাট গ্রামের দেবনাথ মুখো-পাধ্যায়ের পুত্র। নীলাম্বর ১৮৬৫ এম.এ. ও ১৮৬৬ আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৮৬৯এ কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান বিচারপতি হইয়া যান, পরে রাজস্ব-সচিব হন। ১৮৮৬ অবসর লইয়া

কলিকাতা আসেন। ইনি কাশ্মীরের রেশম শিল্পের সবিশেষ উন্নতি করেন। ১৮৯৬ কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস-চেয়ারম্যান। ০এ সি. আই ই হন।

নীলের উপবাস (দ্রঃ গাজন

নীহারিকা (Nebula)

অন্ধকার পরিষ্কার আকাশে ধূমের ন্যায় জ্যোতিষ্ক দেখা যায় তাহার সাধারণ নাম নেবুলা। কিন্তু সবগুলি আসল নীঃ নহে। কতকগুলি ক্ষুদ্র তারকার গুচ্ছ, টেলিস্কোপের মধ্য দিয়া স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আরও কতকগুলি টেলিস্কোপেও বাষ্পাকার ছাড়া কিছু দেখা যায় না; এইগুলি যথার্থ নীহারিকা অর্থাৎ ইহা লঘু গ্যাস দ্বারা গঠিত। কতকগুলি নীঃ উজ্জ্বল ও কৃষ্ণবর্ণ; অপর শ্রেণী ঘূর্ণি-আকার (Spiral)। খালি চোখে আন্ড্রোমিডার মধ্যে যে নীঃ দেখা যায় তাহা পৃথিবী হইতে ৮,০০,০০০ আলোকবর্ষ-মাইল দূরে। এই নীহারিকা এত বড় যে ইহার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ৪৫,০০০ আলোকবর্ষ মাঃ তফাৎ। আরও অধুনা জানা গিয়াছে যে কোন কোন নীঃ ৫০০,০০০,০০০ আলোক-বঃ মাঃ দূরে অবস্থিত।

নীহারিকাবাদ (Nebular Theory)

সৌর জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে এপর্যন্ত বহুপ্রকার মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ফরাসী পণ্ডিত লাপ্লাসের (Laplace) মত নীহারিকাবাদ নামে খ্যাত; যদিও সে-মত বর্তমানে পণ্ডিতগণ ত্যাগ করিয়াছেন, তথাচ বহুকাল সেইমতই লোকে পোষণ করিত। এই মতে "আদিতে সূর্যমণ্ডল সৌর জগতের সীমান্ত পর্যন্ত সূক্ষ্ম বাষ্পাকারে ব্যস্ত ছিল। সেই বাষ্প-রাশির ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন বেগে বিভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইত। কালক্রমে সেই বিভিন্নমুখ গতি একীভূত হওয়াতে সেই বাষ্পরাশির ভারকেন্দ্রের চতুর্দিকে পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে এক মহতী আবর্তগতি উৎপন্ন হইল। তাপ বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ বলে সেই বিশাল পিণ্ড সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। পিণ্ডের আয়তন হ্রাসের সহিত তাহার আবর্তনবেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেগবৃদ্ধির সহিত কেন্দ্রাপসারণ প্রবৃত্তির বৃদ্ধি হওয়ায় সেই দ্রব জড়পিণ্ডের নিরক্ষপ্রদেশ স্ফীত হইল এবং মেরুপ্রদেশ চাপিয়া গেল। ক্রমিক সঙ্কোচনে কেন্দ্রাপসারণ চেষ্টা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ফীত নিরক্ষদেশ মধ্যবর্তী তরল পিণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটি অঙ্গুরীর অকার ধারণ করিল। এখন দেখিতে পাই যে অভ্যন্তরে একটি পিণ্ড নিজ অক্ষোপরি পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে আবর্তন করিতেছে এবং ক্রমেই ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতেছে এবং একটি বিশাল চক্রাকার অঙ্গুরী তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাহার অনুবর্তী হইতে না পারিয়া তাহাকেই বেষ্টন করিয়া সেই মুখেই ঘুরিতেছে। কালক্রমে পিণ্ডটি আরও সঙ্কুচিত হইলে, আরও প্রবৃদ্ধবেগ হইল এবং আর একটি ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরীর সৃষ্টি করিল। এইরূপে নয়টি অঙ্গুরী এপর্যন্ত সৃষ্ট হইয়াছে; এবং মধ্যস্থ তরলপিণ্ড ঘনীভূত ও খর্বকায় হইয়া আজিও প্রবলবেগে নিজ অক্ষোপরি আবর্তন করিতেছে এবং আজিও শরীরের সঙ্কোচন দ্বারা তাপ জন্মাইয়া দিগন্তে কিরণ করিতেছে। এই এক একটি অঙ্গুরীই এক এক গ্রহসৃষ্টির মূল।...আবার সেই বৃহৎ পিণ্ড যে কারণে ঘনীভূত হইয়া নিজ শরীর হইতে গ্রহের সৃষ্টি করিল, ক্ষুদ্রতর পিণ্ড অর্থাৎ গ্রহও সেই কারণেই ক্রমে শীতল ও ঘনীভূত হইয়া নিজ অবয়ব হইতে ক্ষুদ্রতর অঙ্গুরী সৃষ্ট করে এবং সেই অঙ্গুরী আবার পিণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া ক্ষুদ্রতর উপগ্রহের সৃষ্টি করে। এইরূপে পৃথিবীর এক এবং মঙ্গলাদি গ্রহের একাধিক চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। শনিগ্রহের অঙ্গুরী আজিও বর্তমান এবং তাহাতে পরিবর্তনের চিহ্ন নিয়তই লক্ষিত হইতেছে। (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রকৃতি পৃঃ ১-১৩ জগদানন্দ রায়, প্রাকৃতিক পৃঃ ২৪৪-২৬৩) বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে অধুনাতম মতবাদ 'বিশ্ব' শব্দে আলোচিত হইয়াছে।

নুন, মালিক স্যর ফিরোজ খাঁ (১৮৯৩)

ব্যারিস্টার। পঞ্জাবী মুসলমান। লাহোর ও তৎপরে অক্সফোর্ডে অধ্যয়ন করেন। লাহোর কোর্টে নয় বৎসর ব্যারিস্টারি করিবার পর ইনি ১৯২৭এ পঞ্জাব গভর্নমেন্টের মন্ত্রী হন ও ১৯৩৬ পর্যন্ত ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তৎপরে বিলাতে হাই কমিশনর হইয়া যান। ১৯৪০এ দেশে ফিরিয়া আসেন।

নুনবোড়া (Ionidium suffruticosum)

সংচারতি; দীর্ঘায়ু বর্ষজীবী ক্ষুদ্র শাক; মাঠের মধ্যে সর্বত্র জন্মে; ফুল গোলাপী (যোগেশ)। ইহার ঔষধি গুণ আছে।

নুনিয়া জাতি

মেদিনীপুর ও উড়িষ্যার দরিদ্র জাতি; পূর্বে লবণ তৈয়ারী কাষ ছিল ইহাদের পেশা। লবণের দেশী কারবার উঠিয়া গেলে এই জাত প্রায় লোপ পাইয়াছে; পুরীতে একদল নৌকা চালায়।

নুনিয়া, নুন্‌খে শাক (Portulaca meridiana Linn.)

বর্ষায়ু কোমল হ্রস্ব শাক; পাতা ক্ষুদ্র, সরু ও চেপটা; ফুল পীতবর্ণ। পতিত জমিতে প্রায়ই জন্মে। বড় নুনিয়ার পাতা আধ ইঞ্চি কিংবা অধিক দীর্ঘ হয়; ইহাতে অনেক ফুল একত্র ধরে। ছোট নুনিয়ার পাতা আধ ইঞ্চির ছোট; ফুল এক একটি; বৃন্ত চারি-পাতায় বেষ্টিত থাকে। বিলাতী ফুল Portulaca বাগানে পোঁতা হয়। ইহা চর্মরোগে, বৃক্ক ও মূত্রনলীর ব্যাধিতে গ্রামে ব্যবহৃত হয়। (যোগেশ ৩১৮);

নুফীল্ড (Nufield, William Richard Morris, 1st Baron 1878) বৃটিশ শিল্পী। মরিস্ ১৯০০ অব্দে অক্সফোর্ডে সামান্য সাইকেল মেরামতী কাজ করিতেন। ১৯১২এ তিনি তাঁহার প্রথম মোটর গাড়ী নির্মাণ করেন; গত মহাযুদ্ধের পর তিনি কাউলি নামক স্থানে তাঁহার কারখানা স্থাপন করেন ও অল্পকালের মধ্যে প্রভূত ধনশালী হন। মরিসের গাড়ীর খ্যাতি হয়। ১৯৩৪এ তিনি লর্ড উপাধি পান। লর্ড নুফীল্ড আয়রন লাংস (Iron Lungs) নামে এক প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন; ইহার দ্বারা রোগীর শ্বাসকষ্ট নিবারিত হয়। নুফীল্ড কতকগুলি যন্ত্র ভারতের বড় বড় হাসপাতালে দান করিয়াছেন (১৯৩৯)।

নুরজাহান, মেহেরুন্নিসা

মুগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের পত্নী। আদিনাম মেহেরুন্নিসা। ভারতে আসিবার পথে কান্দাহারে ইঁহার জন্ম হয়। পিতা মির্জা ঘিয়াস পারসিক ছিলেন। দারিদ্র্যবশত ঘিয়াস এক বণিকের হাতে কন্যার পালনের ভার দেন; এ বণিক মেহেরুন্নিসাকে লইয়া আগ্রায় আসেন। এই বণিক মাঝে মাঝে আকবরের দরবারের এই কন্যাকে লইয়া যাইতেন। সেলিম ইঁহাকে বিবাহ করিতে চান, কিন্তু আকবর তাহাতে আপত্তি করেন ও তাড়াতাড়ি শের আফগানের সহিত বিবাহ দিয়া তাহাদের বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দেন। সেলিম বাদশাহ হইয়া শের আফগানকে হত্যা করাইয়া মেহেরুন্নিসাকে দিল্লীতে আনেন ও ৪ বৎসর পরে তাঁহাকে বিবাহ করেন ও নুরজাহান (জগজ্জ্যোতি) নাম দেন (১৬১১)। ক্রমে জাহাঙ্গীরের রাজ্যশাসন ব্যাপারে ইঁনি সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। শের আফগানের ঔরসজাত তাঁহার কন্যার সহিত সম্রাটের ৪র্থ পুত্র সারিয়ারের বিবাহ দেন ও ইঁহাকেই বাদশাহ করিবার জন্য বহু ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু সেসব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর (১৬২৭) তিনি বহুকাল জীবিত ছিলেন এবং সাধ্বী বিধবার ন্যায় বাস করেন। মৃত্যু ১৬৪৬। (মধুসূদন মুখোপাধ্যায় ইংরেজি হইতে নুরজাহান-জীবনী তর্জমা করেন, ১৮৫৭; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নুরজাহান (১৯১৬)। দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, 'নুরজাহান' নাটক (১৯০৮); শ্যামলাল গোস্বামী, 'নুরজাহান' নামে উপন্যাস (১৯১৫)।

নৃত্য (Dance)

মানবের আনন্দ উৎসাহ প্রকাশের জন্য ছন্দের সঙ্গে পদক্ষেপ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আন্দোলন করার রীতি মানুষের সঙ্গীত বা বাক্যস্ফুরণের ন্যায়ই আদিম। ইতিহাসের প্রায় সকল জাতির মধ্যেই নৃত্যকলা প্রচলিত আছে; আদিম জাতি সমূহের মধ্যেও কোন না কোন প্রকারের নৃত্যভঙ্গী উৎসবে, আনন্দক্ষেত্রে দেখা যায়। এদেশে সাঁওতাল, খাশি, প্রভৃতিদের মধ্যে নৃত্য আছে; নিম্নশ্রেণীর বাঙালীদের মধ্যে বহুপ্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে, যেমন রায়বেশে নৃত্য, জারিনৃত্য, ঢালিনৃত্য, কাঠিনৃত্য প্রভৃতি। বহুবিধ লোক-নৃত্য শ্রীগুরু-সদয় দত্তর চেষ্টায় বর্তমানে সংস্কৃত হইয়া লোকপ্রিয় হইতেছে।...মুগল দরবারের শেষ অবস্থায় খেমটা, বাঈ প্রভৃতি নৃত্য প্রবর্তিত হইয়াছিল। উঃ ভারতে ২০ শতকের গোড়া পর্যন্ত এইসব নৃত্য চলিত এবং এখনো চলিতেছে।...বর্তমান যুগে রবীন্দ্রনাথ সুরুচিসম্পন্ন নৃত্যকলা প্রবর্তনের জন্য দায়ী; তাঁহার চেষ্টায় দঃ ভারতের মালাবারের কথাকলি নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য, সিংহলের কাণ্ডি নৃত্য, ক্রমেই বাংলাদেশে প্রচলিত হইতেছে।...উদয়শঙ্করের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।...বর্তমানে ইউরোপীয় নৃত্য, মালাবার ঢং, জাভাদ্বীপের অভিনয়নৃত্য, মণিপুরী ঢং প্রভৃতি মিশ্রিত হইয়া এক নূতন ঢং বাংলায় সুরু হইয়াছে।...ইউরোপে বহু প্রকার নৃত্য চলিত আছে; কতকগুলি কদাকার ঢং আমেরিকা হইতে সেখানে আমদানী হইয়াছে। গত মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে নব-নৃত্য আন্দোলন দেখা দেয়।

নৃত্যকলা (Art of Dancing)

মতঙ্গ এবং ভারতাদি ঋষির মতে সাঙ্গাভিনয় দ্বারা ভাব প্রকাশের নাম নর্তন। নর্তন তিন প্রকার, নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত।...জবত্ব, স্থিরতা, রেখা, ভ্রামরী, দৃষ্টি, অশ্রান্তি, প্রীতি, মেধা, বাক্য এবং গীত এই দশ প্রাণপ্রতীক, তাল-মান-লয়াশ্রিত সাবলাস অঙ্গ বিক্ষেপকে নৃত্য বলে।...তাণ্ডব ও লাস্যভেদে নৃত্য দুই প্রকার। পুরুষ-নৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রী-নৃত্যকে লাস্য বলে। তাণ্ডবের আবার দুই প্রকার ভেদ---পেবলি ও বহুরূপ। অভিনয়বর্জিত অঙ্গ-বিক্ষেপ মাত্রকে পেবলি এবং ছেদন, ভেদন প্রভৃতি নানাবিধ অভিনয়যুক্ত অঙ্গবিক্ষেপকে বহুরূপ তাণ্ডব বলে। লাস্য নৃত্য দুই প্রকার—যৌবত ও ছুরিত। নানাপ্রকার লীলা প্রকাশপূর্বক নর্তকীদের নৃত্যকে যৌবত এবং নায়ক-নায়িকা নানা রস ও ভাবাদিব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে আলিঙ্গন চুম্বনাদিপূর্বক যে নৃত্য করে তাহা ছুরিত নৃত্য। প্রাচীন শাস্ত্রে বহুপ্রকার নৃত্যের নাম ও বর্ণনা পাওয়া যায়। (দ্রঃ সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবেশিকা)।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ, মহারাজবাহাদুর (১৮৬২ - ১৯১১) কুচবিহারের রাজা। ১৮৬৩ অব্দে পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে ইনি সিংহাসনের অধিকারী হন। অপ্রাপ্ত বয়সে ইংরেজ গভর্নমেন্ট রাজ্য পরিদর্শন করেন। ১৮৭৮এ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সহিত বিবাহ হয়।

এই বিবাহ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজে বিবাদের সূত্রপাত। রাজা সুশাসক ছিলেন। বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে তিনি বহু প্রকার সম্মান ও উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৩ কুচবিহারের রাজারা 'মহারাজ ভূপ বাহাদুর' উপাধি পান। ১৯১১, ১৮ সেপ্ট ইংল্যান্ডে বেকসহিল নামক স্থানে মৃত্যু হয়। ইঁহার পৌত্র বর্তমানে কুচবিহারের রাজা।

নৃসিংহ রায় (১৭৩৮—১৮০৯)

কবিওয়ালা ও সঙ্গীত রচয়িতা। পিতার নাম আনন্দীনাথ, নিবাস চন্দননগর-গোঁদলপাড়া। চুঁচুড়ার পাদরী স্কুলে ইনি বাংলা শেখেন; পিতৃবিয়োগের পর দাড়াকবি দলের সৃষ্টি-কর্তা রঘুনাথের দলে থাকিয়া কবিওয়ালার কায শিক্ষা করেন। পরে ইনি নিজে কবির দল বাঁধেন ও কলিকাতায় গিয়া যশস্বী হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ রাসুও বিশিষ্ট কবিওয়ালা ছিলেন: উভয়ে সদ্ভাবে একত্র কাজ করিতেন।

নে, মাইকেল (Ney, Michel ১৭৬৯—১৮১৫)

ফরাসী সেনাপতি; নেপোলিয়নের অন্যতম প্রধান যোদ্ধা। এলবা হইতে নেপোলিয়ন ফিরিয়া আসিলে ফরাসী গভর্নমেণ্ট নে কে চারি সহস্র সৈন্য দিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। নে যুদ্ধ না-করিয়া নেপোলিয়নের পক্ষে চলিয়া যান। ওয়াটার্লুর যুদ্ধান্তে ইনি ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া সুইসদেশে আশ্রয় লন; কিন্তু তথায় ধরা পড়েন ও ফরাসী গভর্নমেণ্টের আদেশে রাজদ্রোহ অপরাধে গুলি করিয়া তাঁহাকে মারা হয়।

নেউল, নকুল (Mongoose)

নকুলকে বাঙলাদেশে বেজি ও নেউল বলে; ইহা চতুষ্পদ ক্ষুদ্রাকার দীর্ঘপুচ্ছ হিংস্র জন্তু। মুখ ছুঁচলো; বেজি এক হাত দীর্ঘ হয়, লেজও প্রায় এক হাত লম্বা। ইঁহারা সাপ মারে বলিয়া বাড়ীতে লোকে পোষ মানাইয়া রাখে। মিশর প্রভৃতি দেশে বৃহত্তর একজাতীয় নেউল আছে।

নেওয়ার

নেপালে বহু জাতির বাস; নেওয়ারগণ তাহাদের অন্যতম। ইহারা ও গুর্খারা তথাকার প্রধান অধিবাসী। নেওয়ারগণ কৃষি ও শিল্পকায করে; বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও ইহাদের মধ্যে হিন্দু দেবদেবী পূজাদি যথেষ্ট প্রবেশ করিয়াছে।

নেকড়া, নেকাড়িয়া, নেকড়ে (Wolf)

কুকুর জাতীয় হিংস্র বন্য শ্বাপদ। উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র পাওয়া যায়—ধূসর বর্ণ, দীর্ঘপুচ্ছ। ভেড়া ছাগল মারে; কিন্তু দলবদ্ধ ভাবে হরিণ, গরু এমনকি মানুষও মারিতে পারে। সাধারণত ইহারা একাকী বেড়ায়। ছোটনাগপুরে হুড়ার বলে।

নেগেটিভ (Negative)

ফোটোর যে প্লেট বা ফিল্মে প্রথম ছবি উঠে, তাহাকে ফোটোগ্রাফীর ভাষায় নেগেটিভ্ বলে। ইহাতে ছবি উল্টা থাকে, কাগজে ছাপাইলে সোজা ছবি উঠে।

নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায়

বাঙলার নিম্নশ্রেণীর বৈষ্ণব জাত; সাধারণ ভাষায় ইহাদিগকে 'বোষ্টম' বলে। কেহ কেহ অনুমান করেন ইহারা পূর্বকালে মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুনী ছিল এবং বৈষ্ণব প্রচারকদের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে। প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র নেড়া সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বলিয়া জনশ্রুতি। বাউলদের ন্যায় ইহাদেরও প্রকৃতি সাধনই প্রধান ভজনা; ইহাদের মতে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ মানবদেহের মধ্যে বিরাজিত। ইহারা একাদশীর উপবাসাদি করিয়া জীবাত্মাকে কষ্ট দেয় না, বিগ্রহ-সেবা ইহাদের নাই। ইহারা ক্ষৌরী হয় না; গায়ে আলখেল্লা পরে ও ঝুলি, লাঠি ও কিস্তি লইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বৈষ্ণবী বা বোষ্টমীরা তিলক সেবাদি করে।

নেপচুন (Neptune)

(১) গ্রীক দেবতা। সমুদ্রের রাজা; ইহার পিতা স্যাটান বা শনি এবং মাতা রিয়া। ইহার হস্তে ত্রিশূল। ইনি অশ্বপতি এবং অশ্বেরা সমুদ্রের উপর দিয়া তাঁহার রথ লইয়া যায়।

(২) সৌরজগতের গ্রহ; ইহা চোখে দেখা যায় না, ৮ম (magnitude) ঔজ্জ্বল্যের জ্যোতিষ্ক। ১৮৪৬এ বার্লিন বীক্ষণাগারে অধ্যাপক Galle আবিষ্কার করেন; তৎপূর্বে Adams ও Leverrier গণিতের সাহায্যে এই গ্রহের স্থান নির্দেশ করেন। ইহার একটি উপগ্রহ আছে (Triton)। সূর্য হইতে নেপচুন ২৭৯,৪০,০০,০০০ মাইল দূরে; সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ১৬৫ বৎসর লাগে। গ্রহের ব্যাস ৩১,২২৫ মাঃ। প্লুটো আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ইহাই সৌরজগতের দূরতম গ্রহ ছিল। নেপচুনের আবর্তন গতি পূর্ব হইতে পশ্চিম।

নেপাল যুদ্ধ (১৮১৪—১৬)

১৭৭৮ অব্দে গুর্খাগণ পৃথ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে নেপালদেশ অধিকার করে। ১৮১৪এ উহাদের দক্ষিণসীমা আসিয়া বৃটিশ ভারতের উত্তর সীমান্তকে স্পর্শ করে। এই সীমানা নির্দিষ্ট না থাকায় গুর্খাগণ প্রায়ই ইংরেজ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিত। অবশেষে ১৮১৪ বড়লাট লর্ড হেস্টিংস গুর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কলঙ্গা নামক স্থানে সেনাপতি জিলেস্পাই নিহত হন; কিন্তু অল্পকাল পরেই সেনাপতি অমর সিংহ থাপ্পা, ইংরেজ সেনাপতি অক্‌টারলোনীর নিকট মালাওঁ দুর্গ সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; অতঃপর সগৌলিতে সন্ধি হয়। সন্ধি অনুসারে কুমায়ুন গাড়বাল জিলা এবং তরাই-এর অধিকাংশ

ইংরেজ সরকারের হস্তগত হইল। সিকিমের উপর তাহাদের দাবী ছাড়িতে হইল। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বৃটিশ রেসিডেন্ট রাখা হইল। প্রথম রেসিডেন্টের নাম হজসন্।

নেপিয়ার (Napier, Charles James ১৭৮২—১৮৫৩) সৈনিক ও শাসক। য়ুরোপে ও আমেরিকার অনেক যুদ্ধে ছিলেন। ১৮০৯এ স্পেনের নেপোলনীয় সমরে করুনার যুদ্ধে ইনি বন্দী হন। ১৮৪১এ ভারতে আসেন। বড়লাট এলেনবরা (১৮৪১—৪৫) সিন্ধুদেশ সম্বন্ধে আউট্রামের কতকগুলি অভিযোগ তদন্ত করিবার জন্য নেপিয়ারকে তথায় পাঠান। কিন্তু ইহার অভদ্র ব্যবহারে বালুচি সর্দারগণ বিদ্রোহী হয় এবং ফলে যুদ্ধ বাঁধে। মিয়ানী, দাবো নামক স্থানে নেঃ উহাদের পরাভূত করিয়া সিন্ধুদেশ জয় করেন। নেপিয়ার ও বড়লাটের ব্যবহার ইংল্যান্ডে কেহই পছন্দ করেন নাই; কিন্তু তদ্সত্ত্বেও নেপিয়ারকে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় (১৮৪৪—৪৭)। পরে ইনি ভারতের জঙ্গীলাট (১৮৪৯—৫০) হন; কিন্তু ডালহৌসির সহিত মতভেদ হওয়ায় কর্মত্যাগ করেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্তে (Napoleon Bonaparte (১৭৬৯—১৮২১) ফ্রান্সের সম্রাট। ১৭৬৯, ১৫ অগস্ট কর্সিকা দ্বীপে আজাশিও নগরীতে ইতালীয় বংশে ইহার জন্ম হয়। নেঃ ফ্রান্সের সমর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ও ১৭৮৫এ লেফটেনান্ট হন। ফরাশী বিপ্লবের যোদ্ধারূপে ইনি ১৭৯৩, ডিসেম্বর তুলোনে সংগ্রাম করেন ও তাহার পর পারিসে রাজপক্ষীয়দের ১৭৯৫এ পরাভূত করিয়া রণবিভাগে যশস্বী হন। ইহার পর তাঁহাকে ইতালীতে পাঠান হয়। সেখানে (১৭৯৬—৯৭) তিনি সর্বত্র জয়ী হন ও অস্ট্রিয়ানরা বহুযুদ্ধে পরাভূত হয়। পারিসে ফিরিয়া আসিলে ডিরেকটরী (দ্রঃ) তাঁহাকে ইংল্যান্ড জয় অথবা মিশর আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। নেঃ মিশর আক্রমণ করেন। কিন্তু সেখানে নীল নদের যুদ্ধে নেলসন্ ফরাশী নৌবাহিনী ধ্বংস করেন (১৭৯৮, ১ আগস্ট)। নেঃ কোন রকমে দেশে ফিরিয়া আসেন (১৭৯৯)। অতঃপর ডিরেকটরী শাসন রদ করিয়া নেঃ কন্সালেট প্রথা প্রবর্তন করিলেন ও নিজে First Consul হইলেন। এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি শাসনতন্ত্রের বিবিধ বিভাগ নিজ ব্যক্তিগত শাসনাধীনে আনিতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৮০৪, ডিসেম্বরে তিনি সম্রাটরূপে অভিষিক্ত হন। ১৮০৫ হইতে ১৮১৫ পর্যন্ত ইউরোপের প্রায় সর্বত্র যুদ্ধ করিয়া বহুলক্ষ নরহত্যা করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। অস্ট্রিয়ান সম্রাট তখন মধ্যইউরোপের শ্রেষ্ঠ নরপতি; কয়েকটি যুদ্ধে তাহাদের হারাইয়া তিনি 'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য' লুপ্ত বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৮০৬)। ১০০৬ বৎসর পর এই পাঃ রোঃ সাঃ লোপ পাইল। এই সময়ে প্রুশিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাভূত হইল। অতঃপর নেঃ স্পেন ও পোর্তুগাল আক্রমণ করেন; ইহাদের রক্ষার জন্য ইংরেজরা অগ্রসর হয় ও ১৮০৮—১৩ পর্যন্ত ডিউক অব্ ওয়েলিংটন তথায় যুদ্ধ চালনা করেন। ১৮১২এ নেঃ রুশ আক্রমণ করেন; কিন্তু এই আক্রমণে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংশ হয়। এই সুযোগে প্রুশিয়া ও অস্ট্রিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ও ফরাশীদের জারমেনী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিল। অতঃপর মিত্র সৈন্য পারিস অবরোধ করিল। নেঃ অগত্যা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া এলবা দ্বীপে নির্বাসনে গেলেন (১৮১৪); কিন্তু কয়েক মাস পরেই সেখান হইতে ফিরিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ওয়াটার্লুর যুদ্ধে (১৮১৫, ১৮ জুন) মিত্রশক্তি নেঃ-কে পরাভূত করে; নেঃ গত্যন্তর নাই দেখিয়া সিংহাসনে দাবী ছাড়িয়া ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন; ইংরেজরা তাঁহাকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে। সেখানে ৬ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। ১৮২১, ৫ মে মৃত্যু হয়।...তাঁহার দেহাবশেষ বহুবৎসর পরে পারিসে আনিয়া সমাধিস্থ করা হয়।...নেপোলিয়ন ১৭৯৬এ জোসেফাইনকে বিবাহ করেন; ১৮০৯এ তাঁহাকে তালাক দিয়া অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন; ইহার গর্ভে ২য় নেপোলিয়নের জন্ম হয় ১৮১১। ইনি রাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু কখনো রাজত্ব করেন নাই। ১৮৩২এ মৃত্যু হয়।...নেঃ সম্বন্ধে অসংখ্য বই লেখা হইয়াছে। অ্যাবেটের লিখিত জীবনীর দীনেন্দ্র কুমার কৃত (১৯১৮) তর্জমা বাংলায় আছে। ঐতিহাসিক দিক হইতে এ গ্রন্থে অনেক ভুল আছে। শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত নেপোলিয়নের জীবনী (১৮৬৯)।

নেপোলিয়ান তৃতীয় (Napoleon III ১৮০৮—৭৩) ফরাশীদের সম্রাট। নেপোলিয়ান বোনাপার্তের ভ্রাতা লুই বোনাপার্তের পুত্র। ফ্রান্সের মধ্যে একদল লোক রাজশাসনতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার পক্ষপাতী ছিল; ইনি সেই আন্দোলনের নেতা ছিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৪৮এ গণতন্ত্র স্থাপনের জন্য ফ্রান্সে বিদ্রোহ হইলে, ইনি রিপাবলিকান শাসনতন্ত্রের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৫২এ তিনি নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন; অতঃপর রিপাবলিকতন্ত্র লোপ পাইল। পর বৎসর স্পেনের ইউজিন দ মনতিজোকে বিবাহ করেন। অতঃপর স্যাভয় ও নিসে উদ্ধার করিয়া ফ্রান্সের সীমানা বাড়াইলেন। মেক্সিকোতে সাম্রাজ্য স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ফ্রাংকো-প্রুশিয়ান সমরে (১৮৭০-৭১) ফরাশীরা পরাভূত হয় ও ইনি বন্দী হন। ১৮৭৩এ ইংল্যান্ডে মৃত্যু হয়। রানী ইউজিনা ১৯২০এ স্পেনে মারা যান। ইঁহাদের একমাত্র পুত্র প্রিন্স ইম্পিরিয়াল জুলুযুদ্ধে নিহত হয় (১৮৭৯)।

নেফ্রাটিস (Nephritis)

কিড্‌নী বা বৃক্কের প্রদাহ ; প্রস্রাবে আলবুমেন (দ্রঃ) বেশি হইলে এই রোগ দেখা দেয়। শারীরিক অনাচারের পর তীব্রভাবে এই ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। (ব্রাইটস-ব্যাধি দ্রঃ)

নেবু, নেমু, লেবু

শব্দটী আরবি লিমুন হইতে পারসি লিমু, নিম্বু হইয়া বাঙলায় নেবু হইয়াছে। উদ্যানজাত অম্লরস ফলের সাধারণ নাম। ইংরেজি Orange, Citron, Lemon, সবই বাঙলায় নেবু। বাতাপী ছাড়া দুই জাতীয় নেবু এদেশে বিখ্যাত—নারঙ্গি ও জম্বীর। নারঙ্গ জাতির নেবু প্রায় গোল ও চাপা ; ফল বৎসরে একবার ধরে। জম্বীর (Citrus Medica) শাখা, কোমল ফুল বেগুনী প্রায়ই বাহির-পিঠে ঈষৎ লাল। ফল একাধিকবার বৎসরে হয়। এই দুই জাতির অনেক প্রকার ভেদ আছে ; যথা কমলা, করুণা, গোঁড়া, জামীর, কাগজী, পাতি, টাবা, নারঙ্গি, বাতাবী। শেষোক্ত লেবু যবদ্বীপের বাতাভিয়া হইতে আসিয়াছে। (যোগেশ)। (দ্রঃ নারঙ্গ, জামির)

নেল্‌সন্ (Nelson, Horatio ১৭৫৮—১৮০৫)

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত নৌ আদমিরাল। ১৭৭৩ এ মেরু আবিষ্কার জাহাজে কাজ লইয়া যান। ১৭৭৭ এ নৌ-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৭৯৮ এ নীলনদের যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাভূত করেন। ইঁহার শেষ যুদ্ধ ট্রাফালগার ; ইহাতে নেপোলিয়নের ফরাসী নৌশক্তি ও স্পেনিশ নৌবলকে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। রবার্ট সাউদি লিখিত নেলসনের জীবনী অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। (R. Southy, Life of Nelson)

নেশা ও মাদকদ্রব্য (Intoxicating drug-habit)

মানুষ সাময়িক আনন্দ ও স্ফূর্তি পাইবার জন্য অথবা নিজের অবস্থাকে ভুলিয়া থাকিবার জন্য নানাপ্রকার 'নেশাভাং' করে। তামাক, সিগারেট, চা, কফি, প্রভৃতিতে নেশা হয় ; সময়মত ইহার সেবনজনিত উত্তেজনা না হইলে মানুষ ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করে ; কিন্তু ইহাতে মত্ততা বা জড়তা আনে না। অন্যান্য অভ্যাস যেমন গাঁজা, চরস, গুলি, আফিম, মদ, কোকেন, প্রভৃতিতে নানারূপ শারীরিক ও মানসিক বিকার সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে সর্বত্র মাদকতা বাড়িতেছে। ভারতবর্ষে নেশার জিনিস বিক্রয় ও নিয়ন্ত্রণ গভর্নমেন্ট করেন।

নেহেরু রিপোর্ট (Neheru Report)

সাইমন কমিশন (দ্রঃ) সম্পর্কে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ১৯২৮এ ভারতীয় রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের এক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। সাইমন কমিশনে কোন ভারতীয়র নিয়োগ না হওয়ায় এই সম্মেলনে উহা সর্বতোভাবে বয়কট করার প্রস্তাব এবং ভারতের জন্য একখানি আদর্শ রাষ্ট্র-কাঠামোর (constitution) মুসাবিদা করার প্রস্তাব হয়। অতঃপর বোম্বাইতে সর্বদলের প্রতিনিধিদের এক অধিবেশন হয় ; কিন্তু তাহাতে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি সমস্যার কোন মীমাংসা না হওয়ায় রাষ্ট্র-কাঠামো রচনার ভার একটি কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। মতিলাল নেহেরু ইহার সভাপতি হন বলিয়া কমিটির প্রতিবেদন 'নেহেরু রিপোর্ট' নামে খ্যাত। সুভাষচন্দ্র বসু ইহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। এই কমিটি বলেন যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভই ভারতবাসীর কাম্য। ইতিপূর্বে দিল্লীতে মঃ জিন্না মুসলীমদের তরফ হইতে যেসব সর্ত দিয়াছিলেন, এই খসড়ায় তাহার অধিকাংশই গৃহীত হইয়াছিল।...১৯২৮এর শেষে কলিকাতায় যে কংগ্রেস হয় তাহাতে মুসলমান ও শিখগণ নেঃ রিঃ অগ্রাহ্য করেন।... মাদ্রাস কংগ্রেসে (১৯২৭) গৃহীত বৃটিশ সম্পর্করহিত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব লইয়া প্রবীণ ও নবীন কংগ্রেসীদলের মধ্যে একটি মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল ; নেহেরু রিপোর্টের পর সেই মতভেদ আরও প্রবল হয়।

নেস্‌টর (Nestor)

গ্রীক পুরাণ মতে ইনি দেবতা নেপচুন-পুত্র নিলিয়সের পুত্র। বুদ্ধি ও বাগ্মিতার জন্য ইঁহার খ্যাতি ছিল। ট্রোজান যুদ্ধে ইনি ছিলেন গ্রীকদের পরামর্শদাতা।

নেস্‌টোরিয়ান খৃস্‌টান (Nestorian Christians)

৫ম শতকে সিরিয়ায় নেস্টোরিয়াসের জন্ম হয়। পরে তিনি কনস্টান্টিনোপলের (Patriarch) পত্রিআর্ক নিযুক্ত হন ; খৃস্টের দেবত্ব সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় তিনি উক্ত পদ হইতে বরখাস্ত হন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া খলিফাদের রাজ্যে বাস করে ও জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনায় বিশেষ সহায়তা করে। এই সম্প্রদায়ের প্রচারকগণ চীন দেশে গিয়া খৃস্টধর্ম প্রচার করে এবং দঃ ভারতে সীরিয়ান খৃস্টানগণ ইহাদের বংশধর বলিয়া অনুমান করা হয়।

নৈঋত

পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ। হিন্দু মতে রাক্ষস এই কোণের অধিপতি।

'নোট' (Currency note)

কাগজের চলতি নিদর্শক মুদ্রা ; একখানি ছাপা কাগজে গভর্নমেন্ট লিখিয়া দেন যে কাগজখানি গঃ-কে দিলে গঃ মালিককে 'নোটে' লিখিত টাকা তৎক্ষণাৎ দিবেন। সে-টাকা ৫, ১০, ৫০, ১০০, ১০০০, হইতে পারে। ধাতু-মুদ্রার চেয়ে ইহা সহজে নাড়া চাড়া করা যায়। ধাতু সংগ্রহ বা ক্রয় করিতে গঃ-কে বিদেশে বহু টাকা পাঠাইতে হয় : সেইজন্য গঃ মাত্রই কিছু স্বর্ণ ও

রৌপ্যের টাকা বাজারে চালাইয়া অবশিষ্ট 'নোট' চালান দেন। ইহার অসুবিধা এই যে যদি গভর্নমেণ্টের রাজকোষে উপযুক্ত পরিমাণে স্বর্ণাদি না থাকে এবং উহা কেবলই কাগজের 'নোট' বাহির করে, তবে এমন সময় আসিতে পারে যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অচল হইতে পারে; কারণ বিদেশে কাগজের 'নোট' অচল। গভর্নমেণ্টের বদল হইলে বা বিপ্লব হইলে পুরাতন 'নোট' অব্যবহার্য হয়, যেমন রুশিয়া ও জারমেনীতে গত মহাযুদ্ধের পর হইয়াছিল। তখন রাশি রাশি 'নোট' থাকা সত্ত্বেও লোকে নিঃস্ব হয়। কিন্তু রূপার টাকা গলাইয়াও রৌপ্যাংশের দাম অর্ধেকও পাওয়া যাইতে পারে।...ভারতবর্ষের সরকারী ট্রেজারি হইতে মোট ১৮৬·১০ কোটি নোট দেশময় প্রচারিত হইয়াছিল (১৯৩৫); ইহার জন্য ৭৭·২০ কোটি টাকা (রূপা) রিজার্ভ ছিল; ১৯৩৬এ ২০৩·৮৬ কোটি, ১৯৩৭এ ২১৪·৬৯ কোটি টাকার নোট চলিত ছিল। ঐ বৎসর গভর্নমেণ্টের রিজার্ভ ট্রেজারীতে ৪১·৬০ কোটি স্বর্ণ ও গিনি মজুত ছিল এবং রূপা মজুত ছিল ১৬·১০ কোটি। এতদ্‌ব্যতীত অন্যান্য সিকুরিটি গভর্নমেণ্টের কাছে আছে, যেমন টাকা ও স্টার্লিং সিকুরিটি।

নোড়, নোয়াড়ি, নোর, (Phyllanthus distichus Muell.)

সং লবনী। সুহিআদি বর্গের ফল-বৃক্ষ; পাতা বর্ষে বর্ষে ঝরিয়া পড়ে; ফল আমলকীর আকারের, শাদা; অম্ল স্বাদ। কোমল বঙ্কল, সুগন্ধমূল। হৃদ্য, সুগন্ধি কফবাতনাশী; অর্শবাত পিত্তহারী। পাতা ও শিকড় সর্পাঘাতের অন্যতম গ্রাম্য ঔষধ। (যোগেশ; Chopra 515)

নোবেল প্রাইজ (Nobel Prize)

আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেলএর (Nobel ১৮৩৩—৯৬) জন্ম হয় স্টকহলম, সুইডেনে। ইঁহার পিতা নাইট্রো-গ্লিসারিন আবিষ্কর্তা, আলফ্রেড, ডিনামাইট প্রভৃতি বিস্ফোরক তৈয়ারী করিয়া বিপুল বিত্তশালী হন। তিনি ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই ভয়াবহ মারণাস্ত্র দেখিয়া লোকে ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ করিবে না। তাঁহার উইলে তিনি প্রতি বৎসর পাঁচটি প্রাইজ দিবার জন্য ২০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ করিয়া যান; পদার্থ বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, সাহিত্য ও শান্তির জন্য প্রাইজ আছে। প্রত্যেক প্রাইজে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। ভারতবাসীদের মধ্যে ১৯১৩ এ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের জন্য, ১৯২০ জড়-বিজ্ঞানের জন্য সি. ভ. রমন নোবেল প্রাইজ পান।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম:—

বৎসর	সাহিত্য	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন বিজ্ঞান	চিকিৎসা বিজ্ঞান	শান্তির জন্য
১৯০১	Rene F. A. Sully-Prudhomme (১৮৩৯—১৯০৭) ফ্রান্স।	W. K. Roentgen (১৮৪৫—১৯২৩ জারমানী।	7. H. van't Hoff (১৮৫২—১৯১১) জারমানী।	E. Adolf von Behring (১৮৫৪—১৯১৭) জারমানী।	H. Dunant (১৮২৮—১৯১০) সুইসদেশ ও F. Passy (১৮২২—১৯১২) ফ্রান্স।
১৯০২	Theodor Mommsen (১৮১৭—১৯০৩) জারমান ঐতিহাসিক।	H. A. Lorentz (১৮৫৩—১৯২৮) ডেনমার্ক ও P. Zeeman (১৮৬৫) হল্যাণ্ড।	E. Fischer (১৮৫২—১৯১৯) জারমানী।	Ronald Ross (১৮৫৭-১৯৩২) ইংল্যান্ড	E. Ducommun (১৮৩৩—১৯০৬) ও A. Gobat (১৮৪৩—১৯১৪) সুইসদেশ।
১৯০৩	Bjornstyrne Bjornson, (১৮৩২—১৯১০) নরওয়ে।	H. Becquerel (১৮৫২—১৯০৮) Pierre. Curie (১৮৫৯—১৯০৬) ও তাঁহার পত্নী Marie Curie, ফ্রান্স।	S. Arrhenius (১৮৫৭—১৯২৭) সুইডেন।	N. R. Finsen (১৮৬০-১৯০৪) ডেনমার্ক।	W. R. Cremer (১৮২৮—১৯০৮) ইংল্যান্ড।

বৎসর	সাহিত্য	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন বিজ্ঞান	চিকিৎসা বিজ্ঞান	শান্তির জন্য
১৯০৪	Frederic Mistral (১৮৩০—১৯১৪) ফ্রান্স ও Jose Echegaray স্পেন।	Lord Rayleigh (১৮৬৪) ইংল্যান্ড।	W. Ramsay (১৮৫২—১৯১৬) ইংল্যান্ড।	Ivan B. Pavlov (১৮৪৯—১৯৩৬) রুশিয়া।	Institute for International Rights (Ghent ১৮৭৩।)
১৯০৫	Henryk Sienkiewicz (১৮৪৬—১৯১৬) পোল্যান্ড।	Phillippe Lenard (১৮৬২) জারমানী।	W. von Baeyer (১৮৩৭—১৯১৭) জারমানী।	R. Koch (১৮৪৩—১৯১০) জারমানী।	Berta von Suttner (১৮৪৩—১৯১৪) (বিশ্বশান্তি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার জন্য) অস্ট্রিয়া।
১৯০৬	G. Carducci (১৮৩৫—১৯০৭) ইতালি।	J. J. Thomson (১৮৫৬) ইংল্যান্ড।	H. Moissan (১৮৫২—১৯০৯) ফ্রান্স।	C. O. Golgi (১৮৪৩—১৯২৬) ইতালি Prof. Ramony Cajal (১৮৫২) স্পেন।	Thedore Roosevelt (১৮৫৮—১৯১৯) প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৯০৭	Rudyard Kipling (১৮৬৫—১৯৩৫) ইংল্যান্ড।	A. A. Michelson (১৮৫২) যুক্তরাষ্ট্র।	E. Buchner (১৮৬০) জারমানী।	C. L. A. Laveran, (১৮৪৫—১৯২২) ফ্রান্স।	Theodor Moneta (১৮৩৩—১৯১৮) ইতালী ও L. Renault (১৮৪৩—১৯১৮) ফ্রান্স।
১৯০৮	Prof. Rudolf Eucken (১৮৪৬—১৮২৬) জারমানী।	Gabriel Lippmann (১৮৪৫—১৯২১) ফ্রান্স।	E. Rutherford (১৮৭১—১৯৩৭) ইংল্যান্ড।	Paul Ehrlich (১৮৫৪—১৯১৫ জারমানী। Elias Metchnikoff (১৮৪৫—১৯১৬) রুশিয়া।	K. P. Arnoldson (১৮৪৫—১৯১৬) ফিনল্যান্ড ও F. Bajer (১৮৩৭—১৯২২) ডেনমার্ক।
১৯০৯	Selma Lagerlof (১৮৫৮) সুইডেন। মহিলা লেখক	F. Braun (১৮৫০—১৯১৮) জারমানী ; G. Marconi (১৮৭৪—১৯৩৭) ইতালী।	W. Ostwald (১৮৫৩—১৯৩২) জারমানী।	F. T. Kocher, (১৮৪১—১৯১৭) সুইস দেশ।	Baron d' Estournelles de Constant (১৮৪৩—১৯২৪) ফ্রান্স ও A. Beernaert ১৮২৯—১৯১২) বেলজিয়ম।
১৯১০	Paul Johan L. Heyse (১৮৩০—১৯১৪) জারমানী।	J. D. van der Waals (১৮৭৩) হল্যান্ড।	O. Wallach (১৮৪৭) জারমানী।	Dr. Albrecht Kossel (১৮৫৩) জারমানী।	Internationales Friedensbureau সুইসদেশ।
১৯১১	Maurice Maeterlinck (১৮৬২) বেলজিয়াম।	W. Wien (১৮৬৪) জারমানী।	M. Curie (১৮৬৭—১৯৩৪) ফ্রান্স।	A. Gullstrand (১৮৬২) সুইডেন।	T. M. C. Asser (১৮৩৮—১৯১৩ হল্যান্ড ও A.H. Fried (১৮৬৪—১৯২১) অস্ট্রিয়া।
১৯১২	Gerhart Hauptmann (১৮৬২) জারমানী।	G. Dalen (১৮৬৯) সুইডেন।	B. Grignard (১৮৭১) ও P. Sabatier (১৯৫৪) ফ্রান্স।	Dr. A. Carrel (১৮৭৩) মার্কিন।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯১৩	Rabindra Nath Tagore (১৮৬১) কবি ও মনিষী।	H. Kamerlingh-Onnes (১৮৫৩—১৯২৬) হল্যান্ড।	A. Werner (১৮৬৬—১৯১৯) সুইসদেশ।	Prof. Ch. Richet (১৮৫০) ফ্রান্স।	Elihu Root (১৮৪৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও H. La Fontaine (১৮৫৪) বেলজিয়াম।
১৯১৪	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	Max von Laue (১৮৭৯) জারমানী।	Th. W. Richards (১৮৬৮—১৯২৮) যুক্তরাষ্ট্র।	Dr. R. Barany (১৮৭৬) অস্ট্রিয়া।	মহাযুদ্ধের সময় পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯১৫	Romain Rolland (১৮৬৬) ফ্রান্স।	W. H. Bragg (১৮৬২) ও তৎপুত্র W. L. Bragg (১৮৯০) ইংল্যান্ড।	R. Willstaetter (১৮৭২) জারমানী।	পুরস্কার বিতরণ হয় নাই	মহাযুদ্ধের সময় পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৬	Werner Heidenstam (১৮৫৯) সুইডেন।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	মহাযুদ্ধের সময় পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।

বৎসর	সাহিত্য	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন বিজ্ঞান	চিকিৎসা বিজ্ঞান	শান্তির জন্য
১৯১৭	Karl Gjellerup (১৮৫৭—১৯১৯) H. Pontoppidan, (১৮৫৭) ডেনমার্ক।	Ch. G. Barkla (১৮৭৭) স্কটল্যান্ড।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	International Red Cross Society, জেনেভা।
১৯১৮	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	Max Planck (১৮৫৭) জারমানী।	F. Haber (১৮৬৮—১৯৩৫) জারমানী।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯১৯	K. Spitteler (১৮৫৪—১৯২৪) সুইসদেশ।	J. Starke (১৮৭৪) জারমেনী।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	J. Bordet (১৮৭০) বেলজিয়াম।	Woodrow Wilson (১৮৫৬—১৯২৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৯২০	Knut Hamsun (১৮৫৯) নরওয়ে।	Ch. E. Guillaume (১৮৬১) ফ্রান্স।	W. Nernst (১৮৬৪) জারমানী।	A. Krogh (১৮৭৪) ডেনমার্ক।	Leon Bourgeois (১৮৫১—১৯২৫) ফ্রান্স।
১৯২১	Anatole France (১৮৪৪—১৯২৪) ফ্রান্স।	A. Einstein (১৮৭৯) জারমানী।	F. Soddy (১৮৭৭) ইংল্যান্ড।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	H. Branting (১৮৬০—১৯২৫) সুইডেন Chr. L. Lange (১৮৬৯) নরওয়ে।
১৯২২	Jacinto Benavente (১৮৬৬) স্পেন।	N. Bohr (১৮৮৫) ডেনমার্ক।	F. B. Aston (১৮৭৭) ইংল্যান্ড।	A. Hill (১৮৮৬) ইংল্যান্ড ও O. Meyerhof (১৮৮৪) জারমানী।	F. Nansen (১৮৬১—১৯৩০) নরওয়ে।
১৯২৩	William B. Yeats (১৮৬৫—১৯৩৮) আয়ারল্যান্ড।	R.A. Millikan (১৮৬৮) যুক্তরাষ্ট্র।	F. Pregl (১৮৬৯) জারমানী।	F. G. Banting (১৮৯১) ও J. R. Mcleod (১৮৭৬) কানাডা।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯২৪	Wladislaw S. Reymont (১৮৬৮—১৯২৫) পোল্যান্ড।	M. Siegbahn (১৮৮৬) নরওয়ে।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	W. Einthoven (১৮৬০—১৯২৭) হল্যান্ড।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯২৫	George Bernard Shaw (১৮৫৫) ইংল্যান্ড।	James Franck (১৮৮২) ও G. Hertz জারমানী।	R. Zsigmondy (১৮৬৫—১৯২৯) জারমানী।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই	Sir Austin Chamberlain (১৮৬৩—১৯৩৭) ইংল্যান্ড ও C. G. Dawes মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৯২৬	Grazia Deledda (১৮৭১) ইতালি। মহিলা	Jean B. Perrin (১৮৭০) ফ্রান্স।	Th. Svedberg (১৮৮৪) নরওয়ে।	J. Fibiger, ডেনমার্ক ও J. Wagner-Jauregg (১৮৫৭) অস্ট্রিয়া।	G. Stresemann (১৮৭৮—১৯২৯) জারমানী ও A. Briand (১৮৬২—১৯৩২) ফ্রান্স।
১৯২৭	Henri Bergson (১৮৫৯—১৯৪০) ফ্রান্স।	Ch. T. Rees-Wilson (১৮৬৯) ইংল্যান্ড ও Arthur Compton (১৮৯২) যুক্তরাষ্ট্র।	H. Weiland (১৮৭৭) জারমানী।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	L. Quidde (১৮৫৮) জারমানী ও F. E. Buisson (১৮৪১) ফ্রান্স।
১৯২৮	Mme. Sigrid Undset (১৮৮২) নরওয়ে। মহিলা	Owen W. Richardson (১৮৭৯) ইংল্যান্ড।	Adolf Windaus (১৮৭৬) জারমানী।	Ch. Nicolle ফ্রান্স।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯২৯	Thomas Mann (১৮৭৫) জারমানী।	Duc Louis de Broglie (১৮৯২) ফ্রান্স।	Arthur Harden (১৮৬৫) ইংল্যান্ড ও Hans von Euller-Cheplin (১৮৭৩) সুইডেন।	Dr. Frederick ও G. Hopkins (১৮৬১) ইংল্যান্ড ও Dr. C. Eijkmann হল্যান্ড।	F. B. Kellogg (১৮৫৬—১৯৩৭) আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

বৎসর	সাহিত্য	পদার্থ বিজ্ঞান	রসায়ন বিজ্ঞান	চিকিৎসা বিজ্ঞান	শান্তির জন্য
১৯৩০	Sinclair Lewis (১৮৮৫) যুক্তরাষ্ট্র।	Sir Chandrasekhara V. Raman (১৮৮০) কলিকাতা।	Hans Fischer (১৮৮১) জারমানী।	Dr. Carl Landsteiner (১৮৬৮) মার্কিন।	Dr. Nathan Soderblom, Upsala সুইডেন।
১৯৩১	Dr. Eric Axel Karfeldt সুইডেন।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই	Carl Bosch (১৮৭৪) ও F. Bergius (১৮৮৪) জারমানী।	Dr.Otto H. Warburg (১৮৮৩) জারমানী।	Miss Jane Addams (১৮৬০) ও N. M. Butler (১৮৬২) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
১৯৩২	John Galsworthy (১৮৬৬—১৯৩৩) ইংল্যান্ড।	Prof. W. Heisenberg জারমানী।	Dr. Irving Langmuir (১৮৮১) আমেরিকা।	Sir Ch. Sherrington ও Prof. Edgar D. Adrian (১৮৮৯) ইংল্যাণ্ড।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯৩৩	Ivan Bunin (১৮৭০) রুশদেশীয়।	Prof. P. A.M. Dirac ইংল্যান্ড ও Prof. Erwin Schrodinger অস্ট্রিয়া।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	Prof. Thomas H. Morgan (১৮৬৬) আমেরিকা।	Norman Angell (১৮৭৪) ইংল্যান্ড।
১৯৩৪	Lugi Pirandello (১৮৬৭) ইতালী।	পুরস্কার দেওয়া হয় নাই।	H. C. Urey (১৮৯৩) আমেরিকা।	Dr. George Minot (১৮৮৫) ও G. H. Whipple (১৮৭৮) W. P. Murphy (১৮৯৫) আমেরিকা।	Arthur Henderson (১৮৯৩) ইংল্যান্ড।
১৯৩৫	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।	James Chadwick ইংল্যান্ড।	Prof. & Mrs. Irene Curie Joliot (১৮৯৭) ফ্রান্স।	Dr. Hans Spemann, (১৮৬৯) জারমানী।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।
১৯৩৬	Eugene O' Neill (১৮৮৮) যুক্তরাষ্ট্র।	Prof. V. G. Hess জারমানী ও C. D. Anderson আমেরিকা।	Prof. Derbye হল্যান্ড।	Sir Henry Dale ইংল্যান্ড ও Prof. Otto Loewe অস্ট্রিয়া।	Carlvon Ossietosky জারমানী ও M. Delames আর্জেন্টাইন।
১৯৩৭	Roger Martin du Gard (১৮৮১) ফ্রান্স।	Prof. George P. Thomson ইংল্যান্ড ও Dr. Clinton J. Davisson (১৮৮১) যুক্তরাষ্ট্র।	Prof. W. N. Haworth (১৮৮৩) ও Prof. Paul Karrer (১৮৮৯) সুইসদেশ।	Prof. Albert von Szent-Gjorge of Szeged হাংগেরি।	Lord Cecil of Chelwood, (১৮৬৪) ইংল্যান্ড।
১৯৩৮	Pearl Buck, যুক্তরাষ্ট্র। মহিলা।	Enricho Fermi (১৯০১)ইতালী।	Prof. Kuhn জারমানী।	Prof. C. Heymans বেলজিয়াম।	Nansen International office for Refugees Geneva.
১৯৩৯	Eeemil Sillanpaa (১৮৮৮) ফিনল্যান্ড।	E. O. Lawrence (১৯০১) যুক্তরাষ্ট্র।	Prof. Butenandt সুইসদেশ ও Prof. Ruzicka (১৮৭০) চেকদেশ।	Prof. Gerhard Domagt জারমানী।	পুরস্কার প্রদত্ত হয় নাই।

নোয়া, নুআ, নূহ (Noah)

ইহুদীদের (বাইবেল) পুরাণানুসারে লামেখের পুত্র এবং শাম, হাম ও ইয়াফেসের (Shem, Ham, Japeth) পিতা। ঈশ্বরের আদেশে জলপ্লাবনের পূর্বেই তিনি এক বিরাট নৌকা (Ark) নির্মাণ করেন ও তাহাতে পৃথিবীর বহু জাতীয় প্রাণীর নমুনা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। প্রলয়ান্তে তাঁহার পুত্রাদি হইতে পৃথিবীর মানবজাতি ও আশ্রিত প্রাণী হইতে জীবজগত সৃষ্ট হয়।

নোরেনসিওল্ড (Nordenskiold ১৮৩২—১৯০১)

সুইডিশ ভ্রমণকারী। আর্কটিক মহাসাগর অতিক্রম করিয়া অতলান্তিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পৌছান (১৮৭৯)। ইতিপূর্বে কেহ পারে নাই। গ্রীনল্যান্ড দুইবার আবিষ্কারে যান।

নৌকা

সংস্কৃত নৌ, গ্রীক naus, কেল্‌টিক nau, লাতিন navis, জারমান nacho, ইংরেজি navy, সমস্তই এক মূল আর্যভাষার শব্দ হইতে হইয়াছে।...নদী খাল প্রভৃতির উপর দিয়া চলিবার উপযুক্ত ভাসমান যান; বৃহত্তর যানকে জাহাজ বলে। আদি যুগের নৌকা ছিল ডোঙা বা (cannoe) গাছের লম্বা গুঁড়ি কাটিয়া ও তাহার ভিতরটা ফোঁপরা-করা। ইহাকে চামড়ার মশক ও লোহার কড়াইয়ের মত পদার্থ নদী পারাপারে ব্যবহৃত হয়। বেত বা শরের উপর চামড়া দিয়া অনেক জায়গায় লোকে নৌকা বানাইত। ক্রমে কাঠের তক্তা দিয়া নৌকা নির্মিত হয়। দাঁড়ের দ্বারা বা পাল খাটাইয়া বাতাসের সাহায্যে অথবা বাতাস না থাকিলে সামনে দড়ি দিয়া গুণ টানিয়া নৌকা চালানো হয়। আজকাল লোহার চাদরে তৈয়ারী নৌকা পেট্রোল ইন্‌জিন শক্তিবলে চলিতেছে।...বাংলাদেশ নদীমাতৃক বলিয়া এইখানে নৌবিদ্যার বিশেষ উন্নতি হয়। বাংলার নৌকার কতকগুলি নাম :—কোষা, জলবা, সারঙ্গা, কোন্দা, পারেন্দা, পাতেলা, সলব (Sloop), পালেন, বহর, খাটকুড়ি, মহালকুড়ি, পালওয়ার, জঙ্গীখালু, খাসী, চুটা, বালাম, ঢাউস, পানসী, ডিঙি, জেলে-নৌকা, গাদা বোট, ছিপ, বজরা, হাউস-বোট ইত্যাদি। কোষা, ছিপ ও জেলে ছিল রণতরী; কোষায় আগ্নেয়াস্ত্র থাকিত। শ্রীপুর ছিল নৌকা নির্মাণের একটি কেন্দ্র।...সংস্কৃত 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে বহুবিধ নৌকার নাম ও গঠনভঙ্গীর উল্লেখ আছে। ঐ গ্রন্থে দশপ্রকার সামান্য নৌকা ও দশপ্রকার বিশেষ নৌকার নাম পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের নৌ-মুখভাগে সিংহ, মহিষ, সর্প, হস্তী ব্যাঘ্রাদির আকৃতি অঙ্কণ বা মণির দ্বারা বিন্যস্ত হইত। গৃহযুক্ত নৌকা তিন প্রকার ছিল, সর্বমন্দিরা, মধ্যমন্দিরা, ও অগ্রমন্দিরা। সর্বপ্রকার বায়ুর বেগ সহনক্ষম যন্ত্রচালিত নৌকার নাম ছিল সর্বতাপসহা। সমুদ্রগামী নৌযানের নাম মহানৌ ও সর্বমঙ্গলা।

(Monochoria hastæfolia)

জলজ শাক; ফুল নীলবর্ণ, নৌকার মতন; পাতার বোঁটা লম্বা, বাণের আকার; ফুলের বোঁটাও লম্বা। ছোট ছোট নদীর খালের ধারে জন্মে। (যোগেশ)

নৌবাহিনী (Navy)

অতি প্রাচীনকাল হইতে জলদস্যু ও অন্যান্য শত্রুদের আক্রমণ হইতে দেশের বহির্বাণিজ্য রক্ষা করিবার জন্য রণতরী বা নৌবাহিনী রাখিবার ব্যবস্থা তদ্দেশীয় রাষ্ট্রনীতিকদের করিতে হইত। জলদস্যুর ভয়ই ছিল প্রধান ভয়; তারপর বিভিন্ন ব্যবসায়ী জাতির মধ্যে প্রতিযোগিতা ও লুণ্ঠন ভয় ছিল; ফলে বাণিজ্যতরী (merchant-man) রক্ষার জন্য রণতরী (man-of-war) প্রস্তুত হয়। ইউরেশিয়ার আদিতম নৌবাহিনী ছিল ফিনিকদের। ফিনিকদের নৌবাহিনী ধ্বংস হইলে গ্রীকদের অভ্যুদয় হয়। উঃ আফ্রিকার কার্থেজের নৌবাহিনী ধ্বংস করিয়া রোমের ইতিহাস সুরু। মধ্যযুগে তুর্কীর নৌশক্তি লেপান্টোর যুদ্ধে (১৫৭১) ধ্বংস হইলে তুর্কীর প্রগতি বন্ধ হয়। স্পেনীশ আর্মাডা ধ্বংস হইলে (১৫৮৮) ইংল্যান্ডের সমুদ্রে শ্রেষ্ঠত্ব অবিসম্বাদী হইয়াছিল। নেপোলনীয় সমরে ফরাশী ও স্পেনের সমবেত নৌবল নেলসন্ প্রায় ধ্বংস করেন (১৮০৫) এবং তাহার ফলে ইংরেজের ভারতের পথ নিষ্কণ্টক হয়।...ভারতে তুর্কী বা মুগলদের নৌবল না থাকায় ইউরোপীয়দের সমুদ্রপথে বাধা দিতে তাহারা পারে নাই পোর্তুগীজদের নৌবাহিনী আরবদের নৌশক্তিকে ধ্বংস করিয়া ভারত মহাসাগরে একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তার করে।...১৮১৪ প্রথম স্টীম রণতরী প্রস্তুত হয়; ইহার পর হইতে যুদ্ধ জাহাজের বহু উন্নতি হয়। ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে জাহাজ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে থাকে; যুদ্ধ জাহাজ বৃহত্তর কামান দ্বারা সজ্জিত হয়। ১৯ শতকে সমুদ্রবক্ষে ইংরেজের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ ছিল না। কিন্তু ১৮৮০ হইতে জারমানীর কলোনী ব্যাপ্তির দিকে দৃষ্টি গেল, এবং জারমানীর শিল্পোন্নতির সহিত তাহার নৌশক্তি বাড়িতে লাগিল।

১৮৮০ হইতে ১৯১৪র মহাসমর পর্যন্ত এই পঁচিশ বৎসর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জারমানী, আমেরিকা, জাপান, রুশের মধ্যে নৌশক্তি বৃদ্ধির পাল্লা চলে। ইতিমধ্যে ১৯০৪এ জাপান রুশের নৌশক্তি প্রশান্ত মহাসাগরে ধ্বংস করিয়া দিলে সকল সভ্য জাতিই দ্রুত রণতরী নির্মাণে মনযোগ দিল। ২০,০০০টনী ড্রেড্‌নট ও সুপার-ড্রেড্‌নট্ ধরণের রণতরী নির্মাণে সকলে লাগিয়া গেলেন; ঐ সবের এক একখানিতে ব্যয়হইত ৭০।৮০ লক্ষ পাউণ্ড। গত মহাযুদ্ধের পর সকল দেশে এই ধরণের জাহাজ নির্মাণ না করিয়া ক্ষুদ্রতর (৬৫০০ টনী) রণতরী বানাইতে সুরু করে। ১৯২২এ মার্কিন রাজ্যের ওয়াশিংটন শহরে অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য

প্রধান নৌশক্তিসমূহের সভা হয়, তাহাতে স্থির হয় যে ৩৫ হাজার টনী জাহাজ ও তদুপরে ১৬" কামান চড়ানো হইবে উর্দ্ধতম আদর্শ। ইহার পরেও নিয়ন্ত্রণের বৈঠক বসিয়াছিল কিন্তু সে নিয়ন্ত্রণ মানিয়া বেশিদিন কেহই চলে নাই। বর্তমান মহাযুদ্ধের পূর্বে ছিল কোন জাতির কি রকম নৌশক্তি তাহা নিম্নে দেওয়া হইল : - ১৯৩৫এর হিসাব—

	বৃটেন	মার্কিন	জাপান	ফ্রান্স	ইতালি
রণতরী	১৫	১৫	৯	৯	৪
ক্রুইজার	৫১	২৬	৪০	১৫	২৫
এরোপ্লেনবাহী	৮	৪	৪	১	×
ডেস্ট্রয়ার	১৬২	২১৩	৯৭	৭১	৯৯
ডুবো জাহাজ	৫০	৮৪	৬০	৮৭	৬৯
অন্যান্য				৫৩	২

নাবিক লস্কর ১০০,০০০ ৮২,৮১৮

ভারতের সমুদ্রে বৃটিশ রণতরী কয়েকখানি থাকে, তাহা East Indies Squadron নামে পরিচিত। ইংল্যান্ড হইতে সৈন্যাদি আনা লওয়ার জন্য ভারতবর্ষ বৃটেনকে এক লক্ষ পাউণ্ড বৎসরে দেয় ; এছাড়া Royal Indian Navy আছে ; ইহাদের কর্তব্য যুদ্ধ জাহাজের কাজ শেখানো এবং বঙ্গোপসাগরে মৎস্য রক্ষা ; বিদেশী আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার জন্য মোটেই উপযুক্ত নহে।

নৌবিদ্যা (Navigation)

সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা, তাহার স্থান ও সময় নির্দেশ প্রভৃতি জ্ঞান নৌবিদ্যার অন্তর্গত। এই কাযের প্রধান সহায় হইতেছে দিগ্‌দর্শন কম্পাস্ ও চার্ট বা মানচিত্র। মানচিত্রের উপর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা অঙ্কিত থাকে এবং চৌম্বক বা যথার্থ উত্তর দিক চিহ্নিত থাকে। চার্টের উপর জাহাজের অবস্থান ও নির্দিষ্ট পথ দেখানো থাকে। ডাঙ্গা দেখা গেলে কম্পাসের সাহায্যে জাহাজের দিক ঠিক করা কঠিন হয় না ; কিন্তু অকুল সমুদ্রে নানা প্রকার যন্ত্রের সাহায্য লইতে হয়। প্রথমত গতিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে নাবিক জানিতে পারে জাহাজ কত নট্ (দ্রঃ) আসিয়াছে ; দ্বিতীয়ত চন্দ্র, সূর্য ও তারকাদের অবস্থান প্রভৃতি পর্যবেক্ষণের দ্বারা মধ্যি-সমুদ্রে জাহাজের স্থান নির্দেশ করা যায়। পাশ্চাত্য দেশে ও জাপানে নৌবিদ্যা শিক্ষা দিবার বহু বিস্তৃত ব্যবস্থা আছে। ভারতবর্ষে অতি সামান্যই ব্যবস্থা আছে।

নৌসারণী (Nautical Almanac)

সূর্য ও গ্রহাদির গতি, অবস্থান, জোয়ার-ভাঁটার সময় প্রভৃতি অতি বিস্তৃত ও সূক্ষ্মভাবে এই বার্ষিক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। নৌ চলাচলের পক্ষে ও জ্যোতিষ অধ্যয়নের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় পঞ্জিকা। ১৭৬৭ অব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় ও ১৮৩৪ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের Royal Astronomical Society হইতে প্রকাশিত হইত। ঐ বৎসর হইতে তথাকার নৌবিভাগ (Admiralty) ইহা প্রকাশ করিতেছেন।

ন্যাফথা (Naphtha)

কাস্পিয়ান হ্রদের নিকট একপ্রকার তরল উদঙ্গারকে (hydrocarbon) প্রাচীন অসুরীয়রা 'নপতু' বলিত। বর্তমানে আলকাতরা, শেল্ অইল ও পেট্রোলিয়াম হইতে আংশিক চোলাই করিয়া যে উদঙ্গার পাওয়া যায় তাহারই সাধারণ নাম।

ন্যাফথালিন (Naphthalin)

আলকাতরার মধ্যস্থিত এক প্রকার গন্ধযুক্ত উদঙ্গার (hydrocarbon)। ১৭০—২৩০° (c) তাপে আলকাতরা চোলাই করিলে একপ্রকার মোটা কৃস্টাল তৈয়ারী হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ইহা হইতে খাঁটি দ্রব্য পাওয়া যায়। ইহা ৭৯° (c) তাপে গলে ও ২১৮° (c) তাপে ফুটিতে আরম্ভ করে। ইহা কঠিন, শ্বেত ও তীব্র গন্ধযুক্ত। ইহা কীটমারী অ্যাণ্টিসেপ্‌টিক। রঙের শিল্পে (dyes) ইহার ব্যবহার সবচেয়ে অধিক। আলকাতরার এই উপসামগ্রী হইতে কৃত্রিম নীল তৈয়ারী সুরু হয়। ইহার শাদা শাদা গুলি বাজারে বিক্রয় হয়।

ন্যায়দর্শন

প্রাচীন ভারতের ষড়্‌দর্শনের অন্যতম। মহর্ষি গোতম ইহার সূত্রকার। ন্যায়দর্শনকে তর্কশাস্ত্র, অক্ষপাদদর্শন, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। সংশয়নিরাসপূর্বক সিদ্ধান্ত স্থাপন করাকে 'ন্যায়' বলে ; অনুমানের সাহায্যে অপরকে কিছু বুঝাইতে গেলে যে রীতিতে বুঝাইতে হয়, সেই রীতিকে 'ন্যায়' বলে। অথবা বিভিন্ন প্রমাণের সাহায্যে প্রত্যেক বস্তুর তত্ত্ববিচার করার নাম 'ন্যায়'।…বিপক্ষের উদ্ভাবিত কুতর্কসমূহ নিপুণভাবে তর্কের সাহায্যে খণ্ডিত হয় এবং এই শাস্ত্র তর্কপ্রধান বলিয়া ইহার এক নাম 'তর্কশাস্ত্র'। মহর্ষি গোতমের অন্য নাম ছিল অক্ষপাদ ; সেইজন্য তাঁহার প্রণীত দর্শনকে অক্ষপাদদর্শনও বলা হয়। দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ প্রভৃতি প্রত্যক্ষের সাহায্যে অথবা শ্রুতির সাহায্যে যদি কোনও অনুমান করা হয়, তাহার নাম 'অন্বীক্ষা' অথবা প্রত্যক্ষ কিম্বা শ্রুতি প্রমাণের সাহায্যে যাহা অবগত হওয়া যায়, সেই বিষয়ের পরে আলোচনা বা মনন করার নাম 'অন্বীক্ষা' ; যে শাস্ত্রে ঐ অন্বীক্ষা নির্বাহে সহায়তা করে তাহার নাম আন্বীক্ষিকী।…মূল দর্শনে সাধারণতঃ ৫৪৭টি সূত্র দেখিতে পাওয়া যায় ; বাচস্পতিমিশ্রের মতে সূত্র সংখ্যা ৫২৮। ন্যায়দর্শনে ৫টি অধ্যায় ; প্রত্যেক অধ্যায়ে ২টি বিভাগ বা আহ্নিক। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন দশটি আহ্নিক মহর্ষি গোতম দশ দিনে রচনা করেন। ১ম অধ্যায়ের দুই আহ্নিকে পদার্থ নিরূপণ ; ২য় অধ্যায়ের দুই আহ্নিকে

প্রমাণ আলোচনা। ৩য় ও ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমেয় আলোচনা। ৫ম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে জাতিনিরূপণ; ৫ম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহ স্থান নিরূপণ। প্রসঙ্গত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা গ্রন্থমধ্যে আছে।...দার্শনিকগণ জগতের সমস্ত বস্তুকে ব্যবহারের সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে শ্রেণীত করিয়াছেন। এই শ্রেণীবিভাগকে বলা হয় পদার্থ-সংকলন; এক একটি শ্রেণীর নাম পদার্থ (দ্রঃ)। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পদার্থ-সংকলনের বিস্তৃতি বা অল্পতা দ্বারা প্রাচীনতা ও আধুনিকতার বিচার করিলে বলা যায় ন্যায়দর্শন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন, আর বেদান্ত সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন; কারণ ন্যায়দর্শন ১৬টি পদার্থ স্বীকার করে; কণাদ (বৈশেষিককার) ছয়টি, কপিল দুইটি; বেদব্যাস মাত্র একটি পদার্থ কল্পনা করেন। পতঞ্জলি কপিলেরই অনুক্ত অংশ বিস্তার করিয়াছেন, সুতরাং ঐ বিষয়ে তাঁহার অন্য কোন অভিমত নাই; পূর্বমীমাংসাকার জৈমিনি মুনি প্রধানভাবে কর্ম ও অদৃষ্টের বিচার করিয়াছেন, তিনিই মোটে পদার্থ নির্ণয় করেন নাই। মহর্ষি গোতম প্রবর্তিত ১৬টি পদার্থের নাম: (১) প্রমাণ, (২) প্রমেয়, (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব, (৮) তর্ক, (৯) নির্ণয়, (১০) বাদ, (১১) জল্প, (১২) বিতণ্ডা, (১৩) হেত্বাভাস, (১৪) ছল, (১৫) জাতি,, (১৬) নিগ্রহস্থান। এই ষোল প্রকার পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে মুক্তিলাভ হয়। ইহাদের মধ্যে প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ ভাবে মুক্তির কারণ, অন্য কিছুর অপেক্ষা রাখে না। ইহাদের মধ্যে 'প্রমেয়' পদার্থ বলিলে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মনঃ, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটি বুঝায়। এই দ্বাদশটি প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক। ......বাৎস্যায়ন গোতমকৃত-ন্যায়দর্শনের প্রাচীনতম ভাষ্যকার। মহাযান বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্নাগ প্রভৃতি নৈয়ায়িকের দ্বারা ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য খণ্ডিত হইলে ভারদ্বাজ উদ্দ্যোতকর বাৎস্যায়ন-ভাষ্যর 'বার্তিক' রচনা করিয়া বৌদ্ধমত খণ্ডন করেন। ন্যায়বার্তিকের অনেক টীকা হইয়াছিল। পরে ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ উহারও প্রতিবাদ করিতে থাকিলে কালে উদ্দ্যোতকরের সম্প্রদায় বিলুপ্তপ্রায় হয়। ৯ম শতকে বাচস্পতিমিশ্র 'ন্যায়-বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা' লিখিয়া প্রাচীন ন্যায়কে উদ্ধার করেন; কালে মিথিলা ও পরে নবদ্বীপ ন্যায়ালোচনার বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়। নবদ্বীপের নব্য নৈয়ায়িকগণ ন্যায় সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর একদা নবদ্বীপের প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল।

ন্যায় সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থ:—নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, ন্যায়দর্শনের ইতিহাস (১৯৩২)। মঃ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ প্রণীত ন্যায় পরিচয়। ঐ ন্যায় দর্শন ৬ খণ্ড।

ন্যাশনালিজিম্ (Nationalism)

নেশন, ন্যাশনাল শব্দ এদেশে ইউরোপ হইতে আসিয়াছে। 'নেশন' বলিতে একটি জাতি বুঝায়; নেশন বা জাতির একটি দেশ থাকা প্রয়োজন; জাতীয় সংস্কৃতি ও ভাষার ঐক্য প্রয়োজনীয়; ঐতিহাসিক উৎপত্তির মধ্যে মিল থাকা চাই। সবথেকে বড় কথা আর্থিক স্বার্থ একহওয়া। এই সমস্ত মিলিয়া লোকের মনের মধ্যে যে একটি ভাব সৃষ্টি হয়, তাহাকে ন্যাশনালিজম বলে। পৃথিবীর মধ্যে জাতিতে-জাতিতে এই ধরণের চিন্তা উৎকট হইয়া উঠিয়া বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। এই বিকট মনোভাবকে সৃষ্টি করিবার জন্য সকল দেশই সচেষ্ট। বহু মনিষী মানুষের এই আত্মঘাতী মনোভাব দূর করিবার জন্য নানা সভাসমিতি সৃষ্টি করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইতেছে। ১৯১৬ এ রবীন্দ্রনাথ Nationalism গ্রন্থে এই উৎকট জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে জাপানে ও আমেরিকায় বক্তৃতা করেন।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন (National Council of Education)

১৯০৬ এ বঙ্গদেশে জাতীয় আন্দোলনের সময় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য এই সমিতি স্থাপিত হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান যাদবপুরস্থ College of Technology & Engineering পরিচালনা করিতেছে। অন্যান্য বিদ্যালয় ও কলেজ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

প

পওহারী বাবা (১৮৪০—৯৮)

সন্ন্যাসী। যুক্তপ্রদেশ জৌনপুর প্রেমারপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। ইঁহার আসল নাম ছিল হরভজন দাস। পিতা অযোধ্যা তেওয়ারী হরভজন সংস্কৃত শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া বহু বর্ষ দেশ পর্যটন করেন; তদনন্তর ১৫ বৎসর দ্বার বন্ধ করিয়া তপস্যা করেন ও অবশেষে যজ্ঞাগ্নিতে আত্মাহুতি করেন। দুধ ও বেলপাতার রস খাইয়া থাকিতেন বলিয়া পও(দুধ)-হারী নাম হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ও কেশবচন্দ্র ইঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহার একখানি জীবনী লেখেন। দ্রঃ গণেশ-মুখোপাধ্যায়, জীবনী সংগ্রহ।

পক্ষ

(১) বাংলায় নানাভাবে এই শব্দ ব্যবহৃত হয়; মামলার বাদী বা প্রতিবাদীর অনুকূলে যাহারা থাকে, তাহাদিগকে 'পক্ষ' বলে। এজমালিতে কোন বিষয় থাকিলে যদি সরিকদের একজন ঐ বিষয় সংক্রান্ত কোনো মামলা করিতে চান, তবে অন্য সরিক-দিগকে তিনি নোটিশ দিয়া 'পক্ষভুক্ত' করিতে পারেন।… (২) গণিতে Equation বা সমীকরণ অঙ্কে একটি Sideকে পক্ষ বলে। (৩) ন্যায়শাস্ত্রে ইহার প্রয়োগ আছে।
(৪) ৩০টি তিথিতে ২ পক্ষ; সুতরাং প্রতি পক্ষে ১৫ তিথি (দ্রঃ)। পূর্ণিমান্ত পক্ষকে শুক্ল ও অমাবস্যান্ত পক্ষকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। দুই পক্ষে এক চান্দ্র মাস—সৌর মাস হইতে কিছু কম।

পক্ষধর মিশ্র (১৫ শতক)

মিথিলার ন্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত। ইঁহার যথার্থ নাম জয়ধর মিশ্র তর্কালঙ্কার। ইনি বহু সংখ্যক ছাত্রের গুরু ছিলেন। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনন্দন প্রভৃতি ইঁহার ছাত্র। ইনি গঙ্গেশের 'চিন্তামণি'র উপর এক ভাষ্য রচনা করেন।

পক্ষাঘাত (Paralysis)

অঙ্গবিশেষের নাড়াইবার বা অনুভবের শক্তির অভাব। মাংস-পেশীর ব্যাধি বা মনের ব্যাধি হইতেও এরূপ হইতে পারে। শারীর যন্ত্রের বিকলতা সাধারণত মস্তিষ্কের মেরুদণ্ডবাহী নার্ভমণ্ডলের (nerve) বা মাংসপেশীর ব্যাধিপ্রসূত। উভয় ক্ষেত্রেই পেশী সমূহ কার্য করিতে পারে না। নার্ভসমূহ শুকাইয়া যায় বলিয়া মস্তিষ্কে স্পর্শাদির অনুভব হয় না, বা তথা হইতে কোনো ইচ্ছার প্রত্যুত্তর পাওয়া যায় না; যেমন ইচ্ছা করিলেও হাত উঠে না। মনের ব্যাধিতে শরীরের কোনো দৌর্বল্য দেখা যায় না কিন্তু মন বিকল হইয়া যায়।

পক্ষান্তরকরণ (Transposition)

বীজগণিতে সমীকরণের (দ্রঃ) যে কোন পার্শ্বের একটি পদকে চিহ্ন পরিবর্তন করিয়া অপর পার্শ্বে পক্ষান্তর করা যাইতে পারে।

পক্ষিরাজ নক্ষত্রমণ্ডল (Pegasus constellation)

দ্রঃ পেগেসাস্।

পগ-মিল (Pug mill)

কর্দম জাতীয় মিশ্রন তৈয়ারী করিবার জন্য ব্যবহৃত এক প্রকার যন্ত্র। কর্দম ও প্রয়োজনমত বালু মিশাইয়া লোহার একটি বৃহৎ পাত্রে ফেলা হয়; ভিতরে বাঁকা কোদালের মত যন্ত্র আছে—সেগুলি বাষ্পশক্তি বা গোশক্তির দ্বারা চালিত করিলে কাদা খুব ভাল করিয়া 'ছানা' বা তৈয়ারী হয়। তৎপরে ইট প্রস্তুত হয়। (দ্রঃ ইট, পাজা)।

পঙ্কের কাজ

বাঙলাদেশে প্রাচীন অট্টালিকাতে প্রাচীর গাত্রে বালির কাজের উপরে পঙ্কের কাজ হইত। উহা এমন পালিশ হইত যে চকচক করিত। আজকাল জয়পুরের মিস্ত্রিরা বালির কাজের উপর চিত্র আঁকে। শান্তিনিকেতনে শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর প্রেরণায় এই ধরণের ভিত্তিচিত্র করা হইয়াছে।

পক্ষীর দল

১৯ শতকে প্রথমার্ধে কলিকাতায় রূপচাঁদ পক্ষীর গানের দলের একটি বিশেষ নাম ছিল। রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র জাতিতে ওড়িয়া ছিলেন; তিনি সঙ্গীত রচয়িতা ছিলেন; ইঁহার গানে পক্ষী বা খগরাজ ভণিতা থাকিত এবং তিনি যে গাড়ীতে যাইতেন তাহারও আকৃতি পাখীর খাঁচার মত ছিল; এইজন্য তাঁহার গানের দলের নাম হয় 'পক্ষীর দল'।

পঙ্গপাল (Locusts)

ক্ষুদ্র শৃঙ্গযুক্ত ফড়িঙ-এর নানাজাতের সাধারণ নাম। য়ুরোপের ভূমধ্যসাগর তীরে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, ভারতেও কখনো কখনো

এই ফড়িঙ আকাশ অন্ধকার করিয়া উড়িয়া আসে। ইহারা শস্যক্ষেত্র উজাড় করে, এমনকি গাছের পাতা পর্যন্ত খাইয়া ফেলে। ভারতে পূর্বে ইহাদের উৎপাতে শস্য এমনভাবে নিঃশেষিত হইত যে সেজন্য কখনো কখনো দুর্ভিক্ষ হইত। বর্তমানে য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকগণ আফ্রিকায় ইহাদের ডিম পাড়িবার স্থান আবিষ্কার করিয়াছেন এবং তাঁহারা আশা করেন ইহাদের বংশ অগ্নি বা অন্য কোনো রাসায়নিক দ্বারা ধ্বংস করিতে সক্ষম হইবেন। স্ত্রীপোকার দেহে মাটি গর্ত করিবার যন্ত্র থাকে; উহার সাহায্যে গর্ত করিয়া তাহাতে ডিম পাড়ে। ডিম হইতে বাচ্চা হয়, শূক হয় না; বাচ্চা পোকার পাখা থাকে না, দলবদ্ধভাবে হাঁটিয়া শস্যক্ষেত্র আক্রমণ করে। ইহাদের মারিবার জন্য বহু প্রকার চেষ্টা হইয়াছে। ঝড়ের সময় বহু লক্ষ পতঙ্গ মরে ১৯১২এ বাংলাদেশের উপর দিয়া পঙ্গপাল যায়।

পচা, জিনিষ পচে কেন ?

বায়ুর মধ্যে নানা জাতীয় জীবাণু নিত্য উড়িতেছে, অদৃশ্য ধুলির মধ্যেও জীবাণু আছে। এই জীবাণু সমূহ মৃতদেহ বা পক্ব ফল প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া বৃদ্ধি পায়। জীবাণুর সেই বৃদ্ধি পচা মনে হয়।

পচাপাত (Pogostemon patcohuli)

তুলসী আদি বর্গের কদাকার শাক; পাতা সুগন্ধ, শুকাইলেও সুগন্ধ থাকে। কেশতৈলাদি সুগন্ধ করিতে [illegible]। কীটমারী। (Chopra 518; যোগেশ) হিন্দী—পচোলি

পচাই মদ

ভাত তৈয়ারী করিয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করা হয় এবং পরে 'বাখর' (দ্রঃ) মিশাইয়া ৪ হইতে ৮ দিন পযন্ত হাঁড়ির মধ্যে রাখিলে ভাত পচিয়া মদ হয়। দুইসের চাল হইতে প্রায় আটসের মদ হয়। মূল্য সের প্রতি ছয় পয়সা হইতে দুই আনা। ১ মণ চাউলে ১৬ হাঁড়ি মদ হয়। ইহার দাম আজকাল ১২৲ টাকা। গভর্নমেণ্ট ভেণ্ডারদের কাছ হইতে ষোল হাঁড়ি মদের জন্য ২৷৷০ টাকা লাইসেন্স লয়।...পচুই মদ রাঢ় অঞ্চলে খুব চলিত আছে।

পজিটিভ (Positive) দ্রঃ ধনাত্মক। পজিটিভ আধান (Positive Charge) দ্রঃ বিদ্যুৎ।

পজিটিভিজম্ (Positivism)

অগুস্ত কোঁৎ (August Comte 1798—1827)-এর দার্শনিক মতবাদ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিধান-সমূহ কোনপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা দৈবতত্ত্বর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। ইন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে আমরা সকল প্রকার বাহ্য বিষয় অবগত হই; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তথ্যের বাহিরে কোন তত্ত্ব নাই। পজিটিভিস্টরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব; তবে মনুষ্যত্ব, মানব সেবা প্রভৃতিতে ইহারা বিশ্বাসবান্।...১৯ শতকের গোড়ার দিকে বাংলা দেশের ইংরেজি শিক্ষিতদের মধ্যে এই ধরণের নাস্তিক্য মত দেখা গিয়াছিল।

কোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়।
গঙ্গা—ভাগীরথী, গোমতী, কৃষ্ণা, পিনাকিনী, কাবেরী।
তন্মাত্র—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।
নদ—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা।
পিতা—জনক, গুরু, শ্বশুর, অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা।
প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যানবায়ু।
গৌড়—সরস্বতীতীরস্থ দেশ, কনৌজ, উৎকল, মিথিলা, বঙ্গ।
অমৃত—দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, শর্করা।
গব্য—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, গোমূত্র, গোময়।
গুড়ি—শ্বেত, কৃষ্ণ, রক্ত, পীত, নীল।
তিক্ত—নিম, বাসক, পটোল-পত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ।
দেবতা—গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা।
পল্লব—আম্র, অশ্বত্থ, বট, পাকুড়, ডুমুর।
ভূত—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।
মকার—মৎস্য, মাংস, মদ্য, মুদ্রা, মৈথুন।
মূল—(দ্রঃ নিম্নে পঞ্চমূল)।
রত্ন—হীরা, নীলা, মাণিক, মুক্তা, প্রবাল।
লৌহ—সোনা, রূপা, তামা, রাঙ, সীসা।
লবণ—সৈন্ধব, সৌবর্চল, বিট, উদ্ভিদ, সামুদ্র।
শস্য—ধান, যব, মুগ, মাষ, তিল।
যজ্ঞ—ব্রহ্ম, নর, দৈব, পিতৃ, ভূত।
লক্ষণ—(পুরাণের) সৃষ্টি, প্রলয়, বংশবর্ণন, মন্বন্তর ও ইতিহাস।
বাণ—(কন্দর্পের) সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন।
অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা, শিরীষ—এই পাঁচটি ফুল কন্দর্পের বাণ বলিয়া কল্পিত।

বেদান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। বিদ্যারণ্য (দ্রঃ) ১৪ শতকের শেষভাগে 'পঞ্চদশী,' 'জীবনমুক্তি বিবেক,' 'অনুভূতি প্রকাশ' প্রভৃতি বেদান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৪৯এ প্রথম বাংলা অনুবাদ হয়। দ্রঃ রামকৃষ্ণ-ভাষ্য ও পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ (১৯০৪)।

পঞ্চজন

(১) বেদে পঞ্চজন বা জাতির উল্লেখ আছে; ইহারা অনু, দ্রুহ্য, তুর্বষু, যদু ও ভরত। অন্য ভাবেও পঞ্চজন ব্যাখ্যাত হয়।

(২) প্রভাসের নিকটস্থ সমুদ্রবাসী অসুর; হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহ্লাদের পুত্র। সান্দীপনী মুনির পুত্রকে হরণ করে। কৃষ্ণ সান্দীপনীর শিষ্য ছিলেন। পাঠ সমাপনান্তে কৃষ্ণ গুরুদক্ষিণাস্বরূপ গুরুপুত্রকে সমুদ্র হইতে উদ্ধার করেন ও অসুরকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন।

'পঞ্চতন্ত্র'

বিষ্ণুশর্মা বিরচিত বিখ্যাত সংস্কৃত নীতি ও কথা গ্রন্থ; অনুমান গুপ্ত পর্বে রচিত। পঞ্চতন্ত্রর কোন অধুনালুপ্ত পাঠ হইতে খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকে পারস্যের সম্রাট্ অনুশীরবান্ উহা পহ্লবী-ভাষায় তর্জমা করেন। ঐ অনুবাদ লুপ্ত; তবে সীরিয়ার ভাষায় উহার রূপান্তরিত সংস্করণ পাওয়া যায়; উহা 'কালিলগ ও দমনগ' নামে পরিচিত (৫৭০ খৃ অ)। ৮ম শতকে আরবী ভাষায় 'কালিলা ওয়া দিম্নহ্' নামে প্রকাশিত হয়। আরবী হইতে ১২ শতকে বল্দোর Alter Æsophus বা প্রাচীন ঈসপ, ১২৯৯এ ডন্ আলফনসোর স্পেনীশ রূপান্তর, ১২৫০-এর রাবি জোএল-এর হীবরু অনুবাদ, ১১৩০এ নাসির আল্লাকৃত পারসিক তর্জমা, এবং ১০৮০তে সিমিয়ন সেথ-এর গ্রীক ভাষান্তর হইয়াছিল। রাবি জোএল-এর হীবরু হইতে জন্ অব কাপুয়ার লাতিন (১২৭০), স্পেনীশ (১৪৯৩), ও ইতালিয়ান (১৫৫২) এবং ইতালিয়ান হইতে স্যার টমাস্ নর্থ ১৫৭০এ ইংরেজি তর্জমা করেন। জন্ অব কাপুয়ার তর্জমা হইতে জারমান ভাষায় ডিউক এবারহার্ট Buch der Beispeile (১৪৮০) নামে ভাষান্তরিত করেন। এদিকে নাসির আল্লাকৃত পারসিক হইতে আবুল ফজল ১৫৯০এ পঞ্চতন্ত্রর এক ভাষান্তর প্রকাশ করেন। সিমিয়ন সেথ-এর গ্রীক (১০৮০) হইতে রোমে লাতিন ভাষায় (১৬৬৬) এক অনুবাদ প্রকাশিত হয়; ইতালিয়ান ভাষায় তর্জমা হয় ১৫৮৩ অব্দে।...ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মত যে পঞ্চতন্ত্রর অনুবাদ পাশ্চাত্যদেশের লোকসাহিত্য (Folklore) সৃষ্টির জন্য বিশেষ-ভাবে দায়ী; বর্তমানযুগে সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র সম্বন্ধে জারমান পণ্ডিত বেন্‌ফী বহু গবেষণা করিয়াছেন। ইংরেজিতে মার্কিন পণ্ডিত লান্‌মান সবিস্তারে ইহার আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চদশভুজ (Quindecogon) পনেরটি বাহুযুক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্র। জ্যামিতিক সংজ্ঞা।

পঞ্চ দ্রবিড়

দ্রমিল (তামিল), কর্ণাট (কানাড়ী), গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ (অন্ধ্র) ব্রাহ্মণের সাধারণ নাম।...অন্ধ্র, চোল, পাণ্ড্য, কেরল ও কর্ণাট প্রভৃতি পাঁচটি রাজ্য।

পঞ্চভুজ (Pentagon) জ্যামিতিক সংজ্ঞা
পঞ্চ বাহুবেষ্টিত ঋজুরেখ ক্ষেত্র।

পঞ্চ বুদ্ধ

মহাযান বৌদ্ধ মতে পঞ্চবুদ্ধ কল্পিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চ মানুষীবুদ্ধ, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ ও পঞ্চ বোধিসত্ত্বাদি আছে।

পঞ্চ মানুষীবুদ্ধ—ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ, গৌতম, মৈত্রেয়।
—ধ্যানীবুদ্ধ- বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘ-সিদ্ধি।
—বোধিসত্ত্ব—সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, অবলোকিতেশ্বর, বিশ্বপাণি।
-- তারা—বজ্রধাত্রী, লোচনা, মামকী, পাণ্ডরা, তারা।
—ভূত -ব্যোম (শব্দ), মরুৎ (স্পর্শ), তেজ (রূপ), অপ্ (রস), ক্ষিতি (গন্ধ)।
-- বর্ণ—শ্বেত, নীল, পীত, রক্ত, হরিৎ।

বাংলার ধর্মপূজায় পঞ্চ গোসাঁইএর নাম আছে—শ্বেতাই, নীলাই, কাঁসাই, রাগাই (রামাই) ও গোসাঁই।

পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব (সাংখ্য)

কপিল মুনি ইঁহার দর্শনে পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের 'সংখ্যা' অর্থাৎ গণনা করিয়াছেন বলিয়া ইহাকে সাংখ্যদর্শন কহে। এই ২৫ তত্ত্ব:—মূল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার; শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, ও গন্ধতন্মাত্র—এই পাঁচটি তন্মাত্র; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পাঁচটী মহাভূত। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসনা ও ত্বক্ এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়ইস্বরূপ মনঃ; এবং পুরুষ।

পঞ্চমকার

তান্ত্রিক সাধকগণ পঞ্চ'ম'কার সাধন করেন, মদ্য, মাংস মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। মহানির্বাণতন্ত্র মতে নির্বিকার নিরঞ্জন ব্রহ্মে যোগদ্বারা যে প্রমোদ জ্ঞান তাহাই মদ্য; ব্রহ্মে সর্বকর্মফলের সমর্পণই মাংস; অসৎ সঙ্গ ত্যাগ ও সৎসঙ্গই মুদ্রা এবং মূলাধার-স্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তির সহিত যোগদ্বারা ষট্‌চক্রভেদ করিয়া শিরঃস্থ সহস্রদল পদ্মকর্ণিকার অন্তর্গত পরমশিবের সংযোগই মৈথুন। অন্য তন্ত্রমতে মদ্যর অর্থ ব্রহ্মরন্ধ্র স্থিত সহস্রদল পদ্ম-নিঃসৃত সুধাধারা পানে সাধকের যে মত্ততা জন্মে তাহাই ব্রহ্মা-নন্দরূপ মদ্য। মাংস—মা (রসনা)র অংশ বা বাক্যকে ভোজন অর্থাৎ মৌনাবলম্বন। মৎস্য—চঞ্চল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসকে প্রাণা-য়ামের দ্বারা সংযতকরার নাম মৎস্যাহার। মুদ্রা—আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও ক্রোধ এই আটটি মানুষের মনকে সর্বদাই চিহ্নিত করে, তাহাদের আয়ত্ত করার অর্থ মুদ্রা। মৈথুন—জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকে মৈথুন সাধন বলে।... তান্ত্রিকদের মধ্যে যাহারা কদাচারী তাহারা সত্যকার মদ্য-মাংসাদি লইয়া ব্যভিচার করে।

পঞ্চম জাতি

প্রাচীন ভারতের আর্য জাতি বা দ্বিজরাই ছিল উপবীত ধারণ, বেদাধ্যয়ন, বেদ শ্রবণ করিবার অধিকারী। আর্যদের উপনিবেশের নিকটে যে সকল আদিম বাসিন্দা শ্রমিকরূপে থাকিল, আর্যদের ভাষা শিখিল, আচার ব্যবহার অনুকরণ করিল, সেই 'ক্ষুদ্র'রা হইল শূদ্র। যাহারা আর্যদের আগমনে দেশ ত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া গেল—অর্থাৎ চতুর্বর্ণের বাহিরে পড়িল তাহারা হইল পঞ্চম। পঞ্চমরা দঃ ভারতে আছে; ইহারা অস্পৃশ্য। বহু লক্ষ পঞ্চম খৃস্ট ধর্মর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

পঞ্চাগ্নি

অন্নাহার, পচন, গার্হপত্য, আহবনীয়, আবসথ্য। ছান্দগ্য উপনিষদে দিব্, পর্জন্য, ধরা, অমর, যোষিৎ।

পঞ্চ মণ্ডল (Five Zone) দ্রঃ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল।

পঞ্চমুল

আয়ুর্বেদের ৯ প্রকার পঞ্চমুলের পাচনের উল্লেখ আছে। (১) স্বল্পপঞ্চমুল—শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর। (২) বৃহৎপঞ্চমুল—বেল, সোনা গামার, পারুল, গণিয়ারী। (৩) তৃণ পঞ্চমুল—কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু, দভ (উলুখড়)। (৪) শতাবর্যাদি পঞ্চমুল—শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, জীবন্তী, ক্ষীরকাকলী, জীবক। (৫) জীবকাদিপঞ্চমুল—জীবক, মেদা, মহামেদা ও জীবন্তী। (৬) বলাদি পঞ্চমুল—বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ড-মূল, মুগানী ও মাষাণী। (৭) গোক্ষুরাদি পঞ্চমুল—গোক্ষুর, শেয়াকুল, রাখালশসা, কালকাসন্দা, সমপ। (৮) গুড়ুচ্যাদি পঞ্চমুল—গুলঞ্চ, মেষশৃঙ্গী, অনন্তমূল, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরিদ্রা। (৯) কণ্টক পঞ্চমুল—করঞ্জ, গোক্ষুর, ঝাঁটি, শতমূলী, কেলেকড়া।

'পঞ্চরাত'

মহাকবি ভাসরচিত নাটক। 'নারদ পঞ্চরাত্র' একখানি ভক্তিশাস্ত্র।

পঞ্চশিখ

সাংখ্যদর্শনের দ্বাবিংশতি সূত্রাত্মক গ্রন্থ হইতে ইনি 'ষষ্টিতন্ত্র' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবাদ কপিলমুনিশিষ্য আসুরি ও তৎপত্নী কপিলা একটি বালককে শিষ্যরূপে পাইয়া তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেন, এই বালকই পঞ্চশিখ নামে পরিচিত।

পঞ্চাঙ্গ

প্রণামের পঞ্চাঙ্গ—জানুদ্বয়, করদ্বয়, মস্তক, বক্ষঃস্থল ও দর্শনেন্দ্রিয় যোগে অবনতি। রাজ্যের পঞ্চাঙ্গ—সহায়, সাধনোপায়, দেশকাল বিভাগ, বিপত্তি প্রতীকার, সিদ্ধি। বৃক্ষের পঞ্চাঙ্গ—মূল, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল। পুরশ্চরণ পঞ্চাঙ্গ—জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, বিপ্রভোজন। কালের পঞ্চাঙ্গ—বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ। শ্রাদ্ধের পঞ্চাঙ্গ—বৃষোৎসর্গ, কপিলাদান, দ্বিজ-দম্পতিপূজন, কাঞ্চনপুরুষ ও বিলক্ষণা শয্যা।

পঞ্চানন তর্করত্ন (১২৭৩—১৩৪৭ বঙ্গাব্দ)

বাংলার পণ্ডিত; ২৪-পরগণা ভাটপাড়া গ্রামে জন্ম। পিতা নন্দলাল বিদ্যারত্ন। ১২৯৩ হইতে 'বঙ্গবাসী' কার্যালয়ে শাস্ত্র-গ্রন্থ প্রকাশের ভার প্রাপ্ত হন। ইনি প্রায় ১০০ সংস্কৃত গ্রন্থ স্বয়ং অনুবাদ বা অনুবাদ সম্পাদন করেন; বহু গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সভাপতি, জাতীয় শিক্ষাপরিষদের সহঃ সভাপতি ছিলেন। ১৯২৬এ মহামহোপাধ্যায় উপাধি পান। ১৯২৯এ সারদা আইন পাশ হইলে তাহার প্রতিবাদে ঐ পদবী ত্যাগ করেন। ইনি সনাতন ধর্মে গভীর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। ব্রহ্মসূত্রের শক্তিমূলক ভাষ্য রচনায় অগাধ পাণ্ডিত্য ও মনীষা প্রকাশ পাইয়াছে। কাশীতে ৭৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়, ২৫ আশ্বিন ১৩৪৭ (ইং ১১ অক্টোবর, ১৯৪০)।

পঞ্চানন্দ

(১) 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্রঃ) বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও রচনা 'পঞ্চানন্দ' নামে বাহির হইত। বোধহয় এই শব্দটি ইংরেজি Punch হইতে অনুকৃত।

(২) পঞ্চানন্দ বা পঞ্চানন,—বাংলা ও মহীশূর দেশে বাইতি, কৈবর্ত, জেলিয়া, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মধ্যে এই দেবতার উপাসনা প্রচলিত দেখা যায়; গাছের তলায় কিংবা পুকুর পাড়ে এই দেবতার পূজা হয়। কোথায়ও মূর্তি গড়ে, কোথায়ও বা ঘট পাতিয়া পূজা হয়। পঞ্চানন্দের গানের পালা আছে। (প্রকৃতিবাদ। দ্রঃ পেঁচো)।

পঞ্চায়েৎ

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের গ্রাম শাসন 'পাঁচজন' লোকে করিত। পাঁচজন বলিতে নির্দিষ্ট সংখ্যা পাঁচই বুঝাইত না; সাধারণত গ্রামের প্রধানরা একত্র হইয়া বিচার ও শাসন করিত। ভোট লইয়া কাজের মীমাংসা হইত না; সকলে এক মত হইবার জন্য চেষ্টা হইত। ইংরেজ এদেশ জয় করিয়া সকল প্রকার শাসনকে কেন্দ্রগত করিবার চেষ্টা করে ও পাঁচজনের স্বাভাবিক শাসন ব্যবস্থা লোপ পায়। ১৮৭০এ চৌকিদারী আইন অনুসারে বাঙলাদেশে গ্রাম্য 'পঞ্চায়েৎ' প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৯০৮এ ডিসেন্ট্রালিজেশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে ভারত গভর্নমেন্ট কয়েকটি প্রদেশের গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎকে গ্রামের সাধারণ ফৌজদারী ও দেওয়ানী

মামলা করিবার অধিকার দান করেন। অতঃপর ইউনিয়ন বোর্ড (দ্রঃ) প্রবর্তিত হয়। ১৯১৯এ ইউনিয়ন বোর্ড প্রবর্তিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত পঞ্চায়ৎ প্রথা চলিয়াছিল।

পঞ্জাবী ভাষা ও সাহিত্য

আর্য ভাষার অন্তর্গত ভাষা; তবে পারসি, আরবী প্রভৃতি শব্দ প্রচুর প্রবেশ করিয়াছে। ইহাতে বিশেষ সাহিত্য নাই; শিখদের 'আদি গ্রন্থ' পশ্চিমা-হিন্দীতে রচিত। পঞ্জাবী ভাষা গুরুমুখী হরপে লিখিত হয়; গুরুমুখী দেবনাগরী অক্ষরের অনুরূপ। তবে লোকসাহিত্যে বহু গাথা চলিত আছে; ইহার মধ্যে হীরা ও রঞ্জার আখ্যান বিশেষ খ্যাত।

পঞ্জিকা (হিন্দু)

সংস্কৃত পঞ্চাঙ্গ শব্দের বাংলা রূপ হইতেছে পঞ্জিকা। যাহাতে জ্যোতিষের পাঁচটি অংগ, অর্থাৎ তিথি, বার, নক্ষত্র, করণ ও যোগ এবং উহাদের গণনা করা হয়, তাহাকে পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্জিকা বলে। অতি প্রাচীনকাল হইতে বেদে, ব্রাহ্মণে ও অন্যান্য শ্রৌতাদিসূত্রে তিথি নক্ষত্রাদির বহুতর উল্লেখ আছে। আর্য ঋষিরা যজ্ঞের ঠিক ঠিক সময় নির্ণয় করিবার জন্য নক্ষত্র এবং চন্দ্রসূর্যর বেধ অর্থাৎ আকাশে নক্ষত্রাদির স্থান স্থির করিতেন। সেইজন্য জ্যোতিষকে বেদের প্রধান অঙ্গ বলা হইত। রূপক করিয়া বলা হয় যে জ্যোতিষ বেদের চক্ষু। জ্যোতিষের বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম আলোচনা লগধ মুনির 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষে' পাই। তখন নক্ষত্রগুলির গণনা আজকালকার ন্যায় অশ্বিনী নক্ষত্র হইতে গণনা করা হইত না; তখন গণনা কৃত্তিকা হইতে হইত। কারণ ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে কৃত্তিকা কখনো পূর্বদিক হইতে বিচলিত হয় না; অর্থাৎ কৃত্তিকা তখন পূর্বদিকে 'due East'এ ছিল। পণ্ডিতদের মতে খ্রীঃ পূর্ব ১৩-১৪ শতকের পরে কৃত্তিকার পক্ষে due Eastএ থাকা সম্ভব নহে; সেই হিসাব অনুসরণ করিয়া একদল পণ্ডিত বলেন যে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মধ্যে যে গণনার বিধি দেওয়া আছে, তাহা খৃস্ট জন্মাইবার দেড় হাজার বৎসর পূর্বের পর্যবেক্ষণ। অন্য একদল পণ্ডিত বেদাঙ্গ জ্যোতিষকে এত পুরাতন বলিয়া মানিয়া লইতে রাজি না হইলেও তাঁহারা খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতকের দাবী সমর্থন করেন। এছাড়া আরও দুইটি জৈন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের সময় খ্রীঃ পূর্ব ২-৩ শতকের কাছাকাছি; ইহাদের জ্যোতিষিক পদ্ধতি একটু বিভিন্ন হইলেও গণনা বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সমানই। এই দুই গ্রন্থের নাম 'সূর্যপ্রজ্ঞপ্তি' ও 'চন্দ্রপ্রজ্ঞপ্তি'। গ্রন্থদ্বয় অর্ধমাগধী প্রাকৃত ভাষায় লিখিত।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গণনায় বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাদের মধ্যে সূর্য ও চন্দ্র এই দুই জ্যোতিষ্ক ছাড়া অন্য কোন গ্রহের উল্লেখ নাই; বারো রাশির নামও পাওয়া যায় না।

খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের আমরা পাঁচটি প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের নাম পাই; এইখান হইতে বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষের সূত্রপাত। এই পঞ্চসিদ্ধান্তের মধ্যে সূর্যসিদ্ধান্তই সর্বশ্রেষ্ঠ। অধুনা সূর্য সিদ্ধান্ত নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহা ঐ নামের প্রাচীন গ্রন্থ হইতে একটু ভিন্ন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ বরাহমিহির-রচিত 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' নামক গ্রন্থে সূর্য-সিদ্ধান্তের মত বলিয়া যাহা প্রকটিত হইয়াছে তাহা অধুনা প্রচারিত সূর্যসিদ্ধান্ত হইতে পৃথক।

আর্যভট, বরাহমিহির, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর, শ্রীপতি প্রভৃতি অনেক আচার্য পঞ্জিকার গণনার কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছেন; এই বিষয়ে সর্বশেষ প্রযত্ন বোধহয় গণেশ দৈবজ্ঞের; ইনি 'গ্রহলাঘব' নামক করণ গ্রন্থে অনেকগুলি প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থের সহিত প্রত্যক্ষ বেধের তুলনা করিয়া নিজগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আজকাল প্রাচীন মতে ভারতবর্ষে যেসকল পঞ্জিকা বাহির হইতেছে, তাহারা হয় 'সূর্যসিদ্ধান্ত'কে অবলম্বন করিয়া কোন করণগ্রন্থের সাহায্যে রচিত হইতেছে, না হয় 'গ্রহলাঘব'-এর সিদ্ধান্তানুযায়ী রচিত হইতেছে; কোন কোন প্রদেশে ব্রহ্মগুপ্তাদির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্জিকা রচিত হইতেছে।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গণনার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতনভাবে পঞ্জিকা সম্পাদনের চেষ্টা চলিতেছে। এই নূতন পঞ্জিকাগুলির সকল গণনা পরস্পরের সহিত মেলে না; ইহার কারণ হইতেছে এই যে ভিন্ন ভিন্ন পঞ্জিকাকারগণ পঞ্জিকাসংস্কারের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন; ইহাদের সবচেয়ে বেশী মতভেদ অয়নাংশ লইয়া (দ্রঃ নিরয়ণ, সায়ন)। সায়ন মেষাদি বিন্দু হইতে নিরয়ণ মেষাদি বিন্দুর যে অন্তর তাহাকে অয়নাংশ বলে। এখন নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু যে কোন্ স্থানে অবস্থিত তাহা লইয়াই পণ্ডিতদের মতভেদ। লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক ঐতিহাসিক কারণে Z. Piscium নামক নক্ষত্রকে এই নিরয়ণ মেষাদি বিন্দু মনে করেন। এই মত মানিয়া লইলে সংক্রান্তি ৩-৪ দিন পিছাইয়া যায়। অতএব আর একদল পণ্ডিত চিত্রা নক্ষকে আশ্রয় করিয়া অয়নাংশ গণনা করেন। এই মত অনুসারে পরম্পরা-প্রচলিত অয়নাংশের বিশেষ ভেদ হয় না। কিন্তু অপর একদল পণ্ডিত এই মত সমর্থন করেন না; কারণ চিত্রা নক্ষত্রের যে স্থিতি লইয়া এই মত প্রতিষ্ঠিত, তাহা মাত্র একখানি প্রাচীন সিদ্ধান্তগ্রন্থের সমর্থন পায়। অন্যান্য সিদ্ধান্তগ্রন্থে ইহা সমর্থিত হয় নাই; তজ্জন্য কাশীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী সুধাকর দ্বিবেদী একটি মধ্যপন্থা বাহির করিয়াছিলেন; তাঁহার মত অনুসারে মেষ সংক্রান্তির দিনে প্রত্যক্ষ-বেধের দ্বারা উপলব্ধ সূর্য এবং সূর্য-সিদ্ধান্তের গণনানুসারে উপলব্ধ সূর্য—এই দুইএর যে অন্তর (difference), তাহাকেই অয়নাংশ ধরিলে উহা বিজ্ঞানসম্মত হয় এবং পরস্পরের সহিত বেশী বিচ্ছিন্ন হয় না। এই মত

শাস্ত্রপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যেও সমাদৃত হইয়াছে, কারণ সূর্য-সিদ্ধান্তের মতে এইভাবে অয়নাংশ করিবার বিধি দেওয়া আছে। এই কয়েকটি মত ছাড়া দৃশ্যাদৃশ্য নামে আর একপ্রকার পঞ্জিকা পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। ইহারা বলেন একাদশী প্রভৃতি ব্রত পুণ্যফলের জন্য করণীয়; যে ঋষিরা এই পুণ্যফলের নির্দেশ দিয়াছেন তাঁহারাই গণনার পদ্ধতিও বলিয়া দিয়াছিলেন। অতএব ব্রতাদি পালন বিষয়ে তাঁহাদের মতই স্বীকার্য এবং গ্রহণ, যুতি, উদয়, অস্ত প্রভৃতি যেসব দৃশ্যব্যাপার তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে করা উচিত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন।

পঞ্জিকা (পাশ্চাত্য)

অধুনা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ইউরোপীয় বৎসর দিয়া সময়াদি নিরূপণ করা হয়; তবে তৎসত্ত্বেও অনেক দেশেই নিজ নিজ পঞ্জিকা মতেই গার্হস্থ্য কাজকর্ম চলে।...ইউরোপীয় পঞ্জিকার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে রোমেই; রোমানরা তাহাদের পঞ্জিকার বৎসর গুণিত ৬ষ্ঠ অলিম্পিয়াডের ৪র্থ বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩) হইতে; রোমান প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করিতেন যে খ্রীঃ পূঃ ৭৫৩ অব্দে ২১ এপ্রিল রোমুলাস রোম মহানগরীর পত্তন করেন; সেইজন্য এই অব্দকে বলে A. U. C. (ab urbe condita, from the building of the city)। রোমুলাসের প্রথম বৎসর ছিল ৩০৪ দিনে, ১০ মাসের,—মার্চ হইতে ডিসেম্বর বা দশম মাস। প্রবাদ যে তাঁহার পরবর্তী রাজা নিউমা আরও দুইটি মাস যোগ করেন, জানুয়ারী বৎসরের গোড়ায় ও ফেব্রুয়ারী বৎসরের শেষে। এই গণনা ছিল চান্দ্রবৎসর অনুযায়ী সুতরাং সৌর গণনা হইতে তফাৎ। সৌর ও চান্দ্রমাসের তফাৎ দূর করিবার জন্য চেষ্টা চলে, ও ক্রমে বৎসরের আরম্ভ হয় শীতের মাঝে। শোনা যায় কবি ওভিডের চেষ্টায় ফেব্রুয়ারী মাস জানুয়ারীর পরে স্থান পায়। খ্রীঃ পূঃ ৪৬ অব্দে জুলিয়াস সীজার যখন রোমের প্রধান পুরোহিত (Pontifus maximus) তখন তিনি মিশরীয় জ্যোতিষী সোসিজেনিসকে (Sosigenes) পঞ্জিকা সংস্কারের জন্য আহ্বান করেন। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে রোমুলাস ও নিউমার সময় হইতে পঞ্জিকার মধ্যে অনেক ভুল ঢুকিয়াছে; তদনুসারে প্রথম বৎসরে (খ্রীঃ পূঃ ৪৬) ৪৪৫ দিন ধরা হয়। জুলিয়ান পঞ্জিকানুসারে বৎসরে ১২ মাস; মাসগুলি ৩১ ও ৩০ দিন পালা করিয়া হয়। (দ্রঃ মাস ও বৎসর)। রোমান জগতে বৎসর গোনা হইত রোমের পত্তন হইতে, অর্থাৎ খ্রীঃ খ্রীঃ ৭৫৩ হইতে। পরে খৃস্টীয় জগতে খৃস্টের জন্ম হইতে বৎসর গণনার রেওয়াজ হয়; ৬ষ্ঠ শতকে খৃস্টীয় বৎসর গণনা পদ্ধতি ইতালীতে প্রবর্তিত হয়; ফ্রান্সে ৭ম শতকে ইহা প্রবর্তিত হইলেও ৯ম শতকের পূর্বে ইহার চল হয় নাই। ইংল্যান্ডে ৮১৭ অব্দে পাদরীদের এক সভায় এই খৃস্টানী পঞ্জিকা ব্যবহার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত হয়। বহুকাল বৎসর ১ খৃস্টের জন্ম বৎসর বলিয়া অনুমান করা হইত; অধুনা অনেকেরই মতে খৃস্টের জন্ম হইয়াছিল ৪ খৃঃ পূঃ ২৫ ডিসেম্বর; কিন্তু সেভাবে গণনার সংশোধন করা সম্ভব নয়। জুলিয়ান পঞ্জিকানুসারেই বহু শতাব্দী গণনা কার্য চলে; কিন্তু দেখা গেল যে শতাব্দীর শেষে leap year বা অধিমাস যোগকরা সত্ত্বেও ১৬ শতকে বৎসর ১০ দিন প্রায় পিছাইয়া গিয়াছে; ৩২৫ খ্রীঃ অব্দে নিসিয়ার মহাপরিষদ বসিয়াছিল বসন্তক্রান্তি বা ২১শে মার্চে; ১৬ শতকে বসন্তক্রান্তি পড়ে ১০ই মার্চ। ১৫৮২ অব্দে পোপ গ্রেগরী হুকুম দেন যে এই দশদিনকে শুদ্ধ করিতে হইলে ৫ই অক্টোবরের পর ১৫ই অক্টোবর ধরা হইবে। এই পরিবর্তন ১৫৮২ অব্দেই ইতালী, ফ্রান্স ও স্পেনে স্বীকৃত হয়। ১৫৮৩, ১লা জানুয়ারী হইতে মধ্যইউরোপের কয়েকটি দেশে; ১৫৮৬ পোল্যান্ড, ১৫৮৭ হাংগেরি; ১৭০০ নেদারল্যানড, ডেনমার্ক; ১৭০০—১৭৪০এর মধ্যে সুইডেনে প্রবর্তিত হয়। ১৭৫২এ বৃটেন ও বৃটিশ কলোনীসমূহে ৩রা সেপ্টেম্বরকে ১৪ই ধরা হইল।...জাপান এই বৎসর-গণনাপদ্ধতি ১৮৭২এ, বুলগেরিয়া ১৯১৫এ, সোভিএট ১৯২৩এ চলিত হয়। পুরাতন ও নূতন ধরণের বৎসর গণনায় ১৭০০এর পর পার্থক্য ছিল ১১ দিন, ১৮০০ অব্দের পর ১২দিন ও ১৯০০এর পর ১৩দিন। এছাড়া ইংল্যান্ডে ১৭৫২ অব্দে নব বৎসর ২৫এ মার্চের পরিবর্তে ১লা জানুয়ারী আরম্ভ করা হয়।...খৃস্টান বা গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র চলিলেও ইস্‌লামী সন বা হিজরী মুসলীমজগতে সর্বত্র চলিত আছে।

ইসলামের পূর্বে আরবরা চান্দ্রমাস অনুসারে বৎসর গণনা করিত; মক্কা ছিল তখনকার তীর্থস্থান। লোকে সেখানে দ্বাদশমাসে সমবেত হইত; কিন্তু চান্দ্রবৎসর সৌরবৎসর হইতে ১১ দিন কম। ফলে তীর্থযাত্রার সময় প্রতিবৎসর পরিবর্তিত হইত; চাষবাসের সময় এই অসুবিধা বেশি করিয়া বোধ হইত। তজ্জন্য ৪১২ অব্দে তাহারা ইহুদিদের নিকট হইতে চান্দ্রসৌর-বৎসর প্রথা প্রবর্তন করে; ইহার দ্বারা একটি ত্রয়োদশ মাস বা অধিমাস যোগ করা হইত।... ৬২২ অব্দে হঃ মুহম্মদের মদিনাযাত্রার বৎসর হইতে তাহারা তাহাদের হিজরী বা বৎসর গণনা সুরু করে; এই সময়ে পূর্বের চান্দ্রবৎসর প্রথা পুনরায় প্রবর্তিত হয়। মুসলমানী বৎসরের মাসগুলি ৩০ ও ২৯ দিন পালা করিয়া হয়। (দ্রঃ হিজরী)

পঞ্জিকা (Calendar, Almanac)

যে গ্রন্থে প্রতিদিনের তিথিনক্ষত্রাদির বিষয় আলোচিত থাকে তাহাকে পঞ্জিকা বলে। গ্রহস্ফুট, তিথি নক্ষত্রাদির সূক্ষ্ম গণনা এবং ধর্মকর্মাদির ব্যবস্থা সম্বলিত পূজা, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি প্রত্যেক বিষয়ের নির্ণায়ক ধর্মগ্রন্থ।...মুসলমানদের পঞ্জিকা আছে; তাহাতেও শুভদিনাদির

আলোচনা দেখা যায়।...ইউরোপে প্রধান প্রধান দেশে গভর্নমেন্ট হইতে Almanac প্রকাশিত হয়, যেমন ইংল্যানড হইতে Nautical A. নৌবিভাগ হইতে প্রকাশিত হয়। জারমেনী ও ফ্রান্সের A. de Gotha বিখ্যাত। বার্লিন হইতে প্রকাশিত Astronomisches Jahrbuch ও ফরাসী Conuaissance des Temps বহু তথ্যপূর্ণ বার্ষিকী। ইংরেজি Whitakers' Almanckএ জ্যোতিষী তথ্য ছাড়া পৃথিবীর দেশগুলি সম্বন্ধে তথ্য থাকে। A. de Gotha'ও ঐশ্রেণীর বার্ষিকী। ইংল্যানডে ১৪৫০—৬১এ সবপ্রথম পঞ্জিকা ছাপা হয়। বাংলায় ১৯ শতকের গোড়ায় হিন্দু পঞ্জিকা ছাপা হয়।

পট, প্রাচীরচিত্র

পট অর্থ বস্ত্র। কাগজের উপর চিত্রাংকন পদ্ধতি মুসলমান-যুগের পর এদেশে রেওয়াজ হইয়াছে; কারণ তৎপূবে কাগজ এদেশে অজ্ঞাত ছিল। পূর্বকালে বস্ত্রের উপর, কাষ্ঠফলকের ও প্রাচীরগাত্রে বা ভিত্তিতে চিত্র অংকিত হইত। সেইজন্য 'পট' অর্থে বস্ত্র হইলেও, কালে 'পট' বলিতে 'চিত্রই' বুঝাইয়া গিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে চিত্রের চারিটি অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে; ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত, রঞ্জিত। পট-চিত্রের বা আধার-বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভ্রাবস্থার নাম 'ধৌত', উহাতে ভাতের মাড় দেওয়াকে বলিত 'ঘট্টিত'। মসী বা কালীর দ্বারা রেখাংকনকে 'লাঞ্ছিত' ও স্থানানুসারে উপযুক্ত বর্ণ-বিন্যাসের নাম 'রঞ্জিত'। ভারতীয় চিত্রকলা প্রতিমাদিরই ন্যায় মহাশিল্পীদের প্রদর্শিত পথকেই অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়া চলে; এবং কালে তদনুসারে চিত্রাংকনপদ্ধতি চিত্রকরদের Convention হইয়া দাঁড়ায়। পট যাহারা আঁকিত তাহারা 'পটুয়া'; চিত্র যাহারা করিত তাহারা 'চিত্রকর' নামে খ্যাত হয়; কালে বাংলাদেশে তাহারা একটি 'জাতে' পরিণত হয়।

পটকা, ফটকা

মাছের দেহ কাটিলে পাতলা চর্মাবৃত দুইটি গোল লম্বাকৃতি বায়ুপূর্ণ কুটরী বাহির হয়; ছেলেরা সেইগুলি কিলাইয়া ফাটাইলে শব্দ হয়। মাছ জলের উপরে এবং নীচে গতিনিয়ন্ত্রণের জন্য ইহা ব্যবহার করে; জলের উপরের দিকে চলাফেরার সময়ে পটকার মধ্যে আবশ্যকমত গ্যাসপূর্ণ করিয়া ফুলাইয়া নিজদেহকে হালকা করিয়া লয়; আবার গভীর জলে যাইবার সময় ঐ গ্যাস ছাড়িয়া পটকাকে সঙ্কুচিত করে।

পটারি (Pottery), চীনা মাটির কারখানা

'পটারি' বলিতে কুম্ভকারের সাধারণ কাজকে বুঝাইলেও চীনা মাটির বা কেওলিন জাতীয় মাটির নির্মিত বাসন-পত্রের কারখানা সম্বন্ধেই ইহা প্রযুক্ত হয়। আমাদের দেশের সাধারণ কুমারের কাজকে পটারি ওয়ার্কস বলে না। এনামেল করা মাটির কাজ চীনা ও জাপানে বিখ্যাত। প্রাচীন সিন্ধু, মিশর, অসিরিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে কারুকার্য করা মাটির জিনিষ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এসিয়ায় মুসলমানরা এই শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করে এবং তাহারাই ইউরোপে ইহা প্রচলনের জন্য দায়ী। ফরাসী কুম্ভকার পালিসি (Palissy) ১৬ শতকে নিখুঁত পটারি নির্মাণের গুপ্ত কৌশল আবিষ্কার করেন। ইহার পর ফ্রান্স, ইংল্যানড ও জারমেনীতে বহুকাল গবেষণা চলে এবং ক্রমেই উন্নততর সামগ্রী প্রস্তুত হয়। বাঙলাদেশে ও গবালিয়রে পটারি কারখানা আছে। বিদেশ হইতে মাটির ও পর্সিলেনের সামগ্রী ৪৪।৩৫ লক্ষ টাকার আসে। এ বিষয়ে বর্তমানে জাপানীরা বিশেষ অগ্রণী। (দ্রঃ চীনামাটি)

পটাশ (Potash) পটাসিয়াম

এক প্রকার ক্ষারীয় (Al-kali) ধাতু। ১৮০৭এ বৈজ্ঞানিক স্যর হাম্‌ফ্রে Davy পটাসিয়াম আবিষ্কার করেন। ইহা felspar অভ্র প্রভৃতি খনিজের মধ্যে বালুকাভাবে থাকে। আবহাওয়ার প্রভাবে এগুলি কালক্রমে গলিয়া মৃত্তিকার সঙ্গে মিশিয়া যায়; এই পটাশ জলের সঙ্গে মিশিয়া উদ্ভিদের দেহ গঠনে সাহায্য করে। সেইজন্য উদ্ভিদ পোড়াইলে অঙ্গারজ উপাদান হইতে পটাশ পাওয়া যায়। এইভাবে পূর্বকালে উহা সংগৃহীত হইত। পূবোক্ত পাথরের মধ্যস্থিত পটাশ সমুদ্র, হ্রদ ও খনিজ প্রস্রবনে পৌছায়। দেশের অভ্যন্তরীণ সমুদ্র শুকাইয়া গেলে, সাধারণ লবণ, পটাশ ও ম্যাগ্নেসিয়াম প্রভৃতি তলদেশে জমিয়া থাকে। এইভাবে জারমেনীর মধ্যস্থিত স্টাস্‌ফুর্টে (Stassfurt) পটাশের খনি জমিয়াছিল। ইহাই বর্তমানে পটাশের প্রধানতম খনি। পটাশে ১৬ হইতে ২৫% ভাগ পঃ ক্লোরাইড পাওয়া যায়। পটাশ দেখিতে রৌপ্যের ন্যায় শাদা, নরম; ৬২° (c) তাপে গলে; ৭৫৭° (c) তাপে ফোটে। পটাসিয়ামের সহিত অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া বহুবিধ কম্পাউণ্ড বা যৌগিক সামগ্রী হয়, যথা আওডিনের সহিত রাসায়নিক সংযোগে পঃ আওডাইড, ক্লোরিনের সংযোগে পঃ ক্লোরাইড, ব্রোমিনের সংযোগে পঃ ব্রোমাইড, সাইনাইডের সংযোগে অত্যন্ত বিষাক্ত পঃ সাইনাইড ইত্যাদি হয়।

ভারতবর্ষে কোন খনিজ পটাশ পাওয়া যায় না। গোবর, তামাক গাছ, কলার বাসনা, বিষ-কটালি প্রভৃতির ছাই-এ পটাশ-সার কিছু বেশী থাকে। বেলে জমিতে পটাশ খুব কম।

পটাসিয়াম পারমাংগানেট (Potassium Permanganate)

ম্যাঙ্গানিজ ও পটাশের যৌগিক; ইহার ক্রিস্টাল লাল। জলে গুলিলে জল লাল হয় এবং জলের দূষিত জীবাণু নষ্ট করে। মুখ ক্ষতে ইহার কুল্লি উপকারক; সর্পাঘাতে ছুরি দিয়া ক্ষতস্থান কাটিয়া পঃ পাঃ দিলে উপকার হয়।

পটাসিয়াম স্যানাইড্ (P. Cyanide)
পটাশের বিষাক্ত যৌগিক। অতি সামান্য ব্যবহারে মৃত্যু আকস্মিক ও অনিবার্য। ইলেক্‌ট্রো-প্লেটিং, ফোটোগ্রাফি প্রভৃতিতে ইহার প্রয়োজন হয়।

পটুয়া
বাঙলার চিত্রকর জাতি ; ইহাদের সাধারণ নাম মাল। পূর্বকালে ইহারা মল্ল নামে পরিচিত ছিল ; পরে গো-সেবা, গো-চিকিৎসা চিত্রআঁকা প্রভৃতি পেশা গ্রহণ করে; মুর্শিদাবাদ, বীরভূম অঞ্চলে পটুয়া মাল আছে—তবে অনেক মুসলমান ভাবাপন্ন হইয়াছে। শ্রীগুরুসদয় দত্ত 'পটুয়া সঙ্গীত' সংগ্রহ করিয়াছেন।

পটোল (Trichosanthes dioica Rox.)
কুমড়াআদি বর্গের প্রতানী। পুং ও স্ত্রী গাছ পৃথক ; ফুল শাদা ; দল কেশবৎ ছিন্ন। পাতা তিক্ত, ইহাকে পলতা বলে ; ইহা মুখরোচক ও বহুগুণ সম্পন্ন। ফল পূর্বকালে তিক্ত ছিল, কৃষি গুণে স্বাদু হইয়াছে। সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে পটোলকে জ্বরঘ্ন, পিত্তহারী, ও রেচক বলা হইয়াছে। শিকড় বিষাক্ত ; স্বল্প পরিমাণ রেচকের জন্য ব্যবহৃত হয়। বেলে মাটিতে গাছ হয়। শীতের সময় গাছ তুলিয়া শিকড় বা গোড়া ঠাণ্ডা জায়গায় রাখিতে হয়। (Chopra 600 ; যোগেশ)

পণপ্রথা
হিন্দুদের কোন কোন বর্ণের মধ্যে বিবাহের সময় কন্যাপক্ষ বর-পক্ষকে এবং কোনো কোনো হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে বর পক্ষীয় কন্যা পক্ষকে অর্থ দান করিয়া বিবাহ করে। বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির মধ্যে অণ্ডবিবাহ প্রচলিত না থাকায়, যে-সমাজে পুরুষের সংখ্যা বেশি, ও মেয়ে কম, সেখানে পুরুষ মেয়েকে টাকা দেয় এবং যেখানে মেয়ের সংখ্যা বেশি, সেখানে পুরুষকে মেয়েরা টাকা দিয়া বিবাহ করে। এই অর্থ দানকে 'পণ প্রথা' বলে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে ঘোর আন্দোলন হয় ; অনেক মেয়ে এইজন্য আত্মঘাতী হইয়াছে। এ বিষয়ে নিষেধাত্মক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব হইয়াছে।

পণি
বেদের মধ্যে 'পণি' নামে জাতির উল্লেখ আছে ; ইহাদের ভাষা আর্যদের নিকট দুর্বোধ্য ছিল। বেদে ইহারা দস্যু প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পণিরা ফিনিক (Phoenician) জাতীয় ; পণি শব্দ হইতে 'বণিক' শব্দ হইয়াছে।

পনীর, চীজ, চিজ, (Cheese)
দুধ হইতে প্রস্তুত অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য। দই বা ছানা হইতে জল ভাগ বাহির করিয়া অত্যন্ত চাপে কঠিন করিলে 'চীজ' হয়। এদেশে এক প্রকার চীজ ঢাকায় তৈরী হয়। ইউরোপীয়দের প্রিয় খাদ্য।

পণ্ডিত
সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণকে সাধারণত 'পণ্ডিত' বলা হয়। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণ মাত্রেই পণ্ডিত। রাঢ় অঞ্চলে ডোমদের পুরোহিতকে 'পণ্ডিত' বলে ; তাহারা রমাই পণ্ডিতের সন্তান বলিয়া কিম্বদন্তী। তিব্বতে যেসব বৌদ্ধ আচার্য গিয়াছিলেন তাঁহারা 'পণ্ডিত' বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি বৃহৎ মঠে 'দ্বার পণ্ডিত' থাকিতেন ; তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহ মঠে বিদ্যার্থী হইতে পারিত না।

পতঙ্গ (Insects)
অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে পতঙ্গ জাতিই সংখ্যায় সর্বাধিক। মশা, মাছি, পিপীলিকা, ছারপোকা, মৌমাছি, প্রজাপতি পঙ্গপাল প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই মানুষের শত্রু ; তবে মৌমাছি, গুটিপোকা, লাক্ষা মানুষের উপকারী মিত্র। পতঙ্গ স্থলচর, জলচর ও খেচর হয়।…পতঙ্গের দেহ তিন অংশে বিভক্ত :—মাথা, বুক (thorax) ও পেট বা উদর। পতঙ্গের দেহে হাড় নাই। মাথার উপরে দুই ধারে সরু নরম কাঠির মত দুইটি শুঁড় বা শৃঙ্গ (antenna) আছে। মাথার দুই পাশে দুটি চোখ। প্রত্যেক চক্ষু আবার অনেকগুলি ছোট ছোট চক্ষুর সমষ্টি। ইহাকে পুঞ্জাক্ষি বা পুঞ্জচক্ষু (compound eye) বলে। করলা-ফড়িঙের চক্ষু ১২,০০০ সূক্ষ্ম চক্ষুর সমষ্টি। তাহার ফলে ইহারা সকল দিকে দেখিতে পায়। …বুকের তিনভাগ ; প্রত্যেক খণ্ডের নিচুদিকে এক জোড়া করিয়া পা। ছয়টি পা থাকে বলিয়া পতঙ্গকে ষটপদী (hexapoda) বলে। বুকের উপরদিকে থাকে ডানা (wings)। পাখীর ডানা পালকে মোড়া এবং ভিতরে থাকে হাড়, আর পতঙ্গের ডানা পাতলা, ইহাতে পালক বা হাড় থাকে না। তবে সকল পতঙ্গের পাখা থাকে না যেমন ছারপোকা, উকুন ; ইহাদিগকে 'অপক্ষ' পতঙ্গ (aptera or wingless) বলা হয়। বইএর মধ্যে রূপালী পোকাও অপক্ষ পতঙ্গ। আবার কোন কোন পতঙ্গের দুই জোড়া করিয়া ডানা থাকে—যেমন প্রজাপতি, মৌমাছি, পিপীলিকা প্রভৃতি। শ্বাসকার্যের জন্য আমাদের ন্যায় পতঙ্গের নাসিকা ও ফুসফুস নাই। ইহাদের পেটের দুই পাশে ছোট ছোট ছিদ্র আছে ; সেই ছিদ্রপথ দিয়া উহাদের দেহের ভিতর বাতাস যাতায়াত করে। শ্বাস ক্রিয়ার জন্য ইহাদের পেট সর্বদা কাঁপে। এই কারণে জোনাকীর আলো একবার নেবে ও একবার জ্বলে। মৌমাছি বোলতা

প্রভৃতির উদরের শেষ প্রান্ত হইতে হুল বাহির হয়। কীট পতঙ্গেরা মাসে মাসে খোলস ছাড়ে।—স্তন্যপায়ী প্রাণীরা শাবক প্রসব করে; সরীসৃপ ও পাখীরা ডিম পাড়ে ও ডিম ফুটিয়া ছানা বা বাচ্চা বাহির হয়। কিন্তু কীট পতঙ্গের জন্ম হয় চারিটি অবস্থার মধ্য দিয়া (১) জননীর উদর হইতে প্রথমে ডিম জন্মে; (২) ডিম হইতে কৃমিসদৃশ শূক (larva) জন্মে; এই অবস্থায় ইহারা গাছের পাতা ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র জীব আহার এবং ঘন ঘন খোলস বদলাইয়া থাকে। (৩) শূককীট কিছুদিন পরে গুটি বা পুত্তলিতে (pupa) পরিণত হয়। এই অবস্থায় ইহারা কাজও করেনা, আহারও করে না; ঘুমাইয়া থাকে। (৪) অতঃপর সময় হইলে গুটি কাটিয়া পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গ বাহির হয়। ইহাকে Imago বলে। পতঙ্গের এই পরিবর্তনকে ইংরাজিতে metamorphosis বা রূপান্তর বলে।

পতঙ্গের স্পর্শেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় সুতীক্ষ্ণ; শ্রবণশক্তিও আছে। অনেক পতঙ্গই শব্দ করিতে পারে, কেহ মুখ দ্বারা, কেহ বা পক্ষ দ্বারা, কেহ বা পা ঘষিয়া। ইহারা একলিঙ্গ প্রাণী, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। পতঙ্গের রক্তে হিমোগ্লোবিন (haemo-globin) নাই বলিয়া উহার রং শাদা।

পতঙ্গের শ্রেণী বিভাগ

(১) আপটেরা (Aptera) পক্ষহীন অপত্রী পতঙ্গ, যথা রূপালী পোকা। (২) হেমিপ্টেরা (hemiptera)—অর্ধপত্রী, যথা ছারপোকা, উকুন। (৩) দ্বিপত্রী, বা দ্বিপক্ষী যথা মশক, মাছি। (৪) লেপিডোপ্টেরা (Lepidopetra) আঁসপক্ষ, যথা প্রজাপতি, মথ। (৫) কোলিওপটেরা (Coleoptera) দুই জোড়া পক্ষযুক্ত পতঙ্গ; এক জোড়া শক্ত পক্ষ অন্য জোড়ার উপর ঢাকা থাকে। গুবরে পোকা। (৬) নিউরোপেটেরা (Neuroptera) জালবৎ যথা, পক্ষ; যথা, ড্রাগন ফ্লাই। (৭) অর্থোপটেরা (Orthoptera) দুই জোড়া পক্ষ, ভিতর জোড়া মোড়ানো যায়; যথা আরশুলা, পঙ্গপাল। (৮) হাইমেনোপটেরা (Hymenoptera) সূক্ষ্মপক্ষ; যথা মৌমাছি, বোলতা (দ্রঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র, বিজ্ঞান প্রবেশ পৃঃ ১০৩)। সকল বিজ্ঞানী এই শ্রেণী বিভাগ চরম বলিয়া স্বীকার করেন না। দ্রঃ Prof. G. H. Carpenter, The Biology of Insects, 1928.

পতত্রিমীন নক্ষত্রমণ্ডল (Piscis Volans)

দঃ আকাশে আর্গো মণ্ডলের ঊর্ধ্বে ৮টি তারা।

পতঞ্জলি

(১) পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণের ভাষ্যকার, খৃঃ পূঃ ১৫০ শুঙ্গ রাজাদের সমকালীন। তাঁহার ভাষ্যে বৃত্তিকাকার কাত্যায়নকে উল্লেখ করিয়াছেন। মোক্ষদাচরণ সামশ্রমী পতঞ্জলির মহাভাষ্য বাংলায় কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহা রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন কর্তৃক আরম্ভ হয়। ৭২৩ পৃষ্ঠা ১৯০৭। (২) যোগদর্শনের প্রবর্তক বা প্রণেতা। ইনি ভাষ্যকার পতঞ্জলি হইতে পৃথক বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ইনি খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীর লোক। যোগসূত্র গ্রন্থ ৪টি পাদে বিভক্ত; সূত্র ১৯৫। দ্রষ্টব্য যোগদর্শন।

পতাকা (Flag)

যে একবর্ণ বা বহুবর্ণরঞ্জিত, প্রতীক-চিহ্ন অঙ্কিত বস্ত্রখণ্ড কোন দণ্ড হইতে উড্ডীন হয় তাহার সাধারণ নাম পতাকা। প্রত্যেক জাতির জাতীয় পতাকা আছে, এবং তাহার সম্মান রক্ষার শিক্ষা প্রত্যেক নাগরিককে শিশুকাল হইতে দেওয়া হয়; বিদেশে দূতাবাসে নিজ নিজ জাতীয় পতাকা উড়াইবার দস্তুর আছে। জাতীয়পতাকা ব্যতীত বিশেষ ধর্ম ও বিশেষ সম্প্রদায় ও বিশেষ মতজ্ঞাপক পতাকাও উড্ডীন হয়। যেমন মুসলমানদের অর্ধচন্দ্র সবুজ পতাকা, মারাঠি হিন্দুর গৈরিক পতাকা, কমুনিস্টদের লাঙল-কাস্তে চিহ্নিত লাল পতাকা বা লাল ঝাণ্ডা। ভারতের জাতীয় পতাকা চরকা চিহ্নিত ত্রিবর্ণ। ইংরেজদের ইউনিয়ন জ্যাক; মার্কিনদের ৪৮ স্টেটের জন্য ৪৮টি তারকা ও রেখা অঙ্কিত। জাতীয় পতাকা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমের প্রতীক। সর্বদেশে পতাকা অভিবাদন একটি অনুষ্ঠানে দাঁড়াইয়াছে। (দ্রঃ জাতীয় পতাকা)

পত্তনি (জমিদারী)

জমিদার কর্তৃক নিজ স্বত্ব অপরকে স্থায়ীভাবে বন্দবস্ত করার নাম পত্তনি দেওয়া। এই মধ্যস্বত্ববানকে পত্তনিদার বলে। ১৮১৯এর ৮ম রেগুলেশনে ইহাদের অধিকার গভর্নমেণ্ট স্বীকার করেন, অর্থাৎ পত্তনিদার সময়মত জমিদারকে খাজনা না দিলে জমিদার পত্তনিদারের সম্পত্তি ক্রোক করিয়া লইতে পারিবেন; ইহাকে 'অষ্টম' কর' বলে। বাঙলাদেশে বহুশ্রেণীর পত্তনিদার আছে এবং বরিশালে ১৮ দফা মধ্যস্বত্ববান আছে যথা, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, সে-পত্তনিদার ইত্যাদি।

পত্রহরিৎ (Chorophyll)

গাছের পাতা ও অন্যান্য সবুজ অংশের ভিতর এক প্রকার শতসহস্র অতিক্ষুদ্র সবুজকণা (Ch. grains) থাকে; ঐ সবুজকণার জন্যই পাতা ইত্যাদির রঙ সবুজ। এই কণাগুলি বায়ুর অন্তর্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড ধরিবার কল। পাতার গায়ে যে বহু ছিদ্র থাকে, তাহাকে স্টোমা (stoma) বলে। এই ছিদ্রপথ দিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড পত্রের মধ্যে প্রবেশ করে।

পথ্য (Sick diet)

পথ্য প্রস্তুত বলিতে রোগীর খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বুঝায়। খাদ্য অতি পবিত্রভাবে প্রস্তুত ও রক্ষা করিতে হয়; মাছি, পিপড়া খাদ্যে যেন না বসে, হাত দিয়া খাদ্য যেন স্পর্শ করা না হয়, ইত্যাদি বহু সদুপদেশ দেওয়া আছে। খাদ্যাদিতে চামচ সর্বদা ব্যবহার করিতে হয়। টাটকা খাদ্য রোগীকে দিতে হয়; জ্বাল দেওয়া দুগ্ধাদিও গরম করিয়া রোগীকে দিবার নিয়ম। তবে উষ্ণ দ্রব্য পান করা অবিধেয়। উষ্ণ জল, বার্লি, সাগুদানা, এরোরুট, শটীর পালো, সুজি, ঘোল-দুধ, চিড়ার ক্বাথ, দুগ্ধ, সুপ, ব্রথ, মাছের ঝোল, পাউরুটী, সুজির রুটি, আটার রুটি, ভাত ইত্যাদি রোগীর অবস্থাভেদে প্রযোজ্য। ফলও পথ্য সর্বদা চিকিৎসকের নির্দেশ অনুসারে পথ্য নির্বাচনীয়।

পদ, পা (Foot)

জীব যে অঙ্গের সাহায্যে চলাফেরা করে তাহাকে পদ বলে; সাধারণত দ্বিপদ (biped) ও চতুষ্পদ (quadruped) হিসাবে মেরুদণ্ডী জীবকে ভাগ করা হয়। পক্ষী ও মানুষ দ্বিপদ, অবশিষ্ট স্তন্য-পায়ী জন্তু প্রায়ই চতুষ্পদ। অণ্ডজ প্রাণীর মধ্যে সরীসৃপ শ্রেণীর অন্তর্গত চতুষ্পদ হইতেছে কুম্ভীর, গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটি; কিন্তু সর্পের পা নাই। মৎস্যের পা নাই; কিন্তু কীট অবস্থায় গুগলি ও শামুকের ক্ষুদ্র পদ থাকে। পোকা-মাকড়ের পাএর সংখ্যা সাধারণতঃ ৬ বা ৮। শূক (larva), কেন্নো, বিছা প্রভৃতি ইতর কীট বহুপদী। চলাফেরার জন্য বিচিত্র সংখ্যা ও ধরণের পদ জগতের প্রাণিদের দেখা যায়। স্তন্যপায়ী উচ্চতর প্রাণীর পদের অস্থি-সংস্থানের মধ্যে বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। চতুষ্পদ জন্তুর সম্মুখের পদদ্বয়ের সহিত মানুষের হস্তের মিল আছে; বানর, বনমানুষ, গরিলা প্রভৃতি জীবের সম্মুখের হস্তদ্বয়ও চলিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। মেরুদণ্ডী চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে মানুষই সম্মুখের অঙ্গ দুটিকে পদের ন্যায় ব্যবহার করে না। পাখীর ডানা তাহার সম্মুখপদ বা হস্তের রূপান্তর মাত্র। মানুষের প্রতি পদের (foot) অস্থি সংখ্যা ২৬; আঙুলে ১৪ টুকরা হাড়; বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে ২টি করিয়া এবং অন্য আঙুলে ৩টি করিয়া (phalanges) পায়ের পাতার ও গোড়ালির সঙ্গে যুক্ত ৫টি (metatarsals), ৭টি গোড়ালি (Tarsals) ও পদের জঙ্ঘাস্থি (Tibia) এবং অনুজঙ্ঘাস্থির (Fibula) সহিত যুক্ত।...আঙুলের অগ্রভাগে নখ জন্মে, উহা বহিস্ত্বক বা চর্মের রূপান্তর, উহা অস্থি নহে।...পদচিহ্ন দ্বারা পুলিশের অপরাধ-অনুসন্ধান বিভাগ অনেক অপরাধীকে ধরে।...পা নিকৃষ্টাঙ্গ বলিয়া পদাঘাত অত্যন্ত অপমানকর। পদধূলি গ্রহণ, পদস্পর্শ, পদচুম্বন, পাদোদক পান বিনয় ভক্তির চিহ্ন।...নগ্নপদে থাকাতে অনেক প্রকার ব্যাধি জীবাণু দেহে প্রবেশ করে—বিশেষভাবে হুক পোকা। ভাল জুতা (পাদুকা) পায়ে না দিলে পা বিকৃতাঙ্গ হয়।...স্নানের সময় পা ধুইয়া ভাল করিয়া তৈল মর্দন স্বাস্থ্য-প্রদ। রাত্রে শুইবার আগে পা ভাল করিয়া ধুইতে হয়। পা দিয়া পা ঘষিতে নাই।

পদাবলী

সাধক মহাজনদের চলিতভাষার বাণী অথবা কবিতাকে বহুকাল হইতেই 'পদ' বলা হয়। হাজার বছর আগেকার বৌদ্ধ বাঙালীদের গানগুলিকেও 'পদ' বলা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব যুগের শ্রীকৃষ্ণের ও গৌরাঙ্গের লীলাবিষয়ক কবিতাগুলিকে পদ বলা হয়। পদাবলী বলিতে সাধারণত বৈষ্ণবদের গানগুলিকে বুঝায়; ভাষায় রচিত গানগুলি সম্বন্ধেই এই পদাবলী নাম প্রচলিত। সংস্কৃত ভাষায় রচিত গানগুলিকে গীতাবলী বলা হইয়াছে দেখিতে পাই। (দ্রষ্টব্য স্তবমালা, রূপ গোস্বামী) জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' যে "মধুর কোমল কান্ত পদাবলী" লিখিত হইয়াছে সেখানে পদাবলী মানে শব্দসমূহ। পদকল্পতরু প্রভৃতি বাংলা সংগ্রহগ্রন্থে গীতগোবিন্দের গান সংগৃহীত হওয়ায় জয়দেবের গানগুলি পদ নামে চলিয়া গিয়াছে। মোটকথা সাধনভজনের উপযোগী দেশীভাষায় রচিত গানগুলির নামই পদ।

পদার্থ, বৈশেষিক

বৈশেষিক মতে পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব। ভাব পদার্থ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি, বিশেষ ও সমবায় ভেদে ষড়্‌বিধ। তন্মধ্যে (১) দ্রব্য পদার্থ নয় প্রকার, যথা ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন। (২) গুণ পদার্থ ২৪টি, যথা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথকত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ ভেদে গুণ পদার্থ চব্বিশ প্রকার। (৩) ক্রিয়াকে কর্ম কহে। কর্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন ভেদে পঞ্চবিধ। (৪) জাতি পদার্থ নিত্য; যথা ঘটত্ব জাতি সকল ঘটেই আছে। পরা ও অপরা ভেদে জাতি দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে তাহাকে 'পরা' জাতি ও যাহা অল্প দেশে থাকে তাহাকে 'অপরা' জাতি কহে। (৫) বিশেষ পদার্থ নিত্য। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তবে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্ন রূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। (৬) দ্রব্যর সহিত গুণ ও কর্মের, দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সহিত জাতির, নিত্যদ্রব্যর সহিত বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় পদার্থ কহে। (৭) অভাব দ্বিবিধ-ভেদ (অন্যোন্যাভাব) ও সংসর্গাভাব। ...ষড়্‌বিধ ভাব ও অভাব—এই সপ্ত পদার্থাতিরিক্ত পদার্থ নাই। ইহাদিগের মধ্যে সকল পদার্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

পদার্থ, ন্যায়

ন্যায় মতে পদার্থ ১৬ প্রকার। পদের দ্বারা যাহা বুঝান যাইতে পারে, তাহাই 'পদার্থ' পদের বাচ্য। সুতরাং মানবের চিন্তনীয় ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান যাবৎ বিষয়ই পদার্থ। অতএব আত্মা ও অনাত্মা সবই পদার্থ। মহর্ষি গোতম পদার্থকে ১৬ প্রকারে অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থানে বিভক্ত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 'প্রমেয়' পদার্থ বলিতে আত্মা শরীর ইন্দ্রিয় অর্থ বুদ্ধি মনঃ প্রবৃত্তি দোষ প্রেত্যভাব ফল দুঃখ ও অপবর্গ এই দ্বাদশটি বুঝায়। এই দ্বাদশটি প্রমেয় পদার্থের জ্ঞান লাভের জন্যই প্রমাণ ও সংশয়াদি চতুর্দশ পদার্থের জ্ঞান আবশ্যক।...

পদার্থ (Matter)

বিজ্ঞানে সর্বচরাচরের বস্তু মাত্রকেই চেতন ও জড়ে বিভক্ত করা হয়। জড় পদার্থ তিনপ্রকার যথা কঠিন, তরল ও বায়ব। পদার্থ মাত্রেরই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে; যথা (১) ওজন (Weight)—সকল পদার্থের ওজন আছে—কারও কম, কার বেশি। উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎ ও শব্দের ওজন নাই; উহারা শক্তি, পদার্থ নয়। (২) বিস্তৃতি (Extension)—পদার্থ মাত্রই খানিকটা জায়গা দখল করিবেই; আলোকাদি তদ্রূপ করে না বলিয়া উহারা পদার্থ নহে।...(৩) অভেদ্যতা (Impenetrability)—দুইটি পদার্থ একই সঙ্গে এক সময়ে একই স্থান অধিকার করিতে পারে না।...(৪) নিষ্ক্রিয়তা বা জড়তা (Inertia)—কোন পদার্থ আপনা হইতে চলিতে বা থামিতে পারেনা, অর্থাৎ আপনা হইতে কিছু করার ক্ষমতা জড়ের নাই। (৫) মহাকর্ষ (Gravitation)—পদার্থ মাত্রই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই মহাকর্ষের শক্তিতেই বিশ্বজগতের পদার্থ-পুঞ্জের মধ্যে একটা সাম্যস্থিতি রহিয়াছে। পৃথিবীর মত প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড আমাদিগকে সর্বদা আকর্ষণ করিতেছে বলিয়া আমরা পরস্পরের মধ্যে ক্ষুদ্র-আকর্ষণ অনুভব করিতে পারি না।...(৬) বিভাজ্যতা (Divisibility)—পদার্থ মাত্রকে ভাঙিতে ভাঙিতে অসংখ্য টুকরা করা যায়। এক ফোঁটা বেগুনী কালী জলে দিলে উহা লক্ষধা হইয়া বিভক্ত হয় ও সমস্ত জল রঙাইয়া ফেলে।...(৭) স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity)—অণুর ব্যবস্থান ও পরস্পর আকর্ষণের বলে পদার্থ যে অবস্থায় আছে, তদ্রূপ থাকিতে চায়; বেত বাঁকাইলে সোজা হয়, রবার টানিয়া ছাড়িয়া দিলে নিজ আকার প্রাপ্ত হয়। (৮) সচ্ছিদ্রতা (Porosity)—পদার্থ মাত্রেই অসংখ্য ছিদ্র আছে; সে-ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে অনেক ক্ষেত্রেই তাহা চোখে দেখা যায় না। চোখে না দেখা গেলেও ক্রিয়া দেখিয়া বুঝা যায়। যেমন কাঠের উপর কালির দাগ। একখানা স্যাময় চামড়া দিয়া তাহার মধ্যে পারা রাখিয়া আঙুলের চাপ দিলে ঐ চামড়ার ভিতর দিয়া পারা বাহিরে চলিয়া আসে। (৯) সংসক্তি, বাঁধুনি (Cohesion) পদার্থের অণু খুব কাছাকাছি থাকিলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একই জাতীয় অণুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাই সংশক্তি; বাঁধুনির গুরুত্বর উপর বস্তু কঠিন, তরল ও বায়ব হয়। কঠিন পদার্থে সংশক্তি বেশি, তরল পদার্থের খুবই কম, আর বায়ব পদার্থে সংশক্তি নাই। (১০) আসক্তি (Adhesion) বিভিন্ন জাতীয় অণুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাকেই আসক্তি বলে। কাঁচের পাত্রে জল লাগিয়া থাকে এই আসক্তির জন্যে। আঠা দিয়া কাঠ জোড়া লাগান, মশলা দিয়া ইট গাঁথা, ঝালাই করা এইসব ব্যাপারের মূলে বিভিন্ন অণুর আসক্তি। (১১) রোধ (Resistance)—বস্তু মাত্রেই আঘাত করিলে তাহা বাধা দান করে। কঠিন পদার্থে আঘাত করিলে হাতে লাগে; তরলে আঘাত করিলে উহা তরঙ্গায়িত হইয়া সরিয়া যায়। বায়ুর রোধ এত কম যে বুঝা যায় না। এই ১১টি গুণ পদার্থ মাত্রেরই আছে। একই পদার্থ কঠিন, তরল ও বায়ব এই তিন অবস্থায় থাকিতে পারে, যেমন বরফ, জল, ও জলীয় বাষ্প; বায়ুকেও উত্তাপ কমাইয়া তরল ও কঠিন করা যায়। পদার্থকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিতে থাকিলে এমন অবস্থায় পৌঁছানো যায়, যখন ঐ পদার্থের গুণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া উহাকে আর ভাগ করা যায় না; পদার্থের এই ক্ষুদ্রতম অংশকে অণু (Molecule) বলে। অণুর ক্ষুদ্রতর অংশের নাম পরমাণু (Atom) (দ্রষ্টব্য পরমাণুবাদ)

পদার্থ বিজ্ঞান (Physics)

বিজ্ঞানের যে শাখায় নানাবিধ শক্তির প্রয়োগে পদার্থের বাহ্যিক ধর্ম (Physical property) ও তাহার অবস্থাগত পরিবর্তনের (Physical change) বিশদ আলোচনা হয়, তাহার নাম পদার্থ বিদ্যা বা পদার্থ বিজ্ঞান(Physics)। বস্তু জগত কঠিন গাণিতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 'ফিজিক্স' বা পদার্থ বিদ্যা সেইসব নিয়মের সত্যতা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করে। জড় পদার্থের ধর্ম এত বিস্তৃত ও বিচিত্র যে ইহার আলোচনা বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; যথা স্টেটিক্স্ (statics) বা স্থিতি-বিজ্ঞান; ডাইনামিকস (dynamics) জড়ের গতিবিধান; অপটিকস (optics) বা আলোক বিজ্ঞান; ইলেকট্রিসিটি (electricity) বা তড়িৎ-বিজ্ঞান; ম্যাগনেটিজম্ (magnetism) বা চুম্বক-বিজ্ঞান; তাপ-বিজ্ঞান Heat; শব্দ-বিজ্ঞান Sound; এইসব বিষয়ের প্রত্যেকটি বহু উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছে; এ ছাড়া অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, পজিট্রন ও নিউট্রন প্রভৃতির উপপত্তীয় (Theoretical) ও গাণিতিক আলোচনা নব্য-ফিজিক্সের অন্তর্গত বিষয়। প্রত্যেকটি

বিষয় প্রয়োগের দিক হইতে (Practical) এবং গণিতের দিক হইতে আলোচিত হয়।...গ্যালিলিও ও নিউটনকে পদার্থবিদ্যার জনক বলা হয়।

পদী, পেদো পতঙ্গ

দৃঢ়পত্রী ষট্‌পদী ফড়িং ; লাল কিংবা হলুদ বর্ণ, তাহাতে কাল ফুটকী ; কিংবা কৃষ্ণ বর্ণ তাহাতে শাদা লাল হলুদ ফুটকী থাকে। ইহারা গুড়িগুড়ি চলে, উড়িতেও পারে। শসা কুমড়া প্রভৃতি গাছে থাকে। ইহার পোকা (larva) জল-পোকা খায়। এক জাতির দেহে ফুটকী থাকে না। (যোগেশ)

পদুনা, পুদুনা

ময়নামতীর উপাখ্যানের রাজা মাণিকচন্দ্রের ছয় কুড়ি স্ত্রীর অন্যতমা ; অদুনার সহোদরা ; অদুনার সহিত বিবাহে পদুনা যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। (দ্রঃ ময়নামতী, মাণিকচন্দ্র, গোরক্ষনাথ, নাথপন্থ)।

পদ্ম (Lotus)

স্রোতহীন জলের পঙ্কে দীর্ঘ নলের উপর এই উদ্ভিদ জন্মে ; শিকড় বহু নীচে কাদার মধ্যে থাকে। পাতা সুবৃহৎ। শ্বেত-পদ্ম ও রক্তপদ্ম একই জাতির দুই রকম (variety)। পদ্ম গ্রীষ্ম কাল হইতে ফুটিতে থাকে। কাঁচা ফল বা কোরক মানুষে খায় ; শুকাইলে ফল দিয়া সুন্দর মালা হয়। নীলপদ্ম বা নীলকমল পুকুরে বা ডোবায় জন্মে ; ইহারও দুই জাত, ফুল ভেদে ছোট ও বড়। প্রাচীন ভারতের ও মিশরের সাহিত্যে পদ্মের উল্লেখ ও শিল্পকলায় উহার চিত্র দেখা যায়। শালুকের গন্ধ নাই ; সংস্কৃতে ইহাকে কুমুদ বলে ; উহা শরতে ফুটে। শ্বেত সুঁদি, নীল সুঁদি ও রক্ত শালুককে ক্ষুদ্র উৎপল বলে। সবদেশে পদ্ম সৌন্দর্যের প্রতীক। (বনৌষধি ৩৯৯—৪০৪ ; যোগেশ)।

পদ্মকাঁটা (Lichen papillaris)

এক প্রকার অসুখ ; গায়ের চামড়ায় পদ্মের কাঁটার ন্যায় ওঠে (Chronic skin disease) ; ইহাতে পুঁজ হয় না।

পদ্মক, পদ্মকাষ্ঠ (Prunus puddum Roxb.)

অতি উচ্চবৃক্ষ ; হিমালয় ও কেদার পর্বতে জন্মে। কাষ্ঠের বর্ণ পাটলা পুষ্পের মত। কাঠে সামান্য পদ্মগন্ধ আছে। আয়ুর্বেদে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধি দর্পণ ৪০৫)

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায়

(১৮৬৮—১৯৩৯) অধ্যাপক ও লেখক। শ্রীহট্ট জিলায় জন্ম। এম. এ. পাশ করিয়া শ্রীহট্ট কলেজের অধ্যাপক হন ; কিছুকাল শিলঙে চাকুরী করেন। ১৯০৫এ গৌহাটি সরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শ্রীহট্ট ও আসামের ইতিহাস গবেষণা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন শ্রীহট্টের ইতিহাস রচনার জন্য ৫০০০৲ টাকা দান করেন।

পদ্মনাভ

১। একজন ধার্মিক নাগ, সূর্যসাধনা করিতেন। অতিথি সেবাদি সৎকর্মের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। ২। বিষ্ণুর নাম।

পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব

মহাযান বৌদ্ধ ধর্মতন্ত্রানুসারে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের সহিত পঞ্চ বোধিসত্ত্ব কল্পিত হইয়াছে। পদ্মপাণি চতুর্থ ; পদ্মপানি লোকেশ্বর মূর্তি মহাযান বৌদ্ধদেব ধ্যানের বিষয়। (দ্রঃ পঞ্চবুদ্ধ)

'পদ্মপুরাণ'

অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম। অতি বৃহৎ গ্রন্থ ; ইহাতে ৫৫,০০০ শ্লোক আছে। পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত-সৃষ্টি, ভূমি, স্বর্গ, পাতাল ও উত্তর খণ্ড। (১) সৃষ্টিখণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ; ভৃগু প্রভৃতি মুনির বংশকথন ; রাজবংশানুকীর্তন ; পুষ্কর তীর্থ ও মাহাত্ম্য প্রভৃতি ; ৮২ অধ্যায়। (২) ভূমিখণ্ড—বহু তীর্থ ও ঋষির কথা বর্ণিত আছে ; সপ্তদ্বীপ বর্ণিত ; ১২৫ অধ্যায়। (৩) স্বর্গখণ্ড—বৈকুণ্ঠ বর্ণনা ; বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রভৃতি ; ১১৩ অধ্যায়। (৪) পাতাল খণ্ড—নাগলোক বর্ণনা, শ্রীরামচন্দ্রের আখ্যান, শ্রীকৃষ্ণলীলা, বিষ্ণু মাহাত্ম্য ইত্যাদি। (৫) উত্তর খণ্ড—বিষ্ণুভক্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ; ২৮২ অধ্যায়।...বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে পঞ্চানন তর্করত্ন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে (১৯০৬-১৪)। ইহার 'ক্রিয়াযোগসার' অংশের মূল ও বঙ্গানুবাদ মুর্শিদাবাদ হইতে রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন দ্বারা প্রকাশিত হয় (১৮৭৪-৭৫)।

পদ্মরাগ মণি (Spinel ruby)

মাণিক্য বা Rubyর বিশেষ প্রকারের নাম পদ্মরাগ। পৃথিবীতে নতরকম লালরঙের উজ্জ্বল জিনিষ আছে, তার মধ্যে মাণিক্যই সেরা। পদ্মরাগ পাওয়া যায় বর্মায় মোগকের রুবি খনিতে ; চুনাপাথর কিংবা মর্মর পাথরের স্তরে মাণিক্য জন্মে।

পদ্মবর্ণ

পৌরাণিক। যদুর ঔরসে নাগকন্যা মুচুকুন্দার গর্ভে জন্ম হয়।

পদ্মসম্ভব, পদ্মবজ্র

বৌদ্ধ তন্ত্রাচার্য। ইনি তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন (৬৪৭ খৃ অ)। প্রবাদমতে ইনি ইন্দ্রভূতির পুত্র ; ইঁহার কন্যা লক্ষ্মীকরা সহজযান ধর্মসম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু বলিয়া স্বীকৃত। পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সুব্যবস্থিত করেন।

পদ্মাবতী

১। কবি জয়দেবের পত্নী। ২। কর্ণের পত্নী। ৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক নাটক।

'পদ্মাপুরাণ'

মনসা বা পদ্মা সম্বন্ধে লোক-সাহিত্য। বংশীদাসের কাব্য সুপরিচিত। অন্যান্য লেখক—নারায়ণদেব, রাধানাথ রায় চৌধুরী, কৃষ্ণগোবিন্দ পাল, পণ্ডিত জানকীনাথ, রাম নারায়ণ নাগ প্রভৃতি ২২ জন কবির বই জানা আছে। দ্রঃ মনসামঙ্গল।

'পদ্মাবতী'

আলাওলের প্রথম কাব্য; রোসাঙ্গ-রাজ সাদ উমংদার বা থদো মিণ্ডারের রাজত্বকালে (১৬৪৫—৫২) রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে এই কাব্য বিরচিত হয়। ইহা মালিক মুহম্মদ জায়সী কৃত 'পদুমাবৎ' কাব্য অবলম্বনে রচিত। জায়সীর কাব্যর গল্পাংশ :—চিতোরের রাজা রত্নসেন, তাঁহার মহিষী নাগমতী। শুকপক্ষীর মুখে সিংহল-রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপ লাবণ্যর কথা শুনিয়া যোগিবেশে রাজা সিংহলে যান ও বহু কষ্টের পর রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদ্দেশেই বাস করিতে থাকেন। তথায় আর একটি শুকপক্ষীর মুখে বিরহিনী নাগমতীর দুঃখের কথা শুনিয়া রত্নসেনের চেতনা হয় ও তিনি চিতোরে ফিরিয়া আসেন। রাঘবচেতন নামে কোন ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেন; পদ্মাবতী কোন সময়ে সেই ব্রাহ্মণকে একগাছি কঙ্কণ দান করেন। ব্রাহ্মণ দিল্লীতে গিয়া সুলতান আলাউদ্দীনকে সেই কঙ্কণ দেখাইয়া উহার জোড়াটি প্রার্থনা করেন। সুলতান পদ্মাবতীর সৌন্দযর কথা শুনিয়া দূত মারফত রত্নসেনের নিকট হইতে তৎ-মহিষীকে চাহিয়া পাঠাইলেন। রত্নসেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে আলাউদ্দীন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ও রাণাকে পরাভূত ও বন্দী করেন। বন্দীশালা হইতে রত্নসেন পলায়ন করিতে সক্ষম হন। কিছুকাল পরে দেওপাল নামে এক রাজার সহিত রত্নসেনের যুদ্ধ হয়; যুদ্ধে রাণা আহত হন ও সাত মাস পরে দেহত্যাগ করেন। দুই রানী নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমৃতা হন। আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন; আসিয়া দেখেন পদ্মাবতী তথন সহমরণে। সুলতান ধূমায়মান চিতাকে প্রণাম করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।...জায়সীর 'পদুমাবৎ' হইতে আলাওলের পদ্মাবতীর অনেক পার্থক্য আছে। (দ্রঃ ডাঃ সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৬১৫—১৬)

পদ্মিনী

গল্পে আছে পদ্মিনী মেবাররাজ রত্নসিংহের মহিষী। আলাউদ্দীন খিলজী দর্পণের সাহায্যে এই মহিলার রূপ লাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হন ও তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য চিতোর আক্রমণ করেন। রাজপুতগণ পরাভূত হইলে পদ্মিনী অন্যান্য নারীদের লইয়া 'জহর' (দ্রঃ) করেন ও চিতোর অধিকৃত হয় (১৩০৩ খৃঃ অঃ)। টডের রাজস্থানে এ বিষয়ে বহু বিস্তৃত উপাখ্যান আছে; ইহা অবলম্বনে বহু নাটক রচিত হইয়াছে। (দ্রঃ ভীম সিংহ) মহেন্দ্রলাল বসু কৃত 'পদ্মিনী' নাটক (১৮৭৫); ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ কৃত 'পদ্মিনী' (১৯০৬); হরিপদ চট্টোপাধ্যায় কৃত (১৯০৭); সুরেন্দ্রনাথ রায় কৃত (১৯১৩)। কিন্তু এই কাহিনীগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ আছে। অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র সরকার পদ্মিনী সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—'বাংলা দেশে পদ্মিনীর উপাখ্যান সুপরিচিত, কিন্তু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা তাহা অদ্যাপি নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় নাই। টডের বর্ণিত কাহিনীর অধিকাংশ অঙ্গই যে কাল্পনিক তাহাতে সন্দেহ নাই। টড্ বলিয়াছেন যে আলাউদ্দীনের আক্রমণ কালে চিতোরের রাণা ছিলেন লক্ষ্মণ সিংহ; তিনি নাবালিক থাকায় তাঁহার খুল্লতাত ভীম সিংহ তাঁহার অভিভাবকস্বরূপ রাজ্য শাসন করিতেন। পদ্মিনী ভীম সিংহের পত্নী। কিন্তু শিলালিপি এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সিংহ ১৩০৩ খৃস্টাব্দের পর মেবারে রাজত্ব করিয়াছিলেন, ভীম সিংহ নামক কোন ব্যক্তি কখনও মেবারের কোন রাণার অভিভাবক রূপে রাজ্য শাসন করেন নাই, এবং রাণা রত্ন সিংহের সময়ে চিতোর আলাউদ্দীন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। এই আক্রমণের পর দুই শত বৎসরের মধ্যে লিখিত কোন গ্রন্থে বা শিলালিপিতে পদ্মিনীর উল্লেখ নাই। ১৫৪০ খৃস্টাব্দে মালিক মুহম্মদ জায়সী নামক জনৈক মুসলমান কবি কর্তৃক রচিত 'পদুমাবৎ' নামক হিন্দী কাব্যে পদ্মিনী উপাখ্যানের প্রথম বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৭ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত ফিরিশ্‌তার ইতিহাসে পদ্মিনীর উল্লেখ আছে। ফিরিশ্‌তার মতে পদ্মিনী রাণা রত্ন সিংহের পত্নী। আবুল ফজলের গ্রন্থে 'পদ্মিনী' শব্দ 'সুন্দর স্ত্রী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহার মতে রত্ন সিংহের এক পরমা সুন্দরী পত্নী ছিলেন; এই পত্নীর কি নাম ছিল আবুল ফজল লিপিবদ্ধ করেন নাই। যাহা হউক, যে ঘটনা ১৩০৩ খৃস্টাব্দে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ১৬ শতাব্দীতে লিখিত বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নহে। চিতোর আক্রমণের পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই কবি আমীর খসরু এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। বরনীর ইতিহাসও চিতোর আক্রমণের ৫৫ বৎসরের মধ্যেই লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহারা পদ্মিনী সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিতও করেন নাই। বরঞ্চ বরনীর গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহাই মনে হয় যে আলাউদ্দীন স্বরাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির জন্যই চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন, রূপের মোহে নহে। সুতরাং পদ্মিনীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু রাণা

কুম্ভের সময়ে রচিত একখানি শিলালিপি এবং আমীর খসরুর একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হয় যে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়া রাণা রত্ন সিংহকে বন্দী করিবার পর মেবারের রাজবংশীয়া কোন মহিলাকে লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং রত্ন সিংহ কুলের সম্মান বিসর্জন দিতে সম্মত ছিলেন; কিন্তু চিতোরের সর্দারগণ তাঁহাকে বাধা দেন।" | এই তথ্যগুলি অধ্যাপক সরকার পাটনার অধ্যাপক সুবিমল দত্তর Indian Historical Quarterly লিখিত প্রবন্ধ হইতে ও মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর ওঝা প্রণীত হিন্দীতে 'উদয়পুর রাজ্যকা ইতিহাস' হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পদ্য (Poetry)

"হ্রস্ব দীর্ঘ উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত দ্রুত বিলম্বিত ইত্যাদি স্বর-বৈচিত্র্যের মিলনে যে সুর-গাম্ভীর্যের বা ঝঙ্কার-মাধুর্যের সৃষ্টি হয় তাহাই পদ্যকে গদ্য হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করে। আর এই মাধুর্যই পদ্যের সর্বপ্রধান ঐশ্বর্য—এমনকি প্রাণস্বরূপ। এই ঐশ্বর্যের সন্ধান আমরা সুসঙ্গত আবৃত্তি ব্যতীত লাভ করিতে পারি না; সেজন্য আবৃত্তি কাব্যের পক্ষে 'বোধাদপি গরীয়সী'। যখন সর্বশাস্ত্র কাব্যেই রচিত ছিল, তখন বোধহয় সর্বশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা খাটে।" কালিদাস রায় (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে উদ্ধৃত, পৃঃ ১২৬৬)

পনী, কাগজ

পাউণ্ড (Pound) অর্থাৎ অর্ধসের হইতে দুই পয়সা ওজন কম। ২০ দিস্তা বা ১ রীম কাগজের ওজন ১৬ পন বা পাউণ্ড (প্রায় ৮ সের) হইলে লোকে বলে ষোলপনী কাগজ। ৩০ পনী কাগজ অর্থাৎ ১ রীম ঐ কাগজের ওজন ৩০ পাউণ্ড বা প্রায় ১৫ সের, অর্থাৎ পুরু কাগজ। দর পন হিসাবে করা হয়।

পনীর (Cheese) দ্রঃ চীজ্।

পনটুন্ ব্রীজ (Pontoon Bridge)

নৌকার উপর দিয়া যে সেতু নির্মিত হয়। কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে ব্রীজ এই জাতীয়।

পপলিন (Poplin)

রেশম ও পাকানো সুতা দিয়া বুনা এক প্রকার কাপড়। ডাব্লিনে তৈরী হয়। ফ্রান্স হইতে ইংল্যান্ডে ১৬৯৩এ এই শিল্প যায়। বাঙলায় এ শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করা হয়।

পবন (Wind)

বায়ু বহিতে থাকিলে তাহাকে পবন বলা হয়। হিন্দু দৈবজ্ঞ বা আকাশতত্ত্ববিদ্‌রা পবনকে ৪৯ রকমে ভাগ করিয়াছিলেন। সপ্তপবন যথা আবহ, প্রবহ, সংবহ, নিবহ, উদ্বহ, বিবহ, বায়ু।...বর্তমান আবহবিদ্‌গণ দ্বাদশপ্রকার পবনের বর্ণনা করেন।...পবনচক্র, weather-cock।...পৌরাণিক মতে পবন একজন দেবতা; ইঁহার ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান ও কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়।...'পবনদূত' সংস্কৃত খণ্ডকাব্য, মেঘদূতের অনুকরণে বাদিচন্দ্র বিরচিত। দ্রষ্টব্য কাব্যমালা ১৩শ খণ্ড। 'পবনবিজয় স্বরোদয়' যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় সংকলিত গ্রন্থ; মূল ও বঙ্গানুবাদ বসুমতী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত।

পমেটম্ (Pomatum, Pomade)

লাতিন ভাষায় পোমাম্ (Pomum) অর্থে এক প্রকার আপেল ফল। পূর্বে এই ফলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল বা ঘৃত নিষ্কাশিত হইত; উহা কেশাদি প্রসাধনে ব্যবহৃত হইত। বর্তমানে সুগন্ধি ভ্যাসেলিনকে (দ্রঃ) পঃ বলে। উহা পেট্রোলিয়মের উপসামগ্রী। বিদেশ হইতে আমদানী হয়।

পম্পে (Ganeus Pompeius, Pompey the Great খৃ পূ. ১০৬-৪৮) রোমের সেনাপতি। ভূমধ্যসাগরে ও পশ্চিম এসিয়ায় ইনি রোমের একচ্ছত্র শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জুলিয়াস সীজার, ক্রেসাস ও পম্পে কিছুকাল রোমের শাসনতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেন। অবশেষে সীজারের সহিত মতভেদ ও বিবাদ হয়। ফারসেলিয়ার যুদ্ধে পম্পে পরাজিত ও মিশরে পলায়ন করিলে তথায় নিহত হন।

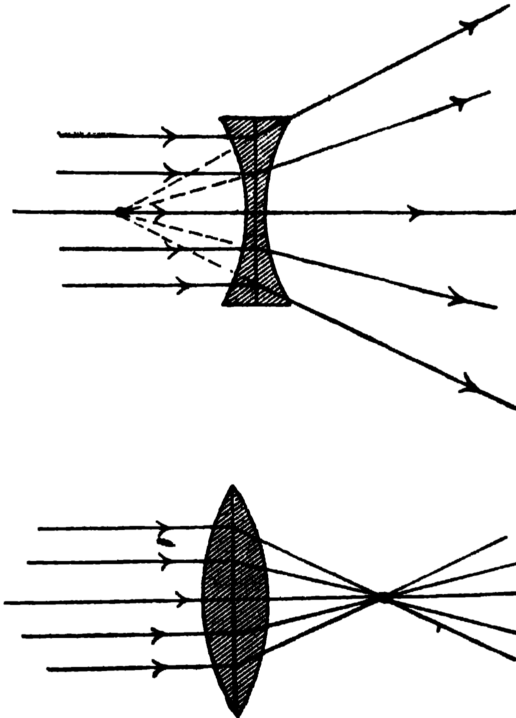
পঁয়কারে (Poincare, Raymond Nicolas Landry ১৮৬০—) ফরাসী রাষ্ট্রনীতিক। আইনজীবী ও আইনপ্রতিবেদক (reporter)। ১৮৮৭ চেম্বার অব্ ডেপুটিসের সদস্য। ১৮৯৩—৫, ১৯০৬ অর্থসচিব। ১৯০৩ হইতে ফরাসী সিনেটের সদস্য। ১৯১২এ প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক সচিব হন। ১৯১৩এ প্রেসিডেন্ট। ইঁহার সময়ে গত মহাযুদ্ধ চলে; ঐতিহাসিকরা মনে করেন গত মহাযুদ্ধের জন্য যে কয়জন প্রধানত দায়ী, তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন পঁয়কারে; রুশের জারের সহিত তাঁহার ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজ বৈদেশিক মন্ত্রী আর্ল গ্রে-র অস্থিরমতিত্বর ফলে জারমেনী যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পঁয়কারে ১৯২০এ প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করেন। ১৯২২—২৪এ প্রধান মন্ত্রী ও বৈদেশিক সচিব; পুনরায় ১৯২৬—২৯। ইনি চিন্তাশীল সুলেখক; ইঁহার বহু গ্রন্থ ইংরেজিতে তর্জমা হইয়াছে।

পরকলা (Lens)

দুইটি গোলকপৃষ্ঠ (Spherical surfaces) দ্বারা সীমাবদ্ধ কোন স্বচ্ছ জিনিষের অংশকে পরকলা বলে। প্রধানত দুই রকমের পরকলা দেখিতে পাওয়া যায়:—(১) কুব্জপৃষ্ঠ বা উত্তলপৃষ্ঠ পরকলা (Convex Lens), (২) ন্যুব্জপৃষ্ঠ বা

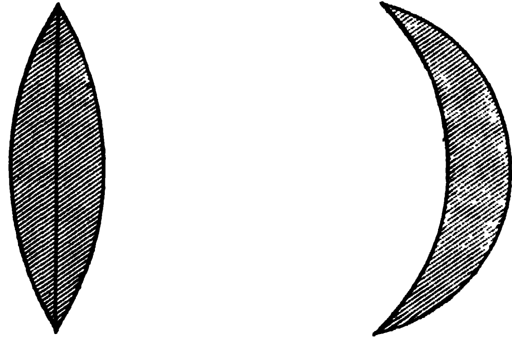
অবতলপৃষ্ঠ পরকলা (Concave Lens)। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলাতে ধারের দিক হইতে মাঝখানের অংশ বেশি পুরু। ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা ইহার বিপরীত। কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা তিন প্রকারের :—(১) দ্বিকুব্জপৃষ্ঠ (Double convex or Bi-Convex), যাহার উভয় পৃষ্ঠই উত্তল (২) সমতল-কুব্জপৃষ্ঠ (Plano-Convex), যাহার একপৃষ্ঠ সমতল, অপরপৃষ্ঠ উত্তল (৩) অবতল-কুব্জপৃষ্ঠ (Concavo-Convex), যাহার একপৃষ্ঠ অবতল অপরপৃষ্ঠ উত্তল। ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলার ও এই রকমের তিনটি ভাগ আছে:—(১) দ্বিন্যুব্জপৃষ্ঠ (Double Concave) (২) সমতল ন্যুব্জপৃষ্ঠ Plano-Concave) (৩) উত্তল-ন্যুব্জপৃষ্ঠ (Convexo-Concave)

কুব্জপৃষ্ঠ পরকলার বিশেষত্ব এই যে সূর্যের সমান্তরাল আলোকরশ্মি ইহার মধ্য দিয়া প্রতিসৃত হইলে একটি বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হয় ; সূর্যরশ্মির তেজ সংহত হয় এই বিন্দুতে, সেখানে একটুকরা কাগজ ধরিলে তাহা সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়া যায়। পরকলা ও এই বিন্দুর মধ্যেস্থিত কোন জায়গায় একটি বইয়ের পাতা খুলিয়া রাখিয়া পরকলার বিপরীত দিক হইতে তাকাইলে ঐ লিখিত অংশের প্রত্যেকটি অক্ষরকে অনেক বড় দেখা যাইবে। এই প:র সাহায্যে কোন জিনিসকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা হইতে অনেক বড় দেখায় বলিয়া ইহার নাম

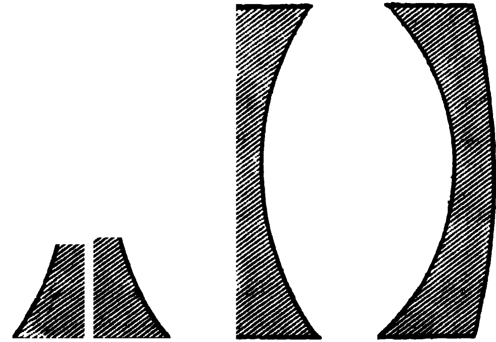


দেওয়া হইয়াছে "ম্যাগনিফাইং গ্লাস,"বাংলায় ইহাকে আতস কাঁচ বলে। যাঁহারা কাছের জিনিস ভাল দেখিতে পান না তাঁহাদের চশমাতে কুব্জপৃষ্ঠ পরকলা লাগাইয়া তাঁহাদের দৃষ্টির অসুবিধা দূর করা হয়। একটি ছোট ও একটি বড় কুব্জপৃষ্ঠ প: পর পর সাজাইয়া দুরবীন ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরী করা হয়। দূরের জিনিষ কাছে আনিয়া বড়ো করিয়া দেখাইতে (দুরবীন) পরকলা দুইটিকে একভাবে সাজাইতে হয়, আর কাছের খুব ছোট জিনিসকে খুব বড় করিয়া দেখাইতে (অণুবীক্ষণে) ইহাদের অন্যরকমে সাজাইতে হয়। ফটোগ্রাফ তোলার ক্যামেরাতে ও ম্যাজিক ল্যাণ্টারনে (magic lantern) এই ধরণের পরকলা ব্যবহৃত হয়।

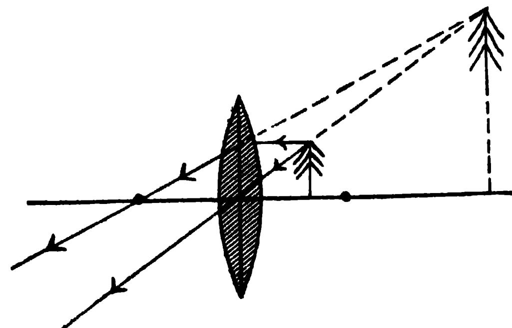
ন্যুব্জপৃষ্ঠ পরকলা সূর্যের রশ্মিকে একটি বিন্দুতে জমা করিতে পারে না, ইহার ভিতর দিয়া প্রতিসৃত হইলে রশ্মিগুলির পরস্পরের ব্যবধান বাড়িয়া যায় (the rays become diverging)। যাঁহারা দূরের জিনিস ভাল দেখিতে পান না তাঁহাদের চশমাতে এই পরকলার ব্যবস্থা করিলে, দৃষ্টির এই অসুবিধা হইতে তাঁহারা মুক্তিপান।



(১) দ্বিকুব্জপৃষ্ঠ (২) সমতল কুব্জপৃষ্ঠ (৩) অবতল কুব্জপৃ



(১) দ্বিন্যুব্জপৃষ্ঠ (২) সমতল ন্যুব্জপৃষ্ঠ (৩) উত্তল ন্যুব্জপৃষ্ঠ



Magnifying action of a Convex Lens.

পরচুল (Wig, periwig)

ফরাসী perruque হইতে উৎপন্ন শব্দ। আমাদের দেশে যাত্রা থিএটর ও প্রতিমার-সাজে 'পরচুল' পরানো হয়। প্রাচীনকালে মিশর, অসীরিয়া, পারস্য, গ্রীস, ও রোমে সম্ভ্রান্ত লোকেও ইহা পরিত; তথাকার রাজা ও সম্রান্তদের প্রস্তরখোদিত মূর্তিতে ইহা দেখা যায়। ফ্রান্সে মধ্যযুগে ইহার ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও ১৩শ লুই-এর সময় হইতে (১৬১০—৪৩) ইহার চল খুব বাড়ে। ইংল্যানডে টিউডর রাজাদের পূর্বে ইহার ব্যবহার বেশী ছিল না। ১৮ শতকের মধ্যভাগ হইতে কয়েকটি ব্যবসায় ও চাক্‌রী ছাড়া ইহার সাধারণ চল কমিয়া যায়। এখন বিলাতে ও এদেশে রাষ্ট্রসভার স্পীকার ও হাইকোর্টের জজগণ পরচুলা পরেন।

পরমদূরত্ব (Aphelion) দ্রঃ অধমদূরত্ব।

পরমতাপ (Maximum temperature)
দ্রঃ তাপ।

পরমমান (Absolute value)

ধনরাশি ও ঋণরাশি (Positive, negative) ব্যতিরেকে নিরপেক্ষ কোন রাশির মানকে উহার পরমমান বলে। যথা 'a' যদি ৫ হয় এবং 'b' ৩ হয়, তবে +ab অথবা −ab উভয়েরই পরমমান ১৫।

পরমহংস

যে মহাযোগী নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে পরিভ্রমণ করেন, যিনি শুদ্ধচিত্ত, কেবল প্রাণধারণের জন্য দানমাত্র গ্রহণ করেন, লাভ ও ক্ষতি যিনি সমানভাবে দেখেন, যাঁহার নির্দিষ্ট আশ্রয় নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত সমর্পণ করিয়া কর্মক্ষয়ের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনিই পরমহংস। (সুবল)

পরমাণু

হিন্দু দর্শন মতে পরমাণুরূপ পৃথ্বাদি নিত্য, তদতিরিক্ত অনিত্য। বৈশেষিক দর্শনে পরমাণু সম্বন্ধে আছে, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, পরন্তু পরস্পর যোগে যে সকলের অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, তাহাকে পরমাণু কহে। রবিকিরণ সম্পর্কে গবাক্ষদ্বারের নিকট ত্রসরেণু স্বরূপ যে সূক্ষ্ম পদার্থ দৃষ্ট হয়, তাহাকে তিন অংশে বিভক্ত করিলে যত হয় তাহার একাংশকে দ্ব্যণুক, আর দ্ব্যণুকের দুই অংশের এক অংশকে পরমাণু কহে।"

পরমাণুবাদ (Atomic Theory)

পদার্থ মাত্রই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। এই ক্ষুদ্র কণা, যাহাদের প্রত্যেকটির মধ্যেই পদার্থের গুণ বর্তমান আছে, তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে অণু। অণু এত ক্ষুদ্র যে চোখে দেখা দূরের কথা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ইহাদের দেখা যায় না। পূর্বে অনেকের ধারণা ছিল এই অণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূল উপকরণ। পরবর্তী বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে অণুকেও ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করা যায়; অণুর এই সূক্ষ্মতর অংশের নাম দেওয়া হইয়াছে পরমাণু। রসায়ন বিজ্ঞানে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয় এই পরমাণুর সাহায্যে। পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম মূলমসলা, দার্শনিক বিজ্ঞানী ডালটন এই সত্য প্রচার করেন। ৯২টি মৌলিক পদার্থের ৯২টি পরমাণুই পদার্থ জগতের অভিনব সৃষ্টির মূলে এই ধারনাই মানুষের মনে তখন হইতে বদ্ধমূল হয়। পরমাণুরও সূক্ষ্মতর ভাগ থাকিতে পারে ইংরাজ রসায়ন-বিদ Prout (1785-1850) সর্বপ্রথম এইমত প্রচার করেন। সমস্ত মৌলিক পদার্থের পরমাণুই হাইড্রোজেন গ্যাসের পরমাণুর সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই Prout-এর মত বলিয়া খ্যাত; প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের পূর্ণসংখ্যক এই ধারনা হইতেই তিনি তাঁহার মত প্রচার করেন। পরে দেখা গেল Chlorine গ্যাসের পরমাণুর ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের পূর্ণসংখ্যক নয়, ৩৫½ গুণ। তাহার পর Stasর পরীক্ষার পরেই এই মতবাদ অচল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Sir J. J. Thomson আবদ্ধপাত্রে বিরল হাওয়ার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালিত করিয়া অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার সূক্ষ্মকণার সন্ধান পাইলেন। বিদ্যুৎ ও চুম্বকের বলক্ষেত্রে ইহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া তিনি প্রমাণ করেন যে ইহারা নিগেটিভ বিদ্যুৎ-কণিকা এবং প্রত্যেকটির ওজন হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজনের প্রায় দুইহাজার ভাগের একভাগ Johnston Stoney এই সূক্ষ্মতম বৈদ্যুতকণার নাম দেন 'ইলেকট্রন'। পাত্রে যে কোন গ্যাসই আবদ্ধ করা হৌক না কেন বিদ্যুৎ প্রবাহ পরিচালনে সব গ্যাস হইতে একই প্রকার কণিকা বাহির হয়। এই প্রথম প্রমাণ হইল যে রসায়ণবিদের পরমাণুই পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ নহে, ইহারও সূক্ষ্মতর ভাগ আছে।

এই পরীক্ষার পর Thomson পরমাণুর গঠন প্রণালী সম্বন্ধে একটি মত প্রচার করেন। তাঁহার মতে প্রত্যেক পরমাণুই পজিটিভ্ বিদ্যুৎপূর্ণ অতি ক্ষুদ্র একটি গোলক যাহার উপর ছড়াইয়া আছে ইলেকট্রনের দল এবং এই গোলকের পজিটিভ্ বিদ্যুতের পরিমাণ ইলেকট্রনগুলির সম্মিলিত নেগেটিভ্ বিদ্যুতের পরিমাণের সমান। কাজেই সাধারণ অবস্থায় এই সমমাত্রার বিপরীত বিদ্যুৎ পরমাণুতে থাকে বলিয়া তাহার কোন বিদ্যুৎ ধর্মের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্তী পরীক্ষার ফলে এই মতবাদ গ্রহনযোগ্য নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। ১৯১১ সনে Sir Ernest Rutherford পরমাণুর গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি নূতন মতবাদ প্রচার করেন; তাঁহার মতে প্রত্যেক পরমাণুর মাঝখানে রহিয়াছে একটি পজিটিভ্ বিদ্যুৎপূর্ণ অতিক্ষুদ্র কেন্দ্র-

বস্তু (প্রোটন) যাহার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে ইলেকট্রনের দল কেন্দ্রে বিদ্যুতের পরিমাণ সংখ্যা ও কেন্দ্রের বাহিরে ইলেকট্রনের সংখ্যা ঠিক এক। ১৯১৩ সনে Niel Bohr, Rutherford প্রস্তাবিত পরমাণুর গঠন অবলম্বন করিয়া, উত্তপ্ত পরমাণু হইতে যে বিভিন্ন রঙের আলো বিচ্ছুরিত হয় তাহার একটি সঠিক মীমাংসা করেন। Bohrর মতে কেন্দ্রের বাহিরের ইলেকট্রনগুলি নির্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া কেন্দ্রবস্তুকে প্রদক্ষিণ করে অদ্ভুত দ্রুত গতিতে, যেমন সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া ঘোরে গ্রহের দল। বাহির হইতে তেজ শুষিয়া নিলে তাহার তাড়নায় ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রোটন হইতে অপেক্ষাকৃত দূরে অন্য এক কক্ষে লাফাইয়া যায়, আবার সুবিধা পাইলেই এই অতিরিক্ত শোষিত-তেজ মুক্ত করিয়া দিয়া ঐ কক্ষ হইতে পূর্বকক্ষে বা অপর কোনো নিকটবর্তী কক্ষে ফিরিয়া আসে। ইলেকট্রন হইতে মুক্ত এই তেজই আমরা পাই আলোরূপে। এই ছাড়-পাওয়া আলোর তেজ নির্ভর করে কক্ষচ্যুত ইলেকট্রনের লাফের মাত্রার উপর। লাফের মাত্রা যত বেশী হইবে ছাড়া-পাওয়া আলোর তেজও ততই বেশি হইবে। ইলেকট্রন যতক্ষণ একই কক্ষে চলিতে থাকে ততক্ষণ উহার তেজ বিকীরণ বন্ধ। সৌরলোকে গ্রহ পরিবারকে আয়ত্তে রাখিতে সূর্যের সমস্ত ভার, সমস্ত ওজন নিয়োজিত হইতেছে, আর পরমাণুলোকে ইলেট্রনকে আয়ত্তে রাখিতে কেন্দ্র বস্তুর সমস্ত বিদ্যুৎশক্তি কাজ করিতেছে, অর্থাৎ প্রোটন ইলেকট্রনের টানটা বিপরীত ধর্মী বিদ্যুতের টান, ওজনের নয়। সাধারণ বোধশক্তির ভিতর দিয়া যে সকল পদার্থকে বিভিন্ন পদার্থ বলিয়া জানি তাহাদের মূলে আছে এই বিদ্যুতকণা। সোনা, রূপা, লোহা ইহাদের মূলগত কোন পার্থক্য নাই শুধু প্রোটন ইলেকট্রনের সংখ্যার কমবেশী ও দূরত্ব নিয়া কোনটা সোনা কোনটা বা লোহা। ভাবিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয় যে বইখানা এখন পড়িতেছি ইহাকে যদিও দেখিতেছি কঠিন ও ও স্থির, কিন্তু ইহার অসংখ্য মূল উপাদান কঠিনও নহে স্থিরও নহে; উহারা বহুকোটি বিদ্যুৎমণ্ডলীর সমষ্টি, ভিতরকার তেজে সর্বদা চঞ্চল। সৌরলোকে সূর্য হইতে গ্রহের দল যেমন কোটি কোটি মাইল দূরে আছে, পরমাণুলোকেও আয়তনের অনুপাতে ইলেকট্রন প্রোটনের দূরত্ব ইহা হইতে কম নহে। বেশির ভাগ স্থানই ফাঁকা পড়িয়া আছে। অথচ অদৃশ্য এই ফাঁকা পরমাণুর দলই সৃষ্টি করিয়াছে দৃশ্যমান সকল বস্তু। ১৯৩২ সালের পর পরমাণুর মধ্য হইতে মৌলিকত্বের দাবি নিয়া আরও দুইটি মূলকণা উপস্থিত হইয়াছে; ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে ন্যুট্রন ও পজিট্রন। ন্যুট্রন বৈদ্যুতহীন, প্রোটন হইতে সামান্য একটু ভারি, আর পজিট্রন পজিটিভ্ বৈদ্যুতকণা ওজনে ইলেকট্রনের সমতুল্য। ন্যুট্রন আবিষ্কারের পর একথা বিজ্ঞানী মহলে স্বীকৃত হইয়াছে যে ন্যুট্রন প্রোটন মিলিয়া সৃষ্টি হইয়াছে পরমাণুর কেন্দ্রবস্তু। প্রোটন, ইলেকট্রন, ন্যুট্রন ও পজিট্রন এতগুলি মূলকণা কি ভাবে পরমাণু গঠন করিয়াছে, ইহাদের মৌলিকত্বের দাবী বহন করিয়া পরমাণুবিজ্ঞানে ন্যুট্রিনো ও বোসইলেকট্রনের (Bose-Electron বা Mesotron) অস্তিত্ব সম্বন্ধে যে সকল জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে এবং ঠিক সৌরলোকের ছাঁদে পরমাণু-লোককে ভাবিবার যে সকল বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে তাহাদের সম্যক মীমাংসা আজও হয় নাই। পরমাণুবাদ সম্বন্ধে ইহাই শেষ কথা নহে।

পরমানন্দ, ভাই

নিখিল ভারত হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেন্ট। পঞ্জাববাসী। লাহোরের D. A. V. College হইতে M. A. পাশ করিয়া আর্যসমাজে যোগ দেন ও প্রচারক হইয়া দঃ আফ্রিকা যান ১৯০৫। ১৯০৮এ দেশে ফিরিবার পর তিনি ১৯০৯—১১ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারা মুচলেখাবদ্ধ হন। তদনন্তর পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও বৃটিশ কলোনীগুলি পরিদর্শন করিয়া আসেন (১৯১১)। ১৯১৪এ গদর দলের সদস্য সন্দেহে তাঁহাকে পুলিশে ধরে; বিচারে ফাঁশি ও পরে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯২০এ মুক্তি পান। তৎপরে কন্‌গ্রেসে যোগদান করেন। কন্‌গ্রেস ছাড়িয়া হিন্দু-সংগঠনে মন দেন। ১৯৩১, ১৯৩৫এ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

পরমানন্দ দাস (দ্রঃ কর্ণপুর কবি)

পরমানন্দ গুপ্ত

কবি জয়ানন্দ তাঁহার 'চৈতন্যমঙ্গলে' পরমানন্দ গুপ্ত রচিত 'গৌরাঙ্গবিজয় গীত' নামক রচনার উল্লেখ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। পদকল্পতরুতে ইহার রচিত অনেকগুলি গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ আছে।

পরমানন্দ, স্বামী (মৃঃ ১৯৪০)

ইনি ১৯০৬এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর বাণী প্রচার ও বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। Vedanta Monthly নামে উচ্চাঙ্গের পত্রিকার সম্পাদক; বহুগ্রন্থের লেখক।

পরমায়ু (Longevity)

স্তন্যপায়ী জীব	বৎসর	পাখী।	বৎসর
তিমি	৫০০	ঈগল	১০০
কচ্ছপ	৩৫০	রাজহাঁস	১০০
কুমির	৩০০	কাক	১০০
হাতী	১০০	সারস	৬০
সিংহ	৪০	টিয়া	৬০

উট	৪০	পেলিক্যান	৫০
কট্‌কটে ব্যাঙ	৩৬	পাতি হাঁস	৫০
ঘোড়া	২৭	চড়ুই	৪০
চিতাবাঘ	২৫	নভশ্চর ভরত	৩০
ভালুক	২৫	ময়ূর	২৬
বাঘ	২৫	বক	২৪
শূকর	২৫	ক্যানারি	২৪
গরু	২৫	লিনেট	২৩
ষাঁড়	১৫—২০	কবুতর	২০
ছাগল	১৫	নাইটিঙ্গল	১৮
ব্যাঙ	১২—১৬	ভরত	১৮
কুকুর	১৫	ফেজ্যান্ট	১৫
বিড়াল	১১	তিত্তির	১৫
ভেড়া	১২	গোল্ডফিন্চ	১৫
খরগোস	১০	মুরগি	১৪
কাঠবিড়াল	৬	ব্ল্যাকবার্ড (এক জাতীয় কোকিল)	১২
ইঁদুর	৬	রবিন	১২
মাছ।		থ্রাশ্ (এক জাতীয় বুলবুল্)	১০
কার্প (বাটা জাতীয়)	১৫০	রেন (Wren)	৩
পাইক	১৫০		
স্যামন	৬০		
ইল্	৬০		
ল্যাম্প্রি	৬০		
ব্রে'	২০		

পরমায়ু—(Expectation of life)

কোন দেশের লোকের কত বৎসর পরমায়ু তাহার একটা হিসাব গণিতের সাহায্যে করা হইয়াছে :—

	পুরুষ	নারী
নিউজিল্যান্ড (১৯৩১)	৬৫	৬৭'৯
অস্ট্রেলিয়া (১৯৩২—৩৪)	৬৩'৫	৬৭'১
ডেনমার্ক (১৯৩১—৩৫)	৬২	৬৩'৮
নেদারল্যানডস (১৯২১—৩০)	৬১'৯	৬৩'৫
সুইডেন (১৯২৬—৩০)	৬১'২	৬৩'৩
নরওয়ে (১৯৩০—৩১)	৬১	৬৩'৮
যুক্তরাষ্ট্র (১৯৩৫)	৬০'৭	৬৪'৭
জারমেনী (১৯৩২—৩৪)	৫৯.৯	৬২'৮
ইংল্যানড্ (১৯৩৩—৩৫)	৫৯'৭	৬৩'৬
সুইসদেশ (১৯২৩—৩২)	৫৯'৩	৬৩'১
কানাডা (১৯৩০—৩২)	৫৯'০	৬০'৭
দঃ আফ্রিকা (১৯২৫—২৭)	৫৭'৮	৬১'৫
বেলজিয়াম (১৯২৮—৩২)	৫৬'০	৪৯'৮
স্কটল্যানড (১৯৩০—৩২)	৫৬'০	৫৯'৫
লাটভিয়া (১৯৬৪—৩৬)	৫৫'৫	৬০'৯
এস্‌থোনিয়া (১৯৩২—৩৪)	৫৩'১	৫৯'৬
ফিনল্যানড(১৯২১—৩০)	৫০'৭	৫৫'৩
ইতালী (১৯৩০—৩২)	৫৩.৮	৫৬'০
বুলগেরিয়া (১৯২৫—২৮)	৪৫'৯	৪৬'৬
জাপান (১৯২৬—৩০)	৪৪'৮	৪৬'৫
সোভিএট ইউরোপ(১৯২৬—২৭)	৪১'৯	৪৬'৮
মিশর (১৯১৭—২৭)	৩১'০	৩৬'০
ভারতবর্ষ (১৯৩১)	২৬'৯	২৬'৬

(দ্রঃ Whitaker's Almanack 1940 p 234)

ইংল্যান্ড ও ওএল্‌সের নরনারীর পরমায়ু কিভাবে বাড়িয়াছে দেখানো হইতেছে—

	পুরুষ	স্ত্রী
১৮৭১	৪০'৪	৪৩'৫
১৮৮১	৪৩'৪	৪৬'৬
১৮৯১	৪৩'২	৪৬'৭
১৯০১	৪৫'৯	৪৯'৮
১৯১১	৫১'৬	৫৫'৪
১৯২১	৫৫'৬	৫৯'৫
১৯৩১	৫৯'৭	৬৩'৬

১৮৭১ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত পুরুষের পরমায়ুর হার ১৯'৩ বৎসর বাড়িয়াছে ; স্ত্রীলোকের ঐ সময়ে বাড়িয়াছে ২০'১ বৎসর। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় পুরুষ হইতে নারীর পরমায়ু বেশী।

ভারতবর্ষের নরনারীর পরমায়ু

	পুরুষ	স্ত্রী
১৮৯১	২৪'৫	২৫'৫
১৯০১	২৩'৬	২৩'৯
১৯১১	২২'৫	২৩'৩
১৯৩১	২৬'০	২৬'৬

উপরের সংখ্যার সহিত তুলনীয়। ইংল্যান্ডে যে-পর্বে (১৮৯১—১৯৩১) পুরুষের আয়ু বাড়িয়াছিল ১৭'৫ বৎসর ভারতে সেই সময়ে বাড়ে ২৪ বৎসর ঐ পর্বে স্ত্রীলোকের যথাক্রমে ১৬'৯ও ১'১ বৎসর।

পরমার রাজপুত

মালবদেশে ১০ম—১১শতকে এই বংশ বিখ্যাত হয়। উপেন্দ্র বা কৃষ্ণরাজ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। রাজধানী ধারা। মুঞ্জ ও ভোজ (১০১৮—৫৪) এই বংশের বিখ্যাত নৃপতি। ভোজের পর দুর্গতি সুরু হয়। ১৩ শতকে ইলতুতমিস আক্রমণ করেন। পরমারদের সম্বন্ধে তথ্য : Hem Roy, *Dynastic History of the Northern India,* Vol. II. pp. 837—933. D. C. Ganguly, *History of the Paramaras.*

পরমার্থ (৬ষ্ঠ শতক)

বৌদ্ধ ভিক্ষু ; উজ্জয়িনীর ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম ; আদি নাম ছিল কুলনাথ। বহুদেশ ঘুরিয়া পাটলিপুত্রে আসেন ; সেই সময়ে

চীন হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ ও পণ্ডিতের খোঁজে একদল লোক আসেন। সম্রাট জীবিতগুপ্ত বা কুমারগুপ্ত পরমার্থকে বহু পুঁথি দিয়া চীনে প্রেরণ করেন। চীন দেশে তিনি ৭০ খানি বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা করেন। (দ্রষ্টব্য P. K. Mukherji, Indian Literature in China)

পরমেশ্বর দাস (১৫ শতক)

বৈষ্ণব পদকর্তা; বৈদ্যবংশীয়। কেতু বা কাউগ্রামে জন্ম। চৈতন্য মহাপ্রভুর সমসাময়িক এবং নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট দীক্ষিত হইয়া শ্রীপাট খড়দহে বাস করেন। কিছুকাল গরনগাছা গ্রামে থাকেন ও জাহ্নবীঠাকুরাণীর আদেশক্রমে তড়া-আটপুর গ্রামে গিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা গ্রহণ করেন; সম্প্রতি ঐ বিগ্রহের নাম শ্যামসুন্দর হইয়াছে। (পদকল্পতরু ৫ম খণ্ড ১৪৮—৯; সুকুমার সেন, পৃঃ ২৪৯)

পরলোকতত্ত্ব

মানুষ মরিবার পর তাহার আত্মা পরলোকে কিভাবে থাকে এ বিষয়ে মানুষ বহুকাল হইতে গবেষণা করিয়া আসিতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে য়ুরোপে ও আমেরিকার বহু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এ বিষয়ের অনুসন্ধানে লিপ্ত হন। ইংল্যান্ডে ১৮৮২ অব্দে Psychical Research Society স্থাপিত হয়। মিডিয়ামকে (দ্রঃ) পরলোকস্থিত আত্মা 'ভর' করিয়া অনেক কথা বলিতে থাকেন দেখা যায়। অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, এইসব মিডিয়ামের মধ্যে অধিকাংশই জুয়াচোর। তবে কতকগুলির যে অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে—সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ কেহ করেন না।

বৈজ্ঞানিকরা স্বীকার করেন যে তাঁহাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমায় এই সূক্ষ্ম দেহীরা ধরা পড়েন না। থিওজোফিস্টরা বর্তমানযুগে ভারতবর্ষে এই জিনিষ আমদানী করিয়াছেন। পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকখানি বই:—অম্বিকাচরণগুপ্ত, পরলোক বিকাশ (১৯১৪); কালীবর বেদান্তবাগীশ, পরলোক ও প্রেততত্ত্ব; মাখন লাল রায়চৌধুরী, পরলোক (১৯২৪) মৃণালকান্তি ঘোষ, পরলোকের কথা।

পরশুরাম

প্রাচীন ভারতের মুনি। জমদগ্নি ও রেণুকার পুত্র। মাতার কোন গুরুতর অপরাধের জন্য পিতার আদেশে ইনি মাতৃবধ করেন; পিতৃ-আজ্ঞা পালন করায় পিতা পুত্রকে বর দিতে চাহিলে, তিনি মাতৃজীবন পুনর্প্রাপ্তির জন্য বলেন। কার্তবীর্যার্জুন জমদগ্নিকে বধ ও রেণুকাকে একুশ বার মারিয়া আহত করেন ও পিতার তপোবনের কামধেনু লইয়া যান। পঃ তখন পুষ্করতীর্থে ছিলেন। ফিরিয়া তিনি সমস্ত অবগত হইলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবেন। কার্তবীর্যার্জুনকে সবংশে বিনাশ করিয়া ২১ বার ক্ষত্রিয়দের বধ করেন। রামচন্দ্র ইঁহার ধনুর্ভঙ্গ করিয়া সমস্ত পুণ্য নষ্ট করেন। মহাভারত যুগে ইনি ভীষ্ম ও দ্রোণের গুরু এবং কর্ণেরও গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইঁহার অস্ত্র ছিল পরশু বা কুঠার, সেইজন্য ইঁহার নাম পরশুরাম।

পরশুরাম চক্রবর্তী

'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' কাব্য রচয়িতা। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মতে ইনি 'মাধবসঙ্গীত'-এরও রচয়িতা। ডাঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন ইঁহারা পৃথক ব্যক্তি। 'মাধবসঙ্গীত'কার রায় উপাধি-ভূষিত। (দ্রঃ বীরভূম বিবরণ পৃঃ ১৬৩; সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৫৬৫)

পরাগধানী, কোষ (Anther)

ফুলের বৃতি (calyx) ফাটিলে মধ্যস্থলে প্রত্যেক কেশরের প্রান্তে একটি করিয়া কৌটা মত দেখা যায়; উহাতে হলদে গুড়ার মত যে পদার্থ থাকে তাহাকে পরাগ (pollen) বলে। কৌটাগুলিকে পরাগধানী বলে।

পরাগযোগ (Pollination)

ফুল সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া গেলে উহার পরাগ বাহির হয়; অনুবীক্ষণ সাহায্যে পরাগগুলিকে গোলাকার ও মসৃণ, কতকগুলিকে গায়ে শুঁয়ো-বসানো দেখায়। পরাগগুলি বাহির হইয়া গর্ভ-কেশরের (carpel) মাথায় লাগিয়া যায়; তাহার পর সেই গর্ভ-কেশরের (দ্রঃ) ছিদ্রপথ দিয়া গর্ভকোষে পৌছিলে তথায় বীজ উৎপন্ন হয়। ইহাকে পরাগযোগ বলে। কতকগুলি গাছে পুং পুষ্প ও স্ত্রী পুষ্প পৃথক; সেখানে পুং পুষ্পে পরাগ ও স্ত্রী পুষ্পে গর্ভকেশর থাকে। পরাগগুলিকে গর্ভকেশরের মুখে লইয়া যাইবার জন্য দায়ী কীট, পতঙ্গরা,। তাহারা পুষ্পের গন্ধ, মধু ও বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তথায় আসে ও পায়ে বা শুঁড়ে করিয়া পরাগ মাখিয়া পুং পুষ্প হইতে স্ত্রী পুষ্পে যায়; ইহার ফলে পরাগযোগ হয়।

'পরাগলী মহাভারত'

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহর (১৪৯৪—১৫১৯) অন্যতম প্রধান সেনাপতি (লস্কর) পরাগল খান চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা জয়ের জন্য প্রেরিত হন। ঐ দেশ বিজিত হইলে তিনি তথায় রহিয়া যান। একদা সভায় মহাভারতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে তিনি 'দিনেকে' মহাভারতের পাঁচালী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে 'কবীন্দ্র' কাব্যটি সংক্ষেপে রচনা করেন। এই মহাভারত 'পরাগলী মহাভারত' নামে খ্যাত। কবীন্দ্রের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; কাহারো মতে কবির নাম ছিল শ্রীকর নন্দী; অন্যমতে কবীন্দ্র কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণের

(১৫৪০) মন্ত্রী ছিলেন। কবির নাম ছিল বাণীনাথ। অন্য প্রবাদ মতে ইনি গৌরীপুর রাজবংশের পূর্বপুরুষ। পরাগলী মহাভারতে ১৭,০০০ শ্লোকে আছে। (দ্রঃ সুকুমার সেন, ২৫৮, ২৬৮) পরাগল খানের পুত্র ছুটিখানের আদেশে শ্রীকরনন্দী (দ্রঃ) অশ্বমেধ পর্ব রচনা করিয়া ইহার সহিত জুড়িয়া দিয়া 'পরাগলী মহাভারত' সম্পূর্ণ করেন।

পরাঞ্জপ্যে, রঘুনাথ পুরুষোত্তম (১৮৭৬—)

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ফার্গুসন কলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বিলাত গিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতে ট্রাইপস পান। ফার্গুসন কলেজে ৭৫৲ বেতনে ত্রিশ বৎসর কাজ করেন (১৯০২-৩২)। বোম্বাই গভর্নমেন্টের শিক্ষা-মন্ত্রী ১৯২১-২৩; Indian Taxation Enquiry কমিটির সদস্য ১৯২৪-২৫; ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ১৯২৭-৩২। বোম্বাই পরিষদের সদস্য ১৯১৩-১৬। ১৯৩২এ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যার ভাইস-চানসেলর হন। প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ান্ ন্যাশানাল ফেডারেশন।

পরাবৃত্ত (Hyperbola) বীজগণিত ও কনিকের পরিভাষা। দ্রঃ অধিবৃত্ত।

পরাশর

(১) প্রাচীন ভারতের ঋষি; ইহার ঔরসে ধীবরকন্যা সত্যবতীর গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের জন্ম হয়। ইহার রচিত সংহিতায় কৃষি সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে; তবে সে গ্রন্থখানি অর্বাচীন মনে হয়।

(২) পরাশর সংহিতা একখানি বিখ্যাত স্মৃতিগ্রন্থ। জগমোহন তর্কালঙ্কারকৃত অনুবাদ (১৮৭৮); কৈলাসচন্দ্র সিংহকৃত অনুবাদ (১৮৮৬)।

(৩) পরাশর গীতা মহাভারতের শান্তিপর্বের ৯টি অধ্যায়ের নাম। প্রসন্নকুমার শাস্ত্রীঅনূদিত (১৯০৬)। পরাশর মুনির নামে একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ আছে। বাংলায় ঠাকুরদাস চূড়ামণিকৃত 'পারাশরী' নামে একখানি বই আছে।

পরিকেন্দ্র (Circum-circle) দ্রঃ পরিলিখিত।

পরিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ

অর্জুনের পৌত্র, অভিমন্যু ও উত্তরার পুত্র। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থানে গেলে ইনি হস্তিনাপুরে রাজা হন। ইহার জনমেজয়াদি চারি পুত্র হয়। একদা মৃগয়ায় গিয়া তৃষ্ণার্ত হইয়া তপোনিরত শমীক মুনির নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া উত্তেজিত অবস্থায় এক মৃত সর্প মুনির কণ্ঠে জড়াইয়া দেন। পরে শমীক-পুত্র শৃঙ্গী তথায় আসিয়া পিতার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন যে পিতার অপমানকারী সপ্তাহ মধ্যে সর্পাঘাতে মরিবে। সপ্তম দিবসে একটি ফল আহার কালে তক্ষক সর্প কর্তৃক পরিক্ষিৎ দংশিত হন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন জনমেজয় সর্প যজ্ঞ করিয়া।

পরিচলন (Convection)

তাপ তিনভাবে অগ্নি হইতে অন্য বস্তুতে চালিত হয়, পরিচলন, পরিবহন (conduction) ও বিকিরণ (radiation)। জল বা তরলপূর্ণ কোন পাত্র অগ্নির উপর রাখিলে তরলের নিম্নস্থিত কণাগুলি উত্তপ্ত ও হালকা হইয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া যায়; উপরকার ও আশেপাশের ঠাণ্ডা জল নীচে নামিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইরূপে নীচ হইতে উপরে ও উপর হইতে নীচে জল উঠানামা করে; এই প্রকার তাপ সঞ্চালন প্রণালীকে পরিচলন বলে। এই প্রক্রিয়া তরলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

পরিচলন বৃষ্টি (Convection rain)

নিরক্ষ অঞ্চলে বা বিষুব রেখার উভয় দিকে গরমের জন্য জল তাড়াতাড়ি বাষ্পে পরিণত হয়; ফলে জলীয় বাষ্প বহুল নিম্নচাপ বায়ু সর্বদাই উপরে উঠে। এই গরম হাওয়া উপরে উঠিয়া ঠাণ্ডা ও ঘন হইলে বৃষ্টি পড়ে। এই বৃষ্টিকে পরিচলন বৃষ্টি বলে।

পরিধি (Circumference) জ্যাঃ সংজ্ঞা।

বৃত্তের সীমাসূচক রেখাকে পরিধি বলে। ইহার অভ্যন্তরস্থ নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে উহার সীমা (পরিধি) পর্যন্ত অঙ্কিত সরল রেখাগুলি পরস্পর সমান হইলে ঐ বিন্দুকে বৃত্তের কেন্দ্র (centre) বলে। ব্যাসের প্রায় ৩$\frac{১}{৭}$ গুণ (৩.১৪১৬...) হইতেছে পরিধি।

পরিপাক যন্ত্র ও ক্রিয়া (Digestion)

মানুষের পরিপাক যন্ত্র মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত প্রায় ২০ হাত। মুখের মধ্যে খাদ্য পড়িলেই প্রচুর পরিমাণে লালা (saliva) আসে; খাদ্য চিবাইতে চিবাইতে উহা পিশিয়া যায় ও লালার সাহায্যে শ্বেতসার (starch) অংশ শর্করায় পরিণত হয়। মুখ হইতে এই অবস্থায় খাদ্য অন্ননালী দিয়া পাকস্থলী বা আমাশয়ে উপস্থিত হয়; ঐ থলির গাত্র হইতে এক প্রকার অম্লরস (gastric juice) নির্গত হইয়া খাদ্যকে উত্তমরূপে পিষ্ট করিতে সাহায্য করে। অম্লরসের ক্রিয়ার ও থলির মধ্যে পেষণে খাদ্য বস্তু কর্দমাকার হয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে; এইখানে পাঁজরার নিম্নস্থিত যকৃত হইতে পিত্তরস ও ক্লোম বা প্যানক্রিয়াস (Pancreas) হইতে ক্লোম রস আসিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে খাদ্যবস্তুর পুষ্টিকর অংশ গৃহীত হইবার উপযুক্ত হয় ও ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য হইতে সারাংশ দেহ গ্রহণ করিতে থাকে। খাদ্য জীর্ণ হইয়া ক্রমে বৃহদন্ত্রে আসে ও সেখানে উহার জলীয় অংশ বহুল পরিমাণে শরীরের তন্তুর (tissue) মধ্যে গৃহীত হইয়া

যায়। সর্বশেষাংশ মলে পরিণত হইয়া মলদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কোষ্ঠকাঠিন্যর প্রধান কারণ বদহজম।

পরিপৃক্ত (Saturated)

বিশেষ বিশেষ তরলের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কতকগুলি দ্রবণীয় পদার্থ দিতে থাকিলে একটি অবস্থায় তাহা আর দ্রবীভূত হয় না। তখন ঐ অবস্থাকে তরলের পরিপৃক্ত বা সম্পৃক্ত অবস্থা বলা হয়।...চিনি, সোরা, লবণ, তুঁতে, ফিটকারি প্রভৃতি জলে দ্রবণীয়; গন্ধক কড়া ডাই-সালফাইড তরলে গলে; কর্পূর ও গালার দ্রাবক স্পিরিট; রজনের দ্রাবক তার্পিন তেল; মোম গলে কেরোসিন ও পেট্রোলে। (দ্রঃ দ্রবণ)

পরিবর্তিত শিলা (Metamorphic rock)

(দ্রঃ আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা) পাললিক ও আগ্নেয় শিলা চাপ, তাপ কিংবা রাসায়নিক কারণে কখনো কখনো এমনভাবে পরিবর্তিত হইয়া যায় যে তাহাদের পূর্ব-প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়া পড়ে। ইহা পরিবর্তিত শিলা। স্লেট হইতেছে স্তরীভূত ও কেলাসিত কর্দম; মার্বেল হইতেছে পাথর স্তরীভূত ও কেলাসিত চুনা-পাথর।

পরিবর্তি বায়ু (Vairable Wind) দ্রঃ বায়ু।

পরিবহন (Conduction), পরিবাহী (Conductor)

সাধারণত সোনা, রূপা, লোহা, পিতল, কাঁসা, তামা প্রভৃতি নির্মিত সামগ্রীর একাংশ অগ্নিতে ধরিলে, অল্পক্ষণের মধ্যে তাপ সামগ্রীর সর্বাঙ্গে পরিবাহিত হয়। ধাতব সামগ্রীর যে অংশ অগ্নির উপর রহিয়াছে, তথাকার অণুগুলিতে তাপদ্বারা কম্পন সৃষ্টি হয়; সেই কম্পন পরম্পর সংলগ্ন অণু হইতে অণুতে সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত সামগ্রীকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। ইহাকে পরিবহন বলে।...সকল জিনিষের অণুর পরিবহন শক্তি সমান নহে। কতকগুলি ধাতব পদার্থ উত্তম পরিবাহী (good conductor); মোম, পাথর, কাঠ, তুলার জিনিষ, হাড়, চামড়া প্রভৃতি জিনিষ তাপের অপরিবাহী।

পরিবেষ্টন, পরিবেশ (Environment)

কোন জীব বা প্রাণীর চতুর্দিকস্থ বিচিত্র জীব ও অ-জীব জগৎ তাহার উপর অনুকুল বা প্রতিকুল প্রভাব বিস্তার করিয়া যে অবস্থা সৃষ্টি করে তাহাকে পঃ বলে। ইহা উদ্ভিদ জীব ও মনুষ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য; প্রাকৃতিক আবহাওয়া, প্রকৃতিপ্রদত্ত খাদ্য ও অন্যান্য উপাদানাদি দ্বারা জীবমাত্রই জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত। জীববিজ্ঞানে (Biology) পূর্বপুরুষদের জৈবিক প্রভাব জীবমাত্রেই প্রবল বলিয়া বিবেচিত হয়; পরিবেষ্ট নর প্রভাবও তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র কম নহে বলিয়া সকলের দ্বারা স্বীকৃত হয়। উদ্ভিদ, জীব ও মানবের মধ্যে যে বৈচিত্র্য দেখা যাইতেছে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ তাপ, শৈত্য প্রভৃতির প্রভাব; প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনের পরিবর্তন বহুল পরিমাণে এই বৈচিত্র্যের জন্য দায়ী।...বাদুড় স্তন্যপায়ী জীব হইয়া আকাশের পক্ষী, ও তিমি স্তন্যপায়ী হইয়াও জলচর মৎস্যসদৃশ; ইহার কারণ পরিবেষ্টনের পরিবর্তন। ভূগোলে মানুষের স্বভাব, শিল্প, পরিচ্ছদ, কলা প্রভৃতি পরিবেষ্টনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত দেখা যায়। Buckle তাঁহার ইংল্যান্ডের ইতিহাসে এ বিষয়ে বহু গবেষণা করিয়াছিলেন; বাংলায় অক্ষয়কুমার দত্ত লিখিত 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থ উহারই প্রতিধ্বনি। আধুনিক যুগে জারমেন নৃতত্ত্ববিদ্ Ratzal বহু বিস্তারে মানবজাতির ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই বিষয় আলোচনা করিয়াছেন; ইঁহার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মিস্ সেম্পেল (Semple) The Influence of Geographical Environment (১৯১১) সম্বন্ধে গ্রন্থ লেখেন।

পরিব্রাজক

হিন্দুধর্মের আদর্শানুসারে গৃহস্থকে পঞ্চাশ-উর্ধ্বে বানপ্রস্থ ও তদপ্তর গ্রহণ করিতে হয়। শেষ অবস্থায় তাহাকে পরিব্রাজক জীবন যাপন করিবার নির্দেশ ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে আমরা কয়েকজন দার্শনিক পরিব্রাজকের নাম পাই; তাঁহারা বেদ ধর্মেতর বিচিত্র মত পোষণ ও প্রচার করিয়াছিলেন।

পরগাছা (Parasite plant)

বৃহৎ বৃক্ষের ত্বকে যেসব শেওলা ও বীজাণু (bacteria) বাসা বাঁধিয়া থাকে, তাহাদের পরগাছা বলে। লৌকিক ভাষায় বাঁদরা বা অর্কিড, সোনাঝুরি প্রভৃতিকে পরগাছা বলা হয় বটে, তবে তাহারা ঠিক পঃ নহে। পরগাছা আশ্রয়দাতার শাখার ত্বক ভেদ করিয়া ছোট ছোট শোষক-শিকড়ের শাখার সাহায্যে কোমল ও জীবিত অংশ হইতে রস ও খাদ্য সংগ্রহ করে। বিলাতে মিস্‌লটো এই জাতীয় উদ্ভিদ্।

পরদা প্রথা (অবরোধ প্রথা)

মুসলমান সমাজে পরদা প্রথা প্রচলিত আছে। আরবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অবরোধ প্রথা ছিল না; ঐতিহাসিকরা মনে করেন উহা পারস্য জয়ের পর পারসিকদের অনুকরণে গৃহীত হয়। তদনুকরণে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে নারীকে অবগুণ্ঠিত, অন্তঃপুরচারী, অসূর্যম্পশ্যা করা হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর ভারতে যেখানে মুসলমান প্রভাব বেশি সেইখানে উহা প্রবল। মারাঠা দেশে মেয়েদের পরদা নাই, তাহারা অনায়াসে বাহিরে কাজের জন্য যায়। গুজরাট,

মাদ্রাস, প্রভৃতি দেশেও পরদার উগ্রতা নাই। বাংলার পাড়াগাঁয়ে প্রায় নাই। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ পরদা প্রথা উঠাইবার প্রথম চেষ্টা করেন। এখন মুসলমান সমাজেও ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে; তুর্কীতে উঠিয়া গিয়াছে। মিশর ইরানেও প্রায় উঠিয়া আসিয়াছে। (দ্রঃ অবরোধ)

পরিভাষা

কোন দেশে কোন বিশেষ বিষয় লইয়া গবেষণা বা আলোচনা হইলে, সেইদেশের ভাষায় নূতন নূতন শব্দ সৃষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে আমাদের দেশে দর্শন ও আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে এমন-সব শব্দ রচিত হইয়াছিল যাহার প্রতিশব্দ অন্য দেশের ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ইউরোপে বিজ্ঞানের আলোচনার ফলে সেখানে বিজ্ঞানবিষয়ক শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হইয়াছে। ভারতবর্ষে যখন এসব বিষয় আলোচনা সুরু হইল, তখন বৈজ্ঞানিক শব্দের দেশীয় ভাষায় প্রতিশব্দ সৃষ্টি করার প্রয়োজন হইল। গত একশত বৎসর বাংলাদেশে এবং ভারতের নানাপ্রদেশে বিদেশী শব্দের প্রতিশব্দ গঠন করিবার চেষ্টা চলিতেছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবিষয়ে অগ্রণী হয়; হিন্দী, গুজরাটি ও মারাঠিভাষীরা এ বিষয়ে পিছাইয়া পড়ে নাই। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় উর্দুতে বহু-বিস্তারে পরিভাষা রচনা করিয়াছে এবং তদনুসারী বহু শত আধুনিক গ্রন্থ উর্দুতে অনুবাদ করিয়াছে। অধুনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরেজি-ব্যতীত অন্যান্য বিষয় মাতৃভাষায় গৃহীত হইবে সিদ্ধান্ত করায় পারিভাষিক শব্দ রচনার প্রয়োজন হয়; তজ্জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বাংলার পরিভাষা প্রণয়ন করিয়াছেন। পরিভাষা সৃষ্টি সম্বন্ধে অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির অভিমত যে ইংরেজি পারিভাষিক শব্দমাত্রের অনুবাদ করায় লাভ নাই। বিদেশ হইতে আগত নূতন বস্তুর দেশী নাম সহজে চলিবে না; যোগেশচন্দ্র রায় লিখিয়াছিলেন, 'যে-সামগ্রী যে-নামে বিদেশ হইতে আসে, সেই সামগ্রীর নামান্তর ঘটাইলে অসুবিধা বই সুবিধা হইবে না'। ইউরোপেও বৈজ্ঞানিকশব্দের দেশভেদে নামের রূপান্তর খুব কমই হয়। পরিভাষাসংক্রান্ত বই :—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত বহু তালিকা। Hindi Scientific Glossary 1906। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত তালিকা; ডাঃ সত্যচরণ লাহা সম্পাদিত 'প্রকৃতি' পত্রিকা। ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'স্বাস্থ্যসমাচার', পত্রিকা। গণনাথ সেন কৃত 'শারীর-পরিচয়', 'প্রত্যক্ষশারীরম্'। বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য রাজশেখর বসু কৃত 'চলন্তিকা' অভিধান। হিন্দীতে Sukhasampattirai Bhandari, The Twentieth Century English-Hindi Dictionary, Brahmapuri, Ajmer একখানি বিরাট উত্তম গ্রন্থ। নরেন্দ্রনাথ রায়, ধনবিজ্ঞানের পরিভাষা। ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা, দেশবিদেশের রাষ্ট্রকাঠামো ১ম খণ্ড। হরিশ্চন্দ্র সিংহ, বাংলার ব্যাঙ্কিং পৃঃ ১৯৫-৭। নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, মনোবিজ্ঞান। প্রকাশচন্দ্র সিংহ, তর্কবিজ্ঞান।

পরিলিখিত (Circumscribed) জ্যাঃ সংজ্ঞা
যদি কোন ঋজুরেখ ক্ষেত্রের শীর্ষবিন্দুগুলি দিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত করা যায় তাহা হইলে উক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্র বৃত্তে অন্তর্লিখিত (inscribed) হইল বলা হয়; এবং ঐ বৃত্ত উক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রে পরিলিখিত হইল বলা হয়। বৃত্তটিকে ঋজুরেখ ক্ষেত্রের পরিবৃত্ত (circumscribe) বলে। উহার কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধকে যথাক্রমে পরিকেন্দ্র ও পরিব্যাসার্ধ (Circum-centre) বলা হয়।

পরিশ, পরিশ-পিপল, পারিশ (The Tulip, Portia tree. Thespesia populnea) জবাদি বর্গের তরু; পাতা পানের মতো। চট্টগ্রাম, সুন্দরবন ও দঃ ভারতে সমুদ্র-তীরে জন্মে; মাদ্রাসে ইহার কিছু চাষ হয়। ফলের রস চর্ম-রোগের ঔষধ; পাতা প্রদাহ বা ফোলার ঔষধ। ফুল বড়, হলুদ, বর্ষাকালে ফোটে। গাছের ত্বক চিরিলে হলুদরস বাহির হয়। (দ্রঃ Chopra 599; যোগেশ ৫৩৮)

পরিবৃত্ত (Circum-circle) দ্রঃ পরিলিখিত

পরিব্যাসার্ধ (Circum-centre দ্রঃ পরিলিখিত)

পরিশোধ সমীকরণ (Equation of payments) পাটীগণিতের অঙ্ক। যদি একই উত্তমর্ণের নিকট এক ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিশোধ্য ভিন্ন ভিন্ন ঋণ থাকে, তাহা হইলে যে সময়ে একত্র সমুদয় পরিশোধ করিলে উত্তমর্ণ কি অধমর্ণ কাহারও কোন ক্ষতি হয় না, তাহাকে ঋণ পরিশোধের সমীকৃত সময় বলে; এবং ঐ সময় নির্ণয় করিবার প্রণালীকে পরিশোধ সমীকরণ বলে।

পরিসীম সমীকরণ (Perimeter) জ্যাঃ সংজ্ঞা
কোন ঋজুরেখ ক্ষেত্রের বাহুসমূহের সমষ্টিগত মাপকে উক্ত ঋজুরেখ ক্ষেত্রের পরিসীমা বলে।

পরিস্রব (Placenta) দ্রঃ ফুল।

পরিস্রুতি, পরিস্রাবণ (Filtration), পরিস্রুত (filterd)। তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত অদ্রবণীয় বস্তুকণার পৃথকীকরণ পদ্ধতিকে পরিস্রুতি বা পরিস্রাবণ বলে। দ্রবীভূত জিনিষকে পৃথক করা যায় না। যেমন খড়ি বা বালি মিশ্রিত জলকে ফিলটারের মধ্যে দিয়া পরিস্রুত করিলে স্বচ্ছজল পাওয়া

যায়, কিন্তু চিনির পানা বা লবণজল ফিলটার বা ছাঁকনির মধ্য দিয়া গেলে উহাদের মিষ্টত্ব বা লবণত্ব নষ্ট হয় না। (দ্রঃ ফিলটার)

পরিহার রাজপুত ((দ্রঃ প্রতিহার)

পরী (Fairy)

জিন্ এর স্ত্রীজাতিকে পরী বলে। প্রাচীন যুগের প্রায় সকল জাতির মধ্যে অতি-প্রাকৃত পরীর কথা পাওয়া যায়। আর্যদিগের মধ্যে অপ্সরী, সেমেটিকদের মধ্যে হুর, পারসিকদের মধ্যে পরী, ইউরোপের লোকসাহিত্যে Fairy সম্বন্ধে অসংখ্য গল্প চলিত আছে। পরীর মধ্যে ভাল, মন্দ দুইই আছে; কেহ মানুষের কল্যাণ করে, কেহ বা ক্ষতি করে। পরীদিগকে পক্ষবিশিষ্ট সুন্দরী নারীরূপে কল্পনা করা হয়। পারসিক ও আরবী লোক-সাহিত্যে পরীর কথা প্রচুর; ভারতীয় সাহিত্যে বত্রিশ সিংহাসনের গল্পে পরীর মতন অপ্রাকৃত জীব দেখিতে পাই, যাহারা উড়িয়া চলিয়া গেল।...হান্স আন্ডারসন (১৮০৫—৭৫) ইউরোপে পরী সম্বন্ধীয় লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করিয়া শিশুদের জন্য অমর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

পরীক্ষা (Examination)

যে কোন বিষয় ভাল করিয়া দেখাকে পরীক্ষা বলা হয়। প্রাচীনকালে সাক্ষী বা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির দিব্য-পরীক্ষা (ordeal) হইত, যথা ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল (চাল-পড়া দ্রঃ) তপ্তমাষক, তপ্তফাল, ধর্ম এই নববিধ পরীক্ষা।...রত্নপরীক্ষায় বিশেষজ্ঞর প্রয়োজন ছিল। নাড়ী-পরীক্ষা বৈদ্যের পেশা। গুরু শিষ্যর নিষ্ঠা পরীক্ষা করিতেন। বর্তমানেও এই শব্দ নানাভাবে ব্যবহৃত হয়।...বীক্ষণাগারে রাসায়নিক দ্রব্যাদির পরীক্ষা হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা চলতি হইতেছে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের পরীক্ষা। স্কুলে ছোটবেলা হইতে অধীত বিষয়ের পঃ আরম্ভ হয় এবং স্কুল ত্যাগ করিবার সময়ে পঃ গৃহীত হয়। এইসব পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা গভর্নমেন্টের দ্বারা নিযুক্ত বোর্ড গ্রহণ করেন। আমাদের দেশের শিক্ষাবিভাগে পরীক্ষাপ্রথা ইংল্যান্ডের অনুকরণে হইয়াছে। সর্বক্ষেত্রে পঃ দ্বারা বিদ্যার যাচাই হয়। সরকারী কতকগুলি চাকুরীতে মাঝে মাঝে পরীক্ষা হয় এবং সেই পরীক্ষা পাশের উপর কর্মচারীর প্রমোশন বা উন্নতি নির্ভর করে। বাঙলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের পরীক্ষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত হয়। অন্য সমস্ত পরীক্ষা গভর্নমেন্টের শিক্ষা-ডিরেকটর অথবা শিক্ষাবিভাগ হইতে নিযুক্ত বোর্ড গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন যে ২টি মেডিক্যাল কলেজ আছে তাহার পরীক্ষা কলিঃ বিশ্বঃ করেন; কিন্তু যেসব মেডিকেল স্কুল আছে তাহাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন সরকার-নিযুক্ত মেডিকেল বোর্ড। শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাধীন, কিন্তু ঢাকা আসানুল্লা ইং স্কুল প্রভৃতি পৃথক বোর্ডের অধীন। এইরূপ বহু বিভাগ আছে।...এ ছাড়া গভর্নমেন্টের সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তাহারা বে-সরকারী বোর্ড দ্বারা পরীক্ষিত হয়, যেমন হোমিওপ্যাথি কলেজ, আয়ুর্বেদ কলেজ, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, সঙ্গীত কলেজ ইত্যাদি।...বিভাগীয় পরীক্ষা যেমন অ্যাটর্নীশীপ, মুক্তারিশীপ পরীক্ষা।...সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন B.C S. (বেঙ্গল সিভিল সার্বিস) বা I.C.S. (ইন্ডিয়ান সিঃ সাঃ) পরীক্ষা দিতে হয়। উভয় পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক কলেজ হইতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে মনোনীত করা হয় ও তাহাদের মধ্য হইতে নির্বাচন করিয়া কতকগুলিকে পরীক্ষার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়।... সরকারী পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের জন্য, কেরানীর জন্য নানারকম পরীক্ষা আছে।

পরেশ লাল রায় (P. L. Roy)

ব্যারিস্টার। বরিশাল-লাখুটিয়া জন্মস্থান। ইনি অত্যন্ত স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন; ইঁহার পুত্র ইন্দ্রলাল রায় গত মহাযুদ্ধের সময় এরোপ্লেন যুদ্ধে নিহত হন।

পরোল ফল (Luffa aegyptiaca Mill)

কুষ্মাণ্ডাদি বর্গের ঝিঙ্গার ন্যায় বৃহৎ প্রতানী; পুং ফুলে কেশর ৫টা; ফল বড়, পীতবর্ণ, দশ-শিরা। তিতা পরোল বন্য গাছ; পুং পুষ্পে কেশর ৩টা; ফল তিক্ত, ভেদক। সংস্কৃত রাজ কোষাতকী, হিন্দী ঘিয়াতারাই, (দ্রঃ Chopra 504; শব্দকল্পদ্রুম; যোগেশ)।

?, পোর্টুগীজ (Portugese)

পর্তুগলের ভাষা; এই লাতিন ভাষাজাত রোমান্স পরিবার-ভুক্ত ভাষা স্পেনে আরব-আধিপত্যর সময়ে আরবী ভাষার প্রভাব প্রবেশ করে। এই ভাষা পর্তুগল ছাড়া ব্রেজিল, ভারতের গোয়া প্রভৃতি স্থানে প্রচলিত আছে।

পর্বদিন

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃস্টান, মুসলমান প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর নানা উৎসব দিন আছে। এইসব উৎসব দিনে সরকারী অপিস আদালত ছুটি থাকে। লোক-ভাষায় 'পরব' বলে। পঞ্জিকায় তালিকা আছে।

পর্বত, গিরি বা পাহাড় (Mountian Hills)

সাধারণত হাজার ফুটের উপর উচ্চ না হইলে কোন পর্বতকে Mountain বলা হয় না; নীচু পর্বতকে Hill বা গিরি বা পাহাড় বলা হয়। যে সকল স্তূপীভূত শিলারাশি বহুদূর অবধি বিস্তৃত হইয়া চতুপার্শ্বস্থ ভূপৃষ্ঠ হইতে উন্নত স্থান উৎপন্ন করে, তাহাদিগকে পর্বত বা গিরি বলা হয়। উৎপত্তির তারতম্যা-

নুসারে পর্বত চারি শ্রেণীর ; (১) ভঙ্গিল পর্বত (Fold m.) ; পৃথিবীর তাপ বিকীরণহেতু সঙ্কোচনের ফলে ভাঁজ উৎপন্ন হয় ; পার্শ্বচাপেও ভাঁজ হয়। সংকোচন, পার্শ্বচাপ ও অন্যান্য ভূ-সংক্ষোভে কোন স্থানের অনুভূমিক শিলাস্তূপ ভাঁজ হইয়া উন্নীত হইলে সেই উন্নত ভঙ্গিল শিলাময় ভূমিকে fold m. বলে। হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ এই শ্রেণীর পর্বতমালা। (২) পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠ হঠাৎ উন্নীত বা অবনমিত হইলে স্তূপ পর্বত (Block or fault m.) হয়। ভূত্বক কঠিন হইলে পার্শ্বচাপ সত্ত্বেও শিলাস্তরে অনেক সময়ে ভাঁজ হয় না। আবার ভূত্বক ফাটিয়া গেলে শিলাস্তর স্খলিত ও স্থানচ্যুত হইলে তাহাকে চ্যুতি (fault) বলে। পীত ও জাপান সাগরের জলমগ্ন ভূভাগের মধ্যস্থিত কোরিয়া এইরূপ পর্বতের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। (৩) আগ্নেয়-গিরি (দ্রঃ)। (৪) ক্ষয়জাত পর্বত (Erosional m.) ; নগ্নীভবন শক্তির কাযের ফল। জল, বায়ু, রৌদ্র প্রভৃতি বহুকাল ধরিয়া মালভূমির পৃষ্ঠদেশ ক্ষয় করিয়া এই শ্রেণীর পর্বত সৃষ্টি করিয়াছে। অপেক্ষাকৃত কোমল শিলা ও মৃত্তিকা ধুইয়া গিয়া কঠিনাংশ পর্বত বা গিরিরূপে অবশিষ্ট থাকে। স্কটল্যান্ডের পাহাড়গুলি ইহার দৃষ্টান্ত।...পর্বতের অবস্থান দেশের জলবায়ু ও বারিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। দেশের ইতিহাস রচনায় পর্বতের প্রভাব খুব বেশি। পর্বতসমূহে প্রায়ই খনি থাকে। বহুপ্রকার উদ্ভিদও জন্মে। অধিকাংশ নদী পর্বত হইতে উঠে। (দ্রঃ উচ্চতম পর্বত)

পর্বত-আরোহণ (Mountaineering)

উচ্চ পর্বত শিখরে আরোহণের চেষ্টা মানব ইতিহাসে খুব প্রাচীন নহে। ইউরোপে যথার্থ পর্বতারোহণের ইতিহাস ১৭৯৯এর পূর্বে পাওয়া যায় না। ১৮ শতকের মধ্যভাগ হইতে আল্পস পর্বতের শিখরে উঠিবার জন্য যুব-ইউরোপের ক্রীড়ামোদের সূত্রপাত। ১৮৫৭এ ইংরেজদের আলপাইন ক্লাব গঠিত হয়। ১৮৭০এর মধ্যে আল্পসের প্রায় সকল প্রধান শিখরগুলির আরোহণ ও আবিষ্কার শেষ হয়। ইউরোপীয়দের এই পর্বত-আরোহণ স্পৃহা ইউরোপের মধ্যেই সীমায়িত থাকিল না ; ১৮৬৮ অব্দে ডগ্‌লাস ফ্রেশফীল্ড ককাসাস্ পর্বতে উঠেন। ১৮৮০এর মধ্যে ঐ দুরারোহ পর্বতের প্রায় কোন শিখরই আর অজ্ঞাত থাকিল না। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় আরোহণ কায শুরু হইয়াছিল। ম্যাক্‌কারথি ১৯১৩এ রবসন্ পর্বত (১২,৯২২ ফু), ও ১৯২৫এ লোগান শিখরে (১৯,৮৫০ ফু) উঠেন। উঃ আমেরিকার সর্বোচ্চ শিখর McKinley (২০,৩০০) চূড়া ১৯১৩এ স্টাক ও কার্টেন্‌স্ (Dr. Stuck & Kartens) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। দঃ আমেরিকায় Whymper ১৮৭৯-৮০এ আন্দিজ ও ইকোএডরের শিখরগুলিতে আরোহণ করেন। ১৮৯৭এ ফিটজারেল্ড প্রমুখ অভিযাত্রীগণ আকোংকাগুয়ার উপর উঠিতে সমর্থ হন। আফ্রিকার কিলমানজারো ১৮৮৯এ Dr. Hans Meyer ও Purtscheller দ্বারা ও কেনিয়াস্থ পর্বত ম্যাক্‌কিন্‌ডার দ্বারা ১৮৯৯এ আবিষ্কৃত হয়।...এশিয়ার পর্বত শিখরগুলি আরোহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। ১৮৯২এ স্যর মার্টিন কনওয়ে কারাকোরাম চূড়ায় (২৩,০০০) ওঠেন ; মামারি (A. F. Mummery) সাহেব নঙ্গ পর্বতে উঠিতে গিয়া ১৮৯৫এ প্রাণ দেন। জেনারেল ব্রুস্ ও ডাঃ লঙস্টাফ গুর্খা সৈন্যদের লইয়া হিমালয়ের অনেক স্থান আবিষ্কার করেন। ১৯২১এ এভারেস্ট শিখর আরোহণের প্রথম চেষ্টা হয় ; ১৯২২ ও ১৯২৪এ ব্রুস ও নর্টন উঠিতে আরম্ভ করেন। লী ম্যালোরি সকল অভিযানেই ছিলেন, কিন্তু শেষবার তিনি ২৬,৭০০ ফিট্ উঠিয়া মারা যান। ইহার পরেও অনেকে এভারেস্ট চড়িতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই শিখর চূড়ায় উঠিতে পারেন নাই। ১৯৩০এ Dyrenfurth কাঞ্চনজঙ্ঘার ২৪,২৭৫ ফুট উঠিতে সক্ষম হন, চূড়ায় পৌঁছাইতে পারেন নাই। ১৯৩১এ পল বাউএর (Bauer) ঐ শিখরে উঠিবার চেষ্টা করেন। ঐ বৎসরে F. Symthe কামেত শিখরে (২৪,৪৩১) উঠেন।...আর্কটিক ও আনটার্কটিক অঞ্চলের পর্বতগুলির উপর উঠিবার চেষ্টাও হইয়াছে। (দ্রঃ হিমালয় অভিযান)।

পর্শু নক্ষত্রমণ্ডল (Perseus constellation)

কাশ্যপীয় (Cassiopia) নক্ষত্রমণ্ডলের নীচে ৫৯টি তারার সমষ্টি। প্রধান তারা অল্ ঘউল (দ্রঃ)।

(Paul, Tsar ১৭৫৪—১৮০১)

রুশের সম্রাট ; ৩য় পিটার ও ক্যাথারিন-এর (Catherine the great) পুত্র। ১৭৬২এ তাঁহার মাতা ক্যাথারিন স্বামী পিটারকে হত্যা করিয়া রুশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন ও ১৭৯৬এ তাঁহার মৃত্যু পযন্ত পুত্র পল্ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার অধিকার লাভ করেন নাই। নেপোলনীয় সমরে পল্ প্রথমে মিত্র শক্তির পক্ষে ও পরে নেপোলিয়নের পক্ষে যোগদান করেন। মন্ত্রীরা ইঁহাকে হত্যা করে।

পল, সাধু (Saint Paul)

খৃস্টীয় প্রেরিত পুরুষ বা Apostle। ইহুদী জাতির বেনজামিন বংশে সিলিসিয়া প্রদেশস্থ টারসাস নগরে কোন ধনীর গৃহে ইঁহার জন্ম হয় ; ইঁহার অপর নাম ছিল সল। পিতার যত্নে ইনি বিদ্যার্জনকরেন ; ইহুদী শাস্ত্রাদি ও গ্রীক দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হন। এই সময়ে খৃস্টের ধর্মমত ইহুদীদের দেশে ও নিকটস্থ প্রদেশসমূহে প্রচার লাভ করিতেছিল। পল ইহুদী ধর্মকেই জয়শ্রীমণ্ডিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর ও নবধর্মটিকে নির্মূল করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ধর্মবীর স্টিফেনের খৃস্টপ্রীতি দেখিয়া ক্রুদ্ধ ইহুদীরা যখন তাঁহাকে

প্রস্তরাঘাতে হত্যা করে, তখন পল তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর তিনি দামাসকাসের খৃস্টভক্তদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য যাত্রা করিলেন; গল্পে আছে যে পথিমধ্যে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, 'পল, কেন তুমি আমাকে নিগ্রহ করিতেছ।' পলের সমগ্র জীবন তদ্দণ্ডেই পরিবর্তিত হইয়া গেল। এই অপূর্ব ঘটনার পর কয়েক বৎসর নির্জনে সাধনার দ্বারা ধর্মভাবের দৃঢ়তা অর্জন করিয়া পল খৃস্টের বাণী প্রচারে বাহির হন। অতঃপর তিনি রোমান সাম্রাজ্যর অন্তর্গত বহু দেশে পরিভ্রমণ ও খৃস্ট বাণী প্রচার করেন। অধিকাংশ স্থলে ইহুদীগণ তাঁহাকে নগর হইতে বিতাড়িত করে; অ-ইহুদীগণই পলের বক্তৃতা শ্রবণ করে ও খৃস্টমণ্ডলীভুক্ত হইতে থাকে। সম্ভবত ৬৪ অব্দে রাজপুরুষদের আজ্ঞায় রোমে তাঁহার শিরচ্ছেদ হয়। ২৮ বৎসর তিনি প্রচার কার্য করেন ও সেই সময়ে কতকগুলি অমূল্য পত্রাবলী রচনা করেন। বাইবেলের নূতন বিধানে (New Testament) সাধু পলের ২১খানি পত্র আছে; খৃস্টীয় ভক্তমণ্ডলীর আদি অবস্থায় উপাসকবৃন্দের সহিত প্রেরিতদের যে পত্র বিনিময় হইত, এগুলি তাহাদের অন্তর্গত। পলীয় পত্রাবলী ৪ ভাগে বিভক্ত:—১। রোম নগরের প্রথম কারাবাসের পূর্বকালীন—(ক) প্রচারোদ্দেশে দ্বিতীয়বার বিদেশে অবস্থানকালে লিখিত: থিস (Thessalonians) ২ খানি পত্র; খৃ অ ৫২ ও ৫৩ অব্দে রচিত। এই লিপিদ্বয়ে পরলোকতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।…(খ) প্রচারোদ্দেশে তৃতীয়বার প্রবাসকালে লিখিত: করিন্থীয় (Corinthians) ২খানি, গালাতীয় (Galatians), রোমীয় (Romans); এই চিঠিগুলিতে ইহুদী ধর্মের নানাবিধ আচারপদ্ধতির বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে।· ২। প্রথম কারাবাসকালে লিখিত লিপিসমূহ:—ফিলিপীয় (Philippians), কলসীয় (Colossians), ফিলীমন (Philemon), ইফিসীয় (Ephesians), ইব্রীয় (Hebrews)। আলোচিত বিষয়—ব্যক্তিগত ও খৃস্টতত্ত্বসমূহ। ৩। প্রথম কারাবাসের পরবর্তীকালে রচিত তীমথিয় (Timothians); তীত (Titus)। বিষয়, মণ্ডলীগত। ৪। দ্বিতীয় কারাবাস-কালীন লিপিসমূহ—তীমথিয় (Timothian 2): বিষয় মণ্ডলীগত।

পলগ্রেভ, (Palgrave, Francis Turner ১৮২৪—৯৭) ইংরেজ কবি; ইঁহার পিতা স্যর ফ্রাঃ পলগেভ (১৭৮৮—১৮৬১) ইংরেজ ঐতিহাসিক ছিলেন। টার্নার অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন ও তথায় ১৮৮৫—৯৭ পর্যন্ত কাব্য সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ (Idylls and Songs (১৮৫৪); Essays on Art (১৮৭১); সম্পাদিত গ্রন্থ Golden Treasury of Songs and Lyrical Poetry (১৮৬১); ইত্যাদি। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা (William Gifford Palgrave (১৮২৬—৮৮) একজন বিখ্যাত ভূপর্যটক ছিলেন। ইনি প্রথমে সৈন্যবিভাগে ও পরে উহা ত্যাগ করিয়া জেসুইট ধর্ম সম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন; এশিয়ার নানাস্থানে বাস করেন; আরবদেশ সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থ লেখেন (১৮৬৫)।

পলাশ গাছ, কিংশুক (Butea frondosa Roxb.) শিম্বাদি বর্গের মধ্যমাকৃতি তরু। গাছ আঁকাবাঁকা। পাতা ত্রিপর্ণ, শীতের শেষে ঝরিয়া পড়ে। ভারতের সর্বত্র জন্মে; ছাল চিরিলে রক্তবর্ণ নির্যাস বা আঠা (Bengal Kino) বাহির হয়। ফলের সৌন্দর্য অপূর্ব। ফুল জলে সিদ্ধ করিলে এক প্রকার সুন্দর রঙ পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ রঙ কাঁচা। পূর্বকালে ইহাদ্বারা আবীর রঞ্জিত হইত। ইহার গঁদচূর্ণ পুরাতন উদরাময়ের ঔষধ। সংস্কৃত গ্রন্থমতে ইহা কষায়, উষ্ণ, কৃমিঘ্ন। বীজ দদ্রু, চর্মদোষনাশী; বল্কল হইতে মোটা দোড়ি হয় এবং বীজ হইতে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। ভূ-পলাশ (B. superba) স্থূল প্রতানী; ফুল পলাশ হইতে বড়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে জন্মে। (Watt 189-90; যোগেশ)

পলাশ-পিপুল (Tulip tree; Thespesia populneoides) অশ্বত্থগাছের মত গুণবিশিষ্ট বৃক্ষ। গয়া-অশ্বত্থ।

পলাশীর যুদ্ধ

মুর্শিদাবাদ হইতে ২১ মাইল দক্ষিণে গঙ্গার তীরে ১৭৫৭, জুন ২৩এ ক্লাইভ ও সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদের মধ্যে যুদ্ধ হয়। প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, রাজ রায় বল্লভ কেহই যুদ্ধে যোগ দেন নাই। মীরমদন, মোহনলালএর মুষ্টিমেয় সৈন্য ও ফরাসী গোলন্দাজরাই লড়ে। কোম্পানীর ২২ জন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়। যুদ্ধ হিসাবে ইহার কোন মূল্য নাই।… নবীনচন্দ্র সেন রচিত কাব্যের নাম 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫)। পলাশীর ঘটনা লইয়া বাংলায় বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৭); অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'পলাশী সূচনা' নামে নভেল (১৯১০)।

পলিক্লিটাস (Polyclitus of Argos খৃ পূ ৫২—৪১২) আথেন্সের (গ্রীস) পেরিক্লিয়ান যুগের অন্যতম ভাস্কর; মাইরন (Myron) ও ফিদিয়াস (Phidias) ইঁহার সমসাময়িক। তাঁহার খোদিত Doryphorous বা বর্শা-ধারীর কপি রোম, ফ্লোরেন্স, নেপলস ও বার্লিনে আছে, মূলটি পাওয়া যায় নাই। এই মূর্তিকে গ্রীকরা আদর্শ বলিত (Canon)। এই সময় হইতে গ্রীক মূর্তিগুলি এক পায়ে ভর দিয়া একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দাঁড়াইতে দেখা যায়। ইঁহার আমাজোন বা বীরনারী-মূর্তির কপি রোমের ভাটিকানে আছে।

পলিটেকনিক (Polytechnic)

Poly বহু, technic কলা অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানে বহুবিধ শিল্প কলা শেখানো হয়। ১৮ শতকে ফ্রান্সে Ecole Polytechnique বা কলাশালা স্থাপিত হয়। ইংল্যান্ডে ১৯ শতকের শেষভাগে আরম্ভ হয় ও ২০ শতকে সুনিয়ন্ত্রিত হয়। কলিকাতায় মিঃ পেটাভেল নামে এক পেনশনপ্রাপ্ত ইংরেজ R. E. (রয়েল ইন্‌জিনীয়ার) মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর অর্থে পলিটেকনিক স্কুল স্থাপন করেন।

পলিপাথর (Sedimentary or aqueous rocks)

প্রাচীন শিলাদি জলের দ্বারা চূর্ণ হইয়া নানাপ্রকার পার্থিব পদার্থ ও রাসায়নিক দ্রব্যর সংযোগে প্রস্তরীভূত হয় তাহাকে পালিপাথর বলে।

পলিফেমাস (Polyphemus)

গ্রীক পুরাণ মতে পোসাইদন ও থুসার পুত্র; সাইক্লোপ নামে দানবদের অন্যতম। এই একচক্ষু দানব সিসিলী দ্বীপের এক গুহায় বাস করিত। ওডেসিয়াস ও তাঁহার বারোজন সঙ্গী ট্রয় হইতে ফিরিবার পথে এখানে আসে। গুহার মধ্যে আশ্রয়ের জন্য প্রবেশ করিলে এই দানব গ্রীকদের ছয়জনকে হত্যা করিয়া আহার করে। ওডেসিয়াস ও তাহার ছয়জন সঙ্গী দানবের এক চক্ষু নষ্ট করিয়া দিয়া অতি কষ্টে সেখান হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন।

পলিমাটি (Alluvial soil)

নদীর জলধারার সহিত সূক্ষ্ম বালুকণা ও কর্দম ধুইয়া আসিয়া নদীমোহনায় বদ্বীপ গড়ে; বদ্বীপাদি দেশ পলিমাটির দ্বারা গঠিত।

পলিসি (Policy)

যে দলিলে জীবনবীমা (Insurance) লেখাপড়া হয় তাহার নাম পলিসি। পলিসি গ্রহণকারীদিগকে মোটামুটি দুই প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—লভ্যাংশ গ্রহণকারী ও যাহারা লভ্যাংশ গ্রহণ করে না।

পলু পোকা (Mulberry silk-worm)

রেশমের কৃমি-পোকা। ইহারা তুঁৎ পাতা খায়; বড় পলু, ছোট পলু, দেশী পলু প্রভৃতি আছে। (যোগেশ)

পল্টুদাসী

পল্টুদাস কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মসম্প্রদায়। ইহার গুরুর নাম গোবিন্ সাহেব। কাশী জেলার আহিরৌলা ও ভোঁতকুড়া গ্রামে তাঁহার আস্তানা আছে। ইনি অযোধ্যার নবাব সাহাদৎ আলির (১৭৯৮) সমকালীন; অযোধ্যায় পল্টুদাসের গদি আছে; তথায় রামনবমীর সময়ে মেলা হয়। পঃ উদাসীনরা গলদেশে তুলসী কাঠের হিরা ও গুঞ্জা রাখে; শ্বেতবর্ণ মৃত্তিকার দ্বারা কেশপর্যন্ত উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক কাটে। ইহারা কৌপীন ধারণ, পীতবর্ণ কোর্তা ও টুপি ব্যবহার করে। পল্টুদাস না মানিতেন তীর্থ, না যাইতেন গঙ্গা যমুনাদি কোন দেব-নদীতে স্নানে। (ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃঃ ২৫০-২৫৬)।

পল্লব বংশ

দক্ষিণ ভারতের প্রবল রাজবংশ। খ্রস্টীয় ৪র্থ শতকে রাজা বিষ্ণুগোপ উত্তর ভারতের সমুদ্রগুপ্তর নিকট পরাভূত হন। মাদ্রাজের নিকট কাঞ্চী ছিল রাজধানী। ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে রাজা সিংহবিষ্ণু চের, চোল ও পাণ্ড্যরাজ্য জয় করেন। চালুক্যদের সঙ্গে পল্লব রাজাদের প্রায়ই যুদ্ধ হইত; চালুক্য সম্রাট ২য় পুলকেশীর হস্তে পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মার পরাজয় ঘটে; মহেন্দ্রবর্মার পুত্র নরসিংহবর্মা পুলকেশীকে পরাভূত ও নিহত করেন; ইহারা হর্ষবর্ধনের সমকালীন নরসিংহবর্মার রাজত্ব-কালে মামল্লপুরম নামক স্থানে সাতটি পাহাড় কাটিয়া যে সাতটি মন্দির নির্মিত হয়, তাহা এখনো আছে। ৭৫৩ খ্রঃ অব্দের পর রাষ্ট্রকূটদের নিকট পরাজিত হইলে ইহাদের দ্রুত অধঃপতন হয়। ৯ম শতকে চোল ও পশ্চিম-রাষ্ট্রকূট ইহাদের পরাভূত করে। ১৬ শতক পর্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ রাজত্ব করে। ১৭ শতকের পর ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব আর নাই।

পশতু ভাষা, পখতো (Pustu, Pakhto)

উ-প-সীমান্ত ও কাবুল দেশের ভাষা। ইহা ইরানীয় ভাষাজাত ভাষা, তবে বহু তুর্কি ও প্রাচীন শব্দ মিশ্রিত। 'পখতো' শব্দ হেরোদোটাস উল্লিখিত Paktyike শব্দর অপভ্রংশ; Paktyike বলিতে গান্ধার দেশ বা বর্তমান পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান বুঝাইত। পশতু সাহিত্য খ্রস্টীয় ১৬ শতক হইতে দেখা যায়; অধিকাংশই কবিতায় ইতিহাস বা পুরাণ কাহিনী; যেমন অখুন দরবেজা-রচিত 'মখজন-ই-পশতো' ও 'মখজন-ই-ইসলাম'; আফজল খাঁ খটকের 'তারিখি-মুরসা'। প্রধান কবি ছিলেন খুশ্‌হল খাঁ; ইনি আওরংজেবের দরবারে কিছুকাল বন্দী ছিলেন; ইঁহার পশতু কবিতা বিখ্যাত। আবদুর রহমানেরও কবি বলিয়া খ্যাতি আছে। কাব্য 'পারসবাজে' ইঁহার রচিত। এই লোক-সাহিত্যের মধ্যে জাতির কাব্যপ্রতিভা ও সৌন্দর্য-বোধ দেখা যায়; তবে অধিকাংশ কাব্য আধুনিক কালের। ধর্ম-সাহিত্য প্রচুর। আরবীলিপি সামান্য বদলাইয়া ব্যবহৃত হয়। আফগানিস্তানে এখন এই ভাষায় সমস্ত রাজকার্য চলিতেছে।

পশম (Wool)

ভেড়ার লোমকে পশম বলে। অতিপ্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম এসিয়ায়, গ্রীসে, রোমে মেষ-পালন হইত; ইহার লোম হইতে সুতা কাটা ও কাপড় বুনা হইত। মধ্যযুগের য়ুরোপে ইহারই

কাপড় চলুতি ছিল। ১৮ শতকের শেষে কার্পাস তুলা আমদানা হইতে আরম্ভ করিলে পশম-শিল্প য়ুরোপে মন্দা পড়ে। তবে শীতের বসনরূপে পশমের চাহিদা বাড়িতে থাকে। ১৯ শতকের প্রারম্ভে অস্ট্রেলিয়া ও দঃ আফ্রিকায় স্পেন হইতে আনীত মেরিনো-মেষের চাষ বাড়ে ও প্রচুর পশম উৎপন্ন হইতে থাকে; পশম উৎপাদনে অস্ট্রেলিয়া প্রধান। সিড্‌নী পশম রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র। রুশ, যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেণ্টাইন, দঃ আফ্রিকা, নিউজীল্যান্ডে পশম তৈয়ারী হয়। ভারতবর্ষে পশম খুব কম পাওয়া যায়। লাল-ইমলি বা 'কাশ্মীরী' শাল প্রভৃতি সমস্তই বিদেশী, আমদানী-পশম হইতে প্রস্তুত। মেষের পশম ছাড়া মধ্য এসিয়ার উটের লোম, তিব্বতে য়াকের লোম, পেরুতে লামার (llama) লোম হইতে গরম কাপড় প্রস্তুত হয়। পশম দিয়া মোজা মাফলার গেঞ্জি প্রভৃতি হয়। পৃথিবীতে মোট পশম উৎপন্ন হয় ১৭,৫০,০০০ টন্, তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় ৪,২৫,০০০ টন; মার্কিনরাষ্ট্রে ১,৯৫,০০০; আর্জেণ্টাইন ১,৭০,০০০; নিউজীল্যান্ড ১৬০,০০০; সোভিয়েট রুশ ১৩৫,০০০; দঃ আফ্রিকা ১১৫,০০০। ইংল্যান্ড পশম-শিল্পের জন্য খ্যাত; সেখানে ১৯৩৭এ ৪,২২৯,০০০ পাঃ মূল্যের পশম আমদানী ও ৩৫,৫০২,০০০ পাঃ মূল্যের শিল্পজাত সামগ্রী ও পশমী-সুতা আমদানী হয়। ইহার পর হইতে দুইই কমিয়াছে। বেডফোর্ড এই শিল্পের কেন্দ্র। উত্তর ভারতে কানপুর ও পঞ্জাবের ধারিয়াল লাহোর প্রভৃতি স্থান পশমের সামগ্রী তৈয়ারীর কেন্দ্র।

পশু

এই শব্দটি প্রাচীন আর্যশব্দ; সকল আর্য ভাষায় আছে যেমন প্রাচীন জারমেন fihu, জারমেন vich গথিক faihu, লাতিন pecus, জেন্দ বা পারসিক পসু। বোধহয় বন্য প্রাণীকে বন্ধন (পশ্) করা হইত বলিয়া পশু এই নাম। সংস্কৃতে দুই প্রকার পশু বলা হয় যথা গ্রাম্য ও আরণ্য;—সাতটি গ্রাম্য, যথা গো, মেষ, অজ, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মনুষ্য। সাতটি আরণ্য পশু, যথা মহিষ, বানর, ঋক্ষ, সরীসৃপ, রুরু, পৃষত (Spotted antelope), মৃগ। অমরকোষে ৩৯টি পশুর নাম আছে।...বৈদিক সাহিত্যে পশুর তালিকায় মানুষকে ধরা হইত।...পশু-দেবোদ্দেশ্যে বলির জন্য ব্যবহৃত হইত। ক্রমে 'ছাগ'কে পশু বুঝাইত। পশু সম্বন্ধে বহু বিস্তারে আয়ুর্বেদ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক পশুর মাংসের গুণাগুণ পরীক্ষিত হইয়াছিল।

পশু-চিকিৎসা

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে পশুর মধ্যে হস্তী ও অশ্ব সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হইয়াছিল; রাজাদের প্রয়োজনেই ইহা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। আশ্চর্যের বিষয় কৃষির প্রধান সম্পদ গরু সম্বন্ধে কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত গ্রন্থ নাই; তবে লৌকিক পশু-চিকিৎসা প্রণালী আছে। য়ুরোপে কৃষির উন্নতির সঙ্গে গোজাতির উন্নতির চেষ্টা সুরু হয়। ফ্রান্সে ১৭৬২, ইংল্যান্ডে ১৭৯০এ পশু-চিকিৎসার জন্য কলেজ (veterinary) স্থাপিত হয়। ভারতের মধ্যে মুক্তেশ্বর (বোম্বাই) পশু চিকিৎসা সম্বন্ধে গবেষণা কেন্দ্র। কলিকাতার বেলগাছিয়াতে একটি কলেজ আছে। বাঙলাদেশে মাল (দ্রঃ) নামে এক জাতীয় লোক গো-চিকিৎসক।...ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড সদর সহরে একজন করিয়া পশু-চিকিৎসক রাখেন বটে, কিন্তু তাঁহার পক্ষে সমগ্র জিলার পশুদের ব্যাধি ও স্বাস্থ্যবিষয় খবরাখবর রাখা ও চিকিৎসা করা সম্ভব নহে; গরুর ব্যাধি মড়ক আকারে দেখা দিলে এক বা দুইজন চিকিৎসক উহা সামলাইতে পারেন না। (দ্রঃ গরুর অসুখ)

পশুবলি (Animal Sacrifice)

দেবতাকে তুষ্ট করিবার জন্য মানুষ চিরকাল পশুবলি দিয়া আসিতেছে; কখনো নরবলিও দিয়াছে। ইহুদীদের মধ্যে পশু-কোরবানী প্রবর্তিত হইবার পূর্বে নরবলি ছিল বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। আর্যদের মধ্যে যজ্ঞের সময়ে জীববলি ছিল; নরবলির আভাস শুনঃশেফের গল্পে পাওয়া যায়। তান্ত্রিক পূজান্তর্গত কালী, দুর্গাদি পূজায় ছাগ, মহিষ বলিদান আবশ্যিক অনুষ্ঠান। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ধর্ম-পূজায় শূকর বলিদান প্রথা কোন কোন স্থানে আছে। খৃস্টানদের মধ্যে ধর্মের নামে জীব বলি নাই—তাহাদের মতে খৃস্টের জীবন-দান সর্বশ্রেষ্ঠ জীববলি। এদেশে বৌদ্ধ ও জৈনরা বৈদিক যজ্ঞে পশুবলির বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন। ভারতে হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণবরা পশুবলির ঘোর বিরোধী, সে-হিসাবে ইহারা বেদ-বিরোধী; কারণ বৈদিক ধর্মের ভিত্তি এই জীববলির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর্যসমাজ (দ্রঃ) বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের উপর নিজেদের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত করিলেও যজ্ঞাদিতে জীববলি দেয় না। অনেকে দুর্গাপূজার সময়ে জীববলি বন্ধ করিয়া তাহার বদলে ফল বলি দেন। মুসলমানরা পশুবলি দেয় না, অর্থাৎ কোপ দিয়া কাটে না, তাহারা জবাই করে; বলি দেওয়া তাহাদের শাস্ত্র-মতে পাপ। আবার হিন্দুমতে এক কোপে কাটাই পুণ্য। ...সাধারণ আহারের জন্য আজকাল প্রচুর পরিমাণে মাংসের প্রয়োজন; সেইজন্য গরু, শূকর, ভেড়া, খাসি-ছাগল প্রতি বৎসর অসংখ্য বধ করা হয়। দ্রঃ মাংসাহার।

পশুশালা (Zoo, Zoological Garden)

বিশিষ্ট নগরে ও শহরে যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর প্রধান প্রধান জীবজন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও লোকের চিত্ত বিনোদন ও জ্ঞানোন্নয়নের জন্য রক্ষিত হয়। পারিসে ১৮০৪ Jardin des plantesএ প্রথম পশুশালা স্থাপিত হয়। ১৮২৭এ লনডনের পশুশালা খোলা হয়; ইহাই বোধহয় পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পশুশালা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বিখ্যাত পশুশালা আছে; তন্মধ্যে স্মিথসোনিয়ান্ ইনস্টিটিউশনের তত্ত্বাবধানে

ওয়াশিংটনে যে পশুশালা আছে, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। পৃথিবীর সেরা পশুশালা ছিল হাগেনবেকের; হামবুর্গের নিকট স্টেলিংগেন্ নামক স্থানে তাঁহার পশুশালা ছিল। পৃথিবীর সর্বত্র হাগেনবেকের (Karl Hagenbeck 1844—1918) শিকারীরা ও এজেন্টরা পশু সংগ্রহ করিয়া বেড়াইত। ১৯০৫এ জারমেন গভর্নমেণ্টের আদেশে তিনি তিন মাসের মধ্যে ১০০০ উট সাজাইয়া গুছাইয়া সরবরাহ করেন। গভর্নমেণ্ট প্রীত হইয়া পুনরায় সহস্র উষ্ট্রের অর্ডার দেন। ১৮৯৩এ চিকাগোর প্রদর্শনীতে তিনি সহস্রাধিক বিচিত্র প্রাণী লইয়া গিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে এই কোম্পানী ভারতে আসিয়াছিল।… ভারতবর্ষের মধ্যে কলিকাতার চিড়িয়াখানা বিখ্যাত। বর্তমানে স্বাভাবিক পরিবেষ্টনের মধ্যে পশুশালা স্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকায় ইয়লোস্টান পার্কের একটি স্থানে ভল্লুকাদি প্রাণী স্বাভাবিকভাবে বাস করে। দঃ আফ্রিকায়ও ঐরূপ পশুস্থান (Kruger's Park) হইয়াছে।

পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ (Westerly winds)

উত্তর গোলার্ধে বিপরীত বাণিজ্য-বায়ু (প্রত্যায়ন বায়ু) দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম হইতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উ-প ও পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হয়। এইজন্য ইহাকে পশ্চিম বায়ুপ্রবাহ বলে। দঃ গোলার্ধে যেখানে এই পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়, সেখানে স্থলভাগ অত্যন্ত অল্প থাকায় ও এই বায়ুপ্রবাহ বিশেষ বাধা প্রাপ্ত না হওয়ায় উহা প্রবলবেগে নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়।৪০° অক্ষাংশের নিকট এই বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইহাকে 'গর্জনকারী চল্লিশ' (roaring forties) বলে।

পহ্লব

পার্থিয়ানদের ভারতীয় নাম। শকদের পর খ্রীঃ পূঃ ১ম শতকে উ-প ভারতে ইহাদের প্রভুত্ব দেখা যায়। ২য় মিত্রদত্তর পর স্থানীয় শক ও পহ্লব ক্ষত্রপগণ স্বাধীন হইয়া পড়ে; কিম্বদন্তী তাঁহাদের অন্যতম গনডফারনিস-এর সময় ভারতে খ্রস্টের শিষ্য সাধু টমাস্ ভারতে খ্রস্ট ধর্ম প্রচার করিতে আসেন। বিষ্ণুপুরাণে আছে সগর রাজা যে সমস্ত ক্ষত্রিয় বংশকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া নানারূপে চিত্রিত এবং বেদ ও অগ্নি উপাসনায় অনধিকারী ঘোষণা করেন, তাহাদের মধ্যে একটি বংশের নাম পহ্নব বা পহ্লব। তাহাদের শ্মশ্রু মুণ্ডন নিষেধ ছিল।

পসাইদন (Poseidon)

গ্রীক পুরাণ মতে সমুদ্রদেবতা। রোমান দেবতা নেপচুনের সহিত পরে অভিন্ন কল্পনা করা হয়।

পাঁওই (পাবক) পাখী (Greyheaded mayna)

শাখাশ্রয়ী বর্গের সারীসদৃশ পক্ষী; ১০।১১ আঙুল দীর্ঘ, পাংশুবর্ণ। চঞ্চু ছোট, সরু; পুচ্ছ সূচলো। মদ্দা ও মাদী পাখীর একই রঙ। বনের গাছে দলে দলে থাকে, পোকা ও ফুলের মধু খায় কদাচিৎ মাটিতে নামে। মুঙ্গের পাঁওই দেখিতে একটু বড়; মাথা কালো, পাখার নীচটা শাদা। মাথায় চূড়া আছে। ইহারা মাটিতে বেশি বেড়ায়। (যোগেশ)

পাইওরিয়া (Pyorrhœa)

দাঁতের ব্যাধি। মাড়ি ফোলা, পুঁজ হওয়া লক্ষণ। দাঁতের নিম্নাংশ যে অস্থির সহিত সংলগ্ন থাকে, তাহা নরম হইয়া যায় এবং দাঁত আলগা হয়। আহারের মধ্যে ফল মূল থাকিলে এই রোগ কম হয়। দাঁতের মাড়ি নিয়মিত টিপিয়া সাফ করিলে, দাঁতন করিলে বা ব্রুশ করিলে এই ব্যাধি হয় না। পাইওরিয়া হইতে পেটের বহু প্রকার ব্যাধি হয়।

পাইখানা (Latrine, lavatory, privy, water closet)

মলমূত্র ত্যাগ করিবার গৃহ। শহর সৃষ্টি, হারেম গঠন প্রভৃতি হইতে পাইখানার উৎপত্তি। মুসলমানদের সময়ে মেহতর নামে উত্তর-পশ্চিমবাসী এক জাতীয় লোক ভদ্রলোকদের মলমূত্র সাফ করিবার জন্য নিযুক্ত হয়।…কূপ-পাইখানায় মল কূপের মধ্যে পড়ে। মিউনিসি-প্যালিটি সমূহ এই প্রথা রদ করিয়া দিয়াছে, কারণ ইহার দ্বারা শহরের পানীয় কূপের জল নষ্ট হইত। পরে 'খাটা' পাইখানার চলন হয়; অর্থাৎ মল নীচে কোন আধারে সঞ্চিত হয়; পরে মেথরে লইয়া দূরে ফেলে। অনেক শহরের পাশে মাঠে গর্ত করিয়া (trench) মল ফেলা হয়। কলিকাতা প্রভৃতি বড় নগরে পাইখানার মলমূত্র মাটির নীচে পাইপ বা নল দিয়া দূরে চলিয়া যায়। ইহাকে ড্রেন পাইখানা বলে।… বিষ্ঠা মাটির উপর পড়িয়া থাকিলে মাটি হইয়া যায়—এই ভাব হইতে বিষ্ঠাকে জলের মধ্যে ফেলিয়া উহাকে জলে পরিণত করিবার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহাকে বলে aqua privy বা সেপটিক ট্যাঙ্ক পাইখানা। মল-শোধক এই শ্রেণীর উন্নততর পায়খানা। হাঙ্গেরী দেশের গ্রামে এই ধরণের পাইখানা প্রচলিত আছে। গ্রামের জন্য Bore-hole পাইখানা প্রবর্তনের চেষ্টা চলিতেছে।

পাইথন (Python) দ্রঃ অজগর সাপ।

গ্রীক পুরাণ মতে একটি নাগ; অ্যাপোলো ইহাকে বধ করেন। এই নাগ পার্নাসাস পর্বতগুহায় বাস করিত ও ডেলফিতে ভবিষ্যদ-বাণী করিত। পণ্ডিতরা অনুমান করেন পাইথন বধের মধ্যে কোন ধর্ম-বিরোধের ইতিহাস আছে।

পাইন

শস্ত্রর ধার পাকা করিবার পদ্ধতিকে পাইন বলে। লৌহ বা ইস্পাতের অস্ত্রশস্ত্রর ধার পাকা করিবার জন্য ক্ষারে ডুবাইয়া

শীতল করিলে, মৃদু জলে ডুবাইলে, তৈলে ডুবাইলে ইস্পাতে তীক্ষ্ণ ধার হয়। পাশ্চাত্য রীতিতে ইস্পাতে কাঠিন্য দিবার জন্য নানাভাবে তাপ সহানো হয়, তাহাকে tempering বলে। শেকরা সোনা রূপা মুড়িবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে দ্রবণীয় মিশ্র ধাতু ব্যবহার করে। সোনার পাইন—সোনা এক আনা, রূপা তামা ১ রতি। রূপার পাইন—রূপা এক আনা, কাঁসা বা পিতল ১ রতি। (যোগেশ)

পাইন গাছ (Pine)

উত্তর গোলার্ধে শীতের দেশে বা পর্বত গাত্রের উচ্চ ভূমিতে পাইন গাছ জন্মে। ইহার কাঠ খুব দামী। ত্বক ভেদ করিলে টার্পেনটাইন (দ্রঃ) এবং ধুনা পাওয়া যায়। কাটা গাছের শিকড় হইতে এক প্রকার আলকাতরা চোলাই করা হয়। এই গাছের প্রত্যেকটি সামগ্রীর আর্থিক মূল্য আছে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এদেশে ধুনা প্রভৃতি প্রচুর উৎপন্ন হয় না, উহা বিদেশ হইতে আসে। ভারতে ৫ জাতের পাইন আছে। (১) Pinus excelsa, হিমালয়ের ৬—১২ হাজার ফুটের মধ্যে জন্মে; কাফ্রিস্থান, কাবুল অঞ্চলে অধিক। কাঠে তৈল ভাগ প্রচুর ও টার্পেনটাইন এবং আলকাতরা পাওয়া যায়। (২) P. Geradiana ঐ অঞ্চলে জন্মে; বীজ লোকে খায়। (৩) P. Khasya খাশিয়া পাহাড়, লুশাই, শান ও বর্মার পাহাড়ে ৩—৭ হাজার ফুটের মধ্যে জন্মে। ইহার ধুনা সবথেকে দামী, তবে ভাল তারপিন তৈল ইহা হইতে পাওয়া যায় না। (৪) P. Merkusii বর্মায় ৫০০— ৩৫০০ ফুটের মধ্যে জন্মে; তারপিন তৈল তৈয়ারী হয়। (৫) Pinus longifolia শল্ল, চীর, ধুপ গাছ নামে পরিচিত। হিমালয়ের দক্ষিণে ১৫০০—১৭০০ ফুটের মধ্যে জন্মে। ধুনার জন্য এই গাছ 'কাটা' হয়। ইহার পত্র চিরহরিৎ নহে, কিয়দ পরিমাণে পতনপত্রী (deciduous) বলা যায়। (Watt 848-9)

পাইয়াস (Pius)

রোমের ১১ জন পোপের নাম। নবম পোপ পাইয়াসের সময় (১৮৪৬—৭৮) পোপের দেবত্র সম্পত্তি স্বাধীন ইতালীয় রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে (১৮৭০)। ইহার পর পোপ আর কখনো নিজ প্রাসাদপুরী ভাটিকান (Vatican) হইতে বাহির হইয়া ইতালীতে পদার্পণ করেন নাই। একাদশম পাইয়াসের নাম ছিল অচিল্লিস রাত্তি (Achilles Ratti জন্ম ১৮৫৭; সন্ন্যাসী ১৮৭৯; কার্ডিনেল ১৯২১; পোপ ১৯২২; মৃত্যু ১৯৩৯)। ইনি মুসোলিনির সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন।

পাইরোমিটার (Pyrometer)

অতি উচ্চ তাপ যাহা পারদ-থার্মোমিটারে মাপা যায় না, তাহা মাপিবার যন্ত্রকে পাঃ বলে। বায়ব-পাইরোমিটার অধ্যাপক হলবর্ন, বিয়েন (Wien) ১৮৯২এ আবিষ্কার করেন; ১৮৯৫ Berthelot নূতন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন; ইহার পরে অধ্যাপক কালেন্ডার, Wanner (১৯০২). Fery (১৯০৪) অনেক উন্নতি করেন।

পাইলট (Pilot)

বন্দর বা পোতাশ্রয় হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ বাহির করিয়া দিবার জন্য বা বন্দরাদিতে ঢুকাইবার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত পাইলটের সাহায্য লওয়া পোর্ট-আইনে আবশ্যক। ঢুকিবার সময় জাহাজকে সঙ্কেত করিতে হয়; পাইলট আসিয়া জাহাজে উঠিয়া চালনার ভার গ্রহণ করে। বন্দর হইতে বাহির হইবার সময় পাইলট খোলা সমুদ্র পর্যন্ত জাহাজকে দিয়া আসে। প্রত্যেক জাহাজকে এজন্য টাকা দিতে হয়। পাইলটরা মোটা মাহিনা পায়।...এরোপ্লেন চালককে পাইলট বলে।

পাউণ্ড (Pound)

(১) ইংরেজি ওজন, আধসের হইতে একটি ডবল পয়সার ওজন কম। ১৬ আউন্সে এক পাউণ্ড হয়; ইহাতে প্রায় ৭০০০ গ্রেন থাকে; ইহাকে avoirdupois বলে। সোনা রূপা ও মহামূল্য মণিমাণিক্যাদি ওজনের মাপ ১২ আউন্সে পাউণ্ড বা ৫৭৬০ গ্রেন; ইহাকে (troy) ট্রয় ওজন বলে। ২৮ পাউণ্ডে (lbs) এক কোয়াটার, ৪ কোয়াটার এক হন্দর (cwt = ১ মণ ১৬ সের); ২০ হন্দরে বা ২২৬০ পাউণ্ডে এক টন (২৭ মণ প্রায়)।

(২) ইংরেজদের মুদ্রা। ১৮১৬র পূর্বে ১ আউন্সে বা ৫৭৬০ গ্রেন রূপায় তৈয়ারী মুদ্রাকে বুঝাইত। কিন্তু ঐ বৎসর হইতে স্বর্ণমান হয় এবং তাহাকে Sovereign বলে।...ইহা ২২ কারাট (দ্রঃ) স্বর্ণর ১২৩·২৭৪ গ্রেন ওজনের মুদ্রা ছিল। বর্তমানে পাঃ নামে কোন স্বর্ণমুদ্রা নাই পাউণ্ড এখন কাগজের নোট (note) Bank of England হইতে বাহির হয়; ইহার মূল্য ২০ শিলিং। স্বর্ণ সভরনের মূল্য ২১ শিলিং।

(৩) খোঁয়াড়কে (দ্র) পাউণ্ড বলে

পাউডার (Powder, Toilet)

মেয়েরা মুখে এক প্রকার সুগন্ধি শ্বেতসারচূর্ণ মাখে। মুখ পরিষ্কার দেখায়। পূর্বের মাখা পাউডার ও ক্রীম্ সাফ না করিয়া পুনরায় পাউডার মাখিলে মুখের লোমকূপ বন্ধ হইয়া যায়; উহা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। রাত্রে পাউডার ও ক্রীম মাখিয়া কখনো শুইতে নাই।

পাউরুটি

পর্তুগীজ Pao, ফরাসী Pain (পাঁ) শব্দের অর্থ রুটি; হাতে-গড়া রুটি বা চাপাটির সহিত ভেদ বুঝাইবার জন্য পাউরুটি বলা হয়। আটা বা ময়দা ও চিনি মিশাইয়া তাড়ি বা হপ (Hopp)-

গাঁজানো জল দিয়া মাখিয়া কিছুক্ষণ রাখিতে হয়। তৎপরে টিনের কৌটা বা ফর্মার মধ্যে লেচি ভরিয়া তন্দুর (দ্রঃ) বা উনানের মধ্যে দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে ময়দা সিদ্ধ হইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে। তাড়ি বা হপের মধ্যে মদ্যাণু বা য়ীস্ট থাকে বলিয়া পাউরুটি ফাঁপিয়া ওঠে। য়ীস্ট ময়দার মধ্যস্থ চিনিকে নষ্ট করিয়া অঙ্গারক বাষ্প ও মদ প্রস্তুত করে। অঙ্গারক বাষ্প লেচির মধ্যে জমিয়া সেখানে আবদ্ধ থাকিতে পারে না; বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টার ফলে লেচিগুলি ফাঁপিয়া ওঠে। মদ্যাংশ আগুনের তাপে ও অন্যান্য কারণে নষ্ট হইয়া যায়।

পাক-প্রণালী

আদি যুগে মানুষ সকল খাদ্যই কাঁচা খাইত। ক্রমে অগ্নি সংযোগে তাহাকে ঝলসাইয়া পোড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া ভাজিয়া খাইতে শিখিল। লবণ, মিষ্ট, ঝাল নানা প্রকার সুগন্ধ মশলা প্রভৃতি দিয়া তাহাকে স্বাদু করিবার কলা ধীরে ধীরে আয়ত্ত হইয়াছিল। অলস, ধনী ও রাজাদের খাদ্যকে নিত্য স্বাদু, সহজপাচ্য করিবার জন্য নানা পন্থা রন্ধনরত ক্রীতদাসেরা আবিষ্কার করিতে লাগিল। এইভাবে পৃথিবীর সর্বত্র নানা সামগ্রী রন্ধন করিবার বিজ্ঞান ও কলা গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে রন্ধনকে বিজ্ঞানসম্মত করিবার চেষ্টা হইতেছে; শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, রোগী প্রত্যেকের শরীরের জন্য কি প্রকার খাদ্য কিভাবে রন্ধন করিলে, অর্থ সময় উপকারিতা সকল দিক রক্ষা পায়, সেবিষয়ে চিকিৎসকেরা মন দিয়াছেন। পাক-প্রণালী সহজ করিবার জন্য নানা প্রকার 'কুকার' তৈয়ারী হইয়াছে।...আমাদের দেশে পূর্ববঙ্গের রান্না বিখ্যাত; পশ্চিম বঙ্গের দুধের খাদ্য ভাল। প্রত্যেক জাতির পাক-প্রণালী পৃথক্। ভারতের মধ্যে গোয়ানিজ পাচকদের রাঁধুনী হিসাবে সুনাম আছে। এসিয়ার মধ্যে চীনা, যুরোপের মধ্যে ইতালীয়রা বিখ্যাত। প্রত্যেক সভ্য দেশের পাক-প্রণালী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ আছে।

পাকপ্রণালী সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ :—প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী, আমিষ ও নিরামিষ আহার; বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়, পাক-প্রণালী, মিষ্টান্ন পাক, রন্ধন শিক্ষা; সুশীলকুমার শীল, আধুনিক পাকপ্রণালী; নীহারমালা দেবী, আদর্শ রন্ধন শিক্ষা; বনলতা দেবী, লক্ষ্মীশ্রী।

পাকল (Sansurea auriculata)

কুড় নামক সুগন্ধি ঔষধ বিশেষ।

পাকস্থলী (Stomach)

গলার মধ্য দিয়া অন্ননালী (œsophagus) বক্ষের মধ্য হইয়া উদরে প্রবেশ করিয়াছে; তথায় গিয়া এই নলটি ফুলিয়া বড় একটি চামড়ার থলিয়ার ন্যায় হইয়াছে। ইহাকে পাকস্থলী বা আমাশয় বলে; ইহার অপর দিকে ক্ষুদ্রান্ত্র। পাকস্থলীর মধ্যে খাদ্যদ্রব্য এক প্রকার অম্লরস দ্বারা জীর্ণ হইতে থাকে এবং ঐ রসের ক্রিয়ার ও থলিয়ার পেষণে খাদ্য পদার্থ কর্দমাকার হয়। এইখানেই খাদ্য সামগ্রীর সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে।

পাকস্থলীর প্রদাহ (Gastritis)

পাকস্থলীর মধ্যস্থিত পর্দা বা liningএর প্রদাহ; সাধারণ ও তীব্রভেদে দুই প্রকার প্রদাহ। অমিত আহার, পচা খাবার খাওয়া, অত্যধিক সুরাপান হইতে পেটের তীব্র বেদনা আরম্ভ হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি ব্যাধি হইতেও এই রোগ দেখা দেয়। পাকস্থলীতে বেদনা, বমি, ক্রমে জ্বর হয়।...কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বেদনা রোগীর স্বভাবজ হয় (chronic)।

পাঁকাল মাছ (Mastacembelus pancalus)

পঙ্কচর সরু কদাকার মাছ; আঁশ এত ছোট যে নাই বলিলেই হয়। মুণ্ড লম্বাটে, মাংসল; গায়ের রঙ সবুজেটে; কালো হলদে দাগ দেহের নিচদিকটায়। এই মাছ ৬।৭ ইঞ্চি লম্বা হয়। (JRASB 1937 III 126)

পাকিস্তান (Pakistan)

পার্শিয়ান শব্দ—অর্থ পবিত্র দেশ। মিঃ জিন্না ১৯৩৯এ প্রস্তাব করেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পঞ্জাব, কাশ্মীর, বেলুচিস্থান, সিন্ধু লইয়া একটি পৃথক মুসলমান স্টেট গঠিত হইবে। বাংলাদেশও পাকিস্তানের অন্তর্গত হইবে বলিয়া কল্পনা আছে। মুসলমান স্টেট যেমন নিজামের হায়দ্রাবাদ ইহার মধ্যে থাকিবে। এ ছাড়াও বহুবিধ প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। জিন্না সাহেব হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য মিলনে বিশ্বাস করেন না। সকল শ্রেণীর মুসলমানরা পাকিস্তান পরিকল্পনা পছন্দ করেন না।

পাকুড় গাছ (Ficus infectoria)

অশ্বত্থগাছের তুল্য তরু; তবে গাছ তত বড় হয় না; কোমল শাখা। পাতার লেজ নাই; কটু, কষায়, শীতল। বল্কল হইতে একপ্রকার আঁশ পাওয়া যায়। নানা রোগে আয়ুর্বেদে ব্যবহৃত হয়। পাকুড়-পাতা হাতীর ও অন্যান্য পশুর খাদ্য; ফল মটর কলাইএর মত ছোট; পাকিলে শাদা হয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অধিক জন্মে। (দ্রঃ যোগেশ)

পাখ্‌না (Fins)

মাছের দেহের অগ্রভাগে ২ জোড়া পাখ্‌না আছে; এছাড়া শিরদাড়ার উপরে লেজের আগাতে ও পেটের নিচের দিকে, আরও তিনটি পাখনা দেখিতে পাওয়া যায়; এগুলি সাঁতার কাটার ও বিভিন্ন প্রকারের গতি উৎপাদনে সাহায্য করে।

পাখী (Bird)

প্রাণীজগতে স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপের মধ্যবর্তী জীব হইতেছে পাখী। স্তন্যপায়ীর ন্যায় ইহারা উষ্ণরক্ত জীব, অস্থিসংগঠনেও উভয়ের মিল আছে; চতুষ্পদ জন্তুর হাত ও আঙুল পাখীর ডানায় রূপান্তরিত হইয়াছে; সরীসৃপের ন্যায় ইহারা অণ্ডজ, অর্থাৎ ডিম হইতে ইহাদের জন্ম হয়। বর্তমান যুগের পাখীর দাঁত নাই—লুপ্তদের মধ্যে ছিল। পাখীকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, যাহারা মাটিতে চরে, তাহাদের দেহ ভেলার মত; আর যাহারা ওড়ে, তাহাদের গঠন নৌকার মত। ১ম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে উটপাখী, রিয়া, এমু প্রভৃতি; ২য় শ্রেণীতে প্রায় সমস্ত পাখী। পক্ষী জগৎ ১৪টি শ্রেণীতে ও ১১,০০০ রকমে বিভক্ত। ভারতের পাখী ৫৯৩ জাতিতে বিভক্ত, উপজাতির সংখ্যা ১৬১৭।.. সংস্কৃত বৈদ্যক গ্রন্থে পাখী ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত।

১। বিষ্কির, যথা লাব, তিত্তির, কপিঞ্জল।

২। প্রতুদ, যথা কপোত, পারাবত।

৩। প্রসহ, যথা কাক, কংক, কুরর।

৪। প্লব, যথা হংস, সারস, ক্রৌঞ্চ ইত্যাদি।

কতকগুলি পাখী একদেশ হইতে অন্যদেশে ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যায়। বাসা বাঁধিয়া অণ্ডে তা' দিয়া শাবক করার অভ্যাস প্রায় সকল পাখীর মধ্যেই দেখা যায়; তবে কোকিল প্রভৃতি কয়েকশ্রেণীর পাখী পরভৃতিকা। পাখীর রূপ, খাদ্য, বাসস্থান বিচিত্র। অনেক পাখী শীত ও গ্রীষ্মে বাসস্থান বদল করে।

পাখী, বাঙলাদেশের

আবাবিল, কড় হাঁস, কাক, কাঠ্ঠোক্‌রা, কুকো, কোকিল, কোড়ল, খঞ্জন জাতি, গো-শালিক ও গাং-শালিক, ঘুঘু, চড়ুই, ছাতারে, জলপিপি, টিয়া, টুন্‌টুনি, ডাহুক, ডুবুরি, তালচোঁচ, তিতির, দোয়েল, ধনেশ, নাকি হাঁস, নীলকণ্ঠ, পায়রা, পেঁচা, পানিকৌড়ি, পাপিয়া, ফিঙে, বক, বটের, বাজ, বাবুই, বাঁশপাতি, বুল্‌বুল্‌, বসন্ত বউরি, ভরত পাখী, মাঠ চিল, মধুপায়ী, ময়ূর, মাছরাঙ্গা, মাণিকজোড়, রাম শালিক, শকুন, শঙ্খ চিল, শরাল ও বালিহাঁস,-শিক্‌রা, সাত-সয়ালি, সারস, হলদে পাখী, হাড়গিলা, হাঁড়িচাচা, হাঁস।

পাখীর গতি (The speed of flying birds)

ঘণ্টায় মাইল হিসাবে—Hooded crow 31; Jackdaw 38; Starling 46; Finch 32; Crossbill 36; Stork 48; Mallard 50; Rook 45: Gaavnet 48; Goose 59; Lapwing 45; উর্দ্ধে উড়িবার শক্তি—৫,০০০ ফিট্। সারসদের ৮,৫০০ ফিট উচুতে দেখা গিয়াছিল।

পাখোয়াজ

কাঠের ঢোলকের দুই পার্শ্বে চামড়া দিয়া ঢাকা, মাদল হইতে বড় বাদ্যযন্ত্র।

পাগ্, পাগ্ড়ী, উষ্ণীষ, মুকুট, টুপি, টোপর, শিরস্ত্রাণ

পাগ্ বা পাগ্ড়ীর সংস্কৃত উষ্ণীষ; উষ্ণতা থেকে মস্তককে আবৃত করিবার জন্য বোধহয় ইহার উৎপত্তি। ধাতুগত অর্থ 'উষ্ণকে নিবারণ করে'। রাজা ও দেবতাদের মস্তকের শিরোভূষণকে মুকুট বলে। প্রাচীনকালে উষ্ণীষ ব্যবহার ধর্মকর্মের অঙ্গরূপ নির্দিষ্ট ছিল; ১৫ শতকে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য উষ্ণীষ ধারণ নিষেধ করেন; এই নিষেধের কারণ অজ্ঞাত। এখনও যজ্ঞাদি-কার্যে হোতাকে উষ্ণীষ ব্যবহার করিতে হয়। প্রাচীনকালে বিচারালয়ে পাদুকা ও উষ্ণীষ খুলিয়া হাত তুলিয়া সাক্ষ্যপ্রদান বিধি ছিল।... পাগ্ড়ী বাঁধার রীতি দেখিয়া জাতীয় বিশেষত্ব বুঝা যায়; বিহারী, পঞ্জাবী, মারাঠি, সিন্ধী প্রভৃতির পাগ্ড়ী পৃথক্। উষ্ণীষধারণ-বিধি উত্তরভারতের আযভাষীদের মধ্যে দেখা যায়; বাঙালী, ওড়িয়া ও আসামীরা সাধারণত কোনপ্রকার পাগ্ড়ী বা টুপি পরে না; দক্ষিণ ভারতের দ্রবিড়দের মধ্যে ইহার চলন ছিল না এবং এখনো নাই।...গ্রীক্ ও রোমানদের মধ্যে উষ্ণীষ-ধারণ প্রথা ছিল না; বোধহয় ভারতে যেসব আর্যরা প্রবেশ করে, তাঁহারা উষ্ণ নিবারণ কল্পে উষ্ণীষ ধারণ করেন। পশ্চিম ভারতে খোলা মাথায় কোথাও যাওয়া বেয়াদবী।

পাগলা গারদ

পাগলদের চিকিৎসার হাসপাতাল; কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলুড়ে বে-সরকারী আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। রাঁচিতে সরকারী হাসপাতাল আছে। পূর্বে বহরমপুরে 'পাগল গারদ' ছিল, এখন নাই। দ্রঃ উন্মাদরোগ।

পাগোডা (Pagoda)

(১) বৌদ্ধমন্দির। পর্তুগীজ শব্দ; সিংহলী 'দাগোবা' শব্দ পর্তুগীজদের দ্বারা বিকৃত হইয়া পাগোডা হইয়াছে। বোধহয় পারসীক শব্দ বুত্-কদা, বুদগহ, সংস্কৃত বুদ্ধগৃহ হইতে আসিয়াছে। বর্মায় ফয়া, চট্টগ্রামে ক্যাঙ বলে। বর্তমানে বিশেষ এক ঢঙের মন্দিরকে পাগোডা ছাঁদ বলে। বৃহত্তর ভারত ও চীনের বৌদ্ধমন্দির বা তোরণাকৃতি কয়েকতলা-বিশিষ্ট অট্টালিকা বা সৌধর সাধারণ নাম।

(২) একপ্রকার অপ্রচলিত মুদ্রার নাম; মূল্য ছিল প্রায় ৭ শিলিং ৫ পেন্স। ইহাকে বলে Star Pagoda of Madras; কার্নাটিক ভাষায় পাগোডাকে 'হুন' বা স্বর্ণ বলে; ইহার ভারতীয় প্রাচীন নাম 'বরাহ'। ১ পাগোড়া=৪২ পনাং (Fanams)=১৬৮ ফালুচে (Faluce)=৩৩৬০ কাস (Cash) বা কড়ি। ১ পনাং =৪ ফালুচে=৮০ কাস বা কড়ি। ১ ফালুচে=২০ কড়া। (বাংলার পন=মাদ্রাসের পনাং)।

পাঙ্গাশ মাছ (Pangasius buchanani)

সিলন্ধ (সিলঙ) মাছের মত চেপ্টা আঁইশশূন্য মাছ ; মুখ চওড়া ; গোঁফ ৪টি সরু। ২½ হাত লম্বা ও ৫ সের পর্যন্ত ওজনে হয়। মাছে তেল প্রচুর ; ইহা মলভোজী মৎস্য। (যোগেশ)

পাঁচ আইন

ভারতীয় দণ্ডবিধির একটি বিধি ; Act V of 1861। ইহা পুলিশের কর্তব্যবিষয়ক আইন।

পাঁচকড়ি দে

বাঙলা ডিটেকটিভ উপন্যাস রচয়িতা বলিয়া খ্যাত।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৩—১৯২৩)

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। পৈত্রিক বাসভূমি হালিশহর ২৪-পরগনা। জন্মস্থান ভাগলপুর। ১৮৮৭এ বি. এ. পাশ করিয়া সরকারী চাকুরী, শিক্ষকতা প্রভৃতি কার্য করেন। অবশেষে সংবাদপত্র সেবা পেশারূপে গ্রহণ করেন। 'বঙ্গবাসী', 'বসুমতী' 'হিতবাদী' প্রভৃতির সহিত যুক্ত হন ; পরে নিজে 'নায়ক' নামে দৈনিক পরিচালনা করেন। কিছুকাল 'সাহিত্য' রঙ্গালয়'এর সম্পাদক ছিলেন। 'ভিক্টোরিয়ার জীবনী', 'উমা', 'রূপলহরী' 'বিংশ শতাব্দীর মহাপ্রলয়' (১৯১৩) প্রভৃতির লেখক। 'নায়ক' ব্যঙ্গপূর্ণ রচনার জন্য খ্যাত ছিল। ইনি 'আইনি আকবরী'র অনুবাদ ও 'চৈতন্যচরিতামৃত'র সম্পাদনা করেন।

পাচক রস (Gastric juice)

আমাশয় বা পাকস্থলীর (stomach) ভিতর দিকে যে ঝিল্লীর আবরণী আছে, তাহার গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ড (glands) আছে, উহা হইতেই পাচক রস ক্ষরিত হয়। ইহার মধ্যে তিন প্রকার কিণ্ব (enzyme) আছে।

(১) পেপ্‌সিন (pepsin) ; ইহা মৎস্য-মাংসাদি প্রোতীন (protein) জাতীয় খাদ্য হজম করে ও খাদ্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত সরল পেপ্‌টোন্-(peptones)এ পরিণত করে।

(২) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড্ ; ইহা পেপ্‌সিনের সহযোগী, ইহার অভাবে পেপ্‌সিনের ক্রিয়া হয় না ; এ ছাড়া ইহা অ্যান্টিসেপ্‌টিক, অর্থাৎ খাদ্যের সহিত কোন জীবাণু প্রবেশ করিয়া থাকিলে তাহা এই অ্যাসিডের সাহায্যে বিনষ্ট হয়।

(৩) লাইপেজ (lipase) ; চর্বি, ঘৃত, তৈল প্রভৃতি স্নেহজাতীয় (fats) খাদ্যবস্তুকে ইহা অংশত বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়।...খাদ্য দেখিবামাত্র ও উহার আঘ্রাণ পাইবামাত্র এই রস ক্ষরিত হইতে আরম্ভ করে ; খাদ্য চর্বণ অবস্থায় উহা অল্প অল্প পড়িতে থাকে। খাদ্য পাকস্থলীতে প্রবেশের ৫ মিনিট পর হইতে ঐ রস উত্তমরূপে নির্গত হইতে থাকে। পিষ্ট খাদ্যের অণুতে অণুতে প্রবেশ করিয়া রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটন করে।

পাচড়া (Scabies) দ্রঃ খোস।

পাঁচন

বাংলাদেশের দেশী ঔষধ ; সাধারণত গাছপালার পাতা, ছাল, শিকড় প্রভৃতি হইতে এইসব ঔষধ তৈয়ারী হয়। নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সংকলিত 'পাঁচন ও মুষ্টিযোগ' সুবৃহৎ গ্রন্থ (১৯১১)। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কৃত 'পাঁচন-সংগ্রহ' (১৯০৬) এবং হরলাল গুপ্ত কৃত 'পাঁচন-সংগ্রহ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে।

পাঁচনতন্ত্র (Digestive System)

দ্রঃ পরিপাক যন্ত্র।

পাঁচালী

প্রাচীনকালে কাব্যরচনার রীতি (mode of style) ছিল চারি প্রকার ; বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। মাঘ, ভারবি, ভট্টি প্রভৃতির গ্রন্থ প্রধানত পাঞ্চালী রীতিতে রচিত। পাঞ্চালীর অপভ্রংশ পাঁচালী। এক কথার বারংবার উক্তি অথবা এক বিষয় কিংবা এক ভাবের পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে পাঁচালী বলে।... বাংলা দেশে পাঁচালীগানের উদ্ভব কীর্তন গান হইতে। ১৯ শতাব্দীর প্রথমে কীর্তনের পদ্ধতিতে কৃষ্ণলীলাত্মক পাঁচালী গান লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন মধুসূদন কিন্নর (মধুকান) ও রূপচাঁদ অধিকারী। পাঁচালীর পালা বাঁধা থাকিত এবং কীর্তনের মতই ব্রজলীলা বিষয়ক হইত, কচিৎ দেবীলীলা বিষয়ক। পাঁচালীর সহিত কীর্তনের তফাৎ হইতেছে যে ইহাতে গায়ক অঙ্গভঙ্গি করিতেন, কখনও পাত্র পাত্রীর সাজও করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেন। গানের ঢঙ্গে ও কীর্তনের সুরের বিশুদ্ধি ছিল না ; ইহাতে খেমটা ও কবিওয়ালা-দের পদ্ধতির প্রভাবও অনেক পড়িয়াছিল। পাঁচালীগানে তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্য থাকিত ; ইহাতে কোন কোন সময়ে দুইটি পক্ষ থাকিত, কিন্তু কবির লড়াই বা তরজার খেউড় গাওয়া হইত না। পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এইমাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়ক বা পাত্র একটি, যাত্রায় একাধিক—সাধারণত তিনটি। দাশরথী রায় বাংলার শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার।

পাঁচেয়াপ্পা মুদালিয়র (Mudaliar Pachaiyappa ১৭৫৩—৯৪) দানবীর। মাদ্রাজের বাসিন্দা ; দালালী ও কন্ট্রাক্টরী প্রভৃতি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন। তাঁহার অর্থ হইতে পাচেয়াপ্‌পা কলেজ চলে।

পাঁজা (ইটের)
কাঁচা ইট (দ্রঃ) পোড়াইবার ব্যবস্থা। একটি চতুষ্কোণ স্থানে ইট ২।৩ থাক সাজাইয়া মাঝে মাঝে ফাঁক রাখিয়া তাহার মধ্যে কাঁচা পাথুরে-কয়লা রাখা হয়। এইভাবে ইট উপর উপর সাজানো ও মাঝে মাঝে কয়লা চাপানো হয়। পাঁজার ইট সাজানো হইয়া গেলে, কাদা দিয়া লেপানো হয় এবং নীচের কয়লায় আগুন দেওয়া হয়। এইখানে কিছু পোড়া-কয়লার প্রয়োজন হয়। এক লাখ ইটের জন্য ৩৫০ মণ কয়লা লাগে।

পাট (Jute)
প্রাচীন কালে বাঙলা দেশে ধনীরা পট্টবাস পরিত : এই পট্ট রেশম জাতীয় পদার্থ মনে হয়। সাধারণ পাট গাছের আঁশকে পরবর্তী যুগে 'ঝুটা পাট' বা নকল পাট বলিত ; ঝুটা বা ঝুট হইতে ইংরেজি Jute শব্দ (১৭৯৫ খৃঃ অব্দে প্রথম উল্লেখ) হইয়াছে। পাট গাছ ৭।৮ হাত উচ্চ হয়। বর্ষাকালে গাছ বড় হয়। জলে পচাইয়া পাট পাওয়া যায়। ১৯ শতকের পূর্বে দোড়ি দড়ার জন্য ঈঃ ইঃ কোম্পানী শণ ব্যবহার করিত। ১৮০২এর কাছাকাছি সময়ে উত্তর বঙ্গে পাট চাষ সম্বন্ধে খবর পাওয়া যায়। ঐসময়ে গ্রামের লোকে থলে, চট, বুনিতে আরম্ভ করে। ১৮২৮এ (?) ইউরোপে প্রথম পাট চালান যায়। ইংল্যান্ডের কলে রুশিয়ার শণ হইতে চট হইত। এদেশ হইতে কাপালিদের তাঁতে-বোনা চট বহু লক্ষ টাকার চালান যাইত। ইউরোপে ক্রিমিয়ান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে রুশের শণ পাওয়া বিলাতে দুষ্কর হইলে তখন হইতে পাটের চাষের প্রতি বাঙলায় দৃষ্টি গেল ; ১৮৫৫এ রিশড়ার কাছে প্রথম চটের কারখানা স্থাপিত হয়। ১৮৭২এ ভারত সরকারের পাট উন্নতির দিকে দৃষ্টি যায় ; ১৯০৪এ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হন। পৃথিবীর গানি, থলিয়া সরবরাহ হয় বাঙলার পাট হইতে। এদেশে ১০০টির উপর কল আছে। স্কটল্যান্ডে ডানডি (Dundee) শহর পাট শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। (দ্রঃ বঙ্গপরিচয় ৪৪৬—৬৭)
বাঙলাদেশে গড়ে ২০ হইতে ২৫ লক্ষ একর জমিতে পাট চাষ হয়। ১৯০৭—৮এ পাটের চরম চাষ হয় ৩৮·৮ লক্ষ একর ; ১৯২১—২২এ অধম ১৫·২ লক্ষ একর। ভারতে মোট উৎপন্ন পাটের শতকরা ৮৫ ভাগ বাঙলায়, ৯% বিহারে, ৬% আসামে ও সামান্য মাদ্রাজে উৎপন্ন হয়।

পাটলি, পাটলা (Stereospermum suaveolens) নাতিবৃহৎ তরু ; পশ্চিম, উত্তর, মধ্যভারত ও বর্মায় এই গাছ দেখা যায়। পাতায় ৩।৫ জোড়া বড় পর্ণ। ফুল অতি সুগন্ধ, বড়, ঘণ্টাকার, পাটল বর্ণ : গ্রীষ্মকালে ফোটে। পুং কেশর ৪টা লম্বা ; ২টা ছোট। ফল দীর্ঘ, সোজা নীল রক্ত বর্ণ। তিক্ত, কটু, উষ্ণ, কফবাতনাশী, শোথাদি নিবারক। আয়ুর্বেদে দশমূলের অন্যতম উপাদান। ফুল মধুসহ বাটিয়া খাইলে হিক্কার আরাম সারে। (যোগেশ ; Chopra 580)

পাটনী, পাটুনী
বাংলার নৌব্যবসায়ী জাতি।

পাটী, শীতল পাটী (Clinogyne dichotoma)
পাতিয়া নামক জলজ ক্ষুদ্র, অথচ নল অপেক্ষা স্থূল তৃণ ; হরিদ্রাদি বর্গের সর্বজয়া গাছের সদৃশ। ডাঁটা বেতের মত, দ্বিধাশাখা বিশিষ্ট : পুং কেশর ১টা পরিণত হয়। গর্ভকোষ ত্রিধাবিভক্ত। (যোগেশ) পাটীর কাজ একটি বড় কুটীর-শিল্প ছিল ; কিন্তু বর্তমানে জাপানী ও সিঙাপুরী সস্তা মাদুর প্রতিযোগিতা করিতেছে। পূর্ববঙ্গ, সিলেট ও চট্টগ্রামে জন্মে ; ঐসব জেলার বহু গ্রামে পাটী বুনা হয় ; কিন্তু শিল্প প্রসারের চেষ্টা নাই বলিয়া ধ্বংসোন্মুখ।

পাটীগণিত (Arithmatic)
পাটীশব্দের অর্থ ক্রম, শৃঙ্খলা বা প্রণালী। যে গণিতে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ প্রভৃতি প্রণালী ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সংস্কৃতে পাটীগণিত বলা হয়। গণিত দ্বিবিধ ব্যক্ত ও অব্যক্ত। ব্যক্ত-গণিত হইতেছে পাটীগণিত—অর্থাৎ গণিতের এই শাখায় শুধু ব্যক্ত-সংখ্যা বা ১, ২, ৩, ইত্যাদি অঙ্ক (Digit) ব্যবহৃত হয়। অব্যক্ত-গণিত হইতেছে বীজগণিত (Algebra) ; এই শাখায় অব্যক্ত-সংখ্যা অর্থাৎ অনির্দিষ্টমান অক্ষরাদি যথা a, b, c, x, y, z, ইত্যাদি বা ক, খ, গ, প্রভৃতি দ্বারা সংখ্যা সূচনা হইয়া থাকে।

পাটেল, বল্লভভাই জবেরি
ব্যারিস্টার ও কংগ্রেস-নেতা। জন্মস্থান গুজরাট-নাদিয়াদ-করমসাদ। প্লীডারশিপ পরীক্ষা পাশ করিয়া কিছুকাল ওকালতী প্র্যাকটিস করেন ; পরে বিলাত গিয়া ব্যারিস্টার হইয়া আসেন। ১৯১৬এ গান্ধিজীর সহিত রাজনৈতিক কর্মে লিপ্ত হন। বারবার সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ইনি অন্যতম নেতা ছিলেন ; বরদৌলির করবন্ধ আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। আহমদাবাদ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ১৯২৩—২৮। করাচী কংগ্রেসের সভাপতি ১৯৩১। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বিশিষ্ট সভ্য। বর্তমানে কারাগারে।

পাটেল, বিঠলদাস জবেরি (V. J. Patel)
বল্লভভাই পাটেলের ভ্রাতা। ইনিও একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। ভিয়েনা মহানগরীতে মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইনি বহু টাকা দেশের কাজের জন্য সুভাষচন্দ্র বসুর হস্তে দানের ব্যবস্থা করেন। এই লইয়া

মোকদ্দমা হয় এবং সুভাসচন্দ্রকে আদালত ঐ টাকার মালিক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা বল্লভভাই ঐ টাকা কংগ্রেসের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

পাট্টা কবুলতি

জমিদার প্রজাকে জমি বিলি করিবার সময় পাট্টার দ্বারা অনুমতি পত্র দেন। প্রজা কবুলতি লিখিয়া জমিদারের সর্ত সমূহ মানিয়া লয়।

পাঠশালা

যেখানে পাঠশিক্ষা হয়, তাহাকে পাঠশালা বলিলেও বাংলা দেশে পাঃ বলিলে গ্রামের বাংলা বিদ্যালয় বুঝায়। এলাহাবাদে 'কায়স্থ পাঠশালা' একটি কলেজ। সাধারণত গ্রামের ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে বা কাহারও বাড়ীতে পাঃ বসিত। একসময় ছিল যখন বাংলার প্রায় গ্রামে এই শ্রেণীর বিদ্যালয় ছিল। এখন সেই স্থলে প্রাইমারী স্কুল, আপার প্রাইমারী স্কুল, মুসলমানদের মক্তব প্রভৃতি হইয়াছে। 'পাঠশালা' শব্দ সরকারী কাগজে দেখা যায় না। 'পাঠশালা' নামে শিশুদের একখানি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র আছে।

পাঠাগার

বাংলার Reading Room ও Libraryকে পাঠাগার বলা হয়। দ্রঃ লাইব্রেরী।

পাঠান জাতি (The Pathans)

পশ্‌তোভাষায় পুখ্‌তানা। ভারতের উঃ-পঃ-সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান ধর্মাবলম্বী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র tribe বা উপদলের সাধারণ নাম। নিজেদের দলের প্রতি আনুগত্য ব্যক্তিমাত্রেরই প্রধানতম ধর্ম। ইহারা ভারতের সীমান্তে বহুবার প্রবেশ করিয়াছে এবং ইহাদের জব্দ করিবার জন্য ইংরেজরা বহুবার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছে। ইহাদিগকে আফগানও বলা যায়; কিন্তু পাঠান বলা হয় কাবুলদেশের লোকদের। সমস্ত লোকেরই ভাষা পশতো (দ্রঃ)

পাঠান সাম্রাজ্য

পাঠান সাম্রাজ্য কথাটি ইতিহাসে ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাক্-মুগল যুগে যাহারা রাজত্ব করিত তাহারা সকলে পাঠান ছিল না, অধিকাংশই ছিল তুর্কী। যাহাই হৌক সুবিধার জন্য প্রাক্-মুগল মুসলমান রাজবংশকে ঐ নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা ১২০৬ হইতে ১৫২৬ পর্যন্ত (৩২০) বৎসর রাজত্ব করে। এই সময়ের মধ্য দাস, খলজি, তুঘলক, (তুর্কী পিতা হিন্দু মাতা) সৈয়দ ও লোদী বংশ রাজত্ব করে। প্রকৃত পক্ষে লোদী ও সুর বংশ ছাড়া আর কোন বংশই পাঠান জাতীয় নহে। ১৫৪০ হইতে ১৫৫৬ পর্যন্ত শেরশাহ ও অন্য শূর রাজগণ রাজত্ব করেন; ইহারাও এই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। (দ্রঃ রামপ্রাণ গুপ্ত, পাঠান রাজবৃত্ত)

পাণিনি

বৈয়াকরণ। সংস্কৃত ভাষাকে বৈজ্ঞানিকভাবে ইনি বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিয়া ব্যাকরণ রচনা করেন। ইনি খৃঃ পূঃ ৩য় শতকের লোক বলিয়া অনুমিত হয়; নিবাস পঞ্জাব। জন্মস্থান শালাতুর বলিয়া ইহাকে শালাতুরীয় বলা হইত। মাতার নাম দাক্ষী। তাঁহার রচিত ব্যাকরণকে 'অষ্টাধ্যায়ী' বলে। গ্রন্থে ৮টি অধ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ে ৪টি পাদ। মোট সূত্র সংখ্যা ৩৯৯৬। কাত্যায়ন ১২৪৫ সূত্রের উপর বার্তিক বা পরিশিষ্ট লেখেন। কাঃ পাণিনির অনেক দোষ ত্রুটি দেখাইয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের উন্নতি সাধন করেন। পতঞ্জলি অষ্টাধ্যায়ীর উপর মহাভাষ্য-রচয়িতা। ৭ম শতকে বামন ও জয়াদিত্য সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীর উপর 'কাশিকাবৃত্তি' নামে বৃত্তি রচনা করেন।...জারমান পণ্ডিত গোলডস্ট্যুকার ইঁহার গ্রন্থ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তৎপূর্বে বোটলিংক পাণিনির মূল সংস্কৃত ও জারমান অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইংরেজিতে শ্রীশচন্দ্র বসুর অনুবাদ আছে (Panini Office, Allahabad)। বাংলা দেশে পূর্বকালে পাণিনির বেশি চল ছিল না, বর্তমানে আলোচনা হইতেছে।...ভট্টোজি দীক্ষিত রচিত 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' বিদ্যার্থীরা পাঠ করেন; এই গ্রন্থ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে ভাঙিয়া সম্পাদিত। পাণিনি বেদাদির শব্দোৎপত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়াছিলেন।...'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থের পাণিনি-দর্শন পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।...দেবেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ন 'প্রভাখ্যা টীকাসমেতঃ পাণিনিঃ' (১৩১৮) ও তৎপ্রণীত Panini Primer with the Ashtadhyayi (1916)। রজনীকান্ত গুপ্ত কৃত পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল নির্ণায়ক প্রস্তাব। Th. Goldstucker, Panini, His Place in Sanskrit Literature. S. K. Belvalkar, System of Sanskrit Grammar. Prabhat Ch. Chakravarti, Linguistic Speculations of the Hindus. Cal. Univ. 1933.

পাণ্ডব

পাণ্ডুর পুত্রগণের সাধারণ নাম। কুন্তীগর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন; মাদ্রীগর্ভে নকুল সহদেবের জন্ম হয়।...'পাণ্ডব গীতা' নামে একখানি গীতা আছে।

'পাণ্ডব বিজয়'

মহাভারত কাহিনীর প্রাচীনতম বাংলা কাব্য রচয়িতা কবীন্দ্র ও

কাশীরাম ইহাকে বিজয় পাণ্ডব (পাণ্ডব-বিজয়) কথা অথবা ভারত-পাচালী বলিয়াছেন।

পাণ্ডু

কুরুবংশের রাজা। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের ঔরসে অম্বালিকার গর্ভে জন্ম। জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন বলিয়া পাণ্ডু হস্তিনাপুরের রাজা হন। কুন্তী ও মাদ্রী দুই পত্নী; কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন; মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। ইনি নির্বীয ছিলেন বলিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে ক্ষেত্রজ-সন্তান জন্মে। পাণ্ডুর অকস্মাৎ মৃত্যুর পর মাদ্রী সহমৃতা হন। যুধিষ্ঠিরাদি তখন নাবালক, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মাদির অভিভাবকত্বে পালিত হইতে থাকেন।

পাণ্ডুরোগ, ন্যাবা (Jaundice)

রক্তের মধ্যে পিত্ত রস (bile) প্রবেশ করিলে দেহ পাণ্ডু (হলদে) বর্ণ হয়। নানাকারণে দেহের এইরূপ অবস্থা হয়। সাধারণত পিত্তনালীর 'সর্দি' বা প্রদাহের ফলে যকৃৎ ও পিত্তস্থলীর পিত্তরস অন্ত্রে যাইতে বাধা পায়; প্রায়ই এই প্রদাহ বা স্ফীতি হয় গ্রহণীতে (duodenum) বা অন্ত্রের প্রথমাংশে; ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে পিত্তনালীকে অবরুদ্ধ করে।...সাধারণ জ্বরেও ন্যাবা দেখা যায়।...ঠাণ্ডা লাগা, অতিশ্রমাদির ফলেও এই ব্যাধি দেখা যায়। শিশুদের মধ্যে ন্যাবা রোগ বেশি হয়।

পাতঞ্জল দর্শন

পতঞ্জলির যোগদর্শনকে পাতঞ্জল বলা হয়। যোগসূত্র গ্রন্থ ৪টি পাদে বিভক্ত, মোট সূত্র সংখ্যা ১৯৫। ১ম পাদ সমাধি, ২য় সাধনা, ৩য় বিভূতি, ৪র্থ কৈবল্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ; অর্থাৎ বিষয়সুখে প্রবৃত্ত চিত্তকে বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত ও ধ্যেয় বস্তুমাত্রে সংস্থাপিত করিয়া তন্মাত্রের ধ্যান বিশেষকে যোগ কহে। সাংখ্যমতে ২৫ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলে ২৬ তত্ত্ব। পতঞ্জলি কপিলমুনি-প্রদর্শিত ২৫ তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কপিল জীবাতিরিক্ত লোকাতীত পরমেশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করেন নাই, কিন্তু পতঞ্জলির ষড়বিংশতিতম তত্ত্ব হইতেছে পরমেশ্বর। এ কারণে কপিল-দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনকে যথাক্রমে নিরীশ্বর ও সেশ্বর সাংখ্য দর্শন কহে। পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচঞ্চু সম্পাদিত পাতঞ্জলদর্শন (১৩০৫); কালীবর বেদান্ত বাগীশ সংকলিত ও অনূদিত পাতঞ্জল দর্শনম (১৩২৬)। হরিহরানন্দ আরণ্য পাঃ যোগ দর্শন।

পাত বাদাম

হরিতক্যাদি বর্গের বৃক্ষ। আন্দামান দ্বীপে প্রচুর জন্মে; এদেশে রোপিত হয়। সের প্রতি শাঁসে ½ সের তেল আছে। শাখা আবর্তকারে ও পত্র শাখাগ্রে জন্মে। পাতা ঝরিবার পূর্বে রক্তবর্ণ হয়। বৎসরে ২ বার ফলে।

পাতন, পরিস্রবণ (Distillation)

আয়ুর্বেদে পারদশোধনে তিনপ্রকার পাতন উল্লিখিত আছে, উর্ধ্বপাতন, অধঃপাতন, তির্যকপাতন। (দ্রঃ ডিস্‌টিলেশন)

পাতা (Leaf)

পৃথিবীতে যত প্রকার উদ্ভিদ আছে প্রত্যেকটির পাতার গঠন ও আকৃতি পৃথক। তবে সকলেরই ধর্ম এক, অর্থাৎ বৃক্ষাবয়ব গঠনের প্রধানতম উপাদান যে অঙ্গার তাহা বায়ু হইতে সংগ্রহ। শিকড় দ্বারা গাছ মৃত্তিকার মধ্যস্থিত জল ও জলে-মিশ্রিত আকরিক দ্রব্য (mineral matter) সংগ্রহ করে। গাছের প্রধান খাদ্য অঙ্গার মৃত্তিকা হইতে সংগৃহীত হয় না, উহা সংগৃহীত হয় বায়ু হইতে পত্রের দ্বারা। বায়ুর মধ্যে অঙ্গার গ্যাসআকারে (কার্বন ডায়ক্সাইড রূপে) আছে। উদ্ভিদরা পাতার সাহায্যে বাতাসের এই অঙ্গরাম্ল হইতে অঙ্গার গ্রহণ করে। পাতার তলদেশে বহু সংখ্যক ছিদ্র আছে, সেগুলি অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখা যায়; রৌদ্রের স্পর্শে সেগুলি খোলে, অন্ধকারে বন্ধ হয়। দিনমানে সেই ছিদ্র পথ দিয়া বাতাস পাতার মধ্যে প্রবেশ করে। পাতার মধ্যস্থিত হরিতকণা বা ক্লোরোফিল (chlorophyll) নামক সবুজ একপ্রকার পদার্থ ও সূর্যালোক মিলিত হইয়া মূল ও কাণ্ডের ভিতর দিয়া আনীত জল ও আকরিক পদার্থ এবং পাতার ছিদ্র দিয়া আনীত বাতাসের অঙ্গরাম্ল গ্যাস, পাতার মধ্যে নানারূপে মিশিয়া গাছের দেহগঠনের উপযোগী বহুপ্রকার পদার্থ সৃষ্টি করে। এই সকল পদার্থ পাতার শিরা ও কাণ্ডের মধ্য দিয়া গাছের দেহের নানাস্থানে যায়।...অনেক পাতার উপরে বা নীচে শুঁয়ো থাকে; অণুবীক্ষণ যন্ত্র যোগে এগুলি পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে শুঁয়োগুলি ফাঁপা ও তাহাদের মধ্যে রস আছে; শুঁয়ো গায়ে বিঁধিয়া গেলে রস বাহির হয়। বিছুটির শুঁয়োর মধ্যে বিষাক্ত রস আছে বলিয়া উহা গায়ে লাগিলে জ্বালা পোড়া হয়। কুমড়ো, লাউ, তুলসী, শিউলি, ডুমুর প্রভৃতি লক্ষণীয়।

পাতাল

হিন্দুদের বিশ্বাস ত্রিলোক আছে, যথা স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল। পাতাল সম্বন্ধে ধারণা যে উহা মাটির নীচে। সপ্ত পাতাল যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল, পাতাল।

পাতিলা

বাংলাদেশের এক শ্রেণীর বাণিজ্যতরী। "প্রকাণ্ড, তলা-চওড়া, প্রায়-সমতল পোত; এগুলি খুব দৃঢ়রূপে নির্মিত হয় এবং চারি হইতে ছয় হাজার মণ মাল ধরে। এই পাতিলা শ্রেণীর নৌকা এখনো আছে, কিন্তু সমুদ্র উপকূলে আর যাইতে হয় না বলিয়া হাজার মণের উপর বোঝাই ধরে না" (কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়

কৃত 'মধ্যযুগের বাঙ্গলা' হইতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক উদ্ধৃত)

পাথর

শব্দটি নানাভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হয় যেমন পাথরের বাটি, গেলাস, থালা। পাথরের চশমা, পাথরের বাড়ী। মণিমাণিক্যকে দামী পাথর বলা হয়। পাথুরে-কয়লা লোকে পোড়ায়। চুনাপাথর পোড়াইয়া চুন হয়। মূত্রাশয়ের অশ্মরী রোগকে পাথুরী (gravel) বলে; পিত্তকোষেও পাথর জন্মে। অস্ত্রচিকিৎসার দ্বারা সেগুলি বাহির করা যায়। চকমকি পাথর হইতে আগুন বাহির করা হয়; পুরাকালে উহা দিয়া অস্ত্রশস্ত্র বানাইত; সেই যুগকে পাথুরে বা প্রস্তরযুগ বলে।

পাথরকুচি (Bryophyllum calycinum)

অশ্মভেদী। দীর্ঘায়ু ২ হাত উচ্চ গাছ; পাতা পুরু, মাংসল রোমহীন। বর্ষাকালে ছায়াতে পাতা রাখিলে নূতন গাছ জন্মে। ফুল বড়, বেগুনী-লাল; শীতকালে ফোটে। ফুল চতুর্দল, কেশর আট। মলকা দ্বীপ হইতে প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে ইহা আনীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান। ইহা শীতল, তিক্ত, কষায়, বস্তিশোধক, স্নিগ্ধকর ও আয়ুর্বেদমতে বহু রোগের ঔষধ। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া, মোচড়াইয়া বা পুড়িয়া গেলে, বা কীট দংষ্ট্র হইলে উহার পাতা ঝলসাইয়া সেই স্থানে প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। (Chopra 469)

পাথর-চুর, পাথর চির (Coleus aromaticus)

তুলসী আদি বর্গের কদাকার শাক। পাতা সুগন্ধ, পুরু মাংসল; ভাঙিলে মচ্‌মচ করে। ফুল ছোট, ঈষৎ নীল (যোগেশ)। শূল বেদনা, অজীর্ণাদি রোগের ঔষধ; একপ্রকার উদ্বায়ী তৈল পাওয়া যায়। (Chopra 477)

পাথরী (Stone, Calculus)

মূত্রথলি, পিত্তকোষ, শিরা, তালুমূল (Tonsil) প্রভৃতি শরীরের বহু স্থানে নানা কারণে গ্রান্‌ড্‌নিঃসৃত রসের সম্পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় স্থানে স্থানে তলানি (Deposit) পড়িয়া বালুকণা সদৃশ পাথর জন্মে। তালুমূল-শিলা (Tonsillitics), শিরা-শিলা (Phlebolite), পিত্তপাথরী, মূত্র-পাথরী ইহার দৃষ্টান্ত।

পাথুরে-কয়লার যুগ (Carboniferous age)

পৃথিবীর যে অবস্থায় বৃক্ষসমূহ কয়লায় পরিণত হইত তাহার নাম। পৃথিবীর বর্তমান আবহাওয়ায় তাহার পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। দ্রষ্টব্য কয়লা।

পাদ-ত্রিভুজ (Pedal triangle) জ্যাঃ সংজ্ঞা

কোন ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষ হইতে স্ব স্ব বিপরীত বাহুর উপর অঙ্কিত লম্বত্রয়ের পাদবিন্দুগুলি সংযুক্ত করিলে যে ত্রিভুজটি উৎপন্ন হয়, তাহাকে পঃ (Pedal or Ortho-centrics) বলে।

পাদ-বিন্দু (Foot of the perpendicular)

যদি কোনও বিন্দু হইতে একটি সরল রেখার উপর লম্বা টানা হয়, তাহা হইতে লম্বটি যে বিন্দুতে উক্ত সরল রেখার সহিত মিলিত হয়, সেই বিন্দুকে উক্ত লম্বের পাদবিন্দু বলে।

পাদ-রেখা (Pedal Line).জ্যাঃ সংজ্ঞা।

ত্রিভুজের পরিবৃত্তস্থ (circum-circle) যে-কোন বিন্দু হইতে উহার বাহুগুলির উপর অঙ্কিত লম্বগুলির পাদবিন্দুত্রয় এক সরল রেখাস্থ হইবে। এই সরল রেখাটিকে পাদ-রেখা বলে। ইংরেজ পণ্ডিত সিমসন্ এই রেখাটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া রেখাটির নাম সিমসন্ রেখা (Simson's line)

পাদেরেভস্কি (Paderewski, Ignance Jan

১৮৫৯) পোলীশ পিয়ানো-বাদক। ১৮৯০এ ইনি প্রথমে লন্ডনে আসেন ও ইহার পর পিয়ানো-বাদকরূপে জগৎবিখ্যাত হন। সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবেও ইনি যশস্বী হইয়াছেন। পোলণ্ড (Poland) স্বাধীন হইলে ইনি ১৯১৯এ প্রধান মন্ত্রী হন; সন্ধি বৈঠকে ইনি পোলদের দাবী-দাওয়া পেশ করিবার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

পাদুকা, জুতা

খালি পায়ে চলাফেরা করার অসুবিধা দেখিয়া প্রাচীন ভারতের শাস্ত্রকারগণ জুতা পরার ব্যবস্থা দেন; কিন্তু ব্রহ্মচর্যাবস্থায় গুরু-গৃহবাসকালে জুতা পরা নিষেধ ছিল, তবে তাহারা কাঠের খড়ম পরিত বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মচর্যান্তে সমাবর্তন করিবার সময়ে উপানৎ ধারণের অধিকার প্রাপ্ত হইত। কিন্তু সমাজে সর্বক্ষেত্রে জুতা পরার নিয়ম ছিল না; এখনো দেবতা ও গুরুজনকে প্রণাম করিবার সময়ে জুতা খুলিবার রীতি দেখা যায়। যোদ্ধারা 'আজানুপত্রচরণ' নামে এক প্রকার জুতা পরিয়া দেবতাদির সম্মুখে আসিতে পারিত, এমন কি 'আচমন' পর্যন্ত করিতে পারিত। ইহার কারণ যোদ্ধাদের পক্ষে সেই জুতা খুলিয়া ফেলা সহজ ছিল না; এই জুতা অনেকটা বিলাতী Wellington Bootএর মত।...জুতা প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, পাদুকা ও উপানহ্। উপানহ শব্দ প্রাচীনতর। পাদুকা দুই রকমের, চটিজুতা ও খড়ম; সুতরাং সকল উপানহ্‌কে পাদুকা বলা যায় না। উপানহ্ দুই রকমের ছিল, অনুপদীনা ও আজানুপত্রচরণ। যাহা আয়তনে ও সাদৃশ্যে পদের অনুরূপ, সেইরূপ সমস্ত পদাবরক

জুতার নাম অনুপদীনা। জানু পর্যন্ত আবরণকারী বৃহজ্জুতা সাদৃশ্য জুতাকে আজানুপত্রচরণ বলিত। উপানহ্ চর্ম ও মুঞ্জা দ্বারা প্রস্তুত হইত। কাহারও মত মুঞ্জা হইতে 'মোজা' শব্দ হইয়াছে। অন্যেরা বলেন 'মোজা' পারসিক শব্দ। (দ্রঃ মুচি)

পান্ (Pan)

গ্রীক্ পুরাণমতে মেষপালকদের দেবতা ; ইহার শিং ও পা ছিল মেষের ন্যায়, অন্যান্য অংশ মানুষের মতন। রাখালের বাঁশীর তিনি আবিষ্কর্তা। পান্ পথের মধ্যে পথিকের সম্মুখে হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া অদৃশ্য হইতেন বলিয়া পথিকরা ভয় পাইত ; সেই হইতে panic শব্দ হইয়াছে।—নরওয়ের লেখক কনুট হামসুনের একখানি উপন্যাসের নাম পান (Pan, 1894)।

পান (Piper betle Linn)

দীর্ঘায়ু লতা ; ভারতে প্রায় সর্বত্র লোকে আহারের পর পানের পাতা বা পর্ণ চুন, সুপারি, খয়ের ও মশলা দিয়া খিলি বানাইয়া খায়। পান দিয়া সম্মান দেখানোর রীতি বহু দেশে প্রচলিত আছে। পানের গাছ বা লতা আর্দ্র ও সমোষ্ণ জমিতে ভাল গজায়। পানের গাছ বরজের মধ্যে তৈয়ারী হয় ; ৪।৫ হাত উচু মাদার গাছের ডাল ৮।৯ হাত অন্তর পুতিয়া, চারিদিক সর বা পাকাটি দিয়া ঘেরা হয় ; তাহাকে বরজ বলে। বরজের মধ্যে পান লতা সারি বাঁধিয়া পোঁতা হয় ও কাটি দিয়া উঠাইয়া দেওয়া হয়। ২।৩ বৎসরের মধ্যে বাগান তৈয়ারী হয়। পানের ব্যবসায়ীকে বারুই বলে। বাঙলার নানা স্থানে পানের চাষ আছে। পানের জমি পোড়ো ভিটাতে ভাল হয় ; খনার বচন অনুসারে 'বিনা চাষে' পান হয়। পানের রস পাকক্রিয়ার সহায়তা করে।

পান-কর্পূর গাছ (Clausena heptaphylla)

নারঙ্গাদি বর্গের ক্ষুপ ; পাতার প্রায়ই ৭টা পর্ণ। কর্পূর গন্ধী। পূর্ববঙ্গে জন্মে ; উদ্যানেও রোপিত হয়। (যোগেশ)

পানডোরা (Pandora)

গ্রীক্ পুরাণমতে পৃথিবীর প্রথম নারী ; ইনি এপিমেথিউসকে বিবাহ করেন। এঁর গৃহে একটি পেটিকা ছিল, দেবতাদের উহা খুলিতে নিষেধ ছিল। পানডোরা গোপনে এই পেটিকা খুলিয়া দেয় ; ইহার মধ্যে ব্যাধি, দুঃখ, কষ্ট, প্রভৃতি যাহারা রুদ্ধ ছিল, সবই মুক্তি পাইয়া পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে ; কেবলমাত্র 'আশা'কে সে তাড়াতাড়ি পেটিকা বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিতে দেয় নাই।

পানতুয়া, পান্তুয়া, পানিতুয়া

বাংলার মিষ্টান্ন। ভালরূপে বাটা ছানার সহিত সামান্য চালের গুড়া বা বেসন মিশাইয়া উহা ঘৃতে ভাজা হয় ও তৎপরে চিনির পাকানো রসে মজিতে দেওয়া হয়। ক্ষীরের পান্তুয়া হয় ; বাজারে 'লেডিকেনি' বলে ; বড়লাটপত্নী লেডি ক্যানিঙের (Lady Canning) নামানুসারে এই মিষ্টান্নের নাম হয়।

পানা

বড় পানা, টোপা পানা, কুচুরী পানা, গুড়ি পানা প্রভৃতি নানা রূপ জলজ ভাসমান উদ্ভিদ্ শাক আছে। একটি গাছ হইতে বহু গাছ জন্মে ও অল্পকালের মধ্যে পুকুর বিল ছাইয়া যায় ; শিকড়ের কণামাত্র থাকিলেও ইহারা পুনরায় জন্মে। পানা-পোড়ানো সার মাঠে সারের কাজে লাগে না ; কারণ ইহাতে যে লবণ (Potassium Chloride and Sulphate) থাকে তাহাতে জমি অনুর্বর হয়। পানাপুকুরে মাছ ভাল হয় না, জল দূষিত হয় এবং একদল চিকিৎসকের মত এই যে মেলেরিয়ার মশা পানা পুকুরে জন্মে। (কচুরীপানা দ্রঃ) অধিকাংশ পানার ফুল বা ফল হয় না। (দ্রঃ যোগেশ ; জগদানন্দ রায়, গাছপালা ২৮৪)

পানামা খাল (Panama Canal)

মধ্য আমেরিকার পানামা রিপাবলিকের মধ্যে খালের উভয় পার্শ্বে ৫ মাঃ করিয়া স্থান লইয়া একটি canal zone গঠিত হইয়াছে ; পানামার সহিত সন্ধি করিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই স্থান ইজারা লয় (১৯০৩)। এই খাল অতলান্তিক ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করিয়াছে। মাঝে একটি পাহাড় কাটিয়া খাল ও একটি নদীর মুখ বন্ধ করিয়া প্রকাণ্ড একটি হ্রদ (৩২মা) করা হইয়াছে। খালের দুই দিকে ৮০ ফুট উচ্চ তিনটি লক্ (দ্রঃ) আছে। লক্ পার হইয়া হ্রদের মধ্য যাইতে হয় ; পুনরায় লক্ দিয়া নামিতে হয়। পার হইতে ৮।৯ ঘণ্টা লাগে। এই খাল-মণ্ডল সকল জাতির সম্পত্তি ; তবে মার্কিনদের খরচে হইয়াছে এবং তাহাদের তত্ত্বাবধানে চলে। ১৯২০এ খোলা হয় ; তবে কিছু পূর্ব হইতেই ব্যবহৃত হইতেছিল। এই খাল কাটিবার প্রস্তাব খুব পুরাতন। সুয়েজ খালের ইন্‌জিনীয়ার De Lesseps একটি কোম্পানী গঠন করেন কিন্তু খাল কাটিতে অকৃতকার্য্য হন ; পীতজ্বরের ফলে বহু লোক মরে। মার্কিনদেশের এক ডাক্তার প্রথমে এখান হইতে পীতজ্বর তাড়ান, তারপর ১৯০৬ হইতে খাল কাটা আরম্ভ হয়। ইহাতে ৩৬·৬৫ কোটি ডলার ব্যয় হয়। ১৯৩১ এ মার্কিনরা খালের টোল হইতে ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ডলার বা দৈনিক ৬৪,১৩৩ ডলার পায়। খালের দৈর্ঘ ৫০ মাঃ, ইহার মধ্যে হ্রদ ৩২ মা। প্রস্থ ৩০০ হইতে ১০০০ ফুট ; গভীর ৪১ ফুট। দিনে ৪৮ খানি বা বৎসরে ১৭,০০০ জাহাজ পার হইতে পারে। এই খাল কাটা হওয়ায় পৃথিবীর বহু স্থানে যাওয়া-আসার দূরত্ব হ্রাস পাইয়াছে।

পানি-কলা শাক (Ottelia alismoides) জলনিমগ্ন শাক ; পুকুরে জন্মে ; শিকড়ের কাছ হইতে পাতা গোছা হইয়া জন্মে। পাতা লম্বা। ফুল শাদা ত্রিদল। ফলে পাখা আছে। (যোগেশ)

পানিকাওয়া (Seagull)
পানকৌড়ি সদৃশ পাখী, সমুদ্রতীরে বাস করে। জাহাজ ছাড়িলে বহু মাইল তাহারা জাহাজের পিছন পিছন যায় ও জাহাজের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত জলের মধ্য হইতে ডুব দিয়া মৎস্যাদি খাদ্য ধরে। এই পাখী নাবিকদের প্রথম ডাঙার সন্ধান দেয় বলিয়া জাহাজ হইতে এই পাখী গুলিকরা নিষিদ্ধ।

পানি-কাঞ্চড়া শাক (Commelina salicifolia) কাঞ্চড়া সদৃশ শাক ; ডাটা সরু, লম্বা ; ফুল ছোট, মহানীল বর্ণ। আমাশয় ও উন্মাদ রোগের ঔষধ (Chopra 477)।

পানি-কৌড়ি, পানকৌড়ি পাখী (Cormorant) জলকাক। ঠোঁট সরু, চাপা, আগা বাঁকা। পাখা ছোট। লেজ কালো-সবুজ। পিঠ, পাখা পা ধূসর। উড়িতে ও জলে সাঁতরাইতে পারে। রাত ছাড়া প্রায় সারা দিন জলের ধারে গাছে থাকে ও অনবরত ডুবিয়া মাছ ধরিতে চেষ্টা করে। বর্ষাকালে ডিম পাড়ে ; কাকের বাসার মত খড়কুটা দিয়া বাসা তৈরী করে। ৩।৬ ডিম একসঙ্গে পাড়ে। জগদানন্দ রায়, বাঙলার পাখী ; সত্যচরণ লাহা, জলচারী পৃঃ ৭২—৮৩।

পানি-জমা গাছ (Salix tertrasperma Roxb.) নদীর ধারে ও ভিজা জায়গায় একত্র অনেক জন্মায়। কাঠ ঈষৎ রক্ত, ছালে লম্বা লম্বা নালী থাকে। পুং স্ত্রী বৃক্ষ পৃথক। পল্লব লোমশ। পাতা মৎস্যাকার, প্রতি বৎসর ঝরিয়া পড়ে। নূতন পাতা ধরিলে ফুল ধরে। যোগেশ ; Chopra 525

পানি-ডোবি (Harrier)
প্রসহ বর্গের দিবাচর ১ হাত দীর্ঘ পক্ষী ; ধূসর, দীর্ঘ ও সরু পুচ্ছ ; দীর্ঘ চঞ্চু চাপা, অগ্রভাগ বাঁকা। গলায় পালকগুচ্ছ থাকে। শীতকালে বঙ্গদেশে আসে, জলায় চরে। মাটির নিকট দিয়া উড়িয়া যায় এবং পোকা, গিরগিটি ধরিয়া খায়। (যোগেশ)

পানিপথের যুদ্ধ
১ম পানিপথের যুদ্ধ—১৫২৬ খৃঃ অব্দে পাঠান বাদশাহ ইব্রাহিম লোদীর সহিত কাবুলের মুগল রাজা বাবরের যুদ্ধ হয়। বাবর বিজয়ী হন ও মুগল সাম্রাজ্যের পত্তন হয়। ২য় যুদ্ধ—১৫৫৬ ; সম্রাট আকবর ও হিমু বা বিক্রমজিতের সহিত যুদ্ধ হয়। হিমু পরাভূত হয়। ৩য় যুদ্ধ—১৭৬১ ; কাবুলের রাজা আহমদশাহ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রদের যুদ্ধ হয়। মহারাষ্ট্ররা পরাজিত হয়। প্রথম যুদ্ধের সময় রানা সংগ্রামসিংহ ভাবিয়াছিলেন যে মুসলমানদের পতনের পর তিনি হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন করিবেন। দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমু বিক্রমজিৎ উপাধি লইয়া হিন্দুরাজ্য গঠনের কল্পনা করেন। তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প ব্যর্থ হয়।

পানিফল (Trapa bispinosa Roxb.)
সংস্কৃতে শৃঙ্গাটক। পূর্ববঙ্গে সিঙ্গারা (water chestnut) বলে। ভারতবর্ষ ও সিংহলের দীঘি ও পচা পুকুরের জলে ভাসিয়া জন্মে। পাতা দ্বিরূপ; পুষ্প চতুর্দল, শ্বেতবর্ণ ; বর্ষাকালে অপরাহ্নে ফোটে। ফলে দুইটি শৃঙ্গ থাকে। উ-প ভারত ও কাশ্মীরে ইহার চাষ হয়। কাশ্মীর এককালে ইহার জন্য খ্যাত ছিল। ফল ছাড়াইয়া শুখাইয়া গুঁড়া করিয়া পালো বানানো হয়। পূর্বকালে এই পালো বা ময়দা পলাশফুলের রঙের সহিত মিশাইয়া আবীর তৈয়ারী হইত। পানিফল সুখাদ্য, পুষ্টিকর। আয়ুর্বেদ মতে ইহা রক্তপিত্তঘ্ন, লঘু, বৃষ্য, ত্রিদোষ নাশক ; বাত-ব্রণ-শোথঘ্ন ; রেচক ইত্যাদি (দ্রঃ Watt ঃ যোগেশ ; ভারতদর্পণ)

পানি বসন্ত (Chicken pox)
জলবসন্ত ; গাত্রত্বকে জল বিন্দুবৎ ফোস্কা হইয়া জ্বর হয়। ইহার বীজাণু এখনো অজ্ঞাত ; তবে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শ বা তাহার নিঃশ্বাস হইতে ইহা সংক্রামিত হয়। ১১ হইতে ২১ দিন ইহার বিষ দেহ মধ্যে কাজ করে, কিন্তু সাধারণত ১৪ দিনেই উপসর্গসমূহ দেখা দেয় ; প্রথম উপসর্গ গায়ে ও মুখে জল-বিন্দুর ন্যায় ফোসকা।...বসন্ত বা মুসুরিকার সহিত এ ব্যাধির কোন যোগ নাই ; বসন্তের টীকা ইহার প্রতিশেধক নহে।

পানিমরিচ, পানমরিচ শাক (Polygonum serrulatum) বন্য শাক ; নদী পুকুর পাড়ে জন্মে। পাতা এক একটি ; পাতার গোড়ায় উপপত্র নলাকারে বেষ্টন করিয়া থাকে। ফুল ছোট, শাদা (যোগেশ)

পানিয়ালা, পানীয়ামলা (Flacourtia cataphracta) সং-তালীশ ; ছোট তরু। গুঁড়িতে কাঁটা হয়, ডালে থাকে না। পুং স্ত্রী পৃথক গাছ। ফুলে দল নাই ; বৈঁচির মতন ফল, পাকিলে কালো হয়, কিন্তু বড়। বাগানে রোপিত হয়। যকৃৎ রোগের ঔষধ। (যোগেশ ; Chopra 490)

পানিলাজুক (Neptunia oleracea)
জলার গাছ, লতাইয়া যায়। পত্রদ্বিধা, পক্ষাকার। ছুঁইলে মুদিয়া যায়। ফুল ছোট, লালচিয়া। (লজ্জাবতী দ্রঃ) (যোগেশ ; Chopra 570)

পানি শিউলী (Limnanthemum indicum)
জলজ শাক, পুকুরে জন্মে। পাতা কুমুদ পাতার মতন; ডাঁটা ভাসিয়া জন্মে, শিকড় গাঁইট হইতে হয়। ফুল ছোট, দল-প্রান্ত ছিন্ন। ফুলের গোড়া পীতবর্ণ। আর এক প্রকার পাঃ আছে, তাহার ফুলে ছোট ও ফুলদল ছিন্ন নহে। (যোগেশ)

পান্থপাদপ (Rowenala madagascariensis)
কদলী জাতীয় ছোট গাছ, মাদাগাস্কার দ্বীপ হইতে আনীত। পাতা কলাপাতার মতন, কিন্তু দুই সারি হয়; পাতার দীর্ঘ বোঁটায় জল থাকে; কাটিলে জল পড়ে, পথিকে পান করে। ইহার বীজচূর্ণ করিয়া ময়দার মত খাদ্য প্রস্তুত হয়। (চারুপাঠ ৩)

পান্না (Emerald)
মরকত মণি। মধ্যপ্রদেশের একটি দেশীয় রাজ্য হইতে এই নাম। অথবা পর্ণ বা 'পন্ন'(পান্না)র ন্যায় সবুজ রঙের মূল্যবান পাথর, ঐ স্থানে পাওয়া যাইত বলিয়া দেশের নাম। মরকত মণি দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া দেশে পাওয়া যায়।

পান্না, ধাত্রী
বীর রাজপুত রমণী। মেবারের রানা সংগ্রামসিংহের পুত্র উদয়সিংহের ধাত্রীমাতা। বনবীর নামে এক যোদ্ধা কিছুকাল মেবারের রাজা হন; উদয় সিংহকে হত্যা করিবার জন্য বনবীর প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া উদয়ের কক্ষে আসিলে ধাত্রী পান্না রাজশয্যায় শায়িত নিজ শিশুকে দেখাইয়া দিলেন; বনবীর তাহাকে বধ করিয়া চলিয়া গেল। পান্না নিজ সন্তানের প্রাণ দিয়া উদয় সিংহের প্রাণরক্ষা করিলেন।

পাপ ও পুণ্য
ইংরেজি Sin, Vice, এমনকি Crimeকে পর্যন্ত সংস্কৃতে 'পাপ' বলে। লোকাচার, দেশাচার, প্রচলিত ধর্ম বিশ্বাস, নীতিধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে যে কোন কাজকেই 'পাপ' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। রাজদ্রোহ, পিতৃঋণ অপরিশোধ, নরহত্যা, অজ্ঞাতের হস্তে অন্ন পানীয় গ্রহণ, নারীকে অপমান, বিশেষ দিনে বিশেষ দান ধ্যান না করা বা বিশেষ ফলমূল আহার প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়কেই 'পাপ' বলা হয়। এই ফিরিস্তিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় পাপগুলির মধ্যে কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি নৈতিক ও কতকগুলি ধর্মসম্বন্ধীয়। পাপ পুণ্যর মাপকাঠি যুগে যুগে ভিন্ন, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় একদেশে এক যুগে বিধবা-বিবাহ পাপ ছিল, অন্য যুগে অন্যদেশে তাহা পাপ নহে। ধর্ম-বিষয়ক মতামতেরও পরিবর্তন হয় এবং তাহার সহিত পাপ পুণ্যের মানের পরিবর্তন হয়, যেমন হিন্দুর পক্ষে গো-হত্যা পাপ, কিন্তু সে যখন মুসলমান হয় তখন গো-কোরবানী ধর্মের অন্তর্গত পুণ্য কর্ম বলিয়া বিবেচনা করে। নৈতিক মানের বদল হয়; নরহত্যা যে পাপ একথা সর্ব যুগে ও সর্বধর্মে বলে, কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহা পাপ নহে, বরং পুণ্য; যেমন দেশদ্রোহী হত্যা করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়; সে হত্যায় পাপ নাই। রাজদ্রোহীর পক্ষে রাজপুরুষ হত্যা পাপ নহে; এক দেশের সৈন্যের পক্ষে অন্য দেশের সৈন্যকে হত্যা করা পাপ নহে।...রাগের মাথায় কাহাকেও হত্যা করিলে সে-পাপের জন্য ফাঁসি হয়। কিন্তু যে বিচারক ও জুরি শান্তভাবে বিচার করিয়া তাহাকে ফাঁসি দেন, তাঁহাদের পাপ হয় না। কোন কোন ধর্মে প্রাণী-হত্যা মহা পাপ, কিন্তু সুদ লওয়া পাপ নহে; ব্যবসায়ের জন্য মিথ্যা ব্যবহার, খাদ্য ভেঁজালদেওয়া পাপ নহে; অপর কোন ধর্মে সুদ গ্রহণ মহাপাপ, কিন্তু জীবহত্যা ধর্মের অন্তর্গত। এইরূপে পাপ ও পুণ্যর আদর্শ অত্যন্ত বিচিত্র।

পাপড়া (Podophyllum emodi)
হিমালয়ের ক্ষুদ্র শাক, মূলে রেচক ঔষধ হয়। (যোগেশ; Chopra 517)

পাঁপর
পশ্চিমা হিন্দুস্থানী, গুজরাতী প্রভৃতিদের খাদ্য; এখন বাঙলায় প্রচলিত হইয়াছে। মুগ বা ছোলার ডাল গুঁড়া করিয়া তৈলের সঙ্গে মাখিয়া তাহাতে মরিচ বা অন্যান্য মশলা, কিঞ্চিৎ সোডা বা সাজিমাটি দিয়া ভাল করিয়া পেশাই করিতে হয়; তারপর রুটির ন্যায় বেলিয়া ফেলিতে হয়। ইহা বহু কাল নষ্ট হয় না; শুকনো আগুনে শাঁকিয়া, বা তেলে বা ঘিয়ে ভাজিয়া খাওয়া হয়।

পাপাইরস (Papyrus)
মিশরের নীলনদতীরে ও ভূমধ্যসাগরের নদীর ধারে স্বভাবজাত এক প্রকার শরজাতীয় উদ্ভিদ। এই গাঁটশূন্য শরের বাখারি জোড়া দিয়া কাগজের মতন করা হইত এবং তাহার উপর মিশরীয়রা তাহাদের চিত্রলেখা লিখিত। এই পাপাইরাস শব্দ হইতে ইংরেজি Paper হইয়াছে।

পাপিয়া পাখী
গায়ের পালকের রঙ কতকটা ধূসর, উপরে কালচা ডোরা পেটের তলা শাদা। ইহারাই নাকি 'চোখ গেল' শব্দ করে; অন্য সময়ে মিষ্ট শব্দ করে; জ্যোৎস্না রাত্রেও ইহাদের ডাক শুনা যায়। জ্যৈষ্ঠের শেষে ইহাদের গলার স্বর বন্ধ হইয়া যায়; কোকিলের ন্যায় বারোমাস পাতার মধ্যে থাকে; বসন্ত ও গ্রীষ্ম কাল ছাড়া অন্য সময়ে ডাকে না; ইহারা ছাতারে পাখীর বাসায় ডিম রাখিয়া আসে।

পাবদা (Pruter fish ; Callichrous pabda)
অ-শকলী মাছ; পাশে চেপটা; ইহাদের বর্ণ সাধারণত রূপালি-ধূসর; পিঠের কাছে গাঢ় ধূসর ও পেটের দিকে ফিকে।

নীচের ঠোঁট দীর্ঘ, ২।৪ গোঁপ আছে। মাছ ৪।৫ ইঞ্চি লম্বা হয়, তবে কালী পাবদা প্রায় ১½ হাত দীর্ঘ হয়। সুস্বাদ; রোগীর পথ্যর জন্য বিশেষ ভাবে ব্যবহৃত হয়।

পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট (Public Works department) দ্রঃ পূর্তবিভাগ।

পাবলিক প্রসিকিউটর (Public Prosecuter) গভর্নমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত উকিল; যেসব ফৌজদারী মামলায় (Cognisable cases) গভর্নমেণ্ট বাদী বা ফরিয়াদী তাহা সাধারণত পুলিশের কোর্ট সাব্ ইন্সপেকটরগণ পরিচালনা করেন; কিন্তু বড় বড় মামলা বা দায়রা মামলায় সরকারী উকিল বা পাঃ প্রঃ পরিচালনা করেন। ইংল্যাণ্ডে ১৮৭৯এ পদ সৃষ্ট হয়।

পাবলিক সার্বিস কমিশন (Public Service Commission) সরকারী চাকরীতে লোক নিযুক্ত করিবার জন্য ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট একটি করিয়া স্থায়ী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। প্রার্থীদের যথাবিধি পরীক্ষাদি লইয়া উপযুক্তদের মনোনীত করা হয়।…নিখিল ভারত চাকুরীর জন্য ফেডারেল পাঃ সাঃ কমিশন আছে; কমিটি ভারতীয় সিবিল সার্বিস, ফাইনান্স সার্বিস প্রভৃতির প্রার্থীদের মনোনীত করেন।

পামা ব্যাধি (Eczema)
চর্মরোগ; প্রথমে সাধারণ চুলকানির মত হয়, পরে স্থায়ী রসনিস্থৃত বা রসহীন ক্ষত দেখা দেয়। সাধারণভাবে সংক্রামক নহে। এই রোগ কানের উপর ও মাথায় বেশি হয়; রক্ত দূষিত না হইলে ইহা স্থায়ী ব্যাধিতে পরিণত হয় না। তীব্র ঔষধ দিয়া এই ব্যাধি কমানো খুব খারাপ; ফলে অনেক সময় হৃদরোগ দেখা দেয়।

পামারস্টোন (Palmerston, Henry John Temple, ১৭৮৪—১৮৬৫)। তৃতীয় ভাইকাউণ্ট। বৃটিশ রাজনীতিক। ইনি ১৮০২এ আইরিশ পীয়ার (Peer) হন ও ১৮০৭এ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে পার্লামেণ্টর হাঃ অব্ কমন্সে প্রবেশ করেন। ১৮০৯ হইতে ১৮২৩ পর্যন্ত টোরি গভর্নমেণ্টের অধীন এবং ১৮৩০-১৮৪১ এবং পুনরায় ১৮৪৬-১৮৫১ হুইগ গভর্নমেণ্টের অধীন বহু চাকুরী করেন। ১৮৫২-৫৫ অভ্যন্তরীন সচিব ও তৎপরে প্রধানমন্ত্রী হইয়া মৃত্যু পর্যন্ত লিবারেল দলের নেতারূপে কার্য করেন। ইনি নিঃসন্তান।

পাম্প (Pump)
সাধারণ পিচকারীতে যে কারণে জল ওঠে, পাম্পের মধ্যে জল সেই হেতুই ওঠে। পাম্পের দুইটি ভাগ; পিচকারীর মত চুঙ্গি (Cylindar) এবং পিস্টন বা ডাঁটি। এই ডাঁটির মাথাটা চুঙ্গির সঙ্গে প্রায় খাপে-খাপে আঁটা; ইহার গায়ে আছে একটি ছিদ্র এবং তাহার উপরদিকে আছে কপাট বা ঢাকন (valve) এই কপাট উপরের দিকে খোলে, নীচের দিকে খোলে না। পাম্পের নিচের দিকের একটি ছিদ্র আছে নলের মাথায়; সেখানেও কপাট আছে। ডাঁটি বা Piston টানিলে বাহিরের বায়ুর চাপে নীচের ছিদ্র দিয়া জল উঠিয়া আসিবে; ডাঁটি ঠেলিলে তাহার মাথার ঢাকন খুলিয়া যায়, জল চুঙির উপরি-ভাগে চলিয়া আসে। আবার ডাঁটি টানিলে উপরের জলটা উপরের ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, নীচের ছিদ্র দিয়া নলে জল আসে। তখন পিস্টনের মাথার ঢাকন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ পিস্টন উপরনিচ করিতে থাকে, ও জল নিচের ছিদ্র পিস্টনের মাথার ঢাকন ও উপরের ছিদ্র দিয়া আসিয়া বাহির হইতে থাকিবে। (বিজ্ঞানপ্রবেশ ২৬৬) ইউরোপে ১৬ শতক পাম্পের ব্যবহার দেখা যায়। আলেকজেন্দ্রিয়ার Ctesibius (১২০ খৃ পূ) ইহার প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ১৬ শতকে জার্মেনীর খনিতে ইহার ব্যবহার ছিল। লনডনে ১৫৮২ অব্দে পিটার মরিস নামে এক ব্যক্তি টেমস নদী হইতে জল তুলিত; ১৬৬৬তে মহাঅগ্নির সময়ে উহা ধ্বংস হয়। প্রথম ইংরেজি পেটেণ্ট হয় ১৬১৮এ। প্রথম পাম্পিং ইনজিন করেন (J. Potters of Durham) ১৭১৪।…পার্কিনের Oscillating pump ১৭৫০।…হার্বার্টের রোটারি পাম্প ১৮০৯।…মাসাচুসেটস সেন্ট্রিফুগেল পাম্প ১৮১৮।…উইদিংটন Double-acting pump ১৮৫০।

পায়রা, কপোত, কবুতর (Pigeon)
সুপরিচিত গৃহপালিত ও বন্য পক্ষী; ঘুঘু প্রভৃতির জ্ঞাতি। আমাদের দেশে লট্কা বা লক্কা, গেরোবাজ, গলাফুলী, গোলা, অপরাজিতা, কাল, চিলেপর্পন, জ্যাকবিন, মুখ্খী, বোগদাদ, রেশমী, লোটন, সীরাজু প্রভৃতি নানা জাতি। পৃথিবীতে প্রায় ৭০ জাতের পায়রা আছে, ইহাদের মধ্যে এক জাত যুদ্ধের সময় সংবাদবাহীর কাজ করে। ইহারা বহুদূর উড়িতে পারে। ইহাদের শিক্ষার জন্য রীতিমত ব্যবস্থা আছে। পায়রার মাংস লোকে খায়। খৃস্টানদের পায়রা শুভ চিহ্ন। পায়রা দম্পতী একনিষ্ঠ বলিয়া শোনা যায়।

পারদ, পারা (Mercury, Quicksilver)
ধাতব পদার্থ (element)। ইহা cinnabar নামে ধাতু-প্রস্তরের মধ্যে সালফাইড রূপে থাকে ও জাপান, যুগোস্লাবিয়া, কালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো ও স্পেনের খনিতে প্রধানত সংগৃহীত হয়। ইহা শ্বেতবর্ণ গুরু ধাতু। ইহা —৩৯° (c) ডিগ্রীতে জমিয়া যায় ৩৫৭·২৫° (c)তে ফুটিতে থাকে। খোলা হাওয়ায় পারা পড়িয়া

থাকিলে উহা হইতে যে বাষ্প (vapour) বাহির হয়, তাহা বিষাক্ত। ক্যালোমেল ও সিঁদুরের মধ্যে পারা আছে।

পারদ সূত্র বা স্তম্ভ (Column of mercury)

(দ্রঃ ব্যারোমিটার)

পারশে, পার্শে, পারীশ মাছ

বাংলা নদী নালার এক জাতীয় মাছ।

পারসিক জাতি ও ধর্ম

আর্যদের এক শাখা জাতি। খৃ পূঃ আন্দাজ দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে ইরানের মালভূমিতে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করে। ইরান শব্দ আর্য (অরিয়া) শব্দের অপভ্রংশ। পার্সী ধর্ম বৈদিক ধর্মের সহিত বহু বিষয়ে তুলনীয়। ইহারা মোসোপটিমিয়ার অসুরীয়দের প্রভাবে বহুবিধ জ্ঞান ও বিচিত্র শিল্প আয়ত্ত করে। ইহাদের প্রধান দেবতাকে অহুরমজদ বলে; অহ্রিমন ঈশ্বরের শত্রু, অন্ধকারের দেবতা। ধর্ম-সংস্কারক জরথুস্ট্রর বাণী ও ধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্ব আবেস্তা নামক গ্রন্থে আছে। ইহার ভাষা বৈদিক ভাষার সহিত কিছু মেলে। পারসিকরা ৭ম শতকে আরব কর্তৃক পরাভূত হয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে; যাহারা ইসলাম গ্রহণ করে নাই তাহারা ভারতে পলাইয়া আসে এবং ক্রমে গুজরাট ও বোম্বাইএ আসিয়া বাস করে। ভারতের পার্সীদের ভাষা গুজরাটী; তাহারা এখন ভারতীয় হইয়া গিয়াছে। দাদাভাই নৌরজী, জামসেদজী টাটা, ফেরোজশাহ মেঠা প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়েরা পার্সী।…পার্সীরা তাহাদের মৃতকে দাহ বা কবরিত করেন না; একটি স্থানে (Tower of Silence) ফেলিয়া দেয়, শকুনাদি পক্ষীতে খায়। ইহাদের পূজা পার্বনে অগ্নি ব্যবহৃত হয়, সেইজন্য অজ্ঞ লোকে ইহাদের Fire-worshipper বা অগ্নি-পূজক মনে করিত।

পারসিক সাহিত্য

পারসিক সাহিত্যকে মোটামুটি ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, ১। প্রাচীন বা অকামনীয় যুগের সাহিত্য। ২। সাসানীয় বা পহ্লবী। ৩। মুসলিম যুগের সাহিত্য। ৪। আধুনিক বা ইউরোপীয় প্রভাবান্বিত সাহিত্য।

খৃঃ পূঃ প্রায় ২০০০ অব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া সাসানীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়ার সময় (২২৬ খৃঃ) পর্যন্ত পর্বের পারসিক সাহিত্যকে প্রাচীন সাহিত্য বলা হয়। এই সময়ের কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না। মাত্র প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নিনোয়া (Ninevah) শহর খননকালে ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত একখানি পত্র, কয়রুস্ দারিয়ুস্ প্রভৃতি অকামনীয় সম্রাটগণ কৃত বেহিশতুন, পার্সিপোলিস প্রভৃতি স্থানের স্মৃতিফলক প্রভৃতিই এই যুগের সাহিত্যের নিদর্শন। এইগুলি কুনাইফর্ম তীরাক্ষর লিপিতে লিখিত, ইহার শব্দ সংখ্যা চারি শতের অধিক নহে।

২২৬ খৃঃএ সাসানীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের সময় হইতে ৬৫২ খৃঃএ মুস্লিমগণ কর্তৃক পারস্য অধিকৃত হওয়া পর্যন্ত পর্বের সাহিত্য সাসানীয় বা পহ্লবী সাহিত্য নামে খ্যাত। আবেস্তা, জিন্দ্ (আবেস্তার ব্যাখ্যা) ও পাজিন্দ্ (জিন্দের ব্যাখ্যা) প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি ব্যতীত এই যুগে লিখিত আর কোন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। এইগুলির পরিমাণ খৃষ্টীয় পুরাতন নিয়মের বাইবেল গ্রন্থের সমান. এইগুলি প্রাচীন হুজ্বারিশ (জুয়ারিশন) নামক এক প্রকার জটিল লিখন পদ্ধতিতে লিখিত। এই পদ্ধতিতে পারসিক শব্দগুলির অসুরিয় প্রতিশব্দ তৎকালীন-ব্যবহৃত চিত্রলিপিতে লিখিত হইত, কিন্তু পাঠকালে পারসিক শব্দই পঠিত হইত। যথা, পারসিক শব্দ 'গোশ্ত'-এর অসুরীয় প্রতিশব্দ 'বিস্রা' চিত্রাক্ষরে লিখিয়া পাঠকালে 'গোশ্ত' পঠিত হইত। তৎকালীন ভাষা প্রায় আরবী-শব্দ-বর্জিত আধুনিক পারসিক ভাষার ন্যায় ছিল।

আরবীয় মুস্লিমগণ কর্তৃক পারস্য অধিকারের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯০৫ সালের পারস্য বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত পর্বের সাহিত্যকে মুস্লিম যুগের সাহিত্য বলা যায়; প্রকৃতপক্ষে পারস্য সাহিত্য বলিলে এই যুগের সমৃদ্ধিশালী সাহিত্যই বুঝায়। মুস্লিম অধিকারের পর হইতে পারস্যে আরবী বর্ণমালাই কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

পারস্যে মুস্লিম শাসনের প্রথম ভাগে অর্থাৎ উম্মিয় খলীফাদের শাসনকালে (৬৫২--৭৪৯ খৃঃ) জ্ঞানচর্চার বিশেষ প্রসার হয় নাই; আব্বাসীয় শাসনকালে (৭৪৯--৮৫০) তথাকার জ্ঞান চর্চার স্বর্ণযুগ বলা যায়। কিন্তু রাজভাষা আরবী হওয়ায় এই সময় যাবতীয় গ্রন্থ আরবীতে লিখিত হইত; আরবীই এই যুগের জ্ঞানচর্চার বাহন ছিল।

আরবী বাগ্দাদের অভিজাতদিগের ভাষা হইলেও বাগদাদের অধীনস্থ সামন্ত রাজাদিগের সভায় পারসিক কবি ও লেখকগণ সমাদর পাইতেন। বাদগিসের হাণ্ডাগা ও গুরগানের আবুসালেক ছিলেন পারস্যের প্রথম সামন্তরাজ তাহেরীগণের (৮২০—৮৭২ খৃঃ) সভা-কবি।

সাফ্ফারী বংশীয়গণের (৮৭৮—৯০০) সভা-কবিদের মধ্যে ফীরুজ অল্ মশ্রেকী উল্লেখযোগ্য।

সামানীয় বংশ ৮৭৪ হইতে ৯৯৯ খৃঃ পর্যন্ত বোখারায় রাজত্ব করেন। এই বংশের ইস্মাইল, দ্বিতীয় নসর, দ্বিতীয় নূহ প্রভৃতির শাসনকালে বহু বিদ্বান ও কবি ইহাদের সভা অলঙ্কৃত করেন। এই সময়ের কবিদিগের মধ্যে রুদাকী (আবু-আব্দুল্লাহ্ জা'ফর ইবনে মুহম্মদ খৃঃ দশম শতাব্দীর প্রথমার্ধে ছিলেন) সর্বশ্রেষ্ঠ। দকীকী এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইনি সামানীয় শাসনকর্তা ১ম মনসুর (৯৬১--

৯৭৬) ও ২য় নূহ ৯৭৬—৯৯৭এর গুণকীর্তন করিয়া 'কসীদাহ্' লিখেন। ইনিই প্রথমে প্রসিদ্ধ পারসিক জাতীয় মহাকাব্য শাহ্‌নামাহ্ রচনার ভার গ্রহণ করেন, কিন্তু প্রায় এক সহস্র শ্লোকে জরথুস্ত্র পযন্ত সমাপ্ত করিলে তদীয় জনৈক তুর্কী ক্রীতদাস কর্তৃক নিহত হন; তৎপর মহাকবি ফিরদওসী উহার অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন।

ইরাক ও ফার্স (Perso) প্রদেশের দাইলামী রাজাদের সভাও বিদ্বান ও কবিদিগের দ্বারা অলঙ্কৃত থাকিত। এই বংশের সুবিখ্যাত মন্ত্রী সাহেব ইসমাইল আব্বাস কবি ও বিদ্বানগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; বহু কবি ইঁহার গুণগান করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন।

গজনীর সুলতানগণের (৯৬৫—১১৮৬), বিশেষতঃ এই বংশের সুলতান মাহ্‌মুদের দরবার তৎকালীন পারসিক সাহিত্যের কেন্দ্র ছিল; সুলতান মাহমুদ নিজেও একজন কবি ছিলেন। গজনভী কবিদের মধ্যে উনসুরী (মৃ ১০৪০—৫০এর মধ্যে) আস্‌জাদী, ফররোখী সিস্তানী, শাহনামা-প্রণেতা ফিরদওসী তুসী (১০২৫—২৬), আসাদী, আবুল ফারাজ এবং তদীয় প্রসিদ্ধ শিষ্য মিনুচিহীরি (মৃঃ ১০৪১ ?) সর্বপ্রধান।

মার্ভের সেলজুকী শাসনকালের (১০৩৭—১১৫৭ ?) পারসিক গদ্য লেখক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক মালিক শাহের প্রধান মন্ত্রী নিযাম্-উল্ মুল্‌কের (মৃঃ ১০৯২) 'সিয়াসত্ নামাহ' নামক রাজনীতির গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। এই যুগের কবিদিগের মধ্যে কবি, পরিব্রাজক এবং ইস্‌মাইলী মতবাদের প্রচারক নাসিরে খুস্‌রাও (জঃ ১০০৩—মৃঃ ১০৫২এর পর)এর গদ্যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত, কাব্য দীওয়ান 'রওশনাই নামাহ' ও 'সা'দত নামা' প্রসিদ্ধ; এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিক কবি ওমর খাইয়াম, হামাদানের গ্রাম্য কবি বাবা তাহের উর্‌ইয়ান্ (উলঙ্গ), আবুসঈদ আবুল খায়র (জঃ ৯৬৭—মৃঃ ১০৪৯) ও শায়খ আব্দুল্লাহ্ আনসারী এই সময়ের প্রসিদ্ধ রুবায়ী লেখক। তাবারিস্তানের শাসনকর্তা কাইকাউস রচিত নীতিগ্রন্থ 'কাবুসনামাহ' অন্যতম উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ। সেলজুক সম্রাট সঞ্জরের (শাসন-কাল ১১১৭—১১৫৭) সভাকবি অল্-মর্ব্‌রী, আনওয়ারী আদীবে সাবের; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খাওয়ারিজম্-শাহ আৎসিজের সভাকবি রশীদুদ্দীন ওয়াৎওয়াৎ (মৃঃ ১১৮২—৮৩); পারস্যের অন্যতম সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবি হকীম সানায়ী (মৃঃ ১১৫০এর কাছাকাছি), 'চাহার মাকালা' নামক কবি-জীবনী-কোষ প্রণেতা ও প্যারোডী-লেখক নিযামী আরুযী (মৃত্যু ১১৬২এর পর) বিখ্যাত। 'কালীলাহ ও দিম্‌নাহ'র পারস্য অনুবাদ এই সময়ের অন্যতম গদ্যগ্রন্থ। এতদ্যতীত পরবর্তী কালের খাকানী (জঃ ১১৬—৭ মৃঃ ১১৮৫), যহীর ফরইয়াবী (জং ১১৫৬ ? মৃঃ ১২০১) ও নিযামী গাঞ্জাবী (জঃ ১১৪০-১ মৃঃ ১২০৩) বিখ্যাত। শেষোল্লিখিত কবির 'খামসাহ' [মাখযানুল আসরার, খুস্‌রাও-ও-শীরীন, লায়লা ও মজনুন্ সেকেন্দর নামাহ ও হ্‌ফ্‌ত পয়কর] বা কাব্যপঞ্চক প্রসিদ্ধ; তন্মধ্যে সেকেন্দর নামাহ ও হফ্‌ত পয়কর কবি আলাওল কর্তৃক বাঙলায় অনুবাদিত হইয়াছে। খুস্‌রও-ও-শীরীন এবং লায়লা ও মজনুনের গল্পও বাঙলায় সুপরিচিত।

মংগোল যুগের কবিগণের মধ্যে সুফী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার (মৃঃ ১২২৯-৩০), জালালুদ্দীন রুমী (জঃ ১২০৭ মৃঃ ১২৭৩) ও নীতিবাগীশ কবি মুস্‌লেহুদ্দীন সা'দী শিরাযী (জঃ ১১৮৪ মৃঃ ১২৯১) নাম জগদ্বিখ্যাত। জালালুদ্দীন রুমীর প্রসিদ্ধ 'মস্‌নবী'কে পেহ্‌লবী-পারসী ভাষার কোরান বলা হয়। সা'দীর রচিত গুলিস্তাঁ ও বোস্তাঁ পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

১২৬৫ হইতে ১৩৩৭ খৃঃ পযন্ত মংগোল ইলখান বংশ পারস্যের বিভিন্ন অংশ শাসন করেন। মোংগোল অধিকারের পরের পারসিক রচনা জটিল, আরবী শব্দবহুল ও অতিশয় অনুপ্রাস বহুল হয়। 'তা'রীখে জাহাঁগুশা'র লেখক আতা মালিক জুয়ায়নী 'তা'রীখে ওয়াস্‌সাফ'এর লেখক আব্দুল্লাহ ইব্‌নে ফজলুল্লাহ শিরাযী,'জামেউত্তওয়ারীখ'-লেখক বিখ্যাত রাজনৈতিক ও গাযান খাঁর প্রধান মন্ত্রী রশীদুদ্দীন ফজলুল্লাহ্ (জঃ ১২৪৭ মৃঃ ১৩১৮) 'তা'রীখে গুযীদা', 'যফর নামাহ্', 'নুযহাতুল কুলুব' প্রভৃতির লেখক হামদুল্লাহ্ মুস্তাফী প্রভৃতি এই সময়ের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। এই সময়ের কবিদের মধ্যে কালায়ী সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি শাহনামার অনুকরণে কোনিয়ার সেলজুক শাসনকর্তাদের ইতিহাস ও কাব্যে 'কালীলাহ্ ও দিম্‌নাহ্' রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত পুরে বাহায়ী জামী, হেরাতের ইমামী (মৃঃ ১২৬৮-৯), মাজদুদ্দীন হামগার, হামদানের ফখরুদ্দীন ইব্রাহীম ইরাকী, কিরমানের আওহাদুদ্দীন, মারাগার আওহাদী (মৃঃ ১৩৩৭-৮), 'গুলশানে রায'এর কবি মাহমুদ শবিস্তারী প্রভৃতি এই সময়ের উল্লেখযোগ্য কবি।

তৈমুরের সমসাময়িক (১৩৩৫—১৪০৫ খৃঃ) কবিদের মধ্যে ইব্‌নে ইয়ামিন (মৃঃ ১৩৬৮), খাজু কিরমানী (মৃঃ ১৩৪২ বা ৫২), ব্যঙ্গকবিতা লেখক ওবায়দে যাকানী (মৃঃ ১৩৭১), সুলমান সাওয়াজী (মৃঃ ১৩৭৮), পারস্যের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সুফী কবিদের অন্যতম শিরাযের হাফিজ (মৃঃ ১৩৮৮), কামাল খুজন্দী (মৃঃ ১৩৯১ বা ১৪০০), সুফী কবি মগরেবী (মৃঃ ১৪০৭), বুসহাক (আবু ইস্‌হাক্ শিরাযী, পেটুক কবি, মৃঃ ১৪১৩) ও নিযামুদ্দীন মাহমুদ কারী ইয়াযদী নামক পোষাকী কবি প্রসিদ্ধ। এই সময়ের পারসিক গদ্য লেখকদের মধ্যে শাম্‌সে ফখরী (মৃঃ ১৩৪৪), মুয়ীনুদ্দীন ইয়াযদী, 'শিরায নামা' লেখক শায়খ ফখরুদ্দীন শিরাযী, তৈমুরের জীবনী-লেখক মাওলানা নিযামুদ্দীন শামী, 'যফর নামা' বা কাব্যে তৈমুরের জীবনীলেখক শরফুদ্দীন আলী ইয়াযদী (মৃঃ ১৪৫৪) প্রভৃতি বিখ্যাত।

তৈমুরের মৃত্যুর (১৪০৫) পর হইতে সাফাবী বংশের সাম্রাজ্য স্থাপিত হওয়া (১৫০২ খৃঃ) পর্যন্ত পারসিক সাহিত্য ও শিল্প খুব সমৃদ্ধিশালী ছিল।

এই সময়ের ইতিহাস, জীবনী প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ লেখক-দের মধ্যে 'যুবদাতুত্তওয়ারীখ'-লেখক হাফিয আবরু (মৃ ১৪৩০), 'মুজমাল' লেখক ফাসিহী খাওয়াফী, 'মাত্তলাউস্ সা'দাইন' লেখক আবুর রাজ্জাক সমরকন্দী (মৃ ১৪৮২), 'রওজাতুস্ সাফা'র লেখক মীর খাওয়ান্দ (মৃ ১৪১৮) ও তাঁহার পৌত্র খাওয়ান্দ মীর, কবিজীবনীকোষ 'তাযকিরাতুশ শোয়ারা' লেখক দওলত শাহ্, 'মাজালিসুন্নাকায়েম' লেখক মীর আলী শীর নওয়ায়ী, 'মাজালিসুল ওস্শাক' লেখক আবুল গাযী সুলতান হুসায়েন, 'রওজাতুশ্শুহাদা', 'আনওয়ারে সুহালী' 'আখ্লাকে মুহসিনী', 'মাওয়াহিবে আলীয়াহ' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা হুসায়ন ওয়ায়েয কাশফী (মৃ ১৫০৪-৫), নীতিগ্রন্থ 'আখ্লাকে জালালী' প্রণেতা জালালুদ্দীন দাওয়ানী ১৪২৬-৭--১৫০২-৩) প্রভৃতি প্রধান।

এই সময়ের কবিদিগের মধ্যে শাহ নি'মতুল্লাহ কিরমানী (মৃ ১৪৩১), কাসিম-উল আনওয়ার (১৩৫১ — ১৪৩৩-৪), কাতিবী নিশাপুরী (মৃ ১৪৩৪-৫) ও জামী (মুল্লা নুরুদ্দীন আব্দুর রহমান ১৪১৪—১৪৯২) প্রসিদ্ধ। জামী পারস্যের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদিগের অন্যতম; অনেকের মতে ইনিই পারস্যের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইনি 'নাফাহাতুল উন্স্' নামক জীবনীকোষ, সা'দীর গুলিস্তাঁর অনুকরণে 'বাহারিস্তান' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ, 'হফ্ত্ আওরঙ্গ' (সপ্তর্ষিমণ্ডল), [১। সিলসিলাতুয্যাহাব (স্বর্ণশৃঙ্খল), ২। সলমান ও আবসাল, ৩। তুহফাতুল আহ্‌বরার, ৪। সুব্হাতুল আহবার, ৫। ইউসুফ ও জোলায়খা, ৬। লায়লা ও মজনুন, ৭। খেরাদনামায়ে সেকেন্দরী] নামক কাব্যসপ্তক, 'ফাতেহাতুশ্শবাব' (যৌবনদ্বার), 'ওয়াসিতাতুল ইকদ' '(মধ্য-মণি)', 'খাতেমাতুল হায়াত' (জীবনশেষে) নামক তিনখানি দীওয়ান, কোরানের ব্যাখ্যা, 'শাওয়াহীদুন নবুওয়ত' ও আরবী ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দশাস্ত্র, হাদীস, তাসাউফ, সঙ্গীত, হেঁয়ালী প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত "লায়লা মজনুন্' ও ইউসুফ ও জোলায়খা-র বাঙলা অনুবাদ আছে।

সাফাবী বংশের(১৫০২—১৭২২)ও শিরাযের জেন্দ বংশের রাজত্ব-কালের (১৭৫০-১৭৯৪) কবি ও লেখকদিগের মধ্যে হাতিফী (মৃ ১৫২০), বাবা ফিগানী (মৃ ১৫১৯), উমিদী তিহরানী (মৃ ১৫১৯ বা ৫২৩—৪), আহলী তুরশিযী (মৃ ১৫২৭—৮), আহলী শিরাযী (মৃ ১৫৩৫—৬), উরফী শিরাযী (মৃ ১৫৯০—১) সাহাবী আস্ত্রাবাদী (মৃ ১৬০১—২),তাব্রীযের সায়েব (মৃ ১৬৭৭—৮),'আতেশ কাদাহ' নামক কবি জীবনীকোষ লেখক লুৎফ আলী বেগ আযার (১৭১১—১৭৮১)ও ইস্পাহানের হাতিফ প্রধান। সাফাবী বংশের রাজত্বকাল হইতেই গদ্য সাহিত্য অধিকতর প্রসার লাভ করিতে থাকে ও প্রাচীন কসীদাহ বা ব্যক্তিগত প্রশংসামূলক কবিতা হ্রাস পাইতে থাকে। ধর্মমূলক গদ্য ও কাব্য সাহিত্য এবং শীয়া মতবাদ পারস্যের রাজধর্ম হওয়ায় হজরত আলী ও তাঁহার বংশধরদিগের প্রশংসা-গীতি ও কারবালার দুর্ঘটনার জন্য শোক-প্রকাশক (মর্সিয়া) কাব্যের প্রচারবৃদ্ধি পাইতে থাকে।

এই সময়ের (১৮ শতক) পর হইতে কাজার বংশীয়দের শাসনকালের শেষভাগ (১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত) সময়ের পারসিক সাহিত প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের সেতুস্বরূপ। এই সময় প্রাচীন পদ্ধতি লোপ পাইতে থাকে ও আধুনিক ইউরোপীয় প্রভাবান্বিত সাহিত্যের আরম্ভ দেখা দেয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে রুশ ও ইংরাজী সাহিত্যের বিপ্লববাণীর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং পারস্যের বিপ্লবী সাহিত্যের বীজ এই সময় উপ্ত হয়। এই যুগের কবিদের মধ্যে সাহাব (১৮০৭—৮)' মিজমার (মৃ ১৮১০—১১), ফৎহে আলীশাহ্ কাজারের সভায় রাজকবি সাবা (মৃ ১৮২২—৩)' মিরযা আবুল কাসিম কায়েমমকাম (মৃ ১৮৩৫), শিরাযের বিসাল (মৃ ১৮৪৬), দাওয়ারী ও তাঁহার ভ্রাতা ফরহঙ্গ (ইঁহার প্যারিস বর্ণনার কবিতাটি কৌতুহলোদ্দীপক), উনবিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচীনপন্থী কবি কাআনী (মৃ ১৮৫৩—৪) ও অশ্লীল কবিতা (হাযালিয়াত) লেখক ইয়াগ্মা যান্দাকী প্রধান। ১৯০৬ সালের বিপ্লবের পর হইতে পারস্য সাহিত্যে এক নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। জাতীয়তা, রাজনীতি, আরবী শব্দ বর্জন আন্দোলন, ইউরোপের সহিত সম্বন্ধ নিকটতর হওয়ায় ও ভাবের আদান প্রদানের ফলে ইউরোপীয় প্রভাব, প্রেস, সংবাদপত্র, ইউরোপীয় ও অন্যান্য সাহিত্য হইতে অনুবাদ প্রভৃতি এই সাহিত্যে নূতন রূপ দানের দায়ী। এইসময় হইতেই পারস্যে রীতিমত নাট্যসাহিত্যের সূত্রপাত হইয়াছে। মোল্লাদের প্রভাব নষ্ট হওয়ায় ধর্ম সাহিত্য-ক্ষেত্র হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে। এই সময়ের কবিদিগের মধ্যে আরিফ, আশরাফ, বাহার,আদীবুল মুলেক (মৃ ১৯১৭) প্রভৃতি প্রধান।

পারসিক সাহিত্য, ভারতের

সুলতান মাহমুদ পঞ্জাব জয় করিবার পর উহা গজনবী সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে ও লাহোর ঐ প্রদেশের রাজধানী ও শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই সময় হইতেই ভারতে পারসীক সাহিত্যের সূত্রপাত হয়। ভারতে সর্বপ্রথম পারসীক কবি যহীর (১১শ শতাব্দী)। অন্যান্য কবিদের মধ্যে আবুল ফারাজ রুহী (মৃ ১০৯৮—৯ খৃঃ কাছাকাছি) ও তদীয় শিষ্য মাসউদ সা'দ সলমান (মৃ ৫২৫ হিঃ ১১৩১ খৃঃ) উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত কবির জীবনের অধিকাংশ সময় কারা-গারে কাটিয়াছিল। ইঁহার কারা কবিতাগুলি (হাব্সিয়াত অতিশয় করুণ ও মর্মস্পর্শী।

পাঠান রাজত্বকালের কবিদের মধ্যে ইল্‌তুৎমিসের সমসাময়িক কবি দিল্লীর তাজুদ্দিন (মৃ ১২৬৬ খৃঃ পর), শোহাবদ্দীন বদায়ুনী, আমীদুদ্দীন সানামী (মৃঃ ১২৮৪ আগে) আমীর খুস্‌রাও ও মীর হাসান উল্লেখযোগ্য; আমীর খুস্‌রাও (১২৫৩—১৩২৫) ভারতের পারসিক কবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি ১। 'তুহফাতুস্‌সগার' শৈশব উপহার ২। ওসতুল হায়াত ৩। গুর্‌রাতুল কামাল, ৪। বাকিয়াতুনুকিয়াহ্‌ ৫। নিহায়তুল কামাল নামক পাঁচখানি দীওয়ান; ১। কিরানুস্‌সা'দাইন ২। মিফ্‌তাহুল ফতুহ, ৩। দেবলরানী ও খিজির খাঁ ৪। নু সিপাহর ৫। তুগলক নামা নামক পাঁচখানি কাব্য; নিযামী গাঞ্জাবীর খামসাহ বা কাব্য পঞ্চকের অনুকরণে ১। মাৎলাউল আনওয়ার, ২। শীরীন ও খুস্‌রাও ৩। আয়নায়ে সেকেন্দরী ৪। হশ্‌ত্‌ বেহেশ্‌ত্‌ ৫। মজনুন ও লায়লা নামক অপর পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ এবং ১। তারী'খে আলায়ী ২। আফজালুল ফাওয়ায়েদ ৩। ঈজাযে খুসরাবি নামক গদ্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি হিন্দী ও পারসী-হিন্দী মিশ্রিত কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। ইহার পরই এই সময়ের কবিদিগের মধ্যে মীর হাসানের স্থান প্রধান।

মংগোলযুগে পারস্যের সাফাবীগণের দরবারে কবি ও সাহিত্যিক-গণের বিশেষ প্রতিপত্তি না থাকায় ও ভারতের মোগল সম্রাটগণ তাঁহাদের পৃষ্টপোষকতা করায় বহু কবি ও সাহিত্যিক এই সময় ভারতে আসেন। বাবর ও হুমায়ুন উভয়েই কবি ছিলেন; হুমায়ুনের সময়ের কবিদিগের মধ্যে শায়খ আমানুল্লাহ পানিপতী, দিল্লীর শায়খ গদায়ী (মৃ ১৬৬৮—৯ খৃঃ) কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্টপোষক মীর ওয়ায়েজ, শায়খ আব্দুল ওয়াহিদ বেলগ্রামী, 'জওয়াহির নামা' (রত্নপরিচয়) লেখক মুহম্মদ ইব্‌নে আশরাফ অল্‌ হুসায়নী, মাওলানা কাসিম কাহী, মাওলানা নাদিরী সমরকন্দী, 'জওয়াহিলর উল্‌ উলুম', নামক জ্ঞানকোষের লেখক মওলানা মুহম্মদ সমরকন্দী, মওলানা যমীরী বদায়ুনী, শের শাহের সভাকবি মালিক মুহম্মদ জয়সী প্রভৃতি প্রধান। শেষোক্ত কবি হিন্দীতেও কবিতা লিখিতেন। ইহার হিন্দীকাব্য 'পদ্মাবতী' আলাওল কর্তৃক বাঙলায় অনুবাদিত হইয়াছে।

আকবরের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে তাঁহার সভাকবি ফয়জী (১৫৪৭—১৫৯৫) সর্বশ্রেষ্ঠ। ভারতীয় পারসিক কবিদের মধ্যে আমীর খুস্‌রাও-র পরেই ইঁহার স্থান; বদায়নীর মতে তিনি পারসীতে ১০১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি পারসীতে 'মহাভারত' ও 'লীলাবতী'র অনুবাদ করেন ও মহাভারতের নলদময়ন্তীর উপাখ্যান লইয়া 'নলদমন' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি নিযামী গাঞ্জাবীর মাখ্‌লুউলআস্‌রারএর অনুকরণে 'মাখবানুল আনওয়ার', শীরীন ও খুস্‌রাওয়ের ;অনুকরণে 'বিল্‌কিস্‌ ও সলমান্‌', প্রভৃতি কতকগুলি কবিতা রচনা করেন। পারসী গদ্যেও তাঁহার খ্যাতি ছিল। ইনি আরবীতে বিন্দু (নুক্‌তা)-বিহীন অক্ষর ব্যবহার করিয়া কোরানের একখানি তফসীর লিখেন।

আকবরের সমসাময়িক অন্যান্য কবিদিগের মধ্যে নযীরী, নিশাপুরী, উরফী শিরাযী (মৃ ১৫৯০—১), যুহুরী, কবিও সাহিত্যিকদের পৃষ্টপোষক আবদুররহীম খানখানান ও গদ্যলেখকদের মধ্যে 'আকবরনামা' ও 'আইনে আকবরী' লেখক, ফয়জীর ভ্রাতা আবুল ফজল, 'তাবকাতে আকবরী' লেখক খাজা নিয়ামুদ্দীন, আব্দুল কাদের বদায়ুনী প্রসিদ্ধ। আব্দুল কাদের এগারখানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ, 'মুন্তাখাবুত্তয়ারীখ' নামক ইতিহাস, কাশ্মীরের ইতিহাস, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত জাহাঙ্গীরের দরবারের রাজকবি তালেব আমুলী (মৃঃ ১৬২৬—৭), শাহ জাহানের রাজকবি আবুতালেব কলীম (মৃঃ ১৬৫১), তৎকালীন সৈয়দে গীলানী ও আওরঙ্গজেবের বিদুষী কন্যা জেবুন্নিসা প্রধান। ইঁহার দীওয়ানে মুখ্‌ফী' প্রসিদ্ধ।

তৎপরবর্তীকালের আলী হযীন (১৬৯২—১৭৬৬), 'তুহ্‌ফাতুল হিন্দ' প্রণেতা মিরযা খাঁ, গালেব (মৃ ১৮৬৯) ও বিংশ শতাব্দীর ইকবাল (মৃ ১৯৩৮) প্রভৃতি কবি ও লেখকগণ প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য ঐতিহাসিক ও লেখকদের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের পুত্র যুবরাজ দারা শিকোহ প্রসিদ্ধ; তিনি 'সফীনাতুল আউলিয়া' নামক দুইখানি সূফী জীবনীকোষ, হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের শিক্ষার সামঞ্জস্য প্রদর্শন পূর্বক 'মাজমাউল্‌ বাহরাইন' নামক একখানি গ্রন্থ, 'হকনুমা' প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শিক্ষার গ্রন্থ রচনা ও সমগ্র উপনিষদের পারস্য অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ফেরিশতা, নযীর হুসায়ন, 'সিয়রুল মুতাআখেরীন' লেখক গুলাম হুসায়ন, খাফী খাঁ, 'আলমগীর নামা' লেখক মুহম্মদ কাযিম, জিয়াউদ্দীন বারনী, শামসে সিরাজ আফীফী, 'বাদশাহ নামা' লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ পারসী ভাষায় ইতিহাস লিখিয়াছেন।

পারিজাত

হিন্দু পুরাণমতে সমুদ্রমন্থোনোদ্ভূত স্বর্গীয় বৃক্ষ।

পারিয়া (অস্পৃশ্য, পঞ্চম দ্রষ্টব্য)।

পারুল গাছ (দ্রঃ পাটলি)।

পার্ক, মঙ্গো (Park, Mungo ১৭৭১—১৮০৬)

বৃটিশ পর্যটক। ১৭৯৫এ আফ্রিকান অ্যাসোসিএশন মঙ্গো পার্ককে নাইজার নদী আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করে; তাঁহার

বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী Travels in the Interior of Africa ১৭৯৯এ প্রকাশিত হয়। ১৮০৬এ আফ্রিকার এক নদী পার হইতে গিয়া ডুবিয়া মারা যান।

পার্কার, থিওডর (Parker Theodor, ১৮১০—১৮৬০) মার্কিন ধর্মতত্ত্ববিদ। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ইনি একেশ্বরবাদী খৃস্টান (Unitarian) ছিলেন ও কয়েকখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ লিখিয়া নিজ মত প্রচার করেন। দাসপ্রথা, মেক্সিকান যুদ্ধ প্রভৃতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইনি বহু ভাষাবিদ ছিলেন এবং ১১টি ভাষায় তাঁহার গ্রন্থ তর্জমা করিয়া বিতরণ করেন। বাঙলায় নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত 'থিওডোর পার্কারের জীবনী' আছে।…গিরিশচন্দ্র মজুমদার কৃত 'প্রার্থনামালা' থিঃ পার্কারের ইংরেজি প্রার্থনার অনুবাদ। ইঁহার কতকগুলি উপদেশ বিপিনচন্দ্র পাল 'ভক্তিসাধন' নাম দিয়া প্রকাশ করেন।

পার্কিন (Perkin, Sir William Henry ১৮৩৮—১৯০৭) ইংরেজ রাসায়নিক। ইনি আলকাতরা লইয়া পরীক্ষা করিতে করিতে বিখ্যাত Purple রঙ আবিষ্কার করেন। ইহার আবিষ্ক্রিয়ার কথা জারমানরা জানিতে পারিলে তাহার পরীক্ষা দ্বারা নানা রঙ আবিষ্কার করে এবং শিল্পাকারে ঐ সব রঙ প্রস্তুত আরম্ভ করে; ইহাই Aniline dye নামে খ্যাত। পারকিন ১৮৬৩এ স্যার হন। কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধও তিনিই সর্বপ্রথম প্রস্তুত করেন।

পার্চমেণ্ট (Parchment)
বাচ্ছা ভেড়া, ছাগল ও বাছুরের চামড়া লিখিবার উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত। আসল শব্দটি পূর্বে ছিল 'পেরগামেনা'; পশ্চিম এসিয়ার প্রাচীন রাজ্য পেরগামাম (Pergamum) এর রাজা দ্বিতীয় ইউমেনেস (Eumenes II) কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত ১৯০ খৃ পূ। খৃস্টীয় অষ্টম শতক হইতে পাপাইরাসের বদলে পার্চমেণ্ট ইউরোপের সর্বত্র লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হইতে থাকে। ১৮৪৬এ ফ্রান্সে ও ১৮৫৩-৭এ ইংল্যানডে পার্চমেণ্ট কাগজ আবিষ্কৃত হয়।…পুস্ত শব্দটির অর্থ চর্ম; পুস্তের উপর লেখা হইত বলিয়া গ্রন্থের নাম হয় 'পুস্তক'।

পার্থিনন্ (Parthenon)
গ্রীসের আথেন্স মহানগরীর আক্রোপোলিস পাহাড়ের উপর দেবী আথেনীর মন্দির। প্রাচীন আথেন্সের স্বর্ণময় যুগে পেরিক্লিসের চেষ্টায় নির্মিত। বিখ্যাত স্থপতি ও ভাস্কর ফিদিয়াস ইহার পরিকল্পনা করেন এবং তিনি ও তাঁহার কারিগরগণ মূর্তি ও অন্যান্য খোদাইসমূহ করেন। ১৬৮৭ অব্দে তুর্কীরা এই স্থানটিতে বারুদ-ভাণ্ডার করে এবং দৈবক্রমে তাহাতে আগুন লাগে; ফলে মন্দিরের অনেকখানি ধ্বংস হয়। এইসব স্থপতি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ১৮১২এ লর্ড এলগিন গ্রীস ভ্রমণকালে সংগ্রহ করিয়াছিলেন; সেগুলি এখন বৃটিশ মিউজিয়ামে আছে।

পার্থিয়ান (The Parthians)
প্রাচীন পারস্যের একটি জাতি। গ্রীকদের শাসন অবসানে ইহারা আর্সাকি বংশের নেতৃত্বে পারস্য স্বাধীন করে।

পার্নেল (Parnell, Charles Stuart ১৮৪৬—৯১) আইরিশ রাষ্ট্রনীতিক। কেমব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৮৭৫এ হাউস অব্ কমন্সের সদস্য হইয়া আইরিশ জাতীয়দলের নেতা হন। ১৮৮৫এ গ্লাডস্টোন মন্ত্রী হইলে ইঁহার কাজ অনেকটা সহজ হয় বটে, তবে তিনি বৃটিশ রাজনীতি বিষয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন। ১৮৯০এ কাপ্তেন ও'শিয়ার পত্নীর সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় আইরিশ জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। মিসেস ও'শিয়াকে বিবাহ করিবার পর চারি মাস পরে তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। পরস্ত্রীর সহিত এই প্রেম ব্যাপারে তাঁহাকে লোকসমক্ষে হীন হইতে হয় ও রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে তাঁহাকে চিরকালের মত বিদায় লইতে হয়।

পার্মাঙ্গনেটস (Permangnates)
মাংগানিস্ ধাতুকে মূলাধার করিয়া যেসব রাসায়নিক কম্পাউণ্ড বা মিশ্রপদার্থ প্রস্তুত হয়, তাহার অন্যতম। ইহা গাঢ় বেগুনি রঙের, দেখিতে পরকলাকৃতি ক্রিস্টাল। ১৬ ভাগ জলে গলিয়া যায়। ব্লিচিং বা শ্বেতীকরণে, রঙরেজ কর্মে এবং বহু রাসায়নিক কাজে ও ঔষধে ব্যবহৃত হয়। উত্তম Disinfectant; দূষিত কূপাদির জলে দিলে জল কয়েক দিনের মধ্যে বীজাণু শূন্য হয়। ইহা বিষ, আফিম, সেঁকো প্রভৃতি বিষের উত্তম প্রতিকারী ঔষধ।

পার্লামেণ্ট (Parliament)
বৃটিশ রাজ্যের রাষ্ট্রসভা। ১২৯৪এ ইংল্যান্ডের রাজা ১ম এডোয়ার্ড সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের, উচ্চতর পাদরী বা বিশপদের এবং শহরের প্রতিনিধিদের আহ্বান করিয়া আদর্শ-পার্লামেণ্ট স্থাপন করেন। তৎপূর্বে সাইমন দ মণ্টফোর্ট ফরাসীদেশের নাগরিক সভার আদর্শে ইহা প্রবর্তিত করিয়াছিলেন (১২৬৪)। প্রথমে একটি সভাগৃহেই সকলে বসিত; ক্রমে ২টি গৃহ হয়—লর্ডস ও কমন্স। বহু শতাব্দী লর্ডরা প্রভুত্ব করেন; ক্রমে কমন্সরা অধিকার লাভ করে; এই অধিকার লাভের জন্য ইংল্যান্ডের অনেকগুলি বিদ্রোহ ও বিপ্লব হয়। ১৯ শতক হইতে কমন্সরা প্রবল হইয়াছে—ইহার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী গ্রেট বৃটেনের শিল্পোন্নতি। লর্ডদের ক্ষমতা এখন নিতান্ত পোষাকী।

১৯১১এ স্থির হয় যে কমন্সরা যদি কোন বিল তিনবার তাহাদের সভায় পাশ করে, তবে তাহা লর্ডদের দ্বারা অনুমোদিত না হইলেও আইন হইবে। লর্ডরা একটা আইনকে ২ বৎসর ঠেকাইয়া রাখিতে পারেন মাত্র। বাজেট বা টাকাকড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে কমন্সরা সর্বেসর্বা। পাঃর মধ্যে প্রধানতম দল মন্ত্রীমণ্ডল বা ক্যাবিনেট গঠন করেন। দলের নেতা প্রধান মন্ত্রী বা Prime Minister হন। সাধারণত ৭ বৎসর অন্তর নূতন করিয়া ইলেকশন বা নির্বাচন হয়। তবে ইতিমধ্যে যদি ক্যাবিনেটের উপর হাঃ অব্ কমন্সের অধিকাংশের আস্থা কমিয়া যায়, তখন নূতন মন্ত্রীমণ্ডল গঠিত হয়, এমনকি নূতন ইলেকশনও হইতে পারে। বৃটিশ পার্লামেন্টের অনুকরণে বৃঃ কলোনীতে শাসনপদ্ধতি গঠিত হইয়াছে।

পার্লামেন্টের কয়েকটি ঘটনা—

১৩০৮ পাঃর ব্যবস্থাপক শক্তিলাভ করে। ১৩৭৭ কমন্সদের প্রথম স্পীকার পিটার ডি লা মেআর (de la Mare)। ১৩৯৯ পাঃ রাজা ২য় রিচার্ডকে সিংহাসনচ্যুত করে। ১৫০৯ পাঃর আক্ট মুদ্রিত হইল। ১৬২৯ ১ম চার্লস পাঃ রদ করেন। ১৬৪০ দীর্ঘ পাঃ মিলিত হইল। ১৬৪৯ Rump পাঃ রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদ আদেশ করে।

১৬৭৮ পাঃ হইতে রোমান ক্যাথলিকদের বহিষ্করণ। ১৭০৭ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের বা গ্রেট বৃটেনের মিলিত পার্লামেন্ট আরম্ভ। ১৮০১ গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের মিলিত পাঃ। ১৮২৯ ক্যাথলিকদের সম্বন্ধে আইন রদ। ১৮৩৪ পার্লামেন্ট গৃহ ভস্মীভূত। ১৮৫৮ রথচাইলড্ প্রথম ইহুদী সদস্য। ১৮৮৬ আইরিশ হোমরুল প্রবর্তনের চেষ্টা। ১৮৯৩ হাউস অব কমন্স হোঃ রুল বিল পাশ করে; হাউস অব্ লর্ডস নামঞ্জুর করেন। ১৯১১ লর্ডদের শক্তি সঙ্কুচিত; ভিটো শক্তি লুপ্ত। ১৯৪০ ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রভৃতির উপর রাষ্ট্রাধিকার। ১৯৪১ পার্লামেন্টের বাড়ী ধ্বংস।

পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি (Parliamentary Secretary)

ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের সেক্রেটারি। ক্যাবিনেটের রদ বদল প্রায়ই হইতে পারে; সেজন্য সরকারী বিভিন্ন বিভাগের জন্য পার্লামেন্টে সেক্রেটারি বা স্থায়ী সেরেস্তদার থাকে। নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে ইহাদের রদ বদল হয় না। মন্ত্রীদের দলগত কার্যকলাপ ও স্বার্থ দেখিবার জন্য যে সেক্রেটারি নিযুক্ত হয়, তাহাকে পার্লামেন্টারি সেক্রেটারী বলে। মন্ত্রীর বা দলের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কাজ যায়। ইহারা সরকারী তহবিল হইতে বেতন পায়।

পার্লামেন্টের সদস্য

আয়রল্যান্ড ও গ্রেট বৃটেনের জন্য ৭০৭ জন সদস্য হাউস অব্ কমন্সে (House of Commons) ছিল। ১৯২০এ আয়ারল্যান্ড পৃথক রাষ্ট্র হইয়া যায়, কেবল উত্তর-আঃ যুক্ত থাকে। বর্তমানে ইংল্যান্ডের সদস্য ৪৯২, ওএলস ৩৬, স্কটল্যান্ড ৭৪ এবং উঃ আয়রল্যান্ডে ১৩, মোট ৬১৫। চার্চ অব্ ইংল্যান্ড, চার্চ অব্ স্কটল্যান্ড ও ক্যাথলিক চার্চের পাদরীরা সদস্য হইতে পারেন না; তাছাড়া কোন কোন সরকারী কর্মচারী, শেরিফ ও গভর্নমেন্ট কন্‌ট্রাকটরগণ সদস্য হইবার অধিকারী নহেন। সদস্যগণকে বার্ষিক ৬০০ পাঃ বেতন ও তদতিরিক্ত রেলে চলিবার সুবিধা দেওয়া হয়। স্পীকারের বেতন ৫০০০ পাঃ বার্ষিক। লর্ড সদস্যদের সংখ্যা ৭৪০; তবে কয়েকটি এখনো খালি আছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই বংশানুক্রমিক লর্ড নহেন। লর্ডদের সভায় গড়ে ৫০ জন সদস্য উপস্থিত থাকেন।

পার্শ্বনাথ

জৈনধর্মানুসারে ২৪ জন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হন; প্রথম ঋষভ; ২৩শ পার্শ্বনাথ ও ২৪শ মহাবীর জিন। ঐতিহাসিকগণের মতে জৈনধর্মের প্রকৃত প্রবর্তক পার্শ্বনাথ। ইনি কাশীর রাজপুত্র ছিলেন। কিম্বদন্তী খৃঃ পূঃ ৭ম শতকে পার্শ্বনাথ মগধে বাস করিতেন।...ইনি শিষ্যদের মধ্যে 'চাতুর্যাম' বা চারিটি বিষয়ে সংযম করিতে বলেন, যথা—হিংসা, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, প্রতিগ্রহ।...হাজারিবাগ জিলায় পরেশনাথ পাহাড়ে তিনি ধর্ম সাধনা করেন বলিয়া ঐ পাহাড়ের নাম হইয়াছে 'পরেশনাথ'। কলিকাতার পরেশনাথের মন্দির পার্শ্বনাথকে স্মরণ করিয়াই নির্মিত। বদরীনাথদাস নামে ধনী জৈন মারবাড়ী কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়।

পার্শ্ববাত (Pleurodynia)

পাঁজরের মধ্যস্থিত পেশি ও নাভের তীব্র বেদনা; বাত বা নিউরেলজিয়া হইতে এই বেদনা হয়; নিশ্বাসে কষ্ট হয়; ফোমেণ্ট বা গরম সেঁক দিলে বেদনা কমে।

পার্সিউস (Perseus)

(১) গ্রীক পুরাণের বীর। মহাদেব জিউসের ঔরসে দানীর (Danae) গর্ভে জন্ম। সেরিফাসের রাজা পলিডেক্টাস দানীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায়ে মেডুসা রাক্ষসীর মাথা কাটিয়া আনিবার জন্য পার্সিউসকে লিবিয়া দেশে পাঠাইয়া দেন। ফিরিবার পথে ইনি আন্ড্রোমিদাকে উদ্ধার করিয়া বিবাহ করেন। মাতার প্রতি পলিডেক্টাসের দুর্ব্যবহারের কথা জানিতে পারিলে ইনি মেডুসার ছিন্ন মুণ্ড দেখাইয়া রাজা ও অমাত্যদিকে প্রস্তরে রূপান্তরিত করেন। প্রবাদ ইনি মিকিনি মহানগরীর স্থাপয়িতা। (২) উত্তর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডল (দ্রঃ পণ্ড); দূরত্ব ৩৫০ আলোক-বর্ষ মাইল।

পালং শাক (Spinach)

পুত্তিকাদি বর্গের বর্ষায়ু খাদ্য শাক ; পুং ও স্ত্রী পৃথক গাছ। জ্বরে এবং ফুসফুস ও পেটের অসুখে ইহা গ্রামে ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা পালং শাকের বহু গুণ দেখিয়াছেন। পালং শাকের প্রতি আউন্সে দুই গ্রেনেরও বেশি লৌহ থাকে, সুতরাং রক্তাল্পতায় ইহা অতি উপকারী। ইহাতে স্যাপোনিন (saponin) নামে যে পদার্থ থাকে তাহা পাকরস নিঃসরণে ও পরিপাক-যন্ত্রের আকুঞ্চনী প্রসারণে (Peristalsis) বিশেষ সহায়তা করে। পক্ষান্তরে, পালং শাকে ডিমের পীতাংশ ও মাখনের ন্যায় পর্যাপ্ত ভাইটামিন 'এ' বিদ্যমান। চুকা পালং (Rumex vesicarius) দীর্ঘায়ু অম্লশাক। শিকড়ের নিকট হইতে গোছার আকারে পাতা হয়। ইহা পুত্তিকাদি বর্গের নহে। (Chopra 580 ; যোগেশ)

পাল্‌কি

মানুষের কাঁধে বাহিত যান। সাধারণ ছোট চারপাইয়া বা খাটলির উপর দোলা মতন করিয়া আরোহীকে লইবার যানকে 'ডুলি' বলে। ইহা কাপড় দিয়া ঢাকা।…'দোলা' কাঠের আসন —বিবাহাদির সময় ব্যবহৃত হয়।…পালকি কাঠের ঘরের মতন, চার, আট বা ষোল জনে বহন করে। আজকাল প্রায় দেখা যায় না। পূর্বে ধনীদের উপভোগ্য যান ছিল। কাহার, দুলে, বাগদী প্রভৃতি জোয়ানরা ইহা বহন করিত।…দার্জিলেঙে রিক্‌শ প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ধনীরা মানুষবাহী এক প্রকার যানে করিয়া বেড়াইতেন। ইহাকে ডাণ্ডী বলিত।

পাল বংশ, বাঙলা দেশের রাজবংশ

শশাঙ্কের তিরোভাবের পর বাঙলা দেশের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হয়। ৮ম শতকে পার্শ্ববর্তী রাজাগণ ক্রমাগত এই দেশকে আক্রমণ করিতেন। অরাজক দেশে দুর্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচর বা 'মাৎস্যন্যায়' সুরু হয় ; সেই সময়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজপদে বরণ করা হয়। ইঁহার বংশধরগণ ইতিহাসে পালবংশীয় বলিয়া খ্যাত। তাম্রশাসন, প্রশস্তি, মুদ্রা, শ্রীকরনন্দীকৃত 'রামপাল চরিত' নামক সংস্কৃত গ্রন্থ, 'রাজ তরঙ্গিণী', 'গৌড়বহো' নামে প্রাকৃত কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেছে বাংলার ইতিহাসের উপাদান। এই যুগে বৌদ্ধ মহাযানধর্মের বিস্তার পূর্বাঞ্চলে হয় ; পাল রাজগণের অনেকই মহাযান বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। বহু ধর্মমন্দির নির্মাণের জন্য ইঁহারা দায়ী। ওদন্তীপুর (বিহার) ও বিক্রমশিলার সংঘারাম স্থাপত্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম ইঁহাদের সময় বিশেষভাবে প্রচার লাভ করে। পালবংশীয় রাজাদের তালিকা (তারিখগুলি আনুমানিক) গোপাল খৃঃ অঃ (৭৬৫—৭৬৯) ; ধর্মপাল (৭৬৯—৮১৫) ; দেবপাল (৮১৫—৮৫৪) ; বিগ্রহপাল (৮৫৪—৮৫৭) ; নারায়ণ পাল (৮৫৭—৯১১) ; রাজ্যপাল (৯১১—৯৩৫) ; ২য় গোপাল (৯৩৫—৯৯২) ; ২য় বিগ্রহপাল (৯৯২) ; মহীপাল (৯৯২—১০৪০) ; নয়পাল (১০৪০—৫৫) ; ৩য় বিগ্রহপাল (১০৫৫—৮১) ; ২য় মহীপাল (১০৮১) ; ২য় সুরপাল (১০৮৩) ; রামপাল (১০৮৪—১১২৬) ; কুমারপাল (১১২৬—৩০) ; ৩য় গোপাল (১১৩০) ;…মদনপাল (১১৩০—৫০) ;…গোবিন্দপাল (১১৫০—৬২)…পলপাল। (দ্রঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ; প্রমোদচন্দ্র পাল, প্রাচীন বাংলার ইতিহাস (ইংরেজি) ; হেম রায়, Dynastic History of Northern India Vof. I.)

পাললিক শিলা, স্তরীভূত শিলা, পলি-পাথর (Sedimentary rock)। পৃথিবীর উপরিস্থ ধূলিবালি বৃষ্টি ও নদীর জলের সহিত মিশিয়া পলিরূপে সমুদ্র ও হ্রদে গিয়া পড়ে। জল থিতাইলে ভারি বালিরাশি আগে তলায় পড়ে ; সূক্ষ্ম কণাগুলি পরে পড়ে। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর স্তরে স্তরে সেগুলি জমে ও কালক্রমে উপরের চাপে এবং চুনাদি পদার্থের সংযোগফলে এইসকল স্তর জমিয়া কঠিন পাথরে পরিণত হয়। পলিমাটির দ্বারা এই শিলা গঠিত হয় বলিয়া ইহাকে পাললিক শিলা বলে ; আবার স্তরে স্তরে সাজানো থাকে বলিয়া স্তরীভূত শিলাও বলে। চুনা-পাথর, বেলে-পাথর, খড়িমাটি, কয়লা প্রভৃতি স্তরীভূত শিলার উদাহরণ।

পালাজ্বর

নিয়মিত জ্বরের বিভিন্নরূপ আছে, যথা প্রত্যহ নিয়মিত দুইবার করিয়া জ্বর-আসাকে দ্বৈকালীন জ্বর (Double quotidian) বলে ; প্রত্যহ নিয়মিত একবার করিয়া জ্বর আসাকে Quotidian, একদিন অন্তর যে জ্বর হয় তাহাকে পালাজ্বর (Tertian), দুই দিন অন্তর পালাজ্বরকে Quartan বলে। গ্রাম্য ঔষধ অনেক প্রকার চলিত আছে। প্লাজমোকুইন পালাজ্বরের ভাল ঔষধ বলিয়া শোনা যায়।

পালি ত্রিপিটক

থেরবাদী (স্থবিরবাদী) বৌদ্ধদের ত্রিপিটক পালিভাষায় লিখিত। ত্রিপিটকের তিনটি ভাগ যথা—

(১) বিনয় পিটক

(২) সুত্ত পিটক (সূত্র বা আগম পিটক)

(৩) অভিধম্ম পিটক (অভিধর্ম পিটক)

সমগ্র ত্রিপিটক ৮৪০০০ ধর্মখণ্ডে বিভক্ত ; ইহাতে ১১৮৩ পরিচ্ছেদ ও ৯৪,৬৪,০০০ অক্ষর আছে।

১। বিনয় পিটকের পাঁচখানি মূলগ্রন্থ—পারাজিক, পাচিত্তিয়,

মহাবগ্‌গ, চুল্লবগ্‌গ, পরিবারপাঠ। বিনয় পিটকে বৌদ্ধভিক্ষুগণের পালনীয় নিয়মসমূহ বর্ণিত আছে। সেইসব নিয়ম কোথায় কিভাবে প্রবর্তিত হয় তাহারও বিবরণ আছে। পারাজিকা ও পাচিত্তিয় নামক পুস্তক দুইখানির মূল নিয়মগুলি একত্র করিয়া পাতিমোক্‌খ নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ সংকলিত হইয়াছে। (দ্রঃ বিধুশেখর শাস্ত্রী, পাতিমোক্‌খ)

এই বিনয় পিটকের উপর বুদ্ধঘোষ সমপাসাদিকা নামক টীকা করিয়াছেন। তৎকৃত পাতিমোক্‌খের টীকার নাম কংখাবিতরণী।

২। সুত্তপিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত —

দীঘ নিকায় (দীর্ঘ নিকায়)

মজ্‌ঝিম নিকায় (মধ্যম নিকায়)

সংযুত্ত নিকায় (সংযুক্ত নিকায়)

অঙ্গুত্তর নিকায় (অঙ্গোত্তর নিকায়)

খুদ্দকনিকায় (ক্ষুদ্রক নিকায়)

এগুলিতে বুদ্ধের উক্তি ও উপদেশ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন কোন নিকায়ে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যগণেরও উক্তি সংগৃহীত আছে। যথাক্রমে সূত্র সংখ্যা :—দীঘ ৩৪টি, মজ্‌ঝিম ১৫২টি, সংযুক্ত ৭৭৬২টি এবং অঙ্গুত্তর ৯৫৫৭টি। কতগুলি ছোট ছোট গ্রন্থ লইয়া ক্ষুদ্রক নিকায়ের সৃষ্টি যথা—

১। খুদ্দক পাঠ ২। ধম্মপদ (এখানি গীতার মতো জনপ্রিয় গ্রন্থ; ইহাতে ৪২৩টী গাথা বা শ্লোক আছে। বুদ্ধঘোষ ইহার টীকা করিয়াছেন) ৩। উদান ৪। ইতিবুত্তক ৫। সুত্তনিপাত গ্রন্থ (এখানি প্রাচীন ও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত) ৬। বিমানবত্থু ৭। পেতবত্থু ৮। থেরগাথা (প্রধান প্রধান ১০৭ জন ভিক্ষুর রচিত শ্লোক সংগ্রহ) ৯। থেরীগাথা (৭৩ জন ভিক্ষুণীর রচিত শ্লোক সংগ্রহ) ১০। জাতক (গৌতমবুদ্ধের ৫৫০টি পূর্বজন্মের কাহিনী) ১১। নিদ্দেস (ইহা মহানিদ্দেস ও চুল্ল নিদ্দেস নামে দুইভাগে বিভক্ত) ১২। পটিসম্ভিদামগ্‌গ। ১৩। অপদান। ১৪। বুদ্ধবংস (গৌতমবুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং ভবিষ্যদ্‌বুদ্ধের জীবনী) ১৫। চরিয়া পিটক (জাতকেরই ৩৫টী কাহিনী পদ্যে বর্ণিত)

৩। অভিধম্ম পিটক—এই পিটকের অন্তর্গত সাতখানি পুস্তক। অভিধম্ম পিটকে দার্শনিক তত্ত্বের বিচার বিশ্লেষণ আছে। অনেকের মতে এই পিটক পরবর্তীকালে সংকলিত হয়।

১। ধম্মসংগণী। ২। বিভঙ্গ। ৩। ধাতুকথা। ৪। পুগ্‌গল পঞ্‌ঞত্তি। ৫। কথাবত্থু। ৬। যমক। ৭। পট্‌ঠান।

এই সাতখানি পুস্তকের মধ্যে কথাবত্থু সকলের শেষে লিখিত হইয়াছে এই কথা অনেকে মনে করেন। বুদ্ধঘোষ অধিকাংশ পুস্তকেরই বিশদ টীকা করিয়াছেন। তিনি যেগুলির টীকা করেন নাই সেগুলির টীকা ধর্ম্মপাল নামক অপর একজন ভিক্ষু করিয়া যান। পালি ত্রিপিটক ও টীকা সমস্তই মুদ্রিত হইয়াছে। মিলিন্দ পঞ্‌হ (মিলিন্দ প্রশ্ন) ও বুদ্ধঘোষের বিসুদ্ধিমাগ্‌গ (বিশুদ্ধিমার্গ) ত্রিপিটকের অন্তর্গত না হইলেও বৌদ্ধসমাজে ত্রিপিটক অন্তর্গত পুস্তকগুলির মতো প্রামাণ্য। কথিত আছে যে বুদ্ধের নির্বাণের পর যে ধর্ম্মমহাসভা হয় তাহাতে বুদ্ধের বচন, উপদেশ প্রভৃতি সংগৃহীত হয়। পরে লিখিত হইয়া পুস্তকগুলি বিষয় অনুসারে ভাগে ভাগে পিটক বা প্যাটরার মধ্যে রাখা হয়। এইরূপ তিনটি প্যাটরায় পুস্তকগুলি রক্ষিত থাকে, তাহা হইতেই নাকি ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন।

পালিভাষা ও সাহিত্য

প্রাচীন ভারতে লোকেরা নানারূপ 'প্রাকৃত' ভাষায় কথাবার্তা বলিত, সেগুলি বহুকাল লেখ্য ছিল না। চলতি ভাষাকে সংস্কার করিয়া যে ভাষায় পণ্ডিতরা গ্রন্থাদি রচনা করিলেন তাহাকে বলা হইল 'সংস্কৃত' বা দেবভাষা। বুদ্ধদেব লৌকিক ভাষায় তাঁহার ধর্মাদেশ প্রচার করেন। কালে বুদ্ধের বাণী প্রভৃতি সেইসব লৌকিক ভাষায় লিখিত হইতে থাকিল। পালিভাষা কাহারো মতে মগধের ভাষা ছিল ; কাহারও মতে উহা উজ্জয়িনী অঞ্চলের চলতি ভাষা। বুদ্ধের বাণী এই চলতি ভাষায় লিখিত হইল ; কালে সেই ভাষাই লেখ্যভাষা হইল ; ওদিকে চলতি ভাষা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বদল হইতে থাকিল। কিন্তু যে-ভাষায় ভগবান্ বুদ্ধের বাণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আর পরিবর্তন সম্ভব হইল না, কারণ উহাও সংস্কৃতের ন্যায় বৌদ্ধদের পক্ষে দেবভাষা সদৃশ ; ফলে পালিভাষার ব্যাকরণ কোষাদি গ্রন্থ রচিত হইল ; কাত্যায়ণের পালি ব্যাকরণ বিখ্যাত। ...পালি ভাষায় হীনযান বৌদ্ধদের ত্রিপিটক ও অন্যান্য বহুগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আদিতে বুদ্ধের বাণী লিখিত ছিল না ; তাহা 'সংগীতি' হইত অর্থাৎ সকলে মিলিয়া আবৃত্তি করিয়া শিক্ষা করিত। সিংহলে এইভাবেই মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্র বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন বলিয়া কিম্বদন্তী। তৎপরে খৃস্টীয় ১ম শতকে তথাকার রাজা বট্টগামিনের সময়ে উহা প্রাচীন সিংহলী বা এলু ভাষা হইতে পালিভাষায় প্রথম লিপিবদ্ধ হয়।... পালিভাষা সিংহল, চট্টগ্রাম, বর্মা, সিয়াম বা থাইভূম, কম্বোজে এখনো পঠিত ও আলোচিত হয়, কারণ এইসব স্থানের বৌদ্ধরা থেরবাদী ; ইহাদের ত্রিপিটক ও অন্যান্য বৌদ্ধগ্রন্থ পালিভাষায় রচিত।...পালিভাষায় কোন বিশেষ লিপি নাই। বিলাতের পালি টেক্সট সোসাইটি বহু গ্রন্থ রোমান লিপিতে মুদ্রিত করিয়াছেন। এ ছাড়া সিংহলীলিপি, বর্মীলিপি, থাইলিপি, কাম্বোজীয়লিপিতে পালিগ্রন্থ আছে। অধুনা বাঙলা ও নাগরী লিপিতে কিছু কিছু পালিগ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। (দ্রঃ বিধুশেখর ভট্টাচার্য, পালিপ্রকাশ ; বিপিনচন্দ্র বড়ুয়া, ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, রেঙ্গুণ বৌদ্ধ মিশন ১৯৩৩। Bimala Charan Law, History of Pali Literature 2 Vols. 1933. Jollyর জারমান বইএর অনুবাদ।

পালিটা মাদার, চোর পালটা (Indian Coral tree) শিম্বাদিবর্গের নাতিদীর্ঘ গ্রাম্য তরু। নূতন শাখায় কালো কালো কাঁটা থাকে। কাঠ শাদা নরম হালকা। তিন পর্ণে পাতা ; বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে, তখন গাঢ় রক্ত বর্ণ ফুলে গাছ ভরিয়া যায়। এদেশে বেড়ায় ও পগারে জন্মে। সমুদ্রতীরে অধিক দেখা যায়। মূল, ত্বক, পত্র ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। (বনৌষধি পৃঃ ৪২০ ; Chopra 487)

পালিত-অধ্যাপক (Palit Professors)

স্যর তারকনাথ পালিত ১৯১২ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান (Chemistry, Physics) অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার জন্য ১৫,০০,০০০ টাকা দান করেন।...রসায়নের প্রথম পালিত অধ্যাপক—স্যর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ১৯১৬—৩৭। প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র ১৯৩৭। পদার্থবিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক স্যর সি, ভি, রমন ১৯১৭—৩৪। দেবেন্দ্রমোহন বসু ১৯৩৪—৩৮। মেঘনাদ সাহা ১৯৩৮। পালিত অধ্যাপকগণের বেতন মাসিক ৮০০৲—১০০০৲ টাকা।

পালিসি (Pallisy, Bernard ১৫১০—৮৯)

ফরাসী কুম্ভকার ও এনামেল আবিষ্কর্তা। ইনি প্রথম জীবনে সার্ভেয়িংএর কার্য্য করিতেন। ১৫৫৩এ চীনা পেয়ালা দেখিয়া তদ্রূপ জিনিষ তৈয়ার করিবার আকাঙ্খা জন্মে। ১৬ বৎসর দারুণ দারিদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখাইলেন যে মাটির উপর রঙীন প্রলেপ দিয়া তাহা পোড়াইলে স্থায়ী হয়। ইনি ধর্মবিশ্বাসে কালভিনের প্রদর্শিত সংস্কারপন্থী ছিলেন বলিয়া নানাভাবে নির্যাতিত হন। নানা লোকের মধ্যস্থতার ফলে ফ্রান্সের রানীমাতা কাথারেন দ মেদিচি তাঁহাকে পারিসে কুম্ভকার-পোয়ান (Oven) করিতে দেন। ইনি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুকাল বক্তৃতা দেন। উদার ধর্মবিশ্বাসের জন্য শেষ জীবন করাগারে কাটে।

পালো (Starch)

শঠী পানিফল যব প্রভৃতি কুটিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে যে শাদা পঙ্কবৎ পদার্থ জন্মে তাহা পালো। (দ্রঃ স্টার্চ, শ্বেতসার)।

পাশ

প্রাচীন ভারতে অস্ত্র বিশেষ। ইহা লম্বায় দশ হাত। "গুণরজ্জু, কার্পাসরজ্জু, মুঞ্জরজ্জু, পশুবিশেষের স্নায়ু বা আকন্দত্বকের সূত্র ও চর্মবিশেষের সূক্ষ্ম ৩০ গাছি তন্তু একত্র উত্তমরূপে পাক দিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা কুণ্ডলাকৃতি করিয়া মস্তকের উপর একবার ঘুরাইয়া প্রক্ষেপ করিতে হয়। ইহা দ্বারা শত্রুকে ইচ্ছানুরূপ বন্ধনপূর্বক সকাশে আকর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ কৃপাণদ্বারা বধ করা হয়।" রত্নমালা হইতে উদ্ধৃত, দ্রষ্টব্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন পৃঃ ১৩৩২)

পাশা খেলা (Chess)

১ হইতে ৬টি বিন্দুযুক্ত গজদন্ত নির্মিত অক্ষ বা শারি লইয়া খেলা হয়। ছককাটা ঘরে ঘুটি চালানো হয় ও হার জিত নিরূপিত হয়। পূর্বকালে বিনা পণে পাশা খেলা হইত না। (দ্রঃ অক্ষক্রীড়া, চতুরঙ্গ) পাশ্চাত্য দেশে পাঃ বেশ চল্ আছে।

পাশি

উত্তর ভারতের নিম্নশ্রেণী জাতি ; গ্রামের চৌকিদারী, তাল গাছ হইতে রস পাড়িয়া তাড়ি প্রস্তুত ইহাদের উপজীবিকা। বাঙলা দেশে ইহারা তাড়ি করে।

পাশুপত দর্শন

এই মতাবলম্বীরা মহাদেবকে পরমেশ্বর এবং জীবগণকে পশু বলেন। এই মতে মুক্তি দুই প্রকার—চরমদুঃখ নিবৃত্তি ও পরম-ঐশ্বর্য মুক্তি। প্রধান ধর্ম-সাধনকে 'চর্যাবিধি' কহে। চর্যা দুইপ্রকার—ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মলেপন, ভস্মশয্যায় শয়ন ও উপহারকে ব্রত বলে। হাস্য, মহাদেবের গুণগানরূপ গীত, নৃত্য, হুঙ্কার, প্রণাম ও জপ এই ছয় কর্মকে উপহার বলে। দ্বার-চর্যা ছয় প্রকার—ক্রাথন, স্পন্দন, মন্দন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎ-করণ, অবিভদ্‌ভাষণ। সুপ্ত না হইয়াও সুপ্তের ন্যায় প্রদর্শনকে ক্রাথন কহে ; দেহকম্পনকে স্পন্দন, খঞ্জের ন্যায় গমনকে মন্দন, কামুক না হইয়া কামুকের ভাব প্রদর্শনকে শৃঙ্গারণ বলে। এই মতকে মাধবাচার্য তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে নাকুলীশ পাশু-পতদর্শন বলিয়াছেন।

পাষণ্ড

বেদ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সাধারণ আখ্যা ; ক্রমে বৌদ্ধ জৈনাদি সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে পাষণ্ড সকল ক্ষেত্রে পরিবর্জনীয়। ক্রমে নিজ সম্প্রদায় বিরুদ্ধ লোককে পাষণ্ড সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

পাষাণভেদী গাছ, হাতাজোড়ি (Selaginella)

লতানিয়া অপুষ্পক শাক ; পাতা ছোট, সুন্দর ; দ্বিরূপ, সারি সারি যেন কর-যোড় করিয়া থাকে। পাহাড়ে ছায়াবৃত স্থানে জন্মে। শিকড় অর্শ, অশ্মরী রোগ, উপদংশ প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। আয়ুর্বেদে ঔষধরূপে উল্লিখিত আছে। (দ্রঃ যোগেশ ; Chopra)

পাস্‌কাল্ (Pascal, Blaise ১৬২৩-৬২)
বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক, গণিতবিদ, লেখক। ইঁহার 'পত্রাবলী' ও চিন্তাধারা (Pensees) ফরাসী সাহিত্যে বিশেষ খ্যাত।

পাস্‌পোর্ট (Passport)
একদেশ হইতে অন্যদেশে যাইতে হইলে লোককে পাসপোর্ট বা অনুমতি পত্র লইতে হয়; দেশের ফরেন অপিস হইতে উহা দেওয়া হয়। পাঃর সঙ্গে দুইখানি ফোটো দিতে হয়; ইহার একখানি পাসপোর্ট বহিতে অপর খানি অপিসে থাকে। অনুমতি দিবার পূর্বে পুলিশ হইতে আবেদনকারী সম্বন্ধে অনেক কিছু তদন্ত করা হয়। ভারতবর্ষে পাশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অথবা কলিকাতায় পুলিশ কমিশনরের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। কয়েক বৎসর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে দার্জিলিঙ যাইতে হইলে বাঙালী হিন্দু যুবককে ম্যাজিস্ট্রেটের পাশ লইতে হয়। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে ঐ আইন রদ হয়।…রেলকর্মচারীরা বিনা ভাড়ায় বা কম ভাড়ায় রেলে ভ্রমণের যে অনুমতি পত্র পান তাহাকে পাস্ বলে। লাইসেন্সকেও পাস্ বলে—যেমন বন্দুকের পাস্; মোটরচালকের পাস্।

পাস্তুর, লুই (Pasteur, Louis ১৮২২—৯৫)
ফরাসী বৈজ্ঞানিক। পারিস-সোরবনের রসায়ন অধ্যাপক। ১৮৮২ ফরাসী আকাডেমির সদস্য হন। কোন কোন উদ্ভিজ্জরস যে গাঁজাইয়া উঠে ইহার কারণ পূর্বে অজ্ঞাত ছিল; পাস্তুর সবপ্রথম এই ব্যাপারটা জীবাণুঘটিত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারই বহু পরীক্ষার ফলে রোগ যে জীবাণু হইতে উদ্ভূত তাহা আবিষ্কৃত হয়। কুকুর প্রভৃতির কামড়ে বিষ আছে এবং তাহার প্রতিষেধক ঔষধ ইনিই আবিষ্কার করেন।

পাস্তুর ইনস্‌টিউট্ (Pasteur Institute)
১৮৮৮ পাবলিকের টাকায় পারিসে পাঃ ইঃ ল্যাবরেটরী বা পরীক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে সিমলার কাছে কসৌলিতে প্রথম ল্যাঃ স্থাপিত হয়। এখানে পাগলা কুকুর, শিয়াল প্রভৃতি কামড়ের চিকিৎসা হইত। পরে শিলঙে স্থাপিত হয়; সেখানে বহু প্রকার ভ্যাক্‌সিন তৈয়ারী হয়। বর্তমানে কলিকাতায় বালিগঞ্জে পাঃ ইঃ হইয়াছে। এখন কুকুরে কামড়াইলে প্যাঃ ইঃ এ যাওয়ার প্রয়োজন হয় না; জেলার সরকারী ডাক্তার ভ্যাক্‌সিন আনাইয়া ইন্‌জেকশেন দেন। পূর্বে রোগীকে কসৌলি পর্যন্ত যাওয়া-আসার ভাড়া সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া হইত। এখন রোগী ১০৲ টাকা দিয়া ইনজেক্‌শন পায়। দরিদ্ররা সুপারিশ জোরে বিনামূল্যে ঔষধ পায়।

পাস্তুরাইজ (Pasteurisation)
দুগ্ধকে নানাপ্রকার রোগ জীবাণু হইতে মুক্ত করিবার জন্য প্রথমে উহাকে ১৪৫°—১৫০° ডিগ্রী তাপে অর্ধঘণ্টা রাখা হয় এবং তারপর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করা হয়। ইহার ফলে যক্ষ্মাদির বীজ—যাহা অনেক সময়ে দুধে থাকে এবং মানবদেহে সংক্রামিত হয়—নষ্ট হয়। এই পদ্ধতিকে প্যাঃ করা বলে।

পি. ই. এন (P. E. N. Club)
Poets, Essayists and Novelistsদের আন্তর্জাতিক ক্লাব। ইংল্যান্ডে ইহার প্রধান কেন্দ্র হইলেও পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই শাখা আছে। ভারতের প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই; কলিকাতাতে ইহার শাখা আছে। P. E. N নামে মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। Poets প্রভৃতির আদ্যক্ষর দিয়া ক্লাবের নাম।

পিউনিক যুদ্ধ (Punic Wars)
প্রাচীন রোম ও কার্থেজের মধ্যে যে তিনটি সমর হয় তাহা ইতিহাসে পিঃ যুদ্ধ নামে খ্যাত। পিউনিক শব্দ ফিনিক হইতে হইয়াছে। কার্থেজ ফিনিকদের উপনিবেশ ছিল; ফিনিক ভাষায় কার্থাডা ফির অর্থ 'নূতন নগর'। ১ম যুদ্ধ (খৃ পূ ২৬৪—২৪১)। ২য় যুদ্ধ (খৃঃ পূ ২১৮—২০১); এই যুদ্ধে হানিবল (দ্র) পরিচালনা করেন। শেষ যুদ্ধ হয় কার্থেজের নিকট জামা নামক স্থানে; কার্থেজীয়গণ পরাভূত হয়। ৩য় যুদ্ধ (খৃ পূ ১৪৯—১৪৬); রোম কার্থেজকে ধ্বংস করিবার জন্য এই যুদ্ধ করে এবং ঐ মহানগরীকে অবরোধ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করে; যুদ্ধান্তে কার্থেজ নগরী ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়।

পিউনিটিভ পুলিস, পিটুনি পুলিশ (Punitive Police) কোন স্থানে সাধারণ পুলিস বাহিনী শান্তি রক্ষায় অসমর্থ হইলে পিঃ পুঃ বসানো হয়। সাধারণত রাজনৈতিক ডাকাতি ইত্যাদি বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কোন এলাকায় ঘন ঘন হইতে থাকিলে প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট সেখানে বিশেষ ফৌজ বা পুলিস নিযুক্ত করেন। ইহাদের ব্যয়ভার স্থানীয় লোকদের, অনেক সময়ে বিশেষ সম্প্রদায়েরই বহন করিতে হয়। বাংলাদেশের বহু স্থানে নানা সময়ে পিউনিটিভ পুলিস বসানো হইয়াছিল; সাধারণ লোকে ইহাদের নাম দিয়াছিল 'পিটুনি পুলিশ'।

পিউমা (Puma)
মার্জার পরিবারের বৃহৎ মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী। ইহারা প্রায় ৪ ফুট দীর্ঘ হয়; বাচ্চা পিউমার গায়ে কালো দাগ থাকে; কিন্তু বড় হইলে এই দাগ মিলাইয়া যায় ও গায়ের রঙ হয় পাটকিলে। উত্তর-আমেরিকায় ইহাকে পার্বত্য-সিংহ (Mountain lion) বা পান্‌থার বলে; দঃ আমেরিকায় কুগার (Cougar) বলে। ইহারা দ্রুত গাছে উঠিতে পারে।

পিউমিস (Pumice stone)

এক প্রকার ফোঁপরা আগ্নেয় শিলা; ধূসর বর্ণ। পালিশ ও ঘসার কাজে ইহা ব্যবহৃত হয়। সাবানের উপাদানের সহিত এই পাথর গুঁড়া মিশাইলে ভাল মেটাল্ পলিশ বা বাসনপাত্র মাজিবার সাবান তৈয়ারী হয়। অইল ক্লথ করিবার সময় এই পাথর কাপড়ের উপর ঘসা হয়।

পিউরিটান (The Puritans)

ইংল্যান্ডে ১৬ শতকে যেসব প্রোটেস্টান্ট পাদরী ইংলিশ চার্চকে রোমীয় প্রভাব ও কুসংস্কারাপন্ন অনুষ্ঠানাদি হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাদিগকেই প্রথমত পিঃ বলা হইত। পাদরীদের মধ্য হইতে পরে উহা সাধারণ প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে প্রচার লাভ করে এবং কালে ইহারা পৃথক সম্প্রদায়ের ন্যায় হইয়া যায়। কবি মিলটন, রাজনীতিক ও যোদ্ধা ক্রমওয়েল এবং ধর্মতত্ত্ববিদ্ বেনিয়ান্ পিউরিটান ছিলেন। পিঃরা সকল প্রকার উৎসব অনুষ্ঠানকে বাচালতা মনে করিত এবং তাহারা কমনওএলথের সময় বহু ...ন সেই অজুহাতে বন্ধ করিয়া দেয়। ২য় চার্লসের প্রত্যাবর্তনের পর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। আমেরিকার নিউ ইংল্যান্ডের কলোনী ইহাদের সৃষ্টি।

পিউলি গাছ

এক প্রকার ক্ষুপ। ফুল বড়, হলুদাবর্ণ। কবি ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'বান্ধুলী, পিউলী, মালতী, জাতি' (যোগেশ)।

পিক্টস্ (Picts)

স্কটল্যান্ডের আদিম অধিবাসী। ইহারা নিজেদের দেহ রঞ্জিত করিত বলিয়া রোমানরা ইহাদিগকে পিক্টস্ নাম দেয়।

পিক্‌নিক (Picnic)

কথাটি ইংরেজি। বনভোজন, চড়ুইভাতি, পোষালী প্রভৃতি বাংলা শব্দর পরিবর্তে আজকাল অধুনা-শিক্ষিতরা পিক্‌নিক্ শব্দটি ব্যবহার করিতে ভালবাসেন। সাধারণত গ্রামের বাহিরে, নদীর তীরে, ছায়াশীতল স্থানে লোকে বনভোজন করে।

পিকরিক অ্যাসিড (Picric Acid)

ফেনল্ বা কার্বলিক অ্যাসিডের উপর নাইট্রিক অ্যাসিডের ক্রিয়ার ফলে এক প্রকার উজ্জ্বল, হলুদাবর্ণ ক্রিস্টালসদৃশ গুঁড়া পাওয়া যায়; ইহাই পিঃ অ্যা। ইহা পচনাদি রোগ নিবারক; কিন্তু ইহার প্রধানতম ব্যবহার হইতেছে বিস্ফোরক (explosive) প্রস্তুতিতে।

পিকেটিং (Picketing)

ইংরেজিতে পিকেটএর অর্থ রক্ষীসৈনিক (guard); স্ট্রাইক বা ধর্মঘটের সময়ে ধর্মঘটিরা অপর কর্মীদের কারখানার কাজে যোগদানে বাধা দিবার জন্য দাঁড়াইত বলিয়া তাহাদের কাজকে পিঃ বলিত। ইংল্যানডে ১৮৭৫এ জোর করিয়া কোন কর্মীকে কাজ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য পিকেটিং-করা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয়। পরে শান্তিপূর্ণ পিঃ আইনে অনুমোদিত হয়; তবে কোন ধর্মঘট বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইলে সেক্ষেত্রে, শান্তিপূর্ণ পিঃও বে-আইনী হইত।...ভারতবর্ষে ১৯০৫এ স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে বিদেশী বর্জন বা বয়কট আন্দোলনের সময় বিলাতী কাপড় চোপড় ও লবণাদি বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ দোকানে পিঃ করিত।... অসহযোগ আন্দোলনের সময় মদ্য বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য পিঃ হয়। পিকেটিং-করা বে আইনী বলিয়া অর্ডিনান্স পাশ হয়।

পিগ্ আয়রন (Pig iron)

লৌহ কারখানায় গলিত-লৌহ চুল্লী হইতে বাহির করিয়া সরু সরু নালী দিয়া চালিত করিয়া গর্তের মধ্যে ছাঁচে ফেলা হয়। এই ছাঁচগুলি দেখিতে শূকরীর মত; তাই Pig নামে এই লোহার লোহা বাজারে চলে। (দ্রঃ লৌহ)

পিগমালিয়ন (Pygmalion)

গ্রীক পুরাণ মতে সাইপ্রাস (Cyprus) দ্বীপের রাজা পিগমালিয়ন হস্তীদন্তের এক অপরূপ নারীমূর্তি খোদাই করেন। ইহা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে তিনি দেবী আফ্রোদিতের নিকট ইহাকে প্রাণবন্ত করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। দেবী মূর্তিকে প্রাণদান করিলে পিঃ তাহাকে বিবাহ করেন। বার্নার্ড শ'র একখানি নাটকের নাম পিগমালিয়ন।

পিগ্‌মী (Pigmy) Grk.Pygmaei অর্থাৎ এক পিগ্‌ম বা ১৩½ ইঞ্চি খাড়াই মানুষ।...সাড়ে তিন ফুট হইতে চারি ফুট খাড়াই মানুষ পৃথিবীর নানাস্থানে দেখা গিয়াছে; ১৮৯৪ এ সুইসদেশে ইউরোপীয় পিগমীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। উঃ আমেরিকায় ১৭ শতকে ক্ষুদ্রাকার জাতির চিহ্ন Foxe নামক পরিব্রাজক পাইয়াছিলেন। মধ্য-আমেরিকা ও আমাজোন অপ্‌বাতিকায় ইহাদের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য আফ্রিকার পিগমীদের আধুনিকযুগে পাওয়া গিয়াছে। উহারা নিগ্রোদের একটি উপজাতি; ইহারা লম্বা ৩'-৬" হইতে ৪'-১১" মাত্র। গ্রীকলেখকগণ এইরূপ জাতির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

পিঙ্গল

সংস্কৃত ছন্দ সম্বন্ধে গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার গ্রন্থে বৈদিক ও সংস্কৃত

যুগের ছন্দ আলোচিত হইয়াছে। হলায়ুধ ভট্ট কৃত 'মৃতসঞ্জীবনী' নামে ভাষ্য বিখ্যাত। সীতানাথ সামাধ্যায়ী ভট্টাচার্য কৃত বাংলার অনুবাদ (১৯১১), কুঞ্জবিহারী তর্ক সিদ্ধান্ত কৃত (১৯১৪) অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

পিঙপঙ, টেবিল টেনিস (Table tennis)

ইহাকে table tennis ও বলে। বড় একটি টেবিল ছোট ডাড়ুর ন্যায় ব্যাট ও ডিমের মত দেখিতে শাদা শক্ত সেলুলয়েডের বল ও একটা জাল হইতেছে খেলার সরঞ্জাম। টেবিল ৯'×৫'; উচ্চ ২½ ফুট। জাল ৬' লম্বা ও ৬¾ ইঞ্চি উচ্চ; জালটি বাহিরে দুইদিকে ৬" করিয়া থাকিবে। সেলুলয়েডের বলের বেড় ৪½-৪¾ ইঞ্চি। বল মারিবার সময় প্রথমে নিজের কোর্টে ফেলিয়া প্রতিপক্ষের দিকে উহা পাঠাইতে হয়। ৫ দানের পর হাত বদল হয়। ২১ পয়েন্ট খেলা শেষ হয়; উভয় দলের ২০ পয়েন্ট হইলে এক পক্ষকে ২ পয়েন্ট করিতে হইবে; নতুবা হারজিত অমীমাংসিত থাকিবে।... আন্দাজ ১৯০১এ এই খেলা প্রবর্তিত হয়। আমাদের দেশে পিঙপঙ খেলা অধুনা চলিত হইয়াছে;

পিচ্ (Pitch)

আলকাতরা হইতে আংশিকভাবে চোলাই করিয়া যে ঘন অংশ পড়িয়া থাকে তাহাকেই সচরাচর পিচ্ বলে; পেট্রোলিয়ম ও কাঠের আলকাতরা হইতেও পিচ্ পাওয়া যায়। এই পদার্থ শহরের রাস্তায় ব্যবহৃত হইতেছে। পাথরের গুঁড়ার সঙ্গে পিচ্ গলাইয়া রাস্তা দিয়া রোলার দিয়া মাজিয়া দেওয়া হয়। ত্রিনিদাদের (Trinidad) পিচহ্রদে ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়।

পিচ্‌ব্লেন্ড (Pitchblende or Uraninte)

এক প্রকার অপরিষ্কৃত উরেনিয়াম-অক্সাইড্। ইহা দেখিতে গাঢ় পাটকিলে বা কালচে-সবুজ, অনেকটা পিচের ন্যায়। ইহা উরেনিয়াম ও রেডিয়ামের উৎস। এ ছাড়া থোরিয়াম্, সেরিয়াম্, য়ত্রিয়াম্, পোলোনিয়াম প্রভৃতি দুষ্প্রাপ্য ধাতু ইহা হইতে পাওয়া যায়। হিলিয়ম (helium) গ্যাস এই পিচ্-ব্লেন্ড হইতে উৎপন্ন হয়। এই ধাতু বোহেমিয়া, হাংগেরি, উঃ আমেরিকার নানাস্থানে ও ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল জেলায় পাওয়া যায়।

পিচকারী (Syringe)

পাম্প যেভাবে কাজ করে, সেইভাবে জল পিচ্‌কারীর মধ্যে উঠে। ইহা বাঁশের, টিনের, পিতলের, রূপার, কাঁচের হইতে পারে। হোলির সময় ইহা দিয়া রঙের জল খেলা হয়। উৎসবাদিতে সূক্ষ্ম পিঃ দিয়া সুগন্ধ ছড়ানো হয়। ছোট ছেলেদের কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে ডাক্তারে কাঁচের পিঃ করিয়া গ্লিসারিন জলে মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে দেয়।

পিচ-বোর্ড (Paste board)

আঠা দিয়া জমাইয়া (Paste করিয়া) কাগজ পুরু করা হইত বলিয়া এই নাম। কার্ড-বোর্ড (Card B), স্ট্র-বোর্ড সবকেই পিঃ বলা হয়। বর্তমানে খড়ের মণ্ড (Pulp) হইতে প্রস্তুত হয়। উহা দেখিতে হলদেটে। খাতা, বই, বাঁধানো প্রভৃতি কাজে ইহার প্রধান প্রয়োজন। পিচ্-বোর্ড বিদেশ হইতে আসে।

পিচ্ছিল জিনিষ (Lubricate) দ্রঃ 'তেল'।

পিজারো (Pizarro, Francisco ১৪৭৮—১৫৪১)

স্পেনীশ সাহসিক ও দেশ আবিষ্কারক। স্পেনের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়া কয়েকবার আমেরিকায় যান। দঃ আমেরিকায় ইনি স্পেনীয় সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। পেরুতে শক্তিশালী একটি প্রাচীন রাজবংশ ছিল; এই সময়ে সিংহাসনের জন্য আতাহুআল্পা ও তাহার ভাই হুআস্কারের মধ্যে গৃহবিবাদ চলিতেছিল; এই বিবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুষ্টিমেয় বন্দুকধারী স্পেনীশ সৈন্য লইয়া পিজারো পেরু আক্রমণ করেন। কিছুকাল পরে আলমাগ্রো নামে অপর একজন স্পেনীশ সেনাপতি ও সাহসিকের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। আলমাগ্রোর দলের লোকে পিজারোকে খুন করে। পিজারো নিরক্ষর ছিলেন।

পিট্, উইলিয়াম (Pitt, William ১৭৫৯ (১৮০৬)

ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিক। আর্ল অব্ চ্যাথামের পুত্র। ১৭৮২ অব্দে মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে তিনি চানসেলর অব্ এক্স-চেকর হন। ১৭৮৩তে ইনি প্রধান মন্ত্রী ও অর্থ সচিব হন; ফরাশী বিপ্লব ও নেপোলনীয় যুদ্ধের যুগে গ্রেট বৃটেনকে ইনি পরিচালনা করেন। ১৭৮৯এ ফরাশীবিপ্লব আরম্ভ হয় ও ১৭৯৩এ বৃটেন ফরাশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৯৭এ ইংরেজ অন্যান্য মিত্রদের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও পিটের অদম্য চেষ্টায় তাহারা জয়ী হয়। ১৭৯৮ আইরিশদের বিদ্রোহ দমন করেন। ১৮০০ অব্দে আয়ারল্যান্ড ও গ্রেট বৃটেন এক পার্লামেন্টের অধীন মিলিত হইল। ইনি আরিশ ক্যাথলিকদের সম্পূর্ণ সমাধিকার দিবার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্তু রাজা বিশেষ আপত্তি করায় পিট্ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন ১৮০১। ১৮০৪এ পুনরায় মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন; এই সময়ে ট্রাফলগারের যুদ্ধে ফরাশী নৌ-শক্তিকে নেলসন ধ্বংস করেন। কিন্তু অস্টারলিজের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার পরাজয় সংবাদ শুনিয়া তিনি এতই মর্মাহত হন যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি চিরকুমার ছিলেন।

পিট্‌ম্যান্ (Sir Isaac Pitman ১৮১৩-৯৭) শর্টহ্যাণ্ডের (দ্রঃ) আবিষ্কারক। তাঁহার প্রবর্তিত ইংরেজি রেখাক্ষর দ্রুত শ্রুতলিখন পদ্ধতি এখন সর্বত্র চলিতেছে।

পিটলী গাছ, পিণ্ডার (Trewia nudiflora Linn.) এরাণ্ডাদিবর্গের তরু। বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া পড়ে এবং নূতন পাতা ধরার সঙ্গে ফুল ধরে। পাতা পানের মতন ; পুং স্ত্রী পৃথক গাছ। পুং মঞ্জরীগুলি দীর্ঘ হয় ও ঝুলিতে থাকে। ফল গোল ও কঠিন। কাঠ নরম। ফল শীতল, পিত্তনাশী, বল ও রুচিকারী ; পাকে লঘু।* (যোগেশ ; Chopra 584)

পিটার (Peter the great)
রুশিয়ার জার বা সম্রাট। জন্ম ১৬৭২, রুশের রাজা ১৬৮২-১৭২৫ খৃঃ। ইনি মধ্যযুগীয় রুশে পাশ্চত্য য়ুরোপীয় শিক্ষা ও শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেন। বর্বর রুশকে সভ্য করিবার জন্য ইনি দায়ী। তুর্কীর সঙ্গে যুদ্ধ (১৬৯৬) করিয়া আজোভ সাগর পর্যন্ত রুশ রাজ্য বিস্তার করেন। ১৬৯৭এ তিনি ইউরোপীয় নানা রাজধানীতে যান ও হল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বন্দরে জাহাজ তৈয়ারীর কাজ স্বহস্তে শিক্ষা করেন। তিনি বহু ইন্‌জিনীয়ার বৈজ্ঞানিক শিল্পী লইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন ও পাশ্চত্য ধরণে সৈন্যাদি শিক্ষিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অবশিষ্ট সময় সুইডেন ও তুর্কীর সহিত যুদ্ধে কাটে। ইনি সেণ্ট পিটার্স-বার্গ নগরী-স্থাপয়িতা। বাংলায় 'রুশিয়াধিপতি পিটারের জীবনবৃত্তান্ত' বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত (১৮৮৯)।

পিটার, পিতর (Peter)
খৃষ্টের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম; আদি নাম সাইমন, স্ট জোনাবের পুত্র ; গালীলের অন্তর্গত বেৎসৈদা গ্রামের এক ধীবর। যীশু খৃস্ট ইহাকে আহ্বান করেন ও ইনি জাল ফেলিয়া তাঁহার অনুগমণ করেন। প্রবাদ তিনি রোমে প্রচারে গমন করেন ও সম্রাট নিরোর আদেশে ক্রুস্‌বিদ্ধ হন (৬৮ খৃঃঅ)।...বাইবেলের মধ্যে পিটারের যে পত্রাবলী আছে তাহা ইঁহার রচনা কিনা সে-বিষয়ে আধুনিক পণ্ডিতরা একমত নহেন। এসিয়া মাইনরের খৃস্টানদের উদ্দেশ্যে পত্রগুলি লিখিত। প্রথমখানি প্রবাদমত পিটার-লিখিত, কিন্তু ২য় খানি অন্যের রচিত।

পিটার, ফকির (Peter the Hermit)
ইউরোপের মধ্যযুগের খৃস্টান-প্রচারক। ইনি আমেনের (Ameins, ফ্রান্স) পুরোহিত ছিলেন। ১০৯৫এ পোপ দ্বিতীয় আরবান্ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুজেড ঘোষণা করিলে পিটার সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইস্‌লাম-বিদ্বেষ প্রচার করেন। ইনি একদল ক্রুজেডার লইয়া কোলন হইতে কনস্টান্টিনোপলে যান ও তথা হইতে জেরুসালেম পৌছান ; ইহাই প্রথম ক্রুজেড (দ্রঃ ক্রুজেড)।

পিটার্স পেন্স (Peter's Pence)
রোমের পোপকে দিবার জন্য এক প্রকার চাঁদা সর্বশ্রেণীর লোকের নিকট হইতে আদায় করা হইত ; ৮ম শতকে ইংল্যান্ডে ইহা সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়। তথায় এই চাঁদা দান করা আইনসঙ্গত হইয়া দাঁড়ায়। ১৫৩৪এ এক আইন করিয়া ইহা রদ করা হয়।

পিটিশন অব্ রাইটস্ (Petition of Rights)
১৬২৮এ ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে তৃতীয়বারের পার্লামেণ্ট তাহাদের দাবী P. of R এ জ্ঞাপন করে। চার্লস দাবীগুলি স্বীকার করিলেন ; ইহাতে প্রধানত ৪টি সর্ত ছিল ; (১) পার্লামেন্টের অনুমতি না লইয়া কোনও দান বা ঋণ জুলুম করিয়া আদায় করা আইনসঙ্গত হইবে না ; (২) বিনা বিচারে, শুধু রাজার আজ্ঞায় কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা যাইবে না। (৩) গৃহস্থর বাড়ীতে সৈন্যদের থাকিবার জন্য জায়গা করা যাইবে না ; (৪) শান্তির সময়ে 'মার্শাল ল' বা সামরিক আইন বলে কাহারও বিচার হইবে না। প্রথম দুইটি ধারা মাগনা কার্টাতে ছিল, তবুও পুনরায় ঘোষণা করিয়া লোকে রাজাকে তাহাদের অধিকারের কথা স্মরণ করাইয়া দিল। স্যর জন্ ইলিয়টের পরামর্শে কমন্স সভায় এই আবেদন গৃহীত হইয়াছিল।

পিটুইটেরি গ্রন্থি (Pitutary gland)
ইহা নালীহীন গ্রন্থি। মস্তিষ্ক যে অস্থির উপর অবস্থিত তন্মধ্যে একটি ছোট গর্তে ইহার অবস্থান। ইহার রস শরীর বৃদ্ধির নিয়ামক। নিঃসৃত রসের হ্রাস বা বৃদ্ধি হেতু জীবের দেহ বিকৃত হয়। অর্থাৎ এই রস ঘাটতি হইলে শিশু 'বামন' হইয়া থাকে ; এবং ইহার আধিক্যের ফলে চেহারা 'দৈত্যকার' হয়। উভয়ই অস্বাভাবিক।...মেষের পিটুইটেরি গ্রন্থি হইতে একপ্রকার উত্তেজক ঔষধ প্রস্তুত হয় ; জরায়ুর উপর ইহার কাজ বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া প্রসবের সময় প্রয়োজন হইলে চিকিৎসকরা প্রসূতির উপর ইনজেকশন করেন।

পিটুনী পুলিশ (দ্রঃ পিউনিটিভ পুলিস)

পিটের ইন্‌ডিয়ান্ অ্যাক্‌ট (Pitt's Indian Act 1784) ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের শেষদিকে বিলাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট্ (১৭৮৪) বৃটিশ পার্লামেন্টে

ভারত আইন পাশ করেন। ইহাতে প্রকৃতপক্ষে ভারত শাসন ক্ষমতা কোম্পানীর নিকট হইতে রাজহস্তে হস্তান্তরিত হয় ও ছয়জন কমিশনার লইয়া বোর্ড অব্ কন্ট্রোল গঠিত হয়। ভারতের সামরিক ও অসামরিক শাসন বা রাজস্ব সম্বন্ধে যাবতীয় কার্য ও ঘটনা পর্যবেক্ষণ, পরিচালন ও সংযত করা এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। কোম্পানীর অংশীদার-সভা পরিচালক-সভার (Court of Directors) সিদ্ধান্ত বাতিল করিবার পূর্বক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হয়; পরিচালক-সভা ও ভারত সরকারের মধ্যে যে চিঠিপত্র আদান প্রদান হইবে তাহা পর্যবেক্ষণ করিবার অধিকার এই বোর্ডের হস্তে ন্যস্ত হইল। গভর্নর-জেনারেল, গভর্নর প্রভৃতি নিয়োগ ব্যাপারে পরিচালক-সভাকে সম্রাটের অনুমতি লইবার ব্যবস্থা হয়। বিলাতের রাজস্ব-সচিব, একজন সেক্রেটারী অব্ স্টেট এবং চারিজন প্রিভি-কাউন্সিলর লইয়া এই বোর্ড গঠিত হয়। কালে বোর্ডের সভ্যসংখ্যা কমিতে কমিতে ১৮৪১এর পরে একমাত্র সভাপতিতে বোর্ড পর্যবসিত হয়। ভারতবর্ষের শাসনভার গভর্নর জেনারেলের উপর অর্পিত হইল; তাঁহার অধীনস্থ তিনটি প্রদেশের যুদ্ধ, শান্তি অর্থ ও বৈদেশিক ব্যাপারের সমুদয় কার্যভার পরিচালনের জন্য তিনজন লইয়া একটি ক্ষুদ্র সমিতি গঠিত হইল।...পিটের ভারত আইন অনুসারে ১৭৮৪ হইতে ১৮৫৮ পর্যন্ত ভারত শাসন পরিচালিত হইয়াছিল।

পি. ডবল্‌উ. ডি (P.W,D.) Public Works

Department দ্রঃ পূর্তবিভাগ।

পিণ্ডদান

শ্রাদ্ধ শেষে পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশ্যে চরু ও ফল মূলাদি দানকে পিণ্ডদান বলে। গয়ায় এই পিণ্ডদান প্রশস্ত বলিয়া হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস। ইহা আদিম যুগের পিতৃপুরুষ পূজার চিহ্ন (Ancestor worship)।

পিণ্ডারী, মারাঠি পেণ্ঢারী

পিণ্ড অর্থ একপ্রকার মদ্যপায়ী লোক। শিবাজীর দলভুক্ত হিন্দুমুসলমান লুণ্ঠনবৃত্তিধারী সম্প্রদায়। পিণ্ডারী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮) বৃটিশদের দ্বারা মারাঠা শক্তি ধ্বংস হইলে পেশবা প্রভৃতির নিযুক্ত সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তাহারাই ক্রমে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করে; সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের লোক পিণ্ডারীদলে ছিল। বড়লাট লর্ড হেস্টিংস ১৮১৮এ ইহাদের প্রায় নিঃশেষ করেন। এই কার্যে দেশীয় রাজারা বিশেষ সাহায্য করেন। নেতা করিম খাঁ আত্মসমর্পন করিলে যুক্তপ্রদেশে রামপুরের রাজা তাহাকে প্রদত্ত হয়; অপর সর্দার আমীর খাঁকে টঙ্কের নবাব পদ দেওয়া হয়। চিতু বনে ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহত হয়।

পিতল (Brass)

তামা, দস্তার নানারূপ অনুপাত মিশ্রণের ফলে বিচিত্র সঙ্কর ধাতু প্রস্তুত হয়। রাঙ ও সীসাযোগে পিতলের গুণান্তর হয়। পিতলের বাসনপত্রর দাম কাঁসার হইতে অনেক কম। কাঁসার বাসনে রান্না হয় না, অগ্নি সংযোগে ফাটিয়া যায়; পিতলের বাসনে, রান্না চলে। পিতলের চাদর (Sheet), রড্ (Rod) সমস্তই বিদেশ হইতে আসে। পিতলের হাঁড়ি, বোকনা, ঘড়া, ঘটি, ডাবর, টুকনি, ফেরো, কড়াই, বাটি, জগ, কমণ্ডলু, গেলাস, তৈয়ারী হয় পিতলের সুন্দর রথ ও মূর্তি হয়। এছাড়া কব্জা, হাতোল ধূপদান প্রভৃতি হয়।

পিত্ত (Bile)

যে ঘন, তিক্তরস যকৃৎ হইতে নিঃসৃত হয় তাহাকে পিত্ত বলে। ইহা একটি নলের ভিতর দিয়া আসিয়া নিয়ত ক্ষুদ্রঅন্ত্রের মধ্যে পড়ে; অথবা পিত্ত-থলিতে (Gall bladder) আশ্রয় লয়। সারা দিনে প্রায় ১ পাইণ্ট পিত্ত অন্ত্রে যায়; কিন্তু যদি বাধা পায় তবে পেশীর মধ্য দিয়া সর্বাঙ্গে পিত্ত ছড়াইয়া পড়ে, তখন ন্যাবা (Jaundice) হয়। পিত্তর কাজ ভালরূপে না হইলে bladderএ উহা জমিতে জমিতে ক্রমে তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর তৈয়ারী করে। স্নানের পর পিত্ত খুব সচল হয় সেইজন্য স্নানের পরই আহারের নিয়ম।

পিত্ত পাথুরী (Gallstone), পিত্তশূল (Biliary

colic) পিত্তকোষ বা পিত্তবাহীনালীর মধ্যে আহারাদির দোষে পিত্তরসের তলানি জমিয়া তথায় প্রস্তর-কণা সৃষ্ট হয়। বালুকা-রেণু (Gravel) বা কপোত-ডিম্ব অথবা মটর পরিমাণ ছোট বড় মাঝারি, গোলাকার, শাদা, কালো, কটা বা সবুজবর্ণ এক বা বহু সংখ্যক পাথর পিত্তকোষে জন্মে; ইহাকে পিত্ত-পাথরী বলে। শতকরা ১০ জন লোকের এই পীড়া আছে, তন্মধ্যে নারীর অনুপাত অধিক। পাথরের অস্তিত্ববোধ বহুদিন না থাকিতে পারে, কদাচিৎ পেটে বেদনা অনুভূত হয় মাত্র। কিন্তু পাথর পিত্তকোষ হইতে পিত্তবাহীনালীর মধ্যে আসিয়া পড়িলে সহসা বা ধীরে ধীরে পেটে দুঃসহ বেদনা সুরু হয়। এই বেদনাকে পিত্তশূল বলে (biliary colic)। পাথর গ্রহণী বা duodenumএ আসিয়া পড়িলে বেদনার অবসান হয়। পাথর মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়।

পিথাগোরাস (Pythagoras খৃ পূ ৫৭০-৫০৪ ?)

গ্রীক দার্শনিক। জন্মস্থান সামোস দ্বীপ। ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন পিথাগোরাসের কিছু কিছু মত ভারতবর্ষের সাংখ্য দর্শন হইতে গৃহীত। ইনি আত্মার পুনর্জন্মাদি বিশ্বাস করিতেন বলিয়া সাধারণত

এই ধারণা জন্মে। ইনি জ্যামিতির উন্নতি করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। পিঃ ইতালী গিয়া ক্রোটনা নামক স্থানে একটি আস্তানা গাড়েন; বহু শিষ্য জোটে এবং তাহারা পিঃকে গুরুর মত ভক্তি করিত। এই সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ক্রোটনা অধিবাসীদের নিকট বিসদৃশ লাগে ও তাহারা পিঃর আস্তানা ধ্বংস করে। বহু লোক মারা যায়; শোনা যায় পিথাগোরাস স্বয়ং অগ্নিতে পুড়িয়া মারা পড়েন।

পিনেলোপি (Penolope)

ওডিসিউসের সাধ্বী পত্নী; ওঃ দীর্ঘকাল ট্রোজান যুদ্ধের জন্য রাজ্যের বাহিরে থাকেন। সেই সময়ে বহু যুবাপুরুষ এই সুন্দরীকে পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করে; ইনি সকলকে বলিতেন যে তাঁহার শ্বশুরের কফিনের আচ্ছাদনের জন্য তাঁতে যে কাপড়খানি বুনিতেছেন সেখানি শেষ হইলে বিবাহ করিবেন। দিনমানে তিনি তাঁত বুনিতেন ও রাত্রি জাগিয়া তাহা খুলিয়া ফেলিতেন; এইভাবে স্বামীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ২০ বৎসর সকলকে শান্ত রাখিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র টেলেমাকাস। সতীত্ব সম্বন্ধে অন্য প্রকার গল্পও আছে।

পিণ্ট (Pint) বা পাইট

ইংরেজি মাপ, সাধারণত তরল পদার্থের। এক গ্যালনের $\frac{1}{8}$ অংশ। ঔষধে ১ পিঃ=২০ আউন্স। প্রায় আধসের।

পিন্ডার (Pindar খৃ পূ ৫২২—৪৪২)

গ্রীক কবি। বিশ বৎসর বয়সে কোরাস গীতিকবিতা রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। গ্রীসের নানা স্থান হইতে কোরাস গীতিকাব্য রচনা করিয়া দিবার জন্য ফরমাইস পাইতে থাকেন। গ্রীসের জাতীয় মেলায় তিনি কাব্য রচনার জন্য শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। তাঁহার অধিকাংশ কাব্যই লুপ্ত, Epinicia নামে কাব্যখানি পুরা পাওয়া গিয়াছে।

পিপারমেণ্ট (Pepperment)

ইউরোপের একপ্রকার দীর্ঘায়ু ক্ষুপ; ইংল্যান্ডে বন্য হইয়া জন্মে; এখন ইউরোপে ও আমেরিকায় চাষ হয়। ইহার ফুল শুকাইয়া চোলাই করিলে যে তেল পাওয়া যায়, তাহাতে মেন্থল (menthol) আছে। চীন ও জাপানের এই শ্রেণীর গাছ হইতেও প্রচুর মেঃ প্রস্তুত হয়। বর্তমানে জাপান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পিঃ ও মেন্থল সরবরাহক। এখন অস্ট্রেলিয়া ও রুমানিয়াতে এই ক্ষুপের চাষ সুরু হইয়াছে। (Chopra 188—198)।

পিপীলিকা, পিঁপড়ে (Ant : Formicidae)

পিপীলিকা এক জাতীয় পতঙ্গ। সাধারণ পতঙ্গের ন্যায় ইহাদের দেহ তিনভাগে বিভক্ত—মাথা, বুক ও পেট। বুক ও পেটের মাঝে সরু কোমর। ইহাদের শুঙ্গ বা অ্যানটেনা দেখিতে অনেকটা ইংরেজি L এর মতন; ইহার সাহায্যে ইহারা পথ চিনিতে পারে ও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ করে। দুইটি পুঞ্জাক্ষি (দ্র) মস্তকের দুইপার্শ্বে আছে, দেহের রঙের সহিত মিশানো বলিয়া হঠাৎ বুঝা যায় না।...এক জাতেরই পিঁপড়ের মধ্যে নানা চেহারার পিঁপড়ে দেখা যায়; সাধারণত যে পিঁপড়েদের আমরা দেখিতে পাই, তাহারা কর্মী (worker); ইহাদের ডানা নাই; পুরুষ ও স্ত্রী উভয় প্রকার পিপীলিকারই ডানা আছে। স্ত্রী-পিঃ পুং-পিঃ অপেক্ষা আকারে অনেক বড়; তার উপর পেটটা আরও বড়। সেটা হয় ডিমে ভর্তি বলিয়া। ইহাদের সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে বর্ষাকালে উড়িয়া কখনো আসে। ডানাহীন কর্মী পিঁপড়ে দুই শ্রেণীর হয়; বড় আকারের যেগুলি তাহাদের মুখে কামড়াইবার যন্ত্র (mandible) বেশ বড়ই হয়; ইহারা হইতেছে সৈনিক। ছোট আকারের পিঁপড়েরা সাধারণ শ্রমিক। সৈনিকরা অন্য পিঁপড়েদের ঘর বাড়ী আক্রমণ করে, বাচ্চা ও ডিম কাড়িয়া লইয়া আসে ও তাহাদের লালন করিয়া দাস শ্রেণীভুক্ত করে। শ্রমিকরা ঘর পরিষ্কার, শিশু পালন, খাদ্য সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করে।...পুরুষ পিপীলিকারা অত্যন্ত অলস, কোন কাজ করে না; উহাদের দেহও অপেক্ষাকৃত ছোট। প্রতিদলে একজন রানী থাকে; তাহাকে সকলে খুব যত্ন করে। রানী ডিম প্রসব করে বটে কিন্তু সন্তান পালন করে শ্রমিকরা।...পিঁপড়ে মরা প্রাণীর দেহ, চিনি, গুড়, নানাবিধ শস্য ও উদ্ভিদ্ খাইয়া থাকে। ইহারা সমাজবদ্ধভাবে বাস করে; কাঠ ও মাটি দিয়া ঘরবাড়ী তৈয়ারী করে। কোন কোন জাতের পিঃ গাছের ডালে পাতা জুড়িয়া বাসা বাঁধে। এক একটি বাসায় বহুসংখ্যক পিঃ বাস করে।...ইহারা দুধ খাইবার জন্য একজাতীয় গরু (ant-cow) পালন করে ও কৃষিকার্যের দ্বারা ফসল উৎপন্ন করে। গাছের ডালে এফাইড্ নামে এক প্রকার কীটের দেহের উপর পিঃ শুঙ্গ বুলাইয়া দিলে উহাদের গা হইতে মিষ্ট রস নির্গত হয়; ইহাই পিঃ পান করে। ব্যাঙের ছাতার স্পোর সংগ্রহ করিয়া ভিজা মাটিতে পুতিয়া দেয় এবং তাহা হইতে যে গাছ জন্মে, তাহা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করে।... বর্ষাকালে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে,' পুরুষ ও স্ত্রী পিঃ বাসা হইতে উড়িয়া পালায়; তখন কর্মীরা বাধা দানের চেষ্টা করে; তৎসত্ত্বেও অনেকে পালায়। ইহাদের অধিকাংশই মরে; তবে যেসব স্ত্রী পিঁপড়ে ডানা খসিয়া যাওয়া সত্ত্বেও জীবিত থাকে, তাহারাই বাসায় গিয়া নূতন পরিবার গঠন করে।

এদেশে বহুবিধ পিঃ আছে; আম পিঃ লালচে, বড়; ইহারা আম

গাছের পাতা জোড়া দিয়া বাসা বাঁধে ; দংশনে জ্বলে। কাঠ-পিপড়া কটা রঙের, আম গাছের ছালের মধ্যে বাসা করে ; কামড়াইলে খুব জ্বলে। ডেঙে পিঃ কামড়াইলে রক্ত বাহির হইয়া যায়। খুদে পিঁপড়ে, শুড়শুড়ে পিঁপড়ে প্রভৃতি অনেক রকম জাত আছে। পৃথিবীতে প্রায় ২০০০ জাতে পিঃ আছে।

পিপলাশ গাছ

পাতা ও ছাল জলে ভিজাইয়া রাখিলে হড়হড়িয়া লালা হয় ; পাতা একোত্তর, রোমহীন মৎস্যাকার, চম্পক পাতার মতন। ফুল গ্রীষ্মকালে ফোটে, ফুলে অনেক কেশর। (যোগেশ

পিপুল, পিপ্পলী (Piper longum)

তাম্বূলাদি বর্গের দীর্ঘায়ু লতার বাঁচায় শুকানো ফল। বঙ্গদেশে ও দঃ ভারতে চাষ হয়। আয়ুর্বেদে প্রচুর ব্যবহৃত হয়। গজপিপ্পলী (Scindaspus officinalis) কচুআদি বর্গের স্থূল বৃহৎ প্রতানী। ইহার পাতা বড়। পুষ্পমঞ্জরী হাতীর শুড়ের মতন মোটা। লোকে যাহাকে 'জাহাজী পিপুল' বলে, অর্থাৎ যে পিপুল সিঙ্গাপুর এবং জাঞ্জিবার হইতে আনীত হয়, তাহাই আয়ুর্বেদ গ্রন্থে সিংহলী পিপুল নামে পরিচিত। গৃহস্থের বাড়ীতে যে পিপুল এমনে জন্মে তাহাকে বন পিঃ বলে। পিপুল উষ্ণ, বায়ুনাশক, মৃদুরেচক ও রসায়ন। (দ্রঃ যোগেশ ; বনৌষধি দর্পণ ৪২৩-৪ ; Chopra 591) ।

পিয়াজ, পলাণ্ডু (Onion)

পলাণ্ডু শব্দ অমরকোষে আছে ; চরকসংহিতায় ঔষধার্থে প্রয়োগের কথা আছে ; সুতরাং ইহা ভারতের প্রাচীন কন্দ। দুই রকম পিয়াজ বাজারে দেখা যায়, বড় পিঃ বা ঘোড়া পিঃ বা পাটনাই এবং ছোট বা ছাঁচি পিঃ। বর্ষার পর পিঃ বীজ বা পিঃ কোয়া রোপে। ইহা ঝাড় বাঁধে ও একটি করিয়া কলি বা ফাঁপা দণ্ড (Stem) ওঠে। কলির মাথায় ফুল ধরে।...ইহা উষ্ণ বলিয়া হিন্দুরা খায় না। ইহার বহু ঔষধি গুণ আছে। গন্ধপিয়াজের (The Shallot) মঞ্জরীতে কেবল ফুল হয়। বাগানের সৌন্দর্যের জন্য চাষ হয়। বন পিয়াজ (The Indian squill) কন্দমূলক ; পাতা হইবার পূর্বেই লিলির ন্যায় ফুল ধরে। ইহার আদিস্থান হিমালয়, তবে বিহার অঞ্চলে দেখা যায়। ভুঁইকন্দ (Bombay squill) নামে একজাতের পিয়াজ আছে ; দক্ষিণ সাগরে বালুকায় জন্মে, তবে ছোটনাগপুরেও জন্মে বলিয়া শোনা যায়। (দ্রঃ যোগেশ ৩৭৪)

পিয়ানো (Pianoforte)

পিয়ানো একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ; ইহারই অনুকরণে হার্মোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে। পিয়ানো প্রাচীন বাদ্য নহে ; মাত্র ১৭০৯ অব্দে ক্রিস্তোফোরি নামে এক ব্যক্তি উহা উদ্ভাবন করে। ১৭১৬এ এই যন্ত্র পারিসের প্রদর্শনীতে সর্বপ্রথম দেখানো হয়। Schroeter ইহার মধ্যে তারের উপর যে হাতুড়ি পড়ে তাহা আবিষ্কার করেন (১৭১৭—২১)। ইংল্যাণ্ডে ১৭৬৭র পূর্বে এই বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৭৬৮তে J. S. Bach সর্বপ্রথম পাবলিকে উহা বাজাইয়া ব্যবহার করেন। ইহার পর বহু গুণী এই যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

পিয়ারী (Peary, Robert Edwin ১৮৫৬—১৯২০)

মার্কিনদেশীয় দেশ-আবিষ্কারক। ১৮৯৮এ ইনি গ্রীনল্যান্ডের উত্তর উপকূলের মানচিত্র প্রস্তুত করেন। ইহার পর উত্তর মহাসাগরের গভীরতা ও অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন। ১৯০৮এ উত্তর মেরু অভিযানে যান ও ১৯০৯, ৬ এপ্রিল উত্তর মেরুবিন্দুতে পৌঁছাইতে সক্ষম হন।

পিয়াল গাছ (Buchanaia latifolnia)

আম্রাদিবর্গের আরণ্যতরু। ফল কালো, ছোট ; মানুষে খায়। আঁঠির শাঁস (চিন্দী চিরোঞ্জী) বাদামের মত সুস্বাদু ; আঁঠির তেল হয়। চরক সুশ্রুতাদি গ্রন্থে ঔষধরূপে উল্লিখিত। গাছ দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রতীরবর্তী পার্বত্যদেশে জন্মে। গাছের গুঁড়ি সোজা, মোটা, উচ্চ, বহুশাখাযুক্ত। পাতা ১০।১১ আঙুল দীর্ঘ, ৬।৭ আঙুল চওড়া। গাছের ত্বক কাটিলে গদ পাওয়া যায় ; কিন্তু কারবারী আকারে ইহার চল হয় নাই। (দ্রঃ যোগেশ)

পিয়াসাল গাছ (Indian Kino tree)

অমরকোষে এই গাছের নাম পীতসালক, সর্জক, আসন, বন্ধুক, প্রিয়ক, জীবক। ইহার কাঠ পীত ও আরক্ত-পীত, আঁশ খদির-বর্ণ ; গাছ হইতে গাঢ় রক্তবর্ণ নির্যাস (Gumkino) বাহির হয়। গাছের ত্বক প্রায় এক হাত লম্বা করিয়া কাটিয়া রস বাঁশের চোঙায় সংগৃহীত হয় ; এই রস আগুনে জ্বাল দিয়া গাঢ় করা হয় ও ছায়ায় শীতল করিয়া জমানো হয় এবং পরে ঔষধের জন্য বিক্রয় করা হয়। দঃ ও মধ্য ভারতে, উড়িষ্যা ও বিহারে এই গাছ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে মুরগা নামে চলিত। কিনো চামড়া ট্যানিংএ লাগে। ইহার কাঠ দিয়া অনেক কাজ হয় ; তবে জল লাগিলে হলদে রং নষ্ট হয়।

পিরামিড (Pyramid)

প্রাচীন মিশরের রাজকবর। নীলনদের তীরে কাইরো মহা-নগরীর নিকটে ৭০টি পিরামিড কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে ; তবে ইহার মধ্যে তিনটিই বড়। এইগুলি ৪র্থ হইতে ১২শ রাজবংশের ফারোয়া বা সম্রাটদের দ্বারা খ্রী পূ ৩০০০ অব্দে নির্মিত। সর্ববৃহৎ পিঃ ফারোয়া খুফু বা চিওপাস নির্মাণ করেন ; ইহার তলদেশ চতুষ্কোণ, প্রতি পার্শ্ব ৭৫৫ ফুট দীর্ঘ ; প্রায় ৪০

বিঘা জমির উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত ; ইহার উচ্চতা ৪৮১ ফুট (কলিকাতার মনুমেন্ট ১৯৫ ফুট)। পিরামিডের আকার কোণাকৃতি ; ইহা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর দিয়া গাঁথা ; পূর্বে উপরাংশ সমতল ছিল ; এখন পাথরের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। উপরে ৩২ ফুট একটি চাতাল আছে ; প্রায় ২৩ লক্ষ পাথরের চাঙ্, গড়ে প্রত্যেকখানার ওজন ২½ টন্ বা ৬৮ মন—ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রবাদ যে ইহা ২০ বৎসরে এক লক্ষ লোক দ্বারা নির্মিত হয়। পিরামিডের মধ্যে ফারোয়াদের কফিন ও তথায় যাইবার জন্য পাতাল-পথ ছিল। এই পাতাল-পথ দিয়া চোরেরা রাজ-কফিন ভাঙিয়া ঐশ্বর্যাদি অপহরণ করিত। গিজের পিরামিড ৪৫৪ ফুট খাড়াই ; তলদেশে ৭০৮ ফুট করিয়া। তৃতীয় পিঃ ২১৯ ফুট উচু ; উহার তলদেশ ৩৫৬ ফিট করিয়া বিস্তৃত। ১৯৩২এ চতুর্থ পিঃ একটা আবিষ্কৃত হয়। অন্যগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত কবর মাত্র।...মেক্সিকোতে প্রাচীন ময় জাতির পিরামিড আছে ; এগুলি মাটির ঢিবি। সূর্য পিরামিডের তলদেশ ৭০০ ফুট করিয়া দীর্ঘ, উচুতে ২০০ ফুট। পূর্বে সিঁড়ি ও চাতাল এবং উপরে মন্দির ছিল।

পিলগ্রিম ফাদার্স (The Pilgrim Fathers)
১৬২০এ একদল ইংরেজ পিউরিটান (৭৪ পুরুষ ও ২৮ স্ত্রী) আমেরিকার মাসাচুসেটসে একটি কলোনী স্থাপন করে। ইহারা হল্যান্ডের জন্ রবিন্সন নামে এক ব্যক্তিরদ্বারা প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। নিউ-জারসিতে তাহারা একটু ভূমি পাইয়াছিল এবং তথায় উপনিবেশ স্থাপনার্থে প্লিমাউথ হইতে ১৬২০ অব্দে ৬ সেপটেম্বর যাত্রা করে, কিন্তু ঝড়ের দরুন মাসাচুসেটস্ উপকূলে (২১ ডিসেম্বর) নামিতে হয়। সেখানেই তাহারা কলোনী স্থাপন করে।

'পিলগ্রিমস্ প্রোগ্রেস' (The Pilgrim's Progress 1675) জন্ বেনিয়ান (১৬২৮—৮৮) কৃত রূপক গল্প ; বাংলায় 'যাত্রিকের গতি' নামে (১৮৭৭) অনূদিত হয়।

পিলপস্ (Pelops)
গ্রীক পুরাণমতে ফ্রিজিয়ার রাজা তানতাল্সের (Tantalus) পুত্র। ইনি রাজা ওনোমাউসের সহিত রথের দৌড়পাল্লা জিতিয়া তাঁহার কন্যাকে লাভ করেন ; পাল্লার পূর্বে ইনি রাজার রথের চাকার খিল রাজসারথির সাহায্যে অপসারিত করেন।...পিলপসের বংশধরগণ দক্ষিণ গ্রীসে বাস করিত বলিয়া ঐদেশ পিলপনেশিয়া নামে খ্যাত ছিল ; আধুনিক নাম মোরিয়া। গ্রীসের আত্মযুদ্ধ পিলপনেশীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত।

পিলসুদ্স্কি (Pilsudski, Marshal Joseph ১৮৬৭—১৯৩৫) পোলিশ রাজনীতিক ও যোদ্ধা। গত মহাযুদ্ধের সময় ইঁহার নেতৃত্বে একদল সৈন্য রুশ আক্রমণ করে। ১৯১৭এ পোলণ্ডের রাষ্ট্রসভার সদস্য হন ; অতঃপর জারমেনীতে কিছুকাল বন্দী থাকেন। মুক্তির পর ১৯১৯এ নবগঠিত পোল্যান্ড রিপাবলিকের ইনি প্রথম সভাপতি নির্বাচন হন। ১৯২৪এ তিনি কাজ ইস্তফা দিয়া চারি বৎসর রাজনীতি হইতে দূরে থাকেন ; কিন্তু ইতিমধ্যে পোলিশ গভর্নমেন্টের অভ্যন্তরীন অবস্থা জটিল হওয়ায় ইনি ১৯২৬এ বিদ্রোহী হন ও পুরাতন গভর্নমেণ্টকে দূর করিয়া নিজে পুনরায় প্রধান মন্ত্রী ও সমরসচিব হন। ১৯২৮এ প্রধান মন্ত্রীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া কেবল সমর-সচিবের পদেই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় হইতে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৩৫) ইনি পোলণ্ডের অধিনায়ক বা ডিক্টেটররূপে দেশ শাসন করেন।

পিলু, পীলু গাছ (Salvadora persica)
বৃহৎ ক্ষুপ ; কাঠ কোমল, ঈষৎ পীত। ডালে ফল ঝুলিতে থাকে। পাকা ফল লাল ; সিন্ধু ও পঞ্জাবে এই গাছ জন্মে। নানা ঔষধে ইহা ব্যবহৃত হয়। শ্লেষ্মা বায়ু গুল্মনাশী।

পিশাচ
প্রাচীন ভারতের অন্-আর্য জাতি ; উহাদের আচার ব্যবহার ভাষা আর্যদের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। তজ্জন্য প্রেতযোনির বিকটাকৃতি অতিকায় কায়াহীন সত্তাকে পিশাচ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল। কাশ্মীরের ভাষাকে পেশাচী প্রাকৃত বলে।

পিসা'র তোরণ (The Leaning Tower of Pisa) ইতালির পিসা নগরে একটি টাওয়ার আছে ; ইহাকে Campanile বা leaning tower বলে। ইহা ১৮০ ফুট উচ্চ। ১১৭৪ হইতে ১৩৫০ অব্দের মধ্যে নির্মিত হয় ; ইহা প্রায় ১৬ ফুট হেলিয়া গিয়াছে এবং দেখা যাইতেছে যে এক শতাব্দীতে প্রায় এক ফুট হিসাবে হেলিতেছে। ইহার প্রাচীর বিশেষ এক জাতীয় মার্বেলের তৈয়ারী ; নিচের প্রাচীর ১৩ ফুট ও উপরের প্রাচীর ৬১৭ ফুট প্রস্থ। তোরণটি আট তলা ; ভিতরে ৩০০ সিঁড়ির ধাপ আছে। অষ্টম তলায় একটি ঘণ্টা আছে। গ্যালিলিও এই তোরণের উপর হইতে একটি হাল্কা ও একটি ভারি পদার্থ একই সঙ্গে ফেলিয়া দেখাইলেন যে দুইটি পদার্থ একই সঙ্গে মাটিতে পড়িল ; ইতিপূর্বে লোকের ধারণা ছিল ভারি জিনিষটা আগে ও হাল্কাটি পরে পড়িবে।

দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম ভাগ সমাপ্ত।